সঙ্গীত-কোষ

প্রধান প্রধান কবি ও গীতরচয়িতৃগণ-বিরচিত

চারি সহস্র সঙ্গীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৯৬ নং বীডন ষ্ট্রীট, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩ সাল।

২ টাকা।

সঙ্গীত-কোষ

প্রধান প্রধান কবি ও গীতরচয়িতৃগণ-বিরচিত

চারি সহস্র সঙ্গীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৯৬ নং বীডন ষ্ট্রীট, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩ সাল।

২, টাকা।

বিষয়	নাম	পৃষ্ঠা

বিষয়	নাম	পৃষ্ঠা

বিষয় নাম

…গিওনা তারে (অজ্ঞাত)

…মে …ই বসি (বিধু বাবু)

…পে তাপিত ধরণী (বিষ্ণুরাম)

…তেলাতি …সিকি (অজ্ঞাত)

…ব্যাপার মন কর্ত্তে (ঐ)

…সু…য্যায় সুনিদ্রায় (গুরুদাস চক্রবর্ত্তী)

…ত জননী (অজ্ঞাত)

…ত উদ্ধার বল (কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়)

…রত ভূমি সমান (রাধানাথ মিত্র)

…ত যশ কীর্ত্তন (ঐ)

…রতীয় আর্য্যনাম (রাজকৃষ্ণ রায়)

ভারত দুঃখিনী আমি (দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী)

ভারত রে তোর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভারত যো দীন (রাধানাথ মিত্র)

ভারত নারীর দশা (নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়)

ভারত নারীর দশা ভাবিতে (আনন্দ চন্দ্র মিত্র)

ভারত শ্মশান মাঝে (ঐ)

ভিক্ষা দিতে যে (গোবিন্দ অধিকারী)

ভিখারীর নারী বলে (মদন মাষ্টার)

ভিখারীর রত্নমিত্র (অজ্ঞাত)

ভুলিব কেমনে (আনন্দ চন্দ্র মিত্র)

ভুলনা ভুলনা (অন্নদাপ্রসাদ)

ভুলিতে কি পারি ভব (রামশঙ্কর রায়)

ভুলনা নিযাদ কাল (রাজারামমোহন রায়)

ভুদয়াল দীন হোঁ (অজ্ঞাত)

ভুলনা ভুলনা মন (কালীনাথ রায়)

ভুবনেশ্বরী মা রূপে (শিবচন্দ্র সরকার)

ভুবন ভুলায়েরে কার (মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ)

ভুগছো মিছে পাপের (অক্ষয়কুমার গুপ্ত)

ভুলিতে কি পারি (রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

ভুলেছ কি আরে (অজ্ঞাত)

ভুলনা মন বিশ্বময় (হরলাল রায়)

ভুবন ভুলাইলি গো (অক্ষয়কুমার)

ভুলিবার হ'লে যদি (অজ্ঞাত)

ভুল রোষ ক্ষম দোষ (ঐ)

বিষয় নাম

নাম

ন বল কো থানে (হরিনাথ মজুমদার)
ড় রসিক সুজন নিধুবাবু)
সুর কি তোরে (অজ্ঞাত)
লব কি বলব কি (ঐ)
লাই ডাকিস্ নে রে (ঐ)
লি যেন স্মরণ থাকে (কালীচরণ ভট্টাচার্য্য)
ল্ল সখি (গোবিন্দ অধিকারী)
বনমালী (অজ্ঞাত)
হুদিন হতে (গোবিন্দচন্দ্র দাস)
বলালী তুই যারে (রাসবিহারি মুখোপাধ্যায়)
হিয়ে দুঃখের ভরা (দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী)
বহিছে যৌবন স্রোত (ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল)
বরথো কঁহু (গুরু নানক)
নন্দ বদনে (কৃষ্ণচন্দ্র রায়)
তীত যাহা (নীলমণি ঘোষ)
বলরে বলরে (অজ্ঞাত)
রী কি আশ্চর্য্য (রাধানাথ মিত্র)
বল কালী আজ (রামপ্রসাদ সেন)
থি সকলকে (রাজমোহন আম্বলী)
তারা দাঁড়াই (প্রমাদী)
াই হরি হরি (গিরীশচন্দ্র ঘোষ)
ল ভূষণ শ্যাম (অজ্ঞাত)
ালী কালী (কালীদাস)
লন মা হেম (দাশরথী রায়)
কি ওরে ভাই (অজ্ঞাত)
াই আমি সনো (মদন মাষ্টার)
ই কেমন করে (পাগল ফকীর)
সন্ধানে (অজ্ঞাত)
াপেক্ষা এক (ঐ)
যাবি রে (রাজা মহিমারঞ্জন রায়)
করে শোক (৺ক্রোরীসন্তোষ রায়)
াজ ছার (অজ্ঞাত)
কি করি

ম

বিষয়	নাম	পৃষ্ঠা

ল

শ

স

সঙ্গীত-কোষ।

প্রেমের গান।

বসন্ত—চৌতালা।

পীতবসন, কুসুম-ভূষণ,
যুবক-যুবতী-রঞ্জন,
কোকিল ভ্রমর, মধুর মধুর,
করয়ে কূজন গুঞ্জন।
ধীরি ধীরি বহে মলয় বায়,
পীতবসন উড়িছে তায়,
ফুল-কুল-কলি ফুটিয়া যায়,
প্রেমিক-নয়ন-শোভন।
প্রাণের প্রতিমা মধুর হাসে,
কুসুমে সাজিয়ে দাঁড়ায়ে পাশে।
অপরূপ ছটা বিকাশে,
উরে ফুল-ধনু মদন ॥ ১ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

নাহি যদি আসি তবে কর প্রিয়ে অভিমান,
আসিলে বদন বাঁকা, মরি এ কোন বিধান!
ভাবিয়ে ভাবের ভাব, এই হয় অনুভব,
লাভ তব ভাবে ভাব, অভাবেতে সমাধান ॥ ২ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

পিক কুহু বলে, মঞ্জু কুঞ্জ দোলে,
মধুর সমীর বহে ধীরে;
ফুল্ল দিন-কর, ফুল্ল সরোবর,
ফুল্ল রতনরাজী নীরে।
শ্যাম ধরণীতল, শ্যাম তরুদল,
কুসুম ভূষণ শিরে;
ফুলকুল আকুল, আকুল অলিকুল,
ভ্রমিছে চুমিছে ফিরে ফিরে;
ফুল আকুল দুলিছে সমীরে॥ ৩॥

ইমন কল্যাণ—জলদ তেতালা।

বিরহ হেমন্ত গত, সুখ বসন্ত আইল,
ভাব-মঞ্জু-কুঞ্জ-বনে, রসতরু মুঞ্জরিল!
নিরাশা-কোয়াসা গেল, আশা-মলয় বহিল,
মন-অলি মনোলোভা, হৃদি-সরোবর-শোভা,
প্রেয়সী-কমলনিভা, আজ কিবা বিকশিল।
ফুটিল কামনা-কলি, ছুটিল সোহাগ-অলি,
প্রণয়-পিক-কাকলী, মন-কানন মোহিল॥ ৪

খাম্বাজ—একতালা।

আজ তোমারে দেখ্‌তে এলাম অনেক দিনের পরে,
ভয় নাইকো সুখে থাক, অধিকক্ষণ থাক্‌বো নাক,
এসেছি দুদণ্ডের তরে—
দেখ্‌বো শুধু মুখখানি, শুনব দুটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে, চলে যা'ব দেশান্তরে॥ ৫॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

কি কুক্ষণে তারি সনে হ'ল প্রেম আলাপন,
প্রেম গেছে, সে ভুলেছে, ভুলে নাতো পোড়া মন!
ঘুমায়ে দেখি স্বপনে, যেন সেই চন্দ্রানন,
আসি সহাস্য বদনে, বলে উঠ প্রাণধন॥ ৬॥

খাম্বাজ—তেতালা।

এলায়ে কবরী, ধীরি ধীরি ধীরি,
চল সহচরী, কুসুম কাননে ;
মলয় মাখিয়ে, হেলিয়ে দুলিয়ে,
আয়লো চলিয়ে, কুসুম চয়নে।
আঁখিটী মেলিবে, বিজলী খেলিবে,
বসন্ত আসিবে, লইয়ে মদনে ;
গগনেরি গলে, তারাহার দোলে,
দেখিয়ে সকলে, চুমিব বদনে ॥ ৭ ।

নিঞা মোল্লার—একতালা।

কাঁদি কাঁদি বুক বাঁধি,
কেন কাঁদিতে চাইলো !
সেতো কয় না কথা,
সেতো চায় না ফিরে,
কেন বাঁধিতে ধাইলো !
কেঁদে মরি সখি, তবু তারি,
তারি কথা ধ্যানে, তারে হেরি ;
ভাল বাসে না, প্রাণ মানে না,
মরম ব্যথা কত মরমে পাই লো ॥ ৮ ॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

কেন তারে সঁপিলাম মন,
আগে কি জানিতাম আমি হইবে এমন।
সঁপিয়ে আমারি মন,
না পাই তার দরশন,
স্মর দহে সদা আমি দহিছি এখন।
ভাবিয়ে কি ফল আর,
আঁখিনীর শুধু সার,
দ্রবিবে না আর তার কঠিন হৃদি কখন ॥ ৯ ॥

কালেংড়া — কাওয়ালী।

চোখের দেখা একবার দেখিব তারে,
আঁখি ছল ছল করে, তারে না হেরে।
তার রূপ গুণ শুনে, অস্থির হয়েছি প্রাণে,
পোড়া প্রাণে, কোন ক্রমে মানা না মানে।
মন জানে, ধর্ম্ম জানে, অন্যে জানিবে কেমনে,
যে জ্বালা সে জন বিনে, কহিব কাহারে॥ ১০॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ — টিমেতেতালা।

দেখা হ'লে তারি সনে আমার কথা বলো বলো,
যে যাহারে ভাল বাসে, তারে কি কাঁদান ভাল!
আমি মরি যার তরে, সে ভাল বাসে না মোরে,
তথাপিও আমি তারে এখনও যে বাসি ভাল।
যার লাগি সর্ব্বত্যাগী, সে স্মরে কি মম লাগি,
ব'লো তারে তারি তরে, ত্বরায় ঘেরিবে কাল।
ব'লো তারে আমার কথা, শুনে যেন পায়না ব্যথা,
আমি মরি কারাগারে, সে আমার থাকুক ভাল॥ ১১॥

খাম্বাজ — কাওয়ালী।

কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল,
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল!
ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেমরত্ন মিলে,
কার ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কারও কলঙ্ক কেবল।
বিদ্যুতপ্রতিম প্রেম, দূর হতে মনোরম,
দরশনে অনুপম, পরশনে মৃত্যুফল।
জীবন-কাননে হায়, প্রেম মৃগ-তৃষ্ণিকায়,
যেজন পাইতে চায়, পাষাণে সে চাহে জল।
আজি যে করিবে প্রেম, মনেতে ভাবিয়া হেম,
বিচ্ছেদ অনল ক্রমে, কালি হবে অশ্রুজল॥ ১২॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নের দোষ কেন,
আঁখি কি মজাতে পারে না হ'লে মন মিলন ?
আঁখিতে যে যত হেরে, সব কি তার মনে ধরে,
প্রাণের মত পেলে পরে সেই হয় হৃদিরঞ্জন ॥ ১৩ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

যে যাতনা যতনে, মনে মনে মন জানে,
পাছে শত্রু হাসে, লোকলাজে প্রকাশ করিনে।
প্রথম মিলনাবধি, যেন কত অপরাধী,
নিরবধি সাধি প্রাণপণে ;
তবু তো সে নাহি তোষে, আরো দোষে অকারণে ॥ ১৪ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সে কেনরে করে অপ্রণয়, ও তার উচিতনয়,
আমি জানি তার মনে কখন বিচ্ছেদ নয়!
কত যে সেধেছি তারে, তবু সে না মনে করে,
তবে কেন তার তরে, মন উচাটন হয়!
যাচিয়ে যৌবন দিলাম, বিনা মূলে বিকাইলাম,
মন প্রাণ সব স'পিলাম, তাহার প্রেমের দায়!
সখি গো স্বপক্ষ হয়ে, ব'ল তারে বুঝাইয়ে,
প্রণয় করিতে গেলে, দুঃখ সুখ সইতে হয়।
দিনান্তে প্রাণান্ত হ'ত, একবার যদি দেখা দিত,
তবে কেন অবিরত, হৃদয় মাঝে উদয় হয় ॥ ১৫

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

ঘরে আর মন্ সরে না, বোঝালেত বোঝে না মন্,
কে যেন নে যায় টেনে, জ্বালা একি যেমন্ তেমন্।
মনে করি মন্‌কে ধরি, পারিনে কেঁদে মরি,
কি ছলে মজালে হায় উপায় কি করি ;
অবশে যাইগো ভেসে মন্‌ত নয় মনের মতন ॥ ১৬ ॥

কেদারা—জলদ তেতালা।

সাধিলে করিব মান কত মনে করি,
দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি।
মানে মন কহে সখি, আর না হইব সুখী,
দরশনে হয় বপু অধীন তাহারি॥ ১৭॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

তারে ভুলিব কেমনে,
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে।
আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেম-তুলি করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।
সবাই বলে আমারে, সে ভুলেছে ভুল তারে,
সে দিনে ভুলিব তারে, যে দিন লবে শমনে॥ ১৮॥

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমি তারে চখের দেখা দেখে আসি,
যারে প্রাণের অধিক ভালবাসি।
উচাটন হয় মম প্রাণ দিবানিশি, না হেরে তার মুখশশী।
একে তো অবলা নারী না পারি যাইতে,
সে কি সখি একবার না পারে আসিতে,
সই সই আমিরে সই তারে বড় ভালবাসি॥ ১৯॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আঁখিতে কি ফল বল তার যে না দেখে তায়,
রূপেতে বিরূপ রতি, যার তুলনায়।
ঘন জিনি কেশ ধরে—এলাইত হ'লে পরে,
চিকন চিকুর তার চরণে লুটায়।
সে অঙ্গের নাই তুল, নহে কৃশ নহে স্থূল,
হেরিয়ে কনক-লতা লাজেতে লুকায়।
তার চারু মুখচাঁদ, জিনিয়া শরত চাঁদ,
দিবানিশি মম শোভে বিমল শোভায়॥ ২০॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

কে তোমারে শিখায়েছে বল প্রেম ছলনা,
যে তোমারে শিখায়েছে, সে বুঝি প্রেম জানে না!
পরের মন নিতে জান, দিতে বুঝি জান না,
এমন ক'রে কত জনার বধেছ প্রাণ বল না॥ ২১॥

বারোঁয়া বাহার—অড়োখেমটা।

কায় কব দুঃখের কথা মনের ব্যথা মনই জানে,
অবলা সরলা বালা কতই জ্বালা সয় গো প্রাণে!
দারুণ প্রতিজ্ঞা করি, অন্তরে গুমরে মরি,
লাজে প্রকাশিতে নারি, দিবানিশি যায় রোদনে॥ ২২॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

যাবত জীবন রবে কারে ভাল বাসিব না,
ভাল বেসে এই হ'লো, ভালবাসার কি লাঞ্ছনা!
আমি ভালবাসি যারে, সে কভু ভাবে না মোরে,
তবে কেন তারি তরে, নিয়ত পাই এ যন্ত্রণা!
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন, কেউ কারে ভালবাসে না॥ ২৩॥

কবির সুর।

মনে রৈল সই মনের বেদনা,
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি বলা হ'ল না;
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না!
যদি নারী হোয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জারমণী বোলে, হাসিতো লোকে।
সখি, ধিক্ থাক্ তারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারী জনম যেন করে না॥ ২৪॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রেমের কথা আর বলো না,
আর বলো না, আর তুলো না,
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা!
ভাল থাক, সুখেথাক হে,—আমারে দেখা দিও না,
দেখা দিও না,—নিভান অনল আর জ্বেলো না;
আর বলো না, আর বলো না, আর তুলো না;
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা॥ ২৫॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার,
জীবন-জুড়ান-ধন, হৃদি-ফুলহার।
মধুর মুরতি তব, ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সম্মুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার।
কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোকে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।
তবুও ভুলিতে হ'বে, কি ল'য়ে পরাণ র'বে,
কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাহি বারে বার।
কুসুম-কানন মন, কেন রে বিজন বন,
এমন পূর্ণিমা নিশি যেন অন্ধকার!
হে চন্দ্রমা, কার দুঃখে কাঁদিছ বিষণ্ণ মুখে,
অয়ি দিগঙ্গনে, কেন কর হাহাকার?
হয় তো হ'ল না দেখা, এ লেখাই শেষ লেখা,
অচিন্ত্য কুসুমাঞ্জলি প্রেম উপহার,
ধর ধর প্রেম উপহার॥ ২৬॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

মন যে তোমারই বশ নিতান্ত হইল,
তুমি যে পরেরি প্রাণ উপায় কি বল;
বাসনা করে বাসনা, বাসনা মানা শুনে না,
সাধিলে সাধ পুরে না, বিষম দায় ঘটিল॥ ২৭॥

পিলু বেহাগ—কাওয়ালী।

সাধের প্রেমে না পুরিল সাধ, এ কি রে বিষাদ,
অপরাধী নিরবধি বিনা অপরাধ;
যারে সদা ভাবি মনে, সে কভু না ভাবে মনে,
আর কত সব প্রাণে বিষম প্রমাদ।
যার লাগি অপরাধ, সেই দেয় অপবাদ,
কে হেন সাধিয়ে বাদ, ঘটালে প্রমাদ॥ ২৮॥

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বান্ধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
সখি রে; কি মোর করমে লেখি—
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু,
রবির কিরণ দেখি।
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্রা বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল;
জ্ঞানদাস কহে বঁধুর পিরীতি
মরণ অধিক ভেল॥ ২৯॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দারুণ মানের ভরে করেছি তার অপমান,
এখন আমার যায় প্রাণ, সই তারে ডেকে আন!
মানেতে হইয়ে হত, বলেছি কুবাক্য কত,
ঐ যায় প্রাণনাথ, মানের উপর করে মান;
এখন সাধিলে তার বাড়িবে দ্বিগুণ মান॥ ৩০॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দরশন বিনা মম প্রাণ যে যায়,
কোথা গেলে পাব তারে বলে দে আমায়!
শুন লো সজনি, আগেতে না জানি,
ভালবেসে অবশেষে কাঁদাবে আমায়॥ ৩১॥

ভৈরবী—একতালা।

এবার প্রাণান্ত হ'লে রমণী হব,
পুরুষের যত দুঃখ নারী হয়ে জানাব।
মান করে বসে রব, সাধিলে না কথা কব,
অপমান তার ফিরে দিব, পায়ে ধরে সাধাব॥ ৩২॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমার যাবার সময় হল আমায় রাখিস না ধরে,
চোকের জলের বাঁধন্ দিয়ে, বাঁধিস্‌নে আর মায়া ডোরে।
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি, ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটী,
নাম ধরে আর ডাকিস্ নে ভাই, যেতে হবে ত্বরা ক'রে॥৩৩॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

ছেড়েছে, ছেড়েছে আমার পাখী, (আমার সাধের পাখী)
বল কে তোরা রাখ্‌লি ধরে, অবলারে দিসনে ফাঁকি।
বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে, কে তারে নিলে গো ছলে,
কোথা গেল দেগো ব'লে, হৃদ্‌পিঞ্জরে ধ'রে রাখি।
দেখা পেলে এই বার, কভু কি ছাড়িব আর,
চোখে চোখে রাখব তারে, আর কি মুদিব আঁখি॥ ৩৪॥

বেহাগ—আড়াঠেকে।

সকলি ফুরায়ে গেল জীবন কেন গেল না,
আশা, দুরাশা পুরিল না!
যাহারে হৃদয়াসনে, বসায়ে পুজিতাম মনে,
সে জনে রয়েছে অন্তে, এ জ্বালা প্রাণে সহে না॥ ৩৫॥

সিন্ধু – মধ্যমান।

কেন মন স'পে ছিলাম নিদয় জনে,
সে যে নিদারুণ অতি আগেতে জানিনে!
আগে ভেবেছিলাম সাঁর, সে আমার আমি তার,
এখন সে বল কার, বাঁচিনে মিলন বিনে ॥ ৩৬ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালী।

অনুগত জনেরে প্রিয়ে কেন এত প্রবঞ্চনা,
মারিলে মারিতে পার, কাটিলে কে করে মানা।
অপরাধ করি পায়, যা কর তা শোভা পায়,
বিনা অপরাধে বধ, এই কি তোমার বিবেচনা ॥ ৩৭

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রাণনাথ এমন কথা আমারে আর ব'ল না,
স্বভাবে অবলা জাতি নাহি জানি ছলনা।
তুমি মোর প্রাণপতি, তোমা বিনে নাহি গতি,
যথা সূর্য্যমুখী সতী, রবি বিনে বাঁচে না।
অলি দেখি সরোজিনী, সদা হয় প্রমোদিনী,
নিদয়া বলিয়ে মোরে বৃথা কর প্রতারণা ॥ ৩৮ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

এমন যে হবে, প্রেম যাবে, এ কভু মনে ছিল না,
এ চিত্ত নিশ্চিত ছিল, প্রণয়ে বিচ্ছেদ হবে না।
ভেবে ছিলাম নিরন্তর, হয়ে রব একান্তর,
যদি হয় দেহান্তর, মনান্তর তায় হবে না।
সে আশা নৈরাশা হ'ল, এখন বসে কাঁদতে হ'ল
সে গেল, তার প্রেম গেল, আমার মরণ হ'ল না।
কবার নয় কব কার কাছে, যে দুঃখে ভাষায়ে গেছে,
কেবল মাত্র রইলো আমার, লোকে কলঙ্ক ঘোষণা ॥৩৯॥

ভৈরবী কাওয়ালী।

এখন এখন প্রাণ সে নামে শিহরে কেন,
এখন হেরিলে তারে কেনরে উথলে মন।
বিরক্তি ভ্রুকুটী রাশি, হেরিলে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে নারিনু কেন এখন।
চোখের দেখা দেখতে গেলে, তাও দেখা নাহি মিলে,
দারুণ তাচ্ছিল্য ভাবে, সে করে যে পলায়ন।
তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মর্ম্মভেদী নীরে,
মুহূর্ত্তও দেখা পেলে, স্বর্গ হাতে পাই যেন।
জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জ্বলুক কি ক্ষতি তায়,
সে আমার সুখে থাক্, নাহি সাধ অন্য মনে॥ ৪০॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

সাধিলে করিব মান কত মনে করি,
দেখিলে তাহার মুখ, তখনি পাসরি।
মম মন কহে সখি, আর না হইব সুখী,
দরশনে হয় পুনঃ, অধীন তাহারি॥ ৪১॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

যায় যায় ফিরে চায় সজল নয়নে ওই,
ফিরাও গো ফিরাও গো উহায়, অমিয় বচনে ও সই।
দেখ তার অভিমান, দূরে গেল অভিমান,
অস্থির হতেছে প্রাণ, প্রতি পদার্পণে ওই॥ ৪২॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

সে কি আমার অযতনের ধন,
মন প্রাণ সুশীতল করে যেই জন।
তবে যে অপ্রিয় বলি, যখন জ্বালাতে জ্বলি,
নতুবা তারি সকলি, প্রেমের কারণ॥ ৪৩॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কঠিন হইয়ে তোমারে রাখিয়ে,
কেমনে যাইব প্রেয়সি!
তুমি কি ভাব, আমি কি ভাবিনে,
বলে কি জানাব যে দুঃখ জীবনে,
বিরহ যন্ত্রণা সহিব কেমনে,
তাই ভাবি দিবানিশি।
যে দেখি বদন মলিন তোমায়,
রাহুগ্রস্ত যেন পূর্ণ শশধর,
দুঃখানলে দহে সতত অন্তর,
আঁখি নীরে সদা ভাসি॥ ৩৪॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

প্রেম পাব বলে লোকে নানা কাজ সদা করে,
প্রতপ্ত মরুর মাঝে, পাওয়া যায় কি সরোবরে?
দূর থেকে বোধ হয়, যেন সব পদ্মময়,
সংশয় হইবে প্রাণ, নিকটে যাইলে পরে!
চল চল হয়ে লীলা, নয়নে লহরী খেলা,
অধরে হঠাৎ হাসি, গলে যায় মন,—
অত কি গলিতে হয়? যা ভেবেছ তাতো নয়.
করাল ভুজঙ্গ ও সে, নাচিতেছে ফণা ধরে॥ ৪৫॥

কাফি সিন্ধু—ছেপ্‌কা।

কামিনী-কুসুম শোভা আরো মনোহর হ'তো,
সতত তাহাতে যদি সতীত্ব সৌরভ র'তো।
না তেয়াগি কুলমান, এক জনে সঁপে প্রাণ,
জীবনের চিরদিন নিষ্কলঙ্কে কাটাইতো।
কীট সম কলঙ্কেতে, শশী যে হৃদি মাঝেতে,
নব বিকশিত কালে, শোভা তার না রহিতো;
কিম্বা সহৃদয় জনে, তুষিয়ে অতি যতনে,
গাঁথিয়ে প্রণয় হার, হৃদয়ে সদা রাখিতো॥ ৪৬॥

তিলককামোদ—ঝাঁপাল।

বন্দে মাতরং !—
সুজলাং, সুফলাং, মলয়জ-শীতলাং, শস্য-শ্যামলাং মাতরং।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং, ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনী,
সুহাসিনীং, সুমধুরভাষিণীং, কে বলে মা তুমি অবলে—
বহুবলধারিণীং, নমামি তারিণীং, রিপুদলবারিণীং মাতরং!
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে;
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বংহি দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিণী, কমলা কমলদল-বিহারিণী,
বাণী, বিদ্যাদায়িনী, নমামি ত্বং।
নমামি কমলাং, অমলাং, অতুলাং, সুজলাং, সুফলাং মাতরং;
শ্যামলাং, সরলাং, সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরং॥ ৪৭॥

বারোঁয়া—ঠুংরী।

মন চায় দেখিতে যারে,
সে কেনরে দেখা দিতে এত ছল করে!
যারে ভাবি নিরন্তর, সে ভাবে না একবার,
তবু তার তরে কেন মন কেমন করে!
আমি আছি তার আশে,
অপরে সে ভাল বাসে,
চতুরে সঁপিয়ে প্রাণ সদা নয়ন ঝরে॥ ৪৮॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

দেখ ভুল না রে এ দাসীরে,
এই অনুরাগ যেন, থাকে চিরদিন তরে।
তোমা বিনে অন্য আর, কি ধন আছে আমার,
প্রাণে মরি, ও বদন ক্ষণে না হেরিলে পরে।
কুল-শীল লাজ-ভয়, পরিহরি সমুদয়,
সঁপেছি জনমের মত, প্রাণ মন তব করে॥ ৪৯॥

বেহাগ—যৎ।

আমার সাধের বীণে যত্নে গাঁথা তারের হার ;
যে যত্ন জানে, বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার।
তানে মানে বাঁধ্‌লে ডুরি, শত ধারে বয় মাধুরী,
বাজে না আল্‌গা হারে, টানে ছিঁড়ে কোমল তার॥ ৫০।

সাহানা—খেমটা।

কাঁদিছে প্রাণ আমার কেন সখি তারি তরে,
বিচ্ছেদের শরানল দহিছে এ অন্তরে রে।
না জেনে তাহার মন, করেছি যে সমর্পণ,
কি করি প্রাণ সজনি, উপায় বলে দাও আমারে।
আমি থাকি আবাসে, সে কভু আসে না বাসে,
কেমনে বাঁচিব শেষে, উপায় বলে দাও আমারে॥ ৫১॥

সাহানা—একতালা।

শারদ লতিকা সম ললনা কায়,
বিধি কি সুখের নিধি নারী নিরমিল হায়!
যদি রে কামিনী কুল, হ'ত কাননের ফুল,
তুলে এনে অনুরাগে তোড়া বাঁধিতাম ;—
অথবা গাঁথিয়ে মালা দিতাম গলায়॥ ৫২॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

যার প্রাণ তার আছে, লোকে বলে নিলে নিলে,
দেখা হ'লে জিজ্ঞাসিব, সে নিলে কি আমায় দিলে।
দৈবযোগে এক দিন, হয়েছিল দরশন,
না হ'তে প্রেম মিলন, কলঙ্ক রটালে॥ ৫৩।

পিলু বারোঁয়া—যৎ।

মনে মনে তোমায় যে ভালবাসি,
লোকলাজ ভয়ে, নাহি প্রকাশি।
হ'লে অদর্শন, হু হু করে মন,
পলকে প্রলয়-জ্ঞান, হয় লো রূপসি॥ ৫৪॥

ভৈরবী খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে,
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে;
রাজহংস দেখি এক নয়ন রঞ্জন,
চরণে বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন।
বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন,
হৃদয়-কমলে মোর তোমার আসন।
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়-কমলে,
কাঁপিল মৃণাল সহ মৃণালিনী জলে।
হেনকালে কাল মেঘ উদিল আকাশে,
উড়িল মরালরাজ মানস বিলাসে।
ভাঙ্গিল হৃদয় পদ্ম-তার বেগ ভরে,
ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে॥ ৫৫॥

সুরট—কাওয়ালী।

তবে প্রেমে কি সুখ হতো,
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভাল বাসিত!
কি সুখ কিংশুক ঘ্রাণে কেতকী কণ্টক হীনে,
ফুল ফুটিত চন্দনে ইক্ষুতে ফল ফলিত।
প্রেম সাগরেরি জল, যদি হইত শীতল,
বিচ্ছেদ বাড়বানল তাহে যদি না থাকিত॥ ৫৬॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সই সঁপেছি প্রাণ সে চরণে,
তিনি বিনে মম জ্ঞানে, নাহি জানি অন্য জনে।
যত দিন রবে প্রাণ, তিনি জ্ঞান, তিনি ধ্যান,
এ হৃদে অন্যের স্থান, দিবনা স্বপনে।
যার প্রেম-সুধাকরে, সতত শীতল করে,
বল সেই সুধাকরে ভুলিব কেমনে? ৫৭।

কীর্ত্তন সুর।

ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি, ফিরিনু বহু দেশ,
কাঁহা মেরা কান্তবরণ, কাঁহা রাজবেশ।
হিয়াপর রোপিণু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি,
কাঁহা গেল পঙ্কজ সই, কাঁহা মৃণাল হামারি॥ ৫৮॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

অন্বেষণে তারি, হব আমি ব্রহ্মচারী,
মন চোরে ধরিবারে দেখি পারি কিনা পারি।
প্রেমের যোগিনী হ'ব, প্রেম তীর্থে তপে রব,
প্রেয়সীর নাম ল'ব, প্রেম বাঘছাল পরি।
প্রেম ছাই গায়ে মাখিব, প্রেমসিদ্ধি ঘুটে খাব,
প্রেমধামে বেড়াইব, প্রেম দণ্ড হাতে ধরি।
প্রেম কমণ্ডলু নিব, প্রেম মালা গলে দিব,
প্রেম বলি গাল বাজাব, প্রেম পীতধড়া পরি ॥ ৫৯ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন প্রাণ স'পেছিলাম তারে,
হেরিতে বাসনা হলে ভাসি অকুল পাথারে।
মিলন তরি আমার, ভেঙ্গেছে মাঝারধার,
কিসে হইব গো পার, পোড়েছি বিষম ঘোরে।
মুদিয়ে যুগল আঁখি, যদি শান্ত ভাবে থাকি,
তখনি তাহারে দেখি, উদিত হৃদি-মন্দিরে ॥ ৬০ ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে
কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরে অধর হাসি
প্রাণে কেন বরষিল।
দাঁড়িয়ে ছিলাম পথের ধারে,
সহসা দেখিলাম তারে,
নয়ন দুটী তুলে কেন
মুখের পানে চেয়ে গেল ॥ ৬১ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অশেষ যাতনা সয়ে বিশেষ করেছি পণ,
প্রেম করা দূরে থাকুক, কর্ব্ব না আলাপন।
যে কবে পিরিতের কথা, তার সঙ্গে কব না কথা,
প্রেম শব্দ কর্ণে আর কর্ব্বোনা ধারণ ॥ ৬২ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তারে ভুলিব কেমনে,
সে বিনে যাতনা যত সে কি তা জানে!
মিলনেরি দিন হইলে স্মরণ,
স্বপন অধিক ভাব হয় না লো প্রাণে!
মনে যত মান, যদি হয় মিলন,
উপহার ছলে, দিব লো চরণে ॥৬৩॥

খাম্বাজ—একতালা।

মরমে মরম যাতনা সই, ভালবাসার অযতনে,
না বুঝে নুকাজে মজে বাজের অধিক বাজে প্রাণে!
যে জন পিরীতে নাচায়,
সে যদি ফিরিয়ে না চায়,
যদি প্রাণ যাহারে চায়,
কে বল রাখিবে পায়,
সে যদি না বাঁচায় প্রাণে ॥ ৬৪ ॥

যোগিয়া—আড়াঠেকা।

ভাল বাসিবে বোলে, ভাল বাসিনে
আমার স্বভাব কেমন তোমা বই জানিনে।
চাঁদমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখ্‌তে আসি, দেখা দিতে আসিনে ॥৬৫॥

বেহাগ—দাদরা।

ফুট্‌লো কলি, জুট্‌লো অলি,
ছুট্‌লো নূতন প্রেমের ধারা;
রবির করে, চাঁদের করে,
কোচ্চে খেলা দিচ্ছে ধরা।
তমাল ডালে, হেলে দুলে,
উঠ্‌লো লতা সোণার পারা;
নীল আকাশে, চল্‌লো ভেসে,
কিরণভরা উজল তারা ॥ ৬৬ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

প্রেম সাধ করি,
কি করি, মনেরে বুঝাতে নারি বল সহচরী,
সতত বাসনা যারে, রাখিতে হৃদি মাঝারে,
সে করে চাতুরী।
তিলেক না দেখা হ'লে, আর বাঁচিনে মরি মরি॥ ৬৭॥

ললিত বিভাষ—একতালা।

কেমনে ভুলি তারে,
কি বল সই আমারে, যে জন বিরাজে
হৃদয় মাঝারে।
আমি চকোরিণী, সে যে সুধাকর,
প্রেম সুধাদানে তুষিবে অন্তর,
সে হলে অন্তর, কেমনে অন্তর
শুয়াইবে বল বিরহ-বিকারে।
বারিহারা মীন হয় গো যেমন,
সে বিনে সতত আমি গো তেমন,
হারা হয়ে সেই হৃদয়-রতন,
ভাসিব কি শেষে অকুল পাথারে॥ ৬৮॥

সরফর্‌দা—জলদ তেতালা।

বারে বারে আর তারে, কেমন করিয়ে সই,
বল গো সাধিতে।
যে জন আপন দোষ না পায় দেখিতে।
করিয়াছে মন চুরি, তবু না ছাড়ে চাতুরী,
চোরের অধীন সাধু, কি লজ্জা শুনিতে।
চোর হয়ে সাধু প্রায়, সাধিলে কি হবে তায়,
ভাবে অভাব ঘটায়, হিতে বিপরীতে॥৬৯॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

এসে বিপিনে সইলো একি হইল,
হেরে নবীন তাপসরূপ নয়ন ভুলিল,
যখন পরশিল সে কোমল করে, অধীরা হইলাম অন্তরে রে,
কুসুম মুঞ্জরী বিষম রে,—কুসুম-শরসম মম হৃদে পশিল॥৭০॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

প্রিয়ে ভুলিব কেমনে,
রাখিব সতত তোমায় নয়নে নয়নে।
আমার হৃদয়-পটে, লিখিব হে অকপটে,
মধুর মূরতি তব, অতি হে যতনে ॥ ৭১ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভোলা হলো দায়, সখি তায় পড়ে মনে,
কি ক্ষণে সে ধনে হেরেছি, ছি ছি ছি নয়নে!
লোকে করে লাঞ্ছনা, ঘরে গুরু গঞ্জনা,
সই কারে কই, তারে বই, দুঃখ রইল মনে মনে ॥৭২॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

জানি না যে কেন ভাল বাসি,
যতনে যাতনা বাড়ে, কেন মন অভিলাষী!
বাসি বা না বাসি ভাল, ভাল বেসে থাকি ভাল,
কি হলো বিফল আশা, আমি বাসনা সাগরে ভাসি ॥ ৭৩ ॥

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমি তারে চোখের দেখা দেখে আসি,
যারে প্রাণের অধিক ভাল বাসি!
উচাটন হয় মন প্রাণ দিবানিশি,
না হেরে তার মুখশশী।
একে অবলা নারী না পারি সহিতে.
সে কি সখি একবার পারে না আসিতে,
চাঁদ মুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভাল বাসি ॥ ৭৪ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বোলনা বোলনা, আমারে বোলনা,
মিনতি তোমার পাশে;
নিদারুণ কথা, শুনিলে শ্রবণে,
অন্তর দুঃখেতে ভাসে!

কি লাগি কি বলি, যাব গো সেথানে,
সে জনে হেরিলে পাই ব্যথা প্রাণে,
কেমনে সহিব, মরমে মরিব, সে যদি উপহাসে ॥ ৭৫ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

এক বাঁধনে বাঁধা আছি, এম্নি আমার মনে লাগে,
নামটী শুনে আমার মনে, রূপটী গো তার কেন জাগে!
ধ'র্‌বো তারে খুঁজে খুঁজে, রাখ্‌বো সাধে মরম মাঝে,
পূজ্‌বো তারে, ভজ্‌বো তারে, মজ্‌বো তারি অনুরাগে ॥৭৬॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

দুখ হলো বলে কি প্রেম ত্যজিব,
দুখে সুখ বোধ করে সদা তারে তুষিব।
না থাকে তাহার মন, না করিব আলাপন,
তবু সে চাঁদবদন বিরলেতে হেরিব ॥ ৭৭ ॥

সাহানা—যৎ।

সাধে কি গোলাপ ফুলে আমি ভাল বাসি সই,
আমার মনের কথা শোন সখি তোরে কই।
আমি যারে ভালবাসি, তার মৃদু মৃদু হাসি,
সুধাংশু কিরণ সম মাঝে মাঝে পড়ে খসি।
সে অমূল্য ধন পেয়ে, চির পিপাসিত হিয়ে,
পৃথিবী হৃদয় মাঝে রাখে লুকাইয়ে।
সে হাসি জমাট হয়ে, ধরা বক্ষ বিদরিয়ে,
বাগানে গোলাপ রূপে, ফুটে ফুটে উঠে ওই ॥ ৭৮ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মনে মনে মন চুরি করিল যেই জন,
কহলো সজনি তার, কহ তার বিবরণ?
কি জাতি কি নাম ধরে, কোথায় বসতি করে,
আমিতো চিনিনে তারে, চেনে আমার দুনয়ন ॥ ৭৯ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কথা ক'ব কিরে কহিতে যে কেঁদে উঠে প্রাণ,
তুমি কি জাননা প্রিয়ে কেন করি মান।
আমারে রেখে এখানে, তুমি যাও সুখে সেখানে,
যেমন ব্যথা দিলে প্রাণে, ব্যথা পাবে প্রাণ॥ ৮০॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ – মধ্যমান।

"যাই যাই" বলি নাথ দিওনা মোরে যাতনা,
যেতে হয় যাও তবে, "যাই" কথা সহেনা।
বজ্র পাত হবে হবে, বলি সে আশঙ্কা তবে,
পাতনে বেদনা কবে, যাও তবে, "যাই" বল না॥ ৮১॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আঁখিতে মানেনা সই মনেরে বুঝারে রাখি,
যে পথে গেছেন তিনি তার পানে চেয়ে থাকি,
অভাগীর অশ্রুজল, ঝরিতেছে অবিরল,
বহে অশ্রুস্রোত তায়, পদচিহ্ন দেখি দেখি;
যেন ভগীরথ পিছে গঙ্গা স্রোত বহিতেছে,
দেখা হলে বলো তারে অন্ধ হ'ল দুটী আঁখি॥ ৮২॥

ঝিঁঝিট – একতালা।

সাগর-কূলে বসিয়ে বিরলে হেরিব লহর-মালা।
মনোবেদনা ক'ব সমীরণে, গগনে,—জুড়াব জ্বালা।
প্রতারণাময় মানব প্রাণ, আর না হেরিব নর-বয়ান,
সমাজ-শ্মশানে রহিব না আর, বহিব না দুঃখ-ডালা॥ ৮৩॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মন চুরি যে করেছে, তারে কি সই পাব আর,
বিধি কি সদয় হবে, সে মুখ হেরিব তার!
এ প্রাণ স'পেছি যারে, সে ভাসায় অকুল পাথারে,
মন প্রাণ চুরি করে, সে গেছে যমুনা-পার!
আমার মন চুরি করে, সে গেছে সেই দেশান্তরে,
কেমন করে রব ঘরে প্রাণ বাঁচান হলো ভার॥ ৮৪॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কেমনে যাতনা প্রাণে সহিবে ললনা হায়,
কেমনে কুসুম কলি নীরবে শুকায়ে যায়!
দুরন্ত কৃতান্ত করে, একান্ত প্রাণান্ত করে,
ছিঁড়িয়াছে পাতা গুলি, বৃন্তটী ছেদিতে চায়॥ ৮৫॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

রূপেরি সাগরে ডুবিল (আঁখি আমার);
না জানে সাঁতার, আঁখি কেমনে পার হবে বল।
আঁখিরে তুলিবে বলে, মন পুনঃ ঝাঁপ দিলে,
কিন্তু তার মায়া জালে, বন্দি হয়ে রহিল।
ছিঁড়িল ধৈরয গুণ, অস্থির হতেছে মন,
বাড়িল বিচ্ছেদ তুফান, দেহ তরি ভাঙ্গিল॥ ৮৬॥

ইমন কল্যাণ—ঢিমেতেতালা।

প্রণয় যে জানে সে কেন করে না,
সে বিনে আমারি মনে আর তো ধরে না।
আঁখিতে পরখিতে পারে যেই জন,
তারি তরে মন নিতে সদা আকিঞ্চন;
যতন করিয়ে তারে পাই যাতনা॥ ৮৭॥

খাম্বাজ – মধ্যমান।

আমার মন মানে না সই, নয়ন মানে না,
আমি মনেরে বুঝাতে পারি, নয়নেরে পারি না।
তুমি যাবে দেশান্তরে, একাকিনী রেখে ঘরে,
আশার আশে রব বসে. এজীবন তো রবে না॥ ৮৮॥

লুম্ ঝিঁঝিট—একতালা।

ভুলিব কেমনে সে বিধুবদনে,
হৃদয় শোণিতে নয়ন বারিতে—
পূজিয়াছি যারে চিতে. বসি যোগ ধ্যানে,
সাধ ছিল মনে, সে জীবন ধনে
রাখি যুগ যুগ ভরি নয়নে নয়নে॥ ৮৯॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আগে জান্তাম্ যদি নিরবধি কাঁদাবি আমায়,
তা'হলে কি মন প্রাণ স'পিতাম তোমায়!
আগে না বুঝিয়া মনে, মজেছি তোমারি সনে,
এখন দুকুল গিয়াছে আমার, এবার বুঝি প্রাণ যায়!
ভেবেছিলাম পরেশ পাথর, কপাল ক্রমে হলো পাথর,
বোবারি স্বপনেরি মত, প্রকাশ করা দায়॥ ৯০॥

জংলা—কাওয়ালী।

কে জানে প্রেম কি রতন,
কেন দেখে শশী, উথলে সরসী,
কুমুদিনী হাসে অনুক্ষণ?
তপন সন্তাপে ধরণী তাপিত,
পদ্মিনী সে ভাবে হয় প্রফুল্লিত—
জ্বলন্ত দহনে পতঙ্গ পড়িছে,
কে জানে কি ভাব সে কেমন! ৯১॥

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা,
জীবন ফুরায়ে এল, আঁখিজল ফুরালো না,
কই সে সজনী সখি, যার বুকে মাথা রাখি,
ভাবিতাম হব সুখী, তাও হলো না;—
কাঁদিতে কাঁদিতে ওরে, চলিনু জন্মের তরে,
না মিটল আশা কভু, অন্তিম বাসনা॥ ৯২॥

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—কাওয়ালী।

এ জনমের সঙ্গে কি সই, জনমের সাধ ফুরাইবে,
কিম্বা জন্ম জন্মান্তরে, এ সাধ মোর পুরাইবে!
বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুন,
আমারে আবার যেন, রমণীজনম দিবে!
লাজ ভয় তেয়াগিব, এ সাধ মোর পুরাইব,
সাগর ছেঁচে রতন দিব, কণ্ঠে রাখ্‌বো নিশি দিবে॥ ৯৩॥

বিরহের গান।

সিন্ধু—মধ্যমান।

এ বিরহে যায় যদি প্রাণ,
তবু হের্‌বোনা তার ও বয়ান;
নিত্য নিত্য যরে পরে, কত সব অপমান।
শুন ওলো প্রাণসখি, মনোদুঃখ আর বল্‌বো বা কি,
মরিলে হইব সুখী, তবু রাখ্‌বো আপনার মান্‌॥ ১৪॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

এ সময় রসময় দেখা দাও অবলায়,
জনমেরি মত তব প্রেমাধিনী হয় বিদায়।
যথা হে দারুণ কাল, নাহি মানে কালাকাল,
তোমার বিচ্ছেদ কাল, দুইকালে প্রাণ যায়।
কর এক প্রিয়কাজ, জন্য দুঃখিনীর;
মোহন বেশে গুণরাশি, মুখে মৃদু মৃদু হাঁসি,
সম্মুখে দাঁড়াও আসি, মনের কথা কই তোমায়॥ ১৫॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

মিছে ভালবাসা, মনের আশা, মনে রহিয়ে গেল,
যাহার কারণ, আকুল পরাণ, সেতো বাসেনা ভাল।
প্রাণ স'পিয়ে প্রেম লাভ, হইবে মনে ছিল,
যতন সকল বিফল তার, যাতনা সার হলো।
বিচ্ছেদ রূপ অনল জ্বলিছে,
প্রবল তাপে দেহ দহিছে, অবলা প্রাণে মলো॥ ১৬॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

এখন কি তার আসিবার সময় হয় না গো,
ও সে কেমনে আমারে ভুলি রহিল কোথায় গো।
যদি থাকে প্রেম দাওয়া, ঘুচাব সেথানে যাওয়া,
অবলা সরলা আমি, ও তার কেমন কঠিন প্রাণ গো॥ ১৭॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

কোথা গেলে প্রাণনাথ অভাগী কাঁদে কাননে,
ফুরাল কি জীবলীলা কঠোর কাল-শাসনে।
কে আছে আমার আর, তোমা বিনে শূন্যাকার,
কানন কমলাশ্রম সকলি হেরি নয়নে।
উঠ নাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
নিবিড় আঁধারে কেন পড়িয়ে থাক বিজনে॥ ৯৮॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

যাবে যদি অবলা বধিয়ে,
তবে কি ফল বল এ দেহভার বহিয়ে;
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণের প্রাণ,
সম্মুখে ত্যজিব প্রাণ,
শব দেখি যাত্রা কর, বামেতে রাখিয়ে॥ ৯৯॥

ইমন কল্যাণ—একতালা।

সখি তার লাগি ভেবে ভেবে প্রাণ যায়,
মরি হায়, দুঃখ কব কায়, সতত বিষাদিত চিত্ত,
হলেম জ্ঞান হত, পাগলিনীর প্রায়।
কিসেরি তরে, নিদয় অন্তরে, বধিল দারুণ বিচ্ছেদ শরে
আমি সই, দাসী নই, তোমায় কই;
কে কি বলে তায়, বিচ্ছেদ ঘটায়, শত্রু পায় পায়॥ ১০০॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বিরহ জ্বালা প্রাণে কত সহিব,
মন দুঃখ অন্য কারে কহিব।
সে যদি আমারে সখি নিষ্ঠুরতা করে,
তবে কাহার লাগিয়ে ভার বহিব।
সহেনা সহেনা সখি আর দেহ মাঝে,
অধৈর্য্য হইয়ে ধৈর্য্য ধরি লোক লাজে;
শীঘ্রগতি, কহ তুমি গিয়ে রস রাজে,
অবিরত দুঃখানলে আর কত দহিব॥ ১০১॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

হেরে ও বয়ান, জুড়াই তাপিত প্রাণ,
এস হে বঁধু—এস এস।
হৃদয়-সিংহাসন শূন্য আছে হে, রাজা হয়ে বসো বসো
সেই ভাবে এ হৃদয়ে আবার এসে বসো বসো।
থাকিব বিচ্ছেদের নিদেশ পালন হে, আমি তাঁরে নাশো নাশো ।১০২।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

(তারে) এনে দে ওরে,
যারে না হেরিলে, পলকে প্রলয়, ভাসি নয়নাসারে।
একে একে দিন যায়, তবু সে না আসে হায়,
কে বুঝি ধরেছে তায়, বধিতে আমারে।
করেছি কি অপরাধ, কে হেন সাধিল বাদ,
পাতিয়ে মন্ত্রের ফাঁদ, কাঁদালে আমায় ;—
জীবন আকুল হ'ল, নয়নে ঝরিছে জল,
হতেছে মন চঞ্চল, কব বা কাহারে ॥ ১০৩ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

আয় রে বিচ্ছেদ, রাখি তোরে যতনে হৃদি মাঝারে,
এ জনমের মত তোরে, সে স'পে গেছে আমারে!
বিচ্ছেদ রে বিচ্ছেদ হওনা, করি তোমার উপাসনা,
অন্তরে থাকিয়ে তুমি, সতত স্মরণ কর তারে।
তুমি থাকিলে অন্তরে, সে থাকিবে অন্তরে,
তুমি যাইলে অন্তরে, সে আসিবে অন্তরে॥ ১০৪ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

বিচ্ছেদ যাতনা অতিশয়, তাত নয় গো,
দুখের জলধিস্রোত, নিরবধি বয় গো!
সদা নেত্র উন্মীলনে, হেরি সে মনোরঞ্জনে,
প্রতি পলক পতনে অঞ্জনে মিশায় গো!
যখন থাকি নিদ্রিত, স্বপনে প্রাণ পুলকিত,
সে হয় মনে উদিত, যেন কথা কয় গো! ॥ ১০৫ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

করেছি প্রণয় বিসর্জ্জন, যাবত জীবন,
প্রেম তত্ত্ব উত্থাপনে আর নাহি প্রয়োজন।
হয়েছি প্রেম-সন্ন্যাসী, নিরাশা কাননবাসী,
বিচ্ছেদের ভস্মরাশি অঙ্গে করেছি লেপন॥ ১০৬॥

যোগিয়া—মধ্যমান।

বিরহানলে সহিয়ে রহে যদি এ জীবন,
তবেত সুখ মিলনে, হব সুখী অনুক্ষণ।
আশ্বাসে বিশ্বাস করি, আছি দিবা বিভাবরী,
অতিক্লেশে প্রাণ ধরি, কেবল করি রোদন॥ ১০৭॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

চলো গৃহে বিয়োগো বিধুরা রাজবালা,
বিফল বিপিনে, বাড়ে জ্বালা;
বিধি বিরোধি, সুখ সাধে তোমারি,
হয়েছে প্রেম সাধনা. জপমালা॥ ১০৮॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

যাতনা সহেনা, সহেনা সই,
আশার প্রবোধ আর অবোধ মন মানে না।
শুনেছি নিদাঘে সখী, চাতকী নীরদ মুখী,
নিদয় নীরদ নাকি, (ওগো) তথাপি বারি বর্ষে না।
আমার সে নবঘন, কভু ত নহে তেমন,
শীতল বারি মিলন (তাতে) বঞ্চিত কভু করে না।
আজ সে জীবন কান্ত, কেন সখি হলো ভ্রান্ত,
তা ভেবে প্রাণ নিতান্ত, (বুঝি) এ দেহে রহে না॥ ১০৯॥

খাম্বাজ—একতালা।

উহু মরি মরি, কি করি কি করি, বলনা বলনা সই,
অবলা সরলা কি জানে নারী, পরের অধীন বই তো নই।
পিক করে গান বসিয়ে বৃক্ষে, নাথ পড়ে মনে মরি মনোদুঃখে,
অবলার প্রাণ কে করে রক্ষে, নাথ বিনে বল কি সুখে রই॥ ১১০॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কি কাল হইল কাল, এই কি বসন্ত কাল,
ঐ দেখ ডাকিতেছে, ডালেতে কোকিল কাল!
একে প্রাণপতি কাল, তাহে তো যৌবন কাল,
বিদেশেতে চিরকাল, নাহি তার কালাকাল॥ ১১১॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কি জানি কি ছলে ছিল বসে,
আমারে ত্যজিবার আশে;
আগেতে জানিতাম ভাল, সে যে বড় ভাল বাসে।
অভিমান ছল পেয়ে, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে,
মন মত ধন লয়ে, রয়েছে মনের উল্লাসে।
আমার মন বেদনা, সে কি তা জেনে জানেনা,
কিসে যাবে এ যন্ত্রণা, তাই ভেবে মরি হুতাশে॥ ১১২॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

প্রাণনাথ হে,
কোথায় তুমি রহিলে;
অবলারে অকূল পাথারে
ভাসাইয়ে প্রাণনাথ, কোথা তুমি রহিলে।
ডাকি ডাকি, ঝরিতেছে আঁখি,
তবু তুমি গুণমণি, কথা নাহি কহিলে॥ ১১৩॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

বিচ্ছেদ যাতনা হতে, মরণ যন্ত্রণা ভাল,
সে যে অনন্ত যাতনা, এ যাতনা অল্প কাল।
বিচ্ছেদের হুতাশন, করে প্রাণেরে দাহন,
মরণ যন্ত্রণা লঘু, মোলেতো ফুরায়ে গেল॥ ১১৪॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বিরহ যন্ত্রণা সখা তুমি জানিবে কেমনে,
জানিলে আমি কি সদা থাকি হে রোদনে।
নানা স্থানী যেই জন, তার কি মন কখন,
স্থির কোন খানে, তারে যেবা দেয় মন সুখী কি কখনে॥ ১১৫॥

পিলু খাম্বাজ—খেমটা।

বিচ্ছেদের এত দুঃখ জানিনে স্বপনে;
ভাল বেসে তারে এই হইল,
তাহারি ভালবাসা ভুলিব কেমনে ?
কেন প্রেম নিধি সৃজিল বিধি,
সদা জাগিছে রূপ, আমারই নয়নে ॥ ১১৬ ॥

সুরট—কাওয়ালী।

তোমার বিরহ সয়ে, বাঁচি যদি দেখা হবে,
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে, দেহে প্রাণ নাহি রবে।
আমি মাত্র এই চাই, মরি তাহে ক্ষতি নাই,
তুমি সুখে থাক প্রিয়ে, এ দেহে সকলি সবে ॥ ১১৭ ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

আর আমি সহিতে নারি, তোমার বিচ্ছেদ জ্বালা,
রমণীর কঠিন প্রাণ, সওয়া আছে সব জ্বালা।
মনে করি স্বর্ণকারে, গাঁথাইব স্বর্ণ-হারে,
হৃদয়ে রাখি তোমারে, নিভাব মনেরি জ্বালা।
শুন ওলো বিধুমুখী, ঘুমালে স্বপনে দেখি,
জাগ্রতে নেহারি যেন, করিতেছ কত খেলা ॥ ১১৮ ॥

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আরত রহে না, সই লো এ পোড়া প্রাণ ;
আশার আশে, কদিন থাকে জীবন ;
সাধে কি সখি, অভিলাষ করি মরণ।
যদি সে ধনে হৃদয় আসনে রেখে,
মম বাসনা না পূরে দেখে,
কিবা সুখ জগতে আর থেকে, মনে জ্বলে হুতাশন।
বিধি গড়েছে আমারে সহিতে দুঃখ,
ভালে কেমনে হইবে সুখ,
দুঃখানলে সজনি ফাটে বুক, বলি কারে এ বেদন ॥ ১১৯ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কামিনী কোমল মনে বিরহ কি যাতনা।
অনাথিনী জানে সখি অনাথিনী-বেদনা।
যেন ফণী মণি হারা, নয়নে সলিল ধারা,
দীনা হীনা ক্ষীণাকায়া, অবিরত ভাবনা॥ ১২০॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

প্রণয় বিচ্ছেদ দুখ কিসে নিবারিব,
ইহাতে উপায় সখি বল কি করিব?
সুখ আশে ধন প্রাণ, করে তারে সমর্পণ।
এখন ভুলিয়ে তারে, কেমনে রহিব॥ ১২১॥

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

আমার কপালে বিধি এত দুখ লিখেছিল,
ভাবিতে ভাবিতে সখি এ ছার জীবন গেল।
দারুণ বিরহানলে, নিয়ত মরম জ্বলে,
এত দহে, তবু সখি কেন ভয় না হইল?
ক্ষণেক মিলন হলে, বিরহ ঘটিল বলে,
আশঙ্কায় প্রাণ যায়, এ হতে মরণ ভাল॥ ১২২॥

পরজ—ঝাঁপতাল।

সরমে কমল বালা আঁখি মেলে চায় না;
ভ্রমরেতে ঘুম ঘোরে গুণ গুণ করে না।
খুলে বেণী কুমুদিনী, শশী প্রেমে পাগলিনী,
দলে দলে, ঢলে ফুটে, নিশিতে ঘুমায় না।
ফুলে ফুলে বুলে বুলে, মলয় আকুল দুলে,
তারা দলে দলে চলে নীরদে মিশায় না;
নেহার গগনে শশী, যামিনী যে যায় না॥ ১২৩॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

আমার মনের দুখ চির দিন মনে রহিল।
ফুকারে কাঁদিতে নারি, বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল।
একবার ভাবি সখি, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
প্রবোধ না মানে আঁখি, সদা করে ছল ছল॥ ১২৪॥

আলেয়া—আড়াঠেকা।

উতলা হয়োনা ব্যাকুলা ললনা,
স্বামীর তরেতে বিরহে মগনা।
কমলিনী সোহাগিনী, আসিবে সে নৃপমণি,
ভেবোনা লো আর ভেবোনা ভেবনা॥ ১২৫॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কেন আজি কাঁদে প্রাণ মন,
নিয়ত নাচিছে সখি মম দক্ষিণ নয়ন।
মনে নাহি সুখোদয়, কেন লো এমন হয়,
চারিদিক শূন্যময় করি দরশন।
কি আছে বিধির মনে, বল জানিব কেমনে,
হেন জ্ঞান হয় মনে, হারাই বুঝি পতিধন॥ ১২৬॥

সুরট তাল—একতালা।

কি কব চারু বদনে;
কি কষ্ট তব বিহনে, মনে বনে তাহা আজ,
জাগিছে মম মনে।
তব অদর্শন-বিরহ-শূল, যাতনা যে তাতে নহে সে তুল,
দিবানিশি মন ছিল ব্যাকুল, গেছে কি দুঃখ মনে।
চাঁদ বদনা, কি যে সে ভাবনা, জান না তুমি বিরহ বেদনা,
হইত মনে আর পাবনা, প্রেয়সী প্রাণ-ধনে।
তুমি ত প্রিয়ে সদা সুখমনে, থাকিতে হরিষে অশোক বনে,
ভ্রমে ভুলে চন্দ্রাননে, ভাবতেনা প্রিয়জনে॥ ১২৭॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আমার মন বেদনা কভু জানাওনা তায়।
শুনিলে আমার দুখ সে বুঝি বেদনা পায়।
সে বাসে না বাসে ভাল, ভাল থাকে সেই ভাল,
শুনে তার ভাল ভাল, তবু মোর প্রাণ জুড়ায়॥ ১২৮॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

বিরহ বেদনা কেমন,
সে জানে বিরহানলে জ্বলে যার মন!
দহন দাহন ক্লেশ, সেই জানে সবিশেষ,
বারেক দহনে দগ্ধ হয়েছে যে জন॥ ১২৯॥

খট্ মিশ্র—ভরতঙ্গা।

বিরহ বরং ভাল এক রকমে কেটে যায়।
প্রেম তরঙ্গে রঙ্গ নানা, কখন হাসায় কখন কাঁদায়।
এই পায়ে ধরি, এই মুখ দেখ প্রাণ উঠে জ্বলে,
কাছ থেকে মরি—
আবার না দেখে তা'য় তখনি মরি,—
হায় রে হায় বলিহারি, নাচিয়ে বেড়ায় পায় পায় ॥ ১৩০ ॥

কালেড়া মিশ্র—কাওয়ালী।

কেমনে বল সজনি আশা দিব বিসর্জ্জন।
আসি বলে সে গিয়াছে, আশায় আছে জীবন।
আশা বিনা সে কি জানে, ভুলেছে সে প্রাণ কি মানে,
প্রাণ রেখেছি সযতনে, পাব বলে সেই ধন ॥ ১৩১ ॥

বেহাগ—মধ্যমান।

আমি মরি যার বিরহ অনলে।
সে না মনে করে অধিনী বলিয়ে।
শুনলো সজনি　উপায় না জানি,
দিবা নিশি ভাসি নয়নেরি জলে ॥ ১৩২ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সদা মন আগুনে আমার দহিছে জীবন,
দারুণ হুতাশন, না হয় নিবারণ,
যেমন বাড়বানল জ্বলে সর্ব্বক্ষণ,
দেহ দগ্ধ নিরন্তর, ব্যথিত সদা অন্তর,
কে করিবে দুখান্তর, ভাবি তাই এখন।
কোথা ওহে সর্ব্বময়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
দেহে কেন প্রাণ রয়, ভাবি তাই অনুক্ষণ ॥ ১৩৩ ॥

আলেয়া—জলদ তেতালা।

প্রেম বিচ্ছেদে কি যায়,
বিরহ না হলে, প্রেমে নাই সুখোদয়।
মিলনে থাকিলে পরে, ভাবে নাকো কেহ কারে,
পড়িলে বিচ্ছেদ নীরে, অঙ্কুর বাড়ায় ॥ ১৩৪ ॥

পাহাড়ী—আড়া।

মনেকি পড়েনা প্রিয়ে সেই দিন সেই স্থান,
যে দিন তোমার হাতে দিয়েছিলাম মন প্রাণ।
দিবা অবসান হলে, সেই যে কদম্ব তলে,
প্রেমের পুতলী তুলে হৃদয়ে দিলাম স্থান।
সে রস নিরখি পাখী, শাখার উপরে থাকি,
আনন্দে অধীর হয়ে গেয়েছিল প্রেম গান।
প্রেমামৃত রস নিয়ে, ছিলেম বিভোর হয়ে,
আদর করিনি বলে করেছিলে অভিমান॥ ১৩৫॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

তাই কি মনে ক'রে মানভরে অভিমানে আছ,
জ্বালিয়ে বিরহানল দাহন হতেছ!
প্রণয়ে যতেক হয়, সকলি কি মনে রয়,
তাহলে কি বিচ্ছেদ হয়, কার মুখে শুনেছ॥ ১৩৬॥

সিন্ধু—আড়খেম্‌টা।

না হলে বিচ্ছেদ-দুখ প্রণয়ে কি সুখোদয়।
সোহাগা সংযোগে সই সুবর্ণ উজ্জ্বল হয়।
শুন ওলো গুণবতি, দুঃখিত হওনা অতি,
প্রণয়ের এই গতি, সুখ দুখ সবে কয়॥ ১৩৭॥

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

কি সুখ জীবনে আর, হে সখি আমার গো।
জীবন রতনে আমি পাব কি আবার গো।
প্রাণনাথ ছাড়ি মোরে, অকালে অনাথা ক'রে,
লুকালেন চিরতরে, করিয়ে আঁধার গো।
বলনা কেমনে তবে, দুখিনী বাঁচিয়া রবে,
ত্যজিব এ পোড়া প্রাণ, পাপ দেহভার গো॥ ১৩৮॥

পিলু—ঠুংরী।

সাধে কি কাঁদে আমার প্রাণ,
হৃদে হানিছে বিচ্ছেদ বাণ।
তাহারি কারণ, জীবন ধারণ,
তাহার অদর্শন মরণ সমান॥ ১৩৯॥

ভৈরবী—একতালা।

যায় দিন যায়, দিনমণি যায়,
নিবিয়া নিবিয়া রে।
সাগর নীলিমে, বাড়ব অনল,
মিশিয়া মিশিয়া রে।
হায় দিন যায়, দেখিতে দেখিতে,
ছায়াতে মিশায় রে।
সকলিতো যায়, কেবল দুখের,
জীবন না যায় রে॥ ১৪০॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

এত আশা ভালবাসা ভুলিলে কেমনে।
এই কালিন্দীর তীরে, এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরুতলে এই নিবিড় কাননে।
বসি এই শিলা তলে, এই নিঝ'রিণী কূলে,
বলে ছিলে কত কথা, ভুলিলে কেমনে॥ ১৪১॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কি হল কি হল আজ অভাগিনী কপালে,
ওরে পোড়া বিধি কেন এত বাদ সাধিলে।
অনেক যতন-নিধি, দিয়ে হরে নিলি বিধি,
এই কি তোমার বিধি কাঙ্গালিনী করিলে॥ ১৪২॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

বসন্তের কাল গেছে, কেন ফুল ফুটিবে আর।
ভানু গেছে অস্তাচলে হবে নাকি অন্ধকার?
ছিল প্রাণ সে দিয়াছে, দেহ কি আর দেহ আছে,
কাহারে কেমন আছ শুধাইছ বার বার॥ ১৪৩॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিধি দিলে যদি বিরহ যাতনা,
প্রেম গেল, কেন প্রাণ গেল না?
হইয়া বহিয়া গেছে, প্রেম ফুরায়েছে,
রহিল কেবল প্রেমেরি নিশানা॥ ১৪৪॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মরি হায় প্রাণ যায় তার বিরহ বাণে;
সে আমার আমি তার জানিতাম মনে।
সদা অন্তর অন্তরে, যতনে রেখেছি যারে,
কে জানে বিচ্ছেদ হবে তাহারি সনে॥ ১৪৫॥

ঝুম খাম্বাজ—খেম্‌টা।

ফুল তুলি আয় লো সজনি, সাজবো মনের সাধে;
দেখ্‌বো কেমন প্রেমিক অলি, কাঁদে কি না কাঁদে।
কুসুমেরি মালা গাঁথা, একলা কেন পর্‌বে লতা,
তুল্‌বো রতন, কুসুম ভূষণ, ধর্‌বো রসিক চাঁদে।
ধর্‌বো মোহিনী ছবি, সাজ্‌বো লো আজ বনদেবী,
রাখ্‌বো খোঁপাতে বেঁধে, মদনেরি ফাঁদে॥ ১৪৬॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

হৃদয় পিঞ্জরের পাখী কোন দেশে উড়ে গেল!
তাহার বিরহ শোকে প্রাণ হয়েছে আকুল।
উভয়ে উভয় পাশে, ছিলাম মনের উল্লাসে,
সমভাবে ভাবি হয়ে, সুখে কাটাইতাম কাল।
ভাঙ্গিল সুখের বাসা, ঘুচিল আশা ভরসা,
কার মুখ চেয়ে এখন জীবন ধরিব বল।
প্রণয় প্রতিমা তার, জাগিছে হৃদে আমার,
ভাসিছে নয়নে সদা হইয়ে উজ্জল!
চির প্রেমের বন্ধনে, বাঁধা আছি তার মনে,
বিধি হেন জনে কোথায় লুকায়ে রাখিল॥ ১৪৭॥

কালাংড়া—খেম্‌টা।

আয় লো সজনি তোরা কে নাচিবি আয় লো,
মন সাধে প্রেম সাধ, কে মিটাবি আয় লো।
গগনে হাসিছে শশী, ফুল হাসে মৃদুহাসি,
চঞ্চল তটিনী-হাসি কে দেখিবি আয় লো।
গগনে উধাও হায়, মৃদুল পবন বায়,
অঞ্চলে সুচারু চাঁদে কে বাঁধিবি আয় লো॥ ১৪৮॥

পিলু বারেঁায়া—দাদ্‌রা।

প্রেমের এই মানা, না হলে প্রেমতো রবে না,
পিয়া বিনে কারু পানে চাইতে পাবে না।
প্রেমে সদাই অভিমান, প্রেম চায় ষোল আনা প্রাণ,
(সয়না কথার টান)
প্রেম সরু সূতোয় বাঁধা বাঁধি, বাতাসের তো ভর সবে না ॥ ১৪৯ ॥

গৌরী—দাদ্‌রা।

প্রেম যদি সই শিখিতে হয়, মানুষের কাছে নয় ;—
সাঁজের রবি প্রেমের ছবি, প্রেমের আলো আকাশময় !
ঐ রবি সই প্রেমের খেলা, খেলচে কেমন সাঁজের বেলা,
আধেক আঁধার আধেক আলা, কমল বালা চেয়ে রয় ;
দূরে দুজন—তবুও প্রাণে প্রেমের তুফান বয় ॥ ১৫০

বেহাগ—ভরতঙ্গা।

চাও চাও মুখ ঢেকো না সরম সবে না,
চখে নাও মুখের ছবি, ভাঙ্‌লে যুগল ভাব রবে না।
যে ভাব যার উঠ্‌ছে মনে, দেখ সে ভাব চাঁদ বদনে,
চখে চখে চাওনা দুজনে—
না হলে আঁখির মিলন, মরম কথা কেউ পাবে না ॥ ১৫১ ॥

ইমণ বেহাগ—একতালা।

হায় রে হায় প্রেমিক যে জন সে কেন চায় ভালবাসা,
দিলে নিলে বদল পেলে, ফুরিয়ে গেল প্রেম পিপাসা।
প্রেমে চায় ভালবাসি, পরাব না পর্‌বো ফাঁসি,
চায় না প্রেম কেনা বেচা, ভালবেসে পুরায় আশা ॥ ১৫২।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

গেল সুদিন কুদিন তোমার চারুবদনি।
শুনে হাসি পায়, মরি গো লজ্জায়,
কাল প্রভাতে নাকি হবে সন্ন্যাসিনী।
অনাহারে উপবাসে, পূজেছিলে কীর্ত্তিবাসে,
ভাল কীর্ত্তি রাখ্‌লে শেষে, ধন্য লো ধনি ॥ ১৫৩

ঝিঁঝিট—একতালা।

তোমার আশায় রয়েছে চারিজন;
কে কে শোন্—আমার মন, প্রাণ, নয়ন, আর শ্রবণ।
আশাতে আকাশে তুলে, শানে ফেলে আছাড়িলে,
ছি ছি নাথ কঠিন এমন ॥ ১৫৪ ॥

কালাংড়া—একতালা।

জানি যত ভালবাস, কেন শঠতা প্রকাশ,
হৃদে বিষ, মুখে মধু, কাষ্ঠের হাসি হাস।
কথাতে তোষ হে মন, বাক্যে সুধা বরিষণ,
কাজে সরল নয় তেমন;
দিব দিব কথায় বল, পুরাও অভিলাষ ॥ ১৫৫ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা।

আমার এ সাধের তরি, প্রেমিক বিনে নিই না কারে,
যে জনা প্রেম জানে না চড়তে মানা, ডোবে তরি একটু ভারে।
মনে মনে বুঝে দেখ, এস যদি, প্রেমিক থাক,
যে ধর প্রেম-পসরা এস ত্বরা নে যাই পারে।
প্রেম তুফানে তরি ভাসে, দেখ্‌লে প্রেমিক কূলে আসে,
ঢেউ দেখে যে ভয় পাবে না, অকূলপারে নে যাই তারে ॥ ১৫৬ ।

মূলতান—কাওয়ালী।

আগে ভালবাসা জানাইলে প্রিয়ে বলে,
শেষে ছলনা করিয়ে আমার মন নিলে।
প্রথম মিলন কালে, করিয়ে যতন,
শেষে অকূল পাথারে আমায় ভাসাইলে ॥ ১৫৭ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

পরের কথায় কে কোথায় প্রেম ত্যজেছে,
যে জন মজেছে, দুঃখ পেয়েছে, সুখ জেনেছে।
সকলে বড় তাতে, অন্যের হলে সবাই তাতে,
দেয় না কেন যাতে তাতে, কেনা প্রেমে কেনা আছে? ১৫৮ ॥

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

ক্ষান্ত দিয়েছি আমি দেখে শুনে,
আমি চোর দায়ে পরেছি ধরা, প্রেম ক'রে তোমার সনে।
যার নদীকূলে বাস, তার ভাবনা বারমাস,
হয় তো ভাল নয় তো মন্দ, নয় তো সর্ব্বনাশ,
আর প্রেম ক'র্‌বো না তোমার সনে ॥ ১৫৯ ॥

জংলা—ফের্‌তা।

বিধুমুখি আমি তোমারে
ভিন্ন ভাবিনা অন্তরে।
আমি তরুমূল, তুমি লো লতা,
তুমি বৃক্ষ ডাল, আমি লো পাতা,
বদন তুলে প্রিয়ে কহ লো কথা,
আজ প্রিয়ে কর প্রেম দান আমারে ॥ ১৬০ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

প্রাণসই সইলো সই, ও তার এত অযতন,
আমি যারে তুষি, সে ত তোষে না তেমন।
প্রথম প্রেমেরি তরে, যে সেধেছে পায়ে ধ'রে,
এখন সাধিলে তারে, সে হয় জ্বালাতন ॥ ১৬১ ॥

পিলু—কাশ্মীরীখেম্‌টা।

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে,
কে আছে কাণ্ডারী হেন, কে যাইবে সঙ্গে।
ভাসিল তরি সকাল বেলা   ভাবিলাম এ জল খেলা,
মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাবে রঙ্গে।
গগনে গরজে ঘন,   বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্গে।
মনে করি কূলে ফিরি,   বাহি তরি ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাহারে কাণ্ডারী করি,   সাজাইয়া দিনু তরি,
সে কভু দিল না পদ তরণীর অঙ্গে ॥ ১৬২ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

চোখের দেখা দেখে যাব, কিন্তু আশা না ছাড়িব,
তোমার যে ভালবাসা কোন দিন অপমান হব।
মনে যত ছিল আশা, সে আশা হল নৈরাশা,
হতেছে প্রেম পিপাসা, যতদিন প্রাণে বাঁচিব॥ ১৬৩॥

পাহাড়ী পিলু—খেম্‌টা।

না জানি সাধের প্রাণে, কোন্ প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি;
আমি ত প্রাণ দেব না প্রাণ নেবনা, আপন প্রাণে ভালবাসি
চপলা করে খেলা ধ'রে গলা, বেড়াই সদাই অভিলাষী;
তারা তুলে প'র্‌বো চুলে, ক'র্‌বো চুরি চাঁদের হাঁসি॥ ১৬৪॥

মালকোষ—মধ্যমান।

কপটে আমারে এত দুঃখ দেওয়া ভাল নয়,
মনে দুঃখ দিলে পরে, প্রাণে দুঃখ পেতে হয়।
ভাল বাসা গেছে জানা, কথায় কথায় প্রবঞ্চনা,
যে যাঁহারে ভালবাসে, ব্যভারে তা জানা যায়।
মুখে মধু, হৃদে বিষ, কথায় কথায় কথায় কর রিস্,
মুখে বল ভাল বাসি, ও কথা কি প্রাণে সয়? ১৬৫॥

পিলু—খেম্‌টা।

চাইব না লো কুসুম পানে চাইবো নাকো আর,
চাইলে পরে শুকিয়ে যাবে, ফুটবে নাতো আর।
এ ফুল যখন ফুটবে ধনি, শোভা হবে কমলিনী,
ও তার মন-মজানে হৃদয় খানি সুখের পারাবার॥ ১৬৬॥

কালাংড়া—খেম্‌টা।

যদি বুক ফেটে যায় প্রাণ সজনি,
তবু মুখ ফুটে বোল্‌বো না।
ইসারাতে জানিয়ে যাবো,
রসিক হয়তো যাবে জানা।
সাগরে কামনা ক'রে, এবার পুরুষ হব ম'রে,
সকল দুঃখ যাবে দূরে, মনের বেদনা॥ ১৬৭॥

অহং কানেড়া—পোস্তা।

বলে ফুল ছুলে ছুলে তুলে দেলো বঁধুর গলে,
সোহাগ আর ক'র্‌বি কবে যাবে মধু বাসি হ'লে।
ফুটেছি আমোদ ভরে, তুলে নে যা আদর ক'রে,
তোলনা আর পাবেনা বলে কুসুম হেসে ঢ'লে ॥ ১৬৮ ॥

ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা।

মনোমোহিনি প্রাণ সজনি তুমিলো মোর প্রেমের মহাজন,
আমায় শিখিয়েছ যা, শিখিয়াছি তা,
বসে ভাবলে কি হবে এখন।
ষোড়শত গোপিনী, শ্যাম গুণমণি, বঞ্চনা করিয়ে সবে তুমি ধনি,
ভুলালে তারি মন।
তুমি উঠাও বসাও কাঁদাও হাসাও,
কে আছ তোমার মতন ॥ ১৬৯ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

আমি কি প্রিয়ে তোমারে ভুলিতে পারি,
যেথানে সেথানে থাকি, অনুগত তোমারি।
শুন প্রিয়ে তোমারে কই, তোমা ছাড়া কারো নই,
কথায় কথায় প্রাণেশ্বরি, করো না বদনভারি ॥ ১৭০ ॥

আশা যোগিয়া—একতালা।

ফিরে চাও প্রেমিক সন্ন্যাসী,
ঘুচাও ব্যথা, কওনা কথা, কার প্রেমে হে উদাসী ?
রয়েছ মত্ত ধ্যানে, তত্ত্ব তোমার কেবা জানে,
অনুরাগী, সুধাই যোগী, প্রাণ দিলে কি লও হে আসি ? ১৭১ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

প্রিয়জন সমাগমে আজি মন আনন্দে পুলকিত হইল,
বহুদিন পরে দেখিয়া তোমারে প্রীতি সরোবর উথলিল।
করহে বিতরণ প্রণয়ালিঙ্গন, নির্ব্বাণ কর বিরহানল,
আশাভরে মন ছিল এত দিন, উচাটন সদা চঞ্চল;
হেরি তোমাধনে সকল ভাবনা দূরে গেল ॥ ১৭২ ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

মেঘ দরশনে হায় চাতকিনী ধায় রে,
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা, আয় আয় আয় আয়রে।
মেঘেতে বিজলী-হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে ॥ ১৭৩ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

মুখের হাসি চাপ্‌লে কি রয়, প্রাণের হাসি চোখে খেলে,
হৃদয়ের ভাব লুকিয়ে কি রয়, প্রেমের তুফান ঢেউয়ে চলে।
লাজের শাসন মানে কি মন, সরম ভূষণ নারীর বলে,
(ওলো) ব্যথার ব্যথী হয়লো যে জন তারে কি ভুলাবি ছলে ॥ ১৭৪

কীর্ত্তন—তুর্ক সুর।

সিন্ধু কূলে রই, তন তরি বই,
পারে তোরে কে যাইবি গো।
নূতন ডিঙ্গায় নূতন মাঝি, পারে তোরা কে যাইবি গো,
দান দিবে যেই, পার হবে সেই,
দান দিয়ে কে যাইবি গো।
ওই দেখ বয়, মধুর মলয়,
এই বেলা কে যাইবি গো।
তুলে দিব পাল, না ছাড়িব হাল,
সুখের পারে কে যাইবি গো।
যদি পথিক পাই, কূল ত্যজে যাই,
অকূল মাঝে কে যাইবি গো।
পাইলে তুফান, আগে দিব প্রাণ,
আমার সাথে কে যাইবি গো ॥ ১৭৫ ॥

বারোঁয়া—ঠুংরী।

আর তোমার আলাপে কাজ নাই,
যে আলাপে মনস্তাপে প্রাণে ব্যথা পাই।
যে দিয়েছ প্রাণে ব্যথা, হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা,
এখন যে কই কথা, লোকলাজ নাই।
গোড়া কেটে জল-ধারা, লাথি মেরে পায়ে ধরা,
এই কি তোমার প্রেমের ধারা, বলিহারি যাই ॥ ১৭৬ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার, চারদিকে মালঞ্চ ঘেরা,
ভ্রমরাতে গুন্ গুন্ করে, কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া।
ভ্রমরা ভ্রমরী সনে, আনন্দিত কুসুম বনে,
আমার ঐ ফুল বাগানে, তিলেক নয় বসন্ত ছাড়া॥ ১৭৭॥

পাহাড়ী—পিলু—খেম্‌টা।

ছি ছি ছি ভালবেসে আপন বশে কে রয়েছে?
সাধে বাদ আপনি সেধে কেঁদে কেঁদে দিন বয়েছে।
যেচে প্রাণ যারে বেচে, কে কবে দাম পেয়েছে?
দিন গিয়েছে, প্রাণ রয়েছে, সাধের খেলা কাল হয়েছে॥ ১৭৮॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

মানে মানে প্রাণে প্রাণে, যদি রে প্রিয়ে বেঁচে থাকি,
দেখবো কত, দেখ্‌লাম কত, আর কত আছে বাকি।
যে জ্বালা দিয়েছ মোরে, রেখেছি সব জমা করে,
জমা খরচ মিলন ক'রে, শেষে বুঝে লব বাকী॥ ১৭৯॥

বাহার বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

সাধে কি প্রেয়সী শশী, তোমায় এত ভাল বাসি,
কে কোথা দেখেছে হেন, অনুপম রূপরাশি।
অনিল-তড়িত-কেশ, বিমল-কমল-কেশ,
পুনঃ পুনঃ পরশিছে, কিবা রূপ পরকাশি।
কিবা রূপ মনোহর, শরতের শশধর,
অধর অমিয়ময়, মরি কি মধুর হাসি।
হেরি জ্ঞান হয় হেন, প্রভাতের পদ্ম যেন,
বসিছে ভ্রমরা বৃন্দ, মকরন্দ অভিলাষী॥ ১৮০॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

আমি কি জানি প্রিয়ে অন্তর অন্তরে,
কি আর নাহিক জানি তোমার অন্তরে।
দিবা নিশি আছ তুমি আমার অন্তরে,
অন্তর অন্তর হলে, জানিতে অন্তরে॥ ১৮১॥

বারেঁায়া খাম্বাজ—খেমটা।

প্রাণ স'পে যে এমন হবে তাও তো জানিনে,
ভাল বেসে অবশেষে প্রাণে বাঁচিনে।
জান্‌তেম যদি এমন হবে, অমৃতে গরল উঠিবে,
তা হলে কি ভুলি কভু নারীর ছলনে? ১৮২॥

পিলু খাম্বাজ—ভরতঙ্গা।

মুচ্‌কি হেসে চাঁদের হাসি চল্‌লো চাঁদবদনি,
চাঁদের করে সুর মিলিয়ে, তোল্ লো সই সুতান খানি!
রঙ্গন ফুলের রঙিন হাসি, দেখ্‌বি যদি আয়লো ধনি,
ঝোরে গেছে পাঁপ্‌ড়িগুলি, যেন ভাঙা রাঙ্গা চুনি॥ ১৮৩॥

প্রেম—কৃষ্ণ-প্রেম।

বৃন্দাবন।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

নীল সলিলা লহরী লীলা ওগো যমুনা তটিনি ;
তোর শ্যাম তটে, শ্যামের বাঁশরী,
বাজিত দিবা যামিনী।
ও তোর নীল কোমল গায়,
দুলিত শ্যামের নীল ছায়,
নীলে নীলে নিখিল ধরণী, হইত নীল বরণী।
শুনিয়ে মুরলী, উছলি উছলি,
হতিস্ উজানি বাহিনী ॥ ১৮৪ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

কি হবে কি হবে, হোল কি একি দায়,
কাল ছায়া দেখে রাণী গোপাল বলে ধর্তে যায়।
গগনেতে দেখে শশী, বলে আমার কাল শশী
এনে দে ঐ প্রাণের শশী, বলে রাণী মূর্চ্ছা যায়।
জলে দেখে নীল কমল, বলে আমার কাল কমল,
জলে কেন কাল কমল গেল ?
ধেয়ে গিয়ে সরোবরে, কাল কমল লয়ে করে,
বলে এনেছি ধ'রে,—যেন পাগলিনী প্রায় ॥ ১৮৫ ॥

কীর্ত্তন।

আজকের মতন যতন ক'রে সাজিয়ে দে মা নন্দরাণী,
আর আমি যাবনা বনে, ত্বরা খেতে দে মা ক্ষীর ননী।
রাখালেরা আর আসবে না, সাধের গোষ্ঠে আর যাব না,
গোষ্ঠের কথা আর বলব না মিনতি শোন গো জননী।
(ও মা নন্দরাণী আজকের মতন সাজিয়ে দে মা)
নন্দরাণী তোরে আকুল ক'রে গোকুল ছেড়ে
গোধন লয়ে গোষ্ঠে আমি যাব না জননী ॥ ১৮৬ ॥

লগ্নী—যৎ।

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও,
কতকত সুন্দর, নগরী তীরে, রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়িজল নীলে, ধবল সৌধ-ছবি, অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও,
যুগ যুগ বাহী, প্রবাহ তোমারি, দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জলবুদ্বুদ, সহ কত রাজা, পরকাশিল লয় পাইল ও,
কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী, বহিছে সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা, ভূত সে ভারত গাথা ও,
তব জল কল্লোল, সহ কত সেনা, গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি সব নীরব, রে যমুনে সব, গত যত বৈভব কালে ও,
শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু, পাণ্ডব কুরুকুল শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ গজভারে, ভারত স্বাধীন যে দিন ও।
তব জল তীরে, পৌরব যাদব, পাতিল রাজ-সিংহাসন ও।
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি, ভারত স্বাধীন যে দিন ও!
দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ পতাকা, উড়িতে দেশ বিদেশে ও।
তিব্বত চীনে, ব্রহ্ম তাতারে, ভারত স্বাধীন যে দিন ও।
এ জলধারে, ধারে বহিল কভু, প্রেম বিরহ আঁখি নীর ও।
নাচিল গাইল, কত সুখ সম্পদ, এ তব সৈকত পুলিনে ও।
এ তনু মুকুরে আসি পূর্ণশশী, নিরখিত মুখ যবে শরদে ও।
ভাসিত দশদিশি উৎসব রঙ্গে, প্লাবিতো চিত সুখ উৎসে ও।
সে তুমি সে শশী, ধীরে অনিল সে, তবু সব মগন, বিষাদে ও।
নাহিক সে সব, প্রমোদ উৎসব, গ্রাসিল সকলে কালে ও।
যে মুরলী রবে, নিবিড় নিশীথে, উন্মাদিত ব্রজবালা ও।
আকুল প্রাণে, তব তট পানে, ধাইত রব সন্ধানে ও॥
বর্দ্ধিত বিরহে, শ্বাস পবন কত, বিরচিতো বলি তব হৃদয়ে ও।
সুহৃদ সমাগমে, পুন এই দর্পণে, প্রতিবিম্বিতো সিত হাসি ও।
সে সব কৌতুক, কাল কবজ আজি, লেশ না রাখিল শেষ ও।
কই সেই গৌরবনিকুঞ্জ সৌরভ, হলো পরিণত হত-কাহিনী ও ॥১৮৭॥

পাহাড়ী—কার্‌ফা।

আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব।
খেলব কত ছুটোছুটী বাঁশী বাজাব।
খেল্‌তে বড় ভালবাসি, ছুটে ছুটে তাইত আমি,
আমার মনের মত খেলার জুটি, কতজন পাব ॥ ১৮৮ ॥

দেওগিরী—ঢিমা তেতালা।

পাষাণ চাপা মায়ের বুকে, স্বচক্ষেতে দেখে গেলে।
যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন,
মনে নাই দুখিনীর বেদন, হয়ে যশোদার ছেলে।
জনকের যন্ত্রণা বল শুনে হবে সুখজনক,
পাসরি রয়েছ জনক, গোকুলে পেয়েছ জনক,
ঐ দেখ দাঁড়ায়ে পায়ে, আরও প্রহার পারে না রে,
দিনান্তে না খেতে পেয়ে বাঁচে কেবল কৃষ্ণ বলে।
বল তারে ভাল করে, গিয়াছে খুব ভাল ক'রে,
মাতা পিতা হত্যা পাতক কিছুই না মনে করে;
সুদন বলে ও দেবকি, ও কথা আর বল্‌ব কি;
চিরকাল ত এমনি দেখি, পাতকী তোমার ছেলে॥ ১৮৯ ॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

দিবা অবসান হল,
এখনো কেন গোপাল আমার,
গৃহে না এল।
গোপালে পাঠায়ে বনে,
চেয়ে আছি পথ পানে,
কতক্ষণে আস্‌বে গোপাল,
অস্তাচলে সূর্য্য গেল।
লয়ে ধেনু বৎসগণে,
রঙ্গিয়ে রাখালের সনে,
গেছে বুঝি দূর বনে, খেলিতে খেলিতে;
কিম্বা সে উদ্ধত হয়ে,
বলরামে না কহিয়ে,
ক্ষুধাতে ব্যাকুল হয়ে,
বুঝি কারে মা বলিল॥ ১৯০ ॥

ললিত যোগিয়া—আড়াঠেকা।

হায় আমি কি করিলেম, রতন পেয়ে হারালেম,
পরের কথায় ঘরে দিলাম অনল গো!
অক্রুর বা কোথা কার কে, সে আমা সবাকার কে,
তাহাকে বা চিনে কে,
সে কেন নীলমণিকে হ'রে নিল গো॥ ১৯১ ॥

পাহাড়ী—কার্‌ফা।

শ্রবণ ভরে শোন্‌রে ওই বাঁশী বেজেছে,
নয়ন ভরে দেখ্‌রে (আমার) কানু এসেছে।
নৈলে কেন বৎস গুলি, চাচ্ছে ফিরে চক্ষু খুলি,
শুকৃসারী কুল আপ্‌না ভুলি, কেন মেতেছে?
ওপাশ থেকে বলার শিঙ্গে,—ধু, ধু,—বেজেছে।
উঠ্‌লো ওধার ধবল কায়া,
ভাস্‌লো এবার্ শ্যামল ছায়া,
সাদায় কালোয় মিশিয়ে গিয়ে এক হয়েছে॥ ১৯২॥

ললিত যোগিয়া—আড়াঠেকা।

বল বল নারদ মুনি মথুরায় এই দুঃখের সমাচার,
দিবানিশি ব্রজবাসী করে হাহাকার।
কেঁদে কেঁদে ব্রজের রাখাল ধূলাতে লুটায়,
গোপাল বিনে ব্রজের গো-পাল উর্দ্ধমুখে ধায়,
শত বর্ষ কৃষ্ণহারা, এ দুঃখিনীর বাঁচা ভার॥ ১৯৩॥

ভৈরবী—একতালা।

কে এলি রে গোকুলে,
কে আমায় ডাক্‌লি মা বলে?
এলি কি গোপাল আমার,
আয় করি কোলে॥ ১৯৪॥

মঙ্গল বিভাস—একতালা।

এত দিনের পর, কৃষ্ণ রে আমার,
দুখিনী মা বলে মনে হয়েছে!
হারায়ে কৃষ্ণ নিধি, কাঁদি নিরবধি,
সেই অবধি বুকে পাষাণ চাপা আছে।
কৃষ্ণ তোমায় ক'রে গর্ভেতে ধারণ,
নিরবধি মায়ের নিগূঢ় বন্ধন।
বেদে শাস্ত্রে বলে, ওরে বাছাধন,
কৃষ্ণ নামে ভবের বন্ধন জ্বালা ঘুচে॥ ১৯৫॥

বিভাস—কাওয়ালী।

রাই কাল ভাল বাসে না,
কাল দেখে বলেছিল কুঞ্জে যেন এসে না।
রূপের বড় গরব করে রাই,
দেখ্‌বো এবার মন যদি তার পাই,
এবার গউর হয়ে ধর্‌বো পায়ে, আরত কাল রব না।
বড় অভিমানী রাই, বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই,
যোগীবেশে ফির্‌বো দেশে, ঘরে ত মন বসে না ॥ ১৯৬ ॥

সিন্ধুড়া।

আজুকার নিশি, নিকুঞ্জে আসি,
করিল বিবিধ রাস।
রসের সাগরে, ডুবাইল মোরে,
বিহানে চলিল বাস।
শুন হে সুবল সখা,
সে হেন সুন্দরী, গুণের নাগরী,
পুনঃ কি পাইব দেখা ?
বদনে আঙ্গুলি, গলে গলে মিলি,
চুম্বন করল যত।
কেশ বেশ যত, বিথার হইল,
তাহা বা কহিব কত ॥
অশেষ বিশেষ, বচন কহিয়া,
আবেশে লইয়া কোরে,
অঙ্গের পরশে, হিয়া ডুবাইল,
কেমনে পাসরি তারে।
চণ্ডীদাস কহে, শুন হে নাগর,
এ বড় লাগল ধন্ধ।
সে রাধা রমণী, রস শিরোমণি,
তোমারে করল বন্ধ ॥ ১৯৭ ॥

ললিত যোগিয়া—আড়াঠেকা।

নীলমণি ধন দিব না আর গোষ্ঠেতে,
বলাই ফিরে যা তোর গৃহেতে।
আমার একেলা নিমাই, মা বলিতে নাই,
গোপাল যদি নিবি বনে, পাষাণ দে আমার বুকেতে ॥ ১৯৮ ॥

আলাইয়া—মধ্যমান।

কি দেখিলাম কেশব, ব্রজবাসী সব,
শবপ্রায় সব, পড়ি ধরাসনে।
জীর্ণ শীর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, জ্ঞান বিভিন্ন,
তোমা ভিন্ন হয়ে আছে বৃন্দাবনে।
গোকুল আকুল গোকুলচন্দ্র হয়ে হারা,
শুন ওহে তারানাথের নয়ন তারা,
তারায় বহে ধারা, তারাকারা ধারা,
জ্ঞান নাই আর, বাঁচে কত তারা, নয়নতারা বিনে।
মা যশোদা সদা করে লয়ে সর,
ডাকে গোপাল গোপাল করে উচ্চৈস্বর,
একবার গুণেশ্বর, হয়নি অবসর আসিবার,
ধর ধর সর তোর দিই চন্দ্রাননে॥ ১৯৯॥

বিভাস—একতালা।

কাঁহা মেরি বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মাই,
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই?
কাঁহা মেরি ধবলী, শ্যামলী,
কাঁহা মেরি মোহন মুরলী,
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ, কাঁহা মে পাই?
কাঁহা মেরা যমুনা তট, কাঁহা মেরা বংশীবট,
কাঁহা গোপনারী মেরি, কাঁহা হামারি রাই? ২০০।

কীর্ত্তন সুর।

আয় রে আয় শ্রীদাম আয় বলি বিরলে রে,
এ জনমের মতন আমি আর যাবনা গোকুলে রে।
আমারে না দেখে চক্ষে, মা যশোদা মনের দুঃখে,
করাঘাত করি বক্ষে, হবেন কাতরা,
তখন তুমি ভাই অঞ্চলে ধরে ডেকো মা বোলে রে।
করে ধরি কথা রেখো, মায়ের কাছে থেকো,
দেখো দেখো দেখো, শ্রীদাম ভুলনা রে।
করে লয়ে ক্ষীর ননী, ব্যাকুল হয়ে নন্দরাণী,
কোথায় রইলে নীলমণি, বলে ডাকিলে,
তখন তুমি ভাই এই এলাম বলে, যেও মায়ের কোলে রে॥ ২০১॥

মধুকানের সুর।

দেখ্‌তে যেন কাঙ্গালিনীর মত,
না হইলে কাঁদিবে কেন এত।
গোপাল আয়, গোপাল আয় বলে,
বলে, এই ছিল কপালে, আস্‌তেম নারে জান্‌তেম যদি এত।
মুক্ত কেশে, মুক্ত ভাসে নয়নের নীরে,
বলে, মলেম ঘাতীর হাতে মুক্ত কর মোরে।
ধন হারা কাঙ্গালী নয় রে, উহার প্রাণ কেবল কৃষ্ণগত॥ ২০২॥

খাম্বাজ—একতালা।

আর তো ব্রজে যাবো না ভাই যেতে প্রাণ নাহি চায়,
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি মথুরায়।
বাপ পেয়েছি, মা পেয়েছি,
ছেলে খেলা ভুলে গেছি,
তোমরা সবাই থাকবে ভাই, ভুলিয়ে রেখো যশোদায়।
ননী খেও, গোঠে যেও, প্রেম বিলাইও গোপীকায়।
এই নে চূড়া, এই নে ধড়া, জন্মের মত বিদায় দে রে,
আমার মত বাঁকা হয়ে দাঁড়িও রে কদমতলায়;
বাজিও বাঁশী, বাঁশীর রবে ব্রজবাসীর প্রাণ জুড়ায়॥ ২০৩॥

পাহাড়ী—যৎ।

এস রে কানাই, কোথা আছ ভাই,
মরেরে রাখাল দেখ না দেখ না।
আরে রে গোপাল, ব্রজের রাখাল,
তোমা বিনে আর কিছুত জানে না।
চারি দিকে ঘেরি দিব করতালি,
গোঠে গিয়ে খেলি, এস বনমালী;
লয়ে বনফল, চক্ষে বহে জল,
ওরে কানু তোরে আর কি পাব না?
হাম্বা রবে ধেনু ডাকিছে তোমায়,
সকাতরে চায় দূর যমুনায়,
তৃণ না পরশে, আঁখি জলে ভাসে,
তুমি কি বেদনা বুঝ না বুঝ না? ২০৪॥

মঙ্গল মিশ্রিত—একতালা।

রাধা বই আর নাইক আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশী
মানের দায়ে সেজে যোগী, মেখেছি গায় ভস্মরাশি।
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে,
রাধা নাম বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে শ্রীরাধে,
তারে বড় ভালবাসি॥ ২০৫॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

আয় রে আয় কানাই বলাই,
আয়নারে ভাই ব্রজে যাই।
তিন দিন না দেখে তোদের,
বুঝি মা যশোদা বেঁচে নাই।
সবাকার প্রাণ হরণ করে, কেমন করে পরাণ ধরে,
এ ছার মথুরাপুরে, সব ভুলে রয়েছ ভাই;
গোঠের খেলা কদমতলা, কিছুই কি আর মনে নাই? ২০৬॥

(সখী-সঙ্গীত।)

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি লাগি লো প্রাণসখী, ভাব অকারণ,
কেন বল ছল ছল করে দুনয়ন?
কেন গো হেরি তব, মলিন ও সুধামুখ,
জান না কি চিন্তামণি কণ্ঠ-আভরণ? ২০৭॥

বাহার—খেমটা।

ছি ছি ছাড় ছাড় বাঁকা মদনমোহন,
অসময় রসময় রঙ্গ কি কারণ?
একে গৃহে গুরুজনা, সতত দেয় গঞ্জনা,
বারণ করি কাল সোনা, ধ'রনা নারীর বসন।
আমরা গোপেরি নারী. তব প্রেমে বদ্ধ হরি,
নির্জ্জন নিশিতে প্যারীর কুঞ্জে দিও দরশন॥ ২০৮॥

তোমার কি এই ছিল হে কপালে লিখন শ্রীমধুসূদন
বিপত্তি ভঞ্জন নামে বিপদ হলো ঘটন্ ?
স্বর্ণস্বরোজিনী যিনি, প্রেমময়ী প্রেমার্থিনী,
তাঁরে ত্যজে চিন্তামণি, কুব্জারে হইল মন ?
অলি যেমন পদ্ম ছেড়ে, কেয়া ফুলে বসে উড়ে,
শেষ তার পাখা ছিঁড়ে, ভাগ্যে ভাগ্যে রয় জীবন।
ব্রহ্মা ধরেন তোমার পদে, ভুলে তুচ্ছ রাজ্যপদে,
ধরে কুব্জা দাসীর পদে, করিতে তার মান হরণ॥ ২০৯।

কাফি জংলা—যৎ।
মনে বুঝে দেখ না,
এ মান সহজে যাবে না,
তাকি জান না ?
যে করে তোমারে যতন অতি,
চাতুরি তাহার প্রতি ;
তার প্রতিকার না হলে আর,
কোন কথা কবে না !
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী,
হয়েছে অভিমানিনী,
সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,
পায়ে ধরে সাধ না॥ ২১০॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।
যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী,
বিনে সেই রাকা শশী, বাঁকা শ্যাম গুণমণি।
শুকাল কমল মালা, বাড়িল বিরহ জ্বালা,
কাঁদে যত ব্রজবালা, বিনে শ্যাম গুণমণি॥ ২১১॥

পিলু—যৎ।
আজি গো সজনি তোমায় সাজাইব যতনে,
যেখানে যা শোভা পায় সেই সেই রতনে।
বেঁধে দিব কেশপাশ, ওলো চন্দ্র বদনে,
অঞ্জন পরায়ে দিব সচঞ্চল নয়নে।
পরাব চিকণমালা গেঁথে নব প্রসূনে,
শোভা হেরে রতিপতি পড়ে রবে চরণে॥ ২১২॥

খাম্বাজ—পোস্তা।

রূপের ভরে গরব করে, চল্‌লো রূপের গরবিনী,
রূপের আলো ছড়িয়ে যথা, হাস্‌ছে লো সই বদন খানি
সোহাগভরে দেখ্‌বো সবে, রূপের মাঝে রূপের খনি।
শোন্‌লো শোন্ পাপিয়া ডাকে, মন-মজান গলাখানি ॥২১৩।

পিলু—দাদরা।

ফুলের বাসর সখি সাজাইব আজি লো,
আয় সখি সবে মেলি ফুল সাজে সাজি লো।
ফুল-ধনু ফুল-তূণ, তাতে দিব ফুল-গুণ,
ফুল-হারে ফুল-ভারে,সাজা ফুল-সাজি লো ॥ ২১৪ ॥

কলিঙ্গড়া রামকেলী—জলদ একতালা।

আয় সারি সারি, গোকুলের নারী,
সোণার গাগরী ভরিয়ে জলে;
হুলুধ্বনি দিয়ে, আয় আয় ধেয়ে,
চাঁদ পারা ছেলে লইয়ে কোলে।
গোপের ঝিয়ারী, যায় ধীরি ধীরি,
চায় ফিরি ফিরি আপনা ভুলে;
আয় লো সকলে, দেখ লো সকলে,
পরাণ ভরিয়ে, নয়ন তুলে ॥ ২১৫ ॥

পরজ কালাংড়া—খেম্‌টা।

আঁখি ভরি দেখ লো সই, আঁখি ভরি দেখ লো
রমণীর শিরোমণি, ধরামাঝে হেন মণি কৈ?
রূপেতে আলো, করেছে ভাল,
আঁখি ভরি দেখ লো।
জয় জয় জয় কৃষ্ণ রাধিকা-রমণ;
ভকত-বৎসল ভব-ভয়-নিবারণ।
কেশব প্রাণ-পুতলী রে রাই—
মিলি দোঁহে এক ঠাঁই,
গোকুল আলো করেছে ভাল,
আঁখি ভরি দেখ লো।
জয় জয় লোক-পাল মদন মোহন,
কেশব করুণাময় পতিত পাবন ॥ ২১৬ ॥

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

ফুল্ল প্রাণে ফুল্ল মনে, চল লো সজনি ফুল্ল কাননে,
ফুটেছে সোহাগে ফুল্ল ফুল, নাচিছে ফুল্ল মধুপ কুল;
ঘুমে মাতোয়ারা, প্রভাতেরি তারা,
হয়ে দিশেহারা বিরস বদনে।
মলিন আঁচল পাতি, চল তুলি যূথী জাতী,
সাজিব সকলে সখি, ফুল্ল ফুল ভূষণে;
কাঁদাব মধুপ-কুলে, ফুল-কুল বিহনে ॥ ২১৭ ॥

ময়ূরপঙ্খীর সুর।

ভাসিয়ে প্রেম-তরি হরি যাচ্চে যমুনায়,
গোপীর কুলে থাকা হলো দায়।
একেত ত্রিভঙ্গ বাঁকা আড়-নয়নে চায়,
চূড়ার উপর ময়ুর-পাখা বাঁশরী বাজায় ॥ ২১৮ ॥

কাফি—যৎ।

শ্যামের কি রঙ্গ হেরি ও ত্রিভঙ্গ মুরারি,
খেল্‌ছে হরি লয়ে সহচরী অধরে ধরে বাঁশরী;
রাধে রাধে বলি বাঁশী বাজিল, মজিল গোকুল নারী।
বাঁশী কেড়ে লব, আমরা বাজাইব, সাজাইব তোমায় নারী;
নারী সাজাইব, বামে বসাইব, আমরা হইব বংশীধারী ॥ ২১৯ ॥

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

আজ কেন প্যারী, বিপরীত হেরি,
এলাইত কেশ নেত্রে বহে বারি;
গলিত অঞ্জন, দ্বিখণ্ডে পতন,
চন্দ্রানন রাহুগ্রস্ত তব হেরি?
নাসারন্ধ্রে বহে সঘনে নিশ্বাস,
বিমলিন কেন মুখে নাহি হাস,
কম্পিত অধর, শুষ্ক পয়োধর,
স্বর্ণলতা শীর্ণ, আমরি আমরি!
বহু সম্ভাষণে নাহি কহ কথা,
বল শুনি ধনি কি মনের ব্যথা,
নখে নখ দিয়ে, ভাব কি বসিয়ে,
না বলিলে এ ভাব বুঝিতে নারি ॥ ২২০ ॥

সিন্ধুড়া খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

এল কৃষ্ণ এল ঐ বাজে লো বাঁশরী,
সুখে শুক সারী, মুখোমুখী করি,
হের নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী।
মত্ত ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়,
হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়।
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
বাঁশী ডাকে তোরে, উঠলো কিশোরী॥ ২২১ ॥

কীর্ত্তন—তুক্ক।

মদনমোহন,
মুরলীবাদন,
বল বিবরণ,
কোথায় ছিলে?
বাঁধি প্রেমজালে,
কে নিশি জাগালে,
কে বল কপালে,
সিন্দুর দিলে?
নরেশনন্দিনী,
কুলের কামিনী,
বিপিন বাসিনী,
তোমার তরে।
বিনা দরশন,
বিষণ্ণ বদন,
ফুলেছে নয়ন,
রোদন করে।
আর নিশি নাই,
কেঁদে কেটে রাই,
ঘুমায়েছে ভাই,
তুল না তায়।
নিরবে শ্রীহরি,
করহে শ্রীহরি,
উঠিলে সুন্দরী,
ঘটিবে দায়॥ ২২২ ॥

কীর্ত্তন।

বৃন্দাবন বিলাসিনী, রাই আমাদের,
রাই আমাদের, রাই আমাদের,
আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন,
সারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল,
সারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নৈলে পারবে কেন ?
শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ুর পাখা,
সারী বলে আমার রাধার নামটি তাতে লেখা,
ঐ যে যায় গো দেখা।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে,
সারী বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে,
চূড়া তাইতে হেলে।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন,
সারী বলে আমার রাধা জীবনের জীবন,
নৈলে শূন্য জীবন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি,
সারী বলে আমার রাধা প্রেম প্রদায়িনী,
সে তোমার কৃষ্ণে জানি।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান,
সারী বলে সত্য বটে, বলে রাধার নাম,
নইলে মিছা গান।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু,
সারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছা-কল্পতরু
নইলে কে কার গুরু।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী,
সারী বলে আমার রাধা লহরী লহরী,
প্রেমের ঢেউ কিশোরী ॥ ২২৩ ॥

খাম্বাজ—কাশ্মীরি খেম্‌টা।

আর লো অলি, কুসুম তুলি, ভরিয়ে ডালা,
করে যতন, চারু চিকণ, গাঁথবো লো মালা;
দিব সজনি সখীর গলে প্রাণ জুড়াবে রাজবালা।
মালার মতন, মোহন বাঁধন, নাইকো সখি আর,—
প্রেম-বাঁধনে, পতি-রতনে, বাঁধ্‌বে সখি গোকুল বালা॥ ২২৪॥

পাহাড়ী পিলু—দাদ্‌রা।

অলি ব্যাকুল কাঁদিছে গুঞ্জরি লো,
নাহি হেরি কুসুম মুঞ্জরি লো।
চিত চঞ্চল ধাইছে সরোবরে,
গুণ গুণ স্বরে মন ব্যথা কহে সকাতরে,
শূন্য সরসী-নীর নেহারি লো॥ ২২৫॥

বারোঁয়া—একতালা।

নৈলে কে পায়, ধর্ত্তে রাধার পায়,
অনুকম্পায় যে জন আছে, অনুপায় তার গেছে,
ধরে পায়, ভবের উপায়, সে করেছে।
জন্ম জন্ম যে রাধার পায় ধরেছে,
সে কি পায় ধরিতে ক্ষান্ত পায়।
ব্রহ্মজ্ঞানী সকলে করেছেন কিশোরী,
আর এখন মোরা ব্রহ্মার পদে ধরি,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি, রাই ব্রহ্মময়ীর কৃপায়॥ ২২৬॥

পিলু জংলা—কার্ফা।

আর কি আমাদের রাধে আছে গো সে কুল,
কুল নাশ করি হরি ত্যজেছেন গোকুল।
গোপিকার কুল করে ভঙ্গ, কুলীন হলেন সে ত্রিভঙ্গ,
মথুরায় কুব্জার সঙ্গ,—পরিবর্ত্ত কুল।
কুলকান্ত কুলীন পেয়ে, কুলশীল সকল দিয়ে,
করেছিলাম কুলক্রিয়া বাড়াইতে কুল;
কপাল ক্রমে এই হ'ল, কুল বাড়াইতে কুল গেল,
রামচন্দ্র বলে ভাল করেছিলে কুল॥ ২২৭॥

আড়ানাবাহার—আড়খেম্‌টা।

চোরের বিচার রাজা করে, জানি রে অন্তরে,
রাজা হয়ে চুরি করে, তার বিচার কে করে?
তুমি তো ভাই রাখাল রাজা, ব্রজবালক তোমার প্রজা,
মধুপুরে হলে রাজা, ব্রজবাসীর মন হরে।
ঘরে ঘরে মাখন চুরি, যমুনাতে বসন চুরি,
বাঁশীর গানে মন চুরি,—কোরেছ তুমি ॥ ২২৮

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেন যোগী বেশে ভ্রম এ বিজন কাননে,
না জানি কোন্ অভাগিনী, কাঁদে তোমা বিহনে!
কেন ধরিয়াছ ধনু, ভ্রুভঙ্গে ফুল-ধনু,
কটাক্ষ কুসুম-শরে, কেবা স্থির ভুবনে;
অধরে সুধার রাশি, রেখেছ কি গোপনে?
অমর নগরবাসী, তব প্রেম অভিলাষী,
চল হে হৃদয়ে ধরে লয়ে যাই যতনে ॥
নন্দন-কানন মাঝে, সুরগণ,সদনে ॥ ২২৯ ॥

রামকেলী—ভরতঙ্গা।

চল চল সবে মোরা ত্বরায় যাই,
লয়ে বারি, দেখিব কে বলে অসতী রাই।
যশের সৌরভে, জগত পূরিবে,
পাইবে প্রাণ, প্রাণ-কানাই,
কুটিলার মুখে পড়িবে ছাই ॥ ২৩০ ॥

লুম্ ঝিঁঝিট—একতালা।

নাচ বনমালি, দিব করতালি, শুনিব নূপুর বাজিবে পায়,
হরি বোলে সবে নেচে চলে, হরি বোলে সবে প্রাণ জুড়ায়।
নাচ হরি, হেরি নয়ন ভরি, পরাণ ভরি ডাকি হরি হরি,
সবে ভালবাসে পীতবাসে, প্রাণ দেখিতে ধায়।
বাঁকা শিখি-পাখা, দুটি নয়ন বাঁকা, কিবা অলকা তিলকা রেখা,—
পায়ে পায়ে বাঁকা শ্যাম দাঁড়ায়, সবে ও দুটি চায় ॥ ২৩১ ॥

পিলু—যৎ।

হোলি খেলিবেন আজ শ্রীহরি,
চল নিকুঞ্জ বনে কিশোরী।
রঙ্গ দিয়ে অঙ্গে, সাজাব মনোরঙ্গে,
মধ্যে রাখি ত্রিভঙ্গে, সব সখী ঘেরি।
মনোসাধ পুরাইব, যুগল অঙ্গে আবির দিব,
যুগল আঁখি জুড়াইব, যুগলরূপ হেরি॥ ২৩২॥

কবির সুর।

ওগো ললিতে গো, তোরা দেখে যা গো,
রাই কেন এমন হল!
কইতে কইতে কৃষ্ণ কথা, এল খেলো স্বর্ণলতা,
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,—আছে কি মলো।
ডুবে শ্যাম-সাগরে, যদি প্যারি মরে,
রাই বধের ভাগী কে হবে!
ধরাধরি করে তোল, মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল,
হরিধ্বনি শুনে ধনী, উঠে দাঁড়াবে॥ ২৩৩॥

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

হাস রে যামিনী হাস প্রাণের হাসি রে,
আজ পেয়েছি যারে তারে ভালবাসি রে।
মুচ্‌কে হাসে কুসুম কলি,
মন বুঝেছি খুলে বলি,
প্রাণ বয়ে যায় সুধার রাশি, সুধার রাশি রে॥ ২৩৪॥

কবির সুর।

যদি চলিলে মুরারি, ত্যজে ব্রজপুরী,
ব্রজনারী কোথা রেখে যাও;
জীবন উপায় বলে দাও?
হে মধুসূদন, করি নিবেদন,
বদন তুলিয়ে কথা কও।
শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি যথা সুখ পাও।
একবার সহাস্য-বদনে, বঙ্কিম নয়নে,
ব্রজ-গোপীর পানে ফিরে চাও॥ ২৩৫॥

কবির স্থর।

শ্রীমতীর মন, মানেতে মগন, ওখানে এখন যেও না।
(মান) করি, কলহ আর বাড়াও না।)
বিষাদের বাতি, জ্বেলেছেন শ্রীমতী, তাহাতে আহুতি দিও না।
নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি, দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেক না।
কত নারীর সঙ্গ, করেছ কি রঙ্গ, শ্রীমতীর শ্রী-অঙ্গ ছুঁও না।
সুখের নিশিতে, এখানে আসিতে, তোমারো মনেতে ছিল না।
বিপক্ষ হাসাতে, এসেছ প্রভাতে, করিতে কপট ছলনা।
শ্যাম, মরমে কি করে, বলি হে তোমারে, শ্রীমতী রাধার কথাটী।
এবারে মাধবে, যে আনি মিলাবে, সে খাবে রাধার মাথাটী।
দিয়ে পদ দুটী, মাড়াবে যে মাটী, শ্রীমতী তো সেটী ছোঁবে না।
তুলিয়ে সে মাটি, দিবে ছড়া ঝাঁটি, শ্রীরাধার এটী কটকে না। ২৩৬ ॥

কবির স্থর।

তোমার নিয়ে শ্যাম বড় হলো দায়;
কেশব কি কব, দেখি স্বভাবে অভাব, প্রলাপ যে তব,
মাধব, এ বিকারে, কি উপায়? দেখিয়ে বিদরে হৃদয়।
সেধে কেঁদে আর তোমার শক্তি নাই!
এবার তোমার হয়ে, না হয় আমি গিয়ে,
দুটো বলে কয়ে রাধারে বুঝাই।
যদি কথায় না ফিরে চায়, সাধ্‌বো তার ধরে পায়,
আর তোমার এ দশা কি দেখা যায়! ২৩৭ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

শ্যাম চরণ ছাড়িয়ে কথা কও না,
চরণ ধরিতে তোমার লজ্জা কি গো হয় না?
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে সারা রাতি পোহাইয়ে,
প্রভাতে আসিলে শ্যাম দিতে মন বেদনা। ২৩৮ ॥

কালাংড়া—একতালা।

আগে তারে দিওনারে মন,
সখি সে নহে আপন।
সে যে শঠের শিরোমণি,
আমি তারে ভাল জানি,
শঠের পীরিতি যেন জলের লিখন ॥ ২৩৯ ॥

তুঙ্কসুর—একতালা।

মথুরা-বাসিনী, মধুর-হাসিনী শ্যাম-বিলাসিনী রে,
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাগিনী রে।
বৃন্দাবন-ধন, গোপিনী-মোহন, কাহে তু তেয়াগি রে,
দেশ দেশ পর, সো শ্যাম সুন্দর, ফিরে তুয়া লাগি রে।
বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে বহুত পিয়াসা রে,
চন্দ্রমা-শালিনী যা-মধুযামিনী না মিটিল আশা রে,
সা নিশা সমরী, কহ লো সুন্দরী, কাঁহা মিলে দেখা রে।
শুনিয়া যাওয়ে চলি, বাজায়ে মুরলী, বনে বনে একারে॥ ২৪০॥

বেহাগ—জলদ একতালা।

কি দেখি—কি দেখি—অপরূপ একি, সই গো,
কুঞ্জদ্বারে, কে আজি দাঁড়ায়ে, দেখ দেখ ঐ গো!
রাই রাজার রাজত্ব আজি যে সফল,
উপযুক্ত দ্বারী—প্রহরী—জুটিল,
এমন্ চিকণ্ কালো, ত্রিভঙ্গ কোটাল,
জগতে আর আছে কৈ গো?
শিরে পাগ্ বাঁধা, ফেলে মোহনচূড়া;
আজানুলম্বিত অঙ্গে জামা যোড়া;
কটীতে বন্ধনী, প্যাঁচে প্যাঁচে বেড়া;
সেই রাখাল ধড়া আজ নাই গো।
ত্যজি মোহন বাঁশী, অসি আজি করে,
চিনলেম কেবল সখি, বাঁকা আঁখি হেরে,
যে বাঁকা নয়নে মন প্রাণ হরে,—
ধৈর্য্য হারা মোরা হই গো!
চোরের দমন কারণ দ্বারী রাখে দ্বারে,
এ নিলাজ দ্বারী নিজেই চুরি করে,
চল, ধরে চোরে হৃদি-কারাগারে,
বেঁধে রেখে সুখে রই গো॥ ২৪১॥

বেহাগমিশ্র—একতালা।

রতন আসনে রতন ভূষণে যুগল রতন রাজে,
চরণে নূপুর আহা কি মধুর, রুণু ঝুণু ঝুণু বাজে।
সবে আঁখি ভরি হেরিয়ে মাধুরী, প্রাণ ভরিয়ে বল হরি হরি
সুমধুর তানে হরিগুণ গানে নাচিল মধুর সাজে॥ ২৪২॥

কবির সুর।

যোগী বেশে আজ কোথায় চলেছ
বল শ্যাম গুণধাম মনের রাগে, কি বিরাগে,
কিবা কার সোহাগে, বিরাগী গৃহত্যাগী হয়েছে?
বিভূতি অঙ্গে মেখেছ।
যেতে যেতে শ্যাম, কেন শঙ্কা পাও,
যেন কারে দেখে, দাঁড়াও থেকে থেকে,
চন্দ্রাবলীর দিকে একবার ফিরে চাও।
কত সুবাসে, সুভাষে, সরসে সম্ভাষে,
বিলাসে কাল তারে তুষেছে॥ ২৪৩॥

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

কালা তুমি ছল করে অবলা মজাও,
বাঁশীর স্বরে এনে বনে এখন বল ফিরে যাও।
জয় রাধে শ্রীরাধে প্যারী, কি বংশী বাজালে হরি,
এখন কেন বংশী-ধারী কোমল প্রাণে দাগা দাও? ২৪৪॥

পিলু—জলদ একতালা।

চললো বেলা গেললো, দেখ্‌বো রাধা শ্যামের বামে,
দুকথা শুনিয়ে দিব, কপট নিঠুর বাঁকা শ্যামে।
বল্‌বে কি পড়ে মনে, ননি চুরি বৃন্দাবনে,
কাল কি হয় না ভাল,
এমনি কি গুণ কৃষ্ণ নামে!
যুগলে দিব মালা, ভুল্‌বো সই প্রাণের জ্বালা,
মোহন চাঁদে, রূপের ফাঁদে কাঁদ্‌বে পড়ি রতি কামে॥ ২৪৫॥

বাউলের সুর।

শ্যাম তুমি মানে মানে, নিজ স্থানে, গমন কর ধীরে ধীরে।
প্যারী কবে না কথা, দারুণ ব্যথা, আবার এলে পায়ে পড়ে।
তুমি নিজে রাখাল, নন্দের গোপাল, ধেনু রাখ বনে বনে;
জান না নারীর বেদন, মধুসূদন, প্রভাতে জ্বালাও হে কেনে।
তুমি নিজে চাষা, বুদ্ধি নাশা, ঘোল খেতে চাও মাখন ফেলে;
মাথাটি মুড়িয়ে দেব, ঘোল ঢালিব, মুখ দেখাবে কেমন করে?
কাল আস্‌বার আশে, থাক্‌লেম বসে, আমরা সখী সবাই মিলে;
জ্বালায়ে মোমের বাতি, সারারাতি, প্রেম কালাচাঁদ আস্‌বে বলে॥২৪৬॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী
এলায়ে কবরী, ধীরি ধীরি ধীরি,
চল সহচরী, কুসুম কাননে।
মলয় মাখিয়ে, হেলিয়ে দুলিয়ে,
আয়লো চলিয়ে, কুসুম চয়নে।
আঁখিটি মেলিবে, বিজলী খেলিবে,
বসন্ত আসিবে, লইতে মদনে।
গগনেরি গলে, তারা হার দোলে,
দেখিয়ে সকলে, চুমিব বদনে॥ ২৪৭॥

কাফি ঝিঁঝিট—একতালা।
ছাড় মান, ধরনা পায়, নইলে যে তার মান যাবেনা,
না হলে মানিনীতো, বদন তুলে আর চাবে না।
সেধ না করি মানা, তুমি নারীর মন জান না,
সহজে মান গেলে হে, মান ফিরেতে আর পাবে না॥ ২৪৮॥

খাম্বাজ – পোস্তা।
মালঞ্চে ফুল আপ্‌নি ফোটে বাস বিলাতে চায়
ঊষার কোলে হেলে দুলে শিশির মাখে গায়।
ফুলে ফুলে করি খেলা ফুলে ফুলে গাঁথি মালা,
ফুল কুমারী ফুলের রাণী হাস্‌লে হাসি পায়।
তাড়িয়ে অলি চুমিয়ে কলি শিহরি মলয় বায়॥ ২৪৯॥

অহং কানেড়া—পোস্তা।
প্রাণে প্রাণ পড়লো ধরা, বলে গেল সোণার পাখী
প্রেমের খেলা প্রেমের লীলা, চোকে চোকে রইল বাকী।
নয়ন কোণে চাইব যত, বাণ খাবি বাণ হান্‌বি কত,
নীরবে প্রাণের কথা আঁখি সনে কবে আঁখি॥ ২৫০॥

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।
এ চাঁদ মুখের হাসি নিয়ে, ফুলের কুঁড়ির কাছে যাই।
কচি ঠোঁটে মাখিয়ে দিবো, ফুট্‌বে কুঁড়ি দেখ্‌বো তাই।
জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতি নিয়ে,
ফুল বাগানে জ্যোতির খেলা, খেল্‌বো সুখে আয় না ভাই॥ ২৫১॥

ইমন—কাওয়ালী।

বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ,
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় তো আদর মিলে,
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়ের আশ?
এখনো রয়েছে রাত, এখনো হয়নি প্রভাত,
এখনো রাধিকার ফুরায়নি অশ্রুপাত;—
চন্দ্রাবলীর কুসুমসাজ, এখনি কি ফুরাল আজ,
চকোর হে, মিলাল কি সে চন্দ্রমুখের মধুর হাস? ২৫২॥

কীর্ত্তন—তুক্ক সুর।

কমল নয়নে কমল বদনে, বিষাদিত মনে ভাব কেন,
শ্রীরাস-রঙ্গিনী, নব-হেমাঙ্গিনী,
ভুবন-মোহিনী, কেবা হেন?
তব মন চোর, তব প্রেমে ভোর,
তব প্রেম ডোর আছে পরি, তব মন হরি,
তব প্রাণ হরি, ভুলিবে কি করি প্রাণ ধরি! ২৫৩॥

খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণে বয় প্রেমের তুফান, শ্যামের বামে রাই কিশোরী,
চাঁদের ফাঁদে চাঁদে বাঁধে চাঁদে চাঁদে ধরাধরি, আমরা যুগল ভালবাসি।
চখে চখে মেশামিশি, ঢ'লে পড়ে প্রেমের ভরে,
ঝলকে রূপের রাশি, প্রাণের ফাঁসী প্রাণে পরে;
মরি মরি যুগল মাধুরী, বয়ে যায় সুধার লহরী,
নথি, কি দেখি কি দেখি আপনা পাসরি;
আমরা যুগল ভাল বাসি॥ ২৫৪॥

কবির সুর।

এতো ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছে শ্রীমতীর কুঞ্জে,
গুনো গুনো স্বরে কেনো, অলি শ্রীরাধার পদে ভুঙ্গে?
কৃষ্ণ বই কে আর আসতে পারে সই, শ্রীরাধার রাসকুঞ্জে?
জানি শ্রীমুখে বলেছেন শ্রীকান্ত,
গীতা যোগ মধ্যে, তিনি ঋতুর মধ্যে বসন্ত,
আরো পতঙ্গেরই মধ্যে, কৃষ্ণ ভৃঙ্গরাজ;
নৈলে ও কেন ও রস ভুঞ্জে! ২৫৫॥

কবির স্থর।
দ্বারি একবার বল্ তোদের কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাতে,
গোপিনী, কৃষ্ণতাপে তাপিনী, তোমায় দেখ্‌বে বলে,
আছে বসে রাজপথে, এসেছি আমরা অনেক দুখেতে।
তোদের রাজা নাকি দয়াময়,
দুখিনীর দুখ দেখলে দেখ্‌বে কেমন দয়া হয়!
মথুর রাজ্যের অধিপতি কৃষ্ণ,
শুনে তাতেই এলাম কংসালয়।
মনে অন্য অভিলাষ নাই,
রাখাল রাজার বেশ, কেমন শোভা দেখে যাই।
কোথা ভূপতি, জানাও শীঘ্রগতি,
মিনতি করি ধরি তোর ঐ করেতে॥ ২৫৬॥

রাধা-সঙ্গীত।

বেহাগ—একতালা।
সখি, শ্যাম না এল,
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী, বুঝি বিভাবরী, অমনি পোহাল।
শর্ব্বরী-ভূষণ খদ্যোতিকা তারা, ঐ দেখ সখি, আভাহীন তারা,
নীলকান্তমণি হলো জ্যোতিহারা, তাম্বুলের রাগ অধরে মিশাল।
ঐ দেখ সখি, শশাঙ্ক কিরণ, উষার প্রভায় হল সঙ্কীরণ,
বহিছে লো সখি মৃদুল পবন, কুসুমের হার শুকাল।
শিখি সুখে রব করিছে শাখায়, পুলকিত হেরি প্রিয় সখায়,
পতি বিচ্ছেদোন্মুখী নারী প্রায়, কুমুদিনীর হাস্য বদন লুকাল।
বিহঙ্গম আদি করে উদ্বোধন, বন্ধু দরশনে চিত্ত বিনোদন,
আমার কপালে বিরহ-বেদন, বুঝি বিধাতা ঘটাল।
তাপিত হৃদয়ে রমাপতি কয়, এ বিরহ রাই তোমা বলে নয়,
বৃক্ষচয় হল অশ্রুধারাময়, শর্ব্বরীর সুখ-বিলাস ফুরাল॥ ২৫৭॥

খাম্বাজ মিশ্রিত—একতালা।
হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়,
আমি ভবে একা, দাওহে দেখা, প্রাণ সখা রাখ পায়।
কাল শশী বাজালে বাঁশী, ছিলাম গৃহবাসী, কল্লে উদাসী,
কুল ত্যজে অকুলে ভাসি,
হৃদ্‌বিহারী কোথায় হরি, পিপাসী-প্রাণ তোমায় চায়॥ ২৫৮॥

বাহার খাম্বাজ – কাওয়ালী।

কত নেচেছি লো ময়ূরী সনে,
ফুল্ল প্রাণে মরি মধুর তানে,
কত গাইত শাখি-শিরে পাখিগণে।
ফুল তুলে, সখী ছলে,
হাসি হাসি সম্ভাষি প্রাণ খুলে ;
হাসি হাসি আঁখিনীরে ভাসি,
কিশোর কথা কত জাগিত মনে ;
নাথ সনে সখি, গহন বনে। ২৫৯ ॥

ঝিঁঝিট—খেমটা।

আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজে না বাজে না,
বাঁশীর কাতর বলে জীবন যে রহে না।
বাঁশী ডাকে রাধা রবে, গুরুজনা কতই বলে,
প্রাণের হরি পরিহরি প্রাণত রহে না।
আমি কাঁদি যার তরে, সে কাঁদে ডাকিয়া মোরে,
রাধে বলি বনে ফিরে, যাতনা সহে না ॥ ২৬০ ॥

কবির সুর।

ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি,
ব্রজকুল নারী বধিলে ; বলনা কি বাদ সাধিলে ?
নবীন পিরীত, না হইতে নাথ,
অঙ্কুরে আঘাত করিলে ?
একি অকস্মাৎ, ব্রজে বজ্রাঘাত,
কে আনিল রথ গোকুলে !
অক্রুর সহিতে, তুমি কেন রথে,
বুঝি মথুরাতে চলিলে ॥ ২৬১ ॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

সেই কালরূপ সদা পড়ে মনে ; (পড়ে মনে রে)
ভুলিতে বাসনা করি যাতনাতে মরি প্রাণে।
গৃহেতে হইলাম দোষী, প্রতিবাদী প্রতিবেশী,
সেই কালরূপ ভালবাসি, অভিলাষী নিশি দিনে।
যার তরে এত জ্বালা, তারি রূপ জপ-মালা,
কি গুণ করিল কালা, হেলা হল কুল মানে ॥ ২৬২ ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

সে বিনে যাতনা যত, সে বিনে জানাব কারে,
অন্তরের দুঃখ আমি, রাখি অন্তরে অন্তরে।
সে মোর আঁখি-অঞ্জন, আঁখি মোর নিরঞ্জন
করে গেছে সে খঞ্জন, অনঙ্গ দিয়ে অন্তরে ॥ ২৬৩ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রেম সুধারস পানে, মোহিত সুজনে,
রসহীন জনে রস নাহি পায়।
সুজনে সুজন, যদি হয় মিলন,
থাকে দিন, বিচ্ছেদ না হয়। (প্রেম)
যদি প্রাণ অন্তে, বিচ্ছেদ না হয় একান্তে,
সেই প্রাণকান্তে, পায় পুনরায় (পুনঃ)
যা ভেবেছিলাম মনে, তারি মুখপানে,
চাহিব না, চাহিব না, যদি প্রাণ যারে। (ফিরে) ॥ ২৬৪ ॥

সুরট মিশ্রিত - একতালা।

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই,
দেরে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে,
রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ বই।
ছি, ছি, করে মান সখি, মরি মরি !
এলো, কোথা গেল, এনে দেলো হরি,
(আমার কালাচাঁদ প্রাণের প্রাণের সাধ)
সই কি জান না, কৃষ্ণ আন না
বলো বলো তারে, রাধে প্রাণে মরে,
কালা বিনা রইতে পারি কই ॥ ২৬৫ ॥

সাওন মোল্লার মিশ্র—ঢিমে তেতালা।

এখনও এ প্রাণ আছে সই,
এলে সখি দেখা হত, কালা এলো কই ?
যদি লো না দেখা হলো, দেখা হলে বলো বলো,
দেখিতে সাধ ছিল মনে, জানি না যে কৃষ্ণ বই।
ব্রজে যদি আসে কালা, গেঁথে দিও বনমালা,
বাজাতে বলো গো বাঁশী, রাধা বলে রসময়ি ॥ ২৬৬ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বাজে বাঁশী কিবা সুমধুর স্বরে,
এতে কি অবলা পারে, রহিতে ঘরে।
কে বাজায় এই বাঁশী, মন চাহে দেখে আসি,
বিনা মূলে হইগে দাসী।
লাজ ভয় কুলে শীলে, জলাঞ্জলি নাহি দিলে,
প্রেম কি সহজে মেলে,
সুখ মোক্ষ লাভ হবে, হেরিলে সে বংশীধরে॥ ২৬৭॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কারে কব লো যে দুঃখ আমার,
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার।
বাঁধা আছি কুল ফাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে,
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে, দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয়, সদা কলঙ্কিনী কয়,
পাপ ননদিনী-ভয়, কত সব আর!
শ্যাম অখিলের পতি, তারে বলে উপপতি,
পোড়া লোকের পাপ মতি, না বুঝে বিচার॥ ২৬৮॥

কীর্ত্তন।

আমি মুক্তি চাই নে হরি,
পড়িয়ে বিপদে, তোমারি শ্রীপদে, ভক্তি ভিক্ষা করি।
আমি আসিব যাইব, চরণ সেবিব, হইব প্রেম অধিকারী।
আমায় এই দেও প্রসাদ, সেবা অপরাধ,
যেন ঘটায়ো না বংশীধারী।
চিনি হওয়া চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল, আমি দেখিলাম চিন্তা করি;—
মিষ্টি সামান্য, করি লক্ষ লক্ষ, মোক্ষ বাঞ্ছা নাহি করি।
সেই যমুনার কূলে, শ্রীরাস মণ্ডলে, রহিবে রাসবিহারী।
যেন জন্মে জন্মে আমি হয়ে সেবাদাসী, চামর ব্যজন করি॥ ২৬৯॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মনে কি পড়েছে তোমার দাসী বলে গুণমণি,
ভুলে এতক্ষণ কোথা ছিলে হরি,
বল কি দোষে, বঞ্চিত শ্রীপদে, দুঃখিনী পাণ্ডব রমণী।
(হরি এ খেলা কার বুঝিতে নারি)

মূলতান—আড়াঠেকা।
আর তো যাব না লো যমুনার কাল জলে,
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়ন সলিলে।
যে হেরিলাম রূপ তার, গৃহে আসা হল ভার,
নাম নাহি জানি তার, সে থাকে গোকুলে ॥ ২৭০ ॥

কবির সুর।
গোবিন্দের পদারবিন্দ হৃদয়ে করে ধারণ,
নির্জ্জনে শ্যামধনে করেছি অঙ্কন,
লিখে ত্রিভঙ্গের শ্রীঅঙ্গ, লিখি নাই যুগল চরণ।
সখি শোন্ গো শোন্,
লয়ে গিয়ে শ্যামে মথুরায়,
আন্‌লে না পুনরায়,
আমার সচল গিয়ে অচল হয়ে রইলো মথুরায়;
তাতেই নিরদয় পদদ্বয় লিখি নাই।
সই সময় যখন মন্দ হয়, চিত্র ময়ূরে হার খায়,
এ কথা বিচিত্র নয়,
পাছে চিত্র-শ্যাম মধুপুরে চলে যায়,
তাইতে পদ দ্বয় লিখি নাই ॥ ২৭১ ॥

বেহাগ—একতালা।
সখি, শ্যাম আইল,
নিকুঞ্জ পুরিল মধুপ ঝঙ্কারে, কোকিলের স্বরে গগন ছাইল।
সুলক্ষণ চিহ্ন নাচিছে বামাঙ্গ, আনন্দে স্পন্দিত হতেছে অপাঙ্গ,
পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ, কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে ধাইল।
মলয় অনিল প্রলয় রহিত, বিরহে বিরহে প্রণয় সহিত,
সহসা অহিত হইতে রহিত, তারে কে শিখাল!
এই হতে ছিল চাতকের ধ্বনি, জল দে জল দে বলিয়া অমনি,
(এখনি) আজি বুঝি তার দুখের রজনী, সজনি পোহাইল।
ফলিল তাহার আশা-তরুবর, হেরিয়ে নবীন-নীল জলধর,
আশাংশু চকোর সুধাংশু কিঙ্কর, বিধিকৃত কাল-বিধুরে পাইল।
প্রণয়ভাজন রমাপতি কয়, নিশান্তরে রাই প্রভাত নিশ্চয়,
তাহাই দুঃখান্তে সুখের উদয়, বিয়োগ নিশির ভোগ ফুরাল ॥ ২৭২ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি ভাবে ভাব আমারে নাথ, ভাবিয়ে না পাই হে,
প্রকাশিয়ে কওনা নাথ, শুনে প্রাণ জুড়াই হে।
আমি তব প্রেমাধিনী, তোমা বই কিছু না জানি,
তুমি কি মোর তেমনি, ভাবি তাই সুধাই হে॥ ২৭৩॥

কবির সুর।

মরি মরি হরি তুমি জান হে কত ছল,
নিলে গোপীর সর্ব্বস্ব ধন ছুঁয়ে গঙ্গাজল।
তুমি বাড়ালে বলির মান,
দিলে পাতালে স্থান,
মাথায় পা দিয়ে হরি দিলে রসাতল॥ ২৭৪॥

মূলতান—যৎ।

আমি শ্যাম রাখি কি কুল রাখি বৃন্দে সই
উভয় সঙ্কট সখি রে—
যদি ত্যজি গো কুল,—তবে হাসে গোকুল,
যদি রাখি গো কুল, তবে কৃষ্ণধনে বঞ্চিত হই।
প্রাণ সঁপে কৃষ্ণের পায়,
যে প্রকার নিরুপায়,
কেউ ডেকে শুধায় না একবার;
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রাণ যায় নিরুপায়,
কুকথার জ্বালায় অনিবার,
হলেম যার লাগি গৃহত্যাগী,
সেই হল আমার ত্যাগী,
কই গো তার সুখের ভাগী হলেম কই,
কেবল কলঙ্কের ভাগী হলেম সই।
আর কি কেউ গোকুলময়,
শ্যাম প্রেমের প্রেমী হয়,
কলঙ্কের ভাগ কেবল শ্রীরাধার।
তুলে মিথ্যাবাদ অপবাদ,
দেয় কালায় পরিবাদ,
বলে শ্যাম ভেবে, শ্যাম কলঙ্কিনী কাঁদ্‌চে ওই॥ ২৭৫॥

কবির সুর।

নিদয় বসন্ত উদয় বৃন্দাবনে,
ডাকে কোকিল কৃষ্ণ বলে কাননে।
সই কুটিল মাধবী, মল রাই মাধবী,
বিনে মাধবাঙ্ক
শতধার বহে রাধার নয়নে।
গোবিন্দ গোবিন্দ কই এল গোকুলে,
ঋতু বসন্তে;
প্রেম করে অতি সাধে, মরে বিনোদিনী রাধে,
সই, সই, সই রে,—
না হেরি সে কালাচাঁদে পড়ে আছে ভূতলে ॥ ২৭৬ ॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কুটিলা মজালে সই,
কুটিলা কুটিলপনা, ছিদ্র কুম্ভে বারি আনা,
মজালে সব ব্রজাঙ্গনায় মজালে ওই।
কুটিল সে কালাচাঁদ, পেতেছে কুটিল ফাঁদ,
কুটিলার সতীত্ব অপুল ভাসালে ওই ॥ ২৭৭ ॥

মূলতান—একতালা।

আজ কেন যমুনায় এলাম,
বারি আনিবারে,—
আমি কারও কথা না শুনিলাম,
বিনতা তনয়া জিনিয়ে ঘ্রান,
চন্দ্র মুখে দিতেছে তান,
গেল গেল প্রাণ,
নিলে, নিলে, নিলে, ভুলালে ভুলালে,
ধরম করম সরম সহিত জ্ঞান,
কি নয়ন বাণ, প্রাণ হারালেম ॥ ২৭৮ ॥

সোহিনী—কাওয়ালী।

কে আছে গোকুলে। (গো আমার)
সলিল থাকিতে রাধা কলঙ্কিনী বলে।
যিনি অখিলের পতি, তাঁরে বলে উপপতি,
পাপলোকে পাপমতি; এ ব্রজমণ্ডলে ॥ ২৮৯ ॥

মল্লার—আড়াঠেকা ।

যমুনারি জলে মোর কি নিধি মিলিল !
ঝাঁপ দিয়ে পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কুতূহলে, যে রতনে
নিদ্রার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর,
কাটিল কণ্ঠের ডোর, মণি হরে নিল ! ২৮০ ॥

কীর্ত্তন ।

দে দে দে, মাধবে দে,
আমার মাধব আমায় দে, দিয়ে বিনামুলে কিনে নে ।
মীনের জীবন, জীবন যেমন, আমার জীবন মাধব তেমন ।
তুই লুকাইয়ে রেখেচিস্ (ও মাধবী)
আমি বাঁচিনা বাঁচিনা,
(মাধবী, ও মাধবী) মাধব বিনে, মাধব অদর্শনে ॥ ২৮১ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা ।

প্রাণ যায় প্রাণ যায় প্রাণ যায় প্রাণ সজনি,
কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই বল সই বিফলে গেল যে রজনী ;
প্রেম পিপাসায় নাশে প্রমদায়, কি উপায়, করে রমণী ?
দিলেম আপনা হতে কুলে কালি,
জল বাঁধলাম বাধ দিয়ে বালি,
মলো.যদি এসে বনমালী, বলো শ্যাম বলে মরিল ধনী । ২৮২ ।

বেহাগ—একতালা ।

কেন সই এলাম বনে,
আমার বিফল ফুল-শয্যা কৃষ্ণ অদর্শনে ।
দেখ পূর্ব্ব দিক্ হইল প্রকাশ, পশু পক্ষী ছাড়ে নিজ নিজ বাস,
নক্ষত্র-মণ্ডল, ক্রমে অনুজ্জ্বল, নিশানাথ যায় নিজ-নিকেতনে ।
আশা ছিল শ্যামের প্রেমেরস-সিন্ধু,
এবে দেখি তায় নাই রস বিন্দু,
না জেনে ধর্ম্ম, করে যে কুকর্ম্ম, ব্যথা দেয় অবলার প্রাণে ।
প্রজ্বলিত হৃদে প্রেম-হুতাশন, আশার কলিকা হতেছে দহন,
বিনা মিলন বারি, কিসে নিবারি ?
মলাম মলাম সই তার অদর্শনে ॥ ২৮৩ ॥

খাম্বাজ—একতালা।
আর কি সময়, নাহি রসময়,
বাজাতে মোহন বাঁশী ?
তোমারে হেরিতে, কাননে আসিতে,
নিরন্তর অভিলাষী।
সদা গুরুজন নিকটেতে রই,
বাঁশীশুনে প্রাণে ব্যাকুলিতা হই,
কত আর যাতনা সই,
প্রতিবাদি প্রতিবাসী॥ ২৮৪॥

কীর্ত্তন।
শ্যাম যদি মোর হোত মাথার চুল,
যতন করে বাঁধতাম বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল।
(কেশব-কেশ যতনে বাঁধতেম সই)
কেউ নখতে পার তো না সই
(কেউ নখতে পারতো না,)——।
কালয় কাল মিশে যেতো গে,—
কেউ নখতে পারতো না।
শ্যাম যদি মোর ব্যাসর হইত,
নাশা মাঝে সতত রহিত,
অধর-চাঁদ অধরে রত সই।
যা হবার নয়, তা মনে হয় গো—
শ্যাম কেন ব্যাসর হবে সই।
শ্যাম যদি মোর কঙ্কন হত,
বাহু মাঝে সতত রহিত,
কঙ্কন নাড়া দিয়ে চলে যেতেম সই—
(বাহু নাড়া দিয়ে)
শ্যাম-কঙ্কন হাতে দিয়ে চল যেতেম সই,
(সই রাজ-পথে)। ২৮৫॥

ভৈরবি—যৎ।
তোরা যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে ছুটি,
গেলে কথা কবে না সে নব ভূপতি।
যদি যাবি মধুপুরে, আমার কথা বলনা তারে,
বৃন্দে লো তোর ধরি করে করি মিনতি। ২৮৬॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মন লয়ে যায় গো আমার প্রাণ লয়ে যায়,
কে এমন ব্যথিত আছে কালারে ফিরায়?
একেত শ্যাম চিকণ কালা, গলেতে বনফুলের মালা,
মোহন চুড়া বামে হেলা, ধরা নাহি যায়,
মনে করি ধরি কালা, ধরা নাহি যায়,
অন্তরে থাকিয়ে কালা অন্তরে মিশায়॥ ২৮৭॥

খট্—একতালা।

বলি গো সজনি যেও না, যেওনা
তার কাছে আর যেও না যেও না।
সুখে সে রয়েছে, সুখে সে থাকুক,
মোর কথা তারে বল না বল না।
আমারে যখন ভাল সে না বাসে,
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে,—
কাজ কি কাজ কি, কাজ কি সজনি,
মোর তরে তারে দিও না বেদনা॥ ২৮৮॥

কীর্ত্তন।

হাম সখি দারিদ নারী,
জনম অবধি হাম, পীরিতি করনু,
মোচনু লোচন বারি।
রূপ নাহি মম, কিছু নাহি গুণ,
দুখিনী আহীর জাতি।
নাহি জানি কিছু, বিলাস ভঙ্গিম,
যৌবনে গরবে মাতি।
অবলা রমণী, ক্ষুদ্র হৃদয় ভরি
পীরিতি করণে জানি।
এই নিমিক পল, নিরখি শ্যাম জনি,
সেই বহুত করি মানি।
কুঞ্জ পথে যাব, নিরখি সজনি হাম,
শ্যামক চরণক চিনা।
শত শত বার, ধূলি চুম্বি সখি,
রতন পাই জনুদীনা।
নিঠর বিগজ, এহুখ জনমে.
মাতিব কি তুয়া পাস।

জনম অভাগী, উপেখিতা হাম,
বহুত নাহি করি আশ।
দূরে থাকি হাম, রূপ হেরইব,
দূরে শুনাইব বাঁশি।
দূর দূর রহি, সুখে নিরখিব,
শ্যামকো মোহনি হাসি ॥ ২৮৯ ॥

তুড়ি।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদনে ছাড়িতে নাহি পারি।
জপিতে জপিতে নামে, অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সখী তারে।
নাম পরতাপে যার, ঐ ছল করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈ হে রয়।
পাশরিতে করি মনে, পাশরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়!
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে, কুলবতী কুলনাশে,
আপনার যৌবন যাচয় ॥ ২৯০ ॥

খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

বনে এখন ফুল ফুটেছে,
মান করে থাকা আর কি সাজে?
মান অপমান ভাসিয়ে দিয়ে,
চল চল কুঞ্জ মাঝে।
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু, মুহুর্মুহু,
আজ কাননে ঐ বাঁশি বাজে,
মান করি থাকা আর কি সাজে?
আজ মধুতে মিশাব মধু,
পরাণ বঁধু, চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে,
মান করে থাকা আর কি সাজে? ২৯১ ॥

মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ?
ভেবেছিলাম ঘরে রব, কোথায়ও যাব না
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বল কি করি।
শুনেছি কোন কুঞ্জবনে যমুনা তীরে
সাঁজের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে,
ওগো তোরা জানিস যদি (আমায়) পথ বলে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ?
দেখি গে তার মুখের হাসি,
(তারে) ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
(তারে) বলে আসি তোমার বাঁশি,
আমার প্রাণে বেজেছে,—
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ? ২৯২ ॥

কীর্ত্তন।

বাসি হলো বনমালা দেখ ওলো প্রাণ সই,
ধূসর গগনে শশী এল কই ?
মজিয়া শঠের ছলে,
ভাসি লো নয়ন-জলে,
দেখ লো কমলদলে ভ্রমরা বসিল অই !
এলো না, এলো না কালা,
বিফল বিপিনে জ্বালা,
বিরহ বিধুরা বালা, বল বল কত সই ? ২৯৩ ॥

বেহাগ—একতালা।

ছি ছি কি লাঞ্ছনা,
না পুরিতে সাধ, বিষম প্রমাদ, হরিষে বিষাদ, হইল ঘটনা
থাকিলে স্ববশে, পর প্রেমরসে,
মজে নিজদোষে, দোষী হলাম শেষে ;
পোড়া লোকে হাসে, অপযশ ভাষে একি বিড়ম্বনা।
গেল কুল মান, হলেম অপমান, এখন এ দেহে কেন আছে প্রাণ,
পর কি আপনা হয় কি কখন, বৃথা সে প্রেম বাসনা।
ত্যজি গুরুজন, আর পরিজন, কেন অকারণ সহিব গঞ্জনা,
বরঞ্চ জীবন, দিব বিসর্জ্জন, লাজ ভয় ত্যজিব না। ২৯৪।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

হেরিলে বয়ান, থাকেনা মান,
প্রেমের তুফান প্রাণেতে লো বয়।
সে বঙ্কিম আঁখি কি যে বলে সখি,
আঁখিতে আঁখিতে কত কথা কয়।
মধুর মুরলী, প্রেম মন্ত্র বলি,
ইন্দ্রজালে যেন মন লয় হরি।
মান অভিমান, প্রেম অপমান,
নিমেষে সকলি, হায় লো পাশরি।
কিসে হল জ্বালা, দেখিলে বিহ্বলা,
না দেখে উতলা কি হবে উপায়!
সহেনা যাতনা, কহ লো মন্ত্রণা,
কালা যেন আর নাহি ঠেলে পায়। ২৯৫।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভাবের ভাবনা জলে, ঝাঁপ দিয়ে কুতূহলে,
প্রেমমণি নিতে তুলে, আসিয়াছি প্রেমময়!
প্রেমের দুয়ারে বসি, প্রেম পাই দিবানিশি,
গলায় প্রেমের ফাঁসী সাধে পরি প্রেমালয়।
নাথ হে, প্রেমের প্রতি, শিখাও প্রেমের রীতি,
তোমার প্রেমের প্রতি, মন আঁখি চেয়ে রয়! ২৯৬॥

ইমন্‌কল্যাণ—একতালা।

আর কি গোকুলে, আছি গো স্বকুলে,
দিতেছি সকলে, কুলে বিসর্জ্জন।
বাড়াইতে কুল, গেল দুই কুল,
অকুল সাগরে মরি গো এখন।
শুনেছি যে দিনে শ্যামের বাঁশরী,
সেই দিন হতে কুল ত্যাগ করি,
হয়েছি সকলে অধীন তাঁহারি,
তাঁর করে করে প্রাণ সমর্পণ।
ত্যজি গৃহবাস, করি বনে বাস,
স্বামী সহবাস, নাহি সে প্রয়াস,
অন্তরে নিবাস করে শ্রীনিবাস,
সদা তারি ধ্যানে মন নিমগন॥ ২৯৭॥

গারা-ঝিল্ল—একতালা।

আগে কি জানি বল নারীর প্রাণে সয় হে এত,
কাঁদাব মনে করি, ছি, ছি, সখী কাঁদি তত!
সাধ করি সে সাধ্ রে এসে, প্রাণের জ্বালায় সাধি শেষে,
লাজ মান ভাসিয়ে দিয়ে, অপমান আর সব কত! ২৯৮॥

কীর্ত্তন।

তুমি আমার, আমার বঁধু,
কি বলি কি বলি তোমায় বলি নাথ!
কি জানি কি বলি, আমি অভাগিনী নারী জাত।
তুমি হাতকি দর্পণ, মাথকি ফুল,
তোমায় ফুল করে কেশে পরব বঁধু।
(তোমায় শ্যাম ফুল করে কেশে পরব বঁধু)।
(তোমায় কবরীর মাঝে লুকায়ে লুকায়ে রাখ্‌ব বঁধু)।
তুমি নয়নেরি অঞ্জন, বয়ানের তাম্বুল,
(তোমায় শ্যাম অঞ্জন করে এঁকে পরব বঁধু)।
তুমি অঙ্গ কি মৃগমদ, গিমকি হার,
(শ্যাম-চন্দন মেখে শীতল হব বঁধু)।
(তোমায় হার করে যত্নে পরব বঁধু)।
তুমি দেহকি সর্ব্বস্ব, গেহকি সার,
পাখীকো পথে মানকো পাখী
তৈয়গী হাম বঁধূ তুয়া মানি॥ ২৯৯॥

বেহাগ—একতালা।

ওহে রসরাজ ছি ছি হেন কাজ,
সাজে কি তোমারে হরি?
কুলনাশা বাঁশী শুনি শ্রবণে,
কুলনারী হয়ে নিঃশঙ্ক মনে,
নিশিতে ধাইয়ে আইলাম বনে,
কুল লাজ পরিহরি।
তার প্রতিফল, দিলে হরি ভাল,
চল, নাথ হে করেতে ধরি;—
অন্তর মাঝে পশি অনঙ্গ, দাহন করিছে হৃদয় অঙ্গ,
রাখ রাখ প্রাণ হে ত্রিভঙ্গ, উহু উহু মরি মরি!! ৩০০॥

পরজমিশ্র—কাওয়ালী।

দেখ দেখ কানাইয়া আঁখি ঠারে ঐ।
ইঙ্গিতে অঙ্গুলি, চম্পক-কেলি খেলিছে লো;
আমি চলিতে নারি ধর আমারে সই।
রাধা রাধা বলে মুরলী, উঠে তাল তরঙ্গিণী,
উথলি, ধীর মধুর রোল, প্রাণ উতরোল,
ঘোরা যামিনী কামিনী, সাধে কি কাননে চলি,
আকুলা মুরলী, রাধা রাধা বলি,
ধর লো ধর লো, পড়ি লো ঢলি,
মুরলী ডাকিছে বারেবার কই রসময়ী। ৩০১ ॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

পূরব গগনে উদল ভানু,
পশ্চিম আকাশে পড়িবে ঢলিয়া।
বরষ আইল, বরষ যাবে,
আজি কালি করি যাইবে চলিয়া।
জীবনের আশ, মিটেনা পিয়াস,
পিয়াসে, পিয়াস বাড়িবে রে।
এ হেন পিয়াসে, কেন কর আশ,
যে পিয়াস কভু নাহি নিভে রে।
কবি কহে শুন, আশ না করিহ,
আশে পিয়াস যাইবে বাড়িয়া।
মিটিয়ে সে আশ কভু নাহি মিটে,
তবহুঁ আশ রহিবে পড়িয়া। ৩০২ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ননদিনি, বলো বঁধূরে,
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।
কাজ কি গোকুল, কাজ কি গো কুল,
ব্রজ-কুল সব, হোগ প্রতিকূল,
আমিত স'পেছি গো কুল অকূল-কাণ্ডারীর করে।
কাজ কি বাসে কাজ কি বাসে,
কাজ নাই আমার পীতবাসে,
সে যার হৃদয় বাসে, সে কি বাসে বাস করে ॥ ৩০৩ ॥

কবি।

দেখে রঙ্গ ত্রিভঙ্গেরই, অঙ্গ দহিছে দুখে,
করেছি এই পণ, আর কাল বরণ,
নাহি হেরিব চখে।
মাথায় কালকেশ ধর্‌ব না,
কুঞ্জে কাল সখি রাখ্‌ব না,
কাল কোকিলের ধ্বনি আর শুন্‌ব না;
কাল ভালবেসে হল এই যাতনা।
আগে মানি নাই কালা, কালে জানি কালা, কালে
জানিলে কালার প্রেমে মজ্‌তাম না;—
শঠ লম্পট কুটিল অতি কালাচাঁদ, আগে জানি না।
কাল অঙ্গ কালপ্রায় জ্ঞান হয়েছে মনে,
প্রাণান্তে সে কালায়, দেখ্‌তে আর আমায়,
সখি বলনা বলনা;
কাল চক্ষের তারা আর রাখ্‌তে সাধ নাই আমার,
কাল তমালের তরু কুঞ্জে আর রাখ্‌ব না। ॥ ৩০৪ ॥

কানেড়া মিশ্রিত কীর্ত্তন।

হেরি চম্পক কলি পড়ে ঢলি ঢলি,
আমা বিনে সে কি জানে?
চাঁদ নিরখি, ভাসে দুটী আঁখি,
ফিরে ফিরে চায় চাঁদের পানে।
মনমোহনে, আনহ যতনে,
কেঁদে ফিরে গেছে অভিমানে।
না হেরে আমায়, লুটায় ধরায়,
তার প্রাণ জানিত প্রাণে প্রাণে।
(ওলো) তেমনি সজনি, আমি পাগলিনী,
প্রবোধ মন না মানে।
মরম ব্যথায়, সে আছে কোথায়,
কাজ কি ছার মানে! ৩০৫ ॥

বেহাগ—একতালা।

দেখ লো সজনি, চাঁদিনী রজনী,
সমুজল যমুনা গাওত গান,
কানন কানন, করত সমীরণ,
কুসুমে কুসুমে চুম্বন-দান।

কাহে লো যমুনা, জোছন ঢল ঢল,
সুহাস সুনীল বারি ?
আজু তোঁহারই, উজল সলিল পর,
নয়ন সলিল দিব ডারি।
কাহে সমীরণ, লুটই কুসুম-বন,
অলসি পড়সি যমুনায় !
তোঁহার চম্পক বাসিত লহরে,
মিশাব নিশান-বায়।
জনম গোঁয়ানু, রোয়ত রোয়ত,
হামকো কোইত সাধল না।
সকল তয়াগনু, যো ধন আশে,
সো বি তয়াগল মোয় ;
আপন ছোড়ি সব, আপন করনু রোয়
সো বি সজনি পর হোয় !
যমুনে হাম, হাম লো হরসে,
হাম তর রোয়বে কে ?
তোহারি সুহাসিত, নীল সলিল পরি,
রাধা সপদে দে। ৩০৬॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

প্রাণ কি চায়রে কে জানে,
পোড়া মন টেকেনা এখানে।
হায় রে যদি চকোর হতেম, উধাও হয়ে উড়ে যেতেম,
বসে বসে সুধা খেতাম, চেয়ে রইতেম চাঁদের পানে। ৩০৭॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কৃষ্ণ-প্রেম-সাগরে ভাসিয়ে দেহ সই,
এখন কূল কিনারা পাই লো সই,
হরি বলে এক টানেতে রই।
উঠিছে সদা আতঙ্ক তুফান,
ডুবে গেছে কুল মান,
বুঝি যায় লো শেষে প্রাণ,
পারের কে জানে সন্ধান,
সেই অকুলেরকাণ্ডারী হরি বই ? ৩০৮॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কুহুতানে আকুল করে প্রাণ।
বুঝি রাখ্‌তে নারি কুল মান।
কুসুম হেরি ভুল্‌তে নারি,
মনে পড়ে সে বয়ান।
গুঞ্জরি ভ্রমরা চলে, মনের কথা পদ্মে বলে,
সাধ হয় সাধি গিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে অভিমান। ৩০৯॥

পুরবীমিশ্র—একতালা।

বনে বনে ফিরি, বনে বনে ঢুঁরি,
কার যেন অভাব পাই।
কি যেন হল না, কি যেন এলো না,
বনে বনে তাই কেঁদে বেড়াই।
নিরালয়ে ভাবি, আপন মনে,
প্রাণে প্রাণে কত কথা সুধাই।
চন্দ্র কিরণে, চন্দ্র বদনে,
কভু কভু যেন আভাষ পাই।
নিঝুম হইয়ে, যবে যাই চলে,
পদধ্বনি পিছে উঠে নানা তালে,
অমনি তখনি, পিছনে চাই,
কই কই হায়—কেউ যে নাই। ৩১০॥

ছায়ানট—মধ্যমান।

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।
যেখানে যাই সে যায় পাছে, আমায় বল্‌তে হয় না জোর করে।
মুখ খানি সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাস্‌লে হাসে, কাঁদলে কাদে, কতই রাখে আদরে।
আমি জানতে এলাম তাই, কে বল্‌বে আপনার রতন নাই,
সত্যি মিছে দ্যাখনা কাছে, কচ্ছে কথা সোহাগ ভরে। ৩১১॥

আশাগৌরী—আড়াঠেকা।

বাঁশী বাজায়ো না আর,
ও ধ্বনি অধৈর্য্য করে, তিষ্ঠা হয় ভার।
যদি থাকি গৃহ-কাজে, বাঁশী আনে বনে,
ব্যথিত করিয়ে প্রাণে;

মানে না বারণ, করে জ্বালাতন,
কালসম হয় সদা গো রাধার।
একে কুলের ললনা, জানে না ছলনা,
কেন কর হে লাঞ্ছনা;
মরমেতে মরি, গুরুজনে ত্রাসি,
এ কেমন শ্যাম তব ব্যবহার? ৩১২ ॥

সিন্ধু—খেম্‌টা।

যাব সই আন্‌তে বারি করো না মানা ;
লজ্জা পেলে ডুব্‌বো জলে তাকি জান না?
বলে সই কলঙ্কিনী, নইলো তাতে বিষাদিনী,
কৃষ্ণ-প্রেমে রাই আমোদিনী;—
আমার ধরাসনে গুণমণি, লাজে কি কি বাধে বল না॥ ৩১৩ ॥

বেহাগ—একতালা।

সখি! আমায় ধর ধর।
উরু-নিতম্ব হৃদি পয়োধর ভারে ভূমে ঢলিয়া পড়ি লো।
ছিলাম অন্য মনে, বেণু রব শুনে,
কেন বা ধাইয়া আইলাম বনে,
উহ মরি মরি বাজিছে চরণে, নব কুশাঙ্কুর।
ঘোরা-তিমিরা-রজনী সজনি, নাহি কোথা শ্যাম গুণমণি,
পৃষ্ঠেতে দুলিছে লম্বিত-বেণী, কাল হইল মোর।—
চাতকী যেমন ধায় বারি পানে,
তেমতি আমি ফিরি বনে বনে,
শ্যাম জলধরে না হেরি নয়নে, চিত হইল অস্থির॥ ৩১৪ ॥

মাঝমিশ্র—পোস্তা।

যাই গো অই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে,
একলা এসে কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে।
যত বাঁশরী বাজায়; তত পথ পানে চায়;
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায়;
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে মানভরে॥ ৩১৫ ॥

কীর্ত্তন।

এ পরাণ না গেলো।
যে দিনে দেখিনু সই, যমুনা কি তীরে,
নাচত গায়ত সুন্দর ধীরে ধীরে
ও হি পর পিয় সই, কাহে বারি তীরে।
এ পরাণ না গেলো!
ফির ঘর আয়নু না কহিনু বোলি
তিতাইনু আঁখিনীরে আপনা আঁচোলি,
রোই রোই পিয় সই, কাহে লো পরাণি,
অইখন না গেলো?
শুননু শ্রবণ পথে মধুর বাজে,
রাধে রাধে রাধে বিপিন মাঝে,
যব শুনন্ লাগি সই, সো মধুর বোলি,
কাহে জীবন না গেলো?
ধাইনু পিয় সই, সোহি উপকূলে
লুটায়নু কাঁদি সই শ্যামপদমূলে,
সই পদমূলে রই, কহে লো হামারি,
মরণ না ভেল? ৩১৬॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

মরি, এ জ্বালা কেন কালা দেয় গো।
প্রাণ সই গো, কত সই গো!
কারে কই গো, এলো কৈ গো!
দারুণ বিরহে প্রাণ যায় গো, যায় গো!
বনদগ্ধা কুরঙ্গিনী, মণিহারা ভুজঙ্গিনী,
তারাও হেন সন্তাপিনী, নয় গো, নয় গো!
মাতঙ্গ সরসীজলে, দলে যথা পদ্মদলে,
বিচ্ছেদকরী তেমনি দলে, হায় গো, হায় গো! ৩১৭॥

কবির সুর।

শ্যাম তিলেক দাঁড়াও, হেরি চিকণ কাল বরণ।
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও, এ অধিনীর মনের মানস পুরাও।
সাধ মম বহু দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে,
চন্দ্রাননে হাসি হাসি, বাঁশিটী বাজাও,
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও॥ ৩১৮॥

জংলা—খেম্‌টা।

তারে প'র্ব্বো সই, করে গায় অলঙ্কার;
কালা মোর গলায় দোলে,
মুক্তোর মালা, পৈঁছে পলা,
ওলো সই, কানবালা আর চন্দ্রহার।
কালা মোর বীরবৌলি, চাবিশিকলি,
গোট মাদুলি, চন্দ্রহার।
কালা আমার, আমলা, তেল মাথার,
কালা আমার, কুম্‌কুম্‌ চন্দন গার;
কালা আমার, মাজন মিশি ফিতে ঘুন্‌সি,
কি রসের রসকলি সে আমার ॥ ৩১৯ ॥

কবির সুর।

জলে ভ্‌লে কে গো সখি,
অপরূপ রূপ দেখি, দেখ সই নিরখি,
কৃষ্ণের অবয়ব সব, ভাব ভঙ্গি প্রায়,
মায়া করে ছায়া রূপে, সে কালা এসেছি কি ?
আচম্বিতে আলো কেন যমুনারি জল,
দেখ সখি; কুলে থাকি কে করে কি ছল।
তীরের ছায়া নীরে লেগে হল বা এমন,
চক্ষেতে দেখিতে আমার জুড়াল দুটী আঁখি।
বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বইতো নই,
ওগো প্রাণ সই,
নিরখি নির্ম্মল জলে, অনিমিষে রই ॥ ৩২০ ॥

কবির সুর।

ও সখি রে,—
কই বিপিন-বিহারী বিনোদ আমার এলো না।
মনেতে করিলে সে বিধুবদন,
সখি এ যে পাপ প্রাণ,
ধৈরজ না মানে, প্রবোধি কেমনে, তা বল না।
বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে,
হতেছে, স্থির মানে না।
যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি,
না এল মুরারী, পাই যাতনা ॥ ৩২১ ॥

কবির সুর।

আগে যদি প্রাণ সখি জানিতেম্,
শ্যামের পিরীত, গরল মিশ্রিত,
কারো মুখে যদি শুনিতেম্;
কুলবতী বালা, হইয়া সরলা,
তবে কি ও বিষ ভকিতেম্!
যখন মদনমোহন আসি, রাধা রাধা বলে বাজাত বাঁশী,
যদি মন তায় না দিতেম্!
সই, আমিও চাতুরি, করিয়া সে হরি,
আপন বসেতে রাখিতেম্। ৩২২।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

বিনে সখী সেই রসময়,
অবলা সরলা বালা জ্বালা কত সয়।
মনেতে বাসনা করি, প্রেম আশা পরিহরি,
ভুলিতে নাহিক পারি, সমভাবে রয়।
মুদিয়া যুগল আঁখি, যদি শান্তভাবে থাকি,
তখনই হৃদয়ে যেন হয় লো উদয়॥ ৩২৩॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হরিনাম কেউ যেন না শুনে,
কৃষ্ণ কথা বল্‌বি যদি গো, বল্‌সে আমার কানে।
আদেশ ক্রমে মন ভ্রমে, করি হরি রব,
এখন করি হরি রব, এখন করি কৃষ্ণ রব,
ও নামে আমার প্রতি খড়্গহস্ত সব;
হিরণ্যকশিপু রাজ্য হয়েছে এই বৃন্দাবনে॥ ৩২৪॥

রামকেলী মিশ্র—একতালা।

আমার সাধ হয় সদা, যাই গো ভেসে,
কূলে আমায় কে আনে, প্রাণের কথা প্রাণই জানে।
প্রাণের কথা প্রাণে সুধালে, সে তো কিছু বলে না,
আঁখি ভেসে যায় জলে।
আমি ফিরবো না লো মনে করি ডুরি ধরে কে টানে।
আমি প্রেম বিরাগে হলেম উদাসী,
কে পরালে ফাঁসী, আমি প্রাণের টানে দেখ্‌তে আসি,
বুঝালে কি প্রাণ মানে——। ৩২৫॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

গিয়ে সখি যমুনার কূলে,
হেরিলাম কাল শশী কদম্বের মূলে।
মরি সে মোহন রূপ, জগতে অতি অপরূপ,
নিরখি নাগর ভূপ, কালি দিলাম কূলে।
শুনে মধুর বাঁশি, মন হইল উদাসী,
কেমনে ভবনে আসি, মন প্রাণ গেল ভুলে। ৩২৬।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

চল সখি দেখে আসি বাজে বাঁশি কোন বনে,
বাঁশির স্বরে পাগল করে, গৃহে কর্ম্ম না লয় মনে।
কত নারী বৃন্দাবনে, সে কি কালার নামটী জানে,
রাধা বলে বাজে বাঁশী রাত্র দিনে।
আমার শ্যামকলঙ্কী নামটী হল,
কেবল শ্যামের বাঁশির গুণে। ৩২৭।

ভৈরবী—একতালা।

কেন তারে মন সদা চায়,
সখি, সতত সে জ্বালায়।
প্রেমানলে অঙ্গজ্বলে, বদন ভাসে নয়ন জলে,
এক দিন ভাবি সখি, নয়নদুটি মুদে রাখি,
অন্তরে সে রূপ দেখি, বিচ্ছেদ জ্বালায়॥ ৩২৮॥

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

কত কেঁদেছে, সে কাঁদায়ে গেছে,
যাবার বেলায় হাত ধরে;
যার বঁধু বিদেশে যায়, সে কি কান্না সয়,
কাঁদতে শ্যামের কান্না-মুখ মনে পড়েছে।
আসবে বলে কাল, গেছে কত কাল,
কাল কি হয় নাই মথুরাতে!
(আসবে বলে গেল, এল না কেন?)
ব্রজের শ্যাম যত দিন ছিল, সুখ তত দিন ছিল,
দুখের দিন কি যায় না শীঘ্র করে!
দিন লিখি লিখি নখ ক্ষয় হল,
আমায় আসবে বলে গেল অক্রুরের রথে॥ ৩২৯॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কোথা হরি দয়াময়,
দাসীর বিপদে কেন হইলে নিদয়!
শোকানলে কলেবর, হইতেছে জর জর,
অধিনী দাসীরে নাথ রাখ পায়।
প্রভু তব পদে ধরি, অধিনীরে কৃপা করি,
লজ্জা নিবারিয়ে প্রভু রাখ পায়। ৩৩০॥

বেহগ—মধ্যমান।

কেন বাধা দেহ, ত্যজিব এ দেহ,
প্রাণে নাহি প্রয়োজন।
শুন লো সজনি বিনে গুণমণি,
সব হয় অকারণ।
জীবনে কি ফল, হইল বিফল,
যত ছিল আকিঞ্চন,
না হব বিরত, জনমেরি মত,
দেহ সখি আলিঙ্গন। ৩৩১॥

পাহাড়ী খাম্বাজ—মধ্যমান।

মরি লো প্রাণ সই, জানি না কৃষ্ণ বই,
যা গো যা প্রাণধনে আন না।
সই লো সেই কালা বিনে, বাঁচিনে বাঁচিনে,
জেনেও কি প্রাণসখি, জান না!
আমার সে কালাচাঁদ, দেখ্‌বো লো বড় সাধ,
ম'লে সই আরতো দেখা হবে না।
যা লো যা ত্বরা করি, আর লো পায়ে ধরি,
সে বুঝি এমন জ্বালা জানে না! ৩৩২॥

কবির সুর।

দাঁড়াও দাঁড়াও ব্রজনাথ, বদন ঢেকে যেও না।
তোমায় ভালবাসি তাই, চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু থাক থাক বলে ধরে রাখ্‌ব না।
তুমি যাতে ভাল থাক, সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল।
সদা রাগে কর ভর, আমি তো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিওনা। ৩৩৩॥

দেশমিশ্রিত—যৎ।

একাধারে রাধাকৃষ্ণ বিরাজে,
শ্যাম সেজে কাঁদালে রাধা, কাঁদ হে গৌর সাজে;
দ্যাখ্ রে প্রেমের খেলা মন আমার,
আনন্দে ভাস্‌লো ধরা এল গৌরচাঁদ।
মন মজালে মোহন বেশে, পাত্‌লে প্রেমের ফাঁদ।
হরি নাম রট্‌লো রে দেশে, প্রেম বিলাবে প্রেমনীরে ভেসে,
পিবে সুধা প্রাণ পদ-রাজীব রাজে,
দাঁড়াবে বাঁকা হয়ে হৃদয় মাঝে॥ ৩৩৪॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হরি বলে প্রাণ সই এ প্রাণ ত্যজিব,
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত হরির রাঙ্গাপদে মিশাইব।
এ ভব যন্ত্রণা যাবে, আর কি মানব দেহ হবে,
আসিতে হবে না ভবে, হরি ভেবে হরি হব।
শঙ্খ চক্র পদাম্বুজ, লয়ে হব চতুর্ভুজ,
বলে রামচন্দ্র দ্বিজ, সাধকের এই ভাব॥ ৩৩৫॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বাঁশি তুমি আর বেজনা, আর বেজনা;
বাঁশিরে তোরে পায়ে ধরি, আর দিওনা দাগাদাগি,
আমি যে নারী, সইতে নারী, নারীর প্রাণে আর সহে না।
গুরুজনের কাছে বসি, তখনি বাজাও হে বাঁশি,
সদাই বল রাধা রাধা,—রাধা বই কি নাম জান না! ৩৩৬!

মুলতান—একতালা।

জলে ঢেউ দিও না গো সখি,
আমি ঘাটে বসে কৃষ্ণরূপ নিরখি।
ঢেউ দিও না, ঢেউ দিওনা, তোমরা হবে পাতকী;
কদম ডালে বসে কালা, বাজায় মোহন বাঁশরী॥ ৩৩৭॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে, মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে, সজনি আও আও লো।
পিনহ চারু নীল বাস, হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাস,
হরিণ-নেত্রে বিমল হাস, কুঞ্জ বনমে আও লো।

ঢালে কুসুম সুরভ ভার, ঢালে বিহগ সুরভ সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত ধার, বিমল রজত ভাতি রে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে, অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে, বকুল যুথি জাতি রে।
দেখলো সখি শ্যামরায়, নয়নে প্রেম উথলে যায়,
মধুর বদন অমৃত সদন, চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনিবৃন্দ, হের সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যাম কো পদারবিন্দ, ভানুসিংহ বন্দিছে। ৩৩৮॥

লাউনি—মিশ্রিত।

আমার নীরস প্রাণে ধেয়ে এল কে,
কোমল দুটী বাহু তুলে রে!
আমার মনের বিকার দূরে গেল হে,
ও চাঁদবদন দেখিতে।
ওরে, তোরে নিয়ে ভবের জলে,
ভাসবো এবার কুতুহলে,
সে ধ্যানে আর বসব না রে,
রব শুধু তোরই ধ্যানেতে। ৩৩৯॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ক্ষণেক দাঁড়াও বঁধু আগে আমি যাই,
মরিতে হবে তবে আর কেন যাতনা পাই!
মরিতে হবে তবে আর কেন যাতনা পাই!
হইল প্রেমের ব্রত সাঙ্গ, তরঙ্গে ডুবিল অপাঙ্গ,
একবার দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ, ত্যজি অঙ্গ দেখ তাই॥ ৩৪০।

কীর্ত্তন।

দেখ্ রে আঁখি, আঁখি-ভরি,
গোলক বিহারী হরি।
যাঁরে হেরিলে যাইবি রে চলে—
ভবসিন্ধু পারে তরি।
হরি হরি বল অনুক্ষণ,
কর সদা হরি নামের কীর্ত্তন,
তাই বলি আর ঘুচাও না মন,
দিবা বিভাবরী। ৩৪১॥

পরজ—মধ্যমান।

এই কি তব দয়া দয়াময়, কও আমায়,
এ দয়া দেখে দয়া হয়; যে হয় তব অনুগত,
তার কি দশা এমনি হয়।
তোমায় যোগে পায় না যোগী,
যার লাগি সে জন যোগী,
এখন তায় করেছ ফাঁকি, যজ্ঞেশ্বর যাও হে কোথায়!
রসময় কে তোমায় বলে বিশ্বময়,
দেখিলাম আমি অয়মন্ত্রে কেবল বিষময়,
দেখ্‌লাম তোমার যত মায়া, কেবল মাত্র সকল ছায়া,
সুদন বলে মিছে মায়া করে রেখেছ জগতময়॥ ৩৪২॥

বাউলের সুর।

নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ গোলোকেতে শ্রীহরি,
এবার নরলোকে উদ্ধারিতে দাওনা ঐ চরণ-তরি।
হৃদপদ্মাসন শূন্য আছে, তাই তোমায় বলি হরি,
একবার সদয় হও হে, উদয় হও হে, বামে রেখে কিশোরী!
রাম রূপে ধনুক ধর, কৃষ্ণ রূপে বাঁশরী,
আবার শিবরূপেতে শিঙ্গা ডম্বুর, গৌররূপে দণ্ডধারী।
নেড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, বেশ ধরেছে শ্রীহরি,
জগাই মাধাই পাপী ছিল তরালে কৃপা করি।
(তুমি) শ্রীবৃন্দাবন রক্ষা করিলে বামকরে ধরে গিরি,
(তুমি) কখন কারে দয়া কর, ত্রিভঙ্গ হে মুরারি। ৩৪৩॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

মনে রয়ে গেল মনের কথা,
শুধু চোকের জল প্রাণের ব্যথা।
মনে করি দুটী কথা বলে যাই,
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই।
সে যদি চাহে, মরি যে তাহে,
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা,
ম্লানমুখে সখি সে যে চলে যায়,
ও তারে ফিরায়ে, ডেকে নিয়ে আয়,
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল,
ধূলায় লুটাইল হৃদয় লতা। ৩৪৪॥

সিন্ধু ভৈরবী।

বিজন বনে প্রকৃতি সুন্দরী,
পূজে তোমারে আদরে শ্রীহরি।
হাস্যমুখী বনলতা সখী যত আছে ফুল মালাধরি,
গন্ধবহ তার, বহে সুধাভার, গন্ধে আমোদিত করি।
সুদূরবাহিনী সুরতরঙ্গিনী তুলি আনন্দ লহরী,
ভক্তি রসে গলি, ধায় বেগে চলি, তব পদ ধৌত করি।
গায় সুধা রবে, পিকবধূ সবে, নাচে ভ্রমর ভ্রমরী,
জ্বলে দিবা রাতি চন্দ্র সূর্য্য ভাতি,
কিবা শোভা আহা মরি॥ ৩৪৫॥

ললিত—আড়াঠেকা।

কে নাম দিল ত্রিগুণ ধারিণী,
কে নাম দিল বল না তাই উমা!
কার কাছে এত মা, হয়েছ আদরিণী?
আমি সাধের উমা নাম রেখেছিলাম,
উমা গো আমি আজি ত শুনিলাম,
সবে নাকি রেখেছে তোর নাম ভবের ভয়নাশিনী।
সুখের তরে তোর সঁপিলাম,
দুঃখে দুঃখে কাল হর অবিরাম,
কে দিয়েছে মা তোর দুঃখ-হরা নাম,
আমি ত জানি দুঃখিনী।
সদানন্দের ঘরে অন্নশূন্য সদা,
কে তোমার নামটী রেখেছে অন্নদা,
দাশরথি দ্বিজ কাঁপে ভয়ে সদা,
কে নাম দিল ভব-ভয়-হারিণী॥ ৩৪৬॥

শ্রীকৃষ্ণ।

—০—

মঙ্গলমিশ্রিত—একতালা।

এমন সুধার হরিনাম, হরি বল না,
সাধের পনে কিনবি হরি, সাধ কেন তোর হল না?
পাপী তাপী নাইকো রে বিচার,
হরি ডাকলে পরে তার, করুণার তুলনা নাই আর;
নামে হও মাতুয়ারা, মিছে মদে ভুল না। ৩৪৭॥

খাম্বাজ—একতালা।

লটকি লটকি চলতা মোহন আওয়ে,
ভাঁওয়ে মন অধরে মুরলী, মধুর মধুর বাজে।
চঞ্চল কুন্তল, চপল দোলনি,
ময়ূর মুকুট চন্দ্র কলনী,
মন্দ হাসনী জিয়াকে বাছনি, মোহন মুরতি রাজে।
ভ্রুকুটী কুটিল রঙিল নয়ন,
অধর অরুণ মধুর বয়ান,
প্রীতি গন্ধে চারুতিলক, ভাল পরা বিরাজে॥ ৩৪৮॥

কীর্ত্তনভাঙ্গা।

কে জানে তোমার মায়া ওহে শ্রীহরি,
পুরুষ প্রকৃতি হও কভু ত্রিপুরারী,
কভু ব্যাঘ্র চর্ম্মপর, কভু বা মুরলী ধর,
কভু হও নর হর, রণস্থলে দিগম্বরী।
তব মায়ার রঙ্গ বলি, ত্রিপাদ ভূমি দিলে বলি,
ছলনা করিয়ে ছলি, পাঠাইলে নাগপুরি।
জয় বলে রামরাম, আকার ভেদ, ভেদ নাম,
সেই শ্যামা সেই শ্যাম, ভাব মন ঐক্য করি॥ ৩৪৯॥

কীর্ত্তন।

নগর চেয়ে কানন ভাল,
নাইকো হেথায় কোলাহল।
ভক্তিভাবে মধুর স্বরে,
মনে রে আমার হরি বল।
প্রতিধ্বনি গভীর সুরে,
বল্‌বে হরি দূরে দূরে ;
বনের পাখী বল্‌বে হরি,
দুল্‌বে প্রেমের কুসুমদল। ৩৫০।

জয়জয়ন্তী—একতালা।

ভব পারাবারে আয় কে যাবিরে,
শ্রীনাথের তরি লেগেছে তরী।
জগৎ চিন্তামণি, প্রভু চক্রপাণি,
আপনি ক্ষেপণী, শ্রীকরে ধরে।

হেলায় ভেলা ভোলা হারালি হারালি,
ভয়ের দায়ে বুঝি ডুবিলি ডুবিলি,
প্রপঞ্চ পঙ্কেরে ছাড় ছাড় বলি,
যুগল বাহু তুলি বলি মুরারে ॥ ৩৫১ ॥

কীর্ত্তন।

তোর নাম রেখেছি হরিবোলা,
মনের সাধে ও আমার মন,
খেল না হরি নামের খেলা।
প্রেমে মেখে ভক্তি মাটী,
গড় না হরির চরণ ছুটি,
আয় দুজনে সেই চরণে
পরিয়ে দি বন-ফুলের মালা ॥ ৩৫২ ॥

বাউলের সুর—খেমটা।

কাতরে এত তোরে ডেকে ডেকে হলেম সারা,
তবু না দিলি দেখা, পরাণ সখা,
ভাঙ্গলি না মোর ভবের কারা?
আমি শুনতে ত পাই, ও ভাই কানাই,
ডাকে কাতর প্রাণ যারা;
তোর অপরূপ বঙ্কিমরূপ, নয়ন ভরে হেরে তারা।
ও ভাই দেখা না পাই, তায় ক্ষতি নাই,
আমি এই ভেবে জ্ঞানহারা;
লোকে বল্‌বে এবার দারুণ নিঠুর,
রাধা-রাণীর মনচোরা।৩৫৩॥

কীর্ত্তন।

(জয়) নন্দদুলাল, ব্রজ গোপাল, ভূপ ভূপাল হরি হে,
কৃষ্ণচন্দ্র, চন্দ্রবদন, ভবসাগর তরি হে।
রাধিকা হৃদি-বিহারী শ্যাম, বংশীধারী বঙ্কিমঠাম,
ফুল্ল বন্য কুসুমদাম, পাতকি-পাপ-হারী হে।
মনোমোহন, বাঁকা নয়ন, গোপীনীগণ-রঞ্জন,
চারু পীতধড়া, বাঁকা শিখিচূড়া, ভীত-চিত-ভয়ভঞ্জন;
দৈত্যবিজয়ী হৃষীকেশ, গোবর্দ্ধনধর পরেশ,
বৃন্দা বিপিনচারী হে।৩৫৪॥

সিন্ধু—চৌতাল।

অনন্ত শয়নে, হের নারায়ণে,
হের হের বিশ্ববাসিগণ।
পীতাম্বর হরি, মধুর মাধুরী,
পাদপাশে বিজলী বরণী;—
কিবা মোহনবেশে, কিবা মধুর হেসে,
হেরি হেরি লীলার স্বপন।৩৫৫॥

দেশমিশ্র—ঝাঁপতাল।

তোমারি করুণা ভাবিয়ে হরি এসেছি তোমার দ্বারে হে,
তোমাতে সঁপিয়ে জীবন যৌবন, সংসার সাগরে ভাসিহে।
মূর্খে ধন দেও, নরকে ডুবাও, এ কেমন তব বিচার হে,
তারা অপরাধী, সদা সুরাপায়ী, এই কি ধনের গরিমা হে। ৩৫৬॥

জঙ্গলা—একতালা।

ওহে মাধব, শ্রীচরনে তব, এই মাত্র মম নিবেদন।
যেন শয়নে স্বপনে, ভোজনে ভ্রমণে, ঐ চরণে থাকে মন।
ওহে পীতবাস, ঘুচাও গর্ভবাস, দাসের পাপ কর বিমোচন।
ইন্দ্রিয়গণের পড়ে ইন্দ্রজালে, তোমায় কভুনা হই যেন বিস্মরণ।
সুখাদি সম্ভোগ, চাইনা স্বর্গভোগ, নির্ব্বানে নাই আকিঞ্চন।
সঙ্গে দাস হয়ে থাকি, পদরজ মাখি, পদাম্বুজ করিব সেবন। ৩৫৭॥

মল্লারঝিল্লা—একতালা।

আয় রে আয় হরি বলে, বাহু তুলে নেচে আয়,
ডাকলে হরি রইতে নারে, রাখ্‌বে তোরে রাঙ্গা পায়।
কাজ কি আর ছার কামনা, হরি পদে প্রাণ সঁপনা,
হরি নাম কারু নয় মানা,—
হরি নামের পণে, হরি কেনে, নামের গুণে তরে যায়॥ ৩৫৮॥

রাগ বসন্ত।

বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে।
চুয়া-চন্দন আবীর গোলাব দেয় ত শ্যামের অঙ্গে।
ফাগু হাতে করি ফিরত শ্রীহরি, ফিরি ফিরি বোলত রাই,
ঘুং ঘঠ ওঠমে বয়ল ছাপাপত
বেরি বেরি যৈছে মেঘমে চাঁদ লুকাই॥ ৩৫৯॥

দেশ মিশ্রিত—তাল একতালা।

কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী,
মাধব মনোমোহন, মোহন-মুরলী-ধারী।
ব্রজকিশোর, কালিয়হর, কাতর-ভয়-ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা,
রাধিকা হৃদিরঞ্জন।
গোবর্দ্ধন-ধারণ, বন-কুসুম-ভূষণ,
দামোদর কংস দর্পহারী
শ্যাম রাস-রস-বিহারী ॥ ৪৬০ ॥

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

মরণ সময় যেন পাই হে রাঙ্গা চরণ তরি,
প্রাণ সখা দিও দেখা হয়ে বাঁকা বংশীধারী,
দিনান্তে বদন ভরি, প্রাণান্তে বলি নাই হরি।
মদন মোহন ঠামে, আরাধ্য রাধিকা বামে,
এস হৃদয় বৃন্দাবনে, যুগল হেরে যেন মরি। ৪৬১ ॥

মুলতান—একতালা।

তোমারি কারণে হরি সদা কাঁদে প্রাণ,
কোথায় হে দয়াল প্রভু দাও দরশন।
শুনেছি বেদ পুরাণে, কাঙ্গালেরি কান্না শুনে,
বাজের অধিক বাজে প্রাণে, ওহে ব্রহ্মসনাতন।
দুর্ব্বলেরি তুমি বল, যে ডাকে হে দাওহে কোল,
তবে কেন কর ছল করিতে করুণা দান ॥ ৪৬২ ॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

মন রে বিপদে ত্রাণ আর হলি নে।
বলিতে হরি তোয় আর বলি নে।
তুই এ জনমে হরিপদ-নলিনে স্থান নিলি নে।
যখন জঠরেতে ছিলি, দুঃখ পেয়ে বলেছি,
হরি ভুলে দুঃখ পেয়েছি আর ভুলি নে।
সব কার্য্য পরি হরি, এবার ভজিব হরি,
ভবে এসে সে পথ তুই গেলি নে।
কুপথে ভ্রমন, সদাই কর মন,
সেই শমনদমন রাধারমণে মন দিলে নে। ৪৬৩ ॥

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

হরি নামে পাষাণ জলে, মাগো আমার কিসের ভয়?
যখন বস্‌বো গিয়ে পিতার কোলে, বল্‌বো হরি বাহু তুলে,
পিতাও আমার—ও মা,—হরিনামে যাবে ভুলে।
তুমিও আমার মা,— হরিও আমার মা,—
মায়ের কাছে বল্‌বো হরির কাছে বল্‌বো মা॥ ৪৬৪ ॥

বাউলের সুর।

(মধুর) হরি নামের নাই তুলনা। (সদা হরি বল)
ও নামে মহাপাপী তরে গেল রে,
ও নামে অন্ধ অতুর তরে গেল রে,
ও নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল রে?
ভবে অপার নামের মহিমা (সদা হরি বল)
ও নামে অজামিন বৈকুণ্ঠে গেল রে,
তাবে যম দূতে ছুঁতে পেলে না। (সদা হরি বল)
যদি বিষয়েতে সুখ হত রে'
তবে লালাজি ফকিরি নিত না। (সদা হরি বল)। ৪৬৫ ॥

কৈলাস শ্যামা প্রেম।

কীর্ত্তন।

গিরিবর! আর আমি পারি নে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলী,
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥ ৪৬৬ ॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

উঠ উঠ গিরিরাজ হেরেছি কুস্বপন,
ভ্রমিতেছে শ্মশানেতে যেন আমার উমা ধন।
হর-প্রিয়া কাত্যায়নী, গৌরী গণেশ-জননী,
ভীমা অট্ট-হাসিনী, সঙ্গেতে যোগিনীগণ।
গাত্রে নাহি অলঙ্কার, বিভূতি হয়েছে সার,
ভিক্ষা করে দ্বার দ্বার, উমা কাটায় জীবন।
কনক বরণ মার, না আছে এখন আর,
অসিত বরণ মার হয়েছে গৌরী এখন ॥ ৪৬৭ ॥

কীর্ত্তন।

উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।
শ্রীরামপ্রসাদে কয় কত পুণ্য পুঞ্জ চয়,
জগত জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে ॥ ৪৬৮ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেন আজ হেরিলাম এমন স্বপনাবেশে,
এক দ্বারে ভবদারা দাঁড়ায়ে দুখিনী বেশে।
দেখিলাম ভবানীর, নয়নে ঝরিছে নীর,
পশিয়াছে শশিমুখী বিষাদ রাহুর গ্রাসে।
পরিহিত বাঘছাল, গলায় কপালমাল,
ভূতল-লম্বিত-জটা হয়েছে চিক্কণ কেশে।
বগলে ভিক্ষার ঝুলি, হেরিনু রয়েছে ঝুলি,
ক্ষুধায় আকুল কথা সরে নাকো মুখে।
সুধু আধ আধ বোলে, "ওমা ভিক্ষা দে মা" বলে,
প্রাণ উমা কোথা গেলে, ভাসায়ে শোক সরসে ॥ ৪৬৯ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আহা কি অতুল শোভা আজি রে গিরিভবনে,
ভূধরে শারদা শশী, শারদ-শশী গগনে।
ভূধরে বিরাজে তারা, আকাশ-বিহারী তারা,
বিকশিয়ে আঁখি তারা, দেখে তারা সুখী মনে।
কামিনী যামিনী আজি, চন্দ্রিকা বসনে সাজি,
শিশির শিশিরে ভিজি, হেরিছে উমায় ;—
কুমুদী ফুটিয়ে জলে, নমে তারা পদতলে,
চকোরেরা কুতূহলে, চাহে উমাশশী পানে। ৪৭০ ।

অহং—একতালা।

গা তোলো গো, গা তোলো, বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণি তোর ঈশানী।
যুগল শিশু লয়ে কোলে, মা কই আমার বলে,
ডাক্‌ছে মা তোর শশধর-বদনী।
ত্রিভুবনে ধন্যে, ত্রিভুবনে অন্যে,
তোর মেয়ের তুলনা নাই গো রাণি।
আমরা ভাবিতাম ভবের প্রিয়ে, আজি শুনি তোর মেয়ে,
ঐ নাকি মা ভবের ভয়হারিণী। ৭৭১॥

ললিত—আড়াঠেকা।

আয় মা উমা আয়, কেমন করে ভুলেছিলি,
মা বলে কি মনে নাই মা, ঘর পেয়ে সব ভুলে গেলি।
যখন তুই মা গিয়েছিলি, যাবার বেলা কি বলিলি,
"কেঁদ না মা আস্‌বো" বলে, অঞ্চলে নয়ন মুছালি।
তুইও তো মা কেঁদে গেলি, কেমন করে গো ভুলিলি,
পাষাণের মেয়ে বলে নিজেও কি পাষাণী হলি ?
বড় মনে আশা ছিল, উমা আমার বড় হল,
সে আশার আশা দূরে গেল, এখন কতকাল পরে এলি॥ ৪৭২॥

প্রসাদি সুর—একতালা।

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়,
গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তানয়।
স্বপ্ন যা দেখেছি গিরি, কহিতে মনে ভয় করি,
ওহে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চমুখ,
উমা তাদের মস্তকে রয়।

রাজ রাজেশ্বরী হয়ে হাস্য বদনে কথা কয়,
ও কে গরুড়-বাহন কালবরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয়। ৪৭৩॥

মল্লার—মধ্যমান।

কই উমা কই আমার কই, উমা কই,
উমা উমা করে করে আমাতে আর আমি নই।
শয়নে স্বপনে উমা, আলাপনে মনে উমা,
জপমালা হল উমা, ভাবি না আর উমা বই।
ভেবে দুখিনী জনী, এল কি গণেশ-জননী,
সুদিন কি হল এমনি, পেলাম কি আনন্দময়ী!
না করিয়ে মিছে ছল, বল্‌গো তোরা সত্য বল,
মঙ্গলায় সুমঙ্গল, আমার তো জপনা ওই। ৪৭৪॥

মাল শ্রী।

ওগো রণী,
নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া,
এস না সঙ্গে আমার গো।
জয়া কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার;
তোমায় অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া সুধি ধার গো।
রাণী ভাসি প্রেমজলে, দ্রুত গতি চলে,
খসিল কুন্তল ভার;
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে
গৌরী কত দূরে আর গো। ৪৭৫॥

পিলুবাহার—যৎ।

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না,
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারু কথা শুন্‌ব না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে কর্ব্ব ঝগ্‌ড়া, জামাই বলে মান্‌ব না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাব্‌না ভাবে না। ৪৭৬॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

উমা আমার কেমন ছিলে হরেরি ঘরে,
শুনেছি ঈশান নাকি শ্মশানেতে বাস করে।
পরে সদা বাঘাম্বর, ভস্ম মাখা কলেবর,
অহি সদা শিরোপর, থাক গৌরি কেমন করে।
সত্য কি মা অন্ন বিনা, উপবাসী থাক উমা,
দিনান্তে অন্ন জোটে না, জামাই নাকি ভিক্ষা করে?
গঙ্গা নামে সতা নাকি, সতত মস্তকে রাখি,
শুনেছি পিণাকি নাকি, অধিক যতন করে? ৪৭৭ ॥

খট্ ভৈরবী—আড়খেম্টা।

কোলে আয় মা ভবদারা, নয়ন তারা;
নাই মা আমার নয়নের তারা;
যারা তাপ চায় আমার মত হয় কি তারা!
বিধাতারে অরাধিব, মা তোর মা আর না হইব,
মেয়ে হয়ে হয়ে দেখাইব, মার মায়া কেমন ধারা। ৩৭৮ ॥

বিভাস ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

এস কোলে করি উমা, বল "মা" বিধুবদনে,
তোমার মারে "মা" বলে মা, কে আছে তোমা বিনে।
দুঃখিনী জননী বধে, ঈশানী যাবে কেমনে,
তুমি আমার নয়ন-তারা,
তোরে বিদায় দিয়ে তারা,
তারা হারা নয়নে রব কেমনে ভবনে? ৪৭৯

সুরট—আড়াঠেকা।

কাঁদে গো পরাণ আজি, তোমা সবে ছাড়িতে,
বিধি জানে, কবে পাব তোমা সবে হেরিতে।
প্রাণে প্রাণ মিলাইয়ে, খেলিতাম ধূলা লয়ে,
খেলিত নয়নে সুখ, মুখভরা হাসিতে।
কত কি যে মনে হয়, মনেই তা পায় লয়,
বলি বলি করি কই, পারি না যে বলিতে।
কর দুটি ধরে কই, ভুল না আমারে সই,
এবে গো বিদায় হই, পতিসদনে যাইতে ॥ ৪৮০ ॥

সোহিনী মিশ্র—কাওয়ালি।

ঈশানী কি এলি গিরিপুরে,
চাঁদমুখে "মা" বলে, মা ডাকরে আমারে!
জানিনা কোন্ হৃদয়ে, ছিলি আমায় ভুলিয়ে,
পাশাণে জনম লয়ে পাষাণীর ভাব দেখালি রে।
হেন ভাব হয় মনে, স'পেছি ভিখারী জনে,
তাই বলে কি অভিমানে, সুধাও না দুঃখিনী মারে?
তোর স্বামী মা ভুতনাথ, পশুপতি কৈলাস-নাথ
(ওরে) ছিল নাকি এমন কেহ, সমাচার পাঠাবারে?
আয় আয় কোলে আয়, কোলে করি জুড়াই হৃদয়,
নয়ন গেছে তোরি ধেয়ায়, মানস-চক্ষে দেখি তোরে॥ ৪৮১॥

ভৈরবী—একতালা।

ওগো উমা আয় গো মা, আয় করি কোলে,
জুড়াবে জীবন, করিয়ে শ্রবণ, বারেক ডাক মা বলে।
পথশ্রমে স্বেদে শিক্ত কলেবর,
ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর,
যত্নে ক্ষীর সর, রেখেছি মা, ধর দিব বদনকমলে।
তুই গো মা মম অঞ্চলের ধন, প্রাণের পুত্তলী, অমূল্য রতন,
মায়েরে দুঃখিনী করে দরশন, ছিলি কি মা তুই ভুলে॥ ৪৮২॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

ছিলাম ভাল জননী গো হরেরি ঘরে,
কে বলে জামাই তব শ্মশানেতে বাস করে?
যে ঘরেতে বাস করি, বর্ণিতে নারি মাধুরী,
নীলকান্ত আদি করি, কত রত্ন শোভা করে।
যেন কত রবিশশী, উদয় হয়েছে আসি,
জানি নাগো, দিবা নিশি কখন আসে যায় ফিরে।
পরেন বটে বাঘাম্বর, জামাই তব বিশ্বেশ্বর,
ভস্ম মাখা কলেবর, অহি সদা শিরোপর।
সেই শিবের চরণে, পারিজাত আভরণে,
দেবরাজ একমনে, মস্তক নমিত করে।
ষড়ৈশ্বর্য্য আছে যাঁর, ভিক্ষা কি জীবিকা তাঁর;
অজ্ঞানে না বুঝি সার, ভিক্ষাজিবী বলে হরে।
সত্য বটে সুরধুনী, অগ্রজা সমান মানি,
সে দারা ভগিনী জিনি, অধিক যতন করে॥ ৪৮৩॥

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

যেয়ো না রজনি, আজি লয়ে তারা দলে,
গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
বার মাস তিতি সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি কি সান্ত্বনা ভাবে।
তিনটী দিনেতে, কহ লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহজ্বালা কেমনে জুড়াবে? ৪৮৪ ॥

সাহানা—ঝাঁপতাল।

কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল্‌মা তাই,
কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই!
মার প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
এবার এলে বল্‌বো তারে, উমা আমার ঘরে নাই ॥ ৪৮৫ ॥

শ্যামা।

কাফি মিশ্র—একতালা।

ওমা কেমন মা কে জানে,
মা বলে মা ডাক্‌ছি কত, বাজেনা মা তোর প্রাণে।
মা বলেতো ডাক্‌ব না আর, লাগে কিস দেখ্‌বো তোমার,
বাবা বলে ডাক্‌ব এবার, প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখনাক একবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়াও ওগো শ্মশানে ॥ ৪৮৬ ॥

কানেড়া মিশ্র—একতালা।

সাধে কিগো শ্মশানবাসিনী,
পাগলে করেছে পাগল, তাইত ঘরে থাকিনি।
সে কোথা একলা বসে, নয়ন জলে বয়ান ভাসে,
আমা হারা দিশে হারা ডাক্‌ছে কত না জানি।
ঐ যেন সে পাগল আমার, দেখ্‌ছি যেন মুখখানি তার,
ঘোর যামিনী একলা আছে, প্রাণের চিন্তামণি। ৪৮৭ ॥

গৌরী—একতালা।

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা,
আমি তাদের পাগল মেয়ে আমার মায়ের নাম শ্যামা।
বাবা বোম্ বোম্ বলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢোলে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে;
রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর বাজে, অই নূপুর বাজে শোননা। ৪৮৮ ॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

কেন মিছে "মা" "মা" কর, মায়ের দেখা পাবে নাই,
থাকলে এসে দিতো দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।
শ্মশানে মশানে কত, পিঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হলেম ওষ্ঠাগত, কেন আর যন্ত্রণা পাই!
ত্রিস্রোতার তীরে গিয়ে, কুশ-পুতুল দাহ করে,
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই ॥ ৪৮৯ ॥

ঝংলা—একতালা।

সে কি এম্নি মেয়ের মেয়ে,
যার নাম জপে মহেশ বাঁচেন, হলাহল খেয়ে,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে কটাক্ষে হেরিয়ে,
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে।
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচেন দায়ে,
দেবের দেব মহাদেব, যার চরণে লোটায়ে,
প্রসাদ বলে রণে চলে, রণময়ী হোয়ে,
নিশুম্ভ শুম্ভেরে বধে হুহুঙ্কার ছাড়িয়ে। ৪৯০ ॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

তারা দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা!
যতই ডাকি "মা" "মা" বলে,
মাকি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে;
"মা" বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
তবে মা বেঁচে কি ফল বল না!
ছিলাম গৃহবাসী, করিলে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা ধর এলোকেশী;
ঘরে ঘরে যাবো, ভিক্ষা মেগে খাব,
তবু "মা বলে কোলে যাব না॥ ৪৯১।

গৌরী—কাওয়ালী।

পতিতপাবনী তারা কেবল তোমার নাম সারা,
তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাজের ধারা।
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল,
তদবধি হয়েআছ, ফণি যেন মণিহারা।
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য্য কারণ তোমার নাই,
ওয়ায়, নয় তয়, রয়, সেই রূপ বর্ণ পারা। ৪১২।

আলেয়া—একতালা।

শ্যামা কি তোর সকলি ভ্রান্ত,
পদতলে পড়ে আছেন শ্রীকান্ত।
নিজপতি ফেলি, পতিহন্তা হলি,
পশুপতির বুঝি হয় প্রাণান্ত।
ভিক্ষাকরি মাগো জুড়ি দুটি কর,
নৃত্য করো না শিবের উপর,
মলো মলো রাজা ত্রিপুর ঈশ্বর,
ক্ষেমঙ্করি, রণে হও মা ক্ষান্ত॥ ৪১৩।

রামকেলী—আড়ঠেকা।

ঢ়ুলিয়ে কে আসে,
গলিত চিকুর আসব আবেশে?
বামা রণে দ্রুত চলে, দলে দানবদলে,
ধরি করতলে গজ গরাসে;
নীলকান্ত মণি নিতান্ত, নখর নিকর তিমির নাশে,
বামার কি রূপ ছটা রে, কি রূপ ঘটা রে,
ঘন ঘন ঘন উঠে আকাশে;
কালিয়া শরীরে, শোভিছে রুধিরে,
যমুনা কিংশুক ভাসে সলিলে।
কর রণশ্রম দূর, চল নিজ পুর,
নিবেদিছে রাম প্রসাদ দাসে। ৪১৪॥

কীর্ত্তন।

মা একি রূপ দেখালি,—
এলো থোলো কেশ পাশ, মলিন দুকূল বাস,
মা সে বেশ কোথায় লুকালি?
কত কেঁদেছি থাবার তরে,

ত্রিলোকের লোক জড় করে,
অন্ন দিস্ আজ অকাতরে,
হাঁ মা, এত অন্ন কোথায় পেলি?
জান্‌তেম আমরা দুটী ছেলে,—
(আজ) সবাই ডাকে "মা" "মা" বলে,
কারে নিবি মা কারে ফেলে,
ও মা, একি মায়া করিলি? ৪১৫ ॥

মেঘ—একতালা।

চমকে চপলা চমকে প্রাণ,
চাহ মা চপলা হাঁসিনী;
হাঁকিছে পবন, কাঁপিছে গহন,
রাখ না মহিষ-নাশিনী।
কড় কড় কড় কুলিশ নাড়িছে,
ভীম নিনাদিনী কলুষ হরা,
গরজে গরজে ঘন ঘন ঘন,
দেখা দে বিন্দুবাসিনী ॥ ৪১৬।

কীর্ত্তন।

ওমা কেমন মা জানি না,
মা মা করে ডাকলে পরে,
মার প্রাণে বাজে না।
চায় না মা কোলে নিতে,
খিদে পেলে দেয় না খেতে,
মা মা করে মচ্চি কেঁদে,
মা তবু শোনে না।
শোনে না মা মনের কথা
বাবা বলে জানাই ব্যথা;
(ওগো) যেমন মা তেমনি বাবা,
আদর কেউ তো করে না। ৪১৭ ॥

ভৈরবী—একতালা।

আর কিছুনাই শ্যামা মা তোর কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা,
শুনি তাও নিয়েছে ত্রিপুরারি, দেখে হলেম সাহস-ভাঙ্গা।
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদ কালে কেউ কোথায় নাই,

ঘর বাড়ী ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজ গুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দেখ,
নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া,
সে সব কথা ভূতের সঙ্গা।
কমলা কান্তের কথা, মাকে বলি অনেক ব্যাথা,
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা, জপের ঘরে রৈল টাঙ্গা॥ ৪৯৮॥

পিলু—আড়াঠেকা।
কেবা জানতে পারে গুণ তুমি ত্রিগুণধারিণী,
আশ্বিনে হও অম্বিকে, কার্ত্তিকেতে কালিকে,
অগ্রহায়ণেতে তুমি গণেশ-জননী।
পৌষে লক্ষ্মী বরদা, মাঘে বাক্‌বাদী সারদা,
ফাল্গুনেতে হও মা তুমি রাধা বিনোদিনী।
চৈত্রে হও বাসন্তী, বৈশাখে প্রখর চণ্ডী,
জ্যৈষ্ঠেতে মঙ্গল চণ্ডী, আষাঢ়ে রথ-বাহিনী।
শ্রাবণে ঝুলনে ঝোল, ভাদ্রমাসে জন্ম হলো,
তাই তোমায় বলে মাগো যশদা-নন্দিনী॥ ৪৯৯॥

মুলতান—খয়রা।
কত মায়া মহামায়া কে জানে তোমার,
কখন মানবী রূপ, কখন গাভী আকার।
কখন শৃগাল রূপা, লোকে দেখাও বিভীষিকা,
ভয়ে হয় অনামিকা, নাহি পারাবার।
তোমার যতেক মায়া, কে জানে গো মহামায়া,
কলিতে মনসা দেবি ভবে কর পার॥ ৫০০॥

প্রসাদীসুর—একতালা।
সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনমোহিনী (গো মা),
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দাও মা করতালি।
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশীভালী,
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি?
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্রে আমরা তন্ত্রে চলি,
যেমন রাখ তেম্নি থাকি, যেমন বলাও তেম্নি বলি।
অশান্ত কমলাকান্ত, দিয়ে বলে গালাগালি,
এবার সর্ব্বনাশি, ধরে অসি, ধর্ম্মাধর্ম্ম দুট খেলি।৫০১॥

ভৈরবি—যৎ।

আমি এবার মলে শত্রু হব, তোমার পুত্র হব না,
"মা" "মা" বলে ডাক্‌লে পরে, তারা কৃপা কর না।
যেমন শত্রুভাবে যুদ্ধ করে,
চরণ দিলি মহিষাসুরে;
এম্নি ভাব্‌না না ভাব্‌লে পরে,
তোমার চরণ পাওয়া যাবে না।
মা যে ধরে তোমায় ঢাল খাঁড়া,
তারে সদয় হও মা তারা;
আমার কেমন কপাল পোড়া,
আমি পূজে চরণ পেলেম না।
বিশ্বনাথ এই বলে,
উচিত কথা কৈতে গেলে,
দেখ যেন ওগো শিবে, ক্রোধ করো না।
গণেশ তোমার কোলের ছেলে,
গজের মুণ্ড তারে দিলে;
এ দুঃখ যায় না মা মলে,
বিবাহ মা তাও দিলি না।
মা তোমার চরণ কমল,
লঙ্কেশ্বর পূজেছিল;
তার সোণার লঙ্কা দহে গেল,
সর্ব্বনাশী দেখ্‌লি না॥ ৫০২॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজী,
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতে তুমি হও মা রাজী।
মগে বলে ফরাতারা, গড্‌ বলে ফিরিঙ্গী যারা মা,
খোদা বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠন সৈয়দ কাজী।
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা,
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজী।
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি।
শ্রীরামদুলাল বলে, বাজী নয় এ জেনো ফলে,
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজি। ৫০৩।

সিন্ধু—পোস্তা।

মজ্‌লো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামা-পদ-নীল-কমলে,
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হলো, কামাদি কুসুম সকলে।
চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালোয় মিশে গেল,
দেখ পঞ্চ তত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে,
দেখ সুখ দুঃখ সমান হলো, আনন্দ সাগর উথলে॥ ৫০৪॥

আলাইয়া—একতালা।

মা যে দিন প্রভাত কবে হবে,
করাল-বদন লোল-রসনা,
পদতলে মোরে স্থান দিবে।
চরম কাল যখন হইবে আগত,
বন্ধু বান্ধবগণে আসিয়া তাবত,
গঙ্গাতীরে মোরে লইয়ে ত্বরিত,
কর্ণে মম হরি নাম শুনাইবে।
মহেশচন্দ্র দাসের এই বাসনা,
পূর্ণ কর মম মনের বাসনা,
ওগো শবাসনা, করাল-বদনা,
প্রবঞ্চনা আর মোরে না করিবে॥ ৫০৫॥

সিন্ধু—পোস্তা।

অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছি পাত।
পলাইতে পারিবে না, পরশিতে হবে ভাত।
চাই আমি সেই প্রসাদ, যাবে যাতে জন্মের সাধ,
যে প্রসাদ পেয়ে শিব নাচে, হয়ে ঊর্দ্ধহাত॥ ৫০৬।

মুলতান—একতালা।

আয় মা সাধন সমরে,
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।
আরোহণ করি পুণ্য-মনোরথে,
ভজন-পূজন দুটি-অশ্ব যুড়-তাতে,
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি ব্রহ্মবাণ,
বসে আছি ধরে।
দেখ্‌বো আজি রণে, শঙ্কা কি মরণে,
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি-ধন ;—

বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী,
এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারই বলে,
জিনিব তোমায় সমরে। ৫০৭।

জংলা—একতালা।

তাই কালরূপ ভালবাসি,
কালী জগমন্মোহিনী এলোকেশী।
মাকে সবাই বলে কাল কাল,
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী।
বিষম বিষয়ানলে দহে তনু দিবা নিশি,
যখন শ্যামারূপ অন্তরে দেখি, আনন্দ সাগরে ভাসি।
মনের তিমির খণ্ড খণ্ড করে মায়ের করের অসি;
মায়ের বদন-শশী মধুর হাসি
সুধাক্ষরে রাশি রাশি।
কমল বলে কাশী যেতে, কভু নাহি ভাল বাসি
মায়া মায়ের যুগলপদে গয়া গঙ্গা বারাণসী,। ৫০৮।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কি হবে কি হবে ভবরাণী ভবে,
আসিয়ে ভবে, ভাবালি আমায়!
না জানি ভজন, না জানি পূজন,
বিষয়-বিষ-ভোজন করে প্রাণ যায়।
কাতরেতে তোমায় ডাকি ভব-দারা,
কখন আছি, কখন যেতে হয় মা তারা,
এ দেহ সন্দেহ, ত্বরায় দেখা দেহ,
রসিকের এই দেহ জল-বিম্ব প্রায়॥ ৫০৯॥

কালাংড়া—একতালা।

শ্যামা-ধন কি সবাই পায়,
অবোধ মন, বোঝ না একি দায়!
শিবের আসাধ্য সাধন মন, মজ না রাঙ্গা পায়।
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়,
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়।
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, ইন্দ্র, যে পদ না ধ্যানে পায়,
নিগুর্ণ কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়। ৫১০।

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা।

শুন গো মা, দেখ মা, আজি এই বিপদে,
যেন হরিহারা হইনে তারা, এই মিনতি ও পদে ॥
মা তুমি কৈলাসে কালি, কৃষ্ণকালী ব্রজেতে,
শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী জগতে।
ব্রজের কালাকালী তুমি, কালি তব কৃপাতে,
যদি ঘুচাও কালী মনের কালী, কালী বল্‌বে জগতে। ৫১১ ॥

জংলা—একতালা।

আর কাজ কি আমার কাশী,
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী।
হৃদ্‌কমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি,
(ওরে) কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি।
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা,
(ওরে) অনলে দাহন যথা, হয় রে তুলারাশি।
গয়ায় করে পিণ্ডদান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ,
(ওরে) যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি।
কাশীতে মোলেই মুক্তি; এ বটে শিবের উক্তি,
(ওরে) সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী।
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
(ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসী।
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
(ওরে) চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥ ৫১২ ॥

প্রসাদী—একতালা।

মন হারালি কাজের গোড়া;
তুমি দিবানিশি ভাব বাস, কোথায় পাবে টাকার তোড়া।
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাচ মূল্যে কাঞ্চন বিকালি, ছিছি মন তোর কপাল পোড়া।
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া!
মিছে এ দেশ সে দেশ কররে ভাই, বিধির লিপি কপাল যোড়া।
কাল করুচে হৃদয়ে বাস, বাড়্‌চে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ, নাম ধর রে মন্ত্র সোঁড়া ॥
প্রসাদ বলে ভাব্‌ছ কি মন, তুমি পাঁচ শোয়ারের তুর্কি ঘোড়া,
সেই পাঁচের আছে পাঁচা পাঁচি, তোমার কর্‌বে তোলাপাড়া ॥ ৫১৩ ॥

প্রসাদী স্বর—একতালা।

দুটো দুঃখের কথা কই, (শ্যামা)
কে বলে মা তোরে দীনদয়াময়ী।
কারে দিলে চিনি মোণ্ডা মা, খেতে খাসা দই,
আমি অন্ন বিনে উপবাসী দিনেক দুদিন রই।
কারে দিলে হাতী ঘোঁড়া মা পাল্কী বাঁধা ছই;
(ওমা) তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি কেউ নই!
প্রসাদ বলে সময় বুঝে মা সকল দুঃখ সই;
(ওমা) আমি কি দিয়েছি তোর পাকা ধানে মই? ৫১৪॥

প্রসাদী—একতালা।

মর্লেম ভূতের বেগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাই কো গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে,
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চ ভূতে খায় গো বেঁটে।
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে,
তারা কারও কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার গেল ঘেটে
যেমন অন্ধ জনে হারা দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁটে,
আমি তেম্নি মত ধর্ত্তে চাই মা, কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি, কর্ম্মডুরি দে না কেটে,
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে॥৫১৫।

প্রসাদী—একতালা।

মা গো তারা ও শঙ্করি,
কোন্ অবিচারে আমার পরে, কর্‌লে দুঃখের ডিক্রীজারি?
এক আসামী ছয়টা পিয়াদা, বল্ মা কিসে সামাই করি,
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছটারে বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি।
পিয়াদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি,
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ-পান্তি, তারে দিলে জমিদারী।
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি,
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী।
হুজুরে উকিল যে জনা, ডিস্‌মিসে তার আশয় ভারি,
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দি, যেরূপে মা আমি হারি।
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি,
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ, তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি॥৫১৬॥

কালাংড়া—তেতালা।

শঙ্করি করুণা কর, কিঙ্করে কেন বঞ্চনা,
কামনা পুরাতে কালী, কল্পলতিকা কল্পনা।
অতি অসাধ্য সাধন, বিনাশিতে দশানন,
পূজি জানকী-জীবন,পূরিল মন বাসনা।
গোকুলে গোপিনী যত, করে কাত্যায়নী ব্রত,
দিয়ে নারায়ণ ধন, ঘুচালে ব্রজ-ভাবনা।
শুম্ভ নিশুম্ভের রণে, রণশায়ী দৈত্যগণে,
শিবেরে শিবত্ব দিলে, নাশিতে যম-যন্ত্রণা॥ ৫১৭॥

প্রসাদী—একতালা।

আমায় দেও মা তবিলদারী,
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী;
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি,
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি,
আমি বিনা মাইনার চাকর, কেবল চরণধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি,
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি,
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥ ৫১৮॥

জংলা—একতালা।

মা যদি কেশে ধরে তোলে,
(তবে বাঁচি এ সঙ্কটে);
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল,
পাথার মধ্যে সাঁতার হল।
সঙ্গী গুল হল ছাই, তাদের সঙ্গে ভেসে যাই,
ধরতে গেলে আমায় ধরে ডুবে ডুবে প্রাণটা গেল।
করেছিলাম যে ভরসা, না পূরিল সে সব আশা,
ভুলালে তখন, ডুবি যে এখন,
আর কখন্ কি করবে বল।
কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর,
ও মা চরণ শরণ দিয়ে, সঙ্গে লয়ে দেশে চল॥ ৫১৯॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

কিবা অপরূপ মরি হায় হায়,
কিবা রক্তোৎপল আভা, অতি মনোলোভা,
ঘন নূপুর শোভা পায় পায়।
নীলাম্বরী কভু দিগম্বরী, হলে মহেশ্বরী, শ্রীব্রজেশ্বরী,
ঘন নূপুর শোভা পায় পায় ॥ ৫২০ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

এই বেলা তারিণি, তার ভবরাণি,
এ ভব-যন্ত্রণা আর না সহে।
নিশ্বাস পবন, বহিছে সঘন,
কি জানি কখন, রহে না রহে।
জলবিম্ব যেমন জল মধ্যে ভাসে,
তৃণাগ্রে তুষার, গো-শৃঙ্গে সরিষে,
(ওমা) তেমতি জীবন রসিকের দেহে। ৫২১ ।

সিন্ধুভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

এবার জানবো তারা, কেমন তুমি পতিত-পাবনী,
আটাশে পুত পেয়েছ বুঝি, তাই বিভীষিকাতে পালাব আমি ?
ধর্‌বো জটে, আনবো তটে পালাতে পার্ব্বে না ছুটে,
ভক্তি-ডোরে বেঁধে এঁটে, শিরে লব পা দুখানি।
বাক্য ব্যয়ে কি প্রয়োজন, ভক্তি-সংগ্রামে কর্ব্বো রণ,
যোগ-ধনুকে ছাড়্‌বো বাণ, আকর্ষণে আস্‌বে জননী।
তব পয়োধরের পয়, পান করে হই দিগ্বিজয়,
ঐ জোরে সর্ব্বত্র অভয়, অভয় পদ মাগি আমি।
বাপের সু-কন্যা হয়ে, দ্বিজ নবীনে চরণ দিয়ে,
এসো বসো মম হৃদয়ে, হের্ব্বো চরণ দুখানি। ৫২২ ॥

খাম্বাজ - একতালা।

দেখ্‌লি আমার কত বাজি, আর কি বাজির বাকি আছে,
আশীলক্ষ সং সেজেছি ব্রহ্মময়ী তোমার কাছে।
বড় লোকে বাজি করে, বাজি করে বাজি করে,
কিঞ্চিৎ অর্থ দেয় মা তারে, লোকে নিন্দা করে পাছে।
কালাচাঁদের বাজি করা, এতে যদি পড়ি ধরা,
দূর করে দে ভবদারা, বাজি করা যাক্ মা ঘুচে ॥ ৫২৩ ॥

খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

মম সুখোদয়, যে দিনে উদয়,
হবে গো জননী জানি সমুদয়।
এ ভব সংসার, সকলি অসার,
হবে নৈরাকার, জলে জলময়।
সরস্বতীর হবে বেদে অবিচার,
কমলার হবে কুভক্ষ্য আহার,
অনাদির হবে জীবন সংহার,
পশ্চিমেতে হবে ভানুর উদয়।
পবনের যে দিন গতি রোধ হবে,
ভুজঙ্গেতে যে দিন গরুড়ে দংশিবে,
পতঙ্গেতে যে দিন মাতঙ্গে নাশিবে,
সিংহীকার হবে শৃগালের ভয়।
চন্দ্রের যে দিন হবে অসিত বরণ,
ব্রহ্মার যে দিন হবে অনলে মরণ,
জীবনেতে যাবে বরুণের জীবন,
দয়াময়ীর হবে কঠিন হৃদয়।
দিবা ভাগে রাত্রি, রাত্রি ভাগে দিন,
জলাভাবে নষ্ট সমুদ্রের মীন,
আদ্যা শক্তি যে দিন হবে শক্তিহীন,
যুধিষ্ঠিরে হবে পাপের সঞ্চয়।
ভূমিকম্প হবে কাশীতীর্থধামে,
সাধু রুষ্ট হবে রাধাকৃষ্ণ নামে,
যদি রাজা হই, হব সেই দিনে,
দীন হীন দ্বিজ নরেশচন্দ্রে কয়॥ ৫২৪॥

প্রসাদীসুর—একতালা।

কে জানে মা মহিমা তোমার,
কিঞ্চিৎ জানিয়ে শিব ঐ পদ করেছেন সার।
অন্ধে দৃষ্টি দিতে পার, পঙ্গুকে সচল কর,
অঘটন ঘটাতে পার, এমন করম তোমার।
রাজাপদ কারে দাও, কার বা কাড়িয়া লও,
কারে বা ভিক্ষা করাও, তব মহিমা অপার।
এই জন্মে যাই হল, পরকাল খোয়া গেল,
যম দায় নিকট হল, এই বেলা নবীনে তার॥ ৫২৫।

প্রসাদী—একতালা।

মন কেনরে ভাবিস্ এত,
যেমন মাতৃহীন বালকের মত।
ভবে এসে ভাব্‌চো বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত,
(ওরে) কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত।
ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত।
(ওরে) তুই করিস্ কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ী সুত?
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই হলিরে পাগলের মত,
(ও মন) মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত?
মিছে কেন ভাব দুঃখে দুর্গা বল অবিরত।
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি, হবেরে তোর তেম্নি মত।
দ্বিজ রাম প্রসাদে বলে, মন কররে মনের মত,
(ওমন) গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবিসুত॥ ৫২৬॥

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা, শোন মা বলি,
অন্তিম কালে জিহ্বা যেন বল্‌তে পায় মা কালী কালী;
হৃদয় মাঝে উদয় হয়ো মা, যখন কর্‌বে অন্তর্জলী।
তখন আমি মনে মনে, তুলব জবা বনে বনে,
মিশায়ে ভক্তি-চন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।
অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ অঙ্গ থাক্‌বে স্থলে,
কেহ বা লিখিবে ভালে, কালী নামাবলী।
কেহ বা কর্ণকুহরে, বল্‌বে কথা উচ্চৈঃস্বরে,
কেহ বল্‌বে, হরে হরে, করে করে দিয়ে তালি॥ ৫২৭॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আমার হৃদ্‌কমলে এস গো মা ভব দারা,
এলোকেশী ঘোরবেশী মহানিশা-ভয়ঙ্করা।
ছয় জন শত্রু মিলে, কুপথেতে দেয় ঠেলে,
ডাকি কোথা তারা বলে, কেঁদে কেঁদে হই সারা।
পড়েছি ঘোর বিপদে, রাখ মা অভয় পদে,
সংসারী যে মহামদে, উন্মত্ত হইয়ে তারা।
শমন নিকট আসি, ভয়ে কাঁপি দিবানিশি,
হের গো মা মুক্তকেশী, রবিসুত ভয়-হরা॥ ৫২৮॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন ভুল না কথার ছলে,
লোকে বলুক মাতাল বলে।
সুরাপান করিনেরে আমি, সুধা খাই যে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদো মাতালে মাতাল বলে।
অহর্নিশি থাক বসি, হর মহিষীর চরণতলে।
নৈলে ধর্‌বে নিশা, ঘুচ্‌বে দিশা, বিষম বিষয় মদ খাইলে।
যন্ত্রভরা মন্ত্র সোঁড়া, অশু ভাসে সেই জলে,
সে যে অকূলতারণ, কুলের কারণ, কুল ছেড় না পরের বোলে।
ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে,
সত্ত্বে ধর্ম্ম, তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজ মিশালে।
মাতাল হলে বেতাল পাবে, বৈতালী করিবে কোলে,
রামপ্রসাদ বলে, নিদানকালে, পতিত হবে কুল ছাড়িলে॥ ৫২৯॥

ছায়ানট মধ্যমান।

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাতধরে,
যেথানে যাই সে যায় পাছে,
আমার বল্‌তে হয় না জোর করে।
মুখখানি সে যত্নে মুছায়,
আমার মুখের পানে চায়
আমি হাস্‌লে হাসে কাঁদ্‌লে কাঁদে,
কত রাখে আদরে।
আমি জান্‌তে এলাম তাই,
কে বলেরে আপনার রতন নাই,
সত্য মিছে দ্যাখ না কাছে,
ডাক্‌চে আমায় সোহাগ ভরে॥ ৫৩০॥

আলেয়া—একতালা।

তারিণী দিলে না দিলে না দিন,
তারা তারা তারা জপি সারাদিন।
নানা উপসর্গে, দিন যায় দুর্গে,
পরিবার বর্গের, পরিশোধে ঋণ।
গেল না গেল না বিষয় বাসনা,
হল না মলিনা পর উপাসনা,
শঙ্করী সর্ব্বাণী শিবে শবাসনা,
রটে না রসনায় ভ্রমে এক দিন।

দ্বিজদাস অভিলাষী এই তারা,
পূর্ণানন্দে পূর্ণ কর নয়ন তারা,
সদানন্দে রেখো সদানন্দদায়া,
নিরানন্দ ধরায় ভেবে হলেম ক্ষীণ। ৫৩১॥

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

যশোদা নাচাতো তোরে বলে নীলমণি,
সে বেশ লুকালি কোথা করালবদনী শ্যামা।
শ্রীদামাদি সঙ্গে, নাচ্‌তে নানা রঙ্গে,
তেমনি নেমতি তেমনি করে নাচ্‌ দেখি মা,
(হাসি বাঁশী মিলাইয়ে নাচ্‌ দেখি মা)
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী কেঁদে ব্যাকুল হত,
তা দেখে আসিত যত ব্রজের কামিনী শ্যামা॥ ৫৩২॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

করুণা কুরু মে করুণা,
করুণা দানে করুণা কৃপণতা করো না।
যাত্রা কালে'ম দুর্গা বলে, সু-যাত্রায় কুযাত্রা ফলে,
তবে তোমায় দুর্গা বলে, কেউ আর তারা ডাক্‌বে না!
বেদাগমে এই শুনি, দুর্গে দুর্গতি নাশিনী,
ও মা সিংহলে সিংহবাহিনী ঘুচাও দাসের যন্ত্রণা।
কালীদহে কাল জলে, কমলে কামিনী হলে,
নানা রূপ দেখাইলে, করে কত ছলনা।
দ্বিজ কিশোর তোমার পুত্র, পুত্র বৈ আর নয় মা শত্রু,
ঘুচাওপুত্রের কর্ম্ম সূত্র, লোকে যেন হাসে না। ৫৩৩॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

বল্‌ মা আমি দাঁড়াই কোথা,
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেতা।
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা বৃথা,
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা?
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে, দেখা নাই আর হেথা সেথা।
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা। (ওমা)
যেমন তোমার নাম করে, তার হাড়-মালা আর ঝুলি কাঁতা॥ ৫৩৪॥

স্বরট খম্বাজ—একতালা।

মন কালী কালী বল,
গত হলো কাল, জীবে কত কাল,
কাল পেয়ে কাল নিকটে এল।
কাল ভয়ে কালী হলো এ অঙ্গ,
কবে দংশিবে রে সে কাল-ভুজঙ্গ,
কর সাধু-সঙ্গ, কালী নাম প্রসঙ্গ,
কালে ইহকাল সাঙ্গ হলো।
কালদণ্ড লয়ে কাল আসিবে,
কালের ভয় তখন কেবা নাশিবে;
কলুষনাশিনী সেই শবে শিবে,
কালিদাসে দিবেন চরণ কমল॥ ৫৩৫॥

প্রসাদী—একতালা।

ডুব দে মন কালী বলে,
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে,
তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিব-যুক্তি মতন চাইলে।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, তারা আহার লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে যাও, ছোঁবেনা তার গন্ধ পেলে।
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে,
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিলবে রতন ফলে ফলে॥ ৫৩৬॥

গারাভৈরবী—আড়াঠেকা।

কেন গো ধরেছ নাম দয়াময়ী তায়,
(এ মা দয়াময়ী তায়।)
আমারে কি দিবে ধন,
নিজে তোমার নাই বসন,
বসন থাকিলে কেবা উলঙ্গিনী রয়।
জনম ভিখারি পতি, জনক নিষ্ঠুর অতি,
এ কূলে ও কূলে তোমার দাতা কেহ নয়।
সৈয়দ জাফর তরে, কি ধন রেখেছ ধরে;
সম্পদ দুখানি পদ হরের হৃদয়। ৫৩৭।

প্রসাদি সুর—একতালা।

এবার কালী তোমায় খাব,
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী);
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার,
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় মা খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা করে যাব;
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্বরা চড়াব;
হৃদে কালী, মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব;
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব।
খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব,
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে মনোমানসে পূজিব।
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকে যাব,
আমার ভয় কি তাতে কালী বলে, কালেরে কলা দেখাব।
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভাল মতে তাই জানাব,
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাব। ৫৩৮ ॥

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা।

মন ভেবেছ, কপট ভক্তি করে শ্যামা মাকে পাবে,
এ ছেলের হাতের মোয়া নয় যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে।
সাত গেঁয়ে আর মামদো বাজী, কেবা কারে ফাঁকি দেবে,
সে কড়ার কড়া তস্য কড়া, আপন গণ্ডা বুঝে নেবে।
আইন সুরত গঙ্গাজলি করেছ, সাবধান হবে,
তুমি মষ্টে মষ্টে মুখ মুছে খাও, এ কথা কি জানতে রবে।
কমলাকান্তের মন এখন কি উপায় করিবে,
কালী নাম লও, সত্বর হও, নামের গুণে তরে যাবে ॥ ৫৩৯ ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমায় ঘুরাবি কত,
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে জুতে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত,
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত।
"মা" শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত,
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত,
একবার খুলে দেমা চোখের ঠুলি, হেরি মা তোর অভয় পদ।

কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো,
রাম প্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত ॥ ৫৪০ ॥

ললিত বিভাস—একতালা।

কেবল আমার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো,
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো।
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো,
(ওমা মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেলো।
মা খেলবি বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালি ভূতলো,
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পুরিল।
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো,
এখন সন্ধ্যা বেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো ॥ ৫৪১ ॥

প্রসাদী—একতালা।

এবার আমি কোরব কৃষি, ওগো, এ ভবসংসারে আসি;
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে, বসে দেখ রাজমহিষী।
দেহ জমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি,
হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি,
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত কর গো মা মুক্তকেশী।
কাম আদি ছয়টা বলদ বহিতে পারে অহর্নিশি,
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি।
প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী,
আমার মনের বাসনা তোমার ও রাঙ্গা চরণে মিশি। ৫৪২ ॥

প্রসাদী—একতালা।

গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে,
আমি কাজ হারালেম কালের বশে।
যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলেম দেশ বিদেশে,
তখন ভাই, বন্ধু, দারা, সুত, সবাই ছিল আমার বশে।
এখন ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে,
সেই ভাই, বন্ধু, দারা, সুত, নির্দ্ধন বলে সবাই রোষে।
যম আসি শিয়রে বসি, ধর্‌বে যখন অগ্রকেশে,
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডী বেশে।
হরি হরি বলি, শ্মশানে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে,
রামপ্রসাদ ম'লো কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে ॥ ৫৪৩ ॥

প্রসাদী—একতালা।

ভাল নাই মোর কোন কালে,
ভালই যদি থাক্‌বে, আমার মন কেন কুপথে চলে।
হেদে গো মা দশভুজা' আমার ভবে তনু হইল বোঝা,
আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবা বিল্ব গঙ্গাজলে।
এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী,
যখন শমনে ধরিবে আসি, ডাকব কালী কালী বলে
দ্বিজরাম প্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে,
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিলে কুলে ? ৫৪৪ ॥

প্রসাদী—একতালা।

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী, কালীর চরণে কৈবল্যরাশি।
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ মায়ের ও চরণ বাসী,
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী।
হৃদ্‌কমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী,
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশী ॥ ৫৪৫ ॥

পিলু বাহার—যৎ।

ভবে আসা খেল্‌ব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল,
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি পলো।
পো বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল,
শেষে কচ্চেবারো পেয়ে মাগো, পাঁজা ছক্কায় বদ্ধ হলো।
ছ দুই আট, ছ চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ,
আমার খেলাতে না হলো যশ, এবার বাজী ভোর হলো ॥ ৫৪৬ ॥

প্রসাদী—একতালা।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না, কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না।
(ওরে) ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তাই জান না ?
জগৎকে সাজাচ্ছেন্ যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা,
ওরে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তায়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা,
ওরে কোন লাজে খাওয়াতে চাস্ তায়,
আলো চাল আর বুট ভিজানা।
জগৎকে পাল্‌চ্ছেন যে মা তাও কি জানিস্ না,
ওরে, কেমন দিতে চাস্ বলি, মেষ, মহিষ, আর ছাগলছানা ? ৫৪৭।

প্রসাদী—একতালা।

এবার বাজি ভোর হলো,
মন কি খেলা খেলাবে বল;
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভর, মন্ত্রীটী বিপাকে মলো।
দুটা অশ্ব দুটা গজ ঘরে বসে কাল কাটাল
তারা চল্‌তে পারে সকল ঘরে, তবে কেন অচল হলো?
দুখান তরি নিমক ভরি বাদাম তুলি না চলিল,
(ওরে) এমন সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরি ঘাটে রলো।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে এই কি ছিল,
ওরে অন্তঃপরে কোণের ঘরে পীলের কিস্তে মাত হইল ॥ ৫৪৮ ॥

গাড়া ভৈরবী—ঠুংরী।

অপার সংসার, নাহি পারাবার,
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী, কর গো নিস্তার;
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি,
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরী, রাখ এইবার।
বহিছে তুফান, নাহিক বিরাম, থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম,
পুরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম, তারা তব নাম সংসারের সার।
কাল গেল কালী হল না সাধন, প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন,
এ ভব বন্ধন, কর বিমোচন, মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার ॥ ৫৪৯ ॥

প্রসাদী—একতালা।

আয় মন বেড়াতে যাবি,
কালী কল্পতরু তলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি,
(ওরে) বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি।
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি?
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি;
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতা মাতায় তাড়ায়ে দিবি,
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খেঁড়ে বেঁধে থুবি,
যদি না মানে নিষেধ তারা, জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি।
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে রইতে বুঝাইবি,
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥ ৫৫০ ॥

প্রসাদী—একতালা।

মন করো না সুখের আশা,
যদি অভয় পদে লবে বাসা;
হোয়ে ধর্ম্ম-তনয় ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা।
হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক, তেঁইতো শিবের দৈন্য দশা,
সে যে দুঃখীদাসে দয়া বাসে, মম সুখের আশে বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন, করো না এ কথায় গোঁসা,
(ওরে) সুখেই দুখ দুখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা।
মম ভেবেছ কপট ভক্তি করে পুরাইবে আশা,
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না রতি মাসা।
প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হওরে চাষা,
(ওরে) মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা॥ ৫৫১॥

প্রসাদী সুর—একতালা

কে জানে গো কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন।
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ,
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন।
আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মত,
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন,।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম অন্য কেবা জানে তেমন।
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন,
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝেনা, ধর্ব্বে শশী হয়ে বামন॥ ৫৫২॥

প্রসাদী—একতালা।

মন রে আমার এই মিনতি,
তুমি পড়া পাখী হও, করি স্তুতি।
যা পড়াই তাই পড় মন, পড়্‌লে শুন্‌লে দুধি ভাতি,
(ওরে জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি।
কালী কালী কালী পড় মন, কালী পদে রাখ প্রীতি,
(ওরে) পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনের গতি।
উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি,
(ওরে) গাছের ফলে কদিন চলে, কররে চার ফলের স্থিতি।
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন, শুন যুকতি,।
(ওরে) বসে মূলে, কালী বলে, গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি॥ ৫৫৩॥

প্রসাদী—একতালা।

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে,
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম বাঁধা আছে হরের কাছে।
ওচরণ উদ্ধারের মা আর কি কোন উপায় আছে,
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে।
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে,
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে।
বাপের ধনে বেটার সত্ত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে!
রাম প্রসাদ বলে, কুপুত্র বসে, আমায় নিরংশী করেছে। ৫৫৪।

সিন্ধু—ঠুংরি।

এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়্‌বে ধারা।
হৃদি পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
যখন ধরাতলে পড়্‌বো লুটে তারা বলে হব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
(ওরে) শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
(ওরে) আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা। ৫৫৫॥

প্রসাদী—একতালা।

আর ভুলালে ভুল্‌ব না গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি ভয়ে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো।
বিষয়ে আশক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌ব না গো,
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুলবো না গো।
ধন লোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুল্‌ব না গো,
আশা বায়ুগ্রস্ত হয়ে, মনের কথা খুল্‌ব না গো।
মায়া পাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলব না গো,
রামপ্রসাদ বলে দুধ্ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌ব না গো। ৫৫৬।

প্রসাদী—একতালা।

মনরে তোর বুদ্ধি একি,
(ও তুই) সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে, তলাস করে বেড়াস ফাঁকি,
ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে,
(মনরে) ওঝার ছেলে গরু হইলে, গোসাপে তায় কাটে না কি?

জাতি ধর্ম্ম সর্প খেলা, সেই মন্ত্রে করো না হেলা,
(মনরে) বল্‌বে তাত সাপ ধরিতে, তখন হবি অধোমুখী ॥ ৫৫৭ ॥

প্রসাদী—একতালা।

আমি কি দুখেরে ডরাই,
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই?
আগে পাছে দুখ চলে মা যদি কোন খানেতে যাই,
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে, দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই,
আমি এখন বিষের কৃমি মা গো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি, বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই,
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই ॥ ৫৫৮ ॥

গাড়া ভৈরবী—আড়াঠেকা।

হৃদ্‌কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা,
মন পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা।
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়,
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি, ও মা।
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল,
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী, ও মা ॥ ৫৫৯ ॥

প্রসাদী—একতালা।

এবার আমি ভাল ভেবেছি,
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশেতে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি,
আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি।
ঘুম ছুটেছে, আরকি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি,
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমের ঘুম পাড়ায়েছি।
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি,
মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি।
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি,
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি ॥ ৫৬০ ॥

প্রসাদী—একতালা।

আমার সনদ দেখে যারে,
আমি কালীর সুত, যমের দূত, বল্‌গে যা তোর যম রাজারে।
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি,
আমার হাজির জামিন ষড়ানন, সাক্ষী আছে নন্দী বরে।
সনদ আমার টরস পাটে, যেম্নি সনদ তেম্নি টাটে,
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ, করেছেন দিগম্বরে। ৫৬১ ॥

প্রসাদী—একতালা।

মা আমার অন্তরে আছ, তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা ?
তুমি পাষাণ-মেয়ে বিষম মায়া, কত কাচাও মা কাচ,
উপাসনা ভেদে তুমি, প্রধানমূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক কোরে ভাবে, তার হাতে মা কোথা বাঁচ ?
বুঝে ভার দেয় না যে জন, তার ভাব নিতে হাঁচ ?
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ ?
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ,
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হোয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ ॥ ৫৬২ ॥

প্রসাদী—একতালা।

নীতি তোরে বুঝাবে কেটা,
বুঝে বুঝ্‌লি না রে মনরে ঠেঁটা।
কোথা রবে ঘর বাড়ী, তোর কোথা রবে দালান কোঠা,
যখন আস্‌বে শমন বাঁধ্‌বে কসে মন, কোথা রবে খুড়া জেঠা ?
মরণ সময় দিবে তোমায় ভাঙ্গা কলসি ছেঁড়া চেটা,
(ওরে) সেখানেতে তোর নামেতে, আছেরে যে জাব্‌দা আটা।
যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা,
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, ছাড়রে সংসারের লেঠা ॥ ৫৬৩ ॥

প্রসাদী—একতালা।

যারে শমন যারে ফিরি, ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি ?
পাপ পুণ্যের বিচারকারী, তোর যম হয় কালেক্টরি,
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য, পাপ নিয়ে মা, নিলাম করি ;
আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা, চলে যাব কৈলাস পুরি।
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ্‌ না চেয়ে ভয়ঙ্করী,
আমার পিতা বটেন শূলপাণি, ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী। ৫৬৪।

মূলতান—একতালা।

মায়ের নাম লইতে অলস হইও না,
রসনা, যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে) না আরো পাবে।
ঐহিকের সুখ হলো না বলে কি, ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে?
রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে,
নিওরে নিওরে নাম শয়নে স্বপনে।
সচেতনে থেক (মন রে আমার)
কালী বলে ডেক, এ দেহ ত্যজিবে যবে॥ ৫৬৫॥

বিভাস ঝাঁপতাল।

তাই বলি মন জেগে থাক, আছে আছে রে কাল চোর,
কালী নামের অসি ধর, তারা নামের ঢাল,
(ওরে) সাধ্য কি শমনে তোরে করতে পারে জোর।
কালী নামে নহবৎ বাজে করি মহা সোর,
(ওরে) শ্রীদুর্গা বলিয়া মন রজনী কর ভোর।
কালী যদি না তরাবে কলি মহাঘোর,
কত মহাপাপী তরে গেল, রামপ্রসাদ কি চোর? ৫৬৬॥

মুলতান - একতালা।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে,
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে।
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধারাধরে,
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে।
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে,
তাহে প্রাণ-চাতকের তৃষা-ভয় ঘুচিল সত্বরে।
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে,
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে না জঠরে॥ ৫৬৭॥

পিলু বাহার—যৎ।

তুই যারে কি করিবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি,
মনবেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ্-গারদে বসায়েছি।
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি,
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে আমি আমার প্রাণ সঁপেছি।
এমনি করেছি কায়দা, পলাইলে নাইকো ফায়দা,
হামেশ রুজু ভক্তি পয়াদা, দুনয়ন দ্বারবান দিয়েছি।

মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি।
তাই সর্ব্ব-জ্বর-হর-লৌহ, গুরুতত্ত্ব পান করেছি।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জোর ভেঙ্গে দিয়েছি,
মুখে কালী কালী বলে, যাত্রা করে বসে আছি। ৫৬৮।

প্রসাদী—একতালা।

আমি এত দোষী কিসে,
ওই যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা কাঁদি বসে ?
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাক্‌ব না আর এমন দেশে,
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, চিন্তারাম চাপ্‌রাশী এসে।
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে,
কিন্তু এমন কল করেছ কালী, বেঁধে রাখে মায়া পাশে।
কালীর পদে মনের খেদে, দীন রামপ্রসাদে ভাসে,
আমার সেই যে কালী, মনের কালী হলেম কালী তার বিষে॥ ৫৬৯॥

প্রসাদী—একতালা।

আমি কি আটাসে ছেলে,
ভয়ে ভুল্‌ব নাকো চোক রাঙ্গালে।
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদ্‌কমলে।
(ওমা) আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে ;
শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে,
এবার করুব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে।
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে,
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ, গুজরাইব মিছিল কালে।
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে,
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায়, শান্তকরে লবে কোলে। ৫৭০।

প্রসাদী—একতালা।

অভয় পদ সব লুটালে, কিছু রাখ্‌লে না মা তনয় বলে।
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা, শিখেছিলে মায়ের স্থলে,
তোমার পিতা মাতা যেম্নি দাতা, তেম্নি দাতা আমায় হলে।
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে,
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।
জন্ম জন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে,
রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে, ডাক্‌ব সর্ব্বনাশী বলে॥ ৫৭১॥

প্রসাদী—একতাল।

মা হওয়া কি মুখের কথা,
(কেবল প্রসব করে হয় না মাতা),
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা।
দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা,
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না এল পুত্র গেল কোথা।
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, বলে সারে পিতা মাতা,
দেখ কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয় না ব্যথা!
দ্বিজরামপ্রসাদ বলে, এ চরিত্র শিখ্‌লে কোথা,
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা। ৫৭২।

প্রসাদী—একতালা।

বড়াই কর কিসে গো মা,জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে?
আপ্‌নি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, ক্ষেপা সহবাসে,
তোমার আদি অন্ত সকলই জানি, দাতা কোন্ পুরুষে!
মাগী মিন্সে ঝগ্‌ড়া করে, রইতে, নার বাসে,
মা গো তোমার মিন্‌সে ভিক্ষা করে, ফিরে দেশে দেশে।
প্রসাদ বলে মন্দ বলি, তোমার বাপের দোষে,
মা গো, আমার বাপের নাম লইলে, বিরাজে কৈলাসে। ৫৭৩।

বেহাগ—আড়খেমটা।

আমার কপাল গো তারা,
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোন কালে।
শিশু কালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিলে পরে,
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সাগরের জলে।
স্রোতের সেহলার মত, মাগো ফিরিতেছি ভেসে,
সবে বলে ধর ধর, কেও নাবেনা অগাধ জলে।
বনের পুষ্প বেলের পাতা, মাগো আর দিব আমার মাথা,
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণ তলে।
শ্রীরামপ্রসাদের বাণী শোন গো মা নারায়ণী,
তনু অন্তকালে আমায়, টেনে ফেলো গঙ্গাজলে। ৫৭৪।

প্রসাদী—একতালা।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া,
(ও মন) ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া।
নয়ন থাকিতে না দেখ্‌লে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া,

মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া।
মায়ে যত ভাল বাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে,
মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটী, শেষে দিবে গোবর ছড়া।
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া,
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী. কড়ি দিবে অষ্ট কড়া।
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ,
দোসর বস্ত্র গায় দিবে, চার কোণা, মাঝখানে ফাড়া।
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালিকা-তারা,
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাঁধ্ছে বেড়া॥ ৫৭৫॥

সোহিনী—একতালা।

আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় একত্তরে,
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ, যদি আন্তে পারি হরে।
জাগা ঘরে চুরি করা, ইতে যদি পড়ি ধরা,
তবে মানব দেহের দফা সারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে।
গুরু বাক্য দৃঢ় করে, যদি যাইতে পারি ঘরে,
ভক্তিবাণ হরকে মেরে, শিবত্ব পদ লব কেড়ে॥ ৫৭৬॥

জংলা—একতালা।

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়,
ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত ভয়?
তুফান দেখে ডরো নারে, ও তুফান নয়,
দুর্গা নাম তরণী করে, বেয়ে গেলে হয়।
পথে যদি চৌকীদারে, তোরে কিছু কয়,
তখন ডেকে বলো, আমি শ্যামা মায়েরি তনয়।
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে করিস্ ভয়,
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে, করেছি বিক্রয়। ৫৭৭।

জংলা—একতালা।

একবার ডাক্‌রে কালীতারা বোলে, জোর করে রসনে,
ও তোর ভয় কিরে শমনে!
কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী,
তার কাজ কি ধর্ম্ম কর্ম্ম, ও তাঁর মর্ম্ম কেবা জানে?
ভজনের ছিল আশা, সুক্ষ্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা,
রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বিভাব ভেবে মনে॥ ৫৭৮॥

প্রসাদী—একতালা।

মা গো আমার কপাল দুষী, দুষী বটে গো আনন্দময়ি।
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারিলাম বারানসী,
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী।
অন্ন ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি,
আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবল মাত্র লাঙ্গল চষি।
না করিলাম ধর্ম্ম কর্ম্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি,
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে রয়েছি বসি।
জনমি ভারত ভূমে মা, কি কর্ম্ম করিলাম আসি,
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল, অকুল পাথারে ভাসি॥ ৫৭৯॥

বসন্ত বাহার—একতালা।

কালী কালী বল রসনা,
কর পদধ্যান, নামামৃত পান, যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা।
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোন জন,
দুরন্ত শমন বাঁধবে যখন, বিনে ঐ চরণ কেহ কার না।
দুর্গা নাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার,
অনিত্য সংসার নাহি পারাবার, সকলি অসার, ভেবে দেখ না।
গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখনা কালান্ত নিকটে এল,
প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী বল, দূর হবে কাল যম যন্ত্রণা॥ ৫৮০॥

প্রসাদী—একতালা।

আমি কি এমনি রব (মা তারা), আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ি।
আমি ক্রিয়া-হীন, ভজন-বিহীন দীন হীন অসম্ভব,
আমার অসম্ভব আশা পুরাবে কি তুমি আমি কি ও পদ পাব,(মা তারা?
সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব,
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে, এ কথা কাহারে কব, (মা তারা)।
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া, নাম কি আছে যে আর তা লব,
তুমি তরাইতে পার, তেঁই সে তারিণী,
নামটী রেখেছেম ভব (মা তারা)॥ ৫৮১॥

প্রসাদী—একতালা।

তারা-তরি লেগেছে ঘাটে, যদি পারে যাবি মন আয়রে ছুটে।
তারা নামে পাল খাটিয়ে, ত্বরায় তরি চল বেয়ে,
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি, মনের গিরে দেরে কেটে॥
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে,

ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল, কি করবে আর ভবের হাটে ?
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে,
(ওরে) এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়াবেড়ী কেটে ॥ ৫৮২ ॥

প্রসাদী—একতাল।।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে, ও তুই জানিস্ নারে সর্ব্বনেশে।
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে,
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি দেখিস্ নারে বসে বসে।
মনের মত মন যদি হও, রাখরে যোগেতে মিশে,
যখন অজপা পূর্ণিত হবে ধরবে না আর কাল বিষে।
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধরে যতনে কসে,
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি, অভয়চরণ পাবার আশে ॥ ৫৮৩ ॥

ললিত—আড়াঠেকা।

মা বসন পর,
বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি,
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো।
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী,
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো।
পাতালেতে ছিলে মা গো হয়ে ভদ্রকালী,
কত দেবতা করেছে পূজা দিয়ে নরবলি গো।
কার বাড়ী গিয়াছিলে মা গো, কে করেছে সেবা,
শিরে দেখি রক্ত চন্দন, পদে রক্ত জবা গো।
ডানি হস্তে বরাভয় মাগো, বাম হস্তে অসি,
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো।
অসিতে রুধির ধারা মা গো, গলে মুণ্ড মালা,
হেট মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো।
মাথায় সোনার মুকুট মা গো, ঠেকেছে গগনে,
মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো।
আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরও পাগল আছে,
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো ॥ ৫৮৪ ॥

প্রসাদী—একতালা।

আমি তাই অভিমান করি, আমায় করেছ গো মা সংসারী।
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি,
ওমা তুমিও কোন্দল কোরেছ, বলিয়ে শিব ভিকারী।

জ্ঞান-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোপরি,
ওমা বিনা দানে মথুরা-পারে যাননি সেই ব্রজেশ্বরী।
নাতোয়ানী কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভস্ম-ভূষণ পরি,
(ওমা) কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী।
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা এত কেন হোলে ভারি,
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি॥ ৫৮৫॥

গৌরী গান্ধার—একতালা।
মা মা বলে আর ডাকিব না, ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলেম গৃহবাসী, করিলে সন্ন্যাসী, আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী;
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, মা বলে আর কোলে যাব না।
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে, মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে;
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে, মা মোলে কি আর ছেলে বাঁচে না?
ভনে রামপ্রসাদ মায়ের একি সূত্র, মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু;
দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি, দিবি দিবি পুন জঠর যন্ত্রণা ৫৮৬॥

সোহিণী বাহার—একতালা।
তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না,
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না।
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না,তায় বা ক্ষতি কি মোর;
হোক দিলে দিলে বাজী,তাতেও আছি রাজি,এবার এ বাজী তোর গো
ও মা দিতিস দিতাম, নিতাম খেতাম, মজুরি করিয়ে তোর,
এবার মজুরি হলোনা, মজুরা চাব কি, কি জোরে করিব জোর গো?
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি করি শোর,
শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা, মোর যে বিপদ ঘোর গো।
ও মা ঘোর মহানিশী, মন যোগে জাগে, কি কাজ তোর কঠোর।
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল, সুধা না পেলে চকোর গো।
ও মা, আমি টানি কূলে, মন প্রতিকূলে, দারুণ করম ডোর,
রামপ্রসাদ বলে, পড়ে দুটানায়, মরে মন ভুঁড়া চোর গো॥ ৫৮৭॥

খট ভৈরবী—পোস্তা।
জানি গো জানি গো তারা তোমার যেমন করুণা,
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারু পেটে ভাত, গেঁটে সোণা।
কেহ যায় মা পাল্‌কী চড়ে, কেহ তারে কাঁদে করে,
কেহ শালের দেয় দুশালা, কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা॥ ৫৮৮॥

প্রসাদী—একতালা।

এবার কালী কুলাইব, কালি কোসে কালি বুঝে লব।
সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা, কেমন করে তায় রাখিব,
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করে, হৃদি পদ্মে নাচাইব।
কালী পদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব,
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাটা, সে কটাকে কেটে দিব।
কালী ভেবে কালী হোয়ে, কালী বলে কাল কাটাব,
আমি কালাকালে কালের মুখে, কালী দিয়ে চলে যাব।
প্রসাদ বলে আর কেন মা আর কত গো প্রকাশিব,
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু, কালী কালী না ছাড়িব॥ ৫০৯॥

সোহিণী বাহার—আড়খেমটা।

(ওমা) হর গো তারা মনের দুঃখ,
আর তো দুঃখ সহে না।
যে দুঃখ গর্ভ যাতনে, মাগো, জন্মিলে থাকে না মনে,
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওনা ওনা।
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো যে জন্মে নাই সে জানে না,
তুই কি জানিবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না।
রামপ্রসাদে এই ভনে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে,
তবু রব মার চরণে, আর্তো ভবে জন্মিব না॥ ৫১০॥

টুরি জায়েনপুরী—একতালা।

আমায় ছুঁওনা রে শমন আমার জাত গিয়েছে,
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে।
শোন্‌রে শমন বলি, আমার জাত কিসে গিয়েছে,
(ওরে শমন রে), আমি ছিলেম গৃহবাসী কেলে সর্বনাশী,
আমায় সন্ন্যাসী করেছে।
মন রসনা এই দুজনা, কালীর নামে দল বেঁধেছে, (ওরে শমন রে),
ইহা করে শ্রবণ, রিপু ছয় জন, ডিঙ্গা ছেড়েছে॥ ৫১১॥

প্রসাদী—একতালা।

জয় কালী জয় কালী বল, লোকে বলে বলবে, পাগল হলো;
লোকে মন্দ বলে বলবে, তায় কিরে তোর বয়ে গেল,
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল॥ ৫১২॥

টুরিজায়েনপুরী—একতালা।

সময় তো থাক্‌বে না গো মা, কেবল কথা রবে,
কথা রবে, কথা রবে, মা গো জগতে কলঙ্ক রবে।
ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাঁড়া হবে,
সাগরে যার বিছানা মা, শিশিরে তার কি করিবে?
দুঃখে দুঃখে জর জর, আর কত মা দুঃখ দিবে,
কেবল ঐ দুর্গা নামে, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে॥ ৫১৩ ॥

প্রসাদী—একতালা।

এই দেখ সব মাগীর খেলা, মাগীর আপ্ত ভাবে গুপ্ত লীলা।
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ, ।ডেলা দিয়া ভাঙ্গে ডেলা,
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি, .নারাজ হয় সে কাজের বেলা।
প্রসাদ বলে থাক বসে, ভবার্ণবে ভাসাইয়ে ভেলা,
যখন জোয়ার আসবে উজিয়ে যাবে, ভাটিয়া যাবে ভাটার বেলা ॥৫১৪॥

প্রসাদী—একতালা।

প্রসাদী—একতালা।

সে কি শুধু শিবের সতী, যারে কালের কাল করে প্রণতি।
:ষটচক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্ব দলের দল-পতি, সহস্র দলে করে স্থিতি। .
নেঙ্গটা বেশে শত্রু নাশে, মহাল-হৃদয়ে স্থিতি,
(ওরে) বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে নাথি।
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতি,
(ওরে) সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধ মতি ॥ ৫১৫ ॥

প্রসাদী—একতালা।

থাকি এক খান ভাঙ্গা ঘরে, তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে।
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে,
ঐ সে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে, মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে ॥৫১৬।

প্রসাদী—একতালা।

আমি অই খেদে খেদ করি,
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি।
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাশরি।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়, জেনেছি তোমার চাতুরি।

কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না,খেলে না সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে, পেতে,নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি।
যশ অপযশ সুরস কুরস, সকল রস তোমারি,
(ওগো) রসে থেকে রস ভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরি।
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরি আঁকঠারি,
(ওমা) তোমার সৃষ্টি-দৃষ্টি-পোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরে মরি॥ ৫৯৭॥

প্রসাদী—একতালা।

কালি গো কেন নেংটা ফির, ছিছি কিছু লজ্জা নাই তোমার।
বসন ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর,
মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর।
আপনি নেংটা, পতি নেংটা, শ্মশানে মশানে চর,
আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর॥ ৫৯৮॥

প্রসাদী—একতালা।

দুখের কথা শুন মা তারা, আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা।
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এম্নি কাজের ধারা,
(ওমা) পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা।
অশীতিলক্ষ ঘরে বাস করিয়ে, মানব ঘরে ফেরা ঘোরা,
এই সংসারেতে সংসাজিয়ে, সার হলো গো দুঃখের ভরা।
রামপ্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা,
ঘরের কর্ত্তা যে জন, স্থির নহে মন, ছজনেতে কল্লে সারা॥ ৫৯৯॥

দেখি মা কেমন করে, আমারে ছাড়ায়ে যাবা,
ছেলের হাতের কলা নয় মা, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা?
এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো খোঁজে খোঁজে নাহি পাবা,
বৎস পাছে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা।
প্রসাদ বলে ফাঁকি জুঁকি, মাগো দিতে পার পেলে হাবা,
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা॥ ৬০০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন গরিবের কি দোষ আছে,
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেম্নি নাচে।
তুমি কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে,
(ওমা) তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে॥

তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে,
(ওমা) তুমি দুঃখ, তুমিই সুখ, চণ্ডিতে তা লেখা আছে।
প্রসাদ বলে কর্ম্ম সূত্র, সে সুতার কাটনা কেটেছে,
(ওমা) মায়া সূত্রে বেঁধে জীব, ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে॥ ৬০১॥

প্রসাদী—একতালা।

পুরল নাকো মনের আশা, আমার মনের দুঃখ রৈল মনে।
দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম, সুখের আর কিবে ভরসা,
আমি বলব কি করুণাময়ী, সঙ্গে ছয়টা কর্ম্মনাশা।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা, ভেবে ভেবে পাইনে দিশা,
আমি অভয় পদে শরণ নিয়ে, ঘটল আমার উল্টা দশা॥ ৬০২॥

প্রসাদী—একতালা।

আর তোরে ডাকব না কালী,
তুই মেয়ে হয়ে অসী ধরে, নেংটা হয়ে রণ করিলি।
দিয়াছিলি একটা বৃত্তি, তাওতো দিয়ে হরে নিলি,
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, মা হয়ে তার মাথা খেলি।
দীন রামপ্রসাদ বলে মা, এবার কালী কি করিলি,
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা, লাভে মূলে ডুবাইলি॥ ৬০৩॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন করোনা দ্বেষা দ্বেষি, যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোজ তালাসি,
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী,
ওমা, রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি।
দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণবিলাসী,
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুলনিবাসী।
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু-সঙ্গে এক বয়সী,
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে জানকী পরম রূপসী।
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি,
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥ ৬০৪॥

প্রসাদী—একতালা।

সামাল ভবে ডুবে তরি, তরি ডুবে যায় জনমের মত।
জীর্ণ তরি তুফান ভারি, বাইতে নারি, ভয়ে মরি,
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু, এবার তারাই কর্চ্চে দাগাদারি।

এনেছিলে, বসে খেলে মন, মহাজনের মূল খোয়ালি,
যখন হিসাব করে দিতে হবে মন, তখন তহবিল হবে হারি।
দীন রামপ্রসাদ বলে মন, নীরে বুঝি ডুবায় তরি,
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর, আপন ঘরে যায় যে চুরি॥ ৬০৫॥

প্রসাদী—একতালা।

মরি গো এই মন দুঃখে, (ওমা) মা বিনে দুঃখ বল্‌ব কাকে!
একি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বলবে লোকে,
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পেটের ভুকে।
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা, রাখ্‌লে যারে পরম সুখে,
(ওমা) আমি কত অপরাধী, নুন মেলে না আমার শাকে।
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে, আছাড় মারিলে আমার বুকে,
(ওমা) মায়ের মত কাজ করেছ, ঘোষিবে জগতের লোকে॥৬০৬॥

প্রসাদী—একতালা।

(ওমা) তোর মায়া কে বুঝ্‌তে পারে,
তুমি ক্ষেপা মেয়ে, মায়া দিয়ে রেখেছ সব পাগল করে।
মায়া ভরে এ সংসারে, কেহ কারে চিন্তে নারে,
ঐ যে এম্নি কালীর কাপ আছে যে, যেম্নি দেখে তেম্নি করে।
পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা, কে তার ঠিক ঠিকানা করে,
রামপ্রসাদ বলে, যায় গো জ্বালা, যদি অনুগ্রহ করে॥ ৬০৭॥

প্রসাদী—একতালা।

মায়ের চরণ তলে স্থান লব, আমি অসময়ে কোথা যাব!
ঘরে যায়গা না হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কি গো,
মায়ের নাম ভরসা করে, উপবাসী হবে পড়ে রব।
প্রসাদ বলে উমা আমায়, বিদায় দিলেও নাইকো যাব?
আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব॥ ৬০৮॥

প্রসাদী—একতালা।

মন রে তোর চরণ ধরি,
কালী বলে ডাক্ রে, ওরে মন, তিনি ভব পারের তরি।
কালী নামটা বড় মিঠা, বল্‌রে দিবা শর্ব্বরী,
(ওরে) যদি কালী করেন কৃপা, তবে কি শমনে ডরি।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালী বলে যাব তরি,
তিনি তনয় বলে দয়া করে, তরাবেন এ ভব বারি॥ ৬০৯॥

মুলতানী ধানেশ্রী—একতালা।

করুণা মরি, কে বলে তোরে দয়াময়ী,
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, (গো তারা)
আমার এম্নি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ।
কারে দিলে ধন জন মা, হস্তী অশ্ব রথ চয়
(ওগো) তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি তোর কেহ নই?
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্নি হই,
মা গো, আমি কি তোর পাকা খেতে দিয়াছিলাম মই।
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, আমার কপাল বুঝি অম্নি ওই,
(ওমা) আমার দশা দেখে বুঝি, শ্যামা হলে পাষাণময়ী॥ ৬১০॥

বাহার—একতালা।

কালী মুক্ত কর মা আমারে, সয় না ক্লেশ আর শরীরে,
বহুকাল বন্দী আছি সংসার কারাগারে।
মায়া মোহ এমুনি বেড়ি, সাধ্য কি যে এক পা নড়ি,
হাতে গলে দড়া দড়ি দারাসুত পরিবারে।
সাংসারিক কাজ খাটুনি, কারাগারে টানা টানি,
কামাই নাই দিবা রজনী অদৃষ্ট অনুসারে।
বন্ধন মোচনের উপায়, কেবল আছে ঐ রাঙ্গা পায়,
যে ধরে সে অনায়াসে পায়, শিব কন তন্ত্রসারে॥ ৬১১॥

মুলতান—একতালা।

তারা, তোমার আর কি মনে আছে,
(ওমা) এখন যেমন রাখ্‌লে সুখে, তেম্নি সুখ কি পাছে।
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি,
মাগো, ওমা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে॥ ৬১২॥

জংলা—খয়রা।

কালী হলি মা রাসবিহারী, নটবর বেশে বৃন্দাবনে।
পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী,
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ল বিবসন কটি, এবে পীত ধটি, এলো চুলে চূড়া বংশীধারী
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিত সাগরে,নেচে ছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা বারি।

প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি,
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একই বুঝিতে নারি॥ ৬১৩॥

খাম্বাজ—রূপক।

মা, কত নাচ গো রণে,
নিরুপমা বেশ বিগলিত কেশ, বিবসনা হর-হৃদে কত নাচ গো রণে
সদ্য-হত দিতি-তনয়-মস্তক-হার-লম্বিত সুজঘনে,
কত রাজিত কটিতটে, নর-কর-নিকর, কুণপ-শিশু শ্রবণে।
অধরসুললিত, বিম্ব বিনিন্দিত, কুন্দ বিকশিত সুদশনে,
শ্রীমুখ মণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্ট হাস সঘনে।
সরল জলধর, কান্তি সুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও বরণে,
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে। ৬১৪॥

টোড়ী—কাওয়ালী।

ভাব নব জলধর-বরণীরে,
ভবনীরে যদি তরিবে সময়ে, দুখ-নাশিনী ঈশানী।
হৃদয়-বাসিনী পদ, ভাবিলে ভাবনা যাবে দূরে,
ঈশ দনুজান্ত-কারিণী-অম্বর-বাসিনী, কৃতান্ত-বারিণী শ্যামা মারে
সে যে বাসনা-ফল দায়িনী, বাসনা পূরায় জননী,
বাম করে পতি বক্ষোপরে, সে যে অসিত বরণী অসিধরে,
নরক-বারিণী নর-শিরে।
শিবে সঙ্কট-হরা নাম, শঙ্কর দারা নাম,
রসে বশ কর রসনারে, গত দিব দ্রুত গতি,
গতির নাহি সঙ্গতি, দাশরথী কেন চিন্তে নারে,
শ্যামা জনম-মরণ-হারিনি রে॥ ৬১৫॥

আলিয়া—ঠুংরি।

শ্যামাধন সাধন কর, সামান্য ধনে কি হবে,
নিলে খুলে নিধন যে ধন, সে ধনে মনকাজ কি তবে।
অমর অসাধ্য ধন, বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধন,
শঙ্করের সঞ্চিত যে ধন, সঙ্গেতে সঞ্চিত রবে।
ধনেশ্বর বলবে ধনী, মহেন্দ্র মানিবে মানী,
সুরপুরে জয়ধ্বনি, সুরধুনী কোলে লবে।
ধান্য ধন ধরণী ধন, হয় হস্তী গোধন পোষন,
জ্ঞান তুলেতে কর ওজন, এ সব ধনে পাষাণ সবে।

রূপা সোণা মণি মাণিক, উপাসনা করে বণিক,
এ সব সম্পদ্ ক্ষণিক, ভাগিদারে ভাগ বসাবে।
ঢেকে রাখ্তে চাইনে সিন্ধুক, চৌকি দিতে চাইনে বন্দুক
তাঁর নামটী ভীমা ভয়ঙ্করী, ভয় করে যাঁরে ভৈরবে ॥ ৬১৬ ॥

প্রসাদী—একতাল।

তারা আর কি ক্ষতি হবে, হাদে গো জননী শিবে।
তুমি লবে লবে বড়ই লবে প্রাণকে আমার লবে.
থাকে থাক্ যায় যাক্ এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো কায কি আমার ভবে,
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে।
একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে,
আপনি যদি আপন তরি ডুবাই ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয় পদে ডুবে,
গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে।
আছি কাঠের মুরদ খাড়া মাত্র গণনাতে সবে ॥ ৬১৭ ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কোথা আনিলে, আমায় পথ ভুলালে,
দুরন্ত তরঙ্গ মাঝে তরি ডুবালে।
তরি নাহি দেখি আর, চারিদিকে শূন্যাকার,
প্রাণ বুঝি যায় এবার ঘূর্ণিত জলে।
কোথা রইল মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণ প্রিয়ে রইল কোথা, বন্ধু সকলে ॥ ৬১৮ ॥

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

বামা ও কে এলোকেশে, সঙ্গিনী রঙ্গিনী,
ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে।
কি সুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে, নাচিছে মহেশ উরসে।
ঘোর রণে মগনা, হয়েছে নগনা, পিবতি সুধা কি আবেশে।
ঢলিয়া ঢলিয়া, যাইছে চলিয়া, ধরবে বলিয়া, ঘন হাসে,
কাহার নারীরে. চিনিতে নারি রে. মোহিত করেছে ছিন্ন বেশে।
কারে আর ভজরে, ও পদে মজরে. রূপে আলো করিছে দিগ দশে
কি করি রণেরে, হয়েছে মনেরে, প্রসাদ ভনেরে, চল কৈলাসে ॥ ৬১৯ ॥

ইমন কল্যান—আড়াঠেকা।

এ নব বয়সে, এলোকেশে এল কে সে,
চতুর্হস্তা ভয়ঙ্করা ঘোর ভীষণবেশে।
শ্যামাঙ্গে রুধিরাবৃত, নব ঘনতে তাড়িত,
বজ্র সম হু হু করিত, আসব পান আবেশে।
সমরে মহা অধীরা, ছিন্নমুণ্ড অসিধরা,
রক্তে ধরা ভয়ঙ্করা মাভৈঃ মাভৈঃ সদা ভাষে।
ব্রহ্মাণ্ড করিতে নাশ, হলো কি মা তব আস,
অভিলাষ হয় ধূর্জ্জটি পতিত ত্রাসে॥ ৬২০॥

উমন পুরবী—আড়াঠেকা।

মা আমায় দিলে দুঃখ এত,
জগজ্জননী তুমি মা আমি কি ছাড়া জগত?
কিবা জলে, কিবা স্থলে, যে জন দুর্গা দুর্গা বলে,
শমন পালায় ভয়ে, হয়ে অতি কম্পিত।
শুন গো জগতেশ্বরি, কটাক্ষে হেরিলে তরি,
মা হয়ে সন্তানে দুখ দেওয়া এত অনুচিত॥ ৬২১॥

সিন্ধুভৈরবী—তেওট।

দ্রবময়ী গঙ্গে, প্রবল তরঙ্গে, অপাঙ্গে কর গো মা করুণা।
আগমে নিগমে, মা তোমার মহিমে, অধীনে কি করিব বর্ণনা!
তব নিকটে থাকি, তব মৃত্তিকা মাখি, তব নাম ডাকে যেন রসনা।
তোমা হীন দেশে গিয়ে, রাজ্যেশ্বর রাজা হয়ে,
থাকিতে না হয় মনে বাসনা।
তুমি মা সত্য, তুমি মা সর্ব্বতীর্থ, কৃতার্থময়ী তা কেউ জানে না।
অধম কালীদাস বলে, মা আমার অন্তিম কালে,
পাপাত্মা বলে পদে ঠেল না॥ ৬২২॥

পরজ—ঝাঁপতাল।

দে গো মা আমায় ঐ চরণতরি,
অকূল ভব-সাগরে কি রূপেতে তরি?
তুমি তরাও তবে তরি, নইলে কি তরিতে পারি?
দে ঐ বিচিত্র তরি, অচিরে বাসনা করি।
বিপদেতে ডাকি আমি, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,
স্বগুণে তারিবে তুমি, এই ভিক্ষা করি॥ ৬২৩॥

ললিত—তিওট।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস,
দনুজ-দলমা, ললনা সমরে শবে, বিগলিত কেশ।
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমরে বিবাদিনী, মদনোন্মাদিনী বেশ।
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
সঙ্গিনী বড় রঙ্গিনী, নগনা নমান বেশ।
গজ রথ রথী করত গ্রাস, সুরাসুর নর হৃদয় ত্রাস,
দ্রুত চলত চলত রসে গর গর, মরকর কোটিদেশ।
কহিছে প্রসাদ, ভুবন পালিকে, করুণাং কুরু জননী কালিকে,
ভব পারাবার তরাবার ভার, হরবধূ হর ক্লেশ॥ ৬২৪॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কে জানে তোমায় তারা, তুমি সাকার কি নিরাকার।
বাক্যেতে কহিতে নারি, বর্ণিতে বর্ণিতে হারি,
ন ষণ্ড ন্যপুমন্ নারী, ব্যোম আদি ধরা।
হিতার্থে উপাধি দিয়ে, কোন মতে নাম লয়ে,
হই যেন সারা॥ ৬২৫॥

প্রসাদী—একতালা।

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে, এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি;
কেহ বলে সালোক্য পাবি কেহ বলে সাযুজ্য মোলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে,
(ওরে) শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে।
এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চজনে মিলে জুলে,
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবি রে নিদানকালে,
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে॥ ৬২৬॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আমি আছি গো তারিণী ঋণী তব পায়, মা আমার অনুপায়,
ভজন পূজন বিসর্জ্জন দিয়ে জননী গো, বিষয় বিষ ভোজনে প্রাণ যায়।
ঠেঠরে যাতনা পেয়ে বল্লেম,
এবার ভজিতে তোমায় আমি ভবে চল্লেম,
সুপুত্র হব রব স্বপদে, ত্রিপত্র দিব তব শ্রীপদে,

ও হে ধরায় পতিত হয়ে, রয়েছি পতিত হয়ে,
পতিতপাবনী ভুলে মা তোমায়।
হল না সাধন, আর হয় না,
হে দুর্গে, মা আমার দুখ ত আর সয় না।
অপার দাশরথী শঙ্করি, হয় না মানস বশ কি করি,
মা যদি মোরে মনে করি, স্বগুণে বন্ধন করি,
মুক্ত কেশীকর, এ ভববন্ধন দায়॥ ৬২৭॥

ভৈরবী—ঠুংরি।

জয় ভব-কারণ, জগত-জীবন, জীগদীশ জগতারণ হে,
অরুণ উদিল, ভুবন ভাতিল, তোমার অতুল প্রেমে হে।
বিহঙ্গম গণ মোহিরে ভুবন, কাননে তব যশ গায় হে।
সবারি ঈশ্বর, তুমি পরাৎপরা, তব ভাব কে বুঝিবে হে।
হে জগতপতি, তব পদে প্রণতি, এ দীন হীন জনার হে॥ ৬২৮॥

প্রসাদী—একতালা।

মন রে কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব জমিন রইলো পতিত, আবাদ করূলে ফলতো সোণা।
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তসূরূপ হবে না,
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।
অদ্য অব্দ শতাব্দে বা, বাজাপ্ত হবে জান না,
এখন আপন ভেবে যতন করে, চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা।
গুরু রোপন করেছেন বীজ, ভক্তি বারি তায় সেঁচ না,
(ওরে) একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে ডেকে দেনা॥ ৬২৯॥

প্রসাদী—খয়রা।

দুখ দিতে আর কম দিলি না, গেল দুখে দুখে জনম গো মা,
দুখের বোঝা বয়ে মরি, দেখেও তাই দেখিস্ না মা।
যেমন তোর নামেতে শমন পালায়, আমার নামে তেমন তুই মা।
অন্যে দুখ করে সুখ পায়, আমি পেলেম দুখে দুখ মা।
আমার পায়ের কাদা মাথায় উঠে, মাথার ঘামে পা ভিজে মা।
তুচ্ছ ধনের কাঙ্গাল হয়ে, দেশ বিদেশে ঘুরে মলাম,
ধুলোর শয্যায় মশাতে খায়, হাত পা নাড়ি ঘুম আসে না,
তখন দুখের কথা মনে উঠে, চক্ষের জলে বুক ভাসে মা।
আমার ভাত হয়তো, ব্যঞ্জন হয় না, ব্যঞ্জন মিলে, ভাত ঘটে না;
রাজমোহন কয়, কেবল আমি নই, কারেও সর্ব্ব পুর দেখ্‌লেম না। ৬৩০॥

প্রসাদী—একতালা।

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো,
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো।
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
(ওমা) শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো ?
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
(ওমা) তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো !
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো॥ ৬৩১ ॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

কর তাঁর নাম গান, যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর হে মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি, জগত করে হে আলো ;
স্রোত বহে প্রেম পীযূষবারি, সকল জীব সুখ কারী হে॥ ৬৩২ ॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

তোমার অনন্ত মায়া কে জানে, অনন্ত যাহারি অন্ত না পায় ধ্যানে
মা, কি তব বিচিত্র মায়া, যার বশে মহামায়া,
পশ্বাদি কীট পতঙ্গ মা ভ্রমে অচেতনে।
সুরাসুর কিন্নর, গন্ধর্ব্ব অপ্সর নর,
মায়ায় মুগ্ধ চরাচর কে বা সচেতনে।
আগম স্মৃতি বেদান্ত, সে মর্ম্ম জানিতে ভ্রান্ত,
অচিন্ত্য পরম তত্ত্ব, মা অব্যক্ত ভুবনে ;
চিন্ময়ী হয়ে প্রসন্ন, শ্রীশে দেও শ্রীচৈতন্য,
যেন মন মগন সদা থাকে শ্রীচরণে॥ ৬৩৩ ॥

কর্ণাটি ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বড় আশা করে এসেছি গো,
ডেকে লও ফিরাও না জননী,
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো।
আর আমি যে কিছু চাহিনে, চরণ তলে বসে থাকিব ;
আর আমি যে কিছু চাহিনে, জননী বলে শুধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে,গৃহ আর পাইব কোথায়,কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব ?
ঐ যে হেরি, তমসা-ঘন ঘোরা রজনী॥ ৬৩৪ ॥

মুলতান—একতালা।

দোষ কারু নয় গো মা, স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি মা।
ষড়রিপু হল কোদণ্ড স্বরূপ, পুণ্য ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
যে কূপ ব্যাপিল কালরূপ জল, কলে মনোরমা।
আমার কি হবে তারিণি, ত্রিগুণধারিণী,
বিগুণ করেছি স্বগুণে, কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশরথীর অনিবার বারি নয়নে।
বারি ছিল কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে,
তরে তরি, চরণ-তরি দিলে ক্ষেমঙ্করী করি ক্ষমা॥ ৬৩৫॥

গৌরী—একতালা।

কালী যে কেমন ধন কে জানে,
ধ্যানে কি জানে, বাক্য মনের অগোচর, আগমে যাঁর ব্যখানে।
চিন্ময়ী চিৎস্বরূপা চিতক্ষেত্র-চারিণী, ব্রহ্মমাতা বরপ্রদা ব্রহ্মরন্ধ্র-বাসিনী
সহস্র দলেতে সদা থাকেন ঈশান সনে।
প্রকৃতি পুরুষ রূপে লীলায় করেন নৃত্য,
সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য কিছুতে নন লিপ্ত,
কর্ম্ম ফলে ভূমণ্ডলে ভোগে মাত্র ভূতগণে।
ঘটে, পটে, মটে, কাটে, যে ভাবে যে কল্পনায়,
কর্ম্মফলে কাছে আসি কালী দেখা দেন তায়,
পূরাতে সাধকের সাধ সাকারা হন স্বগুণে।
আশুতোষ অজ ইন্দ্র যাদবেন্দ্র যে মায়ায়,
মৃণালের তন্তু মধ্যে পলকেতে আসে যায়,
পাষণ্ড প্যারী তবে সে কালী পাবে কেমনে? ৬৩৬॥

প্রসাদী—একতালা।

কে জানে বিভু কেমন;
যাঁর না পায় অন্ত কত শত যোগী ঋষি জ্ঞানী মহাজন।
জ্ঞানে বিজ্ঞানে বুদ্ধিতে হয় না যাঁর তত্ত্ব নিরূপণ,
ও সেই অনন্ত সচ্চিতে চর্ম্মচক্ষেতে না হয় দরশন।
বেদ বেদান্ত আদি ন্যায় পুরাণ ষড় দরশন,
সব তন্ন তন্ন করে যাঁরে না পায় কেহ অন্বেষণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাঁরে করে অবলম্বন,
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, হইয়ে জীবের জীবন।
সেই প্যারে জানিতে তারে ভক্তি ভাবে ডাকে যে জন,
তিনি সরল সাধকের নিকট আত্মস্বরূপ করেন প্রকটন॥ ৬৩৭॥

প্রসাদী—একতালা।

শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে,
চৌদ্দপুয়া কলের ভিতর, কত রঙ্গ দেখাতেছে।
যে কলে চিনেছে তারে, কল হতে হবে না তারে,
কোন কলের ভক্তিডোরে, আপ্‌নি শ্যামা বাঁধা আছে।
যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল সবশে রয়,
কমল বলে কালী গেলে, কেউ না যায় সে কলের কাছে॥ ৬৩৮॥

কাফি—ঠুংরী।

এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে,
আদি সত্য তিনি কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে।
জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময়, সকলের আশ্রয়, দেখে সেই যে বিশ্বাস করে।
প্রেমময় দয়াসিন্ধু কৃপানিধি, শ্রবণে যাঁর গুণ আঁখি ঝরে,
তাঁহার মুখ দেখি সবে হওরে সুখী, তৃষিত মনপ্রাণ যাঁর তরে।
বিচিত্র শোভাময় নির্ম্মল প্রকৃতি, বর্ণিতে সেরূপ বচন হারে।
ভজন সাধন তাঁর, করহে নিরন্তর, চিরভিখারী হয়ে তাঁর দ্বারে॥৬৩৯॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা,
সুধা পানে ঢল ঢল, কিন্তু ঢলে পড়ে না।
বিপরীত রতাতুরা, পদ ভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলপারা, লজ্জা ভয় তো মানে না॥ ৬৪০॥

গাড়াভৈরবী—খয়রা।

চল যাই কাজ নাই তারার তালুকে রে;
কখন আছি কখন নাই, এ তালুকের মুখে ছাই।
পঞ্চজনার জামিন দিয়ে, এসেছ বয়নামা লয়ে,
ভুলিলে বিষয় পেয়ে, শেষেতে পাবি সাজাই।
ষড় রিপু জ্যেষ্ঠ যে, কানন্‌গুই হয়েছে,
সে হস্তবুদে জব্দ করে ফিরিয়াছে সদাই।
ক্রোধ হল পাটুয়ারী, লোভ মোহ মোহকারী,
খাজাঞ্চি হয়েছে মদ মাৎসর্য্য এই দুটী ভাই।
যখন তোমার তসিল হবে, সঙ্গী সবে পালাইবে,
তখন কার দোহাই দিবে, আমার মা বিনে গতি নাই। ৬৪১॥

"ওরে তিস্তুরে—স্বর"

যা অনায়াসে হয় তাই কর রে,
কাজ কি আমার কোথা কুশি, আর মন বিরলে বসি,
ভাব শ্যামা এলোকেশী, বারানসী পাবি রে।
ভস্মমাখা ত্রিলোচন, শিবের কোন্ পুরুষে ছিল ধন,
শ্যামা নির্দ্ধনের ধন, তাই সদা জপ রে। ৬৪২॥

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা।

তারা তুমি কত রূপ জান ধরিতে,
জননি গো জ্বালামুখী গিরি-ভূমিতে;
লোমকূপে ধরাধর, ব্রহ্মময়ী পরাৎপর,
অসুর বিনাশ কর মা আঁখির নিমিষে,
তুমি রাধা, তুমিকৃষ্ণ, মহামায়া মহা বিষ্ণু,
তুমি গো মা রামরূপিনী, তুমি অসিতে॥ ৬৪৩॥

মুলতান—ঝাঁপতাল।

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখানি উড়্‌তেছিল,
কলুষের কুবাতাস পেয়ে, গোপ্তা মেরে পড়ে গেল।
মায়া কান্নি হল ভারি, আর আমি উঠাতে নারি,
দারাসুত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল।
জ্ঞানমুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে,
মাথা নেই সে আর কি উড়ে, সঙ্গের ছজন জয়ী হল;
ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা, খেল্‌তে এসে লাগ্‌ল ধাঁধা,
নরেন্দ্রের হাসা কাঁদা,—না আসা এক ছিল ভাল॥ ৬৪৪॥

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

জানি মা তোর জেতের ধারা,
কেন মোজা কথা শুন্‌নি তারা?
বাপ পাষাণ, মা পাষাণী, তুই হয়েছিস তার বাড়া,
অন্নলক্ষ্মী যার হয়েছিস্, করেছিস্ তার লক্ষ্মীছাড়া।
সে শ্মশানে শ্মশানে ফিরে, ভিক্ষে করে পাড়া পাড়া,
তোর দয়া কি চাব মাগো, করুণা তোর সৃষ্টিছাড়া।
ও তুই পেটের জ্বালায় আপনি খাস্ মা, আপন মুণ্ডের রুধির ধারা।
হরিশ বলে ভাব ভেবে তোর, স্থির হয় ছুটো আঁখি তারা।
আমি বুঝতে নারি ও শঙ্করি, কে তোর নাম রেখেছে তারা? ৬৪৫॥

জয়জয়ন্তি—একতালা।

মা তোরে আর ডাক্‌ব কত আমার কষ্টে প্রাণ হল ওষ্ঠাগত।
কানের মাথা খেয়ে শুনিশ না মা ডাকি
পাষাণ-নন্দিনি, ভুলি মমতা কি,
পাসরি সন্তানে পাষাণের মত ?
যে তোর শঙ্করি হয় আশার দাস,
সর্ব্বনাশী তার কর সর্ব্বনাশ,
হরিশ দীন হীন, পরাস তায় কপিন,
এইতো মা তোর করুণা, যত যাবে দিন।
দিন রবে না তারা, জানা গেল কেবল তারা নামের ধারা,
দুর্গা নামে মুক্তি, এই শিব উক্তি,
হরিশের ভাগ্যে হল তা হত ॥ ৬৪৬ ॥

সোহিনী—আড়াঠেকা।

আর কত যন্ত্রণা শ্যামা দিবি গো আমারে,
সহেনা জঠরব্যাধি জননি গো বারে বারে।
নিজ দোষেতে দূষিত, হয়ে আছি জ্ঞানহত,
কৃতান্ত-ভয়জনিত, এ দুস্তরে কে নিস্তারে।
তবাংঘ্রি কমলে, নাহি মতি গো বিমলে,
ত্রাহি অকিঞ্চনে ডাকে মা ভববন্ধন কূপেতে পড়ে ॥ ৬৪৭ ॥

মুলতান—ঝাঁপতাল।

আপনাতে আপ্‌নি থেকো, যেও না মন কার ঘরে,
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন এই পরেশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
শত মণি পড়ে আছে, আমার চিন্তামণির নাচদুয়ারে ॥ ৬৪৮ ॥

ইমন কল্যান—আড়াঠেকা।

রাখ মা মায়ের ধর্ম্ম জন্ম শোধ দেখা দিয়ে,
রয়েছে কৃতান্ত দূত শত পুরেতে ঘিরিয়ে।
মায়ের উচিত হয়, সন্তানে পাইলে ভয়,
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ভয় নিবারে আসিয়ে।
সন্তানেরও এই রীতি, ক্ষুধা নিদ্রা তথা ভীতি,
সময়ে মা বলে ডাকে, তাকি জান না জানিয়ে।
জ্বলিলে ক্ষুধাগ্নি কাল, মহানিদ্রা গত কাল,
করাল কিঙ্কর কাল উগ্র বেশে দাঁড়াইয়ে ॥ ৬৪৯ ॥

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

যশোদা নাচাত গো মা, বলে নিলমণি, (গো মা,)
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী।
একবার নাচ গো শ্যামা—
হাসি বাঁশী মিশাইয়ে, মুণ্ডমালা ছেড়ে (একবার) বনমালা পরে।
অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে, আড় নয়নে চেয়ে চেয়ে, (একবার)।
গজমতি নাশায় দুলুক, (একবার)।
যশোদার সাজান বেশে, অলকা আবৃত মুখে, (একবার)।
অষ্ট নায়িকা, অষ্ট সখী হক, (একবার)।
যেমন করে রাসমণ্ডলে নেচেছিলি, (একবার)।
হৃদি—বৃন্দাবন মাঝে ললিত ত্রিঠামে,
চরণে চরণ দিয়ে, গোপীর মন ভুলান বেশে,
একবার নাচ দেখি শ্যামা।
তেমনি তেমনি তেমনি করে, একবার নাচ্ গো শ্যাম।
(দেখে নয়ন মন সফল করি,) বড় সাধ আজ মনে,
তোর শিব বলরাম হক, (হেরি নীলগিরি আর রজত গিরি)।
একবার বাজা গো মা,—(সেই মোহন বেণু)
যে বেণু রবে ধেণু ফিরাতিস্, (সেই মোহন বেণু)।
যে বেণুর রবে যোগীর মন ভুলাতিস্,
যে বেণু রবে যমুনার জল উজান ধারিত, (সেই মোহন বেণু)।
বাজুক তোর বেণু বলায়ের সিঙ্গে, (সেই মোহন বেণু)।
শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে গো মা, (একবার)।
তা থেইয়া, তা থেইয়া তা তা, থেই থেই বাজত নূপুর ধ্বনি,
শুনতে পেয়ে আস্তো ধেয়ে ব্রজের রমণী, (গো মা), (একবার)।
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী কেঁদে ব্যাকুল হত,
বলে ধরধর, ধর ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর ননী; (একবার)।
এলায়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেণী,
একবার নাচ্ গো শ্যামা॥ ৬৫০॥

ভৈরবী - মধ্যমান।

কে ও বিহরে, হর-হৃদিপরে, হর-মনমোহিনী,
চরণে অরুণ রবিশশী যেন, নখরে প্রখরে আপনি,
শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়িনী,
চরণে নূপুর অলো করে-পুর, মণিময় পুরবাসিনী,
রজত শিখরে, করে অসি করে, শিশির-শিখর-নন্দিনী,
যেন চরম সময়, মরমেতে হয়, কালি কালভয়বারিণী॥ ৬৫১॥

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরি,
মোহ-ঝড়ে মায়া-তুফান, ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করি।
একে মন মাঝি আনাড়ি, তাতে ছজন গোঁয়ার দাড়ী,
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবু ডুবু খেয়ে মরি।
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে পড়্‌লো শ্রদ্ধার পাল,
নৌকা হল বান্‌চাল, বল কি করি?
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গেতে দিয়ে সাঁতার দুর্গা নামের ভেলা ধরি॥ ৬৫২॥

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

কে রণ-রঙ্গিণী, যোগিনী-সঙ্গিনী, হয়ে উলঙ্গিনী, নাচিছে সমরে।
পদতল নব প্রভাকরকর দশ সুধাকর, শোভিছে নখরে।
কিবা জীমূতাঙ্গি জ্যোতি তম-হর, চরণে পতিত শবরূপে হর।
জবা বিল্বদল কিবা মনোহর, শোভিছে ও পদে, গঁপিছে অমরে।
কুন্তল জাল জিনি, কাদম্বিনী, আরক্ত নলিনী দল ত্রিনয়নী,
লোল-রসনা করাল-বদনী, শোণিতের ধারা বহে বিম্বাধরে।
দম্ভে কম্পে ধরণী সঘনে, করে হুহুঙ্কার পাবক নিঃস্বনে,
ঝরে ইরম্মদ নয়নেরি কোনে, ক্ষণপ্রভা খেলে দশন উপরে।
ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দেখে লাগে ভয়, কিন্তু ভক্তে বিতরিছে বরাভয়,
অকিঞ্চনে কয় সামান্যাতো নয়, ব্রহ্মময়ী উদয় হয়েছেন সাকারে॥৬৫৩॥

পরজ—জলদ তেতালা।

মন মানসে জপ না, কামারি অঙ্গনা,
জপরে একান্তে, দিনান্তে নিশান্তে, প্রাণান্তে কৃতান্তে ছোঁবে না।
সে পদ রাতুল, হয় স্থূল মূল,
জগতে না হেরি তার সমতুল, তারে কভু ভুলো হয়ো না।
কালী পদ লাগিয়ে হলে চিন্তাকুল,
কালী সে কিঙ্করে হন অনুকূল,
অনায়াসে তারে কালী কুলান কূল, কভু প্রতিকূল থাকে না। ৬৫৪॥

প্রসাদী—একতালা।

(মা তোদের) ক্ষেপার হাট বাজার, গুণের কথা কব কার,
তোরা দুই সতীনে, কেউ বুকে কেউ মাথায় চড় তাঁর।
কর্ত্তা যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষেপার মূলাধার, (মা তারা)

চাকলা ঝাড়া ঢেলা দুটো সঙ্গে অনিবার।
গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস্ কদাচার, (মা তারা)
মণি মুক্তা ছেড়ে পরিস গলে, নর-শির হার।
শ্মশানে মশানে ফিরিস্, কার বা ধারিস্ ধার, (মা তারা)
রামপ্রসাদকে ভব ঘোরে কর্ত্তে হবে পার॥ ৬৫৫

ভৈরবী—আড় খেম্‌টা।
ও গো ত্রিনয়না মা তোমার কেমন মহিমা,
আমা হতে জানা যাবে গো এবার।
আত্মপুণ্যে নর হয় যদি উদ্ধার,
মাহাত্ম্য কি তোমার তাতে বল না?
আমি হীন-ভক্তি আমায় দিতে মুক্তি,
আদ্যাশক্তি শক্তি হল না তোমার।
(মা গো) তুমি ধর্ম্মার্জ্জিত কর্ম্ম সংঘটন,
তোমাতে উৎপত্তি সংসার পালন,
কুমতি সুমতি তুমি সবার গতি,
যার প্রতি হয় যেমন দয়া;
মায়া চক্রে আমায় ফেলি,
যেমন চালাও তেম্নি চলি, যেমন বলাও তেম্নি বলি,
দুর্গা বল্‌তে মুখে দাও না অবসর।
গর্ভবাসী যখন মানস বৈরাগ্য,
ভব ধামে এসে হলেম উপসর্গ,
তব রাঙ্গা পায় দিতে পাদ্য অর্ঘ্য, বাসনা ছিল না মনে।
(মা গো) ইহকাল গেল অসুখে,
বঞ্চিত হলেম পরলোকে,
কমলের কর্ম্মবিপাকে, কলুষ পাতকী হল না উদ্ধার॥ ৬৫৬॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।
বলরে শ্রীদুর্গা নাম,
দুর্গা দুর্গা বলে পথে চলে যায়,
শূল হস্তে মহাদেব রক্ষা করেন তায়।
শফরী হইয়ে মাগো গগণে উড়িবে,
মীন হয়ে রব জলে, নখে করে লবে।
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ি যাবে এ পরাণী,
সে সময়ে দিও রাঙ্গা চরণ দুখানি।
যখন বসিবে মা গো শিব সন্নি ধানে,
বাজন নূপুর হয়ে বাজিব চরণে।

"তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী, তুমি মা সকল,
তোমা হতে ব্রহ্মা বিষ্ণু, দ্বাদশ গোপাল ॥ ৬৫৭॥

মুলতান—একতালা।

মা আমার অন্তরে জাগো, জাগো গো মা কুলকুণ্ডলিনী।
তোমায় অন্তরেতে রাখি নিয়ত নিরখি, অন্তর না করি দিবা রজনী।
ভক্তি-পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা-সচন্দন, তদঞ্জলি করি চরণে অর্পণ,
নেত্র মুদে, মন সাধে, করি কালীরূপ দরশন।
কামাদি ছয় বলি, দিব গো করালি, বিবেক অসি করে ধারণ করি।
তাহে জ্ঞানাগ্নি জ্বালিব, হিংসাহুতি দিব, তবে ঘটে প্রবেশিবে শিবানী।

খাম্বাজ—একতালা।

নামেরই ভাবনা কেবল কালী গো তোমার,
কাজ কি আমার কোশাকুশী, দেঁতোর হাসি লোকাচার,
নামেতে কাল পাশ কাটে, জোটে তা দিয়েছে রটে,
আমি তো সেই জটের মুটে, হয়েছি আর হব কার।
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,
নিতান্ত করেছি শিবে, শিবের বচন সার ॥ ৬৫৯ ॥

বাঁরোয়া—ঠুংরি।

দুখের বাকি আছে কি,
বাকী টেনে উসুল দিয়ে দেখ না মা কতো বা কি।
অন্ন বস্ত্র হলেম ছাড়া, নিরানন্দ ধরায় সারা,
চাইলি না মা ও গো তারা, কষ্ট দেওয়া উচিত কি?
অন্নচিন্তা সদা করি, চিন্তা জ্বরে জ্বলে মরি,
ইচ্ছা হয় না তোর মুখ হেরি, কালঘাতী তাই ডাকি।
কপালের লিখন যাহা, খণ্ডন না যায় তাহা,
অনুযোগ করা বৃথা নবীন পদাকাঙ্ক্ষী। ৬৬০॥

সিন্ধু-কাওয়ালী।

দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি,
আমার এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে শঙ্করী।
আমি নাশি গো ব্রাহ্মণ হত্যাকরি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি ॥ ৬৬১ ॥

মালকোষ—কাওয়ালী।

ভয় কি শমন তোরে,
এলোকেশী শ্মশানবাসী যায় হৃদয়ে বিরাজ করে।
কালী কালী বল্‌ব সদা, পার্‌বি না তায় দিতে বাধা,
কালী নামে মেরে ডঙ্কা, যমের শঙ্কা রাখ্‌ব দূরে।
যমের তলব আস্‌বে যখন, কালীসই চিঠি দেখাব তখন,
চিঠির মর্ম্ম পেলে পরে, আস্তে আস্তে যাবে ফিরে।
দ্বিজ নবীন কালীর পুত্র, মা হয়ে মা হয় না শত্রু,
মায়ের কোলে থাক্‌ব বসে, লয়ে যেতে কে পারে। ৬৬২ ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কালি এই করো কাল এলে,
কাল পেয়ে কাল ঘিরবে যখন, দেখা দিও হৃদ্‌কমলে!
গুরুদত্ত ধন যেন আমার মন, শমন দেখে না যায় ভুলে।
তারাদাসে বলে, অন্তে গঙ্গাজলে, জিহ্বায় কালী কালী বলে॥ ৬৬৩॥

সুরট মল্লার—মধ্যমান।

তারা আপন জোরে লব শ্রীচরণ,
স্বামীরে দিয়েছ তুমি কোন্ বাবার ধন।
মাতৃধনে অধিকার, কভু না হয় পিতার,
পুত্রে প্রাপ্ত সুবিচার, দায়ভাগে এ লিখন।
পিতা দত্ত ধনহারী, উভয় পিতা মাতারি,
অন্তর্ধ্যানে শ্রাদ্ধকারী, বিশেষ ভ্রান্তি কারণ।
ভাঙ্গড় সে ত্রিপুরারী, আজন্ম কাল ভিখারী,
কিছু অংশ দেয় না তারি, বক্ষে মেখেছে কৃপণ।
পিতার লাগে পুত্রের শাপ, বুকে খেলে কাল সাপ,
ত্রিরাত্রিতে গেল পাপ, পিণ্ড দাও শ্যামাচরণ। ৬৬৪॥

মূলতান ঝাঁপতাল।

কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী,
লক্ষে ঝক্ষে, অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দেও জননী।
লম্ফে ঝম্ফে কম্পে ধরা, অসিধরা করালিনী,
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা ভয়ঙ্করা-কাল-কামিনী।
সাধকেরই বাঞ্ছা পূর্ণ কর, নানা-রূপ-ধারিনী,
কভু কমলের কমলে নাচ মা, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী॥ ৬৬৫॥

ললিত ঝিঁঝিট—যৎ।

আর কি তারা ভয় বিপদে।
আমি নাম নিয়ে তোর,
ঝাঁপ দিয়েছি দুর্গম দুঃখেরি হ্রদে।
নামেতে হৃদয় মত্ত, দেহ পদে সমর্পিত,
দুখ তোর ভাণ্ডারে কত, দেগো মা মনেরি সাধে।
কালী নাম সার করি, সারে ভাসাইলেম,
যা করাও মা তাই করি, তুচ্ছ এই বিষয় সম্পদে ;
বিষয় সুখ সব ত্যাগ হয়েছে, কালীরূপ লেগেছে হৃদে॥ ৬৬৬॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

যদি ভবনদী পার হতে থাকে বাসনা,
দক্ষিণে কালীকে কৃষ্ণে ভেদ করো না।
অসিধারী বংশীধারী, পীতাম্বর দিগম্বরী,
দ্বিভুজ মুরলীধারী, লোলরসনা,
বনমালী মুণ্ডমালী, শিখিপুচ্ছ শিখিভালী,
মকরাকৃতি কুণ্ডল, কভু শব শিশু বলি,
দেখ এই কৃষ্ণকালী করি মননা॥ ৬৬৭॥

সিন্ধু—খয়রা।

আমার রসনার বাসনা আছে, ডাকি মা তোরে গো,
আমার মন পাজী, না হয় রাজি, বাদী দেখ মোরে গো।
দেহের মধ্যে রাজা মন, মন্ত্রী আছে ছয় জন
প্রজা সব ইন্দ্রিয়গণ সদা ভয় করে গো॥ ৬৬৮॥

ব্রহ্ম।

ইমন কল্যান—তেওরা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ, দুখ জ্বালা সেই পাসরে।
তোমার জ্ঞানে, তোমার ধ্যানে, তব নামে কত মাধুরী।
সেই ভকত সেই জানে, তুমি জানাও যারে সেই জানে,
ওহে, তুমি জানাও যারে সেই জানে॥ ৬৬৯॥

মিশ্র—একতালা।

জয় দেব, জয় দেব, মঙ্গলদাতা; জয় জয় মঙ্গলদাতা;
সঙ্কট-ভয়-দুখ ত্রাতা, বিশ্ব-ভুবন-পাতা, জয় দেব জয় দেব।
অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা, প্রভু নাহি তব উপমা,
বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু, চিন্ময় পরমাত্মা, জয় দেব জয় দেব।
জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে,
পরম শরণ তুমি হে, জীবনে মরণ, জয় দেব জয় দেব।
কি আর যাচিব আমরা, করি হে এ মিনতি, প্রভু করি হে এ মিনতি,
এ লোকে সুমতি দেও, পরলোকে সুগতি, জয় দেব জয় দেব ॥৬৭০॥

গৌরী—একতালা।

কোথায় সে জন, জানে কোন জন, যে জন সৃজন লয় করে,
নিকট কি দূরে, অন্তরে, বাহিরে, মসীদে কি গীর্জ্জে মন্দিরে।
শূন্যমার্গে, স্বর্গে, সাগরে, সলিলে, ভূগর্ভে, অনলে, অনিলে,
বনে, প্রস্রবণে, শব্দে, ভূমণ্ডলে, আঁলোয় কি অন্ধকারে!
পাতে, পোতে, পথে, ঘাটে, ঘোঁটে, ঘটে,
তপে, জপে, যোগে, যাগে, যোগী রটে,
সরল কি শঠে, হোটেলে কি হাটে, পটে কি পাথরে প্রস্তরে!
লণ্ডনে, মার্কিণে, ফ্রান্সে কি চীনে,
বর্ম্মা, বেঙ্গলে, বোম্বে, হিন্দুস্থানে,
নেপালে কি ভোটে কাবুলে, গুজরাটে, ব্রহ্ম অণ্ডে কি অণ্ড বাহিরে!
গয়া, গঙ্গা, বারাণসী, বৃন্দাবনে, ঘোষপাড়া পেঁড়ো, নদীয়ায়, মদিনে,
রিভার জর্ডনে, গার্ডেন অফ্ ইডেনে,
শ্মশানে, সমাজে কবরে!
ভারত অশক্ত যে ভাব ধারণে, সাঙ্খ্যে হয় না সংখ্যা অদর্শ দর্শনে,
বাইবেলে, মিণ্টনে, কোরাণে পুরাণে,
বেদে কি তন্ত্র অন্তরে!
তিনি কর্ত্তা কি গৌরাঙ্গ, নানক, আল্লা, যীশু,
কালী কি কারাই রসু-শিশু বাসু,
কোন্ নামে কোন্ ডাকে, সাড়া দেন কাকে,
স্বরূপ বলিতে সেই পারে! ৬৭১॥

নট বেহাগ—ঝাঁপতাল।

জয় পরম শুভসদন ব্রহ্ম সনাতন, করুণার সাগর কলুষ নিবারণ।
জয় বিশ্বপাতা, অনন্ত বিধাতা, জয় দেব দেবেশ, জীবের জীবন ॥৬৭২॥

ইমন কল্যান— তেওট।

ভাব সেই একে,
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এসংসার, আদি অন্ত নাহি যাঁর,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দেবতানাং পরমং দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥ ৬৭৩॥

বাউলের সুর—খেমটা।

নদি! বল রে বল, আমায় বল রে,
কে তোরে ঢালিয়ে দিল এমন শীতল জল রে।
পাষাণে জন্ম নিলে, ধর্লে নাম হিমশিলে,
কার প্রেমে গলে আবার হইলে তরল রে?
ওরে যে নামেতে তুমি গল, (মরি হায় রে নদি)
ওরে, সেই নাম আমায় এক বার বল, দেখি আমার হৃদিস্থল,
গলে কি না আমার কঠিন হৃদিস্থল রে!
ভক্তিজন পবন সঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে,
প্রেম-তরঙ্গে তুমি কর টলমল রে।
তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও, (মরি হায় হায় রে নদি)
যারে নিকটে পাও তারে নাচাও,
উচ্চ রবে কার নাম গাও, হইয়ে বিকল রে।
যে স্বজন করে তোরে, তাঁর স্বরূপ তোমার নীরে,
তাই নদি তোমার তীরে, দেখি শ্মশান স্থল রে!
ওরে তোমার তটে সাধন করে,
হয়ে থাকে তোমায় হেরে হৃদয় নিরমল রে॥ ৬৭৪॥

বাহার—ঝাঁপতাল।

জানিতে সে জন, চাহ যদি মন, ভজ সেই জন, ভক্তি করে।
গুরুদত্ত পথে, সাধুজন মতে, স্বীয় মনোরথে পরমাদরে।
বেদভেদ মন্ত্র গীতা ভাগবত, ভক্তি রসামৃতসিন্ধু আদি মত,
বিবিধ বিধানে, বিধি ভক্তি যত, সাধন ভজন কর সাদরে।
কাশীনাথ তুচ্ছ করি কাশীধাম, পঞ্চমুখে সদা গায় যার নাম,
সে বিভু চরণ, পরম কারণ, স্মরণ মনন, সদা কর রে॥ ৬৭৫॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরী।

তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয়, তোমা হতে আত্মীয় কে আছে?
পিতা মাতা জায়া, তনয় তনয়া, আর এত দয়া কে করিতে পারে।
করুণার বিধান বিভু তুমি হে কত না করুণা করিলে পাপীরে;
গ্রহ তারকামণ্ডিত নীলনভঃ, ধন ধান্য ভরা রমনীয় ধরা,
সুগভীর তরঙ্গিত নিরবধি, হিমরঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি,
সকলে পুলকে সমতান ধরি, করিছে করুণা তব কীর্ত্তন হে ॥৬৭৬॥

রামকেলী—কাওয়ালী।

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা অনুসারে, উপাসক লোকের উপকারে,
ধরেন অনন্ত রূপ অনন্ত সংসারে।
সমভাবে সদা বিরাজ করেন সর্ব্বাধারে, নিরাকারে নিরাকার,
সাকারে সাকার, স্থূলে স্থূল, সূক্ষ্মে সূক্ষ্ম, ভিন্ন রূপ ভিন্নাকারে
কি ভূচরে, কি খেচরে, কিবা জলচরে, পরমাণু রূপে পরম আনন্দে,
বিচরে ভুতনাথের বিভুতি আব্রহ্ম স্তম্ব সঞ্চারে।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে সর্ব্বভূতে আবির্ভূত, কিন্তু কোন ভূতে থাকেন জড়ীভূত,
আহা কি কাণ্ড অদ্ভূত, ভুতে কি রচিতে পারে!
কখন পুরুষাকার কখন প্রকৃতি, কখন মোহন রূপ বিকৃত আকৃতি,
সাধক হিত সাধনে শাস্ত্রে বলে সবে নানাকারে।
কখন শ্মশানালয়ে শবে শবাসনা, কখন সমর ভূমে শোণিতে মগনা,
কখন গোপাল রূপ গোকুলে গোপ আকারে ॥ ৬৭৭॥

গৌরী—একতালা।

এই যে বিশ্ব, হতেছে দৃশ্য, অবশ্য কেউ করেছে সৃজন।
হেরে অসম্ভব কাণ্ড ভাণ্ড সব, জ্ঞান হয় কর্ত্তা আছে কোন জন।
অপার অদ্ভুত অনন্ত অখিলে, এ সৃষ্টিতে কেউ স্রষ্টা না থাকিলে,
ধ্বংস হতো জগৎ পড়ে বিশৃঙ্খলে, সুশৃঙ্খলে কভু চলে কি এমন?
নিশ্চয় তাঁর করুণার গুণে, স্নেহের সঞ্চার মা বাপের মনে,
জনমের পূর্ব্বে দুগ্ধ দেন স্তনে, হবে বলে জীবের জীবন ধারণ।
জীবন যাপনে যা যা প্রয়োজন, চেয়ে দেখি তাই আছে আয়োজন,
হাতে হাতে পাই, চাই যা যখন, তবে অবিশ্বাস করা অকারণ।
তারকা তপন চন্দ্রমা পবন, বিরাম বাসনা দিয়ে বিসর্জ্জন,
নবগ্রহ চয়ে নিগ্রহ ভয়ে নিয়মেতে নিত্য করিছে ভ্রমণ।
অন্ধকারে আলো ব্যাধিতে ঔষধি, সমুদয় সেই বিধাতার বিধি,
এসব উপায় না থাকিত যদি, তবে ভবে ভাবি অভাবে মরণ ॥ ৬৭৮ ॥

বাউলের সুর।

তরু বলরে বল, ও তরু বল রে,
কে তোরে সাজালে দিয়ে পত্র পুষ্প ফল রে ?
ছিলি এক কণার মত, হলি তায় হস্তশত,
কাণ্ড প্রকাণ্ড কত, কার কৃত কৌশল রে।
কেন দেখ্‌তে পাই রে প্রভাত হলে,ধরা ভেসে যায় তোর নয়ন জলে
না জেনে লোকে বলে শিশির পড়া জল রে।
বল্‌রে তোর পত্রে পত্রে, কে লিখিলে ছত্রে ছত্রে,
এক সত্য জগত মিথ্যে মোহময় সকল রে॥৬৭৯॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্ব নিকেতন।
বিকার বিহীন, কাম ক্রোধ হীন, নির্ব্বিশেষ সনাতন।
অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর, অন্তরাত্মা অগোচর ;
সর্ব্ব শক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর।
অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়, এক মাত্র নিরাময় ;
উপমা রহিত, সর্ব্বজন হিত, ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।
সর্ব্বজ্ঞ নিষ্ফল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ ;
অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা, সর্ব্ব সাক্ষী অবিনাশ॥ ৬৮০॥

জয়জয়ন্তি—একতালা।

জননী সমান করেন পালন, মনে বাঁধি আপন স্নেহ গুণে।
মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহ-নীর, দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।
পাপী তাপী সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া,
কেবা জানে কত সুখরত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে ৬৮১

বিভাস—একতালা।

জয় জ্যোতির্ম্ময় জগদাশ্রয় জীবগণ জীবন,
তুমি পরমেশ্বর প্রভু হে, পূর্ণব্রহ্ম আদি অন্তকারণ।
মহিমায় ইন্দ্র, দয়ার চন্দ্র, স্নেহে পরাহিত ভুবন,
(কোথা আছ হে ও কাঙ্গালের সখা,)
আমি অধম পাতকী, করযোড়ে ডাকি, দেও মোরে তব চরণ।
প্রেমের পাথার, পুণ্যের আধার, ক্লেশ কলুষ নাশন,
(একবার দেখা দেও হৃদয় মাঝে)
তুমি দীনশরণ, ভকত জীবন, লজ্জা ভয় নিবারণ॥ ৬৮২॥

ললিত—আড়াঠেকা।

অয়ি সুগময়ী উষে কে তোমারে নিরমিল,
বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছ সবে,
কে শিখালে এই হাসি, কেবা সে যে হাসাইল?
ভুবন মোহিত করি, গাইছ বিপিনে কারে,
বল কে সে, পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করেছ যারে?
কমল নয়ন মেলি, কার পানে চেয়ে আছ,
কার তরে ঝরিতেছে, প্রেম-অশ্রু নিরমল?
এই ছিল জীবগণ, মৃত প্রায় অচেতন,
তব দরশন মাত্র নব জীবন পাইল!
বারেক আমারে তুমি, দেখাও দেখাও তাঁরে,
হেন সঞ্জিবনী-শক্তি যে তোমারে প্রদানিল॥ ৬৮৩॥

মুলতান—ঠুংরী।

জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে, তব গুণ কথনে, স্মরণে মননে,
ভব ভয় তাপ হরে গায় ঋষিগণ, তুয়াম অবিরাম,
হে পরমেশ, প্রাণেশ প্রাণারাম, অনুদিন যোগভরে।
কিবা প্রেম ঘন, রূপ নিরঞ্জন, যোগী তপধন, ধ্যান করে।
সুধা গন্ধে অলি, ভক্ত অলিবৃন্দ, পদার বিন্দে বাস করে।
যে পদ সেবনে, দর্শনে, স্পর্শনে, মহাপাপী তরে॥ ৬৮৪॥

খাম্বাজ—একতালা।

কিরূপে রূপ করিব চিন্তা চিদানন্দ হে তোমার,
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপে ব্যাপ্ত ত্রিসংসারে।
ওহে অনন্ত অনন্তরূপ, কে বর্ণিবে তব রূপ,
কে দেখেছে কে শুনেছে কি আকার কিবা রূপ।
বেদে বলে এক রূপ, বাইবেলে বলে অন্য রূপ,
দ্বৈত কি অদ্বৈত রূপ, ভেবে বোঝা ভার।
তুমি দৃশ্য কি অদৃশ্য রূপ, হ্রস্ব কি বিরাট রূপ,
স্বরূপ না দেখিলে সে রূপ, কে জানায় স্বরূপ!
নীল নলিন কি মলিন রূপ, শুক্লাদি কি মিশ্র রূপ,
কুব্জ কি কদর্য্য রূপ, অপূর্ব্ব আকার।
তুমি রাম কি রহিম রূপ, জীসাস কি জিহোবা রূপ,
কালী কি কংসারি কৃষ্ণ শিব সূর্য্য রূপ।
মৎস্য কি বরাহ রূপ, নর কি নৃসিংহ রূপ,

বুদ্ধ কি গৌরাঙ্গ অঙ্গ কলিতে অবতার ;
না জেনে যথার্থ রূপ, ভাবি যদি ব্যর্থ রূপ,
ভাবান্তর ভাব্‌লে পাছে দাসে হয় মন বিরূপ।
সাগরে এইরূপ, তর্কত্‌ জ্ঞান নানারূপ,
প্যারী বলে ভব ধব ভাবনা অপার ॥ ৬৮৬ ॥

বিভাস—একতালা।

এই বিশ্বমাঝে, যেথানে যা সাজে, তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ,
বিবিধ বরণে বিভূষিত করে, তার উপরে তোমার নামটী লিখেছ।
পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,
সেথা নয় তোমার দয়াল নামটী লেখা,
সুন্দর নামটি বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা,
প্রেমানন্দ নামটী নয়নে লিখেছ ॥ ৬৮৭ ॥

গৌরী—একতালা।

অচল বন গহন গুণ গাও তাঁহারি,
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা,
সকল তরুরাজি সাজি ফুল ফলে,
গাওরে বিহঙ্গ কুল, গাও আজি মধুর তালে।
গাও জীব জন্তু আজি, যে যাছ যেথানে,
গাও পুরবাসী সবে গাও অনুরাগে।
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে,
ডাক নাথ, ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি ॥ ৬৮৮ ॥

ইমন—আড়াঠেকা।

সত্যং শিব সুন্দর, আদি দেব মহেশ্বর,
অনন্ত অখণ্ড নিত্য ব্যাপ্ত চরাচর।
শুদ্ধ সত্য নির্বিকার, নিরাকার সারাৎসার,
পরম পুরুষ গুণাতীত গুণাকর।
বিধাতা বিশ্বনিয়ন্তা জীবের জীবনদাতা,
দয়াময় হে, দেবতা করুণাসাগর ॥ ৬৮৯ ॥

খট—সুরফাঁকতাল।

মঙ্গল তোমার নাম, মঙ্গল তোমার ধাম,
মঙ্গল তোমার কার্য্য, তুমি মঙ্গল নিদান ;
অকুল ভবসাগর, অনুদিন তুমি সহায়,
পাপ তিমির নাশি বিতর কল্যাণ।

দুর্ব্বল হৃদয় মোর, আশ্রয় কর দান,
দুর্গম পথ তরাও, দাও হে পরিত্রাণ।
দুর্জ্জয় রিপু দ্বন্দ্বে, অন্তরে বাহিরে
এ সঙ্কটে ধ্রুব নেতা তুমি কর বিজয় দান॥ ৬৯১॥

কেদারা—চৌতাল।

বহিছে কৃপাপাবন তোমার, যার হিল্লোলে দুঃখ পালায়,
সুখ সাগরে তরঙ্গ উঠে।
মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত প্রেম-কুসুম ফুটে।
সেবিয়ে করুণা বাত, সুখেতে নিশা প্রভাত,
যুক্ত হইয়ে মন উৎস ছুটে।
কেবলি তোমারি গুণে, জীবন ধরে আছি,
নহিলে হৃদয় টুটে॥ ৬৯২॥

বিভাস—ঝাঁপতাল।

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য, পরাৎপর তুমি সারাৎসার;
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর ভূমি, মঙ্গলের তুমি মূলাধার।
নানা রসযুক্ত ভব, গভীর রচনা তব, উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়;
মহাকবি আদি কবি, ছন্দে উঠে শশীরবি, ছন্দে পুনঃ অস্তাচলে যায়;
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি,
বজ্র রবে রুদ্র তুমি ভীম;
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি, ধ্যায় যুগ যুগান্ত অসীম।
মিলি সুর নব ঋতু, প্রণমি তোমায় বিভু, তুমি সর্ব্ব মঙ্গল আলয়;
দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও ভক্তি দেও ক্ষেম,
দেও দেও ও পদে আশ্রয়॥ ৬৯৩॥

খাম্বাজ—চৌতাল।

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁহার বিশ্বধাম,
দয়ায় যার নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে,
জ্যোতি যাঁর গরজে গগনে, কীর্ত্তিভাতি অতুল ভুবনে,
প্রীতি যাঁর পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নবরাগে।
যাঁর নাম পরশ রতন পাপ-হৃদয়-তাপহরণ,
প্রসাদ যাঁর শান্তি রূপে ভকত হৃদয়ে জাগে।
অন্তহীন নির্ব্বিকার, মহিমা যাঁর হয় অপার,
যাঁর শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে॥ ৬৯৪॥

আশা—ঠুংরী।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর, গাও সকল জগত বাসী,
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণ নিধন, পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী।
না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি,ঘোর দিগন্ত প্রসারী,
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল জয় জয় মহিমা তোমারি॥ ৬১৫॥

ইমন কল্যান—চৌতাল।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ, তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর,
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে, তুমি দীনশরণ,
তুমি গুরু পিতা মাতা।
তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতি স্বরূপ, তুমি সর্ব্ব সুখদাতা।
তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ, তুমি পরম,
তুমি অমৃতসেতু, তুমি অগম্য অপার,
প্রপঞ্চ বিষয়াতীত, অনাদি অদ্ভুত-কারণ,তুমি সকলের মূলাধার॥৬১৬॥

সিন্ধু খাম্বাজ—গোস্তা।

হরি হে আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে।
মানুষত সাক্ষীগোপাল, মিছে আমি আমার বলে।
ছায়াবাজীর পুঁতল যেমন, জীবের জীবন তেমন,
দেবতা হতে পারে যদি তোমার পথে চলে।
দেহযন্ত্রে তুমি যন্ত্রী, আত্মারথে তুমি রথী
জীব কেবল পাপের ভাগী, নিজ স্বাধীনতার ফলে।
সর্ব্বমূলাধার তুমি, প্রাণের প্রাণ হৃদয়স্বামী,
পাপীকে সাধু কর তুমি, নিজ পুণ্যবলে॥ ৬১৭॥

জয়জয়ন্তি—চৌতাল।

নাথ তুমি ব্রহ্ম, তুমি নিত্য, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ,
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অশেষ।
জল স্থল মরুৎব্যোম, পশু মনুষ্য দেবলোক,
তুমি সবার সৃজনকার সদাধার ত্রিভুবনেশ।
তুমি এক তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত সুখসোপান,
তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ, তুমি মোক্ষ-ধাম।
পূর্ণ হলো মনস্কাম, লয়ে আজি তব নাম,
তব পায় শতবার করি, প্রণাম করি প্রণাম॥ ৬১৮॥

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

গগণের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকা মণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধুপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বন-রাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভব-খণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্তভেরী রে॥ ৬৯৯॥

মিশ্র জয়জয়ন্তি—একতালা।

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশি দিন তুমি আমার,
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত-পাথার।
তুমিত আনন্দলোক, জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ-হরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার॥ ৭০০॥

বাহার কাওয়ালী।

হৃদয়ের মম যতনেরি ধন তুমি হে,
অন্তরযামী, আত্মার স্বামী, পিতা তুমি পুত্র আমি,
জাগ্রত কৃপা তোমারি দীনজনে।
তোমারি করুণা দিবা রাত, প্রতি মুহু মুহু জীবনো ভয়,
মিনতি করি তোমায়, মোহ পাপ কাটিয়ে আমার,
রাখহে রাখ তব নাথ নাথ॥ ৭০১॥

ইমনকল্যান—চৌতাল।

সকল মঙ্গল নিদান, ভব মোচন, অরূপ পতনরূপে বিরাজ;
তুমি অকৃত, অমৃত পুরুষ, বিশ্ব ভুবনপতি, সুন্দর অতি অপূর্ব।
জীব জীবন, দীন শরণ, দুখ-সিন্ধু তারণ হে,
কৃপা বিতর কৃপা-সাগর, তার ভব অন্ধকারে।
অনুপম শাশ্বত-আনন্দ,তুমি জগজীবন, অকুল অন্তরে তোমারে চাহে;
পরম ব্রহ্ম পরম ধাম, পরমেশ্বর সত্যকাম,
নাম স্মরণ, চরম শান্তি, তুমি সার॥ ৭০২॥

কীর্ত্তন।

অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয়, দেখা না দিলে কে দেখ্‌তে পার নাথ?
(তুমি দয়া করে), (মনের অগোচর), কেবল অনুরাগে তুমি কেনা!
প্রভু বিনা অনুরাগ, করে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা?
তোমায় ধন দিয়ে কে কিনতে পারে; (ওহে অমূল্য ধন)

(হৃদয় না দিলে হে), (জীবন না দিলে হে),
তোমায় ভক্তি-পুষ্পে, যে জন পূজে।
(ওহে ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু হে)
তুমি আপনি এসে, দেখা দাও তার হৃদয় মাঝে।
(ডাকৃতে না ডাকৃতে) ॥ ১০৩ ॥

খাম্বাজ বেহাগ — যৎ।
হে হরি সুন্দর, তুমি সুন্দর সুন্দর সুন্দর।
তুমি করুণাসাগর, ভক্তি সুধা রস সঞ্চার,
তাপিত তৃষিত মম প্রাণ শীতল-কর।
তব প্রেম মুখচন্দ্র হেরিলে, আঁখি ভাসে প্রেম নীরে,
সব শোক সন্তাপ হয় দূর প্রেম মুরতি মধুর জ্যোতি,
প্রকাশি নাশ, মোহআঁধার দুস্তর;
হৃদয় মাঝে প্রেম সরোজে বিহর আনন্দে নিরন্তর ॥ ১০৪ ॥

প্রেম—ঈশ্বর-প্রেম।

জ্ঞানের গান।

ভূপালী—কাওয়ালী।
মন একবার হরি বল, হরি বল হরি বল,
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল।
হরি হরি বল, পাবি রে তুই মোক্ষফল।
জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি,
অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি, বল রে মন হরি হরি,
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তোর পিপাসার জল।
দুর্ব্বলের বল হরি, অধম তারণ হরি,
পতিত পাবন হরি, হরি ভকত-বৎসল।
ভক্তি-রসপান করি, যে বলে হরি হরি,
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি, দেন তারে মোক্ষফল।
হরি বেদ হরি বিধি, হরি মন্ত্র হরি সিদ্ধি,
হরি বল হরি বুদ্ধি, হরি ভরসা কেবল।
পাষণ্ড দলন হরি, নাস্তিকের দর্পহারী,
যাঁহার পুণ্য প্রতাপে কাঁপে পাপী অসুরদল।

অন্নে হরি বস্ত্রে হরি, গৃহ-পরিবারে হরি,
দেহ মন প্রাণ হরি, হরি সঙ্গেরি সম্বল।
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি, শোণিত প্রবাহে হরি,
নয়ন-অঞ্জন হরি, হরি শক্তি হরি বল।
চিন্ময় স্বরূপ হরি, নহেন কভু দেহধারী,
চিদানন্দ রূপ ধরি করেন প্রাণ শীতল।
প্রবাসে কাননে হরি, পর্ব্বত পাথারে হরি,
আকাশ ভূতলে হরি, হরি ব্যাপ্ত সর্ব্ব স্থল।
গৃহে দেবালয়ে হরি, পথে কর্ম্মক্ষেত্রে হরি,
আহারে বিহারে হরি, হরি প্রাণের মঙ্গল।
অখণ্ড অব্যয় হরি, ভক্ত-বাঞ্ছা-পূর্ণকারী,
দীন জনে দয়া করি, দেন চরণ-কমল।
সুখে হরি দুঃখে হরি, বিপদে সম্পদে হরি,
জনমে মরণে হরি পরম মঙ্গল।
হরি ভক্তি হরি মুক্তি, হরি স্বর্গ হরি গতি,
হরি জগতের পতি, হরি ইহ পরকাল।
হরি পিতা হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞান-দাতা,
হরি সর্ব্বজন-ত্রেতা, শুদ্ধসত্য নিরমল।
নয়নে দেখ হে হরি, রসনায় বল হরি,
হৃদয়-কমলে ভক্ত, হরি-চরণ-কমল ॥ ৭০৫ ॥

কীর্ত্তন।

ও দিন গেল দীনদয়াল বলনা, মন রসনা,
ও মন, দয়াল নাম সাধন হলে, শমন ভয় আর রবে না।
ওরে, শোন রসনা সমাচার, দয়াল নামটী কর সার, যদি হবে ভব পার;
আর মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে কুপথগামী হয়ো না।
ওরে, ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়,
ও মন, কেহ কারো নয়, মিছে আমার আমার বল! ৭০৬ ॥

গৌরসারিং—আড়াঠেকা।

ভুল না ভুল না, প্রাণসখারে ভুল না, যাতনা রবে না,
যাঁর প্রেম-মুখ-ছবি, আকাশে প্রকাশে রবি, সুধাধার জ্যোৎস্না।
কত বার প্রেমভরে, দাঁড়ায়ে হৃদয় দ্বারে, ডাকিছেন তোমারে,
সুমধুর স্বরে; কেমন পাষাণ মন, কেমন কঠিন প্রাণ,
শুনিয়েও শুন না! ৭০৭ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আমার কে তা চিনলে না,
সরল পবিত্র মনে কর প্রেমের সাধনা;
হৃদয় সন্তোষে পূর্ণ হবে, রবে না যাতনা।
ধন, জন, লোক, মান, রূপ, লাবণ্য, যৌবন,
তৃণ তুল্য হবে জ্ঞান, তবে আর কি ভাবনা?
কাজ কিবা ধন জনে, পেয়েছি পরম ধনে, করিব যতন ;—
দেহেতে থাকিতে প্রাণ, ছাড়িব না কদাচন,
নাহি রাখি আর কোন অন্য সুখে কামনা। ১০৮ ॥

বাহার—কাওয়ালী।

শুনতো ভ্রান্ত অশান্ত মন, দিনত মিছা গেল বয়ে ;
ইন্দ্রিয় দশ, হয়েছে অবশ, ক্রমেতে দিবস যায় ফুরায়ে।
একি অনুচিত, সত্যে নাহি প্রীত, বিষয়ে মোহিত রয়েছ হয়ে ;
সেই পরাৎপর ব্যাপ্ত চরাচর, তা হতে অসার আছ ভাবিয়ে।
সৃজন কারণ, জীবের জীবন, তিনি এক হন দেখ বুঝিয়ে ;
শ্রবণ মনন, কর সর্ব্বক্ষণ, আত্মপরায়ণ থাক্‌বে হয়ে। ১০৯ ॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

কর তাঁর নাম গান, যতদিন দেহে রহে প্রাণ,
যাঁর মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি, জগত করে হে আলো,
স্রোত বহে প্রেম-পীযূষ বারি, সকল জীব সুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি ;
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নীচে দেশ দেশান্তে জলগর্ভে কি আকাশে ;
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর,
এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে ॥ ১১০ ॥

মুলতান—একতালা।

পরের তরে আপন ভুলে, পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও,
পরম দয়াল পরম ব্রহ্ম, পরের তুমি নিজের নও।
সৃষ্টি তোমার পরের তরে, দৃষ্টি তোমার পরের পরে,
পরের তরে অগুণ হরি, আকার ধরে সগুণ হও।
পরের চোখে চেয়ে দেখ, পরেরই কথায় কথা কও,—
পরের দিয়ে নিজের বিষয়, পরের তরেই চেয়ে লও ॥ ১১১ ॥

রামকেলী—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর,
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, নাড়ী ক্ষীণ, দৃষ্টিহীন হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান, বৈরাগ্য অভ্যাস কর,
সত্যেতে নির্ভর ॥ ৭১২ ॥

ভৈরবী বেহাগ—একতালা।

আমি নই তোমার পর রে ভ্রান্ত নর, জেনেও কি তা তুমি জান না;
কেন মিছে মায়াবশে, মজে বিষয় রসে, কর রে আত্মবঞ্চনা?
ছিলে বল কোথা, কে আনিল হেথা, কিছু কি মনে পড়ে না;
মাতৃগর্ভে অন্ধকারে, স্নেহ সহকারে, কে করিল রক্ষা বল না?
দিলাম কত সুখ রত্ন, জ্ঞান বুদ্ধি ধন জন, বাকি কি রেখেছি বল না;
করিতেছি এত, সেবা অবিরত, তবু কেন ভালবাস না?
আমি সদাই চাই তোমারে, তুমি থাক দূরে পর ভেবে, কাছে আস না
শুন রে অবোধ জীব, প্রকৃত বান্ধব তব, কেহ নাহি আর আমি বিনা;
হয়ে অনুগত, থাক বশীভূত, আমার সঙ্গে বিবাদ করো না;
যদি চাও রে কল্যাণ, ছাড় অভিমান, কুভাব কুচিন্তা কুবাসনা ॥ ৭১৩॥

বাউলের সুর।

ওরে আমার প্রাণপিঞ্জরের পাখি, গায় না রে, সদা সত্যং শিব সুন্দরং,
ও নাম প্রাণভরে গাওনা রে।
পড় পড় আত্মারাম, ডাক ডাক প্রাণারাম, আমার হৃদয়মাঝে
(প্রাণবিহঙ্গ) ডাক অবিরাম; ডাক তৃষিত চাতকের মত,
পাখি অলস থেকো না রে।
ব্রহ্মকল্পতরুশাখে বসে রে পাখি, বিভুগুণ গাও দেখি, গাও গাও;
আবার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সুপক্ক ফল খাও না রে।
ওকি বল্‌বে পাখি বল্, তোর নয়নে কেন জল, বুঝি হরিনামামৃত
পানে হয়েছ বিহ্বল; আহা, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়,
পাখি নীরব হয়ো না রে।
অসার বিহঙ্গ-জনম কর রে সফল, করি কোলাহল,
সুবিমল গেয়ে অবিরাম আত্মারাম, মোক্ষধামে উড়ে যাও না রে ॥৭১৪॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন,
উত্তরিতে ভবনদী করিছ কি আয়োজন?
আয়ুসূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখনা তায়,
ভুলিয়ে মোহ মায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান!
নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও,
ভব কর্ণধার যিনি, পাপ সন্তাপ-হরণ। ৭১৫॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

তুমি কার, কে তোমার, কারে বলবে আপন;
মহামায়া নিদ্রাবেশে দেখিছ স্বপনে।
রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন,
প্রপঞ্চ জগত মিথ্যা, সত্য নিরঞ্জন।
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে সবে, যায় নানা স্থান।
তেমতি জানিবে সব, অনিত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ।
কোথায় কুসুম চন্দন, কোথা রবে অভিমান,
কোথা বা রহিবে তব প্রাণ প্রিয়জন!
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিঠুর শমন! ৭১৬॥

ভৈরবী একতালা।

ঘুমাওনা মন, মায়া ঘোরে কত দিন রবে অচেতন?
কি তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে,
চাহ রে নয়ন মিলে, ত্যজ কুস্বপন।
রয়েছ অনিত্য ধ্যানে, নিত্যানন্দে হের প্রাণে,
তম পরিহরি হের তরুণ তপন। ৭১৭॥

মল্লার—একতালা।

রে বিহঙ্গ মম মন, চিদানন্দাকাশে, ব্রহ্মসহবাসে, কর সদানন্দে বিচরণ।
প্রেম সমীরণে জুড়াইবে প্রাণ, পুণ্যের জ্যোতিতে হয়ে জ্যোতিষ্মান্,
চিদ্‌ঘন বারি, সুখে পান করি, পাইবে নব জীবন।
যোগ পক্ষপুটে করি আরোহণ, অনন্ত স্বরূপে হও রে মগন,
সমাধি প্রভাবে, সহজ দেখিবে ব্রহ্মময় সকল ভুবন॥ ৭১৮॥

কীর্ত্তন।

মনরে তুই ডাক্, এক বার ডাক রে দয়াল পিতা বলে,
ও তোর হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামের গুণে যাবে গলে॥
(দয়াল নামের গুণে রে) ও তোর ভবের জ্বালা দূরে যাবে,
স্থান পাবি তাঁর চরণতলে। (আর ভয় নাই, নাই রে)
ও তোর, আনন্দেতে ভাসিবে প্রাণ, নামামৃত পান করিলে।
ওরে অপার সেই ভব সিন্ধু, পার হবিরে অবহেলে॥ ৭১৯॥

মল্লার—একতালা।

মন চল নিজ নিকেতনে,
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে,
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেহ নয় আপন,
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে,
সত্য পথে মন কর আরোহণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে।
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব হরণ,
পরম যতনে রাখরে প্রহরী, শম দম দুই জনে।
সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ, সে পান্থ নিবাসীগনে।
যদি দেখ পথে ভয়ের আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে। ৭২০।

কালাংড়া—একতালা।

মায়ের ছেলে বল্‌ব তোমায় মায়ের মত দেখ্‌তে পেলে,
কথায় কিছু হয় না রে মন, কথায় কোথা স্বর্গ মেলে?
মায়ের মুখের ছবি যেমন, তেমনি হবে তোমার বদন'
দেখ্‌লে যেন যোগীর মন ভোলে॥
দয়া শান্তি প্রেম পুণ্য, হইবে অঙ্গ লাবণ্য, রবে না কোন মালিন্য,
চিন্ময় মুখের পানে চেয়ে।
জননীর স্তন্যসুধা, নিবারে শিশুর ক্ষুধা, বাঁচে না সে আর কিছু খেলে।
মা হলে তোমার জননী, হবে মাতৃধনে ধনী, পায় না কখন জননীর ধন
মা বোল বলে দাসীর ছেলে।
মায়ের অনুগত হবে, মায়ের আজ্ঞাবহ রবে, দূরে গেলে কাঁদবে মা বলে
মায়ের সঙ্গে জীবনের টান, দিবানিশি থাকবে সমান,
মায়ের ছেলে থাকতে নারে, জননীকে দূরে ফেলে। ৭২১॥

কীর্ত্তন।

দয়াময় নাম সাধন কর,
নামে মুক্তির ঘাট নিকট হবে; নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে।
নাম সাধনের এই ত সময় বটে, সময় গেলে আর তো হবে না,
নাম সাধন কর। নামে মহাপাপী তরে যায়। সেই দয়াল নামে)
এ নাম পরিত্রাণের মূল মন্ত্র।
যদি ভবনদী পার হবে, তবে ভাই ভগ্নী মিলে সবে,
নাম সাধন কর। (এক হৃদয় হয়ে)
যদি ধনী হতে চাও সেই নিত্য ধনে তবে কপট ত্যজে সরল মনে।
(বিনম্র ভাবে) যদি সুখী হতে চাও এই পৃথিবীতে,
তবে অলস ত্যজে সরল চিতে। (প্রেমে মত্ত হয়ে) ॥ ১২২॥

বাউলের সুর।

হেথা সেথা করে রে মন, তাঁরে খোঁজ কেন তবে,
তোমার সাত্‌তালা ঘরেতে দেখ, পরম তত্ত্ব ঘরেই পাবে?
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ক্রমে জান,
অনাহত বিশুদ্ধাজ্ঞা, এই ছয় তাহা যাবে।
মূল শৃঙ্গাট হতে শিড়ি, মধ্যগা সুষম্না নাড়ী,
বহিয়া ষষ্ঠেতে চড়ি, তার উর্দ্ধে নিরখিবে।
দেখিবে সপ্তম তল, রয়েছে সহস্র দল,
অধোমুখে সে কমল, অতি কমনীয় ভাবে।
আছে রে উদরে, তার স্ফটিকাভ দ্বাদশরে,
মৃণালে মণ্ডিতাকার, হেরে তোর মোহ যাবে।
তাহে সে পরম ধন, যাঁরে কর অন্বেষণ,
হবে সুধা বরিষণ, নয়নে হেরিবে যবে।
গলিবে রে প্রাণমন, পেয়ে তোর হারাধন,
পুনঃ পুনঃ বিচরণ, আর না করিবি ভবে।
গোপালে কহিছে তাঁয়, গুরু বিনা কে দেখায়,
ধর্‌বে গুরুর পায়, তব বাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ১২৩।

কীর্ত্তন।

দয়াল বল রে দিন যায় বয়ে;
ওরে দিন যায় বয়ে রে,তোর সময় যায় বয়ে। (একবার দয়াল বল রে)
ওরে, এ ভব সংসারের মাঝে দীনকাণ্ডারী সেয়ে। (আর কেহ নাই রে)
ওরে মহাপাপী যারা ছিল, দয়াল নামের গুণে তরে গেল ॥ ১২৪ ॥

ভৈরবী—তিওট।

শেষের সে দিন মন, কর রে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে।
সুখ-স্বপন যত, দেখিছ অবিরত, চির দিনের মত ফুরাবে।
কাল শয্যার শুয়ে, নিজ পাপ স্মরিয়ে, যবে দুধারে নয়ন-ধারা বহিবে;
ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত, শিশু সন্তান ধূলায় লুটাবে।
স্নেহময়ী জননী, হারায়ে নয়নমণি, কাঁদিয়ে তব গুণ গাইবে;
প্রাণসমা প্রেয়সী, অধোবদনে বসি, কাঁদিয়ে ধরাতল ভাসাবে।
অতএব লও, ব্রহ্মপদাশ্রয়, যদি বিপদে নিরাপদ হইবে;
তিনি হে মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার কৃপায়, মরণে নবজীবন পাইবে। ১২৫॥

বাউলের সুর—একতালা।

মন ছাড় রে আমার ভোগ বাসনা, কর প্রেমতত্ত্ব সাধন,
স্বার্থ লোভে অন্ধ হয়ে কত কাল করিবে ভ্রমণ?
হৃদয় উন্মুক্ত করে, আগে ভালবাস তাঁরে,
যাঁর প্রেমকোলে সুখে করিছ প্রাণধারণ।
পবিত্র প্রেম নয়নে, দেখ নর নারীগণে,
সুমিষ্ট বচনে সবে কর প্রীতি সম্বোধন।
জীবন মধুময় হবে, কঠোরতা দূরে যাবে,
উদার ভাবে দেখ্‌বে সবে, আপনার হতে আপন।
সংসারের সারধন, প্রেম অমূল্য রতন,
করে যেই উপার্জ্জন, চিরসুখী তার জীবন॥ ১২৬॥

ফুকা—আড়াঠেকা।

চল চল যাই হে সে দেশে, হেরিবে যদি প্রাণেশে
ব্রহ্ম কল্পতরুমূলে, প্রীতি স্রোতস্বতী-কূলে,
পুণ্যের কুসুম বনে কর চিরবাস।
করি নিত্য সুধাপান, লাভ হবে নিত্যজ্ঞান, (আর) থেক না অলসে।
চল যাই আনন্দপুরে, নিভৃত হৃদি কন্দরে,
প্রাণ মন্দিরে গিয়ে করি যোগ সাধন।
(করি) ইচ্ছাতে ইচ্ছা মিলন, সফল হবে জীবন, তাঁহার পরশে॥১২৭

কীর্ত্তন।

একবার এস হে একবার এস হৃদি মন্দিরে, কাঙ্গাল ডাকে অতি কাতরে
প্রভু এস হে, নৈলে ভজন হীনের উপায় নাই হে, একবার এস হে,
একবার এস হে, নহিলে কাঙ্গাল ব'য়ে যায় হে॥ ১২৮॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

পেয়েছ নিকটে তাঁরে, হারাইওনা হেলা করে,
তিনি অন্তরের ধন, রাখিতে হয় অন্তরে।
সেই প্রাণসখা হতে, নাহি থেক অন্তরেতে,
তবে অবিচ্ছেদে তাঁরে পাইবে নিজ অন্তরে।
দেখিতে চাহিলে তাঁরে, দেখা দিবেন অন্তরে,
তিনি অন্তরের ধন, কভু না থাকেন অন্তরে।
যত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র, নিরখিছে সেই চন্দ্র,
আমাদের প্রাণবল্লভ পরমব্রহ্ম বলে যাঁরে ॥ ৭২৯ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

কেন রে মন ভাবিস্ এত দীনহীন কাঙ্গালের মত,
আমি যে পেয়েছি মায়ের অক্ষয় ধন অভয় পদ।
একবার যদি মা ব[illegible]কি তাঁরে হৃদয় খুলে, তখনি মা লয়ে কোলে,
মুখে তুলে দেয় অমৃত।
আমার মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, দয়াময়ী ক্ষেমঙ্করী, সুদর্শনচক্র ধরি
(ধন ধান্য হাতে করি) আছেন কাছে নিয়ত।
শোন্‌রে মন [illegible] মায়ের বলে বলী,
দেহ মন [illegible] অন্নে পালিত।
অন্য ধনে কি প্রয়োজন পরশমণি মায়ের [illegible]রণ, হৃদয়ে রাখিয়ে সে ধন,
কর সুখে কাল গত ॥ ৭৩০ ॥

রামকেলী—আড়াঠেকা।

একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ,
তবে কেন এত আশা, এত দম্ভ কি কারণ?
এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ,
ধূলি সার হবে তার মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠ খান, রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ।
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে লও সত্যের শরণ ॥ ৭৩১ ॥

মুলতান—একতালা।

দয়াল নাম লইতে অলস করো না রসনা, যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ আমার মন রে না আরো পাবে,
ঐহিকের সুখ হল না বলে কি ঢেউ দেখে না ডুবাবে!

রেখ রেখ এ নাম সদা হৃদে ধরে, অনায়াসে পার হবে ভব-বারি,
সচেতনে থেকো, (মন রে আমার) দয়াল বলে ডেক,
এ দেহ ত্যজিবে যবে ॥ ১৩২ ॥

বিভাস—কাওয়ালী।

চিন্তয় মম মানস, পূর্ণ ব্রহ্ম নিরঞ্জনে,
বিষয় মদিরা পানে. থেক না অচেতনে, অসার সুখে অবশ।
দেখরে যতনে, আজি হৃদি দরপনে, অরূপ অপরূপ প্রাণ রমণে।
সফল করহে মানব জীবন, কিবা কাজ আছে আর, আসি ভব বাসে।
থাকিয়ে বন্দী সম মহা মোহ পাশে, কাট ভব বন্ধন, স্মরি ভব বন্ধন,
বিভু-প্রেম-সুধা-রসে হয়ে সরস ॥ ১৩৩ ॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে,
হৃদয়ের ধন সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে।
এই সংসার ধাম, নহে নিরাপদ স্থান,
যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরণ করে।
মুক্তি পথে [illegible] ম্বর,
সম্মুখেতে স্বর্গ-রাজ [illegible] ফিরে ॥ ১৩৪ ॥

প্রাণের গান।

—০—

কীর্ত্তন।

এস দয়াল দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু হে। প্রভু বলেছ বলেছ তুমি,
(পাপীর দশা দেখে হে) কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি।
আমি এই মনে আশা করি হে, তোমার ঐ চরণ হৃদয়ে ধরি।
আমি তোমায় ছাড়া রইতে নারি হে, (ওহে দয়াল প্রভু হে,)
আমায় দেখা দেও হে কৃপা করি ॥ ১৩৫ ॥

আলেয়া—একতালা।

দেহ জ্ঞান, দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি, শুদ্ধ প্রীতি, তুমি মঙ্গল আলয়,
(তুমি মঙ্গল আলয়) ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদ আশ্রয়, (দেহ ও পদ আশ্রয়) ॥১৩৬॥

মোল্লার—একতালা।

কাতরে তোমায়, ডাকি দয়াময়, হইয়ে সদয়, দেও দরশন ;
পুরাও মনসাধ, ঘুচাও এ বিষাদ, ভক্তি উপহার, করিয়ে গ্রহণ।
সংসার তাপে, তাপিত হয়ে, লয়েছি শরণ, তোমার আশ্রয়ে ;
কৃপাবারি দানে, বাঁচাও হে প্রাণে, অধম সন্তানে, দেখ চাহিয়ে।
গতিহীন জনে, তোমাবিহনে, আপনার বলে, কে আর চাহিবে ;
সন্তাপ হর, কৃতার্থ কর, অভয় দানে, আমাদের সবে।
তুমি গুণ-নিধান, সর্ব্বশক্তিমান, কল্যাণ বিধান, কর নিরন্তর ;
করুণা তোমার, হইলে একবার, অনায়াসে পার, হই ভব-সাগর।
অনাথ দুর্ব্বল, নাহিক সম্বল, তুমিই আমাদের, ভরসা কেবল
তৃষিত হৃদয়ে, ব্যাকুল হইয়ে, করি ভিক্ষা নাথ, দেও পুণ্যবল !
সুখ সম্পদে, দুঃখ বিপদে, যেন তোমাতে থাকে হে মতি।
ইহ পরকালে, তব পদতলে, নির্ভয় মনে করিব বসতি।
যেন হে সবে, মিলে সদ্ভাবে, নিত্য এই ভাবে, করি অর্চ্চনা ;
অকিঞ্চন হয়ে, এক হৃদয়ে, হে প্রভু তোমার, করি সাধনা ॥৭৩৭ ॥

পরজ বাহার—কাওয়ালী।

কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে, বল তাই,
পিতা হয়ে পালিতেছ, কখন জননীরূপে দেখিবারে পাই।
অসহায় শিশু যবে জননীর কোলে,
আধ আধো মা মা বলে স্তন করে পান ;
আমি তখনি তাহার স্থলে নিরখি তোমায়,
অমনি মা বলে ডাকি, কেহ না শিখায়।
শুধু জীবের জীবন বাঁচাবার তরে, ঢেকেছ বসুধা-দেহ কত উপচারে
তোমার এমন পালনী রীতি হেরি হে যখন,
ইচ্ছা হয় পিতা বলি সম্বোধি তোমায়॥ ৭৩৮ ॥

কীর্ত্তন।

প্রাণ-সখা হে, এস হে, এস ও দয়াময়,
তোমায় দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে হে।
(এস হে ও দয়াল প্রভু) তোমায় না দেখিলে রইতে নারি হে।
একবার হৃদয় মাঝে উদয় হও হে; (এস হে কাঙ্গালের নিধি হে)
হয়ে দীন হীনের পূজা লও হে।
(ওহে পতিত পাবন হে) এসে পাপীরে পবিত্র কর হে,
তোমায় দেখে হৃদয় শীতল করি হে ॥ ৭৩৯ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী;
সবে মিলে তব সত্যধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশি দিশি তব পুণ্যনাম,
ভক্তজন সমাজ আজ স্তুতি করে তোমারি।
নাহি চাই ধন জন মান, নাহি প্রভু অন্য কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ, কি ভয় বিপদে, কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইনু যখন, জয় জয় তোমারি॥ ১৪০।

মুলতান—আড়াঠেকা।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবা নিশি আশা-পথ নিরখিয়ে?
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায়, এস হে মম হৃদয়ে।
হৃদয়-কুটীর-দ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে? ১৪১॥

বিভাস—কাওয়ালী।

কাঙ্গালের ধন কোথা তুমি, একবার এসে দেখ প্রভু,
যে দুঃখে দিন কাটাই আমি।
অহরহ মরি জ্বলে, হৃদয়ের পাপানলে, জানাতে না পারি নাথ,
জান সকল অন্তর্যামী।
যে ধনের কাঙ্গাল হয়ে, ফিরিতেছি চেয়ে চেয়ে,
বলতে গো বিদরে হিয়ে, জানিছ সকল অন্তর্যামী।
কাঁদিতেছি ফিরে ফিরে, অথচ আছ অন্তরে,
দেখিতে না পাই যারে, কোথায় হে হৃদয়স্বামী।
আমি আমি যে ঘরে, আমার এই শূন্য ঘরে, অন্যে কি জানিতে পারে,
জান কেবল অন্তর্যামী॥ ১৪২।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

আমার আর কেহ নাই, তোমারি হৃদয়ে দেখে এ প্রাণ জুড়াই।
তোমা বিনে সব শূন্য, এ সংসার অরণ্য, কে আছে আর তোমা ভিন্ন,
কার পানে চাই॥ ১৪৩॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে, কে সহায় ভব অন্ধকারে?
রয়েছি বন্দীসম মোহের আগারে, কলুষিত পাপ বিকারে,
বিষয় বাস রত, তব প্রেমামৃত, ছাড়ি মনভৃঙ্গ বিহরে।
বিতর কৃপা তব, যার গুণে প্রভু, মৃত দেহে জীবন সঞ্চারে।
পাপ তিমির নাশি,বিরাজ হৃদয়ে আসি,কি আর জানাব তব দ্বারে॥১৪৪

ভৈরবী—মধ্যমান।

কে হে আজি বিরাজে হৃদয় মাঝারে,
প্রভু কি এসেছ আজি, দয়া করে আমারে।
সাধ করেছি হেন মনে, পূজিব তব চরণে,
প্রীতি কুসুম বিনে, কি দিব আর তোমারে।
আশীর্ব্বাদ কর হে প্রভু, ও পদ না হারাই কভু,
যায় যাবে প্রাণ তবু, মজিব না পাপাচারে॥১৪৫॥

আলেয়া মিশ্র—একতালা।

দীননাথ, আমরা দীনের বেশে, এসেছি হে তোমারি দ্বারে;
শুনে তোমার দয়ার কথা এসেছি বড় আশা করে।
পড়ে মোহ অন্ধকারে, দেখিতে না পাই তোমারে,
কোথা প্রভু দয়া করে, দেখা দেও দীনের হৃদিকুটীরে।
কারেও না দেখি সংসারে,পতিত উদ্ধার করে,পাপ হৃদয় কেমন করে,
ওহে পতিতশরণ, এক বার চাও হে ফিরে॥ ১৪৬॥

কীর্ত্তন।

কর শান্ত, হে শ্রীকান্ত, জগৎ আলোকিত কর হে।
স্থল জল, অনিল অনল, প্রভায় পুলকিত কর হে।
যেমন দীপক, তিমির নাশক, রবি চন্দ্র যথা, আলোকিত হেথা,
তোমার কিরণে করয়ে হে।
মায়া মোহ ঘিরে, মানব নিকরে,দীপ্তি হীন নরে, পন্থাহারা করে,
সুমতি তাদের প্রদান হে।
আঁখিহীন যারা, দেখিবে তাহারা, শ্রবণ বঞ্চিত, শুনিবে নিশ্চিত,
উন্মাদে স্মৃতিমান কর হে।
তরু, লতা, বন, হাসিছে কেমন, পুষ্প ফল ভারে, আনন্দ বিতরে,
অশান্তে শান্তিবারি ঢাল হে॥ ১৪৬॥

ভৈরবী—বিভাস একতালা।

ওহে দীননাথ, কর আশীর্ব্বাদ, এই দীন হীন দুর্ব্বল সন্তানে;
যেন এ রসনা, করে হে ঘোষণা, সত্যের মহিমা জীবন মরণে।
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি, চির ভৃত্য হয়ে রব আজ্ঞাকারী।
নির্ভয় অন্তরে, বল্‌ব ঘরে ঘরে, মহাপাপী তরে দয়াল নামের গুণে!
নিত্য সত্য ব্রত করিব পালন, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন,
ভব বিপদ কালে, ডাক্‌ব পিতা বলে; লইব শরণ ও অভয় চরণে১৪৭

কাফি—ঝাঁপতাল।

তুমি হে ভরসা মম অকুল পাথারে,
আর কেহ নাহি যে, বিপদ্‌ ভয় বারে, আঁধারে যে তারে।
এক তুমি অভয় পদ জগত সংসারে,
কেমন বল দীনজন ছাড়ে তোমারে?
করিয়ে দুখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখন মনঃ আঁখি তব জ্যোতি নেহারে; জীবন-সখা তুমি,
বাঁচি না তোমা বিনে, তৃষিত মন প্রাণ মম ডাকে তোমারে॥ ১৪৮॥

কীর্ত্তন।

বড় আশা করে তোমার দ্বারে এসেছি ওহে দয়াময়,
প্রভু তুমি পতিত পাবন, নিলাম চরণে শরণ,
যেন এ দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।
এই সংসার প্রলোভনে, কাঁপে প্রাণ নিশিদিনে,
তাহাতে এসেছি এখানে! (হে)
অভয় চরণ দানে এ দীনে কর অভয়।
আমি চাই না ধন মান, চাই না যশ অভিমান,
করযোড়ে করি নিবেদন; (হে) যেন এ দীনে শ্রীচরণে পায় আশ্রয়১৪৯॥

কীর্ত্তন।

করুণা কুরু কিঞ্চিৎ, প্রভু, কৃপা-ভিখারী কাতর কিঙ্করে নাথ।
বড় আশা করে এসেছি নাথ, (চরণ পাব বলে)
আমি পাপেতে তাপিত হয়ে, আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়ে,
পতিত পাবন প্রভু, স্থান দাও তব চরণ তলে।
আমায় ত্যজ না পাতকী বলে, (ওহে অধম তারণ)।
প্রভু কৃপাসিন্ধু (সিন্ধু) তব নাম, আমায় কৃপা-বারি কর হে দান,
(ওহে কৃপাময়)॥ ১৫০॥

আলাইয়া—কাওয়ালী।
ভক্তি ভাবে ডাক্‌লে আমি রইতে পারি কৈ,
ওরে, যে ডাকে আমারে আমি তারই হয়ে রই।
যে জন বিশ্বাস করে, জীবন সঁপেছে মোরে,
কে আছে তার এ সংসারে, বল আমি বই!
আমি ভক্তের অধীন, আমায় জানে সবে চিরদিন,
ভক্তকে দেখিলে আমি আনন্দিত হই।
দারা সুত ধন প্রাণ, (ওরে) যে করে আমায় অর্পণ,
তাহার সকল ভার মাথায় করে বই।
ভক্তিতে চৈতন্য মোরে, বেঁধে ছিল প্রেমডোরে,
ভক্তির জোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ হল শমনজয়ী॥ ৭৫১॥

খাম্বাজ—চৌতাল।
কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনা মধ্যে, তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশ ভেদে, কাল ভেদে, রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণ সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা,
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী॥ ৭৫২॥

সিন্ধু খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।
তুমি যারে কর হে সুখী, সেই সুখী হয় এ সংসারে,
বিপদ প্রলোভনে তারে বল কি করিতে পারে?
আপন আনন্দে সেই জন করে সন্তরণ সুখসাগরে;
নাহি জানে কোন অভাব, প্রশান্ত মুক্ত স্বভাব,
চিরসুখ শান্তি তার মনেতে বিরাজ করে।
প্রেমের তরঙ্গ ভাবের প্রসঙ্গ, কত উথলে তার অন্তরে;
মত্ত হয়ে সুধাপানে, বিহরে তোমার সনে,
অক্ষয় রত্নভাণ্ডার তার হৃদয় কন্দরে।
ওহে প্রেমসিন্ধু, এক বিন্দু প্রেম দানে সুখী কর নাথ যদি আমারে;
তবেত সার্থক মম, হয় এ পাপ জীবন,
গাই তব নামগুণ, মনের আশা পূর্ণ করে॥ ৭৫৩॥

ভৈরবী—মধ্যমান।
তাই ডাকি হে তোমায়, বলে দয়াময়, ডাকিলে কাতর প্রাণে,
(সরলান্তরে শীতল হয় হৃদয়)।

নাম গানে প্রেমোদয়, দরশনে কত সুখ হয়,
স্বরূপ চিন্তনে পাপ ভয় দূরে যায়।
তব প্রেমামৃত রসে, পবিত্র জ্যোতি পরশে,
হৃদয় উদ্যানে প্রেমফুল বিকশিত হয়॥ ১৫৪॥

বাহার—একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে।
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে!
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে, তেমনি দেব তোমার
জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে, ভকত হৃদয় বীত-শোক,
তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়নবারি রাখে কে নিবারিয়ে;
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়, তোমার গুণ গাইয়ে,
যায় যদি যাক্ প্রাণ, তোমার কর্ম্ম সাধনে॥ ১৫৫॥

খাম্বাজ—চৌতাল।

নয়ন রঞ্জন তুমি, ভুলিতে কে পারে?
যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি হে তোমারে।
অনল অনিলে জলে, জ্যোতির্ম্ময় নভঃস্থলে,
শোভিছে তোমার নাম জলদ অক্ষরে।
আঁধারে ঘেরিলে ধরা, তবু তোমায় যায় ধরা,
প্রকাশে তোমার জ্যোতি হৃদয় মাঝারে।
জগত-জীবন তুমি, তুমি হে আত্মার স্বামী,
জল ছাড়ি মীন কভু থাকিতে কি পারে?
যোড়করে ভিক্ষা করি, যদি হে ভ্রমে পাসরি,
ভুলনা জীবন-ধন, দীন হীন কাতরে॥ ১৫৬॥

খাম্বাজ জংলা—ঠুংরি।

দীন হীন জনে, পাপী পরাধীনে, নাথ তোমা বিনে কে নিস্তারে!
বিহীন সম্বল, অনাথ দুর্ব্বল, তুমি বিনা কে বল অধমে উদ্ধারে!
তুমি দুঃখবারী, পাপ-তাপহারী, ভবের কাণ্ডারী জগত প্রচারে॥ ২। ১॥
তার নিজগুণে, পাপী তাপী জনে,
এসেছি তাই শুনে তোমারি দুয়ারে॥ ১৫৭॥

ভাবের গান।

বিধানীসুর।

চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয়। (হে)
জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!
উথলিল প্রেমসিন্ধু, কি আনন্দময়। (আহা)
চারি দিকে ঝলমল, করে ভক্ত গ্রহদল,
ভক্ত সঙ্গে ভক্ত সখা লীলা রসময়। (হরি)
(জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!)
স্বর্গের দুয়ার খুলি, আনন্দ-লহরী তুলি,
নববিধান বসন্ত সমীরণ বয়। (কিবা)
জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!)
ছুটে তাহে মন্দ মন্দ, লীলারস প্রেমগন্ধ,
ঘ্রাণে যোগিবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয়।
ভবসিন্ধু জলে, বিধান-কমলে, আনন্দময়ী বিরাজে, (কিবা)
আবেশ আকুলে,ভক্ত অলিকুলে,পিয়ে সুধা তার মাঝে। (যোগানন্দ ভরে
দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন-বদন, ভুবনমোহন চিত্ত বিনোদন,
পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় প্রেমে হইয়ে মগন;
কিবা অপরূপ আহা মরি মরি, জুড়াইল প্রাণ দরশন করি,
প্রেমদাস বলে সবে পায়ে ধরি, গাও ভাই মায়ের জয়। (রে) ॥ ৭৫৮॥

দেশ মিশ্রিত—একতালা।

কার ভাবে গৌর বেশে জুড়ালে হে প্রাণ,
প্রেমসাগরে উঠ্‌ল তুফান, থাক্‌বে না আর কুল-মান!
(মন মজালে গৌর হে) ব্রজ মাঝে রাখাল সাজে চরালে গোধন)
ধর্‌লে করে মোহন বাঁশী, মজ্‌লো গোপীর মন।
ধরে গোবর্দ্ধন, রাখ্‌লে বৃন্দাবন; (আবার) মানের দায়ে,
ধরে গোপীর পায়ে, ভেসে গেল চাঁদ বয়ান।
(মন মজালে গৌর হে) ॥ ৭৫৯ ॥

কীর্ত্তন।

হরি বোল হরি বোল বলে কে যায় নদের বাজার দিয়ে।
ওরে সোণার নূপুর রাঙ্গা পায়।
ওরে নগর দিয়ে হেটে যায়, (দেখ রে) হেলে পড়ে নিতাইর গায়।
ও দেখে রে নূপুর পঞ্চম গায়।

ও রে মালি কাঁদা নিতাইর গায়, (দেখ রে রক্তে অঙ্গ ভেসে যায়।)
ওরে জগা বলে মাধাই ভাই, এমন রূপ আর দেখি নাই,
এমন নাম আর শুনি নাই।
(ও ভাই রে এমন নাম আর শুনি নাই) ॥ ১৬০ ॥

কীর্ত্তন।

দয়াময় কি মধুর নাম।
আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে কি মধুর নাম।
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে কি মধুর নাম।
এ নাম কোথা ছিল, কে আনিল, কি মধুর নাম।
এ নাম জীব তরাতে এসেছিল, কি মধুর নাম।
এ নাম তোমরা বল আমরা শুনি, কি মধুর নাম।
নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল কি মধুর নাম।
নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল, কি মধুর নাম।
আমার নামে অঙ্গ শীতল হল, কি মধুর নাম।
আমার পাপ তাপ সব দূরে গেল, কি মধুর নাম ॥ ১৬১ ॥

আলাইয়া ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ওরে, দয়াল নামে ভাস সুখে মন আমার, কেন রে ভাব আর!
ওরে, দয়াময় এই মন্ত্র যপে দয়াময়ে প্রাণ সঁপে,
দয়াল বলে ভবার্ণবে দেও সাঁতার।
তরঙ্গে গর্জ্জনে শঙ্কা পেও না, কলুষ-কুম্ভীর পানে ফিরেও চেও না,
ভয় কিরে মহামন্ত্র ভুল না, কিছুতেই কিছু হবে না।
বলো, কোথায় রইলে ভবের কর্ণধার! ১৬২ ॥

দেশমল্লার—একতালা।

হায় রে আমি কি হেরিলাম।
হৃদিসরসী মাঝে, কি অপরূপ সাজে, বলিতে নাহিক পারি,
বলা নাহি যায়, সে তো বলিবার নয়।
প্রাণ চমকে সে রূপ হেরি, আহা মরি মরি কি রূপ মাধুরী,
প্রেমে অবশ হয় অঙ্গ উথলে হৃদয়।
রবি শশী তারা, শোভে না রে তারা, সে রূপরাশি,
হৃদয় আকাশে প্রকাশে যখন দেখি; বহে সুখ সমীরণ,
হলে সে রূপ দর্শন, উচ্ছ্বাস উঠয়ে দেখি গভীর প্রেমসাগরে ॥১৬৩॥

বাউলের সুর।

ভবপারে কে যাবি রে আয়, ঐ দেখ নিতাই মাঝি ডেকে যায়।
হরি হরি বোলে, বেলা গেল চলে, পারে যাবি বলে,
ভবের হরিনাম তরি, ধরেন আপনি খেপনি, গৌর নিতাই কাণ্ডারী,
তাতে রাধা নামের গুণ বেঁধেছে তরি ভক্তি পেলে চলে যায়,
(হরি হরি বোলে)।
আছে নানা তরঙ্গ, তুমি ছাড় রে কুসঙ্গ, কর গৌর সঙ্গ,
ও তুই অনায়াসে পারে যাবি অন্তে ॥ ১৬৪ ॥

বাউলের সুর।

সাধ করে কি পাগল হই।

যত সহজ লোকের কায়দা দেখে, জবুথবু হয়ে রই।
(বাইরে) ধর্ম্ম চাপা, কেটে ছাপা, মালা জপ্‌চে যত ঐ ;—
(ভিতরে) গোলোক ধাঁদা, বাহির সাদা, ধর্ম্মের দফার চেরা সই।
কেটে ন্যায় তন্ত্র, তর্ক মন্ত্র, বিচারে কন আমি কৈ ;
(বেড়ায়) দিয়ে ফাঁকি, পেতে চাকি, খাওয়ায় কেবল টকো দই।
(ওরা) করে আবার কাজির বিচার, দেহ মন আমি নই ;——
(তবে) ভোগ লালসা সংসার আশা, তোদের এখন গেছে কই? ১৬৫

কেদারা—চৌতাল

যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে,
ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্ম ধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপান, প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেই জাগে।
ধন্য সাধু সুখী সেই, যে আপন মন-আসনে, রাখিতে তাঁরে পারে।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, পাপত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া যাঁর,
তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম ॥ ১৬৬ ॥

বাউলের সুর।

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়।
ভক্ত হতে যার ইচ্ছা, তার আগে শাক্ত হতে হয়।
শাক্ত হইলে প্রকাশ, সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ,
মান অপমান, বলিদান, দিয়ে কর রিপু জয়।
রিপু হলে জয় জ্ঞানের বৃদ্ধি, তখন অনায়াসে হবে ভূতশুদ্ধি,
সিদ্ধি হয় তখন, নইলে মন অ, আ, ই, ঈ কর্ত্তে হয়।

সিদ্ধি হলে মন বৈষ্ণব লক্ষণ, তখন হিংসা আদি হবে রে বারণ,
বিবেকী যখন, হবে মন, তখন রে ভক্তির উদয়।
কাঙ্গাল বলিছে ভক্তি হয় যখন, ওরে ভেদজ্ঞান না থাকে তখন
যার প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, জগৎ দেখে ব্রহ্মময় ॥ ১৬৭ ॥

কীর্ত্তন—ঢিমে আড়াঠেকা।

ও কে যায় রে কাঁচা সোণার বরণ নবীন-সন্ন্যাসী।
হেরে গৌরকান্তি, হয় মনে ভ্রান্তি, যেন আসি ভূমেতে উদয় শশী,
মরি কি রূপ, হেরি অপরূপ, রূপের স্বরূপ, গৌর রূপ,
রহিল অন্তরে পশি।
করে দণ্ড কমুণ্ডল, রূপে ভুবন উজ্জল, নিরমল কাঞ্চন বরণ গো।
মুখে রাধা রাধা বলে, ভাসিছে নয়ন জলে, বিনা ছলে করিছে ভ্রমণ গো
যেন উন্মাদের মত, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাগত,
বুঝি শ্রীরাধার ভাবে হয়েছে উদাসী ॥ ১৬৮ ॥

দেশ—একতালা।

যাদের চাহিয়ে, তোমারে ভুলেছি, তারা তো চাহে না আমারে;
তারা আসে, তারা চলে যায়, দূরে ফেলে যায় মরু মাঝারে।
দুদিনের হাসি, দুদিনে ফুরায়, দীপ নিভে যায় আঁধারে;
কে রহে তখন, মুছাতে নয়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে।
যাহা পাই তাই, ঘরে নিয়ে যাই, আপনার মন ভুলাতে;
শেষে দেখি, হায়! ভেঙ্গে সব যায়, ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে।
সুখের আশায়, মরি পিপাসায়, ডুবে মরি দুখ পাথারে;
রবি শশী তারা, কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে ॥ ১৬৯ ॥

দেশ—একতালা।

তুমি ছেড়ে ছিলে, ভুলে ছিলে বলে, হের গো কি দশা হয়েছে।
মলিন বদন, মলিন হৃদয়, শোকে প্রাণ ডুবে রয়েছে।
বিরহীর বেশে, এসেছি হেথায়, জানাতে বিরহ বেদন;
দরশন নেব, তবে চলে যাব, অনেক দিনের বাসনা।
'নাথ' 'নাথ' বলে, ডাকিব তোমারে, চাহিব হৃদয়ে রাখিতে;
কাতর প্রাণের, রোদন শুনিলে, আর কি পারিবে থাকিতে;
ও অমৃতরূপ, দেখিব যখন, মুছিব নয়ন বারি হে;
আর উঠিব না পড়িয়ে রহিব, চরণ তলে তোমারি হে ॥ ১৭০ ॥

প্রসাদী—একতালা।

দাও মা আমায় চরণ তরি, আমি অগাধ জলে ডুবে মরি!
সাহস করি আপন জোরে ভবনীরে ধর্লেম পাড়ি,
এখন তরঙ্গেতে যাই মা ভেসে, কূল কিনারা নাহি হেরি।
শুনেছি মা লোকের মুখে, বিমুখ নাহি হয় ভিখারী,
আমি আকুল প্রাণে এই ভিক্ষা চাই, তুলে লও মা কোলে করি ॥১১১॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

তোমা বিনা কে প্রভু, সঙ্কটে নিবারে, কে সহায় ভব অন্ধকারে!
রয়েছি বন্দীসম, মোহের আগারে কলুষিত পাপ বিকারে।
বিষয় আশ যত, তব প্রেমামৃত, ছাড়ি মন ভৃঙ্গ বিহরে;
নিভর কৃপা তব, যায় শুনে প্রভু, মৃত দেহে জীবন সঞ্চারে;
পাপতিমির নাশি, বিরাজ হৃদয়ে আসি, কি আর জানাব তব দ্বারে॥১১২॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

আমি তোমারি কাছে থাকি বড় সুখে গো।
বলে মিষ্ট কথা, ঘুচাও ব্যথা, সদা হাসি মুখে গো।
বন্ধুজনের বঞ্চনা, রোগ শোকের যাতনা, কিছু মনে থাকে না—
তোমার সম্মুখে গো।
দুঃখময় এ সংসারে, মা নাই যাহার ঘরে, সে কেবল কেঁদে মরে,
রোগে শোকে দুঃখে গো ॥ ১১৩॥

কীর্ত্তন।

করুণা কুরু কিঞ্চিৎ, প্রভু, কৃপা ভিখারী কাতর কিঙ্করে নাথ।
বড় আশা করি এসেছি নাথ (চরণ পাব বলে)
আমি পাপেতে তাপিত হয়ে, আছি তব দ্বারে দাঁড়ায়ে
(ওহে পতিত পাবন) প্রভু স্থান দাও তব চরণ তলে।
আমার ত্যজনা পাতকী বলে (ওহে অধম তারণ) প্রভু কৃপা-সিন্ধু
(সিন্ধু) তব নাম, আমায় কৃপা বারি করহে দান (ওহে কৃপাময়)॥১১৩॥

কীর্ত্তন।

হৃদয়-আসনে বসায়ে যতনে তোমারে পূজিব হরি।
(মনে চিরদিন এই সাধ আছে নাথ)
ভুঞ্জিয়া প্রসাদ, মিটাইব সাধ, এই আশা মনে ধরি।
(আছি চিরদিন এই আশা করি)

অতি সংগোপনে, বসি তব সনে, করিব প্রেম আলাপ।
(আমার মনের আশা পূরাও হে নাথ) ॥ ৭৭৫॥

টোড়ী ভৈরবী—মধ্যমান।

কে তুমি দাঁড়ায়ে হৃদয় কাননে,
দেখিয়াছি অনেক রূপ, এমন রূপ আর হেরিনে।
হও কি স্বর্গের পিতা, শান্তিদাতা পবিত্রাতা,
তুমি যে আসিবে হেথা তাতো আমি জানিনে।
দাঁড়াও পিতঃ, আসি পুনঃ, লয়ে ভ্রাতা ভগ্নিগণ,
সবে মিলে প্রেমধন লুটাই তব চরণে ॥ ৭৭৬ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

তুমি কি গো পিতা আমাদের, ওই যে নেহারি মুখ অতুল প্রেমের।
ওই যে নয়নে তব, অরুণ কিরণ নব, বিমল চরণ তলে ফুল ফুটে প্রভাতের
ওই কি স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে,
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়ে,
হৃদয়ের ফুলগুলি, যতনে ফুটায়ে তুলি,
দিব কি বিমল করি, প্রসাদ সলিল দিয়া ॥ ৭৭৭ ॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

তোমারই মঙ্গল ছবি দেখেছে যে জন,
সে কি আর ফিরাতে পারে তাহাতে নয়ন।
স্বদেশ বিদেশ মাঝে, যথা তথা সে বিরাজে,
তোমারই মুখের প্রতি তাহার নয়ন।
কিবা জলে কিবা স্থলে, কি অর্ণবে কি অচলে,
নির্ভয় হৃদয় তার পাইয়ে তব দরশন ॥ ৭৭৮ ॥

হাম্বির—রূপক।

আছি আশা পথ চেয়ে, হৃদয় আসন নাথ যতনে বিছায়ে,
দীনবন্ধু নাম ধর, পাতকী নিস্তার কর,
সেই আশে নিরন্তর আছি আশ্বাসিত হয়ে।
ডাকিতেছি অনুক্ষণ, কোথা দরিদ্র জীবন,
পরশ হৃদি আসন কৃপা-বিন্দু বরষিয়ে।
নাহি জ্ঞান, পুণ্যবল, নাহি হে অন্য সম্বল,
জনম কর সফল এ দীনে প্রসন্ন হয়ে ॥ ৭৭৯ ॥

কীর্ত্তন।

পাপে তাপে জ্বরে, আজ জুড়াতে জীবন, নাথ এলাম তোমার দ্বারে।
তুমি অন্তর্যামী জান অন্তরের দুঃখ, কি আর বলিব তোমারে।
নাথ, নিজ পাপ মনে হলে, আশা নাহি রয়, নিরুপায়ের উপায় তুমি
ওহে দয়াময়। (তাই তোমার দ্বারে কাঁদি হে—তুমি নাকি মরম জান)
(তুমি নাকি দীন জনে তার)
আমি দীনদীন অধম তনয়, নিলাম তোমার ও চরণে আশ্রয়।
নাথ, মম মন চকোরের তুমি সুধাসিন্ধু, মম মন চকোরের তুমি পূর্ণইন্দু,
(তাই প্রাণ তোমারে ছেড়ে রইতে নারে হে) তুমি যদি উপেক্ষিবে,
তবে কেমনে জীবন রবে। ৭৮০ ॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

আর কারে ডাকিব গো মা, ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে,
আমি এমন ছেলে নই মা তোমার, ডাকিব গো মা যাকে তাকে।
(মা বই ছেলের আর কে আছে গো)
মা যদি সন্তানে মারে, শিশু কাঁদে মা মা করে,
ঠেলে দিলে গলা ধরে, ছাড়ে না মা যত বকে।
মা বই ত শিশু জানে না, মা বই ত কিছু বলে না
মা ছাড়া কভু থাকে না, আমি থাক্‌ব কাকে দেখে,
জগত জননী হও, পুত্র ভার মা গো লও,
মা গো আবদার সও, তাইতে তনয় তোমায় ডাকে ॥৭৮১ ॥

বাউলের সুর—একতালা।

প্রেমপিঞ্জরে, রাখ হে নাথ বন্দী, করে চির দিন,
পোষা পাখী হয়ে থাকি, ডাকি তোমায় অনুক্ষণ।
ধন আমায় প্রেমের জালে, বেঁধে রাখ প্রেমশৃঙ্খলে বশ কর সুকৌশলে,
যেন পলাইতে না চায় মন।
নিজ হাতে দাও আহার, পবিত্র প্রেম আধার,
প্রেমভরে বারম্বার শুনাও সুমিষ্ট বচন।
কর মোরে শিক্ষা দান, গাইতে তোমার নাম, করে তব গুণগান,
স্বার্থক করি জীবন।
চেয়ে তোমার পানে, অনুরাগ নয়নে, মগ্ন হব নাম গানে,
তুমি করিবে শ্রবণ ॥ ৭৮২ ॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

কেন হে এমন করে চেয়ে আছ প্রেম নয়নে,
যেন আমা বই তোমার কেহ নাই আর ত্রিভুবনে!
এই রূপে সবে তোমারে, আপন বলে মনে করে,
তুমিও তেমনি ভাবে ভালবাস প্রতি জনে॥ ৭৮৩॥

মুলতান—একতালা।

আমার গতি কি হবে, যদি পাতকী বলিয়ে ত্যজিবে তবে!
পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ, কোথা শান্তিদাতা কর শান্তি দান,
আর এ যাতনা, সহে না সহে না, অনাথ শরণ হে।
ওহে তোমার হাতে করি আত্মসমর্পণ, রাখ আর মার যা ইচ্ছা এখন
আমি আর কার কাছে যাব, কোথা আর কাঁদিব, শূন্য দেখি ত্রিভুবন।
দেও হে দণ্ড তোমার বিচারে যা হয়, খণ্ড খণ্ড কর এ পাপ হৃদয়,
তোমার হাতে মলে এ মহা পাতকী নব জীবন পাবে! ৭৮৪॥

আলেয়া—ঝাঁপতাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা।
যথা আমি যাই নাক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়নজলে ঢাল গো কিরণ ধারা।
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক বিচ্ছেদ হলে, না দেখি কূল কিনারা;
কখন বিপথে যদি, যাইতে চাহে এ হৃদি,
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা॥ ৭৮৫॥

কাফি—একতালা।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না,
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না।
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে, তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা ভয় হয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে,
কি করিলে বল পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে.
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিত
আর কারো পানে চাহিব না, করিব হে আমি প্রাণপ
তুমি যদি বল এখনি করিব, বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন॥

বিভাস—একতালা।

বড় আশার কথা শুনেছি নাথ, তোমার মুখেতে,
তুমি বলিয়াছ, ভয় নাই রে থাকৃতে তোর দয়াল পিতে।
যখন যেখানে থাকি, দিবানিশি দয়াল বলে তোমারে ডাকি,
আমার পিতা মাতা ভাই বন্ধু, আমি পেয়েছি এক তোমাতে!
আমি অন্ধকারে আলো দেখ্‌তে পাই, সম্পদ বিপদে কোন ভেদ রাখ নাই,
তোমার মাভৈঃ রবে পূর্ণ জগৎ, তাই কেবল শুনি কান পেতে।
ধনী হব বলে আমার বড় সাধ ছিল,
তোমা ধনে পেয়ে আমার সে সাধ মিটিল, কলে এত ধনে ধনী আমায়,
ধন আর ধরে না মোর কুড়েতে॥ ৭৮৭॥

খাম্বাজ – একতালা।

কত ভাল বাস গো মা মানব সন্তানে (পাপী)
মনে হলে প্রেমধারা ঝরে দুনয়নে।
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি,
তবু চেয়ে মুখপানে, প্রেম নয়নে,
ডাকিছ মধুর বচনে, বার বার প্রেমভরে,
ডাকিছ গো মা, প্রেম বাহু প্রসারিয়ে.
স্নেহে বিগলিত হয়ে, আয় আয় আয় বলে,
অপরাধ ক্ষমা করে, হাসিমুখে প্রেমভরে,
(ওমা আনন্দময়ি) জীবের দশা মলিন দেখে,
আমাদেরি জন্যে, স্বর্গ নিকেতনে, (গো মা)
কত সুখ শান্তি, অতুল সম্পত্তি রেখেছ যতনে,
নিজ হাতে সাজাইয়ে বিবিধ বিধানে।
তোমার প্রেমের ভার, সহিতে পারিনে গো আর,
প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া, হৃদয় ভেদিয়া,
তব স্নেহ দরশনে, লইনু শরণ মা গো তব শ্রীচরণে॥ ৭৮৮॥

কীর্ত্তন।

নাথ, আমায় করুণা করিবে না কি বলে,
কারে বঞ্চিত করেছ হে কোন্ কালে, পাপে তাপে তাপিত হয়ে,
একবার যে ডাকে তাপিত হয়ে, তারে শীতল কর কৃপা সিন্ধু জলে।
কত কুপুত্র তোমার দেখ্‌তে পাই, তব ত্যজ্য-পুত্র কভু শুনি নাই,
হয়ে সহস্র অপরাধি—কাতরে একবার কাঁদে যদি,
তারে তখনি তনয় বলে লও কোলে॥ ৭৮৯॥

ধূন—কাওয়ালী।

দিবা নিশি করিয়ে যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন,
জগতপতি হে কৃপা করি, হেথা কি করিবে আগমন ?
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু হেথা নাই,
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়, করেছি যতনে প্রক্ষালন।
বাহিরের দীপ রবি তারা, ঢালে না সেথায় কর-ধারা,
তুমিই করিবে শুধু দেব; সেথায় কিরণ বরিষণ।
দূরে বাসনা চপল দূরে প্রমোদ কোলাহল,
কেমন আনন্দ বসি হেথা, মুখে নাই একটীও কথা,
বিষয়ের মান অভিমান, করেছে সুদূরে পলায়ন।
কেমন আনন্দ বসি হেথা, মুখে নাই একটিও কথা,
তোমারি সে সেবক প্রভু, করিবে তোমারি আরাধন।
নীরবে বসিয়া অবিরল, চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে বসিয়া রবে একা, মুদিয়া সজল দুনয়ন ॥ ৭৯০ ॥

দেশমল্লার—ঝাঁপতাল।

হরি তোমা বিনা কেমনে এ ভবে জীবন ধরি,
সংসার জলধি মাঝে তুমি হে তরি।
তোমারে যখন পাই, আঁধারে আলোক পাই,
নিমি যে হৃদয়ে তাপ সব পাসরি ॥ ৭৯১ ॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

পবিত্র প্রেম বন্ধনে বাঁধহে আজি দুজনে,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে জীবনে।
উভয়ের প্রেম নদী, বহে যেন নিরবধি,
সুখেতে অনন্তকাল তব প্রেম-সিন্ধু পানে,
তুমি সিদ্ধিদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
শুভ কর্ম্ম সম্পাদন কর আশীর্ব্বাদ দানে।
এই নব দম্পতিরে, রাখ দাস দাসী করে,
চির জীবনের মত তোমার চরণে ॥ ৭৯২ ॥

খাম্বাজ—আড়া।

আমার আর কেহ নাই, তোমারে হৃদয়ে রেখে এ প্রাণ জুড়াই ;
তোমা বিনা সব শূন্য, এ সংসার অরণ্য, কে আছে আর তোমা ভিন্ন,
কার পানে চাই ? ৭৯৩ ॥

বাউলের সুর।

এসে এক রসিক পাগল, বাধালে গোল,নদের মাঝে,দেখ্ সে তোরা।
পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব, হেরবো রসের নব গোরা।
নিতাই পাগল, গৌর পাগল, চৈতন্য পাগলের গোড়া;
অদ্বৈত্য পাগল হয়ে, রসে ডুবে, প্রেম এনেছে জাহাজে পোরা।
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর এক পাগল না দেয় ধরা;
কৈলাসের শিব পাগল, খেয়ে পাগল, সার করেছে ভাং ধুতুরা।
ওমীন পাগল, জোসেন পাগল, আর এক পাগল না দেয় ধরা;
তারা তিন পাগলে যুক্তি করে, মক্কায় কল্লে নামাজ পড়া।
যত সব বৈরাগী বৈষ্ণব, ভেক নিয়ে, নাম বাড়ালে বাউল নেড়া,
গোঁসাই গোবিন্দের বচন, পাবি চরণ, জ্যান্তে মরা॥ ১৯৪॥

প্রসাদী—একতালা।

ভাই! আমার মানস মাঝারে, সাধের বাসনা, সদাই বিহরে।
বুঝিতে চাই, কি সে বাসনা, ধরিতে ধাই, হৃদয় কামনা,
(যেন) লুকাইয়া পড়ে, অজ্ঞাত আগারে?
নয়ন মুদিয়ে, বুঝিতে পারি না, খুলিয়ে নয়ন, দেখাও দেখি না,
ছায়াবাজী মত, আসিয়ে আসে না, এ হেন ছলনা,
কে বোঝাবে আমারে? ১৯৫॥

ভৈরবী—পোস্তা।

আমার মন ভুলালে যে কোথা আছে সে,
সে দেখে, আমি দেখিনে, ফিরে চাই আসে পাশে।
পেলাম পেলাম, দেখ্লাম তারে, এই সে বলি ধরি যারে;
বুঝি সে নয়, সে হলে পরে, আর কি মন ফিরে আসে।
বল দেখি রে তরু লতা, আমার জগত জীবন আছেন কোথা?
তোরা পেয়ে বুঝি কমনা কথা, তাই তোদের কুসুম হাসে।
বলরে বল বিহঙ্গকুল, তোরা কার প্রেমে হয়ে আকুল,
থেকে থেকে ডেকে ডেকে, উড়ে যাস কার উদ্দেশে।
বল দেখিরে হিমাচল, তুই কিসে এত সুশীতল,
ঝরিতেছে অশ্রুজল, কার অনুরাগে মিশে?
পেয়ে বুঝি রত্নবর, সিন্ধু নাম ধরেছিস রত্নাকর,
তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে নৃত্য করিস্ উল্লাসে।
লুকিয়ে থেকে প্রেম করে, এমন প্রেম তো দেখিনা রে,
দেখা পেলে সুধাই তারে, কেন সে ভালবাসে॥ ১৯৬

বাউলের সুর।

ঐ দেখ প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা,
হরি ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে, করিছেন কত খেলা।
কেহ লয়ে প্রেমের পসরা, বলে আয় রে ভাই, শুদ্ধ প্রেম,
প্রেম কে নিবি তোরা, করে অপরূপ মহাভাবের বিচিত্র রসলীলা।
কেহ হরি-ভক্তের সাজায়ে ডালি, দেখায় নানা ভাবকলী,
ভাবে হাসে কাঁদে, নাচে গায়, দেয় করতালি ; দুনয়নের জলে অঙ্গে
ভাসে, প্রেমরসেতে মাতোয়ালা।
যোগী ঋষি তপোধন, তারা ধ্যানেতে মগন,
পণ্ডিতেরা বেদমন্ত্র করে উচ্চারণ ; আবার কর্ম্মী যত, সেবায় রত,
ভাবনায় হয়ে ভোলা।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস,
তাতে দিয়ে নব রস রস কেহ বা বিলায় প্রেম কলসে কলস ;
ডাকে কে নিবি আর, প্রেমের ছবি ত্বরা করে এই বেলা।
প্রেমদাসের বড় সাধ মনে, হরি বলে ভিক্ষা করে ভক্তির দোকানে;
সাধু মহাজনের পাতের খেয়ে ঘুচাই জঠর জ্বালা ॥ ৭৯৭ ॥

কীর্ত্তন।

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে। (সে দিন কবে বা হবে)
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপ-সাগরে।
জ্ঞান অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক্ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজচরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণসখা, সফল করিব জীবনে ;
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গ ভোগ জীবনে। (সশরীরে)
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর,
তেমনি নাথ, তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ আঁধার।
ওহে, ধ্রুবতারাসম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পুরাও মনের আশ ;
আমি নিশি দিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে ॥ ৭৯৮ ॥

আলাইয়া—যৎ।

(এবার) হরিপ্রেমানলে জলে হব খাঁটি সোণা,
আপনার রূপে আপনি মজে, করব প্রেম সাধনা।
ভক্তের পদযুগলে, নূপুর হয়ে নাচ্‌ব তালে,
বাজ্‌ব রুণু ঝুনু বোলে, মধুর বাজনা।
সোণার বরণ গৌর অঙ্গে, মিশে যাব প্রেমরঙ্গে,
গৌরসঙ্গে হরিনাম করিব ঘোষণা॥ ৭৯৯॥

প্রসাদী—একতালা।

আমিই শুধু রইনু বাকি, যা ছিলো তা চলে গেল,
রইলো যা, তা কেবল ফাঁকি।
আমার বলে ছিলো যারা, আরতো তারা দেয় না সাড়া;
কোথায় তারা, কোথায় তারা, ধারে ধারে কারে ডাকি।
বল্ দেখি মা শুধাই তোরে, আমার কিছু রাখ্‌লি নারে।
আমি শুধু আমায় নিয়ে, কোন প্রাণেতে বেঁচে থাকি। ৮০০॥

খাম্বাজ—একতালা।

তুমি আমার প্রাণাধার, জীবনের অবলম্বন,
চিরসহায়, পরমাশ্রয়, হৃদয়ের প্রিয়ধন।
নিত্য সত্য অখণ্ড অনন্ত আদিকারণ,
কৃপানিধান, প্রাণপ্রাণ, তৃষিত চিত্ত-রঞ্জন।
প্রেমসিন্ধু, দীনবন্ধু, দুঃখ-দারিদ্র-ভঞ্জন,
পাপহরণ দীনশরণ বিপদ ভয়বিনাশন।
সুখ মোক্ষদাতা বিধাতা পতিতপাবন,
সখা সহৃদ প্রেমাস্পদ পরম ভক্তিভাজন।
মূল শক্তি গতি মুক্তি জীবনের জীবন,
অনাথ নাথ তাতঃ মাতঃ বিশ্বজন বন্দন।
প্রতিপালক গুরু রক্ষক, সর্ব্বমঙ্গল নিদান,
গুণসাগর প্রাণেশ্বর, অমৃত নিকেতন।
সারাৎসার পরাৎপর স্বয়ম্ভু সনাতন,
মোহ আঁধারে, পাপ বিকারে, ভরসা তব চরণ॥ ৮০১॥

আলেয়া কীর্ত্তন—খয়রা।

কিসুখ জীবনে মম, ওহে নাথ দয়াময় হে!
যদি চরণ সরোজে, পরাণমধুপ চিরমগন না রয় হে।
অগণন ধনরাশি তায়, কিবা ফলোদয় হে;
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরমরতনে, যতন না করয় হে।

সুকুমার কুমারমুখ, দেখিতে না চাই হে;
যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাই হে।
কি ছার শশাঙ্ক জ্যোতিঃ দেখি আঁধারময় হে;
যদি সে চাঁদ প্রকাশে, তব প্রেমচাঁদ নাহি হয় উদয় হে।
সতীর পবিত্র প্রেম,—তাও মলিনতাময় হে;
যদি সে প্রেমকনকে তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে।
তীক্ষ্ণবিষব্যাপী মম সতত দংশয় হে;
যদি মোহপরমাদে নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।
কি আর বলিব নাথ, বলিব তোমায় হে;
তুমি আমার হৃদয় রতন, আনন্দনিলয় হে॥ ৮০২॥

পাগলা—একতালা।

আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে॥
নূতনবিধানের সুরা, পানে করে মাতোয়ারা ওগো ভয়চিত্তহরা,
ডুবাও প্রেমসাগরে।
তোমার পাগ্‌লাগারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দভরে ঈশা মুশা শ্রীচৈতন্য, প্রেমের ঘোরে অচৈতন্য,
হায়, কবে হব মা ধন্য, মিশে তার ভিতরে!
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেম্‌নি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝ্‌তে পারে; তুই প্রেমে উন্মাদিনী, (ও গো মা)
পাগলের শিরোমণি, প্রেমধনে কর্‌ মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে॥৮০৩

বেহাগ—একতালা।

কত ডেকে ডেকে জাগাইছ মোরে, তবু তো চেতনা নাই গো।
মেলি মেলি আঁখি মেলিতে না পারি, ঘুম রয়েছে সদাই গো।
মায়ানিদ্রাবশে আছি অচেতন, শুয়ে শুয়ে কত দেখি কুস্বপন,
ধন রত্ন দাস বিলাস ভবন, অন্ত নাহি তার পাই গো।
কল্পনার বলে উঠিয়া আকাশে, ভ্রমি আহোরহ মনের উল্লাসে,
ভাবিনে কি হবে নিদ্রার বিনাশে, কোথা আছি কোথা যাই গো।
জানি না গো এ যে রাক্ষসের পুরী, জানি না যে হেথা দিনে হয় চুরি,
জানি না বিপদ আছে ভূরি ভূরি, সুধা বলে বিষ খাই গো।
ভাঙ্গিতে আমার মনের সংশয়, জাগায়ে দিতেছ নিজ পরিচয়,
তুমি যে জনক জননী উভয়, বুঝাইছ সদা তাই গো।
সে কথা আমার কানে নাহি যায়, ভুলিয়ে রয়েছি রাক্ষসীমায়ায়,
কি হবে জননী বল গো উপায়, শুধু কৃপা ভিক্ষা চাই গো॥ ৮০৪॥

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

চল সেই অমৃতধামে, চল ভাই যাই সকলে
নাহি যথা ব্যবধান ইহকাল পরকালে।
ঘুচিবে ভয় ভাবনা, না রবে ভব-যাতনা,
নিরাপদে সুখে বাস করিব পিতার কোলে।
সেখানে নাহি ক্রন্দন, শোক তাপ প্রলোভন,
প্রেমানন্দে ভাসে সবে শান্তিসলিলে; অনন্ত জীবন-স্রোত,
নিরন্তর প্রবাহি, প্রেমের লহরী, তাহে খেলে আশার হিল্লোলে।
যথায় সাধকগণে, প্রাণযোগ সাধনে,
আছেন মগন হয়ে জীবনজলধিজলে, প্রাণাধার পরমেশ্বরে,
আত্মসমর্পণ করে, অমর হয়েছেন তাঁরা ব্রহ্মকৃপাবলে ॥ ৮০৫ ॥

কীর্ত্তন।

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে,
অপরূপ জ্যোতিঃ, গৌরাঙ্গ মূরতি, দুনয়নে প্রেমবহে শতধারে!
গৌর মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু লুটায়ে ধরায়, নয়নজলে ভাসে রে!
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ-মর্ত্ত ভেদ করি, সিংহ রবে রে।
আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলী হয়ে, দাস্য-মুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে।
কিবা মুড়ায়ে মাথার কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ,
দেখি ভক্তি ভাবাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে।
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে,এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে।
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, শ্রীচৈতন্য চরণে,
দাস হয়ে সঙ্গে বেড়াই ঘুরে ॥ ৮০৬ ॥

মনোহর সই—লোফা।

দেখেছি রূপ সাগরে, মনের মানুষ কাঁচা সোনা,
তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গেলাম, আর পেলাম না।
বহু দিন ভাব তরঙ্গে, ভেসেছি কতই রঙ্গে,
সুজনের সঙ্গে হবে দেখা শুনা।
তারে আমার আমার মনে করি, আমার হয়ে আর হল না।
পথিক কয় ভেবনা রে, ডুবে যাও রূপ সাগরে,
বিরলে বসে কর যোগ সাধনা।
একবার ধর্‌তে পেলে মনের মানুষ, ছেড়ে যেতে আর দিও না ॥৮০৭॥

বাউল।

বাঁশের দোলাতে উঠে, কেহে বটে, শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে ?
সঙ্গে সব কাঠের ভরা (হায় কি দশা) সঙ্গে সব কাঠের ভরা,
লট বহরা, জাত বেহারার কাঁদে চুলে।
ঐ শুন ঘরে পরে, সবাই কাঁদে, ছেলেরা কাঁদে বাবা বলে ;
কোথা সে সব মমতা, (হায় রে দশা) কোথা সে সব মমতা,
কও না কথা, এখন কি তা ভুলে গেলে ?
ঘুরে যে দিল্লি লাহোর, ঢাকা সহর, টাকা মোহর নিয়ে এলে ;
খেতে না পয়সা সিকি, (হায়রে দশা) খেতে না পয়সা সিকি,
কও হে দেখি, তার কিছু কি সঙ্গে নিলে ?
রং বেরং সালের জোড়া, গাড়ি ঘোড়া, চেন ঘড়ি সব কোথায় থুলে,
হবে যে এমন দশা, (হায় কি দশা) হবে যে এমন দশা,
দশম দশা, জীবদ্দশায় ভুলে ছিলে।
শত্রুতা প্রকাশিতে, যাদের সাতে, বল্‌ছে রে সেই সকলে ;
বলছে, ভাই ভালই হল, (ঐ দেখ সব) বল্‌ছে, ভাই ভালই হল,
আপদ গেল, হাড় জুড়োল এত কালে।
খেদে দীন বাউল কয়, এ সমুদয়, দেখে শুনেও লোক সকলে ;
একটী দিন এ ভাবনা, (হায় কি দশা) একটী দিন এ ভাবনা,
কেউ ভাবে না, বিষয় মদে থাকে ভুলে॥ ৮০৮ ॥

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

প্রাণ ভরে আয় হরি বলি, নাচি আয় জগাই মাধাই,
মেরেছ বেশ করেছ হরি বোলে নাচ ভাই।
বলরে হরিবোল, প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,
তোলরে তোল, হরিনামের রোল।
পাওনি প্রেমের স্বাদ, ওরে হরিবলে কাঁদ, হেরবি হৃদয়-চাঁদ,
ওরে প্রেমে ওদের নাম বিলায়, প্রেমে নিতাই ডাকে তাই ॥৮০৯॥

বাউলের—সুর।

ওরে যার হবার হয়, তার প্রেম উথলে দুর্ব্বাঘাসে।
প্রহ্লাদ হ বলে নয়ন জলে ভাসে,হরিনামের হ বলে নয়ন জলে ভাসে।
প্রেমে নদেবাসী গৌর, ভুলাইল চোর, মাতাইল গৌর সেই বয়সে।
ওরে বেলা গেল, বাসনায় আগুণ দে, তাই শুনে লালা আমার,
ওরে লালা আমার রল না দেশে।
কত কথা শুনি এখন, চেতে নাকো মন, (সদাই অচেতন মোহ বশে)
আমার হয়েছে প্রাণ,আশান পাষাণ ভেজে না সহস্র উপদেশে ॥৮১০॥

ভজন।

জয় বিশ্বেশ্বর, ভয়হর শঙ্কর, প্রাণেশ্বর শিব সুন্দর জী।
সত্য সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন, চিত্তবিনোদন প্রভু জী।
স্বয়ম্ভু পুরাণ, সর্ব্বশক্তিমান, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান জী; দেব দেব মহাদেব,
মহেশ্বর নিখিল নিয়ন্তা পরমাত্মা জী; অনাদ্যানন্তং পুরুষ
মহান্তং সচ্চিদানন্দং স্বামী জী।
মঙ্গল আলয়, পরম আশ্রয়, প্রজাপতি ভূতভাবন জী;
করুণাসাগর, প্রেমের আকর, জগদীশ্বর জগবন্দন জী;
সিদ্ধিবিধাতা, কল্যাণদাতা, দীনজনত্রাতা পিতা জী ॥ ৮১১ ॥

বাউল।

কোথা দীন দুঃখী তোরা, আয় রে ত্বরা, গৌরচাঁদের প্রেম বাজারে;
হরিনাম মধুপুরী, (আয়রে তোরা) হরিনাম, মধুপুরী, মিঠাইপুরী,
প্রেমের ঝুরী, খেয়ে যা রে।
যত সব যাচ্ছে দুখো, প্রেমের ভুখো, নিতাই আমার যতন করে;
যে যত পাচ্ছে খেতে, (দেখ্‌সে তোরা) যে যত পাচ্ছে খেতে
ইচ্ছা মতে, ইচ্ছা পাতে ঝাঁকা ধরে।
দেখ্‌তে আনন্দবাজার, হাজার হাজার, লোক খেয়েছে নদেপুরে,
গেল সব মনের দ্বন্দ্ব, প্রেমের দ্বন্দ্ব, পূর্ণানন্দ ঘর বাহিরে।
আনন্দে মত্ত কিবা, (দেখ্‌সে তোরা) আনন্দে মত্ত কিবা,
হায় রে শোভা দীন বাউলের হৃদ্ মাঝারে ॥ ৮১২ ॥

আশাভৈরবী—ঠুংরী।

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেম সুধা,—চল রে ঘরে লয়ে যাই;
সেথা যে কত লোক, পেয়েছে কত শোক, তৃষিত আছে কত ভাই।
ডাকরে তাঁর নামে, সবারে নিজধামে, সকলে তাঁর গুণ গাই;
দুঃখী কাতর জনে, রেখোরে রেখো মনে, হৃদয়ে সবে দেহ ঠাঁই ৮১৩॥

ভৈরবী—তেওট।

বহিছে ঘন ঘন, প্রলয় পবন, ব্রহ্মনিশ্বাস নববিধানে।
বিশাল বিক্রমে, হুঙ্কার গরজনে, উথলে সিন্ধু সাধুজীবনে।
ছুটিছে রবি শশী, পড়িছে তারা খসি, ভীষণ বজ্রনাদ গগনে;
করিছে রসাতল, অবনীমণ্ডল, ভয়ে আকুল জগজ্জনে।
নগেন্দ্র শিখরে, অনল উগারে, ভূকম্প হয় সর্ব্বভুবনে;
ঘূর্ণিত মহাবলে, কম্পিত সকলে, যুগ প্রলয় ধর্ম্মশাসনে।

প্রচণ্ড প্রভাকরে, পূর্ণ শশধরে, গ্রাস করে বিকট আননে ;
ভূতভারহারী হরি, জীবন্ত রূপ ধরি, বসিলেন মানব হৃদাসনে।
সমাধি ভেদ করি, মৃত নরনারী, উঠিছে হরি বলে বদনে ;
ভক্তিরসামৃত, হল প্রবাহিত, সংসার সাগর মন্থনে।
দেবগণ সসম্ভ্রমে, সজল নয়নে, করেন স্তুতি ভবখণ্ডনে,
জয় জয় রবে, প্রণমি ভক্তিভাবে, মাতিলেন হরি নাম কীর্ত্তনে ॥৮১৪

কর্ত্তাভজা।

শ্রীরাধার মন্দিরে রূপ কি হইল রে, কি হইল, কি হইল কি হইল রে !
আট কোটরি দশম দশা, আঠার মোকামে,
ঐ যে দেহের মধ্যে আছে রূপ,পাব কি সন্ধানে রে, রূপ কি হইল রে !
ডাইনে গঙ্গা বাঁয় যমুনা-মধ্যে ত্রিবেণী লহরী,
যেখানে বসিয়া দেখ অনঙ্গমুঞ্জরী রে,-রূপ কি হইল রে !
ভুবন ভরি গৌর বলি মেলামিলি করে,
বিজুলি চটকে রূপ দেখ দুনয়নে রে,-রূপ কি হইল রে।
নরোত্তম বাউলে বলে, ফাঁড়িখানার মুখে,
আমার দয়াল চাঁদের কৃপা হইলে, অমূল্য ধন মিলে ;—
রূপ কি হইল রে ! ৮১৫ ॥

বাউলের সুর।

আজ আমার প্রেমসাগরে, জীবন তরি ডুবে গেছে,
এ তরি ভাসবে না আর,ভাসবে না আর,মাঝ কোটাতে জল উঠেছে।
ডুবেছে জীবন-তরি, উঠেছে তুফান ভারি,
তরঙ্গ দেখে অঙ্গ কাঁপিতেছে ;
ভয় পেয়ে জ্ঞান কাণ্ডারী, দশজন দাঁড়ী, অবাক হয়ে বসে আছে।
যা কিছু বোঝাই ছিল, সকলি ভেসে গেল,
আমার সঙ্গে ছিল ছয়টা চাকর, সাঁতার দিয়ে পালাইয়াছে।
পথিক কয়, ভাল হল, মনরে তোর ভাগ্য ভাল,
আর কেন হাবার মত ভাবিস্ মিছে।
এখন ঝাঁপ দিয়ে পড় গুরু বলে, যা হবার তা হয়ে গেছে ॥ ৮১৬ ॥

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

আমি প্রেমের ভিখারী, কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়,
কে প্রেমের মাতাল, কে প্রেম ঢেলে দেয়, যে যত চায় তত পায়।
প্রাণে প্রাণে শুনে কথা, তাইতো আমি এলেম হেথা,
আমি দেশে দেশে বেড়াই ভেসে, ঠেকে গেছি প্রেমের দায় ॥ ৮১৭ ॥

কীৰ্ত্তন।

কানু পরশ মণি আমার, কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ,
নয়নের ভূষণ আমার সেরূপ দরশন, বদনের ভূষণ আমার সেরূপ গান
হস্তের ভূষণ আমার পদ সেবন ভূষণ কি আর বাকি আছে,—
আমি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রহার পরিয়াছি গলে ॥ ৮১৮॥

কীৰ্ত্তন।

প্রাণ গৌরাঙ্গ হে,একবার এস গৌরাঙ্গ,প্রভু ওখানে দাঁড়ায়ে কেন হে।
ও এস হে, আমার শচীর দুলাল, ও এস হে, আমার নদীয়ার চাঁদ,
তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে করে হে, প্রিয় গদাধরকে সঙ্গে করে হে।
(আমি জ্বলে মলাম হে), (বিষয় জ্বালায়),
তোমার সীতানাথের সঙ্গে এস হে ॥ ৮১৯ ॥

বাউল।

হরি বল, বলরে ভাই,আর বেলা নাই,এই বেলা চল নিতায়ের ঘাটে।
ছেড়ে সব খুটি নাটি, দরগা আটি, পড় গিয়ে চরণ নিকটে।
কেন মন কর দেরি, প্রাণের অরি, শমন এসে বাঁধবে কসে।
নিতাই দু বাহু তুলে, আচণ্ডালে, ডাকছে রে সব পাপী জুটে;
পাপী তোর পাপের বোঝা,দে আমারে, আমরা দু ভাই হলেম মুটে।
হলি মন কানা ঘোড়া. পথ চিন না,সোজা হয়ে যাওনা হেঁটে ॥৮২০॥

কেদারা—আড়াঠেকা।

বাকি কি রেখেছ দিতে, ওহে করুণার আধার,
খুলিয়ে দিয়েছ নাথ, সুধার ভাণ্ডার।
দিলে দেহ, দিলে মন, দিলে আত্মা, জ্ঞান ধন,
দিলে হে প্রেম-ভূষণ সকল রতন সার।
চির সুখ সাধিবারে, দিলে আপনারে,
কে আছে হে এ সংসারে, তোমা সম দাতা আর ॥ ৮২১ ॥

কীর্ত্তন।

এমন দয়াল নাম সুধারসে, আমার মন কেন না মজিল রে!
আমার মন,-মন কেন না মজিল রে!
সেই দেবতার বাঞ্ছিত ধনে, না মজিল রে, (গতি কি হবে রে)
এমন জনম বিফলে গেল,না মজিল রে! (কখন কি হবে রে) ॥৮২২॥

বাউল।

দেখ ভাই জলের বুদ্বুদ, কিবা অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজি কেউ পাদ্‌সা হয়ে, দোস্ত লয়ে, রং মহলে করছে খেলা;
কাল আবার সব হারায়ে, ফকির হয়ে, সার করিছে গাছের তলা।
আজি কেউ ধন গরিমায়,লোকের মাথায়,মার্‌বে জুতো এড়ি তোলা;
কাল আবার কোপ্‌নি পরে,টুকনি ধরে,কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা;
আজ রে যেখানে সহর, কত সহর, রয়েছে সব বাজার মেলা;
কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি, কর্‌বে যে তায় তরঙ্গ খেলা।
(কাঙ্গাল কয়), পাদ্‌সা উজীর, কাঙ্গাল ফকির,
সকলি ভাই ভোজের খেলা;
মন তুমি যখন যা হও, ঠিক পথে রও, ধর্ম্মকে কর না হেলা॥ ৮২৩॥

দেশ—একতালা।

দিবা নিশি জাগেরে ও কে হৃদয় মাঝারে,
(আমার) প্রাণমোহন হৃদিরঞ্জন সখা বা হবে রে!
(নইলে) কেন অকারণে, এ মলিন মনে বিহার কর রে।
(নইলে) আমার সঙ্গে, কিবা প্রসঙ্গের রঙ্গে ঘোরে।
পাপ নাশিয়ে, প্রেম বিকাশিয়ে, মোহ সংহারে,
(আবার) মাভৈঃ রবে অভয়বাণী, শুনায় পাপীরে!
অপরূপ রূপে ভকত-পরাণ আকুল করে রে,
(আবার) হরণ করি ভব-জঞ্জাল লয় ভবপারে।
এতেও কি পাষাণ পরাণ ঘুমায়ে রবে রে,
একবার ছাড়ি মোহ ঘোর, ও চরণে ভোর হইয়ে রহরে॥ ৮২৪॥

বাউলের সুর—একতালা।

কে আমায় ডাকে বিদেশী সাধু, মধুর ভাবে যেতে স্বদেশে?
আমার ধন মান পরিজন কাজ নাই গৃহ বাস।
আমি অভাগা দীন পরাধীন, আছি রোগে শোকে,
পাপে তাপে, পিতা মাতা হীন।
কবে যাবে জ্বালা, প্রাণ জুড়াবে, হৃদে পেয়ে প্রাণেশে?—
আর কত দিন এই আঁধারে পড়ে, থাক্‌ব বিদেশেতে একাকী,
সেই মায়ের কোল ছেড়ে।
আর ফিরাব না পাষাণ মনে, জননীরে নিরাশে।
এবার পাইলে সে হারাণ রতন, রাখ্‌ব মনের সাধে, হৃদে গেঁথে,
করিয়ে যতন, যাবে জন্মদুঃখীর সকল দুঃখ, প্রেমবারি পরশে॥ ৮২৫॥

বাউলের সুর।

আমি অপরূপ রূপ দেখেছি রূপ-সাগরের পারে,
ঐ ভুবনমোহন রূপে, পাগল করেছে আমারে।
আমার মন মানে না, আমার প্রাণ মানে না,
আমি আর যাব না, আর যাব না, আর যাব না ঘরে,
আমি কাঙ্গাল বেশে, ঘুরে দেশে দেশে,
আমি প্রেম-নগরে শেষ এসে পেয়েছি তাহারে।
কেঁদে পথিক বলে, ভেসে নয়ন জলে,
আমি প্রাণারামে রাখ্‌ব ভরে প্রাণের মাঝারে॥ ৮২৬॥

পিলু—যৎ।

এক দিন হায় এমন হবে, এ মুখে আর বল্‌বে না,
এ হাতে আর ধর্‌বে না, এ চরণ আর চল্‌বে না;
নাম ধরে ডাক্‌বে সবে, শ্রবণে তা শুন্‌বে না,
পুত্র মিত্রে জগত চিত্রে নেত্রে নিরখিবে না।
অসাড় হবে এ রসনা আস্বাদন আর হবে না।
ভাল মন্দ কোন গন্ধ নাসিকাতে লবে না,
হবে সাঙ্গ, অবশাঙ্গ, সঙ্গে কিছুই যাবে না।
(তাঁরে) এই বেলা ডাক, ডেকে নেরে,
ডাক্‌তে সময় মিল্‌বে না॥ ৮২৭॥

সঙ্কীর্ত্তন।

—০—

(১)

আমার গৌর নাচে,
নাচে সঙ্কীর্ত্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণ সঙ্গে,
হরি বোল বলে বদনে গোরা, চায় গদাধর পানে।
গোরার অরুণ নয়নে, (আমার গোরার)
বহিছে সঘনে প্রেম ধারা দেখ অঙ্গে,
(নাচে ভক্তগণ সঙ্গে), (আমার গৌর নাচে)।

(২)

নাচে রে শ্রীগৌরাঙ্গ আমার, রাধা প্রেমে বলে হরি হরি,
উথলিল প্রেম-সিন্ধু ব্রজলীলা মনে করি।
গোরা ক্ষণে বৃন্দাবন করিয়ে স্মরণ, ক্ষণে ক্ষণে বলে কোথায় প্রাণেশ্বরী।

(৩)

রাধে গোবিন্দ বল, রাধে গোবিন্দ বল, শ্রীরাধে গোবিন্দ বল,
রাধে রাধে রাধে বল, নাম বল্‌তে বল্‌তে প্রাণ গেলেও ভাল।
(থাক্‌লেও ভাল)
রাধা নামে বাঁধ ভেলা, এড়াবি শমনের জ্বালা,
রাধা নামে সুধানিধি, পান কর নিরবধি,
রাধা রাধা বল মুখে, জনম যাইবে সুখে,
রাধা নাম বল সদা, যাবে তোর ভবের ক্ষুধা।

(৪)

সুরধুনী তীরে হরি বলে কে রে, প্রেমদাতা নিতাই এসেছে; (বুঝি)
আমার নিতাই এসেছে, আমার গৌর এসেছে,
(তা নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে!)
নিতাই নৈলে প্রেম বিলাবে কে?
(নিতাই নৈলে), (দয়াল নৈলে)।

(৫)

প্রেমধন বিলায় গৌররায়, দয়াল নিতাই ডাকে, আয় আয় আয়;
শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়।
আপনি পড়িয়ে নিতাই, বলে সামাল রে ভাই। (প্রেমের বন্যা এল রে)

(৬)

জেনে আয় মাধাই রে, নগরে কে যায় হরিবোল বলে।
খোঁড়া যাচ্ছে দৌড়ে দৌড়ে, কানা যাচ্ছে পথ চিনে,
কত শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল হরিনামের গুণে;
কত অন্ধ আতুর তরে গেল, এই হরিনামের গুণে,
এ নাম কে আনিল নদে!

(৭)

আরে ও ব্রজের বালক, হরিনাম কোথায় ছিল, কে আনিল, (বল রে)
এ নাম তোদের মুখে শুন্তে ভাল! (বল রে)
নামের বর্ণে বর্ণে সুধাক্ষরে, (বল রে)
এ নাম গোলকে গোপনে ছিল, (বল রে)
হরিনাম কোথায় ছিল, কে আনিল, (বল রে)
এ নাম নিতাই ভিন্ন কেউ জানে না! (বল রে)

(৮)

হরি বলব আর মদন মোহন হেরবো, যাব ব্রজেন্দ্রপুর,
গোপীকার হব নূপুর, (গোপীকার শ্রীচরণে)
আমি শ্রীচরণে রুণু ঝুনু বাজ্‌বো।
তোমরা সব ব্রজবাসী, পুরাও এই অভিলাষী,
আমি নিতুই নিতাই শ্যামের বাঁশী শুন্‌বো। (শ্যামের বাঁশী)

(৯)

গৌর প্রেম উথলিয়া যায় (রে) কে নিবি, প্রেম নিবি তোরা আয়।
উথলিয়া প্রেম-সিন্ধু, শান্তিপুর ডুবু ডুবু, (প্রেমে দশদিক ভাসায়)
প্রেমে নদে ভেসে যায় (রে)! ঢেউ এসে পাড় ভেঙ্গেছে,—
ঢেউ লাগ্‌লো জীবের গায়।

(১০)

শ্রীবাসের অঙ্গিনার মাঝে, আমার গৌর নাচে,
তোরা দেখ্‌বি যদি ত্বরায় আয়. দরশনের সময় বয়ে যায়!
নাচে হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে (রে),
গৌর নিতাই নাচে, হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে।
(আমার) গৌর নাচে রঙ্গে ভঙ্গে, নিতাই নাচে প্রেম-তরঙ্গে,
হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে! (রে)
ও তার সঙ্গে নাচে ভক্তগণ, শ্রীরূপ স্বরূপ সনাতন,
নাচে হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে! (রে)

(১১)

গৌর চল্লো ব্রজনগরে, জয় রাধে শ্রীরাধার নাম লয়ে!
গোরার মুড়ো মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, করঙ্গ নিয়ে করে,
(হেদে গো নদেবাসী) জয় রাধে শ্রীরাধার নাম লয়ে;
(গৌর চল্লো ব্রজনগরে)
গোরা যারে দেখে, গোরা তারে পুছে, মধুর বৃন্দাবন কত দূরে?
(হেদে গো নদেবাসী)
তাপিত অঙ্গ শীতল হবে বংশীবটের ছায়াতে,
(জয় রাধে শ্রীরাধের নাম লয়ে।)
ওরে চিনিনা, চিনায় দেরে, ব্রজে যাব কোন পথে।
(জয় রাধে শ্রীরাধার নাম লয়ে।)

(১২)

হরি নাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে, বল্ মাধাই মধুর স্বরে।
নারদ ঋষি দিবানিশি বীনাযন্ত্রে গান করে,
মন প্রাণ এক। করে ডাক যশোদা-কুমারে।
(মাধাই তাও কি তুমি জান না রে)
হরি নামের গুণে, গহন বনে, মৃত তরু মুঞ্জরে,
হরি নামামৃত পান করিলে, ভাস্‌বে সুখের সাগরে।
(মাধাই তাও কি তুমি জাননা রে)
আমরা দু ভাই অশেষ পাপী, বিখ্যাত এই সংসারে,
হরি নামের তরি ঘাটে বাঁধা, ডাক্‌লে নিতাই পার করে,
(মাধাই তাও কি তুমি জাননা রে)

(১৩)

ব্রজে যাই রে গুণের ভাই, নিতাই চল্ চল্ চল্ ব্রজে যাই।
(আমরা দুভাই ব্রজে যাই) ব্রজে গিয়ে মাধুপুরি মেগে খাই।
(চল্ চল্ চল্ ব্রজে যাই)
ওরে, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, কবে হেরবো দুনয়নে।
(চল্ চল্ চল্ ব্রজে যাই।)

(১৪)

আমি ব্রজে যাব কোন পথে ?
গুণের ভাই রে নিতাই, ব্রজের পথ চিনায়ে দে।
কবে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, দেখ্‌বো দুনয়নেতে,
কবে মাধুপুরি মেগে খাব, ব্রজবাসীর ঘরেতে,
কবে তাপিত অঙ্গ শীতল হবে বংশীবটের ছায়াতে!
আমি ব্রজে গিয়ে এই করিব,— ধূলা মাখিব অঙ্গেতে;
কবে রাধারাণীর দয়া হবে, যাব ব্রজপুরেতে!

(১৫)

হরি বল্‌ব আর চল্‌ব ব্রজের পথে রে, তোমরা বল, ও ভাই বল রে।
আজ সুধামাখা হরিনামে, আজ সুধামাখা (নামে কতই সুধা রে)
ব্রহ্মাণ্ড যাবে মেতে; আজ হরি নামের ধ্বজা লয়ে,
আজ হরিনামের (বিজয় নিশান ধরে রে) যাব দ্বারেতে দ্বারেতে।
সেই ব্রহ্মার দুর্লভ নাম, সেই ব্রহ্মার, (নামের কি মহিমা রে)
দুর্লভ নাম এল পাপী তরাতে।

(১৬)

মনের আনন্দে হরিগুণ গাও, গাও রে আনন্দে হরিগুণ গাও;
একবার গাও রে আনন্দময় নাম, এ নাম বদন ভরে গাও,
হরিনাম বদন ভরে গাও।
এ নাম দিনান্তে নিশান্তে গাও রে, সদা সর্ব্বক্ষণে গাও,
হরিনাম সর্ব্বক্ষণে গাও।
এ নাম শয়নে স্বপনে গাও রে, হরিনাম যথা তথা গাও,
হরিনাম যথা তথা গাও, এ নাম নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে,
গেয়ে জগত মাতাও, নামে জগত মাতাও।
এ নাম গাইতে গাইতে পথে, (সংসারের দুর্গম পথেরে)
আনন্দে চলে যাও।

(১৭)

কোন ফুলের সৌরভ রে নিতাই, এনে জগত মাতালি রে!
গাছের নাম তার চম্পকলতা রে, পাতার নাম তার হেম;
ওরে, এক ডালে তার রসের কলি, আর এক ডালে প্রেম রে।

(১৮)

তোরা কে নিবি লুট লুটে নে, নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে।
প্রেমের কর্ত্তা শ্রীচৈতন্য, পাত্র হইল নিত্যানন্দ,
মুন্সিগিরি দিল অদ্বৈত্য রে।
ওরে হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে প্রেম বিলাচ্চে নগরে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যারে ভাবে নিরন্তর, ধ্যান করিয়ে না পাইল যাহারে
ওরে, নারদমুনি মগ্ন হয়ে বীণা যন্ত্রে গান করে।
(নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে) রূপ সনাতন দুভাই আসি,
প্রেম বাজারে বসি, আনন্দেতে বেচা কেনা করে;
ওরে, রাং দস্তা ফেলে, সোণা নিতেছে ওজোন করে।

(১৯)

কি প্রেমধন গৌর এনেছে এ নদিয়ায় রে,
ওরে, কলসে কলসে লুটে, তবু না ফুরায় রে।
নদীয়ার নাগরী যত জল আনতে যায় রে,
(ওরে) কাঁকের কলসী থুয়ে গৌর পানে চায় রে।
গৌর নিতাই দুটী ভাই, নাচে আর গায় রে,
কুল ডুবায়ে উঠ্‌ল ঢেউ, লাগ্‌লো জীবের গায় রে।
গৌর বলে, নিত্যানন্দ তুমি গুণের ভাই রে,
ওরে, তুমি থাক মায়ের কোলে, আমি ব্রজে যাই রে।

(২০)

হরি নাম সুধা সিন্ধুনীরে, ভাসিয়ে দে দেহ তরি হরি বলে রে।
ও তার যাবার সময়, কত রত্ন কুড়াইবি রে,
ও তার কূলে পড়ে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ রে।
ও ভাই, সে জলধি, নিরবধি সুখময় রে,
ও তায় ব্রহ্ম আদি দেবগণে সুখে বিহরে।
নবহল্লোড় বলে ভাই চল সত্বরে,
ও তোর ভক্তিকুম্ভ লয়ে চল, সুধা আনি রে।

(২১)

হরি বলে দেবগণে নাচে।
নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার ভকত সমাজে,
(ভাবে গরগর রে) দু নয়নে প্রেমধারা অপরূপ সাজে।
ঋষি সক্রেটিশ নাচে আনন্দ বদনে,
বাল্মীকি বশিষ্ঠ নাচে মুদিত নয়নে।
ঈশা নাচে মুশা নাচে দুবাহু তুলিয়ে; (প্রেমে মত্ত হয়ে রে)
দেবর্ষি নারদ নাচে বীণা বাজাইয়ে।
নাচেন প্রাচীন সাধু দাউদ ভূপতি; (যোগানন্দ ভরে রে)
তার সঙ্গে জনক যুধিষ্ঠির মহামতি।

মাহাযোগী মহাদেব নাচেন আনন্দে; (প্রেমে পাগল হয়ে রে)
তার সঙ্গে জন্ত নাচে লয়ে শিষ্যবৃন্দে।
নানক প্রহ্লাদ নাচে, নাচে নিত্যানন্দ; (হরিবোল বলে রে)
তার মাঝে নৃত্য করে পল্ মহম্মদ।
ধ্রুব নাচে, শুক নাচে, নাচে হরিদাস;
তার মাঝে মাঝে নাচে যত ব্রহ্মদাস।
পাপী নাচে, সাধু নাচে, নাচে দুঃখী ধনী;
নারীগণ মধুর স্বরে করে শঙ্খধ্বনী।
জাতিকুল অভিমান সব পরিহরি;
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে নাচে কোলাকুলি করি।
জলে নাচে মৎস্যগণ আকাশে বিহঙ্গ;
তরু নাচে বায়ুভরে করে কত রঙ্গ।
নদী নাচে সিন্ধু নাচে তুলিয়ে তরঙ্গ;
তার মাঝে করেন হরি লীলারসরঙ্গ।
রবি শশী তারাদল নাচিছে গগনে;
পশু পাখী নাচে গায় গহন কাননে।
অনলে অনিল নাচে, মেঘে সৌদামিনী;
হিমালয় শিরে নাচে অনন্ত হিমানি।
বেদ বাইবল নাচে ভাগবত সনে,পুরাণ কোরাণ নাচে প্রেমের মিলনে;
বিজ্ঞানী বৈরাগী কবি করে হরিধ্বনি,সুধাময় নূতন বিধান তত্ত্ব শুনি।

(২২)

হরি বলে আমার গৌর নাচে,
নাচেরে অদ্বৈত আমার হেম গিরির মাঝে।
(ভাবে ভোর হয়ে আমার গৌর নাচে রে)
হরিবোল বলে আমার গৌর নাচে রে)
অরুণ নয়নে ধারা প্রেমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ভোর,
গোরার রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর রুণু ঝুণু বাজে।
(আমার গৌর নাচে)
থেকো রে বাপ নরহরি, গৌরচাঁদের কাছে,
গোরার রাধারসের গড়াতনু, ধুলায় পড়ে আছে।
(নদের কঠিন মাটি রে)।

(২৩)

তোরা দেখ এসে রে নদেপুরে,
যাদের হরির নামে নয়ন ঝরে রে।
(তারা) দুভাই বাহুতুলে, প্রেমে-গলে, নৃত্য করে রে।
(চেয়ে দেখ রে নদেবাসী)
তাদের আর কিছু নাই এ সংসারে, সে ধন বিনে রে॥

(তোরা আয় রে নগরবাসী)
তারা হরি হরি বলে ভূমে লুটায় রে, (চেয়ে দেখরে নগরবাসী)
তারা সেই নামে পাগল হয়ে বের হয়েছে রে, (এমন রূপ দেখি নাই রে)
তাদের রোগ শোক পাপ তাপ চলে গেছে রে।

(২৪)

মুখে দীনবন্ধু হরির নাম তুই ভুলিস্ নারে,
এমন মধুর নাম তুই কোথায় পেলি (ও রসনা)
রসনা, রসনা ও রসনা রে।
এ নাম ব্রহ্মা জপে ব্রহ্ম জ্ঞানে, যোগী জপে যোগসাধনে,
এমন মধুর নাম তুই পেলি কোথায় ওরে রসনা রে!
এ নাম শিব জপেছে পঞ্চমুখে, নারদ জপে বীণা রবে,
এমন মধুর নাম, তুই পেলি কোথা? (ওরে রসনা রে)
এ নামে শমন দমন, রোগ নিবারণ,
যম ভয় আর রবে নারে; (এমন মধুর নাম)
এ নাম গোলকে ছিল, কে আনিল নদেপুরে,
এমন মধুর নাম কোথায় পেলি, (ওরে রসনা রে) ॥ ৮৫১ ॥

পৌরাণিক নানাবিধ সঙ্গীত।

শঙ্কর।

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

হর শঙ্কর, শশিশেখর, পিনাকী ত্রিপুরারে,
বিভূতিভূষণ, দিকবসন জাহ্নবী-জটাভারে।
অনল ভালে মদন দমন, তরুণ অরুণ কিরণ নয়ন,
নীলকণ্ঠ রজত বরণ, মণ্ডিত ফণীহারে।
উক্ষারূঢ় গরল ভক্ষ্য, অক্ষমালা শোভিত বক্ষ,
ভিক্ষালক্ষ, পিশাচ পক্ষ, রক্ষক ভবপারে॥ ৮৫২ ॥

কামোদ—ঠুংরি।

শম্ভো শিব শঙ্কর; ত্রিলোকপালক, ত্রিনেত্র ধারক,
নাশক ত্রাশক, নয়নে পাবক, শম্ভো শিব শঙ্কর।
বম বম্ ভোলা, গলে হাড় মালা, শম্ভো শিব শঙ্কর;—
জয় ত্রিপুরারি, জয় বিষধারী,
শ্মশানচারী, জয় ভস্মধারী, শোভিত গায়ে বিভূতি;
সত্ত্ব, রজ, তম, গুণসংযম,
জয় শিব পশুপতি, শিব শঙ্কর; শম্ভো শিব শঙ্কর ॥ ৮৫৩ ॥

ভৈরবী—ঠুংরী।

মৃড় চন্দ্রচূড় হর ভোলা,
ভূতনাথ ভব, বোম বব বোম্ বব, নিনাদ ভৈরব অম্বুউথলা।
মন্মথ-শাসন, নয়ন হুতাশন, ফণামাল গল, দল দল দোলা।
তমাল নিন্দিত, কণ্ঠে হলাহল, জলদ-জাল জিনি, জটাজুট দল,
কল কল ঢল ঢল গঙ্গা বিলোলা॥ ৮৫৪ ॥

বাহার—যৎ।

ওহে হর বাঘাম্বর, কৃপা কর অবলায়,
আকুলা অকূল মাঝে, রাখ ভোলা রাঙা পায়।
না জানি এ বিসম্বাদে, ফেলিবে কি পরমাদে, প্রাণ কাঁদে,—
শঙ্কর, সঙ্কটে তার, অঙ্গনা আশ্রয় চায়॥ ৮৫৫ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

ভাঙ্-বিভোলা ভোলানাথ ভোলা ভূত সাথ নাচিছে,
ডিমিকি ডিমিকি রাম রবে মধুর ডমরু বাজিছে।

বম্ বম্ বম্ বাজিছে গাল, তাল দিতেছে তাল বেতাল,
ভূত প্রেত প্রমথপাল, হি হি হি হি হাসিছে।
অঙ্গে ভস্ম ভূষণ ফণি, ভালে শোভে নিশামণি,
শিরে সুরধুনী, কুলু কুলু ধ্বনি করিছে।
ধুতুরা পানে আঁখি ঢুলু ঢুলু, কর্ণে শোভে ধুতুরারি ফুল,
কটিতটে বাঘছাল দুকূল, দুকূলে দুলে খসে পড়িছে॥ ৮৫৬ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

হর অশেষ ক্লেশ মন হর,
হর রোগ হর, হর শোক হর, বিড়ম্বনা আর করোনা বারম্বার,
রং মেখে সং সেজে কত আসিব শঙ্কর!
কৃপা কর কৃত্তিবাস, ঘুচাও দাসের গর্ভবাস,
কর্ম্মফাঁসে কণ্ঠ ছেদ করে।
ওহে ত্রিনেত্র, দাও দিব্য নেত্র, পামরে করুণানিধি করুণাকণা বিতর।
বিরূপাক্ষ বামদেব, কোপে ভস্ম কামদেব, কামাদি রিপু সংহার।
মম তমোগুণ, হর তমোগুণ, পড়িয়ে যন্ত্রণাজালে জর জর কলেবর।
আমি অতি হীনমতি, নাজানি ভকতি স্তুতি, ত্বং গতি পরমেশ্বর॥৮৫৭

সাধারণ।

তুরুক্ক—ঠুংরি।
তামসী রজনী, পথ নাহি চিনি, আসিয়ে পড়েছি বনে,
পঙ্কজ-লোচন, শ্রীমধুসূদন, ধ্রুবেরে রাখ চরণে।
গিয়ে পিতৃ-পাশে, বিমাতার কাছে, যে দুখ পাইনু মনে,
সে কথা কহিতে, তোমারে দেখিতে, বাসনা হয়েছে মনে!
অন্তরেরি কথা, জান হে তুমি তা, কহে ইহা সর্ব্বজনে;
এসেছি বনেতে, তোমারে দেখিতে, জননীর মুখে শুনে,
তুমি নারায়ণ, কমল-লোচন, নাশ মম মনাগুণে। ৮৫৮

জংলা সারঙ্গ—তাল তেওরা।
আজি পাণ্ডব-যশোরব, যত গুণ গৌরব, সব যাবে,
গুণময় গাণ্ডীব আজি নির্গুণ করিব, দেখিবে সবে।
অক্ষয় তূণ নিশ্চয়, শূন্যময় হবে চক্রাকারে কপিধ্বজ ঘুরিবে।
মহাবীর ভীমসেনে, শোয়াব ধরাসনে,
মহা মহারথী অগণ্য, যতেক সৈন্য, চুম্বিবে ধরা সবে;
যবে লুটিবে, পুত্র বলি তবে চিনিবে। ৮৫৯॥

জয় জয়ন্তী—আড়াঠেকা।
বিধ এই তব মনে ছিল, সূর্য্যবংশ গৃহলক্ষ্মী পরের কিঙ্করী হল!
রবি শশী যে বদন, হেরে নাহি কদাচন,
আসিয়ে পথিক জন, হায় তারে কিনে নিল।
শশী সম সুকুমার বিকাইনু সাথে তার,
কুবুদ্ধি একি আমার, কলঙ্ক রটিল!
ধিক্ এই অভাজনে, আপন জন বিহনে,
এখনও বেঁচে প্রাণে, কেন প্রাণ না যাইল!
হা কুমার, হা প্রেয়সি, দেখা দাও ত্বরা আসি,
তোমাদের দুঃখ রাশি অধম হতে ঘটিল! ৮৫০॥

ভৈরবী—একতালা।
তাই ভাবি গো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে,
কেমন করে যজ্ঞে যাই বল না।
তোমরা সবে যাবে, সমাদর পাবে,
আমি গেলে পিতা কথাও কবেন না।

একে নারী আমি ভিখারীর ঘরণী,
বিধাতায় করেছেন জনম দুখিনী।
শিব অপমানে হয়ে অপমাণী,
শিবনিন্দে আমার প্রাণে সবে না॥ ৮৬১॥

মুলতান—কাওয়ালী।

তোরে যেতে দিব না মা শঙ্করি,
আমার মন সরে না, প্রাণ বুঝে না, যেতে দিতে দক্ষপুরী।
তুই গেলে আর আসবিনি, ওগো হরের মন-মোহিনী।
মা বলে আর ডাকব কাকে, সেই ভেবে মরি! ৮৬২॥

টৌড়ি—আড়াঠেকা।

আর অভিমান করিস্‌নে মা, ক্ষমা দেগো ও শঙ্করি,
দুনয়নে বহে ধারা, মা হয়ে কি সইতে পারি!
তুমি নও সামান্যা কন্যা, ভবজায়া ত্রিলোকমান্যা,
আছি মা তোমারি জন্য, পথ নিরীক্ষণ করি॥ ৮৬৩॥

মতিরায়ের সুর।

জননী বলি গো তোমার গোচরে,
সাত দিন পর্য্যন্ত, মোরা অবিশ্রান্ত, করিলাম শ্রীরাম সহ সমর,
ও মা, ভরত আর শত্রুঘ্ন, ধীর বীর লক্ষণ, এ তিন তাহার সহোদর।
আর কত রাম সৈন্য, করি হয় অগণ্য, সসৈন্যে মেরে এলাম রঘুবর।
ও মা, শ্রীরাম নাম যার তার অঙ্গের অলঙ্কার, এনেছি কত মনোহর।
দেখ কিরীট কুণ্ডল, আর মাতঙ্গ মণিহার, আর এনেছি তীর ধনুশর!
ও মা, কপি এক চমৎকার, এক রাক্ষস আর এক ভল্লুক ভয়ঙ্কর;
তাদের বন্ধন করিয়া, এনেছি ধরিয়া, না মরে সমরে, তিনই অমর॥৮৬৪

যাত্রার সুর।

(আছে) তোর বিলক্ষণ বীরত্ব লক্ষণ,
কি জানিরে লক্ষণ, ঘটিবে কি দায়।
তাই করি বারণ, করনারে রণ, (আমার কপাল ভাল নয়, ভাল নয়)
পাছে গৌর বরণ, হারাই ভাই তোমায়।
কমল হতে জানি কোমল অঙ্গ তোর, রাক্ষসের বাণে হবি রে কাতর,
(ভয় এই পাছে ভাই-হারা হই)
সকল মেলে ভাই,--ভাই মেলে কোথায়। ৮৬৫॥

মতিরায়ের সুর।

কইতে সে কথা, বাজে বুকে ব্যথা,
কি প্রমাদ করিল তোমার কুসন্তান।
কহিতে হয় ত্রাস, হয়েছে সর্ব্বনাশ, বধেছে সসৈন্যে রাঘবের প্রাণ।
আগে শত্রুঘ্নে, মারিলেক রণে, মারে পরে ভরত লক্ষ্মণে;
কটক সহিতে, মারলে তব সুতে,
রামকে মেরে এল এই কতকক্ষণ।
মানা নাহি মানে, নানা সন্ধানে হানে বানে বানে,
কে বাঁচে প্রাণে মা, তব লব কুশ কি পাষাণ।
সব শব পারা, মোরা অর্দ্ধমরা, হায় বেঁচে আছি তিন জন;
মরে জর জর, দহে কলেবর, নাহি সরে স্বর, সংশয় জীবন।
চাহিল মোদের বধের কারণ, নাহি মরিলাম অমর কারণ,
বেঁধে এনেছে দেখ বিদ্যমান ॥ ৮৬৬ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেক।

সখি কৈ লো আমার অভিমন্যু আমার নয়ন তারা ধন,
জীবন মৃত হয়ে আছি, দেখে জুড়াই চাঁদ বদন।
না হেরে তায় বদন শশী, আঁখি-নীরে সদা ভাসি,
সে যে আমার জীবনের শশী,
সে ধনে বঞ্চিত হয়ে, জীবন রহে কতকক্ষণ ॥ ৮৬৭ ॥

মুলতান একতালা।

কই সে দুখিনী ধনী, ভিখারী হরের ভিখারিণী?
কোথা সে যোগীর যোগ-ভঙ্গিনী, নীল-নলিনী ফণির মণি?
কই সে হরের নয়ন তারা, সে বিনে হয়েছি নয়ন হারা;
কই সে কামিনী, বন-হরিণী, পাগল শিবের পাগলিনী ॥ ৮৬৮ ॥

প্রাচীন পদাবলী।

—০—

গীত—রামকেলী।

কিরে শ্যাম এমন উচিত নহে তোমার ॥ ধ্রু।
অঘোর সঙ্কট বেলা, কি বোল বলিয়া গেলা,
আসিবা কি না আসিবা মনে।
এক কহ আর হয়, এমন উচিত নয়,
এই দুখ না সহে পরাণে ॥

যখন পিরীতি কৈলা দিবা রাত্রি আইলা গেলা,
এবে কেনে না রহ আঁখি কোণে।
তোমার কঠিন মন, মোরে হও বিস্মরণ,
কুক্ষণে পিরীতি তোর সনে ॥
তুই বন্ধের কঠিন হিয়া, অনলেতে তৃণ দিয়া,
কোথা বন্ধু রহিলা লুকাইয়া।
মীর্জা কাঙ্গালী ভনে, জল ঢাল মর্ম্মস্থানে,
নিবাও যে প্রেমরস দিয়া। ৪৬৯॥

গীত—কল্যাণ।

চল সখি রূপ দেখি ঐ কদম্ব তলে।
মণি মুক্তা রত্নহার শোভিয়াছে গলে। ধ্রু ॥
হরির অরি পতি, তাঁহার সন্ততি,
বাম পাশে চূড়া টালিছে।
তাতে নানা ফুল, দেখি অলিকুল,
উড়ি উড়ি ভ্রমি রহিছে ॥
মহীসুত জিনি, মাণিক্য দোলনী,
কপালে তিলক রঞ্জিছে।
ভুজে ভুজঙ্গনী, করণে কামিনী,
তাতে বাঁয়া শোভিছে ॥
করীর অরি জিনি, কটিতে কিঙ্কিনী,
চলিতে রুণু রুণু বাজিছে।
পরি আভরণ, ভঙ্গিমা মোহন,
তথা ভাল মোহি রহিছে।
কহে ভবানন্দ, ঐ রাঙ্গা চরণ বন্ধ,
সব ত্যাজিয়া মনে ভুঞ্জছে ॥ ৪৭০ ॥

গীত—রামকেলী।

মরম দগধে প্রেমবাণে।
বন্ধুয়ারে! শরীর ভেদিল কামবাণে। ধ্রু ॥
তোমা সঙ্গে করি প্রেম, হারাইলাম জাতি ধর্ম্ম,
আর মরি লোক পরিবাদে।
তোমা কি কহিব বন্ধু আমার কপাল মন্দ,
কি করিলা অই দীননাথে ॥
তোমার কঠিন হিয়া ভজ নানা নারী লৈয়া,
কোথা গেলা বসি রৈনু আমি।

পালঙ্গ সাজাই নারী, জাগিয়া কান্দিয়া পুড়ি,
নিশি গেল না আসিলা তুমি ॥
কহে ছৈদ আইনদ্দিনে, প্রভু ভাব রাত্র দিনে,
মায়াজাল না করিও হেলা।
আমারে অনাথ করি,তুমি যাও মধুপুরী আর কি পাইব তব মেলা৮৭১

গীত—প্রভাত।

বন্ধু তোমার কি কাজ হেথা।
যার সনে গোঁয়াইলা নিশি যাও চলি তথা। ধ্রু ॥
আঙ্গিনাতে উঠি বৈস না ছুঁইও আমারে।
পর পাপে পরশন করিছে তোমারে ॥
নিদের আলসে বন্ধু ঘুমি পড়ে মাথা।
হিঙ্গুল বরণ আঁখি মধুহীন কথা ॥
সিন্দূরের বিন্দু বিন্দু কাজলের রেখা।
নবীন মেঘের আড়ে চাঁদে দিল দেখা ॥
পালটিয়া চক্ষু আর না দেখি হেথা।
পরাণে লাগিল বন্ধু পাইলাম ব্যাথা ॥৮৭২ ॥

গীত—কর্ণাট।

কেন পরিহর প্রভু আমি হেন দাসী।
সম্ভাষা করিতে আমি ভয় নাহি বাসি ॥ ধ্রু ॥
শাশুড়ী ননদী মোর আর পরিজন।
আপনা মোহিত হাম অপনার মন ॥
যে সকল রদি ছিল সেও হৈল ভাল।
এবে সে জানিলুঁ মোর ঘটিল জঞ্জাল ॥
এরূপ যৌবন মোর তোমার নিছনে।
রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীনে ॥ ৮৭৩ ॥

গীত—দেশকার।

বল কি উপায়, সইরে বলী কি উপায়। ধ্রু ॥
কিবা গৃহবাস, মোর কিবা অভিলাষ,
এরূপ যৌবন কালে প্রিয় নাহি পাশ ॥
হৃদের অন্তর, মোর হানিল কামশর,নিঠুর হইয়া কালা গেল দূরদেশ ॥
কহেন নাছিরে, শুন, প্রিয় নহে দূরে,
তব প্রভু পাইবা ধনী নিজ অন্তঃপুরে ॥ ৮৭৪ ॥

গীত—দক্ষিণাস্ত গান্ধার।

এ পহু হাম ভাবি তুঝে ;
না ভোল তুয়া নাথ, তুয়া মেরা॥ ধ্রু।
গেয়ে পরদেশ, হাতে পলটি নিদয়া হৃদি মতি তেরা।
অঙ্গেরই তাপনা, আপে জ্বলি যায়ত, কি করিব বাদজরি মেহা॥
এ নব যৌবন, বিরলে চলি যায়ত, কি করিব বাদজরি মেহা॥
পথ হেরি হেরি, দিবস গোঁয়ায়ত, রজনী পোহায়ত গুরু আশে।
এ নব যৌবন, হিম জড়ি যায়ত, কি করিব ছোহে প্রেম নেহা॥৮৭৫।

গীত—

আহা মরি রসরাজ! বিরাজ কেন বনমাঝে!
যোগীর বেশ দেখে তোমার প্রেমনদীর বুকে বাজে।
শুন ওলো গৌরবরণ! তোমারে করিহে সাধন,
হৃথে বুকে রেখে সাধন পুরাব এখন।
প্রেমতরঙ্গে রত রঙ্গে ভাসিব দুজন।
তুমি বিনে এ তরির অন্য মাঝি আর কি সাজে? ৮৭৬॥

গীত—

কহ কহ প্রাণসখি! কি উপায় করিব?
বিচ্ছেদ জ্বালায় প্রাণ জ্বলে যায়, তার ভাবে মরিব। ধ্রু॥
বিনা তায় দরশন, শান্ত নহে এ জীবন,
চিত্ত ভেল উচাটন, জীবন কোথা বাঁচিব!
দাসীরে চরণে ঠেলি, নাথ কোথা গেল চলি,
পুষ্প যথা ত্যজে অলি; তারে কোথায় দেখিব!
কানু প্রাণ আমি কায়া, কানু দেহ আমি ছায়া,
পরিহরি তার মায়া, কেমনে সই বাঁচিব!
কানু জ্ঞান কানু ধ্যান, কানু সে আমার প্রাণ,
বিনে তার দরশন কেমনে সই রহিব!
যাহার পিরীতি লাগি, হইনু কলঙ্কভাগী,
সেই গেল মোরে ত্যাগি, কাহারে সই দোষিব!
যেই বিধি দিল নিধি, পুনঃ হবে সেই বিধি,
বিধাতার একি বিধি, কেমনে সই বুঝিব!
যত দিন বেঁচে রব, সদা তারে ধ্যায়িব,
প্রেমানলে পুড়ে রব, তারে তবু না ভুলিব।
অধম করিম বলে, নিধিলাভ যার বলে,
ঘটাইবে সে দয়ালে, তোমার দেহের জীবন। ৮৭৭॥

গীত—পঞ্চম।

কে বলে কালিয়া ভালা নাই ॥ ধ্রু ॥
কে বলে কালিয়া ভালা, অন্তরে বাহিরে কালা,
কালা নহে রসে বিনোদিয়া ॥
কি মোর কপালে লেখা, নয়ানে নয়নে দেখা,
আঁখিবাণে জর জর হিয়া ॥
ছৈয়দ মর্ত্তজা কয়, পর কি আপনা হয়,
মন বান্ধা পিরীতি লাগিয়া ॥ ৮৭৮ ॥

গীত—কানড়া।

সোণা বন্ধের এ দেশে বসতি আর হবে না। ধ্রু॥
বন্ধু যাবে দূরদেশে মনে লাগে ধান্ধা।
কোমরে কাটারি শ্যাম রাখি যাও বান্ধা॥
বন্ধু যাবে দূরদেশে হৃদেতে আগুনি।
হাতে দিয়া যাও মালা শ্যামের নিশানি।
বন্ধু যাবে দূরদেশে সঙ্গে কি না নিবে।
দেশের শ্যাম দেশে যাবে ফিরে না আসিবে॥
ছৈয়দ মর্ত্তজা কহে শুনরে কালিয়া।
নিবারিল চিতের অনল কে দিল জ্বালিয়া ॥৮৭৯ ॥

গীত—মাধবী।

বিনোদ, তুমি আমার ঘরে যাবে।
আমার ঘরে আইলে বন্ধু জাতি নাহি যাবে ॥ ধ্রু ॥
কালা কালা বন্ধুরে কালা মাথার কেশ।
নানান ভঙ্গিমা দেখি রাধার প্রাণ শেষ॥
কালা কালা বন্ধুরে কালারে ভঙ্গিমা।
জটা কালা ফোটা মালা অলক্ষা মহিমা॥
জিয় জিয় ননদী খাও দুটি আঁখি।
শ্যামের চরণ ভজি আমি রাধা থাকি॥
বাসুদেব কহে হিত শুনরে কালিয়া।
নিত্য নিত্য আইস যাও আমারে ভাবিয়া ॥ ৮৮০ ॥

গীত—সারঙ্গী।

দেখ গো কালিন্দীর কিনারে শ্যামরায়। ধ্রু ॥
কালিন্দীর জল কাল, সিনান করিতে ভাল,
শ্যামরূপ জগতে মিশায়।

কাঁকে কলসী করি, যমুনার জল ভরি,
শুনিয়া বাঁশীর গীত, ঘরেতে না রহে চিত,
নিত্য বল— ঘন বল ধায়।
সুরঙ্গ অধর হাসি, ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী,
শুনি মন উল্লসিত তায়॥ ৮৮১॥

গীত—

আর জ্বালা দিও না বারে বার। ওহে সাধের বন্ধুরে আমার॥ ধ্রু।
যে জ্বালা দিয়াছ তুমি, সে জ্বালা(য়) জ্বলিয়ে আমি,
আর জ্বালা দিওনা বারে বার॥
আঁখির পুতলি করি, রাখিব হৃদয়ে ভরি,
সদা রূপ চাহিব তোমার।
এ ধন যৌবন মোর, সকলি নিছনি তোর,
কহে ছৈদ আবদুল্লায় বুঝি চাহ সার॥ ৮৮২॥

গীত—লাচারী।

পড়েছি বিষম পাকে, দুই আঁখি ঘোর দেখে,
ছাড়িতে না পারি মায়াজালা।
দুই আঁখি ঘোর করি, থাকি সেই রূপ হেরি,
মনে জপি সেই জপমালা॥
মনে ভাবি অবিরত, দিবানিশি পোড়ে চিত,
দুর্গম দেখিয়া প্রাণ উড়ে।
ভাবিতে তাহার নেহা, সঘনে হারালেম দেহা,
অবিরত অগ্নি হৃদি পোড়ে॥
মীন কুম্ভীর হৈয়া, সমুদ্রেতে প্রবেশিয়া,
কিবা হৈব পাখীর আকৃতি।
ভ্রমিব সকল গিরি, পিউ পিউ শব্দ করি,
তল্লাসিব প্রিয়ের মুরতি॥
অনলে পশিয়া চাব, তবু যদি নাহি পাব,
তার ভাবে পরাণ ত্যজিব।
নূর মহম্মদ ভণে, বাস্তু কেন হে মলনে।
বিধি তব মানস পূরিব॥ ৮৮৩॥

গীত—দীপক।

রূপের নিছনি মানি রাই। ধ্রু।
যবে ধনী দেখিয়াছি নাগর সুন্দর।

অবিরত তনু ক্ষীণ হিয়া জর জর ॥
তরুয়া কদম্বতলে, অই রূপ রঙ্গিমা।
নানা রস বাঁশীর সনে দিতে নারি সীমা ॥
কহে ছৈয়দ নাছিরদ্দিনে পুরিয়া আরতি।
সাহা আবদুল্লা পদে করিয়া ভকতি ॥ ৮৮৪ ॥

সামাজিক সঙ্গীত।

—•—

বিভাস—একতালা।

যার পয়সা নাই, ওরে ভাই, সংসারে তার মরণ ভাল,
পয়সা ভিন্ন, হয় না পুণ্য মান্য গণ্য কে করে বল।
পয়সা হীন হলে নরে, লোকে তারে নিন্দা করে,
প্রাণের সহোদরে সমাদরে আলাপ করে না;
বন্ধুগণে তায় না গণে, সুতাসুতে বশে থাকে না;
পিতামাতা. কন না কথা, মর্ম্মে ব্যথা দেন তার প্রবল।
নারকী নরের করে, পাপ পয়সা হলে পরে, পুণ্য হয় সংসারে,
নরে কে না করে যশ গান,
অর্থ বশে অনায়াসে, সভায় বসে হয়ে মান্যমান,
কুলে শীলে, হীন হলেও. কুলীন বলে তারে সকল।
দরিদ্র হলে পতি, প্রাণ-প্রেয়সী রসবতী,
রোষান্বিত হয়ে অতি, পতির পাশে ঘেঁষে না—
সদাই বলে, বাঁচি মলে, পোড়া কপালে সুখ হলো না।
পাই নে বসন, পাই নে ভূষণ অনশনে চিরদিন গেল ॥ ৮৮৫ ॥

বেহাগ　পোস্তা।

ওরে মন, তোমারে আজ বাদে কাল ভবের পটল তুলতে হবে,
এখন উপায় আছে ভেবে নে ভবানী ভবে।
কোথা ঘড়ী বাড়ী, পড়ে গড়াগড়ি যাবে,
গালপাটা কাটা গোঁপে কে আদরে আতর মাখাবে।
পমেটম হেয়ারে দিয়ে চেয়ারে কে বসে রবে,
বিধুমুখে নিধুর টপ্পা গান কর্‌বে কে মধুর রবে।
বুকেরে ছাতি ফুলিয়ে কে জুড়ী হাঁকাবে,
আরামে আরামে গিয়ে খুসী হয়ে খানা খাবে।
টানাপাখা টাঙ্গিয়ে দিয়ে বৈটক্‌খানায় বাতাস খাবে,
ফুলের তোড়া সামনে রেখে সট্‌কা টেনে সাধ মিটাবে,

রোগ হোলে ডাক্তারে যখন নাড়ী টিপে জবাব দিবে,
তখন কুইল ধরে উইল করে পরের হাতে দিতে হবে।
এখন একটী পয়সা ব্যয় কর না মহামায়ার মহোৎসবে,
যখন পাঁচে পাঁচ মিশাবে তখন পাঁচভূতে সব লুটে খাবে।
খাটে তুলে ঘাটে তখন সুন্দরী কাঠে সাধ মিটাবে,
প্যারী বলে যাবার সময় মো-সাহেব কে সঙ্গে যাবে? ৮৮৬॥

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

অবাক্ কল্লে জুয়াচোরে;
গেল সোণার বাঙ্গালা ছারে খারে।
ভাল মানুষ হতভাগা, বিজ্ঞ হয়ে অন্নে মরে;
আবার সোণার দরে রাং বিকোচ্ছে,
কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে।
কেহ ফলায় ভট্টাচার্য্য, ম্লেচ্ছর কার্য্য করে;
আবার মাথার রাখে হজ্‌মি টিকি,
কেবল ফাঁকি দিবার তরে।
কেহ হলো রাজনীতিজ্ঞ, দুই একটি বক্তৃতা করে।
আবার কেহ হলো দেশের বন্ধু, গালি দিয়ে ইংরেজেরে।
কেহ হলো ভক্ত সাধু, অকথা ভণ্ডামি করে;
ওদের স্বার্থ বটে পরমার্থ, অর্থ পেলে সকলি করে।
আশ্চর্য্য এক দলাদলি, ক্ষুদ্র সাহিত্যের বাজারে,
তাতেই কেহ হলো কবিশ্রেষ্ঠ, অবিকল তর্জমা করে।
কেহ করে বিদ্যা প্রকাশ, দেশ ছেড়ে দেশ দেশান্তরে;
আবার উপাধি হয়েছে ব্যাধি, কত অবিদ্বানের তরে!
কেহ হলো সাহেব সুবা, রীতিমত সেলাম করে;
আবার কেহ হলো রাজা-নবাব, বড় বড় খানার জোরে।
আসল কথা স্বার্থসিদ্ধি, দুষ্টবুদ্ধি ঘরে ঘরে,
যখন সময় হবে সব বেরবে, এ সময় তো থাক্‌বে না রে॥ ৮৮৭॥

বাউল।

হদ্দমজা কলিকালে কল্লে কলকাতায়।
মাগীতে চড়লো গাড়ী ফেটীং জুড়ী, হাতে ছড়ি হ্যাট্ মাথায়।
ষষ্ঠী মাকাল আর মানে না, সে জুতির ঘর আর আঁকে না,
আরসিতে মুখ আর দেখে না, এখন কেবল ফটোগ্রাফ চায়।
এখন গাউন পরে ঘোড়ায় চড়ে, গঙ্গাস্নান ত দেছে ছেড়ে,
গোসল-খানায় খানসামাতে, তোওয়ালে দিয়ে গা মোছায়।

পায়ে লেডি বুট, ভক্ষণ পাউরুটী বিস্কুট,
আবার আলকানিকট না দিলে তেলের মসলা নাহি হয়।
বাংলার চাল আর নাহি পেটে, ইংরাজীতে এঁটে সেঁটে,
বাড়ী মেল-কর্ত্তাদের বেড়া এঁটে, একি হলো দায়।
আবার পুরুষের হাত ধরে, পাব্‌লিক লেক্‌চারে যায়॥ ৮৮৯॥

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

বড় বেজায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ব বিদ্যালয়।
বাঙ্গালায় কন্যাদায় যত গৃহস্থ-লোকেরা মারা যায়।
না হতে এণ্ট্রেন্স পাশ, চায় গো রূপার থাল গেলাস,
বি, এ, সোণার ঘড়া গাড়ু, এ, মেতে সর্ব্বস্ব চায়।
কন্যার বাপ বরকর্ত্তারে, কহিছে মিনতি করে,
তোমার এ গাঁটে কসার চাপন, ক্ষুদ্র প্রাণে নাহি সয়॥ ৮৯০॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

সুখ নাই উকিল মহলে,ওকালতির প্যাঁচ লেগেছে, উকিলের গোলে।
কোর্টে নাই মিছিল মাম্‌লা, ভাব্‌ছে বসে সকল আম্‌লা,
উকিলেরা বেচ্চে সাম্‌লা কিসে দিন চলে।
এ কাজে আর নাইকো যুত, জুটেছে অনেক ভূত,
হয়েছে ঘোর বেযুত কাঁদ্‌ছে সকলে।
হরি ঘোষের গোয়াল যেমন, হাইকোর্টের লাইব্রেরী তেমন,
কেউ ঢুক্‌ছে কেউ বেরুচ্চে, নক্সীর বগলে॥ ৮৯১॥

বাউল।

বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
সদরে হয়েছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে হেন দিন, প্রকাশ হবে এ আইন,
জেলায় জেলায় থানায় থানায় বেরুবে হুকুম,
যতেক বিধবার বিয়ের লেগে যাবে ধূম,
কে যাবে এদের সনে বরণ ডালা মাথায় লয়ে।
কবিবর হেসে কয়, ঘুচিল নারীর ভয়,
সকলের হাতের খাড়ু হইল অক্ষয়;
সবে বলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয়;
দেখে শুনে মদন রাজা পলাইল ভয়ে॥ ৮৯২॥

ঝংলা—একতালা।

খেও না খেও না ছুঁইও না, মদ বদ্ জিনিস ভাই রে।
অদেয় অপেয় হেয় বস্তু অতি, মতিমান্ নরে করে হীন মতি,
অল্প দিনে ঘটে অশেষ দুর্গতি, সর্ব্বনাশের চাঁইরে।
বিনামে পদ ঘটায় বিপদ, করে দুরাশয় করে চতুষ্পদ,
নরকের নদ পাতকের হ্রদ, মদ আপদের খাঁইরে।
সর্ব্বনেশে সুরা চাপে যার ঘাড়ে, কলেবর ত্যাগ করে গো ভাগাড়ে,
চিনি রিফাইন হয় তার হাড়ে, অলক্ষ্মীর বাড়ে ঠাঁই রে।
যারে দংশায় সুরা-কাল সাপ, কলঙ্ক-সাগরে সেই দেয় ঝাঁপ,
নানা রোগ ভোগে পায় পরিতাপ, অসুস্থ সদাই রে।
নেশায় ঢুলু ঢুলু নেত্র জবাফুল, বিষয়ে বিরক্ত কাজ কর্ম্মে ভুল,
হিত উপদেশ যেন বাক্যে শূল, রেগে হতে হয় কাঁই রে।
কথাতে বেতাল, মুখে ভাঙ্গে লাল, চলে যায় বেঁকে,
লোকে বলে মাতাল, পথে ঘাটে পড়ে খায় কত তাল,
ছি ছি এমন পাজি নেশা নাই রে ৷৮৯৩ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

ধরি দুটী পায়, বলি গো তোমায়,
ক্ষান্ত হও পিতা ত্যজ সুরাপান।
দেখ গো একবার, ডুবিল সংসার, আমাদের প্রতি হয়ে কৃপাবান।
জীবিত থাকিতে তুমি গো ধরায়, রহিব কি মোরা হয়ে নিরাশ্রয়,
চিরদুখী দীন হীন নিরুপায়, অনাথ দরিদ্র বালক সমান।
তোমার অত্যাচারে জননী আমার, কাঁদেন দিবানিশি করি হাহাকার,
শোকে ভগ্ন দেহ অস্থি চর্ম্ম সার, দেখিলে সে দুখ বিদরে পাষাণ ॥৮৯৪

খাম্বাজ—একতালা।

চাঁপদাড়ি রাখা চোকে চস্‌মা ঢাকা,
ভয়ানক ঢং চেগেছে বাংলাতে।
এ পথের পথিক, নম্বরে অধিক, (গণনায় অধিক)
দেখা যায় কেবলই ইয়ং বেঙ্গলেতে।
যাদের আঁতুরে গন্ধ গায় পাওয়া যায়, চস্‌মা নাকের ডগে এ বড় বেজায়
সে সংসাজা দেখে কার না হাসি পায়?
গম্ভীর ভাবে বসে থাকেন চেয়ারেতে।
ফিলোজফার যেন ভাব্‌ছেন ফিলোজফি,
নবাবী আমলের পুরোণ মৌলবী, বেদব্যাস কিম্বা কালিদাস কবি,
নিমগ্ন রয়েছেন থিওরি চিন্তাতে।

চেনা যায় না এখন হিন্দু মুসলমান, চেহারায় চকে ঠেকে সব সমান,
বাড়ুয্যে কি রসুলবক্স রমজান, অনুমান করা কঠিন এক্ষণেতে।
দাড়ি রাখে লোক হলে মহারোগ, দাড়ির সঙ্গে নাই ধর্ম্মের সংযোগ,
তবে দাড়ি রাখা কেবল কর্ম্মভোগ,
কামানো পয়সাটা পায়নাকো নাপিতে।
প্রাচীন প্রণালী দিয়ে যমের বাড়ী নকল তুলে নিতে ছুটে তড়োতাড়ি,
সাহেবেরা চটে দেখে চাঁপদাড়ি, কবি কয় তবু প্রবৃত্তি দাড়িতে ॥৮১৫॥

কবির সুর।

নীল বাঁদরে সোণার বাংলা কল্লে এবার ছারখার;
অসময়ে হরিশ মলো, লংয়ের হলো কারাগার!
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার,
রাম সীতার কারণে, সুগ্রীবে মিতাল করে বধে রাবণে,
যত সওদাগরেরা সহায় এদের,—বাঁদর ছুটো এডিটার।
এখন স্পষ্ট লেখা ঘুচে গেল, জজ সাহেব এক অবতার,
যত নচ্ছারের রাজত্ব হল, সাধুর পক্ষে গঙ্গা পার ॥৮১৬ ॥

বাউল।

ভাই রে ভাই, কলির মানুষ চেনা ভার,—
মানুষের উপর ভিতর দুই প্রকার।
টেঁকে ঘড়ী হাতে ছড়ী, ফুল বাবু সেজে,
বাবু চল্লেন সমাজে, (মরি হায়) আবার অন্দরেতে ছাঁট্‌চে বাকাম,
বাবুর যত পরিবার! ইংলিশ বুটে, ইংলিশ কোটে,
বিস্কুটে রত, বাবু ইংরাজের মত, (মরি হায়)
পেটে পা দিয়ে টিপ্‌লে পরে, এ, বি, সি, ডি, (ও ভোলা মন)
এ, বি, সি, ডি পাওয়া ভার ॥৮১৭॥

জাতীয় সঙ্গীত।

—০—

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হায় কি তামসী-নিশি ভারত মুখ ঢাকিল,
সোণার ভারত আহা, ঘোর বিষাদে ডুবিল!
শোক সাগরেতে ভাসি, ভারত মা দিবানিশি,
স্মরি পূর্ব্ব যশোরাশি, কাঁদিতেছে অবিরল।
কে এখন নিবারিবে জননীর অশ্রুজল ?৮১৮॥

ইমন—আড়াঠেকা।

হবে কি ভারতে পুন এমন সুদিন, ভারত সন্তান কি রে হইবে স্বাধীন?
ভীষ্ম কর্ণ ভীমার্জ্জুন, অশ্বত্থমা আর্য্য দ্রোণ,
জামদগ্ন্য বীর পুন জন্মিবে কি কোন দিন!
কাঁপিবে বিমান পৃথ্বী পুন বিক্রমে নবীন,
রহিবে না পুণ্য ভূমি চির পরাধীন ॥৮৯৯॥

নট বেহাগ—পোস্ত।

নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা,
সোণার প্রতিমা আজি শোকে মলিনা!
কুঞ্জে কুঞ্জে গায়, কোকিল কণ্ঠে, খেলিত সুধা তরঙ্গে,
সে কবি-নিকুঞ্জ আজি শ্মশান সমান।
বীর রাগমদে, যেই তানে গর্জ্জিত ভারত,
আজি সে দীপক-রাগ, শ্রবণে শুনি না ॥৯০০॥

কীর্ত্তনের—তুক।

কেরে ও কামিনী, ধূলা ধূসরিণী, বিজন কাননে রে।
আলু থালু কেশ, ছাড়িছে নিশেস, অতীব সঘনে রে!
জীর্ণ শীর্ণ দেহ, সঙ্গে নাহি কেহ, ধীরে ধীরে যায় রে!
মলিন বসনে, বিরস বদনে, পাগলিনী প্রায় রে।
চলিতে চলিতে, না পারি চলিতে, বেজেছে কি উপায় রে?
কি কহিব আর, ভারত সোণার, আজি এ দশায় রে!
হৃদে পাই ব্যথা, কহিতে এ কথা, বুক ফেটে যায় রে ॥৯০১॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কেন ভাগিরথী, হাসিয়ে হাসিয়ে, নাচিয়ে নাচিয়ে চলিয়ে যাও গো।
ঢলিয়ে ঢলিয়ে সৈকত পুলিনে, বহি এ ভারতে, কি সুখ পাও গো।
নিরখি মা আজ ভারতের দশা, এ দুখে আনন্দে কি গান গাও গো!
কি সুখে বল মা নীলাম্বর পরি, হরষিত মনে সাগরে ধাও গো।
অধীন ভারতে বহিও না আর, এ কলঙ্ক রেখা মুছায়ে দাও গো।
উথলি তটিনী গভীর গরজে, পূত ভারত হৃদয় ছাড়ো গো ॥৯০২॥

খাম্বাজ আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান, কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান!

ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী, শত মণি রত্নের নিধান।
হক, ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয় গাও ভারতের জয়॥ ১০৩॥

বসান্তবাহার—একতালা।

আঁধার ভারতে আলো কে জ্বালিবে রে,
আলোকিত ছিল যারা, একে একে গেল তারা,
ত্যজি যায় সুখ-তারা যেমনে প্রভাতে রে,
বিদেশী চাতক আসি, পিয়িতেছে জল রে!
দুখে ভারত জননী করিছে রোদন-ধ্বনি,
হারাইলে মণি ফণী যেমন বিষাদের রে!
আর কি চকোর হাসি, পিয়িবে রে সুধারাশি,
পূর্ব্বে ভারত-শশী যেমন উদিলে রে।
ভারত বিহগগণ, গায় কি মধুর গান,
তারা পূর্ব্বে যেমন গাইত উল্লাসে রে।
সে সুখের দিন হায়, আসিবে কি পুনরায়,
পালাবে কি দুরালয়, ভারতের মসীরে।
আবার ভারতে আলো কে আর জ্বালিবে রে! ১০৪॥

খাম্বাজ—ঠুংরী।

কতকাল পরে, বল ভারত রে, দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে!
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে, ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে!
নিজ বাস ভূমে, পরবাসী হলে, পরদাস খতে সমুদায় দিলে।
পর হাতে দিয়ে, ধন রত্ন সুখে, বহ লৌহ বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর ভাষণ অসন, আনন রে—পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর-দীপ শিখা, নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে১১৫

জয়জয়ন্তী।

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ, তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ,
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে, এ বীণা তোমারি গাইবে গান।
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল, তোমারি কার্য্য সাধিবে;
যদি এ অসি কলঙ্কে মলিন, তোমারি পাপ নাশিবে।
যদিও হে দেবি শোণিতে আমার, কিছুই তোমার হবে না—
তবু ওগো মাতা পারি তা ঢালিতে, এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে,
নিভাতে তোমার যাতনা!

যদিও জননি, যদিও আমার, এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা একটি সন্তান, জাগি উঠে শুনি এ বীণা-তান।১০৬॥

নট বেহাগ—ঝাঁপতাল।

মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি, রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি;
এ দুখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি। ১০৭॥

ভৈরবী—একতালা।

দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন,
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ অনশনে তনু ক্ষীণ।
সে সাহস বীর্য নাহি আর্য্যভূমে, পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হলো ক্রমে,
চন্দ্র সূর্য্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে, লজ্জা রাহু মুখে লীন।
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল, যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল, কেহ নাহি জানিল, এমনি কৈল দৃষ্টিহীন।
তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে, সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে, হায় গো রাজা কি কঠিন!
তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার, সূতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশীয়বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় না কো আর, হলো দেশের কি দুর্দ্দিন!
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ, কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
ধর্বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ, বাকল টেনা ডোর কপীন।
ছুঁচ সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দীয়াশালাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে শুতে যেতে, কিছুতে লোক নয় স্বাধীন॥১০৮

অহং—একতালা।

জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন, জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।
শোন্‌রে যবন, শোন্‌রে তোরা, যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে।
সাক্ষী রলেন দেবতা তার, এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।
জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ, অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ;
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন, পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্‌রে যবন, দেখ্‌রে তোরা, কেমনে এড়াই কলঙ্ক ফাঁসি;
জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই, তবু না হইব তোদের দাসী।
দেখ রে জগৎ মেলিয়া নয়ন, দেখরে চন্দ্রমা দেখ্‌রে গগণ,

স্বর্গ হতে সব দেখ দেবগণ, জ্বলন্ত অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন, তোরাও দেখ্‌রে, সতীত্ব রতন করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন, স'পিছে পরাণ অনল শিখে॥ ১০৯

খাম্বাজ—ঠুংরী।

না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।
অতএব জাগ, জাগ ভগিনি, হও বীর জায়া বীর-প্রসবিনী।
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি, বীর গুণ গাথা, বিক্রম কাহিনী,
স্তন্য দুগ্ধ যবে পিয়াও জননী।
বীর গর্ব্বে তার নাচুক ধমনী, তোরা না করিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না॥ ১১০॥

রহস্য সঙ্গীত।

—০—

প্রসাদী সুর।

মা, এবার মলে সাহেব হব, রাঙ্গা চুলে হ্যাট বসায়ে,
পোড়া নেটিভ নাম ঘুচাব।
সাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব।
(আবার) কাল বদন দেখ্‌লে পরে, "ডাকি" বলে মুখ ফিরাব॥ ১১১॥

পূরবী—কাওয়ালী।

গা ঢালো লো প্রিয়ে নিশি আগুয়ান, বেলফুল বেলফুল,
ঘন হাঁকে মালিকুল, বরফ বরফ হেঁকে বরফওয়ালা যান।
শ্যাওড়াবনে পালে পালে কাহুয়া কহুয়া ডাকে শ্যালে,
আস্তাকুঁড়েয় কিচির কিচির ছুঁচয় করে গান।
হুলোবিড়াল মিয়াও করে, নেংটা ইন্দুর মারে ধরে,
পেঁচা ভাবেন আমার খাবার অন্যে কেন খান।
পড়্‌লো গুড়ুম্ নটার তোপ, এখনও কি যায়নি কোপ,
একটু খানি দিয়ে হোপ, রাখ লো আমার প্রাণ।
ভোঁদড় গুলা মারে উকি, ঘুমিয়ে পলো খোকাখুকি,
শ্রীরাম বলেন, ও জানকি, ভাংলো না কি মান!
দ্বিজ বাল্মীকি কয়, এ মান ভাংবার নয়,
চরণ ধন হে দয়াময়, নইলে নাইক ত্রাণ॥ ১১২॥

বাউলের স্থর।

পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার, রাবণ উদ্ধবে কহে, সমাচার।
দ্রৌপদী কাঁদিয়া বলে বাছা হনুমান, কহ কহ কৃষ্ণ কথা অমৃত সমান।
পরীক্ষিত কীচকেরে করিয়া সংহার,সিংহাসন অধিকার করিলে লঙ্কার
জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্য্যোধন,
সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন।
শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বেহুলা নাচনী,
রথের তলায় ঐ দেখলো সজনী,
পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা,
ব্যাধের রমণী আমি হব মোর সতা ॥২১৩॥

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

লুচি মণ্ডা খেয়ে মনটা তুষ্ট, কিন্তু প্রাণটা গেল,
কুচ্‌কি কণ্ঠা এক হয়েছে, (বাবা) বুঝি দফা ঠাণ্ডা হল।
জল রাখিবার স্থান রাখি নাই, উপায় কি বল,
উঠ্‌তে উদর ফাটে, (ও বাবা) শীঘ্র আমায় ধরে তোল।
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, তাই আমার ঘটিল, পুরি দিয়া উদর পুরি,
(ও বাবা) যমের পুরী দেখ্‌তে হল! ২১৪ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আহা রে বাঙ্গালী বাবু যাই বলিহারী!
কত রূপ ধর তুমি অপরূপধারী!
শিবের ছিল অষ্টমূর্ত্তি, তোমার হল শত মূর্ত্তি
রসনায় তব গুণ কি বর্ণিতে পারি।
ব্রহ্মারূপে সৃজন কর, বিষ্ণুরূপে কলম ধর,
শিবরূপে কত ঢাল ব্রাণ্ডি সাম্পেন সেরি।
(কভু) সাহেবি মেজাজে চল, কভু শিব দুর্গা বল,
কত রকম ভাব তোমার, বুঝ্‌তে কিছু নারি।
কভু মুরুগির জুস খাও, কভু গয়ায় পিণ্ড দেও,
বিদেশে পরম ব্রাহ্ম, হিন্দু গেলে বাড়ী।
দিনে একশ আঠার বার বার, কর ভারত উদ্ধার,
ভারতের তরে তোমার কত জাঁক জারি।
মুখেতে মালসাট মার, এয়সা কর, তেওসা কর,
কাজের বেলায় লেজ গুটিয়ে মার টেনে পাড়ি ॥ ২১৫ ॥

বাউল।

আজব ইংরেজের মুলুক, বিলাত সহর,
ভাই এমন দেখি নাই আর দুনিয়ায়।
চলে জলের তলে কলের গাড়ি, উপর দিয়ে জাহাজ যায়।
ওরে সাবাস মরি কারিকরি, দেখে বিশ্বকর্ম্মা লজ্জা পায়।
কাঁচের ঘরে বিবি নাচে, সাহেবেরা টপ্পা গায়।
কত বিদ্যাধরী আহামরি, রঙ্গ দেখে মূর্চ্ছা যায়।
তথায় রাজা প্রজা সবাই সমান, হুজুর মজুর চেনা দায়।
তথায় ঠাকুর কুকুর মুন্সি মুচি, এক টেবিলে খানা খায়।
যে জন কালা পানি—
যে জন কালা পানি পার হয়ে, যেতে পারে লোহার নায়,
সেই শ্রীগৌরাঙ্গের দেশে গিয়ে, সে সশরীরে স্বর্গ পায়।
পথিক বলে কলির বৃষ, রেখ তোমার রাঙ্গা পায়।
নইলে ভাতখেগো বাঙ্গালী আমি, মর্ব্বো তোমার খুরের ঘায়॥ ১১৬॥

বিধি তোরে বিরলে—সুর।

বহু দিন পরে এসেছি, চিনি নাকো শ্বশুর বাড়ী,
কোন পথে যাইব মাগো, বিশ্বনাথ রায়বরীর বাড়ী।
যারা ছিল ছেলে পিলে, তাদের হল ছেলে পিলে,
বিয়ে করেই গেলেম ফেলে, বয়ে গেল বছর কুড়ী।
বাড়ী ঘর তার নাহি চিনি, (কেবল) শ্বশুরের নামটি জানি,
উত্তরেতে বাগান খানি, সুপারি তার সারি সারি।
বাড়ীর মধ্যে এক এক চালা, তারি মধ্যে হাঁড়ি চুলা,
কক্ষে নিয়ে ভিক্ষার ঝোলা, বেড়িয়ে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী।।
দ্বিজ বঙ্কবিহারী বলে, আর তো হাসি রাখতে নারি,
তুমি যাকে মা বলিলে, সে বটে তোমারি নারী॥ ১১৭॥

সুরট মল্লার—ঢিমে তেতালা।

প্রণয়ো পেরাবু খেলা হল সই, জ্বালা কত সই, ভেবে হত হই;
একে রূপ তুরূপ নাই, তাতে রগ গুণ ফেরাই কৈ?
আমার নাহিক রূপেরি টেক্কা, আগল বিষয়ে ফক্কা,
তাইতে তাচ্ছিল্য ছক্কা পাইলো।
ইদানি হৃদয়ে পার, সাতা আটা রাখি ধরি, খেলিব কি,
লাজে মরে যাই লো।
নাহি রং হাতে, নাহি রং তাতে, এখন বিবি ধরা খেলে না সে,
কার কাছে বা ধরা রই!

কি রূপছটা দেখতে পাই, স্বর্ণ কান্তি বিন্তি নাই,
চটক পঞ্চাশ নাই তাতে লো।
সে সুন্দর ভাব জানি, হান্দর বলিয়া জানি,
আর কি আসিবে মম হাতে লো।
সে ভাবনা সাহেব শূন্য, তবে কি লয়ে খেলিব আর,
কেমনে হইব জই ॥৯১৮॥

বাউল।

হরি নাম থাসা গুড়ুক, ভুড়ুক ভুড়ুক, টান দেখি মন দিবানিশি।
নেসায় গা মেতে যাবে, মজা পাবে, মনে মনে হবি খুসী।
ভক্তি-কল্কেতে সেজে, টান্‌লে তেজে, হয় রে মজা বেশী বেশী;—
প্রবৃত্তি হুঁকো ধরে, যতন করে, দম্ লাগাও তায় বসি বসি ॥৯১৯॥

মুলতান—একতালা।

যত রকম ডাল্ আছে এ সংসারে, কলায়ের কাছে সব বেটা হারে।
আ মরি কি মজা হয় গো আহারে, টিকি ধরে যেন জুতো মারে।
কোথা লাগে কাম্যকূপ, কামধেনু স্বরূপ, কল্পবৃক্ষ কক্ষে পায় না করে।
অনাহুত অতিথ কুটুম্ব লোক এলে, গরম গরম ফেন্ ঢেলে ঢেলে,
যোগে যাগে দীনের দিন যায় চলে, সংক্ষেপে সম্ভ্রমে সারে।
হাঁসাবর্ন বনবাস হাঁসথালি, মূর্ত্তি ভেদে নাম যার, বিরি, কালী,
যার প্রতি প্রীতি করেন মহাকালী, মা তাই মাসভক্ত বলি খান আদরে।
দিশি জাফরান্ হলুদ যাকে বলে, জলে গুলে তার এক বিন্দু দিলে,
আদা লঙ্কা হিঙ্গে রিফাইন হলে, সে সৌরভে কে রবে ঘরে।
বাঁকুড়া বর্দ্ধমান জেলার যত লোক, কলাই মন্ত্রে তারা বলে উপাসক,
কোন কালে কোন ভোগেনাকো রোগ, সদা থাকে সুস্থ শরীরে।
শিলে বেটে যদি গড়ে বড়া বড়ি, কালিয়ে কাবাব যায় গড়াগড়ি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু বাসব স্বর্গপুর ছাড়ি, হাঁড়ী হাতে করে দাঁড়ান্ দ্বারে।
তাতে যদি হয় টকের মাছের যোগ, ভরণী নক্ষত্রে পায় মূলা যোগ,
পেটে যেন ঢোকে ভস্ম কীট রোগ, সে রোগ কি কেউ মার্ত্তে পারে।
এমন ধারা ডেলে দোষারোপ যে করে,
কবি বলে তারে পাঠাই দ্বীপান্তরে, মাংস তুলা গুণ মাসকলাই ধরে,
শিব লিখেছেন তন্ত্রসারে ॥৯২০॥

থাম্বাজ—ঠুংরী।

নিমক হারামনে মুলুক বিগাড়া, হজরত যাঁতি হি লণ্ডন কো।
মহলে মহলে মে বেগম রোঁয়ে, গলিগলি রোয়ে পাথুরিয়া ॥ ৯২১ ॥

নানা ভাষা সঙ্গীত।

—০—

সংস্কৃত।

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং, বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে, ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকচ্ছপরূপ জয় জগদীশ হরে॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না শশীনিকলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং, দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গং।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন, পদনখনীরজনিতজমপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং, স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপং।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে॥
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং, দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ং
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে॥
বহসিবপুষি বিশদে বসনং জলদাভং, হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং।
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে॥
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতং, সদয়হৃদয়দর্শিত পশু ঘাতং।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং, ধূমকেতুমিব কিমপি করালং।
কেশব ধৃতকল্কি শরীর জয় জগদীশ হরে।
শ্রীজয়দেব কবেরিদ মুদিতমুদারং, শৃণু মে সুখদং শুভদং ভবসারং।
কেশব ধৃতদশবিধ রূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৯২২॥

বাঙ্গালা (আধুনিক)।

—·—

ভৈরবী—খেমটা।

হেদে গো নন্দরাণি, (আমাদের) শ্যামকে ছেড়ে দেও।
(আমরা) রাখাল বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে,
(আমাদের) শ্যামকে দিয়ে যাও!
(হের গো) প্রভাত হল সূয্যি উঠে, ফুল ফুটেছে বনে;
(আমরা) শ্যামকে নিয়ে গোঠে যাব, আজ করেছি মনে।
(ওগো) পীতধরা পরিয়ে তারে, কোলে নিয়ে আয়!

(তার) হাতে দিও মোহন বেণু, নূপুর দিও পায়;
রোদের বেলায় গাছের তলায়,
নাচ্‌ব মোরা সকাই মিলে, বাজ্‌বে নূপুর ঝুনু ঝুনু।
বনফুলে গাঁথ্‌ব মালা, পরিয়ে দিব শ্যামের গলে। ১২৩॥

বাঙ্গালা (প্রাচীন)।

খাম্বাজ—একতালা।

নীলবরণী নবীনা রমণী নাগিনীজড়িতজটা বিভূষিণী,
নীলনলিনী-জিনি-ত্রিনয়নী নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী।
নিরমল-নিশাকর-কপালিনী, নিরুপম ভালে পঞ্চরেখা শ্রেণী,
নিকর কর চারু সুশোভিনী, লোলরসনা করালবদনী।
নিতম্বেনিচোল শার্দ্দূলছাল নীলপদ্ম করে করি করবাল,
রুধির খর্পর অপর হুঙ্কর, লম্বোদর লম্বোদর প্রসবিনী।
নিপতিত পতি শব রূপে পায়, নিগমে ইহার নিগূঢ় না পায়,
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়, নিত্য-সিদ্ধ-তারা নগেন্দ্র-নন্দিনী। ১২৪॥

ব্রজবুলি (প্রাচীন)।

সবহুঁ নাচত, সবহুঁ গায়ত, যবহুঁ আনন্দে বাধিয়া,
ভাবে কম্পিত লুটত ভূতলে, বেকত গৌর কাতিয়া;
মধুর মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজত, চলত কত কত ভাতিয়া,
বচন গদগদ-মধুর হাসত, খসত মোতিম পাতিয়া।
পণ্ডিত কোলে করি, বোলত হরি হরি, দেয়ত পুনঃ যাচিয়া।
অরুণ লোচনে, বরুণ ঝরতহি, এ তিন ভুবন ভাসিয়া।
গোবিন্দদাস রোয়ত অনুক্ষণ বিন্দু কণা আধ লাগিয়া॥ ১২৫॥

ব্রজবুলি (আধুনিক)।

মাঝ—একতালা।

সজনি সজনি রাধিকা লো, দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে, মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুমহার, পিনহ নীল আঙিয়া,
সুন্দরি সিন্দুর দেকে, সিঁথি করহ রাঙিয়া।

সহচরী সব নাচ নাচ, মধুর গীত গাওরে,
চঞ্চল মঞ্জরী রাব, কুঞ্জ গানে ছাওরে।
মল্লিকা চামেলি বেলি, কুসুম তুলহ বালিকা,
গাঁথ যুতি, গাঁথ জাঁতি, গাঁথ বকুল মালিকা ॥ ৯২৬ ॥

হিন্দি।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ইয়ে জগ দরশন কি মেলা হ্যায়।
যো তু আয় ও ইহাঁ কুচ্ দেখ ফের, হাঁস জোর বোলর বাতা লে;
পর এতনা কহনা মন মেরা, যো করনা হো সো জল্দী কর,
টুক দেরি নেহি ইয়া দমকি, আওর জাদা নেহি মনজিলা।
দিল্ ভর দেখ্ সঙ্কোচ মতি, ইয়ে মুরৎমে কা সুরৎ হ্যায়;
এস্ বুদোঁ জিস্ দরিয়া কি, উহাঁই কি উঁহা মিল যাওয়েগী;
ত টাঠা হ্যায়, ন বখেড়া হ্যায়, ন ঝমেলা হ্যায়।
কোই বাপ বনা কোই বেটা, কোই চাচা ভাতিজা কহলাওয়ে হেঁ;
কোই মিঞা আপনেকো জানে, কোই দাস্ আপনেকো মানে,
কোই পীর মুরিদ্ কহলাওয়ে হেঁ. কোই গুরু কোই চেলা হ্যায়।
ধন্য উয়ো কারীগর্‌কো যিস্‌নে সব্ কুস্ বানায়া ॥৯২৭॥

উর্দ্দু।

জংলা—খেম্‌টা।

সাফি মেলা রাখো দেলমে, আগর মিঠা খানে মাঙ্গ জগমে হো।
ব্রাহ্ম-সাধন মে, উনকা পুজনমে, কভি ময়লা নেহি রাখো মনমে হো।
লোকন কি হিত, এহি ত উচিত, আউর খয়রাত করহ দরিদ্রমে হো।
এহি সাধু বাত, করনা খয়রাব, যাওয়েগা সাত আখেরিমে হো ॥৯২৮॥

আসালী।

ঝিঁঝিট একতালা।

কি সুখর দিন আজি. কেনে প্রীতি ভাব এ,
আনন্দে নধরে হিয়া সকলো ভাই বন্ধুর এ,
ঈশ্বরের কৃপাগুণে, আহি সবে জনে জনে,
প্রাণভরি মহারঙ্গে করিছো উৎসব এ।
বছরে বছরে যেন, হয় এনে সুমিলন,
আহি যেন সবে পুন সুকার্য্য সাধয় এ ॥৯২৯॥

বেহারী।

মনোয়া ভজ্‌লে সীতারাম।
ভজ্‌লে সীতারাম, মনোয়া কাহে না জপ্‌লে নাম,
দিন গিয়া জি হরিগুণ গাওয়ে, গুরু দিয়ো যো নাম।
রামগড়কে বৈঠে রামজি, সব কি মজুরা লিজে।
যো য্যায়সা নকৃসি করেগা উস্‌কো ত্যায়াসা দিজে।
লাড়্‌কা বালা লালন পালন, তেনুকি দুধ মরণ কালে শরণ লেকে,
বাবা কর বোলা পিলাওয়ে।
এক নর ভুলে দু নর ভুলে, জগৎ সংসার,
জ্ঞান গুরু্‌কে যো নর ভুলে, উন্‌কে নাহি পার ॥১৩০॥

পাঞ্জাবী।

(নানক চরিত)

গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক জলে, তারকা মণ্ডলা জনক মোতি।
ধূপ মলয়ানিল পবন চেঁারি করে, সকল রাই ফুলন্ত জোতি।
কায়সে আরতি হোয়ে ভয়খণ্ডন তেরি আরতি,
অনুহত শব্দ বাজান্ত ভেরি ॥১৩১॥

গুজরাটী।

এক অখণ্ড অনন্ত অগোচর ঈশ অদ্বৈত্য উপাসুঁ রে,
অত্যাদ্ভুত জগনী রচনা নে, নিরখি নিরখি উল্লাসুঁ রে।
সত্যমুঙ্গ সচরাচর ব্যাপক ব্রহ্মপদে হুঁ বিলাসুঁ রে,
রটন ভজন প্রভু ঈশ-গুণ কীর্ত্তন নিশদিন হুঁ অভ্যাসুঁ রে।
মে অপরাধ অগাধ কি বাছে অতিশয় মনে ভিথাসুঁ রে।
ক্ষমা কর করুণাসিন্ধু প্রভু এ বচনে বিশ্বাসুঁ রে।
পরা ভক্তিথি প্রভুনে বিনায়ু যম দণ্ডথি নেও ত্রাসুঁ রে।
পরাপের পরলোক বিনে প্রভু চরণ সমীপে নিবাসুঁ রে ॥১৩২॥

মহারাষ্ট্রী।

হে জগদীশ দীনদয়ালা, নমি তো তব চরণালা,
মত্তোরা চুনি সাধন নেনে, দুস্তর ভবতারণালা।
কৃপা সাগর তুঁ অসাশ জগন্নাথা, নম্র করি তোমি চরণে তুঝা মাথা,
অসে পানীমি,পতিত দুরাচারী তুঁচি উদ্ধার বা সদয় মলাতারি ॥১৩৩॥

পার্শী।

আলাম্ হামা এগ ম্যাএ, তু, খল্‌কে খোদা সয়্ দাএ তু,
ইনরগিমে রোনাএতু আওরদা, রস্‌মে দিলবরী।
আফাক্‌হা গর্দিদা আম্, মেহরে বুতাঁ ওরজিদা আম্,
বিশিয়ার খুর্বা দিদা,আম্, লায়কিন্ তু, চিজেদিগরী।
যম্ তু, শুদম্ তু মন্ শুদন্ মন্ তন্ শুদম্ তুজাঁ শুদি,
তা, কস্ ন গুয়া দবাদ্ আজি মন্‌দিগরম তুদিগরি।
খসরু গরিব্ আস্ত, ওগদা, উফ তাদাদর, শহরে শমা,
বাশদ্‌কে আজ বহরে খোদা সোয়ে গবির্বাঁ বিন্ গরি॥১৩৪॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

পুরনবি মহাম্মদ হবির আল্লার গো,
উদ্ধারিবে কেয়ামতে বান্দা গোনাগার গো।
হসোর ময়দানে নবি উদ্ধারিবে বান্দাসবি,
আমি কি কহিব খুবি, বয়ান তানার গো।
সফিওল উম্মত খাছ, মাঙ্গ তার বিধি পাছ,
পাইলেন বেকয়াছ, রহমতে আল্লার গো।
লৌলাক লেমাজার সানে, কহিলেন ছোবহানে,
সেই নবি ত্রিভুবনে, মহিমা অপার গো।
কোরাণ আল্লার কাল, তার বিচে তাঁর হাল,
ব্যক্ত আছে সর্ব্বকাল, আলমে আল্লার গো।
এয়াছিন তাহাতে দেখো, হৃদয়েতে বিচে লেখো,
কিছু না থাকিবে শক, দেলেতে তোমার গো।
চিস্তিয়া আজিজ গায়, ভরসা তাহার পায়,
তাহা বিনে পাপক্ষয়, কে করে আমার গো।
পোল ছারাত পার তিনি, করিবে আপনা জানি,
সারাবান তহুরা খানি, খাঁও সইবে আর গো।
আপনা দিদার দিয়া, মোসরফ মরে কিয়া,
জন্নতে রাখিবে লিয়া, করিয়া পিয়ার গো॥১৩৫॥

সিলেটী।

আরেঁকইলা ন ডাইও আর, বন্ধু গিছুন জগু, ডাও কইন অগু,
ইন যদি ডায়, কইল মোর মাথাটী খাও।
বন্ধু গিছুন বিদেশৎ খৎনা লিখুন ছ মাসৎ,
বন্ধুর লাগি মোর কলিজা জ্বলি জ্বলি যায়॥১৩৬॥

সাঁওতালদের গীত।

—০—

বেহার ঝুমুর।
ঝিম দালু ডুকানাই তালই বাস্তে তালই লাতার বাস্তে।
সে কামহেই ডুকানাই ঝোরাই রিস্তে ঝরায়া দোশিনাতে।
মাদলের তাল।
দিড়ং ধাপুন ভিদাং ধাপুন।
আলাদ ঝুমুর।
খাবার দাবার বেলা হল, ভলের বালি তাতা হল।
আর শীতে চলিতে না পারি, দাল ভাডি ছায়ায় করিবে (রে)
চল শীতে যাব ধীরে ধীরে।
মাদলের তাল।
ধাতিং ধাতা তিডদা হাতা। ১৩৭॥

ইংরাজি।

SEE THE CONQUERING HERO COMES—সুর।
Hail noble Prince all hail to thee,
With joyous voice we welcome sing.
As bursting into festive glee
Bengal greets her fure king
Tho' humble our reception be,
The royal heart, we bring to thee.
Is warmer than our eastern sun. ॥১৩৮॥

উড়িয়া সঙ্গীত।

দয়াময় হৃদয় সাথী, অধম ডাকুছি শুনু না হঁকি।
গর্ভে যেতে বেলে অচেতন কালে, বহি থিলি মোতে রক্ষা কল কি।
গভরু পতন্তে ভূতল স্পর্শন্তে, মোহর বদনে শব্দ দেল কি।
দর্শন নিমন্তে, কৃপার সহিতে, দর্শন ইন্দ্রিয় দান দেল কি।
স্পর্শাস্বাদ পাই, সকরুণ হোই, অঙ্গ জিহ্বা দান মোকে দিল কি।
জীবনর পাপ অনেক নিষ্পাপ, তাকু ক্ষমিবাকু তুম্ভে আজ কি।
মুহিঁ হীন জন, মাগুছি শরণ, ভক্তি দেই, মোতে তারি নেব কি ॥১৩৯॥

সর্ব্বশ্রেণীর গাত।

—•—

কামদ—চৌতাল।

মধুসূদন মদনমোহন, মাধব বহুরূপী, তুহি অব্যয়রূপ পতিত পাবন।
দীনবন্ধু জগন্নাথ দামোদর দর্পহারী দেবেশ,
দেবপাল, দারিদ্র্য দুঃখভঞ্জন।
মহাভাগ বেগবান অমিতাশন ব্যবস্থান,
সাধুগতি সর্ব্বদর্শী বিমুক্তাত্মা সর্ব্বজ্ঞান।
বৎসর বৎসল বৎসী রত্নগর্ভ ধনেশ্বর,
গাওয়াত মুঢ়পামর তুহি হো কৃপা নিধান ॥১৪০॥

হাম্বির—তেওরা।

সকল জনগণপালিনী, নর দেব সম্পদে দায়িনী।
কুইন ভিক্টোরিয়া মহারাজ্ঞী, বিবিধ রিপুবর ভয়বারিণী।
অখিল ভারতবর্ষ জনপদ মান গৌরববর্দ্ধিনী,
যাচে সদা তব কৃপা লেশং, সুখ যশ গুণপালিনী।
পাতু কণ্ঠে সরস্বতী শিরসি রক্ষতু কালিকা,
বাহুমূলে ভৈরবী হৃদি মাতৃশঙ্কর গেহিনী।
বাসনেয়ং বঙ্গভূষণ ক্ষেত্রমোহন শর্ম্মণঃ,
পরিবসতু মাধব কামিনী কমলালয়া তব বেশ্মনি ॥১৪১॥

খেয়াল।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এ দৈয়া মাতোয়ারা যোগী মোর দ্বারে আএ হো,
এ দৈয়া মাতোয়ারা যোগী মোর দ্বারে আএ হো।
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, পিণাকী গাল বাজায় হো,
কানন সোহে রুণ্ডকিমালা শীশ নাগজ পটাএ হো।—॥১৪২॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

সিংহবাহিনী, ত্রিশূলধারিণী, ত্রিনয়নী, মহিষমর্দ্দিনী।
রূপে জগত মোহিত, ত্রিভুবন প্রকাশিত,
একত্রে উদ্ভূত, স্থির শত সৌদামিনী।
দাস অকিঞ্চন আশ, নাশ মম ভব পাশ,
তবে বিশেষ নাম প্রকাশ তারিণী ॥১৪৩॥

কেদারা—আড়াঠেকা।

হর উরু অম্বরে হের দীপ্ত কালশশী,
আমরি কতই শোভা শশীর কপালে শশী।
তারা ঘেরিয়াছে তারা যোগিনীগণ ষোড়শী,
তুচ্ছ করি মহা মেঘ কুণ্ডল পড়েছে খসি।
অখণ্ড মণ্ডলাকারে চরাচরে নাশে মসী,
সাধক চকোর সব সুধা পানে অভিলাষী॥১৪৪॥

টপ্পা।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পিয়া রুমুমে ঝুমুমে নিদি আহ রে,যাও যাও যাহা সারি চাঁদনি ঘুমাই।
কঙ্গর টুটাই ডিঠে, মিনতি কর তু'হে,
এইসা চতুরালী কাঁহা শিখল বেঁইয়া নিঠুরাই॥১৪৫॥

ভৈরবী—জলদ তেতলা।

এই কি তোমার বঁধু ছিল হে মনে,
যাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে?
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে,
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধা বচনে॥১৪৬॥

বেহাগ—জলদ তেতালা।

আমি কি তোমার কেনা, এই জনরব ঘরে ঘরে সব, করিছে কে না।
এ রবে নীরব আমি, মনে বুঝে দেখ তুমি, তুমি যদি জান কেনা,
আমায় নাহি ভাব না, বলিছে কি না॥১৪৭॥

লুং খম্বাজ কাওয়ালী।

কিবা শোভা মনলোভা শশীমুখী ধরেছ,
তুষিতে আমার চিত কে তুমিরে এসেছ;
হাসি হাসি মুখখানি, কত ভালবাসি আমি,
যেন সুধাধরাননী, সুধা ধারা ঢেলেছ।
চঞ্চল চারু নয়ন,খঞ্জন করে গঞ্জন,এমন মনমোহন রূপ কোথা পেয়েছ!
আয় লো হৃদয়ে ধরে, প্রাণভরে হেরি তোরে,
কেন লো মন চকোরে পিপাসিত রেখেছ! ১৪৮॥

কর্ত্তাভাজার গান।

—০—

ভাটিয়াল তাল ঠোস।

ব্রহ্মাণ্ডের অগ্রভাগে আগে জাগে চোর,
ও তার পায়ে শোভে লালপাগড়ী, মাথায় সোনার নূপুর,
পক্কুন খাবার আকাঙ্ক্ষাতে, মৃতা চলে উল্লাসেতে, (হায় রে হায়)
ও তার একদিক আগে, এ ছাগে বাঘে, ধরি খায় বাথলপুর।
নূতন একটা চীন সহরে, বাঁঝা নারীর পুত্র মরে, (হায় রে হায়)
তাই দেখে তার পিতা হাসে, এক সাপে খায় তিন ময়ূর ॥৯৪৯॥

ভাটিয়াল তাল– ঠোস।

আছে পূর্ণিমার চাঁদ মেঘে ঢাকা,
মনের গাদ কাট্‌লে পরে পাবি দেখা।
দ্বিতলে মানুষের স্থিতিরে, চতুর্দ্দলে বারামখানা,
ও তার দশম দলে স্থিতি রেখে মণিপুরে পাবিরে দেখা,
মেঘের কোলে চাঁদ রয়েছে, চাঁদের কোলে দিব্য শোভা,
তথায় হয়েছে গুরুর কৃপা, সেই সে চাঁদের পাবে দেখা ॥৯৫০॥

পাঁচালী।

—০—

সুরট কাওয়ালী।

আই আই, পালাই কি বালাই, কাজ নাই এ জামাই,
দেখে মরি, একি রঙ্গ!
যত মেয়ের হাট পেয়ে, অলপ্পেয়ে, মাথা খেয়ে, আবার হয়েছে উলঙ্গ।
চল গো সজনি চল, নালা কেটে যেন জল এন না, বুড়কে করি ব্যঙ্গ;
খেপা মহেশের যেওনা পাশে, মরি ত্রাসে, বুকে এসে,
পাছে খাবে লো ভুজঙ্গ।
এ বড় মর্ম্মের কথা, এ বরে যে স্বর্ণলতা, দিবে গিরি খেয়ে কি অপাঙ্গ;
আহা মরি ছিছি মেনে, এ বাদ সাধিল কেনে,
বিরোধে নারদে বুড় রঙ্গ।
সাধের উমার বর, ক্ষেপা হর দিগম্বর,
শিরে জটা উদর মোটা, কি ঘোর ঘটা ভুতের রঙ্গ ॥৯৫১॥

যাত্রা।

মতিরায়ের স্থর।

কর না হে আমার কেশ আকর্ষণ, ওহে দেবর দুঃশাসন।
আমি অপবিত্রা নারী, লাজে কহিতে নারী,
বেদ বিধিমতে নিষেধ পরশন।
শোন নাই কি, নারীর কেশ ধরলে বলে, পরমায়ু ক্ষয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে,
বঞ্চিত ধর্ম্মবল সম্বলে, বলি ধরে সীতার কেশ, নির্ব্বংশ লঙ্কেশ,
কালীর কেশ ধরে শুম্ভ হয় পতন ॥৯৫২॥

আকড়াই গীত।

আসর বাগেশ্বরী।

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরী, সদা শিবে শুভঙ্করী,
নিরানন্দে আনন্দদায়িনী; (মা)
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা, অজ্ঞান বোধ সাকারা,
তত্ত্ব জ্ঞানে চৈতন্য রূপিনী।
প্রণতে প্রসন্নাভব, ভীম তব ভবার্ণব, ভয়ে ভীত ভবানি ভবানি।
কৃপাবলোকন করি, তরিবারে ভব বারি,
পদতরি দেহি গো তারিণি ॥৯৫৩॥

সখিসংবাদ।

ওই দেখ না লো সই আসিছে,
হাসিতে হাসিতে মোর মনোরঞ্জন;
দেখ যাহার কারণ,ওষ্ঠাগত মোর প্রাণ,তার দরশনে কি করিবে গঞ্জন।
প্রাতগাদ অর্পণে, লোমাঞ্চ হরিষ মনে, দুখ হলো ভঞ্জন।
আলিঙ্গন করিবারে, ভুজ দ্বয় নৃত্য করে।
নয়ন রাখিতে চাহে করি অঞ্জন ॥৯৫৪॥

খেউড়।

পিরীত করিলে হয় এই কি করিতে (দেওয়া ওরে)
ভুলায়ে বিনয় ছলে না হয় হেরিতে।
চাঁদের পিরীতি দেখ কুমুদী সহিতে,
বিধু আসি দেয় দেখা না পারে রহিতে ॥৯৫৫॥

গ্রাম্য গীত।

ভাটিয়াল সুর।

ও মন বেয়ে যাওরে, আমার মনের নাও, পবনের বৈঠা বেয়ে যাওরে।
কে তোমার আপনার ভাই, কে তোমার পর,
মৈলে পরে নাই সম্বন্ধ, ঘরের বাহির কর।
তখন বন্ধু কাঁদে, কাঁদে জ্যেষ্ঠ ভাই,
তারা সবে কাঁদে কেন তার কি মরণ নাই, ও মন সাধুরে ভাই ॥ ১৫৬॥

ভাটিয়াল সুর।

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট প্রজা পলায় ওরে,
স্ত্রীর দোষে পুরুষ নষ্ট লক্ষ্মী নাই যার ঘরে।
ভরা কলসীর জল রে ভাই নিশ্বাসে শুকায়,
বার বছরের আয়ু তার নিমিষেতে যায়।
কুমারের হাঁড়ীরে ভাই ভাঙ্‌লে না যায় জোড়া,
এমন যে সোণার অঙ্গ মৈলে যাবে পোড়া।
ভিস্তেত বান্ধা ভিস্তে যাবে বদ্‌লিবে কায়া,
ফিকির চাঁদ ফকিরে বলে সকলি ত মায়া ॥ ১৫৭ ॥

ভাটিয়াল সুর।

আরে ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি,
ওরে এই ঘাটে লাগায়ে নাও, নিগম কথা বলে যাও শুনি।
শুরুজি বানাইছে নাও, গলইতে মাণিক জ্বলে,
ওরে মনাজি বানাইছে নাও, শুক্ল দিনে চলে,
চলে নাও রাজহংস করে জল কেলি,
আরে হংস ছাড়িয়ে গেলে, কোটা থাক্‌বে খালি ॥ ১৫৮ ॥

ভাটিয়াল সুর।

কোন্ পিরীতে সংসার ঘুরে কও আমারে,
কোন্ পিরীতে সংসার ঘুরে?
কোন্ পিরীত করেছিল যশোদা-নন্দন,
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে বাঁধা যার চরণ?
কোন্ পিরীতে রাম নাম জপে হনুমান,
কোন্ পিরীতে কালনীমা ত্যজিল পরাণ?
কোন্ পিরীতে নীমাই চাঁদ হইল সন্ন্যাসী?
কোন্ পিরীতে কাশীনাথ হয় শ্মশানবাসী? ১৫৯ ॥

মধুমাধার সুর।

ওরে প্রাণ কানাইয়া রে,
তেলের বাটী গামছা হাতে, আমার বঁধু যায় যমুনার ঘাটে।
আমার কলসি ভাসায়ে নিল সোঁতে(রে) ও প্রাণ কানাইয়া রে,
বঁধু যদি আমার হইত, কলসি আনিয়া দিত,
আমার মুখের ঘাম মুছায়ে দিত,
আমার মুখেতে তুলিয়া দিত পান, ও প্রাণ কানাইয়া রে॥ ৯৬০॥

লুপ্ত সঙ্গীত।

আশুতোষ দেব রচিত।

সুরট মোল্লার—আড়াঠেকা।

শ্যামা আমি তোমায় ভাবি সম্ভাবনা নাহি এমন,
যার সুখে হব সুখী সেতো আমার নয় তেমন।
কামাদিরে লয়ে সঙ্গে, ভ্রমিতেছে নানা রঙ্গে,
হেরো মা করুণাপাঙ্গে, তবে সে জন হবে দমন।
কিসে হবে পরাজয়, সে ইন্দ্রের ইন্দ্র হয়,
বলেতে হরিয়া লয়, পরমার্থ পরম ধন।
পড়েছি মাঝে বিপদে, স্থান দিয়ে রেখ পদে,
প্রাণ যায় মা এ বিষাদে বৃথা হলো আগমন॥ ৯৬১॥

সুরট মোল্লার—আড়াঠেকা।

গো তারিণী কে আছে তারিতে তোমা বই।
কৃপা করি পদতরি দেহ, ভবে পার হই।
কেনবা বা পতিত রই, এতেক যন্ত্রণা সই,
জানি তুমি বিশ্বময়ী, আমি তো তা ছাড়া নই,
আগমে নিগমে যুক্তি, এই আশুতোষ উক্তি,
দিতে মুক্তি আছে শক্তি, তাই সে তোমারে কই॥ ৯৬২॥

দেশ মোল্লার—ঢিমে তেতালা।

এ দীনে কত দিনে করিবে নিস্তার,
কি হবে করুণাময়ী তাই ভাবি অনিবার।
হৃদয়ে পাইয়ে ভয়, তারা পদদ্বয়,
যে জন শরণ লয়, ভাবনা কি থাকে তার!
আশু কৃপাম্বুধারে, তুমি না তারিলে তারে,
পরলোকে আর কে তারে, ভবজলধি বিস্তর॥ ৯৬৩॥

ভৈরবী—আড়াঠেক।

লজ্জারূপা লজ্জাতীত যদি না করিবে,
থাক মা গো লজ্জা লয়ে কেবা লজ্জা পাবে।
ত্যজি ব্রীড়া কর ক্রীড়া সদা লয়ে শিবে,
আসবে উন্মত্তা হয়ে গ্রাস করো শবে।
মান লয়ে যাবি গো কেবা ভার দিবে,
যার মনে ভয় নাই মা কালীতে কালী মিশাইবে। ১৬৪ ॥

টোড়ি—চৌতাল।

গোকুল গোচারণ গরুড়পতি গরুড়গামী গোবিন্দ গিরিধারী।
জনার্দ্দন হৃষিকেশ, রঙ্গনাথ বন ছেড়ে বামন বনয়ারী।
জানরায় জগৎপতি জগজ্জীবন, জগন্নাথ মাধব মধুসূদন মুকুন্দমুরারী,
ধীরজ প্রভু বেহারী।
গোপীনাথ নেত্রচারি, উরূপতারূপ নেতধারী,
বৃন্দাবন গোপনারী, তারণ ব্রতধারী॥ ১৬৫ ॥

আশুতোষ দেব কৃত।

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

দেখরে নয়ন ভরে কালী, যদি ভবে যাবি তরে,
নীলবরণা রূপে মুণ্ডমালা ধরি।
নব সখী চারিদিকে ঘেরে, অভয় বরদা বরে, অসি মুণ্ড আছে ধরে।
চমকে চমকে সুধা দেয় কর পুরি যোগিনী যোগাইতেছে।
বামা সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে পড়িতেছে, ধর ধর ধর শ্যামা মারে॥১৬৬॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

মন যে কুরঙ্গ আমার কুতর্ক কাননে,
প্রবল মোহ জালেতে পড়েছ বন্ধনে।
উপায় না পাই অদ্য, পলাইতে নাহি সাধ্য,
হয়েছি কৃতান্তে বদ্ধ, বাঁচিব কেমনে।
ভরসা নাহিক আর, ও পদ করেছি সার,
তাই ভাবি অনিবার, নিবেদি চরণে।
সমুচিত এন প্রায়, নবর সুধাংশুচয়,
কলঙ্ক হইবে ভয়ে পাছে ত্যজ দীনে॥ ১৬৭ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।
কালী করুণাময়ী কখন বলিব না,
এত দুঃখ দিলে তব কিছু দয়া হলো না।
বড় সাধ ছিল মনে, স্থান পাব ও চরণে,
আশুতোষ হৃদয়ে রেখেছে, কারু দিবে না॥ ১৬৮॥

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।
কি হবে গো তারা আমার এবার,
আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি দুরাচার।
হইয়া বিষয়াবৃত, কুপথে যে মনোরত,
নাহি ভাবে পরমার্থ, তত্ত্ব একবার।
অগতির তুমি গতি, কি করিব স্তব স্তুতি,
রবিসুত দূত ভীতি আশু কর পার॥ ১৬৯॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায় কৃত।

—০—

কালাংড়া—আড়াঠেকা॥
হরিপদ পঙ্কজে মজ রে মন, নহে বিলম্ব সহন,
দেখ রবি দিনে দিনে করিছে আয়ু হরণ।
জীবন নিধনকালে, কণ্ঠাবরোধ হইলে,
কেমনে হইবে কৃষ্ণ নামেরি স্মরণ;
ভ্রমে মত্ত হয়ে, কুসাধনে কাল খোয়াইলে,
যা কহিরে হিত বাক্য শুনরে এখন;
কহে অকিঞ্চন, দৃঢ়ভাবে ভজ নারায়ণ,
তবে রে হইবে যমভয় নিবারণ॥ ১৭০॥

রামকেলী—কাওয়ালী।
মন মধুকর হরিপদ পঙ্কজ, মধুপানে মজ, রাখ এই মিনতি আমার।
নানা কুরস আস্বাদ, নিরন্তর করি মোরে ঘটালে প্রমাদ,
এখন চঞ্চল তুমি না হইও আর।
কর রে কিঞ্চিত হিতাচার, বেদাদিতে রে প্রমাণ,
হরি সাধন বিনে ত্রাণ, কর মন শ্রীহরি চরণে অনুধ্যান,
সাধ দীন অকিঞ্চনে উদ্ধার॥ ১৭১॥

সিন্ধু—তিওট।

কি শোভা মহিষমর্দ্দিনী,
হেরি ত্রিভুবনজন, আনন্দিত মন, পুলকে করে জয় ধ্বনি।
দশভুজে, নানাবিধ আয়ুধ সাজে, কটিতে বাজিছে কিঙ্কিণী।
পরিধান বিচিত্র বসন, অতি সুশোভন,অঞ্চলে দোলে গজমুক্তা শ্রেণী।
শিশু শশী ভালে, চাঁচর কুন্তলে, মণিতে গ্রথিত সুবেণী।
অরুণোপর, অবিবাদে রজনীকর, চরণ গুণ গো এমনি;
অকিঞ্চন মন, প্রকাশ কারণ, ভবার্ণব তরণে তরণী॥ ১৭২॥

(প্রভাতি)

যামিনী কামিনী বশ হয় কি কখন,হলে কিও বিধুমুখ হেরি হে মলিন।
নলিনী হাসিবে কেন, কুমুদী বিরসানন,
এ সুখে অসুখ তবে করে কি অরুণ॥১৭৩॥

হিজড়ের—গান।

ও বেঁচে থাক ছেলের বাপ। (ওগো দিদি)
আমি আশীর্ব্বাদ করি ছেলের ঘরে ছেলে হবে পুরাবে,
মোর মনসাধ, আমি বছর বছর পর্‌ব এসে ঢাকাই কিংখাপ।
আজি বুঝি হয়েছে ছেলে, পাড়ার লোক এসেছে বলে,
ধাই এসেছে আগর তুলে, পাইগো দুশাল।
ছেলের বাপ দিলে আশা, গড়িয়ে দেবে কাণের পাশা,
সেই আশা নৈরাশা করো না আর॥ ১৭৪॥

সাপুড়ের গীত।

সাপে বাঁদরে খেলা করে, ওগো লম্বা লম্বা সাপ।
ঢোঁড়া বোড়া যোড়া যোড়া, বিশ হাত লম্বা চক্র ছাড়া ফোঁস্ ফোঁস্
গোখ্‌রো, ফোঁস্ দেঁালু কেউটে, দু মুখো সাপ তে মুখো সাপ,
ছ মুখো সাপ তিনুটে, খোয়ে গোখ্‌রো দোয়ে গোখ্‌রো কলারে
গোখ্‌রো রঙচেৎরা ওগো দেখে যাগো দেখে যা।
আমার সাপের পাঁচ পাঁচ পা, রং বেরঙের হিলি মিলি গো,
ওগো সাপে বাঁদরে খেলা করে। ১৭৫॥

টপ্পা।

সুরট—কাওয়ালী।

কি জানি কি হল আমার মনে, কি শয়নে কি স্বপনে,
কৃষ্ণরূপ হেরি দু নয়নে।

যদি না ভাবি অন্তরে, তবু রহে অন্তরে, কি আছে তার অন্তরে,
অন্তরে তা বুঝিতে পারি নে।
যদি থাকি আপন মনে, না করি মনে, (এ)
সে কেমন মনে মনে উদয় হয় মনে, (এ)
মনে পাইনে মনের কথা, তাইতে সদাই মনে ব্যথা,
কারে বা কই মনের কথা, তোমা বিনে মন দিয়ে কে শুনে।
যে দিকে যাই, যে দিকে চাই, দেখ্‌তে কৃষ্ণ পাই,
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবর্ণ বুঝি কৃষ্ণ পাই।
কালরূপ চিনি নে কে সে, নাম বুঝি তার হৃষীকেশ
ধরিল আমার কেশে, সুদন বলে শেষে জান্‌বে মনে॥ ৯৭৬॥

কীর্ত্তন।

বাহার—ঠেকা।

পতিত পাবন, অধম তারণ, তব মহিমা কে জানিতে পারে।
(প্রভু) দ্বারে দ্বারে নাকি ফেরো কত পাষণ্ড সন্তান, করে অপমান,
তথাপি ছাড়িতে নারো।
(ওহে দীনবন্ধু দয়াল) (তুমি) তাড়ালেও নাকি এসো,
একি ব্যবহার, বল চমৎকার, পলালে ধরিয়ে বসো।
(পতিত পাবন, দীনবন্ধু।)
(তুমি) দীনজনে নাকি তারো, আমি ঘোর অহঙ্কৃত,
মোহে অভিভূত, আমার উপায় করো।
(ওহে দীনবন্ধু দয়াল) (ওহে পতিত পাবন, অধমতারণ
বিঘ্নবিনাশন, কলুষনাশন।)
(প্রভু) এসেছিনু যাঁর বলে, এখন সে পথ ঘুচিল, পাষাণ গলিল,
ভাসালে নয়ন জলে, (ওহে দীনবন্ধু দয়াল।)॥ ৯৭৭॥

কীর্ত্তন।

তাল ছুটো দশকুশী।

প্রেমকি অঙ্কুর আত জাত ভেল, না ভেল যুগল পলশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী, সুখ লব ভৈ গেল নৈরাশা।
সখিরে—অব মোহে নিঠুর মাধাই—
বরষ অবধি গেল,পুন আর নাই আইল, অবধি রহল বিছুরাই।
কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব, মাধব মধুপ সুজান।
ওইহন কানু পিরীতে অনুমানিয়ে, বিঘটিত বিহে নিরমান।

পাপ পরাণ আন নাহি জানত, কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহে, নিকরুণ মাধব, গোবিন্দদাস রসপুর ॥ ১৭৮ ॥

কীর্ত্তন।

তাল ডাঁস পেড়ে।

কদম্বের ফুল দেখি কানু পড়ে মনে, কত না রাখিব প্রাণ দরশন বিনে।
কাহারে কহিব দুখ, কে মিলাবে কান, অমূল্য রতন দিব বাঁচিয়া পরাণ।
হায় হায় মরি মরি বিদরে পরাণ,হায়রে দারুণ বিধি কোথা নিশি কাণ।
অল্প বয়সে মোর কানু পরিবাদ, বিধি কইল পরাধীন, না পুরিল সাধ।
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি,ধৈরজ ধরহ চিতে মিলিবে মুরারী ॥১৮০॥

কবি।

সখিসম্বাদ মহড়া।

ওহে এ কালো, উজলো বরণো, তুমি কোথা পেলে ?
বিরলে বিধি কি নির্ম্মিলে!
যে বলে, সে বলে, বলুকো কালো,
আমার নয়নে লেগেছে ভালো।
বামা হলে শ্যামা বলিতাম তোমায়, পুজিতাম জবা বিল্বদলে।

(চিতেন)

আরো তো আছে হে, অনেকো কালো,
এ কালো নহে তেমন, জগতের মনোরঞ্জন।
না মেনে গকুলে কুলেরো বাধা, সাধে কি শ্যামগো. লয়েছে রাধা।
জনমের মত ঐ কাল চরণে, বিকায়েছি যে বিনি মুলে।

(অন্তরা)

ওহে শ্যাম, কালো শব্দে কহে কুৎসিতো, আমার এইত জ্ঞান ছিল।
সে কালোয় কালত্ব গেল হে কৃষ্ণ, তোমারে হেরে কালো,
এখনো বুঝিলাম কালোরো বাড়া, সুন্দরো নাহিক আর;
কালো রূপ জগতের সার, ত্রিলোকে এমন আর, নাহিক হেরি,
এ রূপের তুলনা আর কি দিব হরি, কালো রূপ আলো করেছে সদা,
মহিতো হয়েছে সকলে।

(অন্তরা)

একো কাল জানি কোকিলো, আরো ভ্রমরার কালো বরণ,
আরো কালো আছে, জলো কালিন্দীর, কালো তো তমাল বন।

(চিতেন)
আরো কালো দেখো, নবীনো নীরদ,
ছিলহে দৃষ্টান্ত স্থল, কালোতো নীল কমল।
সে কালোর কালত্ব দেখেছে সবে, প্রেমোদয়, অশ্রু হয়, কার বা ভেবে
তোমারো মতন চিকণো কালো, না দেখি ভুবন মণ্ডলে॥ ১৮১॥

হাফআকড়াই।

ধরতা— প্রথম।

চিতেন—করুণা-নিধানো তুমি শ্যাম্ শ্যাম্ হে বেদাগমে কয়্;
পঃ চিঃ—দাসীর্ এ দশা কেন তবে দীননাথ্ লইয়া পদাশ্রয়্।
ফুকো—কভু কৃষ্ণ বই নাহি জানি অন্যে আর্—
কৃষ্ণ-ধ্যান্ কৃষ্ণ জ্ঞান্ কৃষ্ণ মান্ মনপ্রাণ্
তবে প্রেমাধিনী তব, হে কৃষ্ণ কেশব; বিরহে কেন দেখে অন্ধকার্।
ডঃ ফুঃ—রাধার নাই অন্য গতি, গতি হে অগতির গতি,
তাজ তার, রাঙ্গা পায়্ কি রীতি শ্রীপতি—
ওড়তা—বিপদে প্রহ্লাদে যে পদে, তারিলে মাধব;
যে চরণ্ রেণুতে পাষাণ মানব;
মেলতা—জীবন গেলে কেন ভজি সেই চরণ্?
মওড়া—সুধাই তাই হে তোমায়্ নব-নীরদ্-বরণ—
অপরূপ্ এ কিরূপ্ কৃপা হে কালরূপ,
আমায় বঞ্চিতা প্রেমে করি প্রাণ্ হরি, সপ্তদশ বর্ষ হলে অদর্শন্।
তেহারাণ—শ্যাম্ শ্যাম্ হে—শিখরে তুষিলে কাহারে—শ্যাম্।
২ মেলতা—বল ছল ছাড়ি শুনি কৃষ্ণ ধন্—
মঃ—সুধাই তাই হে তোমায়্ নব-নীরদ্-বরণ্॥১৮২॥

দ্বিতীয় গীত।

চিতেন—প্রেমের প্রতিমা তুমি রাই হৃদয় আমার (প্রাণসই)
পচঃ চিঃ—সদা হৃদয়ে জাগে, প্রেম অনুরাগে, প্রতিমা হে তোমার।
ফুকো—তোমা ছাড়িয়ে নাহি রহি কোথায়,তুমি ধ্যান,তুমি মম জ্ঞান,
মন প্রাণ তুমি হায়, প্রাণ সই প্রাণ সই।
তোমা বিহনে এ জীবনে রহি কোথায়
ডঃ ফুঃ--দুখে আর কাজ নাই;
হল আজ সম্মিলন,পুরাব আকিঞ্চন,দেহ দুঃখ বিসর্জ্জন, শুন ওহে রাই।
মেলতা—ভক্তের কারণে ভূমে অবতার।
মঃ—কেন এ দুখ তাতে তোমার (রাই)

সওঃ—তোমা বই, প্রাণ সই, আছে কই বল আর।
ওড়তা--সত্যভামারে সখি হায়, শিখরে তুমি তার।
মেলতা--এস হৃদয়ে প্রাণে আজ আমার।
তেহারণ--রাই তোমা বিহনে কেহ নাই।
মেলতা--গেল সপ্তদশ বর্ষের অন্ধকার ॥১৮৩॥

সারি গান।

আল্লার হুকুম ভাই শাব দুনিয়া ভরি,
ওরে খোদার দোস্ত মহম্মদ করিল জারি।
দুনিয়াৎ হইল পয়দা ঈশা পেগাম্বর,
ইঞ্জিল নামক খোদাতে কেতাব ফিরিঙ্গির আদর।
বহুৎ বহুৎ পেগম্বর দুনিয়াৎ পয়দা হইল,
আল্লার কুদ্রতে মক্কায় মহম্মদ জন্মিল।
মহম্মদ মদিনা সরে বাদসা হয়েছিল,
বন্দার খয়রাকিয়তে কোরাণ বানাইল।
ভেস্তে যদি যাবে কোরাণের কথা ধর,
এক ছিত্তে পাঁচ ওক্ত নেমাজ পড়।
কালা মাল্লা পড় ভাইরে গোছল করিয়া,
জুম্মায় নেমাজ পড় সকলে মিলিয়া।
ফজরের নেমাজ পড় সাহেবিনীর সহিত,
নহে দিবা নহে রাত্রি কোরাণের লিখিত।
ত্রিশ রোজা কর একদিল, এক জানে,
হরদম আল্লার নাম জপ মনে মনে।
যে জনে মহম্মদের তরিফ না মানিবে,
কাফের হইবে সে যে দুজকে যাইবে ॥১৮৪॥

ইমন—তিওট।

তব চরণ দুখানি, শোভে চিত্র তরণী, দুস্তর ভবার্ণবে হইতে পার।
মনন স্মরণ, এ তরণীর বাহকগণ, শ্রীগুরু চরণ কর্ণধার।
মনে যে জন, ইহাতে করে দৃঢ় মন,
অনায়াসে তারিণী গো হইবে উদ্ধার;
ভবান্ধ কূপে মগন, মূঢ়মতি অকিঞ্চন, কৃপা বিনে গতি নাই তার ॥১৮৫॥

সিন্ধু—একতালা।

দিন তো গেল ওগো মা, মাতিয়ে বিষয়ামোদেতে।
ভুলেছ অবোধ মন কি সম্পদেতে।

জ্ঞান রত্ন কিরণ, কেমনে হবে প্রকাশন, দেখি সব আঁধার মায়াতে।
ডুবে মায়া হ্রদেতে, এখন বিপদমোচনি গো,
তারিণী অকিঞ্চন অভয়পদেতে ॥১৮৭॥

বাগেশ্রী—একতালা।

মনবারণ না মানে বারণ, যাইতে বিষয় বনে,
মায়া মদে হয়ে মত্ত, তত্ত্ব কথা নাহি শুনে।
হেরি কৃতান্ত কেশরি, সে ভয় সামান্য করি,
পেয়ে কুমতি কুঞ্জরি, না চায় পশ্চাৎ পানে।
অসাধ্য হইল ধরা, শুন আশুতোষ দারা,
ইহার উপায় করা, কেহ নাহি তোমা বিনে।
নাহি সাধু সঙ্গ বল, ভাবিয়ে হই বিকল,
দেহি বিবেক শৃঙ্খল, করি চরণ বন্ধনে ॥১৮৮॥

কেদারা—আড়াঠেকা।

নৃত্যতি রাস-রসে বনমালী, গায়তি সুন্দরী বৃতি সুখশালী।
অলিকুল গুঞ্জিত, পিককুলনাদিত, বাদিত সুমধুর কুলবলি তালি।
অনুপম সুন্দর, নটবর নাগর, কোটি মদন মোহন কেলি।
দ্বিজ রাধানাথত, ইহ রস বঞ্চিত, ত্রাসিত মম চিত, মোহময় বালি।

রামবসু।

মঃ—জলে কি ছলে দোলে, দেখ লো সখি কি হেলে হিল্লোলেতে ;
পারিনে স্থির করিতে।
শ্যামল কমল ফুটেছে বুঝি, নির্ম্মল যমুনা জলেতে।
চিঃ—নিতি নিতি লই এই যমুনার জল সখি, জল মধ্যে কি,
আজ একি দেখ দেখি ; জলে এমন দেখেছ কখন,
বল দেখি ওগো ললিতে।
অঃ—সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা দেখি জল মাঝেতে,
প্রস্ফুটিত তমাল, বৃক্ষ যার কালো ঐ ছায়া কি ইথে।
চিঃ——আরো সখি, কালো চাঁদ কি আছে,
গগনমণ্ডলে কি পাতালে রয়েছে, বল দেখি সখি কাল চাঁদ
কি উদয় হয় দিবসেতে ?১৯০॥

হরুঠাকুর।

মঃ—পুনঃ হরি কি আসিবে বৃন্দাবনে গো ;
সখি কও শুভ সমাচার, জীবন জুড়াও রাধার মথুরা নগরে ;

মাধবেরো দেখে এসে কিরূপ ব্যবহার
চিঃ—না হেরে নবীন, জলধর রূপ, আকুল চাতকী জ্ঞান,
নিশি আমার সেই শ্যাম ধ্যান।
জীবন যৌবন ধন প্রাণ, হরি বিনে সকলি আঁধার;
হায় ভূপতি নাকি হয়েছে হরি, মধুপুর সুখ বিলাসী,
স্বরূপ কহনা সেখানে রাজার কোন মহিষী? ১১১॥

ভোলা ময়রা।

মঃ—আমি সে ভোলানাথ নই, আমি সে ভোলানাথ নই,
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, শ্যামবাজারে রই,
আমি যদি সে ভোলানাথ হই, তোরা সবাই, বিল্বদলে আমায় পূজলি কই
চিঃ—যার স্বভাব যা থাকে প্রাণনাথ, তাকি ঘুচাতে কেহ পারে।
নিদর্শন তোমারে। শুনেছ কখনো; অঙ্গারের মলিনত্ব,
ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে?
চিঃ—নিম্ব তরু যদি রোপণ হয়, শতভার শর্করে,
সে মিষ্ট রস না হয় কখন, নিজগুণ প্রকাশ করে॥১১২॥

এন্‌টনি সাহেব।

মঃ—কহ সখি কিছু প্রেমের কথা, ঘুচাও আমার মনের ব্যাথা;
করিলে শ্রবণ হয় দিব্যজ্ঞান, হেন প্রেমধন উপজে কোথা?
আমি এসেছি বিবাগে মনের বিরাগে, প্রীতি-প্রয়াগে মুড়াব মাথা।
চিঃ—আমি রসিকের স্থানে পেয়েছি সন্ধান, তুমি নাকি জান প্রেমবারতা
কাপট্য ত্যজিয়ে কহ বিবরিয়ে, ইহার লাগিয়ে এসেছি হেথা।
অঃ—কোন প্রেমলাগি প্রহ্লাদ বৈরাগী, মহাদেব যোগী কোন প্রেমে?
কি প্রেম কারণে ভগীরথ জনে, ভাগীরথী আনে ভারত ভূমে?
চিঃ—কা' প্রেমে হরি বধে ব্রজনারী, গেল মধুপুরি করে অনাথা?
কোন প্রেম ফলে, কালিন্দীর কূলে, কৃষ্ণপদ পেলে মাধবীলতা? ১১৩॥

রামনৃসিংহ।

মঃ—প্রাণনাথ মোর সেজেছেন শঙ্কর, দেখ আসিয়ে প্রিয়ে ললিতে,
অপরূপ দরশন, আজু প্রভাতে। বুঝি কারো কাছে রজনী জেগেছে,
নয়ন, লেগেছে ঢলিতে।
চিঃ—পার্ব্বতী সাথে অর্দ্ধ শশধর, সবিতা অর্দ্ধ কপালেতে,
আমার নাগর সেজেছেন সুন্দর, চন্দন সিন্দুর ভালেতে।
অঃ—মথনের বিষ, ভখিয়ে মহেশ, নীল কণ্ঠদেশে নিশানা।
নীলকণ্ঠ নাম, অতি অনুপম, জগতে রয়েছে ঘোষণা।

চিঃ—পোহাইয়া রজনী, এই গুণমণি এসেছেন মন তুষিতে,
গুঞ্জ ছড়া গলে, মুখে সুধা ঢালে, রাধা রাধা বলে বাঁশীতে ॥১১৪॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

সঃ—কমলিনী কুঞ্জে কি কর, তব নব প্রেম ভাঙ্গিল।
ব্রজের বসতি বুঝি উঠিল, মথুরাতে যাবে কৃষ্ণ, ঐনন্দের ভেরীবাজিল।
চিঃ—সহচরী কহে কিশোরী, ব্রজে প্রমাদ হইল,
মথুরা হইতে প্রাণনাথে হরে নিতে অক্রুর আইল।
অঃ—যে শ্যামচাঁদ সোহাগে তোমায় আদরিণী বলে ব্রজেতে,
সে শ্যামসুন্দর মথুরা নগরে যাবে নিশি প্রভাতে।
চিঃ—সেই বংশীধারী যাবে গো প্যারী, ত্যজে গোকুল;
নিধুবনে রাধা রাধা বলে কে বাঁশী বাজাবে বল ?১১৫।

গোজলা গুই।

মঃ—এস এস চাঁদবদনী, এ রসে নিরস করোনা ধনি।
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ, তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ;
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ, তুমি আমার তায় রতন মণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া, আমি দেহ প্রাণ তুমিলো ছায়া;
আমি মহাপ্রাণী তুমিলো মায়া, মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥১১৬॥

কেষ্টামুচি।

মঃ—হরি কে বুঝে তোমার এ লীলে, ভাল প্রেম করিলে।
হইরে ভূপতি, কুবুজা। যুবতী, পাইয়ে শ্রীপতি,
শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে।
চিঃ—শ্যাম গেজেছ হে বেস্ ওহে হৃষীকেশ,
রাখালের বেশ এখন কোথায় লুকালে ?
মাতুল বধিলে, প্রতুল করিলে,
গোপ গোপীকুলে গোকুলে অকূলে ভাসায়ে দিলে। ১১৭॥

বালুনন্দ লাল।

মঃ—হল এই সুখলাভ, পিরীতে চিরদিন গেল কাঁদিতে।
চিঃ—হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার, গিয়েছে না যাবে কুল।
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি পাতাল কতদূর।
শেষে এই হল কাণ্ডারি পলাল, তরণী লাগিল ভাসিতে।
অঃ—ধন প্রাণ মন যৌবন দিয়ে, শরণ লইলাম যার,
তবু তার মন পাওয়া সখি, আমার হল ভার।
না পুরিল সাধ, উদ্দেশে বিচ্ছেদ, মিছে পরিবাদ জগতে ॥ ১১৮ ॥

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

মঃ—কও কথা বদন তোল, হও সদয়, এই ভিক্ষা চাই!
রাধার অধৈর্য্যে, এলেম অপার্য্যে,
তোমার কংশ রাজ্যের অংশ লতে আসি নাই।
অধোমুখে যদি থাক শ্যাম, কুবুজার দোহাই;
তোমার সহাস্য বদনে নাহি রহস্য, কেন হে দাসীর প্রতি ঔদাস্য?
তোমার চন্দ্রাস্য নহে প্রকাশ্য,যেন সর্ব্বস্ব লোভে এলেম ভাবিছ তাই।
চিঃ—রঙ্গিনী যে জনা, সঙ্গিনী প্রধানা, বাক্য ছলে কৃষ্ণে কয়;
ছিলে নব্য রাখাল, হোলে ভব্য ভূপাল. সভ্য এখন কংশালয়;
আমার এই দশা,আমি এখন সেই বৃন্দে,বিক্রীত শ্রীমতীর পদারবিন্দে।
শারত চিন্তে,কেন সচিন্তে,তোমার চিন্তা কি চিন্তামণি চিন্তা নাই৯৯৯

নীলমণি পুটুলি।

মঃ—আর সহেনা কুহুস্বর, ক্ষেমা দে পিকবর, ডাকিস্‌নে শ্রীকৃষ্ণ বলে।
শুন রে নিরদয়, এত সুখের সময় নয়,
প্রাণে মরবে রাই, জ্বালার উপর জ্বালালে।
ব্রজবাসী সবে ভাসি নয়নের জলে,
হোয়ে কৃষ্ণশোকে শোকাকুল, কি গোপ গোপীকুল,
পশু পক্ষীকুল বিরহে সকলি ব্যাকুল।
ত্যজে বকুল মুকুল, অধীর অলিকুল,
সব কোকিল এ সময় কেন এলি গোকুলে।
● চিঃ—বসন্ত ঋতু এসে সসৈন্যে ব্রজে হইল উদয়,
বিরহে ব্যাকুল হোয়ে বৃন্দে, কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়।
প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে,
কৃষ্ণ বিরহিনী কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী ধুলাতে পোড়ে রোয়েছে।
বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহীনে. শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে রাই,
তারে কি হবে মধুর ধ্বনি শুনালে?
অঃ–এমন দুঃখের সময়, কোকিল পক্ষী রে,
কেন তুই এলি রাধার কুঞ্জে? ব্রজনাথ অভাবে,
ব্রজের শ্রীরাই, কাতরা হইয়ে কি সুখ ভুঞ্জে।
চিঃ—অধীরা ধরাসনে পড়ে রাই, চক্ষে জলধারা বয়;
এ সময় স্বাপক্ষ হও পক্ষ,বিপক্ষ হওয়া উচিত নয়। এই ভিক্ষা করি
পিকবর, বধিস্‌নে কুলজা, সম্মুখ থেকে যা, দুখিনীর কথা রক্ষা কর।
কোকিল দেখ্‌লিতো স্বচক্ষে, মরণের অপেক্ষা আর নাই,
হোয়ে রোয়েছি জীবন্মৃত সকলে॥১০০০॥

সাতু রায়।

মঃ—তাই সুধাই গো সুধামুখি রাই, তোমার হোয়ে বিরাগী,
কি বিরাগে, কি ভাবের অনুরাগে, অলিরাজ ধরে তব রাঙ্গা পায়।
ও যে দগ্ধ ষটপদ অন্য দিকে নাহি চায়, কত প্রফুল্ল ফুল রাধার কুঞ্জে,
তাহে সুখে নাহি ভুঞ্জে, পাদপদ্মের সুধা, ঘুচেছে অন্য ক্ষুধা,
সুখে জয় রাধে শ্রীরাধের গুণ গায়।
চিঃ—ত্রিভঙ্গ ভৃঙ্গ হোয়ে, শ্রীঅঙ্গলু কায়ে রঙ্গে নিকুঞ্জে উদয়।
ভঙ্গি হেরি চমৎকার, বৃন্দে বুঝে নার, চন্দ্রমুখীর প্রতি কয়।
ওগো রঙ্গ দেখি একি রঙ্গ, পদ প্রান্তে যেন ভ্রমে ভৃঙ্গ,
ও যে সাধিছে সাধের কাজ, কি সাধে অলিরাজ পদপঙ্কজ রজ মাথে গায়
অঃ—ও রাই কি কালো মাধুরী সৌন্দর্য্য, এ আশ্চর্য্য অলি কোথাকার;
হোয়েছে শরণাপন্ন দেখি চরণে তোমার, অরণ্যের অলি বল,
কি জন্যে ব্যাকুল, অন্যে সুধালে না কয়॥১০০১॥

পরে প্রাপ্ত।

ভৈরবী—কারফা।

কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চন কায়া ত রবে না,
দিন যাবে দিন রবে না ত, কি হবে তোর তবে?
আজ পোহাল, কাল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে?
সাধ কখনও মেটে না ভাই, সাধে পড়ুক বাজ,
বেলাবেলি চল্‌রে চলি সাধি আপন কাজ।
কেউ কারও নয়, দ্যাখ না চেয়ে, কবে ফুট্‌বে আঁখি,
আপন রতন বেছে নে চল্, হরি বলে ডাকি॥১০০২॥

জংলা—কাওয়ালী।

রাঙ্গা মেঘ ছড়িয়ে দেছে আকাশের গায়,
সুয্যিমামা ডুবু ডুবু, রাঙ্গা মুখে চায়।
ঝাঁকে ঝাঁকে আস্‌ছে পাখীগুলি, ঝাড়ছে পাখা,
কচ্ছে কিলি কিলি, পিউ পিউ মিটি মিটি চায়॥১০০৩॥

মুলতান—ঢিমেতেতালা।

কভু কুঞ্জ বনে বসি চন্দ্রাননে, কাকলি লহরী ঢালিতে উথলিত প্রাণে।
শুনিয়াছি প্রেম কথা, ধারা নয়নে, গিয়াছে সে দিন, শুধু আছে স্মরণে

বাউল।

হরি রুই সে মোহন বাঁশি, কি লাগি, কালসোণা, দিগ্বসনা,
লোলরসনা হেরি ?
কেন পায় রুধির ধারা, পড়িছে ধরা, চরণে ত্রিপুরারি।
আবার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলী দিতেছেন রাই কিশোরী ॥১০০৪॥

খাম্বাজ — জলদ তেতালা।

কে বলে সখী সরোজে শশী নাহি পিরীতি,
তার চাঁদ মুখ নিরখিলে দেখ, হৃদয়-কমল হয় বিকশিত।
তপনে কমলে প্রীত, এ নিয়ম অনুচিত,
অরুণ নয়ন হেরে তবে কেন হৃদয়-কমল হয় মুদিত !১০০৫॥

বাউল।

মন পাখী, আমার বশ তো হলো না, হলো না,
আমি রাধাকৃষ্ণ বল্‌তে বলি, সে বুলি ত বলে না।
আছে রিপু ছয় পক্ষ হলো তাদেরি পক্ষ, সর্ব্বদা বিপক্ষ,
আমার হয় না স্বাপক্ষ, আমি বলি আমার আমার,
সে ত আমার বলে না ॥১০০৬॥

কীর্ত্তন।

বাঁশীতো মথুরার নয়, দে, দে, দে, বাঁশী দে,
রাধা নামের সাধা বাঁশী, বাঁশীতো মথুরার নয়।
তুই থাক্ না কেন শ্যাম, বাশী দে।
বাঁশী দে, চূড়া দে, তোর মা বলেছে, পীতধড়া দে।
(যে ধড়ায় ননী বেঁধে দিতো রে)
তোর মা নন্দরাণী, এখন তো বিনে পথের কাঙ্গালিনী,
(তোর মা বলেছে)
দে দে রেমের গাঁথা চিকণ মালা দে,(তোর পিরীতি ফিরায়ে নে)।১০০৭

বাউল।

কৃষ্ণপ্রেম থালা চেলে, ভক্তি ডেলে, বানিয়ে নেনা প্রেম খিচুড়ি ;
যাবে তোর পাপ অরুচি, হবে রুচি, তিন দিনেতে বাড়্‌বে ভুঁড়ি।
তুই রে মন সাবধানে, যোগ আগুনে, চরিয়ে দে না দেহ হাঁড়ি ;
বিবেক্ ঝাল দিয়ে তাতে, বিধি মতে, ঘন ঘন দাও রে নাড়ি।
প্রবৃত্তি পটোল ভাজা, হলে মজা, হয় রে কিছু বাড়াবাড়ি,
শ্রদ্ধা নিষ্ঠা ঢেলে, যেন ভুলে, যাস না রে তুই ও আনাড়ি ॥১০০৮॥

মিশ্র কাফি—একতালা।

বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই!
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন, কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই!
একা আছি বনে বসি, পীতধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখ শশী, পরাণ মজিল সই,
বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই!॥১০০৯॥

পরজ—জলদ তেতালা।

দেখিতে দেখিতে কোথা লুকাইল ওলো সখি,
আঁখি পালটীতে পুনঃ তারে আর নাহি দেখি।
ক্ষণে দরশনে আঁখি, কদাচিৎ নহে সুখী,
তৃষা অতিশয় হয় মনে বুঝে দেখ দেখি॥১০১০॥

ঝিঝিট খম্বাজ—কাওয়ালী।

নাচ্ শ্যামা, তালে তালে, বাঁকায়ে গ্রীবাটী, তুলি পাখা দুটী,
এ পাশে ও পাশে করি ছুটা ছুটি, নাচ্ শ্যামা তালে তালে।
রুনু রুনু ঝুনু বাজিছে নূপুর, মৃদু মৃদু মধু উঠে গীত সুর,
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি, তালে তালে উঠে করতালি ধ্বনি,
নাচ্ শ্যামা নাচ্ তবে॥১০১১॥

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

নাথ কেন হে ব্যাকুলিত অন্তরে, আঁখি দুটী বিজলিত কিসের তরে?
শ্রীচরণ সেবি সতত, কি দোষ পাইলে বল হে নাথ!
ব্যথিত মানস,—হৃদয় বিদরে॥১০১২॥

কীর্ত্তন।

প্রেমনগরে রাই মহাজন, তস্য খাতক শ্রীহরি,
কস্য কর্জ্জ পত্র লিখে, দিয়েছেন বংশীধারী।
খৎ দেখালে হবে বা কি, ওয়াশীল শূন্য বাকীর বাকী,
সম্ভাবন তার আছে বাকী, কেবল বাঁশের বাঁশরী।
পরিশোধের কথা আছে, দিবে ধড়া চূড়া বেচে,
তস্য খতে লেখা আছে, ইসাদী অষ্ট মঞ্জরী॥১০১৩॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

নও তুমি কেবল কাশীবাসী, বিশ্বেশ্বর হে
যেখানে ভ্রমণ করি সেই বারাণসী।
তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানারত্নে পরিপূর্ণ,
প্রকৃতি অন্নপূর্ণা তুমি ব্রহ্মাণ্ডনিবাসী।
স্থান তীর্থ নাহি দেখি, চিত্ততীর্থে সদা সুখী,
ধনমান চাহি না হে শান্তি-অভিলাষী ॥১০১৫॥

কর্ণাটী খাম্বাজ—ফেরতা।

আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে, অমৃত সদনে চল যাই।
চল চল চল যাই।
না জানি সেথা, কত সুখ মিলিবে, আনন্দের নিকেতনে।
চল চল চল ভাই।
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল, কি আনন্দে উথলিল, চল চল চল ভাই।
দেব লোকে উঠিয়াছে হৃদয় গান, গাও সবে একতান,
বল সবে জয় জয় ॥১০১৬॥

ধানি মিশ্র—একতালা।

জুড়াইতে চাই,কোথায় জুড়াই কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন, জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন;
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর, অধীর অধীর, যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই ॥১০১৭॥

ইমন—কাওয়ালী।

সুধীগণ, ধর ধর গীত হার, সুরাগে সুতানে ভরা সুধারি আধার।
ভ্রমিয়া সঙ্গীত কানন, করেছি গীতি রচন,
টোরি গৌরী, মুলতান, বেহাগ বাহার ॥১০১৮॥

মিশ্র বেলাওল—ঝাঁপতাল।

শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমার দ্বারে শূন্য ফেরে না যেন।
কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন।
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয় হীন,

শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।
পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে,
কোথা-হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন ॥১০১৯॥

দাসরথী স্থর।
তোরা সব ফিরে যা ভাই তিনু রে।
আমি যাব না, যেতে পারব না, ভবে আসতে হয়েছে একা,
যেতে হবে একা রে।
আমার যত কিছু ধন কড়ি, ঘর দরজা বাগান বাড়ী,
সকল ধনের অধিকারী তিনকড়ি ভাই তুমি রে।
হয়ে বিচক্ষণ,কর রে রক্ষণ,ঘরে বিধবা রমণী রইল তারে অন্ন দিও রে।
ওরে তোরা তো ভাবিস্ রে একা, আমি কিন্তু নই রে একা,
বসে আছি আমি মায়ের কোলে রে।
বলে ভগবান, যদি বের হয় রে প্রাণ.
অন্তিম কালে দাসরথীর ভাগিরথীর তীরে রে ॥১০২০॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।
যে ধরতে পারে ধরা দিই তারে,
বাঁধা থাকি বিনি সুতোর সোহাগের হারে।
নইলে পরে মজ্‌তে পারে, সাধ করে সই মন কি সরে,
থাক্‌তে বোসে, পড়্‌বো ফাঁসে, যেচে কার তরে,
জোরে মন কেড়েনিতে যে পারে সই, সে পারে ॥১০২১॥

প্রণয় সঙ্গীত।

বেহাগ - আড়াঠেকা।
প্রেম কি অমূল্য ধন।
প্রেমগুণে বাঁধা এই অখিলভুবন।
হৃদয়ে পশিল খনি, পূর্ণ তাহে প্রেম-মনি পয়োধর মাঝে যথা,
ননী হয় দরশন।
বিষম বিচ্ছেদ-ঝড়ে,প্রেম-তরু নাহি নড়ে পতঙ্গ প্রদীপে পড়ে,
প্রেমের কারণ।
মথি হৃদি জল-নিধি, নিরমিল প্রেমনিধি,
নির্জ্জনে বসিয়ে বিধি করিল সৃজন ॥১০২২॥

সিন্ধু—মধ্যমান।
তুমি যদি ভালবাস প্রাণ আমার মনেতে,
তবে কি বিচ্ছেদ হয় এ জীবন থাকিতে?
বাদী যদি হয় পরে, পরে কি করিতে পারে,
ভানু থাকে লক্ষান্তরে, কমলিনী জলেতে॥১০২৩॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।
প্রেমে কি সুখ হতো।
মন যারে ভালবাসে সে যদি ভালবাসিত।
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টকহীনে,
ফুল হইত চন্দনে, ইক্ষুতে ফলফলিত।
প্রেম-সিন্ধুর সলিল, তবে হইত শীতল,
বিচ্ছেদ-বাড়বানল, যদি তাহে না থাকিত॥১০২৪॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।
তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।
গগনে শরত শশী উদয় কলঙ্কছলে (দহিছে কলঙ্কানলে)
সৌরভে গৌরবে, কে তোমার তুলনা হবে,
তোমাতে সকলি সম্ভবে, যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে॥১০২৫॥

বিরহ।

—•—

সিন্ধু—আড় খেমটা
প্রণয় পিঞ্জর কাটি, গেছে সে পাখী উড়ে,
রাখ্‌তেম যতনে যারে, অন্তরে অন্তরে।
চঞ্চল জানিয়ে তারে, বদ্ধ ছিল নয়ন দ্বারে,
পলকে কি গেল উড়ে, কোথা পাই তারে।১০২৬॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।
যতন করিতে তারে বাকি কি রেখেছি আমি।
আপনারি কর্ম্মদোষে সে হলো কুপথগামী॥
যে আমার প্রিয়জন, সে জানে আর জানে মন,
আর জানেন সেই জন, যে জন অন্তরযামী॥১০২৭॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

এ যাতনা জানাওনা তায়।
শুনিলে আমার দুখ সে পাছে বেদনা পায়॥
তার দোষ গুণ যত, সকলি মম বিদিত,
দোষ ত্যজে অবিরত রত প্রশংসায়॥
নীরত্যজে ক্ষীর যেমন, হংসে করে গ্রহণ,
তেমতি আমার মন, তার পানে ধায়॥
ভাবিয়া দেখিলাম ভাল, সকলেরি কর্ম্মফল,
তাহে এ দুখ ঘটিল, কি দোষ তাহার॥১০২৮॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কোথা ঈষৎ হাসি কোথা চঞ্চল নয়ন।
কেন সখি অধোমুখে বসে বিরলে—
দেখিতে যে ভালবাসি কমলে খঞ্জন।
নবীন জলদ জালে, যেন চপলা উজলে,
মরি মরি নীলাম্বরে আবরি চারু বদন।
পারে কিরে চকোরে, পরশিতে সুধাকরে,
বিমল চন্দ্রিকা তরে করে পাখী আকিঞ্চন॥১০২৯॥

খাম্বাজ—আদ্ধা।

কে আর তেমন করে, আমারে ভালবাসিবে।
মধুর প্রণয় ভাষে তাপিত প্রাণ জুড়াবে॥
স্নেহ রঞ্জিত নয়নে প্রীতি প্রফুল্লাননে,
কুশল বারতা মম বারে বারে জিজ্ঞাসিবে।
হেরিয়ে যাহার মুখ, ভুলিতাম সব দুঃখ,
হায় সে প্রেয়সী শোকে কেমনে প্রাণ বাঁচিবে।
জাগিছে সে মুখ শশী, হৃদি মাঝে দিবানিশি,
এমন অমূল্য নিধি পুনঃ কি বিধি মিলাবে॥১০৩০॥

পাহাড়ী—আড়া।

মনের বাসনা নাথ সকলি মনেতে রলো;
হৃদয় কুসুম কলি, সকলি শুকায়ে গেল।
বড় সাধ ছিল মনে, লয়ে তোমায় সংগোপনে,
তৃষিত নয়নে রূপ নিরখিব অবিরল।
তব প্রেম মুখ চেয়ে, রবো আপনা ভুলিয়ে,
প্রেমানন্দে নিরবধি, নয়নে ঝরিবে জল॥১০৩১॥

ভৈরবী কাশ্মিরী—খেমটা।

সই বুঝি পরাণ যায় লো।
এতকাল সঙ্গোপনে, বিরহে জ্বলিছে প্রাণে,
আর মোরে বাসেনা ভাল, শুনে বুঝি প্রাণ বাঁচে না।
মরমে মরিয়ে ছিনু, তবু আশা ধরে ছিনু,
কি আশা চাহিয়ে আর, রাখি প্রাণ তাই বলনা ॥১০৩২॥

পাহাড়ী—কাওয়ালী।

হৃদয় বন্ধু বিহনে সকলি আঁধার রে,
লোকারণ্য মাঝে একা প্রাণ কেঁদে উঠেরে।
আত্মীয় কুটুম্বগণে, চাহিনে আর চাহিনে,
কপট প্রণয়ে মন তৃপ্তি কি আর হয় রে।
স্বার্থের সম্বন্ধ যত, ভাই বন্ধু দারাসুত, কেও নয় আপনার,
সব মায়ার বিকার রে।
মনের মানুষ পেলে, রাখি তারে হৃদকমলে,
উভয়ে প্রেমেতে গলে, এক হয়ে যাইরে।
সর্ব্বস্ব স'পিয়ে তারে, ভালবাসি প্রাণ ভরে,
ইহ পরলোকে তার সঙ্গে বাস করিরে ॥১০৩৩॥

বারোয়া—ঠুংরি।

ভালবাসা জানি না কি ধন;
মনের মানুষ আমার, হলোনা সে জন।
সংসার সাগর কুলে, পায় কেহ বিনা মুলে,
সাধনের ধন সেই পরশরতন;
কেহ প্রাণপণ করি, ভাসায়ে জীবনতরী,
না পেলে কূল কিনারা হইল মগন ॥১০৩৪॥

লুম-ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রণয় রতনে যে জন না জানে।
হেরিলে নয়ন পোড়ে প্রাণ স'পি কেমনে।
কণ্টক কানন, সখি তার মন,
সদা প্রাণ জ্বালাতন তারই মিলনে।
অন্তরে অন্তরে, প্রণয় যে করে,
আছে প্রাণ তারই তরে, আছি সই জীবনে ॥১০৩৫॥

পাহাড়ী—আড়া।

প্রিয় বলে প্রিয়তমে ডাকিতে যে পারিবেনা;
তাই ভেবে বিনোদিনী বিষাদিনী হইও না।
তোমার যে ভালবাসা, মানুষের ক্ষুদ্র ভাষা,
শত বর্ষ শতকণ্ঠে প্রকাশিতে পারিবে না।
হৃদয়ে লুকান প্রেম, অনলের মাঝে হেম,
বাহির করিলে আর সে সৌন্দর্য্য থাকিবে না॥১০৩৬॥

খাম্বাজ—আড়া।

এমন প্রাণ সুহৃদ কোথায় পাইব বল।
দেখিলে নয়নে যারে হৃদয় হইবে শীতল।
সুখ দুঃখে সমভাগী, প্রেমদানে অনুরাগী,
জীবনের সহযোগী চিরনির্ভরের স্থল।
আমি হইব তাহার, সেও হইবে আমার,
উভয়ে উভয়ে হৃদে রহিব অনন্ত কাল।১০৩৭॥

কাফিসিন্ধু—আড়াঠেকা।

ভালবাসি বলে কিরে আসিতে ভালবাসনা?
আপন করম দোষে না পুরিল বাসনা।
হেরে তব মুখশশী, সুখের সাগরে ভাসি,
তাই বুঝি রেখেছ দাসী, ভাবিতে তব ভাবনা॥১০৩৮॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রিয় সখি! প্রাণ পতি কর দরশন।
রাখ হৃদি মাঝে তব হৃদয়ের ধন॥
পেয়েছ অশেষ ক্লেশ, তার কর পরিশেষ
রেখে তব প্রাণ ধনে, করিয়া যতন॥
অনুকূল বিধি হয়ে, রাখুন সুখে উভয়ে,
রাখি উভয় উভয়ে, হৃদয়ে যতন॥১০৩৯॥

বারোয়া—আড়খেম্‌টা।

সুখভোগ সুসংযোগ ঘটে কি সবার কপালে।
দরিদ্রের কি রত্ন মিলে সিন্ধুজলে, রোদন করলে সিন্ধুকুলে।
খোঁড়ার ইচ্ছে বেড়ায় হেটে, বোবার ইচ্ছে কথা ফোটে,
তোমার ইচ্ছে বিদ্যা ঘটে, ইচ্ছে বটে, বল ইচ্ছেবটে কৈ তা মিলে॥

ভৈরবী—একতালা।

দেখ্‌ব যদি রাখ্‌তে পারি গোপনে।
অধরে আদর হেরে করব আদর যতনে॥
নীরবে প্রেমের খেলা, নীরবে দিব মালা,
নীরবে হেরব শশী, বসে নীরবগগনে॥
নীরবে হেরব বঁধু, নীরবে ফুল ঢালবে মধু।
প্রাণে প্রাণে বাজবে বীণে, নীরব কুসুমকাননে॥১০৪১॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

ভালবাসিনেকো যায়, সে কেন আমায়।
সদত আসিয়ে ভালবাসা জানায়॥
করেছি যে মনে, তার মুখ পানে,
ফিরে চাবনা চাবনা আর প্রাণ যদি যায়;
তার আসারি আশায়, হয়েছি নিরাশয়,
মিছে হই জ্বালাতন পরেরি কথায়॥১০৪২॥

বারোয়াঁ—ঠুংরি।

পীরিতি পরম রতন।
বিরহে পারে কি কভু হরিতে সেধন।
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভাল বাসে লোকে,
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে প্রেম আকিঞ্চন।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
যথা অমানিশান্তরে, শশীর শোভন॥১০৪৩॥

কাফিসিন্ধু—আড়াঠেকা।

পীরিতি বিচ্ছেদ দুঃখ কিসে নিবারিব আমি।
ইহাতে উপায় সখি, বল কি করিব আমি।
সুখ আসে ধন প্রাণ, ক'রে যারে সমর্পণ,
এখন পাসরে তারে, কেমনে রহিব আমি॥১০৪৪॥

বসন্তবাহার—মধ্যমান।

বসন্ত ফিরিয়ে এলো সব সুখময়রে!
বিকসিত ফুল সব, কত শোভা পায়রে!
যত সব পাখীগণে, গাইছে মধুর তানে,
ভ্রমর ভ্রমরী সনে, কত সুখে ধায়রে।

কেবল এ অভাগিনী, পর প্রেমে প্রণয়িনী,
হয়ে প্রেম পাগলিনী কত দুঃখ সয়রে ॥১০৪৫॥

বারোয়া—ঠুংরি।

আরে পরবশ মন, পরে জানিবে পর যে কেমন।
ছিছি মন পরের তরে, কিহবে যতন করে,
পরস্পরে হবে পরে, সদা জ্বালাতন।
যে জন পরের লাগি, হয় সদা অনুরাগী,
হতে হয় দুঃখভাগী যাবত জীবন।
পরাধীন মন যার, বাঁচিয়ে কি ফল তার,
বিনা দাহে অনিবার দহে সেই জন ॥১০৪৬॥

সিন্ধুকাফি—কাওয়ালী।

ওই কথা বল সখি, বল আর বার,ভালবাস মোরে তাহা বল বারবার!
কতবার শুনিয়াছি তবু ও আবার যাচি,
ভালবাস মোরে তাহা বল গো আবার!১০৪৭॥

মিশ্র—কাওয়ালী।

যতয়ে গেঁথেছি বনফুলের মালা
সারাবাগান খুঁজে বেড়াই নামেলে সই বেলা।
বসন্তে ফুল ফুটে যত, শরতে কি মিলে তত,
না মিলে সেউতি বেলা, ও গো রাজবালা ॥১০৪৮॥

মিশ্র—একতালা।

ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদু বায়—
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়।
পিক কি বা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়—
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়!১০৪৯॥

মিশ্র | কাওয়ালী।

শুকাইতে রেখে একা, ফেলিয়ে চলিলে সখা,
যাও যাও দূর দেশে সুখে থেকো এই চাই।
যখন আসিবে ফিরে, শুনিও হরষ ভরে,
জ্বালাতন করিবারে অভাগিনী বেঁচে নাই ॥১০৫০॥

মিশ্র—কাওয়ালী।

কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া, তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া,
চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি
গোপনে তোমারে সখা কত ভালবাসি!
ভেবেছিনু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা
কেমনে তোমারে কব প্রণয়ের কথা?
ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি
চিরজন্ম সঙ্গোপনে পূজিব একাকী;
কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়
কেহ দেখিবে না মোর অশ্রু বারিচয়।
আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি
কেমনে প্রকাশি কব কত ভালবসি?১০৫১॥

সিন্দু ঝিঁঝিঁট— কাওয়ালী।

হাসি কেন নাই ও নয়নে!
ভ্রমিতেছ মলিন আননে।
দেখ সখি আঁখি তুলি।
ফুল গুলি ফুটেছে কাননে।
তোমারে মলিন দেখি ফুলেরা কাঁদিছে সখি,
সুধাইছে বনলতা কতকথা আকুল বচনে।
এস সখি এস হেথা, একটী কহগো কথা,
বল সখিকার লাগি পাইয়াছ মনো ব্যথা,
বল সখিমন তোর আছে ভোর কাহার স্বপনে?১০৫২॥

পিলু—খেমটা।

ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে, ওলো সজনি!
হাসি খেলিরে মনের সুখে ও কেন সাথে ফেরে আঁধার মুখে
দিন রজনী! ॥

মিশ্র ঝিঁঝিঁট কাওয়ালী।

সখা হে, কি দিয়ে আমি তুষিব তোমায়?
জর জর হৃদয় আমার মর্ম্ম বেদনায়,
দিবানিশি অশ্রু ঝরিছে সেথায়।
তোমার মুখে সুখের হাসি আমি ভালবাসি,
অভাগিনীর কাছে পাছে সে হাসি লুকায় ॥১০৫৩॥

বেলোয়ার—কাওয়ালী।

ও কি সখা মুছ আঁখি আমার তরেও কাঁদিবে কি কে আমি বা,
আমি অতি অভাগিনী. আমি মরি, তাহে দুখ কিবা!
পড়েছিনু চরণ তলে, দ'লে গেছ দেখনি চেয়ে,
গেছ, গেছ, ভাল, ভাল, তাহে দুখ কিবা!১০৫৪॥

জয়জয়ন্তি—আড়াঠেকা।

একিরে বিষম বাজ পড়িল হৃদি মাঝারে।
পতিপ্রাণা মরে বুঝি এই বার প্রাণে।
হৃদয় অন্তরজ্বলে, ভস্ম শেষ হ'ল বলে,
প্রবেশিয়া চিতানলে, জুড়াব জীবনে।
পরাণ আহুতি দিব ও পদ ধরি অন্তরে॥১০৫৫॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কেন এলিরে ভালবাসিলি, ভালবাসা পেলিনে!
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলিনে!
সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকেনা, কারেও সে ধরে রাখে না,
যে থাকে সে থাকে,আর,যে যায় সে যায় কারো তরে ফিরেও না চায়।
হায় হায় এসংসারে যদি না পুরিল আজম্মের প্রাণের বাসনা,
চলে যাও,ম্লানমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যাও থেকে যেতে কেহ বলিবেনা!
তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে
আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না॥১০৫৬॥

জয়জয়ন্তী - কাওয়ালী।

এতদিন পরে সখি, সত্য সে কি হেথা ফিরে এল?
দীনবেশে ম্লান মুখে কেমনে অভাগিনী যাবে তার কাছে সখীরে?
শরীর হয়েছে ক্ষীণ, নয়ন জ্যোতিহীন,
সবিগেছে, কিছু নাই, রূপ নাই হাসি নাই,
সুখ নাই, আশা নাই, সে আমি আর আমিনাই,
না যদি চেনে সে মোরে, তাহলে কি হবে॥১০৫৭॥

পিলু—কাওয়ালী।

হা কে বলে দেবে সে ভালবাসে কি মোরে।
কভু বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়
কভু বা সে লাজে সারা, কভু বা বিষাদময়ী
যাব কি কাছে তার শুধাব চরণ ধোরে॥১০৫৮॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা।
ফিরে যাও দিনমণি আঁধারি হৃদি-গগণ।
এখনি মরিবে প্রাণে অধিনীর প্রাণ ধন।
বিকাশিলে বিভাবরী, আসিবে শমন অরি,
জন্ম-শোধ ল'য়ে যাবে মম পতি-ধন;
বৈধব্য দশাতে দেব পতিত হ'বে জীবন॥১০৫৯॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।
সকলি ফুরাল স্বপন প্রায়!
কোথা সে লুকালো' কোথা সে হায়!
কুসুম কানন হয়েছে ম্লান, পাখীরা কেনরে গাহনা গান,
(ও) সব হেরি শূন্যময় কোথা সে হায়!
কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল, মাধবী মালতী কেঁদে আকুল!
সেই যে আসিত তুলিতে জল, সেই যে আসিত পাড়িতে ফল
(ও) সে আর আসিবে না কোথা সে হায়!১০৬০॥

—০—

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।
কি সুন্দর রূপ আজি হেরিনু স্বপনে হায়।
নয়ন মেলিয়া আহা দেখিতে না পাই তায়।
কি কারণ রে নয়ন, হ'লি আজি উন্মীলন,
হারায়ে সে প্রিয়জন, ঘটিল বিষমদায়।
মন প্রাণ চাহে যারে, যদি না পাই তাহারে,
বিষময় এসংসারে, বিসর্জ্জন দিব কায়॥১০৬১॥

ছায়ানট—কাওয়ালী।
আয় তবে সহচরি, হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি,
গাহিবি গান।
আন্ তবে বীণা, সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান।
পাশরিব ভাবনা পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি মন প্রাণ দিবানিশি,
আন্ তবে বীণা, সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান্।
ঢাল ঢাল, শশধর, ঢাল ঢাল জোৎস্না!
সমীরণ বহে যা'রে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি;
উলসিত তটিনী,—উথলিত গীত রবে খুলে দেরে মন প্রাণ॥১০৬২॥

দেশ-সাহানা—খ্যামটা।

কানন ভরিয়া মরি, কুসুম হাসিল রে।
মলয় নাচিল, অরুণ উদিল।
বিহগ গাহিল রে ভুবন পূরিল, সৌরভ ছুটিল, মাধুরী খেলিল রে।
পতি সনে সতী প্রণয়ে মাতিল রে;
পবিত্র প্রণয় আজু, জগ হেরিব রে॥১০৬৩॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এখনো এখনো প্রাণ, সে নামে সিহরে কেন,
এখন হেরিলে তারে কেনরে উথলে মন।
বিরক্তি-ভ্রুকুটি রাশি, হেরি সে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে নারিনু কেন এখনো।
চোখের দেখা দেখ্‌তে এলে, তাও দেখা নাহি মেলে,
দারুণ তাচ্ছল্যভাবে, সে করে যে পলায়ন।
তাই থাকি দূরে দূরে ভাসি মর্ম্মভেদি নীরে;
মুহূর্ত্তও দেখা পেলে, স্বর্গ হাতে পাই যেন॥
জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জ্বলুক্ কি ক্ষতি তায়
সে আমার সুখে থাক্, নাহি সাধ অন্য কোন॥ ১০৬৪॥

ছায়ানট—আদ্ধা।

নহার লো সহচরি কানন আঁধার করি ওই দেখ বিভাবরী আসিছে।
দিগন্ত ছাইয়া শ্যাম মেঘ রাশি থরে থরে ভাসিছে।
আয় সখি এই বেলা, মাধবী মালতী বেলা।
রাশি রাশি ফুটাইয়ে কানন করি আলো।
ওই দেখ নলিনী উথলিত সরসে অস্ফুট মুকুল-মুখী মৃদু মৃদু হাসিছে॥

ঝিঁঝিট সিন্ধু—কাওয়ালী।

সমুখেতে বহিছে তটিনী, দুটী তারা আকাশে ফুটিয়া
বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।
সাঁঝের অধর হতে, ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া।
দিবস বিদায় চাহে, যমুনা বিলাপ গাহে
সায়াহেরি রাঙ্গা পায়ে কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া।
এস বঁধু তোমায় ডাকি দোঁহে হেথা বসে থাকি
আকাশের পানে চেয়ে জলদের খেলা দেখি,
আঁখি পরে তারাগুলি একে একে উঠিবে ফুটিয়া॥১০৬৬॥

কালাংড়া—যৎ।

হারায়েছি হারায়েছিরে, সাধের স্বপনের ললনা!
মানস-মরালী আমার কোথা গেল বল না!
কমল কাননে বালা, করে কত ফুল খেলা,
আহা, তার মালা গাঁথা হ'ল না!
প্রিয় ফুল তরুগণ, সুধাকর সমীরণ,
বল বল ফিরে কি আর পাবনা! কেন এল চেতনা!১০৬৭॥

দেশ—কাওয়ালী।

দাঁড়াও, মাথা খাও, যেওনা সখা;
শুধু সখা, ফিরে চাও, অধিক কিছু নয়
কতদিন পরে আজি পেয়েছি দেখা।
আরত চাহিনে কিছু, কিছু না, কিছু না,
শুধু ওই মুখখানি জন্মশোধ দেখিব,
তাও কি হবে না গো সখা গো?
শুধু একবার ফিরে চাও!১০৬৮॥

বাহার—কাওয়ালী।

খুলেদে তরণী খুলেদে তোরা, স্রোত বয়ে যায় যে।
মন্দ মন্দ অঙ্গ ভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে।
এই বেলা খুলে দে!
ভাঙ্গিয়ে ফেলেছি হাল, বাতাসে পুরেছে পাল
স্রোত মুখে প্রাণ মন যাক্ ভেসে যাক্,
যে যাবি আমার সাথে এই বেলা আয়রে॥১০৬৯॥

মিশ্রখাম্বাজ—কাওয়ালী।

ও ভাই, দেখা যা, কত ফুল তুলেছি!
তুই আয়রে কাছে আয়, আমি তোরে সাজিয়ে দি।
তোর হাতে মৃণালবালা, তোর কানে চাঁপার দুল।
তোমার মাথায় বেলের সীঁথি, তোর খোঁপায় বকুল ফুল॥১০৭০॥

মিশ্রখাম্বাজ—আড়খেমটা।

ও, দেখ্ বিরে ভাই আয়রে ছুটে, মোদের বকুল গাছে,
রাশি রাশি হাসির মত ফুল কত ফুটেছে।
কত, গাছের তলায় ছড়াছড়ি গড়াগড়ি যায়,
ও ভাই, সাবধানেতে আয়রে হেথা, দিস্‌নে দ'লে পায়!১০৭১॥

যোগিয়া—যৎ।
ভালবাসিলে ভালবাসা কি হয়?
চাঁদ হইলে উদয় চাঁদ ধরা দেবার নয়।
দেখ চাঁদের ভালবাসা আছে ধরাদের চকোরের কাছে।
সুধাদানে সুখে রাখে মন;
মন যদি ঐক্য থাকে প্রেম ঘটে চোকে চোকে।
নয়নের কোণে প্রেম লুকাইয়ে রয় ॥১০৭২॥

মিশ্রবাহার আড়াঠেকা।
গা সখি, গাইলি যদি, আবার সে গান,
কত দিন শুনি নাই ও পুরাণো তান।
কখনো কখনো যবে নীরবে নিশীথে
একেলা রয়েছি বসি চিন্তা-মগ্ন চিতে,—
চমকি উঠিত প্রাণ কে যেন গায় সে গান
দুই একটি কথা তার পেতেছি শুনিতে।
হাহা সখি সে দিনের সব কথা গুলি
প্রাণের ভিতরে যেন উঠিছে আকুল—
যে দিন মরিব সখি গাস্ ওই গান
শুনিতে শুনিতে যেন যায় এই প্রাণ ॥১০৭৩॥

আলাইয়া—আড় খেমটা।
যাই যাই, ছেড়ে দাও, স্রোতের মুখে ভেসে যাই
যাহবার হবে আমার ভেসেছিত ভেসে যাই।
ছিল যত সহিবার সহেছিত অনিবার
এখন কিসের আশা আর, ভেসেছিত ভেসে যাই ॥১০৭৪॥

ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।
কেন রে চাস্ ফিরে ফিরে চলে আয় রে চলে আয়,
এরা-প্রাণের কথা বোঝে না হৃদয়-কুসুম দলে যায়।
হেসে হেসে গেয়ে গান, দিতে এসেছিলি প্রাণ,
নয়নের জল সাথে নিয়ে চলে আয় রে চলে আয় ॥১০৭৫॥

দেওগিরি - জলদ তেতালা।
দেখ পীরিতের সহ দুই গুণ। দিবাকর নিশাকর দুয়ের গুণ যেমন।
প্রচণ্ড তপনবৎ বিরহ করে দাহন।
বিমল শশী স্বরূপ সুধাকরে বরিষণ ॥১০৭৬॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রেম সিন্ধুনীরে বহে নানা তরঙ্গ,
রসিকে পার হতে পারে অরসিকে আতঙ্ক॥
চাতুরী তরী তায়, আর মান ভুজঙ্গ।
প্রবল বিচ্ছেদ বায়, কখন ঘটায় কি রঙ্গ॥১০৭৭॥

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

কে তুমিলো ফুল-বালা উষার নীহারে ভাসি।
গগণে নয়ন রাখি, আলু-থালু-কেশ-রাশি।
বহিছে হতাশ শ্বাস, অধরে ঝরে না হাস,
গ্রাসিয়াছে রাহু যেন পূর্ণিমা-সুচারু-শশী॥১০৭৮॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

ঘটিল কি দায়, প্রেমতরি পাব কেমনে।
ফুটিল প্রণয় ফুল কণ্টকেরি কাননে।
ভুজঙ্গ মস্তক মণি নিরখি নয়নে,
জ্ঞান হয় ধরি ধরি ভয় কেবল দংশনে॥১০৭৯॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কি করে লোকেরি কথায়;
সেই মন প্রাণধন, মন যারে চায়।
উপজিলে প্রেমনিধি নামানে নিষেধ বিধি,
মন প্রাণ নিরবধি, তারিগুণ গায়॥১০৮০॥

মঙ্গল—আড়া।

যায় যাবে প্রাণ তবু তারে না হেরিব।
জাহ্নবী জীবনে গিয়ে বরং জীবন জুড়াইব।
সে জীবনে এজীবনে, মিশাইব একস্থানে,
তবু ফিরে তার পানে, কখন না নিরখিব॥১০৮১॥

ঝিঁঝিঁট—আড়াঠেকা।

অনুগত দোষী হলে তার দোষ নাহি লয়।
মহতেরি এই রীতি, আপন করিয়ে লয়।
দেখুন মলয়া গিরি, বেষ্টিত ভুজঙ্গ, গরল সরল হয় মহতেরি সঙ্গ,
চাঁদেতে কলঙ্ক আছে ছেড়ে কি উদয় হয়?১০৮২॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

কেবল কথায় নাকি যায় কভু প্রেম রাখা।
জলবিনে পিপাসিত প্রবোধ কি মানে সখা।
প্রথমেতে প্রাণনাথ, সোহাগ বাড়ালে কত,
এখন সে ভাব যত হল কি চোখেরি দেখা।
বাহবার তাই হলো, প্রেমভ্রম ফুরাইল,
শেষ মাত্র এই হলো, দেহেতে জীবন রাখা ॥১০৮৩॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

আমারি মনেরি দুখ চিরদিন মনে রহিল।
ফুকারে কাঁদিতে নারি বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল।
একবার ভাবি সখী, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
প্রবোধ না মানে আঁখি, সদা করে ছল ছল ॥১০৮৪॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কেন প্রাণ হারাবি ভেবে।
হৃদয়েরে ব্যাকুল, যাবে তোর দুকুল, প্রেমনদী অকুল মরবি ডুবে।
প্রেমনদী অতি তরঙ্গ তুফান, আগে যেতে যায় কুলশীল মান,
অপমানকে ধরে, সাঁতার দিলে পরে, কলঙ্ক সাগরে ডুব্‌তে হবে ॥১০৮৫

তাহারি প্রেম লাগিয়ে, দুখ অতি পাই মনে।
ভালবাসায় এত ক্লেশ, নাজানি স্বপনে।
না বুঝিয়া প্রেম করে, এই ফল হলো পরে,
না পাইলাম পুন তারে, পরিশ্রম অকারণে ॥১০৮৬॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

আমার নয়ন লয়ে হেরি যদি তারে,
সমাধিক সুখী হতে অবশ্য সে পারে।
সবে বলে নহে ভাল, সেই সে আমার ভাল,
সে মুখশশী হেরিলে, দুখ যায় দূরে ॥১০৮৭॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

বিরহেতে যায় যদি প্রাণ, তবু হেরিবনা তার চাঁদ বয়ান।
শুন শুন প্রাণ সখি, সে নয় আমার দুখের দুখী,
মরিলে হইব সুখী, আপনার স্থানে রবে মান ॥১০৮৮॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

না হতে পতনতনু দাহন হইল আগে।
আমারো এ অনুতাপ তাহারে তো নাহি লাগে।
চিতে চিত্ত সাজাইয়ে, দুখরূপ তৃণ দিয়ে,
আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুতাপে ॥১০৮৯॥

ভৈরবী—জলদ্ তেতলা।

দেখনা সই প্রভাতে অরুণ সহ উদয় শশী।
গেল বিভাবরী, কাতর চকোরী এখন শশীরে পেয়ে, রহিল উপোসী।
নীরে প্রফুল্ল কমল, মলিন হৃদিকমল,
সময়ের গুণ কি কব এখন, মিলনে অধিক দুখ হইল প্রেয়সী ॥১০৯০॥

ভৈরবী—আড়া।

নির্ব্বাণ মনো আগুণ আজ কেন জ্বালাতে এলে?
প্রাণে কিছু থাকেনা হে আর, সে সব কথা মনে হলে।
মনে ভেবে দেখ দেখি, আর বা কি আছে বাকী,
কি দোষে করিয়ে দোষী, আমায় বনবাস দিলে ॥১০৯১॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

স্বপনে তাহারি সনে হইল মিলন।
নাকরি বিচ্ছেদ ভয়ে আঁখি উন্মীলন।
নিদ্রাতে তাহারে দেখি, মন প্রাণ হয় সুখী,
স্বপন স্বপন হলে না রবে জীবন ॥১০৯২॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বদন সরোজ কেন ঢাকিয়ে বসনে,
কি কারণে ম্রিয়মাণ আছ অধোবদনে।
সশৈবাল নলিনীর, যেবা শোভা জীবনে,
তেমতি সুন্দরী আমি, হেরিতেছি নয়নে ॥১০৯৩॥

কালাংড়া—একতালা।

ভোলা যায় কি কথার কথা মন যে মনে গাঁথা।
শুখাইলে তরুবর ছাড়ে কি জড়িতলতা।
হলে পর বারিহীন, থাকিতে পারে কি মীন,
ছেড়ে কভু নবঘন, থাকে কি বিদ্যুল্লতা ॥১০৯৪॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

রোপণ করিয়াছিলাম আশালতা প্রেমবনে।
ফলে ফুলে লাভ হবে বড় আশা ছিল মনে।
অতি সুযতন করি, সিঞ্চন করিলাম বারি,
বিচ্ছেদ তায় হয়ে অরি, অজারূপ নাশে প্রাণে ॥১০৯৫॥

ভৈরবী—আড়াঠেক।

ও রূপ সাগর মাঝে ডুবিল আঁখি তরণী।
আশা প্রবল তুফানে মজিল কুলরমণী।
মন মাঝি ছেড়েছে হাল, ছিড়ে গেছে লজ্জাপাল,
হ'ল তরী বান চাল, কি কর বল সজনি।
কুল পাওয়া হল ভার, উপায় না দেখি আর।
কেমনে হইব পার, আইল কাল রজনী ॥১০৯৬॥

খট—দ্রুত ত্রিতাল।

মনের যে আশা তাহা যদি না পুরিত,
তবে কি পরাণ কেহ রাখিতে পারিত।
দেখনা চাতকী ঘন, দিবা নিশি করে ধ্যান,
বারিদানে তোষে তারে না রাখে তৃষিত।
তার সাক্ষী প্রদীপ পতঙ্গ আশ্রিত।
যাইয়ে আগেতে দেখ হয় প্রজ্জলিত।
তার আশা পুরাইতে, পতঙ্গ পুলকিত চিতে,
আপনি জ্বলয়ে তাতে রাখিতে পীরিত ॥১০৯৭॥

খট—দ্রুত ত্রিতালী।

সিন্ধু—মধ্যমান।

মিছে কেন মধুকর কণ্টক কেতকী ফুলে।
অঙ্গহীন হবে তব রজোপাঙ্গ পরশিলে
যাও যাও সুধাকর, সুধা পদ্মে পান কর,
বিকসিত শশধর, কুমুদ সলিলে ॥১০৯৮॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

নয়ন রূপেতে ভুলে, মনভুলে গুণে, ইহার অধিক কেহ শুনেছ শ্রবণে।
গুণের আদর যত, রূপের না হয় তত,
রূপেতে গুণ সংযোগ, রতন কাঞ্চনে ॥১০৯৯॥

বিরহ।

—০—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

না হলে রসিকে বয়োধিকে প্রেম জানে না,
যেমন ভুজঙ্গ শিশু মন্ত্রৌষধি মানে না।
নবীনেরি অহঙ্কার, প্রবীণের প্রেমাধার,
এ রস রসিকে বিনা অরসিকে সম্ভবেনা ॥১১০০॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মনের বাসনা সই সেই সে জানে,
কাহারে কহিব আর কেহ নাহি জানে।
নয়ন আপন হ'য়ে প্রবোধ না মানে,
বিরহ অনল অতি বাড়ায় রোদনে ॥
অনল শীতল হয়, তার দরশনে,
সেই নয়নের নীরে সময়ের গুণে ॥১১০১॥

সিন্ধু ভৈরবী—কার্ফা।

এত হবে তাত জানিনে।
না বুঝে পীরিতে মজে এখন প্রাণে বাঁচিনে।
তাহারি বিহনে, জীবনে কেমনে,
সইরে অবলা বালা এত সবে পরাণে ॥১১০২॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল,
তোমার সাধন করি সাধনা পূরিল।
সাধিয়ে আপন কাজ, এখন বাড়িল লাজ,
আমার গেল যে লাজ, বিষাদ রহিল ॥১১০৩॥

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

আমি সাধ করে কি ধরি তারই পায়।
সে ধন সহজে কি পাওয়া যায় ॥
সে যেন জগদ্‌গুরু, কল্পতরু, মন দিতে হয় যে তারই পায় ;
সে যে সাধনের ধন, অমূল্যরতন, তারে সাধন বিনা কেবা পায়।
সে যে অধম তারিণী, দুঃখ নিস্তারিণী, তাঁরে প্রেম বিনা বাঁধাদায় ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেতকী এত কি প্রিয়তর ওহে মধুকর,
নলিনী নিরাশ্রয়ে দহে নিরন্তর।
নাম তব রসরাজ, রাজার উচিত কাজ, এই কি তোমার ?
অপরে আপন জ্ঞান, আপন অন্তর ॥১১০৫॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়খেমটা।

দাসী বলে অভাগীরে আজও কি তার মনে আছে।
তাহার যে আশাধিনী আশানীরে ভাসিতেছে॥
বাসেনা বাসে ভাল সে ভাল থাকিতে ভাল,
দেখা হলে সুধাসলো সই সেত আমার ভাল আছে॥১১০৬॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

নয়নের দোষ কেন, আঁখি কি মজাতে পারে, না হলে মন মিলন।
আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
সেই যাকে মনে করে, সেই তার মনোরঞ্জন ॥১১০৭॥

স্থরট—আড়াঠেকা।

আমার কথা কস্নে তারে দেখা হলে তার সনে।
জিজ্ঞাসিলে বলিস্না হয়, বেঁচে আছে প্রাণে প্রাণে।
যে দিয়েছে মর্ম্মব্যথা মরমে রয়েছে গাঁথা,
মনে হলে সে সব কথা প্রাণ আর থাকে না প্রাণে ॥১১০৮॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

এমন নয়ন-বাণ, কে তোমায় করেছে দান,
দর্পণে হেরিলে আঁখি, আপনি হবে সন্ধান।
নয়ন অক্ষয় তূণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ,
বিধি যদি দিত গুণ, বধিতে অনেকের প্রাণ ॥১১০৯॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

বিচ্ছেদান্তে মিলনে কত সুখোদয়।
হিমান্তে বসন্ত যেমন, মেঘান্তে শশীর উদয়।
যে হলো অন্তরবাসিনি, সে হলো অন্তর বাসী,
সে পুন অন্তরে আসি, সেজন সে জন নয় ॥১১১০॥

থাম্বাজ—মধ্যমান।
সাদা প্রাণে কালী কে দিলে,
সত্য যদি থাকেন কালী, সে যেন হয় এমনি কালী,
আমি যেমন সদা জ্বলি, সে যেন সই এমনই জ্বলে ॥১১১১॥

কাফি-সিন্ধু—আড়াঠেকা।
মন অভিলাষ যদি মনেতে নিবারিত,
অন্য পরের উপাসনা বল তবে কে করিত।
করিতে পরের ধ্যান, ওষ্ঠাগত হল প্রাণ,
ঘরে পরে অপমান, সে সব যন্ত্রণা যেত ॥১১১২॥

বাহার—আড়াঠেকা।
কেতকী এত কি প্রিয়তব ওহে মধুকর,
নলিনী নিরাশ্রয়ে দহে নিরন্তর।
নাম তব রসরাজ, রাজার উচিত কাজ, এই কি তোমার ?
অপরে আপন জ্ঞান, আপন অন্তর ॥১১১৩॥

থাম্বজ—মধ্যমান।
যাবে যদি কবে আসিবে বলে যাও।
চাতুরী না করো নাথ, এ অভাগীর মাথা খাও॥
তুমি যাবে দেশান্তরে, একাকিনী রেখে ঘরে।
বল দেখি প্রাণনাথ, কার কাছে রেখে যাও ॥১১১৪॥

থাম্বাজ—ঠুংরি।
রতনে রতনে, মিলাব যতনে, জুড়াব নয়ন ওলো সহচরি।
ফুল্ল ফুল হারে বাঁধিব দোহারে, প্রমোদে হেরিবে বিমান-বিহারী।
প্রেমেরি লহরী,বহি ধীরি ধীরি, প্রেমেতে মাতাবে কিশোর কিশোরী।
সুখেতে মাতিব, সুখেতে ভাসিব,
মোরা লো সজনি যুগলে নেহারি ॥১১১৫॥

—০—

*বসন্তবাহার—আড়াঠেকা।
বিরহ যাতনা অতি বিষম হইল, আইল বসন্ত,
কুসুম সৌরভ, কোকিলের রব, সহেনা ও রব নিতান্ত।
সুধাকর দিবাকর সমমনে, জ্বালায় জীবন মন্দ মলয় পবনে,
উপায় ইহাতে না পাই দেখিতে, উপায় সেই প্রাণকান্ত ॥১১১৬॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেন পীরিতি করিলাম মজিলাম হায়,
পীরিতি করিয়ে সখি, একি হলো দায়।
কহিতে সে সব দুঃখ প্রাণ বাহিরায়;
মনে করি ভুলিব না তাহার কথায়।
দেখিলে তাহার মুখ দুঃখে হাসি পায় ॥১১১৭॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

অহঙ্কার কার উপর করিলে কে সহে।
যে করিল সোহাগিনী সেই বিনা কেহ নহে ॥
আপন নহে সে জন, তারে কিবা প্রয়োজন,
সেইজন প্রয়োজন, সুখেসুখী দুঃখদহে ॥১১১৮॥

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা।

সাধের প্রতিমা যদি হইত নির্ম্মাণ,
মন সাধে করতাম পূজা দিয়ে ফুলবাণ।
অর্ঘ দিতাম ক'রে বুক, যৌবন ক'রে নৈবিদ্য,
বাজায়ে প্রেমের বাদ্য, বিচ্ছেদ দিতাম বলিদান।
চিত্ত কুশাসনে বসি, নয়ন ক'রে কোশাকুশি,
তাহে ল'য়ে জ্ঞান-তুলসী, দক্ষিণান্ত দিতাম প্রাণ ॥১১১৯॥

বাগেশ্রী—কানাড়া—মধ্যমান।

আঁধার করিয়া হৃদি চলেগেছে সেইজন।
যাঁর দরশন বিনা করে আঁখি বরিষণ।
কাঁদ তরু কাঁদ লতা, গাও কেঁদে প্রাণের ব্যথা,
কাঁদ গে বিহগ তথা, যথা মম প্রাণধন।
মনের হরষে, সহচরী পাশে, আছে বসি অনুক্ষণ ॥১১২০॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মনের বাসনা সই সেই সে জানে,
কাহারে কহিব আর কেহ নাহি জানে।
নয়ন আপন হ'য়ে প্রবোধ না মানে,
বিরহ অনল অতি বাড়ায় রোদনে।
অনল শীতল হয়, তার দরশনে,
সেই নয়নের নীরে সময়ের গুণে ॥১১২১॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

মন যে নিল সেতো আর ফিরে দিলনা।
বলিবলি মনে করি আর বলা হলনা॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সতত তাহারি দেখি।
দেখি দেখি আরও দেখি, আর দেখা হ'লনা॥
তাহার হেরিলে সই মুখপানে চেয়ে রই।
জনম ফুরায়ে গেল, আর দেখা হ'লনা॥১১২২॥

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

তবে তার কে করে যতন, বশীভূত হত যদি আপনারি মন।
প্রথম মিলন কালে, হাতে শশী এনে দিলে,
প্রেম ফাঁসি দিয়ে গলে, পায় যেজন॥১১২৩॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

জুড়াইব বলে যারে হেরিতে হয় বাসনা,
হেরিলে হয় মানের উদয়, দ্বিগুণ বাড়ে যাতনা।
অদর্শনে ভাবি যাকে, মনে করি বকব তাকে,
দৃষ্টি হলে চখে চখে, তখন সে ভাব থাকে না॥১১২৪॥

কালাংড়া—আদ্ধা।

বিনয়ের বশ যদি হইত যামিনী,
প্রভাতে প্রমাদ তবে সহে কি কামিনী?
পরশে প্রাতঃ সমীর, চঞ্চল অন্তর মোর,
কেমনে রাখিব, শুন গুণমণি॥১১২৫॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

মন রাখা দেখাতে কি ফল, ওরে প্রাণ আমার;
দেখিলে দ্বিগুণ জ্বলে, জ্বলে যেন দাবানল।
মজেছহে নূতন প্রেমে, ভুলিলে হে ক্রমে ক্রমে।
আশা বুঝি পথভ্রমে, আমি যেন হলা হল॥১১২৬॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিরহ-যাতনা সই সে জানিবে কেমনে,
জানিলে কি সদা আমি থাকি হে রোদনে।
নানাস্থানী সেই জন, তার কি কথন মন মজে কোনখানে?
তারে যেবা দেয় মন, সুখী কি কথনে॥১১২৭॥

কালেংড়া—আড়খেমটা।

আমার বুক ফাটেতো প্রাণ সজনী, মুখ ফুটে বল্‌বনা।
ইসারাতে জানাইয়া যাব, রসিক হয় তো যাবে জানা॥
সাগরে কামনা করে, এবার পুরুষ হব মরে।
সকল জ্বালা যাবে দূরে, মনের বেদনা॥১১২৮॥

ভৈরবী—আড়া।

অরুণ সহিত অরুণ আঁখি উদয় প্রভাতে,
কমল বদন মলিন এখন না পারি দেখিতে।
উচিত নাহি যে তব, প্রভাতে আসিতে,
দুঃখের উপর দুঃখ হে অপার, তোমারে হেরিতে॥১১২৯॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রেম-ব্রত আজ আমার হ'লো উদযাপন,
কৃষ্ণায় নমো বলে, আহুতি দিব জীবন॥
এ ব্রতের যে পদ্ধতি, সকলি জানত দূতি,
রাখ আমার এই মিনতি, কর তারি আয়োজন।
ব্রতফলে পাব কান্ত, বাসনা ছিল একান্ত,
এখন হ'লেম দক্ষিণান্ত, ক্ষান্ত হওরে পাপমন॥১১৩০॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

তুমি যাও হে যেখানে মন যারে চায়। যার প্রণয়-পাশে বাঁধা তব মন।
বল কোন্ প্রাণে তারে ভুলিয়ে রবে হেথায়?
ঐ দেখহে অরুণ, লোহিত বরণ, বহিছে সুবিমল সান্ধ্য-সমীরণ।
প্রস্ফুটিত চারি ভিতে সুরভি প্রসূন;
যাও হে, যাও হে, সুখ-নিশি যে আগত প্রায়॥১১৩১॥

মিলন।

ঝিঁঝিঁট—কাহার্‍বা।

মধুর মধুর মিলন, হেররে যুগল নয়ন,
চাঁদে চাঁদে আজি কিবা শোভিতেছে তপোবন!
চাঁদের লহরী ছোটে, চাঁদের কিরণ ফোটে,
চকোর সে সুধা লুটে সুখেতে মগন।
হাসরে গগণ চাঁদ, হেরি এ যুগল চাঁদ,
পুরিল মোদের সাধ, হেরি রতনে রতন॥১১৩২॥

লুম ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বল যাদুধন, কেন হেরি বিরস বদন।
হাসিনাই চাঁদমুখে কিসের কারণ ॥
কি দুঃখে ও মুখশশী, হয়েছে যেন তমসী,
কহ বৎস গুণ রাশি, জুড়াক জীবন।
অন্য মনে সদা কেন, শ্বাস বহে ঘন ঘন,
কি কারণ অশ্রুনীরে ভাসে দুনয়ন ॥ ১১৩৩ ॥

লুম ঝিঁঝিট—একতালা।

হায়রে হায় মধুর মলয় বইছে কেমন ধীরি ধীরি।
ফুলগুলি সব সোহাগ-ভরে দুলছে মরি ঘুরি ফিরি ॥
শুকসারি সব সোহাগ ভরে, প্রাণে প্রাণে সোহাগ করে,
পাপিয়া গুলি, তানটি তুলি, মারছে প্রাণে হীরের ছুরি ॥ ১১৩৪॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কে বলে ভালবাসা ভাল।
না বুঝে বাসিয়ে ভাল, প্রাণ দহিল ॥
আর ভাল বাসিবনা, মনেরে করিব মানা,
ভালবাসা কি লাঞ্ছনা, বিস্মৃতি না ঘটিল ॥ ১১৩৫॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রাণ নিলে প্রাণ দিতে হয়, একি হ'ল দায়।
প্রাণ দিয়ে নাহি পেলাম্, প্রাণ গেল কি উপায় ॥
নিতে গেলাম প্রাণ-দিয়ে, নিজ প্রাণ দিলাম ভুলিয়ে,
এখন নাহি পাই চাহিয়ে, হইল অনুপায়।
পীরিতের একিরীত, হিতে হ'ল বিপরীত,
না পূরিল মন আশা, নিজ প্রাণ পাওয়া দায় ॥ ১১৩৬॥

বিরহ।

বসন্ত বাহার—আড়া।

সই সাধেরপ্রতিমা যদি হইল নির্ম্মাণ।
মন সাধে করবো পূজা দিয়ে কুলমান ॥
চিত্ত কুশাসনে বসি, হাতে লয়ে মনতুলসী,
আনন্দ সাগরে ভাসি, দক্ষিণাতে দিব প্রাণ ॥ ১১৩৭॥

ছায়ানট—তেতালা।

সতত বাসনা যারে হরিষে হেরিতে,
তাহার বদন, বিরস কখন, নাপারি দেখিতে।
জীবন বিহীনমীন, কোথা হুতাশনে,
শীতল হইতে কেহ, দেখেছ কখনে,
সুধাহারি-জন, কভু বিষপান, পারে কি করিতে॥১১৩৮॥

ভৈরবী—একতালা।

মনের কথা সই এমন অরি
না কহিলে মরি, তাহা কহিলেও মরি॥
যদি না চাহি কহিতে, চাহি গোপনে রাখিতে,
দহে হৃদি অনলের তেজ সে ধরি।
কিঞ্চিৎ কহিতে যায়, কি কব যাতনা তার,
রসনা দহিয়া যায়, বল কি করি॥১১৩৯॥

বেহাগ—পোস্ত।

নিদয় হয়ে বিদায় দেওনা।
যাও যাবে প্রাণনাথ "যাই যাই" আর বলোনা।
তুমি যাবে দেশান্তরে, একাকিনী রেখে মোরে,
আমি থাকবো আশার পাশে, এ জীবন রবেনা॥১১৪০॥

সরফরদা—তেতালা।

'কেমন আছ' বলেরে প্রাণ আর আমার সুধায়োনা,
সুখী কিম্বা দুঃখী আছি মনেতে ভেবে দেখনা।
দেহ মাত্র আমার কাছে, মন বাঁধা তোমার কাছে,
তবে কেন সুধাও মিছে, মনেতে ভেবে দেখনা॥১১৪১॥

ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

এত যে যন্ত্রণা রে প্রাণ, তবু তোমারে,
হেরে জুড়ায় জীবন, কি জানি হলো আমারে।
যত কর অপমান, তিলার্দ্ধ ভাবিনে প্রাণ,
হেরিলে বিধু বয়ান, কি সুখ কহিব কারে।
বুঝেছি কারণ তার, প্রাণ ধন যে যাহার,
মান অপমান তার, ভিন্ন কি হইতে পারে।
অনাদর কিবা মান, উভয় সমান জ্ঞান,
স্নিগ্ধ উষ্ণ বারি দান, যেমন অনল সংহারে॥১১৪২॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

মনের বেদনা কত মনে মনে নিভাইব।
কে আমার দুখের দুখী মন দুঃখ কারে কব॥
যার সুখে সুখীমন, সে হইল অদর্শন,
না হেরে সে চন্দ্রানন, কিসে প্রাণ জুড়াইব॥১১৪৩॥

পিলু—খেম্‌টা।

ওলো, আয়লো অলি, কুসুম তুলি ভরিয়ে ডালা।
করে যতন, চারু চিকণ, গাঁথ লো লো মালা,
দিব সজনি, সখির গলে জুড়াবে জ্বালা।
মালার মতন, মোহন বাঁধন, নাই কো সখি আর,
প্রেম বাঁধনে পতিরতনে, বাঁধবে সখি বিরাটবালা॥১১৪৪॥

আশা গৌরী—আড়া।

অসুখী ভ্রমর দলে
নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে সলিলে।
অবসান দিনমান শশী প্রকাশিত, কুমুদী হেরি হাসিলো,
যুবক যুবতী, হরষিত অতি, বিরহিনী ভাসিছে আঁখিজলে॥
চক্রবাক্ চক্রবাকী বিরহে ভাবিত, কপোতীপতি মিলিত,
নিশি আগমনে, কেহ সুখী মনে, কার মনঃ দহিছে দুখানলে॥১১৪৫॥

ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

পীরিতি কলঙ্করে প্রাণ, বল কে কয়।
যে না জানে প্রেমরস, তারি অপযশ হয়।
যাবত পীরিতি রবে, কলঙ্ক নাহিক হবে,
পীরিতি বিচ্ছেদে তবে, লাঞ্ছনা জগত ময় কারণ প্রেমোদ্দীপন,
প্রকাশ নহে কখন, উভয়ে করি যতন, ভাবেতে মোহিত রয়॥
তাহে বিরহ ঘটিলে, শোক সিন্ধু উথলিলে,
নয়ন সলিলে প্রকাশ করে নিশ্চয়॥১১৪৬॥

ভৈরবী বাহার—যৎ।

মধুর বসন্ত আগমনে, মধুপ গুঞ্জরে সঘনে.
করি মধুপান সুখে ফুল কাননে।
কত পিকবরে, পঞ্চম কুহরে, মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে।
উপবন যত, সৌরভ রসিত, সতত মলয় সমীরণে॥
সুখের কারণ, বসন্ত যেমন, না হেরি এমন ত্রিভুবনে॥১১৪৭॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

যার প্রাণ তার কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে।
দেখা হলে জিজ্ঞাসিব, সে নিলে কি আমায় দিলে।
দৈব যোগে একদিন, হয়েছিল দরশন,
না হতে প্রেমমিলন, লোকে কলঙ্করটালে ॥১১৪৮॥

মূলতান—দ্রুতত্রিতালী।

নয়নের নীরে কি নিবে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল।
তৃষায় চাতকী মরে, অন্যবারি নাহি হেরে,
ধারা জল বিনেতার সকলি বিফল।১১৪৯॥

ললিত জলদ—তেতালা।

পীরিতি পরম সুখ সেই সে জানে।
বিরহে না বহে নীর, যাহার নয়নে॥
থাকিতে বাসনা যার চন্দন বনে,
ভুজঙ্গের ভয় সেই করে কি কখনে ॥১১৫০॥

বাহার—ঠেকা।

প্রেমেরি শরীর যার, তার কি মরণে ভয়।
যার থাকে এই ভয় তার প্রেম করা নয়॥
জ্বলন্ত অনল বেড়ি, পতঙ্গ বেড়ায় উড়ি,
পড়িলে মরিবে জানে, তবে কেন পড়ে তায় ॥১১৫১॥

মুলতান—দ্রুতত্রিতালী।

আমি তো তাহারি সই যে জানে আমার মন।
অযতনে কে কোথায় কারে সঁপে প্রাণ।
মন রাখিবারে মন ক'রে একমন,
মনেতে মনেতে তবে হয় লো মিলন ॥১১৫২॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

সেই পারে প্রেম রাখিবারে যেজন বিচ্ছেদ বিজয়ী জয়ী করে রে।
করা দুষ্কর নয়, রাখা বিচিত্র প্রণয়,
যে জন মগ্ন রসিক রাজ রত্না করে রে।
মান অপমান, সমান জ্ঞান, সুখ দুঃখ সমভাব যার অন্তরে রে ॥১১৫৩॥

সারঙ্গ—আড়া।

বিধুমুখ মলিন কি দুঃখে।
পীযুষ সম হাসি নাহি দেখি শ্রীমুখে॥
ঝরিছে ঝর ঝর, তব আঁখি যুগল, রবি বিরহে যেন কমল ভাসে,
কমলে সতত অসুখে॥১১৫৪॥

সরফরদা - জলদ তেতালা।

কেন বিধি নিরমিল কমলে কণ্টক!
দেখ শশধর নাশয়ে তিমির, তাহে করিল কলঙ্ক।
বিষধর মণিধরে, মুকুতা শুক্তি উদরে।
এমন বিচার সংসারে যাহার, ইথে খেদের কি অন্তক॥১১৫৫॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অন্তরেরধন তুমি কেমনে অন্তরে রাখি।
নিরবধি হেরিবারে, সাধ করে মম আঁখি॥
সে সাধ বিষাদ করে, ভাসাইয়ে দুখনীরে,
যেওনা প্রাণ স্থানান্তরে, অধিনীরে দিয়ে ফাঁকি॥১১৫৬॥

কল্যাণ—জলদ্ তেতলা।

আমি কি কখন তারে অন্তরে রাখিতে পারি।
তিলেক অন্তরে যার ধৈরয ধরিতে নারি।
লয়েছি যে প্রেমধার কেমনে শুধিব আর,
যে আমার আমি তার, প্রাণান্তে হবো তাহারি॥১১৫৭॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ভুলিতে কি পারি তব বিমল মুখকমল।
দিবাকর সরোজিনী অন্তর কবে তা বল।
ভিন্ন দেহ এক প্রাণ, তুমি জল আমি মীন,
বারি বিনে চাতকের কি আছে বল সম্বল॥১১৫৮॥

ভীমপালশ্রী—খেমটা।

চল সবে যাই মোরা কুসুম কাননে।
সুবাস বহিছে তথা মৃদুল পবনে॥
পিককুল কুহুস্বরে, সদা তথা গান করে,
মন প্রাণ যাবে হরে, শুনিলে শ্রবণে॥১১৫৯॥

সরফরদা—জলদ তেতালা।
কেমনে বল তারে ভুলিতে। প্রাণ স'পিয়াছি যারে, অতি যতনেতে।
এতে যদি দুখ হয়, হইবে সহিতে।
দিয়ে ফিরে লওয়া এবে, হয় কি মতেতে ॥১১৬০॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।
দুঃখিনী করিয়ে বিধি স্বজিল দেহ আমার।
কোথা সুখ পাব বল এ ভুবন মাঝার।
পাষাণে গঠিয়ে মোরে, ডুবালি শোক সাগরে,
সহিবারে দুঃখ জ্বাল যত ধরে এসংসার ॥
কে জননী কেবা পিতা, না জানি স্নেহ মমতা,
কাঁদিতে এসেছি ভবে কাঁদা মাত্র মোর সার ॥
বড় আশা করি মনে, হেরিনু তব চরণে
দুঃখনীরের তরি ভাবি স্পর্শ মাত্র শূন্যাগার ॥১১৬১॥

ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।
নয়নে লাগিল যারে;
বিধি কি সদয় হয়ে মিলাবে তারে?
সে জন বিনা প্রেম দান, 'নহে কখনো বিধান'।
যে করে সই আমার প্রাণ জানাব কারে ॥১১৬২॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।
রমণী বধিতে বিধি প্রণয় ধন স্বজিল!
না হলে মৃণালে কেন কণ্টক দিয়া গড়িল
"প্রণয়" অক্ষর তিন, আকার গঠন হীন
যেজন জপে সে ধন প্রমাদ তার ঘটিল ॥
হৃদয় তোরে বলি শুন, জন্ম যদি লভি পুনঃ
না করিব আরাধন যে ধন প্রাণ হরিল ॥১১৬৩॥

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।
মন যারে তারে কি পাওয়া যায়।
আশা পুরিলে কি দুঃখ কেহ সহিত ধরায়।
সে যে নবঘন প্রায়, যত বা নিরখি তায়,
আশা চাতকিনী তত ব্যাকুল হয় পিপাসায় ॥
আমার এ মন প্রাণ, আছে তার সন্নিধান,
সে বিনে সই প্রাণ দান, বল কে করে আমায় ॥১১৬৪॥

খাম্বাজ ভৈরবী—আড়া তেতালা।
কি ফল হইবে তব, আমারে হইলে বাম।
যত কর অযতন, তত জপি তব নাম।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তুমি মান তুমি প্রাণ,
তুমি সুখ তুমি দুঃখ, তুমি আদি পরিণাম ॥১১৬৫॥

সিন্ধু—মধ্যমান।
সখি কোথা সে জন।
সদা যারে পড়ে মনে; হারায়ে সে প্রাণধনে,
জীবন ধরি কেমনে, কোথা হৃদি রতনে,
যায় সখি বুঝি প্রাণ কে হরিল সে ধন ॥১১৬৬॥

কামোদ খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা।
নানান্ দেশে নানান্ ভাষা। বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা!
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর,
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ॥১১৬৭॥

ভৈরবী—মধ্যমান।
সাধ ফুরালো এ জীবনে।
প্রাণনাথ বিনে জীবন দিবী জীবনে।
ভেবেছিনু চিরদিন রব নাথ সনে,
ঘুচিল সকল আশা সেজন বিহনে ॥১১৬৮॥

লুম ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।
সুধামুখি সুধামুখে কথা কও আমার সনে,
কটু মিষ্ট যা বলিবে সকলি তুষিবে দীনে।
দেখ সলিল শীতল, কিম্বা অত্যাক প্রবল,
প্রদান মাত্রে অনল নির্ব্বাণ করে স্বগুণে ॥১১৬৯॥

সিন্ধু কাফি—একতালা।
ওরে তোরে দেখিতে নয়ন পাগল কেন।
এই বোধ হয় মোর, জ্ঞান কি গুণ।
যদি নিরন্তর দেখি, তৃষাহীন নহে আঁখি,
না দেখিলে দেখ দেখি কি দুখী প্রাণ ॥ ১১৭০॥

মোল্লার—আড়া।

প্রণয় পরম ধন, সুজন বিনা কেবা জানে।
যে মজেছে সে মরেছে রেখেছে প্রেম সমানে ॥
নদীতে থাকিতে জল, যতেক চাতক দল,
পিপাসা করে শীতল জলদের জলপানে ॥১১৭১॥

লুম ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

না দেখিলে বল না সই বাঁচিব কেমনে,
দিবানিশি সেইরূপ সদা পড়ে মনে ॥
সদত কাতর প্রাণ, বারি সহিত নয়ন,
বিনা সে বিধুবদন প্রবোধ না মানে ॥১১৭২॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কি হলো প্রাণ সই, কিসে সই যাতনা,
ধৈরয় ধরিতে নারি, একি ছলনা।
আমার যে মন প্রাণ, আমারে করি বঞ্চন,
হয়ে আছে পরাধীন, উপায় বলনা।
যবে গো পোড়া নয়ন, করেছে তায় নিরীক্ষণ,
দহিতেছে অনুক্ষণ, আরত সহেনা ॥১১৭৩॥

লুম ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

সজনি কি আমারি এ ছার পীরিতে,
এ জনম গেল কেবল তার ভাবনা ভাবিতে ॥
প্রেম সুধা লভিবারে, মন প্রাণ দিয়ে তারে,
শেষ বিচ্ছেদ পাথারে মরি ভাসিতে ভাসিতে ॥১১৭৪॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

ও সখি চল চল কেলী কাননে। গাঁথিব মালা অতি যতনে।
শারদীয় আগমনে, মাতিল সে নবঘনে,
ধরণীরে সাজাইব চারুভূষণে।
পলাশ কুসুমিত অশোক বিকসিত। সহকার মুকুলিত মাধবী সনে।
বিকচ কমল কুল, কলিকা পরিমল।
বাহিনী বহতী ধীর সমীরণে॥১১৭৫॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

অমর করেছ আগে প্রেম সুধাদানে,
এখন কি বধিতে পার বিচ্ছেদের বাণে।
পান করে যে প্রেমামৃত, তার কি আছয়ে মৃত
রহে কেহ ছিন্নামৃত বেঁচে আছে প্রাণে প্রাণে ॥১১৭৬॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

সে কেন সই করেলো প্রণয়।
রাখিতে যে নারে প্রেম এমন যে দুরাশয় ॥
প্রেম যে কেমন ধন, কি জানিবে সে দুর্জ্জন,
বানরে মুক্তা কখন, যত্ন করি নাহি লয় ॥১১৭৭॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হায় আমার রে! কোথা রল সে জন।
সেথা কোথা আমি কোথা সদা মন উচাটন।
নব অনুরাগ ভরে, নিজ মন দিলেম পরে,
না জানি কি হবে পরে, মন কপাল লিখন ॥১১৭৮॥

সিন্ধু কাফি—মধ্যমান।

অকারণে কেন হায়! নাথ ভুলিলে আমায়।
জানিনা কি দোষ আমি করিয়াছি তব পায় ॥
বিদায় হবার কালে, কত আশা দিয়াছিলে,
সকলি কি বিস্মৃত হলে?
আমি তো পারি না হে নাথ! তিলেক ভুলিতে তোমায় ॥১১৭৯॥

বেহাগ—একতালা।

মায়ার মুরতি হায়! বুঝি আজ ছেড়ে যাবে গো,
তিলেক না হেরে যাবে এ বিপিনে, উচাটন প্রাণ কিছুতে না মানে
ছেড়ে গেলে বল থাকিব কেমনে,প্রাণ বিনে দেহ থাকে কি গো ॥১১৮০॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

জানিরে তোরে যত ভালবাস মোরে।
জানাতে হবেনা আর, জেনেছি সব ব্যবহারে।
যখন প্রথম মিলন, করেছিলে প্রাণপণ,
চাতুরী কেন এখন, এ সব কপালে করে ॥১১৮১॥

বসন্ত বাহার—যৎ।

যে আমার মন ভুলালে, ত্বরায় সখি আন তারে!
বিলম্ব সহেনা তিলেক দেখিতে চায় প্রাণ তারে।
চন্দ্রমার প্রেয়সী অনেক, কুমুদীর কে বিধু বই?
য দিন বাঁচি তারি আছি কোরেছি প্রাণ দান তারে।
জাগিছে বঁধুর রূপ সদা মম অন্তরে।
যোগিনীর মত আমি সদাকরি ধ্যান তারে?॥১১৮২॥

ঝিঁঝিট— কাওয়ালী।

সাধ গো ছাড়িয়ে যাই সংসার কারা,
স্বাধীন পাখীর মত, সাধ হয় অবিরত,
বেড়াই গগন গায়, গীমে মাতোয়ারা।
অথবা প্রফুল্লমনে, সুন্দর গগনোদ্যানে,
ফুটে থাকি চিরতরে, স্নিগ্ধভাতি তারা॥১১৮৩॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

সুখের প্রণয় কেবল মুখের কথা নয়।
কথায় কথায় যে প্রণয় সে প্রণয় কদিন রয়॥
প্রেমের এই বিধান, দোহে দোহার তুল্য জ্ঞান,
একমন একপ্রাণ, (কেবল) দেহে ভিন্ন পরিচয়।
প্রকৃত প্রেমিকে কোথায়, প্রণয় প্রকাশে কথায়,
উভয়ে উভয়ে জানায়, ব্যবহারে সমুদয়।
উভয়ে উভয়ের পানে, চাহিলে স্থির নয়নে,
উভয়ে অমনি জানে, কার মনে কি ভাব উদয়॥১১৮৪॥

বেহাগ—ঠেকা।

আর না আর না সখি ওকথা বোলো না আর।
অভাগিনী এ দুঃখিনী ফিরিবে না কুলে।
সে ভেসেছে আঁধার সাগরে, নিরাশা আঁধার করিয়া সার।
হাঁসেনা এ কোন সুখে, কাঁদেনা সে কোন দুখে,
যালো সখি ফিরে যা, ফিরিতে বোলোনা আর॥১১৮৫॥

—০—

বেহাগ—ঠেকা।

ধিক্ ধিক্ মধুকরে! কে প্রেমিক বলে তায়?
কমলিনী ত্যজে যায় কেতকীতে আশা ধায়।

মধুলোভা মধু আশে, ভ্রমে নানা পুষ্প-পাশে,
লম্পট নাগর যথা নিত্য নব নব চায়—
একে প্রীতি নাহি যার, প্রণয়ে কি সুখ তার ?
এটা ছাড়ে, ওটা ধরে, কোথাও না সুখ পায় ॥১১৮৬॥

দেশ—

দে লো সখি দে পরাইয়ে চুলে, সাধের বকুল ফুলহার !
আধ-ফুট যুঁইগুলি, যতনে আনিয়া তুলি,
দেলো দেলো ফুলময় সাজে সাজায়ে আমারে সখি আজ।
ওইলো ওইলো দিন যায় যায়লো, এখনি আসিবে প্রাণ-নাথ।
যালো সহচরী ; এই বেলা ত্বরা করি, এখনি আসিবে প্রাণনাথ।
এই যে যামিনী এলো সে তবু এলোনা কেন ?
বুঝিবা সে দুখিনীরে আজি ভুলিয়ে গেল, বুঝিবা সে এলো না রে।
সখি তোরা দেখে আয় দেখে আয়।
নালো সখি না, ওই দেখ্ দেখ্লো, ওই যে আসিছে প্রাণ-নাথ।১১৮৭

বেহাগ।

বিরহ অনলে তনু হলো যে ভস্মরাশি
এই আরাধনা করি সমীরণে সম্ভাসি,
যদি বায়ু সখা হয়ে, এভস্ম কিঞ্চিৎ লয়ে,
দেয় নাথের অঙ্গেতে, এই মনে অভিলাষী ॥১১৮৮॥

ঝিঁঝিট - কাওয়ালী।

প্রাণ পতি বিনে সতীর বল কি আর আছে ধন।
পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান, পতি পতিত পাবন।
পতি যার বিমুখ হবে, কি সুখ তার ছার বিভবে,
সুখ কি তার সম্ভবে, বিফল তার জীবন ॥ ১১৮৯॥

হাম্বির—কাওয়ালী।

হোলনা লো হোলোনা সই ! (হায়)
মরমে মরম লুকান, রহিল, বলা হল'না,
বলি বলি বলি তারে কত মনে করিনু হ'লনা লো হ'লনা সই !
না কিছু কহিল, চাহিয়া রহিল, গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিলনা,
ফিরাব ফিরাব ব'লে কত মনে করিনু, হ'লনা লো হ'লনা সই ১১৯০

বেহাগ—আড়া।

এ জনমের তরে সুখ ফুরায়ে গিয়াছে সখি,
তবু ও এখনো হৃদে ! জ্বলিছে দুরাশা একি।
জানি এ অভাগিভালে, সুখ নাই কোন কালে,
দুরন্ত পিপাসা তবু, থামিবার নহে দেখি :
এত যে যতন করি, এ অগ্নি নিবাতে নারি,
প্রেমের সে দাবানল জ্বলি উঠে থাকি থাকি ॥১১৯১॥

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

প্রেমের কথা আর বলোনা।
আর বলোনা, আর তুলোনা।
ক্ষম গো সখা ছেড়েছি সব বাসনা।
ভাল থাক, সুখে থাক হে—আমারে—দেখা দিওনা,
দেখা দিওনা—নিভানো অনল জ্বেলোনা—
আর বলোনা, আর বলোনা, আর তুলোনা,
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা ॥১১৯২॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কত ভাল বাসি সেই প্রাণেরি ধনে।
যেজন মনে মনে কাড়ি নিল মম মনে।
দেখিছে সদা অন্তর, সেই রূপ মনোহর,
ভাবিছে সদা অন্তর, তাহারি সেই কারণে।
প্রাণেরি অধিক প্রাণ, সেধন আমারি প্রাণ,
ধন, জন, মন, প্রাণ, সকলি সেই কারণে ॥১১৯৩॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

প্রাণের লুকানো ব্যথা জানাব কেমন করে,
পারিলে হৃদয় ছিড়ে দেখাতেম সখি তোরে।
যে জ্বলন্ত অনল মোরে, দিবানিশি প্রাণ পোড়ে,
হায়রে কে সাধ করে, ঢাকি ঢাকি রাখে তারে।
জাননাত সরলারে, জানাতে পারিলে পরে,
প্রশমে যাতনা কত, ঢাকিলে কত যে বাড়ে।
কতত জানাতে চাই, কতত বুঝাতে চাই,
পারিবনা বুঝাইতে, পারিবেনা বুঝিবারে ॥১১৯৪॥

বেহাগ।

সর্ব্বস্ব ধন দিতে পারি মন যদি মিলে।
প্রেমেতে সকলি হয়, বিবাদে কি মিলে।
অপ্রেমে কি ফল ফলে?
বলির প্রেমে হরি দ্বারী, রাধার প্রেমে হন ভিখারী,
তারার প্রেমে ত্রিপুরারী পড়ে আছেন চরণতলে॥১১৯৫॥

খাম্বাজ—একতালা।

কেরে বনবাসিনী বালা। যেন ভুপতিত, নক্ষত্রেরি মত,
রূপে বনরাজি করেছ আলো॥
বিম্বাধরে কিবা বিষাদ হাসি, নিতম্বে দুলিছে চিকুর রাশি, আভরণ হীনা
সোণার প্রতিমা, হরিত সাগরে সোণার ভেলা।
কে আনিল হেথা, এহেন রতন,
কি ভাবনা মেঘে ঢাকা ও বদন, হেরে কি,
লাগিয়ে, কি ভাবে ডুবিয়ে, অনন্ত সাগর লহরী লীলা॥১১৯৬॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সখি! সে কি তা জানে।
আমি যে কাতরা তারি বিরহ বাণে
নয়নেরি বারি, নয়নে নিবারি পাশরিতে নারি সেই জনে।
এখনও রয়েছে প্রাণ তাহারি ধ্যানে॥১১৯৭॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

তারে ভুলিব কেমনে?
হৃদয় সঁপেছি যারে আপনারি জ্ঞানে!
আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেমতুলি করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি এঁকে, অতি যতনে॥১১৯৮॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

(আয়লো অলি কুসুম তুলি—সুর)

নীল আকাশে ফুটলে হেসে বিকচ কমল,
চকোর করিছে পান সাধে পরিমল।
রজত জোছনা নীরে, ভাসিতে ধরনী তল
নাচিছে তটিনী জল, আনন্দে বিহ্বল।
শীতল অনিলে মিলি, বহিছে চাঁদের হাসি,
বহিছে প্রমোদ রাশি, শান্তি নিরমল॥১১৯৯॥

ঝিঁঝিঁট—কাওয়ালী।

বসন্ত অনিল ! মৃদু সুকোমল, যাও যাও ত্বরা প্রিয়ের কাছে।
কোমল কুসুম, পিও সেস্তনীর, বহে যাহা প্রিয় সখার লাগি,
কহিও বুঝায়ে, যোঝে যেন বঁধু, আমি তার, চির জনম তরে ॥১২০০॥

—০—

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

লুকায়ে লুকায়ে থাক মন আঁখি জল।
প্রাণের নিভৃত কক্ষে তব বাসস্থল॥
গভীর নিশীথে যবে, সকলে ঘুমায়ে রবে,
আঁধারে তখন ধীরে ঝোরে অবিরল।
সকলের হাঁসি হেরি, যেন গো হাঁসিতে পারি,
প্রাণের এ সাধ যেন না হয় বিফল।
পরের নয়ন ধারে মিশেছিস্ বারে বারে,
আবার মিশিবি তোরে কে রোধিবে বল ?
কিন্তু যবে চারি পাশে, সবে খেলে সবে হাসে,
সে সময়ে পারি যেন হাসিতে কেবল ॥১২০১॥

ঝিঁঝিঁট—অড়াঠেকা।

হায় ! কবে নাথ সনে হইবে মিলন,
আশার আশায় আর দেহে না রহে জীবন।
মম হৃদে নিরন্তর, আছে সে নিরন্তর,
তবু কে এ অন্তর, হইতেছে জ্বালাতন ॥১২০৩॥

—০—

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

আজি এ বিপিনে প্রাণ উথলি উঠিছে গেরে,
আপনি নয়ন ধারা-বহিছে সহস্র ধারে।
এই সে কুসুমবন, সেই তরুলতাগণ,
কালেতে বেড়েছে কেহ, কেহ বা রয়েছে মরে;
শত সরোজেরদল, ছেয়েছে সরসী জল,
শতেক কানন পাখী গাইছে শাখীর শিরে,
তবু সব শূন্য প্রায়, প্রতি পাদপের গায়,
কালের করাল মূর্ত্তি বিকট ভ্রূকুটী ভরে।
গিয়েছে শৈশব সখা, আর না পাইব দেখা,
আর না খেলিব উভে এ কই তরুতলে।
দুটী কলি বাপী জলে, এক সঙ্গে খেলে দুলে,
আমিই একাকী হেথা, ভাসিব নয়ন নীরে ॥১২০৪॥

সরফরদা—

নিতান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলেম আপনি,
দেখ বা না দেখ আমায় দেখিব ও মুখ খানি।
মনে করি আসিবনা এমুখ আর দেখাবনা,
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে, কেন যে তা নাহি জানি।
এসেছি দিবনা ব্যথা, তুলিবনা কোন কথা,
সাধিবনা কাঁদিবনা—যাব এখনি।
যেথায় আছ সেথাই থাকো আর কাছে যাব নাকো,
চোকের দেখা দেখব শুধু—দেখেই যাব অমনি ॥১২০৫॥

বেহাগ।

কেন থেকে থেকে প্রাণ আকুল ব্যাকুল হয়।
কেন চারিদিক হেরি তমোময় শূন্যময়।
বিদরিয়া হৃদি তটে, সহস্র তড়াগ ছোটে।
ভাঙ্গিয়া ধৈর্য্যের বাঁধ বিষাদের নদী বয়।
নীরবে হৃদয় তলে, যেন তুষানল জ্বলে
আশায় রহেনা সুখ, বিপদে না রহে ভয়।
সবি অন্ধকার যেন, অন্ধকার প্রাণ মন
নৈরাশ ঔদাস্য দূরে সর্ব্বক্ষণ জাগিয়ে রয় ॥১২০৬॥

খাম্বাজ—মধ্যমানের ঠেকা।

সকলে কি পারে প্রেম করিতে প্রাণ!
সে পারে—যে পারে হেসে গরল করিতে পান।
অরসিক প্রেমিক যারা, বিরহে ব্যাকুল তারা
প্রকৃত প্রেমিক সহে, নীরবে বিরহ বাণ।
দেখ তার নিদর্শন, প্রেমিক পতঙ্গগণ,
প্রেমে প্রমত্ত এমন, অনলেতে ত্যজে প্রাণ ॥১২০৭॥

—০—

ললিত—আড়া।

অনন্ত সুনীলাকাশে কে বেড়াবি আয়রে।
কে ফুটে থাকিবি ফুল গগনের গায়রে?
অসীম এ নভঃস্থলে, খুলে পক্ষ হেলে দুলে
কে খেলিবি পাখী হয়ে, নিরমল বায়রে।
যেমন মানস-সরে, সলাজ লাবণ্য ভরে
অর্দ্ধ-স্ফুট কমলিনী সমীরে খেলায়রে ॥১২০৮॥

বেহাগ—অড়াঠেকা।

কেনই বা ভুলিব তোমায়, কে ভুলে হৃদয় ধনে ?
শূন্য হৃদয় লয়ে কি সুখে বাঁচিব প্রাণে ?
আশাতে নিরাশা হলে, তোমারে কি যাব ভুলে,
সে তো নয়রে ভালবাসা, সুখ-আশা সংগোপনে।
রাখিবনা সুখ-আশা, চাহিবনা ভালবাসা,
ভালবেসেই ভাল রব মনে মনে।
প্রেমের প্রতিমা খানি দলিত হৃদয়ে আনি
জীবন-অঞ্জলি দিয়ে পূজিব অতি যতনে ॥১২০৯॥

ললিত—আড়া।

এ হৃদয় ফুল সখি শুকায়ে পড়েছে ওরে
কেমনে কুসুম তুলি বললো প্রমোদ ভরে।
বিমল এ জ্যোৎস্নায়, সুমন্দ এ মৃদু বায়,
দলিত কুসুম কলি, আর কি উঠিতে পারে।
নাহিক সুরভি হাস, অকালে কীটের বাস,
যতনেও তোল যদি, পাপড়ী গুলি যাবে ঝরে ॥১২১০॥

মিশ্র—

না জানি কি গুণ ধরে মুখখানি তোমার
যত দেখি তত সাধ দেখিতে আবার।
এক দৃষ্টে চেয়ে রই, মনে মনে হারা হই
তবুও পলক নাহি নয়নে আমার ॥১২১১॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

বিরহ বেদনা কেমন।
সে জানে বিরহানলে জ্বলে যার মন।
দহন দাহন ক্লেশ, সেই জানে সবিশেষ,
বারেক দহনে দগ্ধ, হয়েছে যে জন ॥১২১২॥

খাম্বাজ—তেতালা।

একি হলো দায়, সেতো নাহি ফিরে চায়,
তবু তারে অনুক্ষণ নয়ন হেরিতে চায়।
যদি আঁখি মুদে থাকি, অন্য দিকে মন রাখি,
তবুও যে পোড়া আঁখি স্বপনেতে হেরে তায় ॥১২১৩॥

সোহিনী বাহার—আড়া।

আমি ভাবি যার ভাবে, সেত তা ভাবে না।
পড়ে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞ্ছনা।
করিয়ে সুখেরি সাধ, একি বিষাদ ঘটনা।
বিষম বিবাদি বিধি, প্রেম নিধি মিলিল না।
ভাবলাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা।
কেঁদে আছি ম্রিয়মাণ বুঝি প্রাণ রহিলনা॥১২১৪॥

বসন্ত বাহার—জলদ তেতালা।

বসন্তে কি শোভা, অতি মনোলোভা,
কুঞ্জে কুঞ্জে দেখ ফুটিল নানা ফুল।
মন্দগমন, সুরভি পবন, প্রমোদ কানন সমাকুল।
জাতী যুথী বিকশিত পলাশ কাঞ্চন,ভমরা গুণ্ গুণ্ স্বরে করিছে ভ্রমণ
কুহু কুহু কুহু স্বরে কোকিলে করে আকুল।
চল চল চল সখি যতন করিয়ে,মালতী মল্লিকা চাঁপা সেউতী তুলিয়ে,
গাঁথিব বিচিত্র মালা মত্ত যাহে অলিকুল॥১২১৫॥

ঝিঁঝিঁট—মধ্যমান।

এই তো সে কুসুম কানন গো।
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষ রতন।
সেই পূর্ণ শশধরে সেইরূপ শোভাধরে
সেইমত পিকবরে স্বরে হরে মন।
সেই এই ফুলবনে মলয়ার সমীরণে
সুখোদয় যারমনে কোথা সেই জন?
প্রাণনাথে নাহি হেরি নয়নে বরিষে বারি
এত দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন॥১২১৬॥

মুলতানী—জলদ তেতালা।

সাধ মনে মনে—রাখি সতত সাধেরি ধনে হৃদয়ে গোপনে।
যেন এসুখ মিলন প্রতিবাদীজন, কেহ নাহি জানে॥
প্রেমদেবে মনোপুরে পুজা দিব মনঃপুরে;—
মাখি কুসুম পরাগ চিত্ত অনুরাগ সোহাগ-চন্দনে।
কুমুদী জানিবে বলি, মুদিত কমলে অলি
তার হৃদয়কন্দরে যেমন বিহরে মত্তমধুপানে॥১২১৭॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি হেরিলাম আহা মরি! কিবা রূপের মাধুরী।
আসিতে না পারি ফিরে, এলেম ধীরে ধীরে।
দেখিতে রূপ প্রাণভরে, পারিনাহি লাজভরে;
যদি বিধি দয়া করে, পুনরায় দেখায় তারে,
লাজের মুখে ছাই দিয়ে চাইব ফিরে ফিরে॥১২১৮॥

পিলু—যৎ।

সই লো, পরম পীরিতি রতন।
যে রতন পেলে, দুই জনে মিলে, হয় সুখ-সাগরে মগন।
হয় সুখ জ্ঞান, পর লাগি প্রাণ, অকাতরে দিতে বিসর্জ্জন।
পর গুণে গুণী, পর কানে শুনি, দেখি দিয়ে পরেরি নয়ন।
যে প্রেম পরশি, কত হলো ঋষি, কত হলো যোগী মহাজন॥১২১৯॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রেমিক যে, দেখে না নয়নে রে, শ্রবণ ত করে না শ্রবণে।
প্রেমিক দেখে শুনে মনে, প্রেমিকের ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে।১২২০॥

পূর্ব্বরাগ।

—০—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন হেরেছিলাম তারে।
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে॥
সহজে অবোধ মন না জানে প্রেম কেমনে
সাধে হয়ে পরাধীন নিশিদিন ভাবে পরে।
কত করি ভুলিবারে মন তাতো নাহি পারে
যবে যে ভাবনা করে সে জাগে অন্তরে।
সরমে মরম ব্যথা নারি প্রকাশিতে কোথা
জড়ের স্বপণ যথা, মরমে মরি গুমরে॥১২২১॥

বেহাগ।

প্রাণয় যেমন আছে কি তেমন মিথিলে মতেতে মনে?
মানুষের সুখ কোথা বল দেখি প্রেমের লালসা বিনে,
প্রাণ থেকে যদি প্রেমতুলে লও প্রাণ থেকে সুখ লইবে ছিনে॥১২২৩॥

গৌরী—ঢিমা তেতালা।

কে তুমি হে কাননে, বংশীধারী মনোহারী বসিয়ে গিরি নির্জ্জনে ?
মোহন মুরলীতানে মধুর সুস্বরগানে যুগল শরসন্ধানে
বিঁধিলে কুরঙ্গী জনে।
শুনিয়ে চিত চমকে আশা দামিনীনলকে পুলকে প্রতিপলকে
আপনা পাসরি মনে ॥১২২৪॥

গৌরসারং—তেতলা।

আর কেন ব্যাকুল প্রাণনাথ ? যাই যাই যাই তব পাশে এখনই।
তব আকর্ষণে আজি, প্রাণনাথ, সব বন্ধন ছেদন হল ॥১২২৫॥

লুম—যৎ।

আর কি কব তোমারে ?
যে জন পীরিতে রত, সুখ দুঃখ সহে কত পরেরি তরে।
সুধাকর প্রেমাধিনী, অতি সুখী চকোরিণী,
কভু হয় বিষাদিনী বিরহ-শরে।
নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয়-রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদনীরে।
প্রেম সমভাব নহে, কভু সুখ ভোগে রহে,
কভু বা বিরহ দহে নয়ন ঝরে ॥১২২৬॥

ভৈরবী—আড়া।

জনমের মত সখা বিদায় দেহ গো মোরে,
এই দেখা শেষ দেখা আর দেখা হবে না ফিরে।
ও মোহন মুখ শশী, ওই মধুময় হাসি,
জন্ম শোধ শেষবার দেখে নি নয়ন ভোরে।
অঙ্কিত যে ও মুরতি হৃদয়ের শিরে শিরে,
জীবন মুছিবে তবু ও ছবি মুছিবে কিরে !
নয়নে দেখি না দেখি, তবু ও দূরেতে থাকি,
যতনে পূজিব ছবি অভাগীর অশ্রুনীরে।
তাতেই ভুলিয়া রব, তাতেই প্রাণ স'পিব,
স্মরণের সুখে সুখী রহিব অন্তরে ॥১২২৭॥

থাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রাণ যারে চায়, প্রেম পিপাসায়, সে যদি আমায় আপনি চায়।
অখিল সংসার, সুখের ভাণ্ডার, প্রেম পারাবার ভাসিয়ে যায় ॥১২২৮॥

বাঁরোয়া—ঠুংরি।

হৃদয় শশী কোথা হে এখন।
দেখে যাও নাথ যায় এ জীবন।
বিষাদ আগুন মনে, জ্বলিতেছি অনুক্ষণে,
মন প্রাণ সে আগুনে, হতেছে দহন।
নাথ আশা নাহি আর, কেন বৃথা বহি ভার
দুঃখের জীবন আজি দিব বিসর্জ্জন ॥১২২৯॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

এবার মিলন হলে তারি সনে, সই কখন বিচ্ছেদ আর করিবনা জেনে।
অনুকূল হয়ে বিধি, যদি দেয় সে গুণনিধি,
মন-সূতা দিয়ে বাঁধি, অতি যতনে।
মনে মন মিলাইয়া, রাখিব তায় ভুলাইয়া,
অন্য স্থানে যেতে তারে নাহি দিব প্রাণপণে ॥১২৩০॥

পিলু—যৎ।

পূজিব পীরিতি প্রেম-প্রতিমা করে নির্ম্মাণ।
অলঙ্কার দিব তাহে, যত আছে অপমান।
"গঞ্জনার করি ডালি" কলঙ্কে পূরি অঞ্জলি,
বিচ্ছেদ তার দিব বলি, দক্ষিণা করিব এ প্রাণ ॥১২৩১॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেমনে বুঝাব মনে—এ মনে।
অধীর আমারি মন, আজি প্রবোধ না মানে॥
যাঁর লাগি মম প্রাণ, অনুদিন হয় ক্ষীণ,
নাথেরে পাইব পুনঃ আশানাহি এক দিন.
দুঃখিনী আমা মতন, কেহ নাই একদিন,
দুঃখিনী আমা মতন, কেহ নাই এভুবনে ॥১২৩২॥

চিতাগৌরী—আড়াঠেকা।

হেরিয়ে দিবা অবসান। শাখী পরে পাখীকুল করিতেছে গান।
প্রফুল্লিত কুমুদিনী, বিষাদিত নলিনী, ভ্রমরের ব্যাকুল পরাণ।
ভাবী বিচ্ছেদের তরে, দারুণ দুখ ভরে,
চক্রবাক বিরস বয়ান ॥১২৩৩॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

যদি যাবে কবে আসিবে বলে যাও।
প্রবঞ্চনা কর যদি এ অধিনীর মাথা খাও।
সেই দিন মনে করি, রহিব হে প্রাণ ধরি,
নতুবা হে প্রাণে মরি, শেষ দেখা তোমার আমার ॥১২৩৪॥

পিলু—যৎ।

আগে যদি জানিতাম কপাল আমার;
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার ॥
যত ফে'ল আঁখিজল, তত হইল প্রবল,
এখন লতাভরে, তরু মরে, কে করে বিহিত তার ॥১২৩৫॥

পিলু—যৎ।

প্রণয় মোর সাগর তুল, সে কি অনাদরে শুকাবার।
বর্ষয়ে ভানু অনল যদি, না তাতয়ে সাগর মাঝার ॥
সখি! কতদূরে ভানু রয়, সাগর তাহে কাতর নয়।
প্রসারি সে অগাধ হৃদয়, তবু তারে দেয় উপহার ॥১২৩৬॥

জংলা ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

অবলা সরলা সুধী কুলবালা কেন মোরে দেখা দিল।
যেন কোন ফুল সুধাংশু কিরণে বিজনে শোভিতেছিল ॥
ভুবনে সে রূপ বুঝি নিরুপম, নিরখি যাহারে মন উচাটন,
যার লাগি সদা ঝরে দুনয়ন, কেন আঁখি নেহারিল।
বিধি গড়েছিল কোমল কমলে, পুনঃ তারে কেন কণ্টকে সাজালে,
হবেনা যখন, আমার সেজন, তবে কেন মজাইল ? ১২৩৭॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

প্রাণপণে প্রাণ স'পিলাম যারে সেই হন্তারক প্রাণে।
কাঁদিব আর কার কাছে, কে আর আমার কাছে,
যারে পূজি হৃদি মাঝে সেই বজ্র হৃদে হানে ॥১২৩৮॥

জংলা ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

আমারি আমারি তুমি যে আমারি জানিতে কি বাকি আর।
মুখে তব মৃদু মধুর হাসি, অন্তরে রেখেছ হলাহল রাশি,
জানা গেছে তব ভালবাসা বাসি, এখন না ছাড় ছল ॥১২৩৮॥

পিলু—যৎ।

আমার সাধের পূর্ণিমার চাঁদ ফুট্‌লো বুঝি আকাশে ঐ,
জ্যোৎস্না হাসি ঢালছে শশী প্রাণে ফাঁসি দিলে যে সই।
সবাই হাস্‌ছে ও রূপ দেখে, সবাই উজল ও রূপ মেখে.
হাস্‌ব বলে এসে শেষে কেঁদে কেন সারা হই॥১২৪০॥

ললিত ভৈরবী—একতালা।

কি আর গাইব, কারেবা শুনাব, প্রাণভরা ভালবাসা?
সুরভরাবীণা খসিয়ে পড়িল।
হৃদয়ে লুকাল আশা।
থাক্ থাক্ বীণে! নীরব হইয়ে আমিও নীরব এবে;
মরমের তার গিয়েছে ছিঁড়িয়ে কে আর বাঁধিয়ে দিবে!
মনেই রহিল মনের বাসনা।
মুখে না ফুটিল ভাষ;
সুরভরা বীণা সহিত ভাঙ্গিল বুকভরা ভালবাসা।
প্রাণের কোকিলা! আর কি গাইবি আমার গানের তানে?
সাধের হাসনি আর কি হাসিবি প্রাণ মিলাইয়ে প্রাণে?
না ফুটিতে ফুল, খসিল মুকুল, মিশা'ল ছবির ছায়া;
কে হেন নিঠুর একাজ করিল। নাই কিরে দয়ামায়া॥১২৪১॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

তোমার যুগলপদ দিবানিশি সেবা করি,
তোমার প্রসাদে সদা সিথীতে সিঁদূর পরি।
দাসীরে আশীষ কর, তোমাধনে নিরন্তর,
অবিবাদে, অবিপদে, নয়নেতে যেন হেরি॥১১৪২॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

যারে তারে কেউ ভালবাসা দিস্‌নে।
যদি ও সর্ব্বস্ব দিস্, তবু ভালবাসা দিস্‌নে॥
ভালবাসা অমূল্য ধন, এর যোগ্য বিশ্বাসী জন।
অবিশ্বাসী করে দিয়ে, এর অপমান করিস্‌নে।
যে কেউ ভালবাসে তোরে, পরখ্ কর্ তায় নিক্তি ধরে,
তবে ভালবাসিস্ তারে, তা নইলে ভুলিস্‌নে॥
আগুপাছু না ভাবিলে, আমার মত পলে পলে,
ভাস্‌তে হবে নয়ন জলে, রূপ দেখে মজিস্‌নে॥১২৪৩॥

টৌড়ি—একতালা।

মন-হরিণী আমার মন বনে পশিল,
মম ধৈর্য্য-তৃণ সব উন্মুলন করিল;
পাতিয়ে স্বপন পাশ ধরিতে করিনু আশ,
তাহাতে নিদ্রার ফাঁস অমনি খসিল ॥১২৪৪॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

তারে ভুলিব কেমনে?
দিবানিশি সেই রূপ জাগিচে মনে।
ছার লোকলাজ ভয় কিম্বা গুরু গঞ্জনায়,
কেমনে ছাড়িব হায়! আমার সেই প্রাণধনে–
সে মোহন সুধা হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই দেখিবারে আসি, নিবারণ কেবা শুনে ॥১২৪৫॥

টৌড়ি—একতালা।

অয়ি অয়ি প্রাণ প্রিয়ে! বিধাতা কি নিধি দিয়ে
তোমার এ মুখ ছবি করিল স্বজন লো?
কি দিয়ে নয়ন দুটি (যেন নীলোৎপল ফুটি!)
গড়িল গড়িল এই হাসি সুশোভন লো?
কি হেন জগতে আছে, ভজনীয় তব কাছে?
যা হেরি কিছুই নয় অসার কেবল লো!
ভাবিতাম আগে বটে, শোভাই চিত্রিতপটে।
কিন্তু হেরি মুখ তব তা ভাবা বিফল লো।
বিশেষ তোমাতে প্রিয়ে সেটি কি যাহাতে
জুড়ায় আনন্দময় নিরখি ভুবন লো?
কি নিধি সে বিধাতার নাহিক তুলনা যার?
বুঝেছি প্রেয়সি সেটি 'প্রণয় রতন' লো ॥১২৪৬॥

জংলা ঝিঁঝিঁট—আড়াঠেকা।

আগে করিয়ে যতন, কেন মজাইলে মন।
প্রেম ফাঁসি গলে দিয়ে বধিলে জীবন।
ভাল ভাল ভাল হ'ল, দুদিনে সব জানা গেল,
দিলে ভাল প্রতিফল, রহিল স্মরণ ॥১২৪৭॥

জংলা ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

প্রণয়-বারিধি মাঝে সুখ নিধি যদি চাহ,
একজনে প্রাণ সঁপি একেরি হইয়া রহ॥
একান্ত যে একে মজে, কভুনা দ্বিতীয়ে ভজে,
পবিত্র সুখ-সরোজে বিরাজে সে অহরহ॥
নিতান্ত যে ভাগে ভাগে, অংশ করে অনুরাগে,
বিরাগ ঘটে সোহাগে, যাতনা তার দুঃসহ॥১২৪৮॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

স্বভাব যার যেমন, বিকৃতি নহে কখন।
চন্দন কি ত্যজে গন্ধ করিলে শত ঘর্ষণ॥
সুমধুর ইক্ষুদণ্ড, করিলে তার খণ্ড খণ্ড,
সে কি কভু ত্যজে তার, সুমধুর আস্বাদন?
সুবর্ণ-কান্তি কাঞ্চন, করিলে তাহা দাহন,
সেত নাহি পরিহরে চারু কান্তি সুদর্শন।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে হিমাদ্রি কি তাপে তাপে—
জলধি কি বাত্যা যাতে স্বকুল করে লঙ্ঘন॥
তাই বলি সুবদনি! যদি তোর গুণমণি,
করে থাকে অপরাধ স্বগুণে কর মার্জ্জন॥১২৪৯॥

ইমন কল্যান—আড়াঠেকা।

চল উপবনে, কুসুম যতনে তুলিয়ে, গাঁথিব চারুহার,
জীবন-জীবন-গলে, পরাইয়ে কুতুহলে,
জীবন জুড়া'ব লো আমার॥১২৫০॥

মলু ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কেন আঁখি জলে ভাসি; লো সই, বলিবনা কারে বিধাতা বই॥
বলিব তখন সময় পেলে; জানিবে তখন সময় এলে॥১২৫১॥

কালাংড়া—খেম্‌টা।

(সখি) সতীর জীবন পতি, হৃদয় পূষণ।
পতির সেবায় সুখী সতীর জীবন।
কি ছার ত্রিদিব পদ, যে পদ পতির পদ;
রমণীর সতী নাম পতির কারণ॥১২৫২॥

লুম ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

বল, সই, কি কারণ দিবস যামিনী,
বিরলে নয়ন জল ফেল, সুভাষিণি ?
সোণার কমল সম, মুখ তব অনুপম,
কি লাগি মলিন হেরি. কেন বিষাদিনী ?।১২৫৩॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

পতি বিনে অবলার ভুবনে কে আর ?
ল'য়োনা সেধনে হরি করি দেব, অবিচার !
প্রাণনাথে দাও ফিরে, বরঞ্চ এ অভাগীরে,
ভবালয়ে ল'য়ে চল—অকূল জলধি-পার ॥১২৫৪॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

জীবন না যায় রে ! যায় দিন যায়, দিনমণি যায়, নিবিয়া রে !
সাগর নীলিমে, বাড়ব অনল, মিশিয়া মিশিয়ারে।
যায় দিন যায়, দেখিতে দেখিতে ছায়াতে মিশায়রে।
সকলি ত যায়, কেবল দুখের জীবন না যায়রে।১২৫৫॥

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

কি সুখ জীবনে আর, হে সখি, আমার গো !
জীবন-রতনে আমি পাব কি আবার গো ?
বল, সখি, দুখিনীরে, অতল সাগরনীরে,
হারা'লে অমূল্য নিধি পুনঃ কি পাবার গো !
প্রাণনাথ ছাড়ি মোরে. অকালে অনাথা ক'রে
লুকা'লেন চিরতরে করিয়ে আঁধার গো।
বল না, কেমনে তবে দুখিনী বাঁচিয়ে রবে
ত্যজিব এ পোড়া প্রাণ, পাপ দেহ ভার গো।১২৫৬॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

সে কি নিবিবার আগুন।
নিবাইতে গেলে পরে বাড়ে যে দ্বিগুণ ॥
নির্ব্বাণ হইবে তবে, এ হৃদিপিঞ্জর যবে,
প্রবল চিতা—অনলে, পুড়ে হবে চুণ ॥১২৫৭॥

ললিত।

পতি সনে যেতে বলে সতীর কি দুখ হে?
ত্যজি কায়া কভু ছায়া যেতে কি বিমুখ হে?
স্বামী সহ অহরহ সতীরই সুখ হে!
কমলিনী হরষিণী হেরি রবি মুখ হে॥১২৫৮॥

সাহানা—যৎ।

আমরি কি বনশোভা মনোলোভা হয়েছে।
ঘন ঘন তরুগণ ঘন সম ছেয়েছে।
বনলতা বনবালা, জড়াইয়ে ডালপালা,
পতিবুকে মুখ রাখি, মুখে চেয়ে র'য়েছে।
আমি যার বনলতা, আজি তিনি এলে হেথা,
তরু-লতা-প্রেম-গাঁথা শুধাইব হরিষে;—
কোয়েলা আবার তায়, দিতে সে কথার সায়,
দেবদারু-তরু শাখে সরু ডাকে ডেকেছে॥১২৫৯॥

সুরট মোল্লার—আড়া।

বিজন বিমনে বসি কেরে বিপিন বাসিনী,
এনব যৌবনে বল কি দুঃখে হলে যোগিনী।
ত্যজি লোক সমাগমে, কেন এলে বনাশ্রমে।
কনক ত্যজিয়ে হলে বনফুলে সোহাগিনী।
মনের মানুষ কিরে, মিলেনা লোকমাঝারে।
বনদেবতার কাছে হয়েছ তাই ভিখারিণী॥ ১২৬০॥

বিরহ।

এই খেদ তারে দেখে মরতে পেলেম না।
আমায় চাক্ না চাক্ সদা সুখে থাক্,
কেন দেখা দিয়ে, একবার ফিরে গেলনা।
জীবন থাকিতে প্রাণনাথ, যদি নাহি এলো নিবাসে।
লুব্ধ আশা দিশে সে, কেন রইল প্রবাসে।
আমি সেই আশা বৃক্ষে সদা দিয়ে অশ্রুজল।
স্বজিলাম সই, কই হোলো সুখ ফল॥
তরু সমূলে শুকালো, শেষে এই হোলো
সই, কালো কোকিলেরি রবে প্রাণ বাঁচেনা॥১২৬১॥

বিরহ।

থাক্ প্রাণ, প্রাণনাথ যেন সুখে রয়।
থেকে দেশান্তর,দহে নিরন্তর, তারে নিন্দেকরি পাছে পতি নিন্দে হয়।
আমি মরি সহচরি তাহে করিনে সে ভয়।
দেখ আমি মোলে কত শত মিলবে তার,
সখি সে বিনে, কে, আছে গো আমার।
আমায় ত্যজিলে ত্যজিতে পারে, কে দুষিবে তারে সই,
আমার পূজ্য ধন বই তো ত্যজ্য ধন নয় ॥১২৬২॥

বিরহ।

যে করেছে যাহার সহ পীরিতি ব্যাভার,
সেই সে বুঝেছে সখি মরম তাহার।
পরেতে পরের মন, কে পেয়েছে কার?
প্রণয় কারণে, উভয়ের দোষ গুণ না করে বিচার ॥১২৬৩॥

বিরহ।

যার স্বভাব যা থাকে প্রাণনাথ, তাকি ঘুচাতে কেহ পারে?
নিদর্শন তোমারে ॥
শুনেছ কখনো, অঙ্গারের মলিনো।
ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে ॥১২৬৪॥

বিরহ।

সে যদি ভুলেছে আমারে, মনে না কোরে।
আমি কেমনে ভুলিব তারে ॥
পতি, গতি, মুক্তি অবলার।
সুখ মোক্ষ সেই গো আমার।
তাহার কুশল শুনে, কুশলে কুল রাখি ॥১২৬৫॥

বিরহ।

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি, বলি তোমাকে।
শুনেছ কখনো, জ্বলন্ত আগুনো, বসনে বন্ধনো রাখে ॥
প্রতিপদের চাঁদ, হরিষে বিষাদ, নয়নে না দেখে উদয় লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদ, কিঞ্চিৎ প্রকাশ।
তৃতীয়ের চাঁদ জগতে দেখে ॥১২৬৬॥

বিরহ।

ওরে প্রাণরে। গরিমা নাহি প্রেমিক দেহে।
প্রেমের অধীন হ'লে সকলি সহে॥
গুরুজনা গঞ্জনা দেয়, না হয় দুখী।
সদা বাসনা প্রিয়তমেরে দেখি॥
দিনান্তরে দেখা না হলে, মন প্রাণ দহে দোঁহাকার॥১২৬৭॥

বিরহ।

আমি তোমার মন বুঝিতে করিছি মানা।
দেখি আমায় কেমন তুমি ভালবাস প্রাণ॥
মনে আমার একবার নাহি বিভিন্নতা জ্ঞান।
অন্তরে হরিষ, মুখেতে বিষ, কপটে ঝ্‌রিছে এ দুটি নয়ান॥১২৬৮॥

বিরহ।

দৈব যোগে যদি প্রাণনাথ, হোলো এ পথে আগমন।
কও কথা একবার কও কথা, তোল ও বিধু বদন॥
পীরিত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি,
এমন তো প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি॥
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হোলো বিমুখ,
আমি সাগর সেঁচে কিছু মাণিক পাবনা॥১২৬৯॥

বিরহ।

কথায় কথায় কোরে অভিমান, তিলে কোরে বোসে তাল।
ও ধনি, না জানি, কেমন পুরুষের কপাল।
যদি পুরুষ পাতকী হবে, তবে পাণ্ডবেরা,
নারীর সঙ্গে বনে কেন বেড়াবে।
দেখ তারা একা নয়, হরি দয়াময়,
মানে ধোরেছিলেন ব্রজে রাধার পদদ্বয়॥১২৭০॥

বিরহ।

আগে তোমায় দেখ্‌লে সখা, হোতো পরম আহ্লাদ।
এখন তোমায় দেখ্‌লে ঘটে, হরিষে বিষাদ॥
এসো বসো বলা হলো দায়।
কি জানি কে গিয়ে সখা, বোলে দেবে তায়॥
সে তোমাকে, আমার পাকে করিবে লাঞ্ছনা॥১২৭১॥

বিরহ।

পীরিতে সই এমন বিরাগী হই।
ভাবি তার মুখ নিরখিব না।
এমুখ তারে দেখাবনা।
বিরহে প্রাণ গেলে তবু কথা কব না।
পুনো হলে দরশন করেরে কি গুণ, তখন সে মন থাকে না॥১২৭২॥

বিরহ।

আমার মন চাহে যারে,—তাহার রূপ নিরখিতে ভালবাসি।
যেবা যার প্রাণ প্রেয়সী।
নয়ন চকোর পিয়ে সুধা যার সেই জন তার শারদ শশী॥১২৭৩॥

বিরহ।

এই ভয় সদা মনেতে।
বিচ্ছেদ বা ঘটে পীরিতে॥
হতেছে এখন, নূতন যতন, কি হলে হবে শেষেতে॥১২৭৪॥

বিরহ।

আমিতো সজনি জানি এই। যে ভালবাসে ভালবাসি তায়।
পরেরি সনে করে প্রণয়, পরের লাগিয়ে প্রাণে মরি গিয়ে,
পর যদি আপনারি হয়।
আমারে যেজন করয়ে মমতা, সরলতা ব্যাভারেতে সই।
আমারি কেমন স্বভাব গো সখি। বিনা মুলে তার দাসী হই॥১২৭৫॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বিধি তোর একি কঠিন হৃদয়? অবলা পাইলে বুঝি কাঁদাইতে হয়॥
দিবা নিশি আঁখি ঝরে, তথাপি সাধ না পোড়ে
কোমল জীবনে আর কত জ্বালা সয়॥১২৭৬॥

বাহার—যৎ।

চললো সজনী সবে ভ্রমিতে কাননে।
দুলিতেছে লতা সব সুশীতল সমীরণে।
সরসে কমল কুল, সৌরভে করে আকুল,
তাহে গুঞ্জরিছে অলি, কি শোভা প্রমোদ বনে॥১২৭৭॥

গাড়া ভৈরবী—মধ্যমান।

রোগ শোক ভরা ধরাতে কি দুখ কভু ধরিত কত ?
রমণী মহৌষধ যদি নাহি থাকিত।
কি করে রোগ যাতনা, আপদ বিপদ নানা,
প্রেমময়ী নারী যদি বামে নয় বিরাজিত।
সে কি শোকানলে ডরে, যেবা সদা হৃদে ধরে
মমতা ঘটিত নারী হৃদি স্নেহ পূরিত।
দীনতা কি করে তার, আঁধার কুটীর যার
লক্ষ্মীরূপা নারী রত্ন অযত্নেতে শোভিত।
এই জীবন ঘোর মরু, বিনে এই সুখ-তরু,
জানি না এই দগ্ধ চিত কোথা আর জুড়াইত।
ভবের উদ্বেগ এত, না জানি কোথায় রহিত,
নারী বিধুমুখ যদি নাহি তাহে উদিত ॥১২৭৮॥

পাহাড়ী—একতালা।

বিষয় পিপাসা, সুখ লালসা নাহি হে মন মোহন।
বিজন বিপিনে, গিরি গহনে কি দুঃখ প্রাণ-রতন।
কোমল-কুসুম, সুখ-শয়ন বেশভূষা নাহি চাহি ;
না চাহি প্রাসাদ, রাজত্ব নাহি চাহি (শুধু) চাহি ও চারু চরণ ॥১২৭৯॥

ললিত—কাওয়ালী।

কি দোষে ত্যজিলে প্রিয়ে, এ অধীন জনে ?
প্রেমে বাঁধা আছে মন তোমারই সনে।
কি দেখিলে মম দোষ, তবে কেন বৃথা রোষ,
ক্ষণমাত্র অপরাধ পড়েনা ত মনে ॥১২৮০॥

কবির সুর - খেমটা।

যদি এসেছিলি যাবি বলে আস্‌লি কেন বল ?
এমন দগ্ধে মারার চেয়ে ভাল ছিল সে বিরহানল ॥
না দেখে তোরে একরূপ ছিলাম অন্তরে,
দুখে সুখে যাচ্ছিল দিন আজি কা'ল ক'রে ;
না মিটিতে আশা, ঘোর পিপাসা কেড়ে নিলি মুখের জল ॥
সাধ্ করে আপনি এলে হে গুণমণি,
সাধে তবে বিষাদ কেন কল্লে বল শুনি,
এ যে বিদ্যুৎ দেখা দিয়ে ওরে বাড়ালি আঁধার কেবল ॥১২৮১॥

যোগিয়া—কাওয়ালী।

পাষাণে বেঁধেছি বুক যাই প্রিয়ে যাই লো।
সব সাধ ফুরায়েছে কোন সাধ নাই লো?
কপট এ নিরমমে ভেবনা মানসে
জনমের তরে প্রিয়ে যাই তবে যাই লো ॥১২৮২॥

কাফি—ঝাপতাল।

এ সুখ বসন্ত সখি কান্ত কোথায় রে।
কান্ত কোথায় হায় নিতান্ত নিদয় রে ॥
এই যে সমীর, করে আমারে অধীর,
বহে কি তথায় রহে সে মোর যথায় রে ॥
চ্যুত মুকুল সৌরভ, গুঞ্জরে অলি সব,
কোকিল কুহরব জগত মাতায় রে;
এসুখ মাঝার, সে প্রাণ আমার।
মুনিজন মন লয়ে দিন গুয়ায় রে ॥১২৮৩॥

লুম ঝিঁঝিট—যৎ।

কুঞ্জে কুঞ্জে বাজিছে বীণা ঝঙ্কারি মরি রে।
উথলি উঠে সুরব সার পরাণ পূরি রে।
পবন কয় প্রণয় কথা কুসুম কাণে রে।
ভুবন ভরি মাধুরীময় আনন্দ আনে রে।
ফুঁ দিয়ে ফুলে উড়ায়ে অলি বিহরি আয় রে।
বিরহ-ব্যথা বিসরি সখি বিহরি আয় রে ॥১২৮৪॥

কোকভ—আড়াঠেকা।

একেলা ফেলিয়ে মোরে নাথ! কোথা পলাইলে।
বিষাদ-বারিধি-বুকে কেমনে ভাসায়ে দিলে ॥
ত্রিভুবনে অবলার কে আছে বলহে আর?
ও পদ বিনে যে দাসী জানেনা; (নাথ হে) অভাগীর অশ্রুজল
কে আর মুছাবে বল?
কে আর প্রবোধ দিবে তুমি যদি তোয়াগিলে ॥১২৮৫॥

বৃন্দাবনী সারং—খেমটা।

কূজে কোকিল কুহরি কিবা কাননে লো।
বিধু বিকাশে বিমল বিভা বিমানে লো।
জীবন জুড়াবে এস এস তবে বধু-বিরহ-বিধুরা বালা বিপিনে ॥১২৮৬॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

মনে মনে সাধরে।
কে আগে সাধিবে বল ঘটিল প্রমাদ রে।
নয়নেতে লাজ অতি, হৃদয় ব্যাকুল,
উভয়ে ছাড়িতে নারে মান অনুরোধ রে ॥১২৮৭॥

ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

পবন পরশে, হাসিছে হরষে তীরে তরুতলে।
লাজবতী লতা প্রেমপাশে বাঁধা কিবা কুতূহলে।
উদিছে উষা, ভালে ভানুভূষা ভূষিত ভূষণ।
এ মধু মিলনে, এস গো জীবনে জুড়াই জীবন ॥১২৮৮॥

ভৈরবী— জৎ।

সব সাধ ফুরাইল সব সুখ ঘুচিল।
বিষাদ—বাড়বানল প্রাণ বন দহিল ॥
মানস—কুসুম—কামি শুকাইল অকালে;
নিভিল আশার দীপ চির দুখ বেড়িল ॥১২৮৯॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

ঐ যায় যায় চায় ফিরে সজল নয়নে।
ফিরাগো ফিরাগো তারে মধুর বচনে ॥
হেরে ওরে ম্রিয়মান, দূরে গেল মম মান,
অস্থির হয়েছে প্রাণ প্রতি পদার্পণে ॥১২৯০॥

ভৈরবী—যৎ।

কুসুম নিযুক্ত কেন তরুর সেবায়, চাময়ে গৃহ মার্জ্জনি হেরিনি কোথায়।
জল সেক পরিশ্রম, শ্বাস বহিছে ঘন
ইন্দুমুখে বিন্দুঘর্ম্ম শোভে মুকুতারি প্রায় ॥১২৯১॥

কালাংড়া—একতালা।

না দিলে আপন মন পর মন কি পাওয়া যায়।
মনে মনে মিশাইলে উভয়েরি সুখোদয় ॥
রসিকের এই রীত, আছে জগত বিদিত,
পাইতে মনেরি মত সঞ্চিত ধনে বিলায় ॥১২৯২॥

সিন্ধু—একতালা।

কেন কি ভাবে এ ভাবে সখা আজহে উদয়।
রসহীন কেন প্রাণ মনস্থির নয়!
বিধুমুখের মধুর হাসি, দেখিতেছে ভালবাসি,
রাহুগ্রস্ত যেন শশী আছে মেঘাশ্রয় ॥১২৯৩॥

সুরট মল্লার -- আড়া।

দুরাশা এ, মন তব আকিঞ্চন বৃথা হয়।
দেব-সুদুর্লভ যাহা, অধমে তা কোথা পায় ॥
রূপবতী, সুশিক্ষিতা, মূর্ত্তিমতী সরলতা,
সর্ব্বগুণে বিভূষিতা, কেমনে পাশরি তায় ॥১২৯৪॥

বেহাগ—আড়া।

সখি এস এস কেলি কাননে। বিকশিত কুসুম রাশি হেরে মনে।
অশোক বিকশিত পলাশ কুসুমিত, সহকার মুকুলিত মাধবী সনে।
অলির ললিত রবে যেন ডাকে সবে,
চিত্ত হরষিত হবে সুখ-পবনে ॥১২৯৫॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

ভাবে বুঝি আমাহতে সে অধিক জ্বালাতন।
নৈলে কেন থাকে সদা হয়ে বিরস বদন ॥
তাহার বদন দেখি, প্রাণ কাঁদে ওগো সখি,
যদি হয় আঁখি আঁখি উভয়ে করি রোদন ॥১২৯৬॥

গাড়া ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রেম-ভিখারিণী তব ;—প্রাণেশ্বর।
বিনা ও প্রাণেশ-প্রেম বৃথা এ জীবন ভার ॥
হৃদয়-মন্দিরে হায়, প্রেমময় দেবতায়,
পুজিব প্রণয়-হারে, ছিল এ কামনা-সার।
হইল বিরোধী তায়, লাজ, অপমান-ভয়,
বিদরে এ ছার হিয়া, সহেনা সহেনা আর ॥
নাথ, সরোজিনী আজ, ধরি সন্ন্যাসিনী সাজ,
ফিরিবে দেশে, বিদেশে, কানন, গিরি-শিখর।
অথবা তটিনী-নীরে, ইহ জনমের তরে,
বিসর্জ্জিব, প্রাণনাথ, অসার মুরতি মোর ॥১২৯৭॥

বেহাগ—আড়া।

কি আছে কপালে মোর প্রাণ সখি নাহি জানি।
প্রাণেশ প্রমাদ গণি কেন কাঁদে মম প্রাণ ॥
হারাবে জীবন-মণি, দংশিবে বিচ্ছেদ ফণি।
অদয়,আকাশে যেন হতেছিল দৈববাণী ॥ (ওসই)
নিশিতে দেখি স্বপনে কে যেন আসি শ্রবণে।
বলে তোর পতি-ধনে হারাবিল অভাগিনী ॥ (ওসই) ॥১২৯৮॥

কালাংড়া—পোস্তা।

আর আমি প্রাণ দিবনা পরে।
পরের বেদনা পরে জানেনা, পরের মনে কল্লে প্রেম পারে থাকে না।
দু-দিন পরে সেই পর ভাবে পরস্পরে ॥১২৯৯॥

বাহার—ঝাঁপতাল

না হেরে তোমারে প্রিয়ে পেয়েছি যে যাতনা,
কে জানে বারিদ বিনে চাতকেরি বেদনা ;
সে মুখ সে মৃদু হাসি, ওগো শশীবদনা,
বিদেশে বিরলে আমার দিবানিশি জপনা।
তরল না হত যদি নয়নেরি ঝরণা,
গাঁথিয়ে পরা'তাম মালা মনে ছিল বাসনা ॥১৩০০॥

পুরবী—পোস্তা।

পুরিয়াছে মনোসাধ, পুরেছে বাসনা লো,
ফুরাইল ভালবাসা, ফুরাইল প্রেম আশা,
চলিল জীবন বুঝি, বড় দুঃখ মনে লো,
আর না দেখিনু, সখি, সেই মুখখানি লো ॥১৩০১॥

বেহাগ—আড়া।

এত দিনে প্রাণনথা বুঝিবা আমার হে,
এ সংসার নিকেতন ত্যায়াগিতে হয় হে।
জগতের সুখ সাধ, এ যে মম অবসাদ।
বিষাদ বিষম রাহু গ্রাসিয়াছে হায় হে।
মিনতি তব সদনে, ক্ষমি দোষ নিজ গুণে,
জনমের মত দীনে, দেহ হে বিদায় হে ॥১৩০২॥

ভৈরবী—পোস্তা।

সখীরে!—কেন লো দক্ষিণ বাহু সহসা যে নাচিল?
নাচিল দক্ষিণ আঁখি, আবার দক্ষিণে দেখি,—
ভুজঙ্গ, জম্বুক যেন পাশকাটি ছুটিল,
কেন হেন অলক্ষণ আজি সখি ঘটিল?
কেন লো সে মুখখানি সে চারু চন্দ্রিমা—
থাকিয়া থাকিয়া মনে, জাগিতেছে অনুক্ষণে,
পাষাণ-হৃদয়ে যেন অঙ্কিত সে প্রতিমা।
বিতাড়িছে মৃদু মৃদু ছড়াইয়ে গরিমা॥১৩০৩॥

ভৈরবী—পোস্তা।

আর না খেলিব আমি সংসারের খেলা লো;
প্রতিজ্ঞা করেছি মনে, চাহিব না কারো পানে,
কাঁদিতে দিয়েছে বিধি সতত কাঁদিব লো;
আর না তাহার কথা আমারে বলিস্ লো॥১৩০৪॥

বেহাগ—আড়া।

নবনলিনী নয়ননীরে, নিবার লো।
বপু বিনোদ বিপিনে, বিহার লো॥
বন ফুলহার, দিয়ে উপহার মনমোহন বদনে আবর লো॥১৩০৫॥

ভৈরবী—পোস্তা।

মিছা মিছা কেন তুই আমারে জ্বালাস্ লো?
যাও, যাও, দূরে যাও, আমারে কাঁদিতে দেও,
কাঁদিব যাবৎ দেহে রহিবে জীবন লো,
দেখ সখি মম লাগি সে না যেন কাঁদে লো॥১৩০৬॥

স্বামী স্ত্রী।

—০—

ব্রজবুলি।

সখীরে তু বোলো কাঁহে এত মন মজিলো,
যব দেখনু সো হাসি, পরাণে হৈনু উদাসী, স্বর শুনি হইনু পাগলো॥
কি আছে সে আঁখিয়াতে সই পরাণ হারালো,
সখীরে তু বোলে কাঁহে মেরা এয়সা ভেলো,
আপনা শুধায়ে সখী উত্তর না পাওয়লো॥১৩০৭॥

ভৈরবী—পোস্তা।

আমরা ছুটী রব ফুটি স্মরণ প্রসূন।
বিভু প্রেম মলয়ানিলে ছুলে ছুলে, করব সৌরভ বিতরণ।
দেখি মাধু অলিকুল, আসিবে হয়ে আকুল,
সুধাপান করে তারা করবে বিভুনাম গুঞ্জন।
সংসার ছেড়ে আসবে তারা, হয়ে পাপে জরা মরা,
আমাদের ঘ্রাণে তারা সুশীতল করিবে প্রাণ।
পবিত্র প্রেমের ভরে, পাপড়ী গুলি পড়বে ঝরে,
অবশেষে উভয়েতে বিভুপদে হব লীন ॥১৩০৮॥

বেহাগ—আড়া।

প্রাণের প্রাণ পড়লো ধরা বলে গেল সোণার পাখি,
প্রেমের খেলা প্রেমের লীলা চকে চকে রইল বাকি।
নয়ন কোণে চাবি যত, বাণ খাবি বাণ হানবি তত,
নীরবে প্রাণের কথা আঁখির সনে করে আঁখি ॥ ॥১৩০৯

রামকেলী—পোস্তা।

আহা কে গো দাম্পত্যপ্রেম স্বজিলে বসে বিরলে।
কত সুখ শান্তি দিয়ে গাঁথিলে এ শৃঙ্খলে ॥
বিচিত্র রচনা করে, মোহন প্রেম স্তরে স্তরে,
(দিয়ে) সাজিয়ে সুন্দর করে, কে দিলে ধরণীর গলে।
সে মোহন হার গলয়ে ধরে, ধরণী শোভা করে,
প্রেম প্রীতি স্নেহ লয়ে শান্তি দেয় জীব মণ্ডলে।
চালাইতে এ সংসার, এ হারের আবিষ্কার,
করিয়াছে প্রেমাধার, না জানি কোন্ সুকৌশলে ॥১৩১০॥

বেহাগ—আড়া।

হমারি কাঁহে সখি হমারি কাঁহে না ভেল ?
পাপিয়া পরাণে বিহি কাঁহে কুলিশ দিয়ল ?
অমিয়া যাচিতে কাঁহে বিখ দিলা বালা মোহে ?
পেখুন পূর্ণিমা শশী ডারল শশী গরল !
নেহারই গো বয়ান কাঁহে ডারে দুনয়ান,
আন্ চান্ করু প্রাণ যাতনা কাঁহে বাড়ল ?১৩১১॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

রমণী কি ধন, অযতন করিবার হায়।
মনোমত হলে পরে কত সুখোদয় তায়।
রমণীই লক্ষ্মী সতী, যদি হয় গুণবতী,
পতিরতা শুদ্ধমতি, তা হোলে কি শোভা পায়।
রমণী পুরুষ-প্রাণ, সর্ব্বসুখের নিদান,
কুলশীল জাতি মান, যারে দান করা যায় ॥১৩১২॥

বেহাগ—আড়া।

তোমাদেরে ভালবাসি
পরাণে লাগিলে ব্যথা তোমাদেরি কাছে আসি।
আকুল পরাণ লয়ে, তোমাদের মুখ চাই
তাকালে স্নেহের চোকে মরমে গলিয়া যাই।
শত ব্যথা ভুলে গিয়ে, মুখ পানে থাকি চেয়ে,
জন্ম জন্ম দুঃখ পেয়ে, চাহি ওই স্নেহ রাশি ॥১৩১৩॥

অশ্রুজল।

তুরু—একতালা।

পরাণ না গেলো।

যো দিন দেখনু সই যমুনাকি তীরে, গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে,
ওঁহি পর পিয় সই, কাহে বারি তীরে, জীবন না গেলো ?
ফিরি ঘর আয়নু,না কহনু বোলি,তিতায়নু আঁখি নীরে আপনা আঁচলি,
রোই রোই পিয় সই কাহে লো পরাণি; তইখন না গেলো ?
শুননু শ্রবণ পথে মধুর বাজে রাধে রাধে রাধে বিপিন মাঝে,
যব শুনন্ লাগি সই, সো মধুর বোলি, জীবন না গেলো ?
ধায়নু পিয় সই, সোহি উপকূলে লুটায়নু কাঁদি সই শ্যাম পদ মূলে,
সোহি পদমূলে রই, কাহালো হামারি মরণ না ভেল ?১৩১৪॥

গৌরী—দাদ্রা।

প্রেম যদি সই শিখ্‌তে হয়, মানুষের কাছে নয় ;
সাজের রবি প্রেমের ছবি, প্রেমের আলো আকাশময়।
ঐ রবি, সই, প্রেমের খেলা, খেল্‌ছে কেমন স াজের বেলা,
আধেক আঁধার আধেক আলা,
কমল বালা চেয়ে রয়, দূরে দুর্জ্জ'ন তবুও কেমন,
প্রাণে প্রেমের তুফান বয় ॥১৩১৫॥

—০—

কাফি—ঝাঁপতাল।

এস এস চির বন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল।
আকুল জীবনে সখে তুমি মানব সম্বল।
নিতান্ত ব্যথিত হলে, প্রাণের সুহৃদ্ বলে,
ধরিয়ে তোমার গলে করি প্রাণ সুশীতল।
এসেছি ব্যথিত প্রাণে, আজ তব সন্নিধানে,
জ্বলে যে হৃদয়ে বহ্নি নিবাও সে চিতানল।
এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল ॥১৩১৬॥

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে?
কিম্বা জন্মজন্মান্তরে এ সাধ মোর পুরাইবে।
বিধি তোরে বলি শুন, জন্ম যদি দিবে পুন
আবার আমারে যেন রমণী জনম দিবে ॥
লাজ ভয় তেয়াগিব, এ সাধ মোর পুরাইব
সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখব নিশি দিবে ॥১৩১৭॥

কালাংড়া—আদ্ধা।

ওলো কুহকিনী আশা ছুঁওনা ছুঁওনা মোরে।
তুলিয়ে অচল শিরে ফেলোনা দুঃখ পাথারে।
তোমার কাননে পশি, সব দুঃখ ভুলে বসি,
পুনঃ চেতনায় আসি ভাসি দুঃখের সাগরে।
নিরাশা প্রণয়ে কেন, তোমার ছলনা হেন,
মিনতি আমার যেন, দিওনা দুঃখ দাসীরে ॥১৩১৮॥

তুক্ক—একতালা।

কাহে সোই জীয়ত মরত কি বিধান?
ব্রজ কি কিশোর সোই, কাঁহা গেল ভাগই, ব্রজ জন টুটল পরাণ।
মিলি গেই নাগরী, ভুলি সেই মাধব, রূপবিহীন গোপকুয়ারী।
কো জানে পিয় সোই, রসময় প্রেমিক হেন বঁধু রূপকি ভিখারী ॥
আগে নাহি বুঝনু, রূপ দেখি ভুলিনু হৃদি বৈনু চরণ যুগল।
যমুনা সলিলে সই, অব তনু ডারব, আন সখি ভখিব গরল ॥
কিবা কানন বল্লরী, গল বেড়ি বাঁধই নবীন তমালে দিব ফাঁস।
নহে—শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম, শ্যাম নাম জপয়ি
ছার তনু করব বিনাশ ॥১৩১৯॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আর বুঝতে বাকী নাইক হে শ্যাম চাতুরী তোমার।
প্রদোষে কি দোষে রাইকে জ্বালাতে এলে আবার॥
গোপিনীদের মাথার কিরে, যাওহে তোমার গোষ্ঠে ফিরে ধেনু চরাতে
আহা রাখাল হারা হয়ে তারা করেছে হাম্বারবে হাহাকার।
কৃষ্ণ আর দেখনা চেয়ে, রাই যে আদরিণী মেয়ে তার কিসের অনাদর,
তুমি রাখাল বলে রেয়াৎ পেলে তোমার চাষার মত ব্যবহার॥১৩২০॥

খাম্বাজ—একতালা।

কি হল কাহাকে জিজ্ঞাসিব বল কোথা গেল শ্যাম আমারি।
জান যদি বল আমাকে, তমাল কোকিল ওরে শুক সারি॥
হয় ত এসেছিল গুণমণি নাহি নিরখিয়ে কুঞ্জে কমলিনী
ভাবিয়া চিন্তিয়া রোষে চিন্তামণি গিয়াছে আপনি আনিতে প্যারি
অসিত নিশিতে নিকুঞ্জে আসিতে নিশিতে মিশিল বুঝি নীলমণি।
ঘনশ্যামের অনুমানি ঘন শ্যামে বাড়িল যামিনী যৌবন যামে
ফিরে দাও ফিরে দাও গুণধামে রজনি, তোমার চরণে ধরি॥১৩২১॥

ভৈরবী—আড়খেমটা।

কথা কসনে লো রাই শ্যামের বড়াই বড় বেড়েছে,
কে জানে ও কেমন করে মন কেড়েছে,
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশী, শুধু হাসে মধুর হাসি,
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে ভবে ছেড়েছে॥১৩২২॥

কাফি সিন্ধু—যৎ।

বিধুবদন কেন মলিন এমন অঞ্চলে ঢেকেছ কেন চঞ্চল নয়ন?
কেন নিরজনে বসি সুলোচনে কেন করিছ রোদন?
তড়িত জড়িত যেন স্বর্ণলতা শোভিছে সখি এখন,
দেখলো সজনি যাপিছে রজনী পরি রজত বসন;
নবীনা যুবতী হাসে বসুমতী তুমি কাঁদ কি কারণ?১৩২৩॥

পিলু—ঝাঁপতাল।

ভাল যদি বাস সখি কি দিব গো আর—
করিব হৃদয় এই দিব উপহার।
এত ভালবাসা সখি, কোন হৃদে বল দেখি,
কোন্ হৃদে ফুটে এত ভাবের কুসুম ভার?১৩২৪॥

তা হোলে এ হৃদি ধামে, তোমারি তোমারি নামে
বাজিবে মধুর স্বরে মরম বীণার তার—
যা কিছু গাহিব গান—ধ্বনিবে তোমারি নাম
কি আছে কবির বল কি তোমারে দিব আর ॥১৩২৫॥

বেহাগ—খেমটা।

ও কেন চুরি করে চায়। লুকাতে গিয়ে হাসি হেসে পলায় ॥
বন পথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা,
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়।
কি যেন গানের মত বেজেছে কাণের কাছে,
যেন তার প্রাণের কথা আধেক খানি শোনা গেছে,
পথেতে যেতে চলে, মালাটী গেছে ফেলে,
পরাণের আশাগুলি গাঁথা যেন তায় ॥১৩২৬॥

মিশ্র—আড়খেমটা।

মরিলো মরি, আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে!
ভেবেছিলাম ঘরে রব কোথাও যাব না,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশী বল্ কি করি!
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনা তীরে, সাঁজের বেলা বাঁশী ধীর সমীরে,
ওগো তোরা জানিস যদি (আমায়) পথ বলে দে!
আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে! দেখিগে তার মুখের হাসি
(তারে) ফুলের মালা পরিয়ে আসি, (তারে) বলে আসি তোমার বাঁশী
(আমার) প্রাণে বেজেছে! আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে! ১৩২৭॥

লুম খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

আজ ধ'রব লো সই মনচোরা আমার।
নয়ন জলে গেঁথে মালা, বঁধুর গলায় দিব হার ॥
সইলো সাধের কালাচাঁদে, প্রাণ মন দিছি সাধে,
আমার চিকণকালা ভালবাসি, কালা রাধার প্রাণাধার ॥
কথা কইব লো কত' বলব তারে কেঁদেছি যত,
দেখ্‌বো যদি হ'তে পারি তার মনের মত;
সে আমার হয় বা না হয় আমি তো সই হব তার।
আমার আমি রব কি সই আর ॥১৩২৮॥

ভৈরবী—একতালা।

শুনলো শুনলো বালিকা, রাখ কুসুম মালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরমু সখি শ্যামচন্দ্র নাহি রে।
দুলই কুসুম মুঞ্জরি, ভ্রমর ফিরই গুঞ্জরি,
অলস যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে।
শশি-সনাথ যামিনী, বিরহ বিধুর কামিনী,
কুসুম হার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে,
অধর উঠই কাঁপিয়া, সখি-করে কর আপিয়া,
কুঞ্জ ভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে, হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
বালি হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহিরে;
কুঞ্জ পানে হেরিয়া অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্য কুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে ॥১৩২৯॥

খাম্বাজ কাওয়ালী।

একাকিনী কাঁদি কুঞ্জকাননে। সজনি যাতনা আর সহে না প্রাণে ॥
না হেরি প্রাণের হরি, ধৈরয ধরিতে নারি,
করি কি উপায়? মরি মরি তার বিরহ-বাণে ॥
কে আছে সখি এমন, আনি দিবে শ্যাম ধন,
প্রিয় কানুরে, যার তরে নীর ঝরে নয়নে।
মনের বাসনা যাহা, না পারি ফুটিতে তাহা,
গুমরি মনে, কেন প্রেম করেছিনু গোপনে?১৩৩০॥

বেহাগ—একতালা।

ওকি হেরি গো জলদবরণ।
পীত বসনে সখি তড়িত মিলন ॥
শ্যাম মৃদু মৃদু হাসি, বাজাইছে বাঁশী কিবা নাচাইছে নয়নখঞ্জন।
কহে অকিঞ্চনে শ্রীরাধা ভাব কেনে,
তুমি শ্যামের; শ্যাম তোমার, অঙ্গের ভূষণ ॥১৩৩১॥

বেহাগ—আড়খেমটা।

দুজনে দেখা হল—মধু যামিনী রে!—
কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে!
নিকুঞ্জে দখিনা বায়, করিছে হায় হায়—
লতা পাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে।

দুজনের আঁখি বারি গোপনে গেল ঝরে—
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল রয়ে।
আর ত হলনা দেখা জগতে দোঁহে একা
চির দিন ছাড়াছাড়ি যমুনা তীরে ॥১৩৩২॥

গৌরী—অড়াঠেকা।
কোথায় আছে যদি সে আমার।
কেন তবে কুঞ্জবনে হেন দশা রাধিকার।
তরুলতা কেন শূন্য, বন পাখী শোক পূর্ণ,
কেন ব্রজ শূন্যাচ্ছন্ন' উঠে কেন হাহাকার॥
বাঁশরী ফিরায়ে দেছে, রাধা নাম ভুলে গেছে,
না হ'লে বাজিত বাঁশী, রাধা বলে শত বার॥১৩৩৩॥

বসন্ত বাহার—মধ্যমান।
তোমায় ভালবাসি ও লো কুসুম-কলি।
কত কথা বলি, নীরবে শুনলো তুমি হাসি হাসি;
হাসি কোথা শিখিলি সই ওলো কুসুম-কলি।
হাসি ভাল বাসি, যদি শিখি হাসি,
হাসি হাসি বাঁধিব লো প্রাণ অলি আমি অভিলাষী॥১৩৩৪॥

বেহাগ।
নিরখি মধুর হাসি সইলো তব প্রেমাননে।
যেন হাসিছে প্রকৃতি সতী চির নবীন যৌবনে॥
আকাশে তারকা বিন্দু, সুধাকর পূর্ণ ইন্দু
ভূতলে ভূধর সিন্ধু হাসে প্রফুল্ল বদনে।
তরুণ অরুণ হাসে বিদারি তামসী নিশি,
হাসে সৌদামিনী কাদম্বিনী অঙ্গারাগে মিশি,
জলে হাসে কমলিনী ইন্দীবর কুমুদিনী,
মাধবী মালতী হাসে গহন নিকুঞ্জবনে॥১৩৩৫॥

খাম্বাজ মিশ্রিত—যৎ।
বাঁকা হ'য়ে দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে। প্রাণ মন কেন মজালে।
সাধে কি কাননে আসি, কেন হে বাজলে বাঁশী,
ছলে ভুলাইয়ে প্রাণ, অকূল মাঝে ভাসালে॥১৩৩৬॥

সাওন বাহার—একতালা।

কোন গগনে ছিল রে এ দুটি চাঁদ, এল ধরাতলে।
চাঁদে মিলে দেখ কত খেলে,
আধ হাসে রে চাঁদ, আধ ভাসে রে চাঁদ, ভাসে নয়নজলে॥
কথা চাঁদে চাঁদে, কথা কত ছাঁদে, কথা নয়নে নীরবে রে,
পিয়ে সুধা, প্রাণ দোলে ॥১৩৩৭॥

সিন্ধু কাফি জলদ—তেতালা।

এ কেমন হইল আমার মন
চকিতে তারে নয়নে হেরে
অন্তর বিদরে সদা উচাটন ॥১৩৩৮॥

—০—

গারা খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণে বয় প্রেমের তুফান, শ্যামের বামে রাইকিশোরী।
চাঁদের ফাঁদে চাঁদে ফাঁধে, চাঁদে চাঁদে ধরাধরি, আমরা যুগল ভালবাসি।
চখে চখে মেশামিশি, ঢলে পড়ে প্রেমের ভরে,
ঝলকে রূপের রাশি, প্রাণের ফাঁসি প্রাণে পরে,
মরি মরি যুগল মাধুরী বয়ে যায় সুধার লহরী,
সখি কি দেখি দেখি আপন পাসরি। আমরা যুগল ভাল বাসি ॥১৩৩৯॥

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

পাব সে দিন কবে, হেরিব তারে।
নয়ন সফল হবে ভাসিব সুখ সাগরে॥
সেরূপ মাধুরি যবে, নয়ন গোচরে রবে
মন প্রাণ জুড়াইবে, সব দুঃখ দূরে যাবে ॥১৩৪০॥

বেহাগ।

আর আমি যাবনা ললিতে, যমুনার বারি আনিতে।
যমুনার জল আনতে যাই কদম তলা দাঁড়াইয়ে কানাই
আমার মন হরিল কালার বাঁশীর রবেতে ॥১৩৪১॥

বেহাগ।

কালা তোমা বিনা আর আমি কারো নই।
তুমি হও তরু আমি লতা হয়ে বেড়ে রই।
তুমি হও জল আমি মীন হয়ে ভেসে রই ॥১৩৪২॥

সিন্ধুড়া খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণে যার সয় না ব্যথা, সে কেন কয় প্রেমের কথা,
প্রেমে দিন যাবে কেঁদে, প্রেমিক যে জন সেত জানে।
প্রাণ দিতে যে জানে পরে, বিচ্ছেদে ভয় সে কি করে,
বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদে হৃদয়-চাঁদে হেরে ধ্যানে॥
যে আপনা হারে, চায় সে কারে, সাধের ফাঁসি খুলতে নারে
প্রাণ মজে প্রাণ দিয়ে পূজে, ব্যথা কি তার থাকে প্রাণে॥১৩৪৩॥

সিন্ধু খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

একবার যারে ভাল বেসেছি তারে কি পারি ভুলিতে,
মন গেছে তারি কাছে নাহি পারি নিবারিতে।
মম আঁখি মম মন, নিয়ে দেখ সে কেমন,
বলিবে যদি তখন তবে পারিব ত্যজিতে॥১৩৪৪॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

একান্ত যাবে যদি হইয়ে নিদয়, ফেলে অবলায়, বিচ্ছেদ জ্বালায়,
নিতান্ত অধিনী বলে মনে যেন রয়।
আশাপথ নিরখিয়ে, রইলাম মনে প্রবোধিয়ে
হয় না যেন বিন্ধ্যগিরি অগস্ত্যের আশয়॥১৩৪৫॥

গৌরী—পটতাল।

একতানে, সমীরণ সনে, গাইছে তটিনী গুণ গুণ স্বরে।
কুল নীরে, ফুল ফুল্ল ঝরে, হেলা দোলা, তরঙ্গলীলা,
যাইছে, ধাইছে তর তরে:
চিত্তরঞ্জন গুঞ্জন, ফুলকু চুম্বন, পরিমল বিভোর, টল টল মধুকর,
স্বর-মধুর ঢালিছে প্রাণ ভরে॥১৩৪৬॥

সুরট মোল্লার—কাওয়ালী।

তোমা বিনা প্রাণ আমার বল আর কেবা আছে।
সদা এই ভয় হয় তুমি পর ভাব পাছে॥
তোমারে করেছি সার, মন কেহ নাহি আর।
দেহ প্রাণ যে আমার সকলি তোমার কাছে॥১৩৪৭॥

বেহাগ।

আমার মধুর কৃষ্ণের ধ্বনি কে শুনায় গো সই।
নাম শুনে যার আঁখি ঝরে, বিধি যদি মিলায় তারে সই গো সই ॥
রাখি হৃদয় মাঝারে তারে, রাঙ্গা পায়ে দাসী হই ॥১৩৪৮॥

মহাজন পদাবলী।

শ্রীরাগ।

কত দিন মাধব, রহব মথুরাপুর, কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়ালু বিছুরল গোকুল নাম ॥
কাহে কহই এ সংবাদে!
গোঙরি গোঙরি লেহা, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহা, জীবনে আছয়ে কিবা সাধ
পুরব পিয়ারী, নারী হাম আছিনু, অব দরশন সন্দেহা।
ভ্রমর ভ্রময়ে ভ্রমি, সবহুঁ কুসুমে রমি না তেজয়ে কমলিনী লেহা ॥
আশ নিয়ড়ে করি, জীউ কত রাখব, অব জীউ করল পয়ান।
ভুবন ভরি হরি, অপযশ পায়ব, যশ পায়ব পাঁচ বাণ ॥১৩৪৯॥

ধানশী।

সখি হে বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধরে তন্ত্রমন্ত্র কিছুই না মানে ॥
কালার লাগিয়া হাম হয় বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী ॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সভার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল ॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল ॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সায়রে ভাসাও ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে?
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে ॥১৩৫০॥

সুহই।

শুন শুন মাধব কি কহব আন। কাহার উপমা দিব পীরিতি সমান
ক্ষিতি রেণু গুণি যদি আকাশের তারা।
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক বারা ॥

অচল চলয়ে যদি চিত্র করে বাত। কমল ফুটয়ে যদি গিরিবর মাথ॥
দাবানল শীতল হিমগিরি তাপ। চাঁদ যদি বিখ ধরে সুধা ধরে সাপ॥
পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদিত।
তবু বিপরীত নহে সুজন পীরিত॥
ভণই বিদ্যাপতি শিব সিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুরায়॥১৩৫১॥

সুহিনী-দশকোশী।

কত দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার। কত দিনে ঘুচব গুরুয়া দুখভার॥
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি, কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারি। ভাগউ সব দুখ মিলত মুরারি॥১৩৫২॥

সিন্ধুড়া।

চিরদিনে বিহি আজু পুরাওল আশ, হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ॥
আছিনু দারুণ বিরহে বিভোর।
তুরিতে আসিয়া পিয়া মোহে নিল কোর॥
তৃষিত চাতক জনু নব ঘন মেলি, ভুখিত চকোর চাঁদে জনু করু কেলি॥
জনু বনজানলে দগধি পরাণ, যৈছন হোয়ল অমিয়া সিনান॥১৩৫৩॥

ধানশী।

সজনি ভাল করি পেখম না ভেলা।
মেঘমালা সঞে তরিত লতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেলা॥
আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হসি, আধই নয়ন তরঙ্গে।
একে তনু গোরা, কনক কটোরা, ও তনু কাঁচল উপাম।
হারে হরল মন, জনু বুঝি ঐছন, ফাঁস পসারল কাম॥
দশন মুকুতা পাঁতি অধর মিলায়ত, মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ, অতয়ে সে দুঃখ রহ, হেরি হেরি না পূরল আশা॥১৩৫৪॥

গান্ধার।

মনে ছিল না টুটব লেহা। সুজনক পীরিতি পাষাণ জনু রেহা॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত। না জানি কৈছন দৈবক রীত॥
এ সখি বন্ধুরে কহবি কর জোড়ি। কি ফল প্রেমক অঙ্কুর মোড়ি॥
যদি কহ তুঁহু অগেয়ানি। হাম সোঁপল হিয়া নিজ করি জানি॥
বিদ্যাপতি কহে লাগল ধন্দা। যাকর পীরিতি সোই জন অন্ধা॥১৩৫৫॥

কামদ।

সোই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম?

কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু,শ্যাম নামে আছে গো,বদনে ছাড়িতে নাহি পারে
জপিতে জপিতে নামে, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সোই তারে?
নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়?
যেখানে বসতি তার, নয়ানে দেখিয়া গো, যুবতী ধরম কৈছে রয়?
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায়?
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে,কুলবতী-কুল নাশে,আপনার যৌবন যাচয়॥১৩৫৬॥

ধানশী।

কাহে লাগি সজনি দরশন ভেল। বরকি আপন জিউ পরহাত দেল॥
না জানি কি করু মোহে লোচনচোর।
হেরইতে প্রাণ হরিলেই গেও মোর॥
এত রস আদর গেও দরশাই। যত বিছরি তত বিছরি না যাই॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি। ধৈরয করহ চিত মিলব মুরারি॥১৩৫৭

গান্ধার।

হরি কি মথুরাপুর গেল। আজু গোকুল শূন ভেউ॥
রোদিতি পিঞ্জর শুকে। ধেনু ধায়ল মথুরাপুর মুখে॥
অব সোই যমুনাক কূলে। গোপ গোপী নাহি বুলে॥
কাম সাগরে তেজব পরাণ। আন জনমে হব কান॥
কানু হয়ব হয় রাধা। তব জানব বিরহক বাধা॥১৩৫৮॥

শ্রীরাগ।

সোই! পিরিতি আঁখর তিন।
জনম অবধি ভাবি নিরবধি না জানিয়ে রাতি দিন॥
পিরিতি পিরিতি সব জনা কহে পিরিতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ পিরিতি মুরতি কেবা করে পরতীত॥
পিরিতি মন্তর জপে যেই জন নাহিক তাহার মূল।
বঁধুর পিরিতে আপনা বেচিনু নিছি দিনু জাতি কুল॥
সেরূপ সায়রে নয়ন ডুবিল সে গুনে বাহিল হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবলমে চিতে নিবারিব কিনা দিয়া॥
খাইতে খেয়েছি শুইতে শুয়েছি, আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে অনল দিয়ে দুয়ারে॥১৩৫৯॥

ধানশী।

এ সখি মোর পরাণ-পিয়া। অবহুঁ না যাওল কুলিশ হিয়া ॥
নখর খোয়ায়লু দিবস লেখি লেখি। নয়ন আঁধায়লু পিয়া পথ পেখি ॥
যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেলা।
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই ন ভেলা ॥
আয়ব হেন করি পিয়া মোর গেলা, পূরবক যত গুণ বিসরিত ভেলা ॥
অব হাম তরুণী বুঝি এ রসভাষ, হেন জন নাহি যে বুঝায় পিয়া পাশ॥
দূর করয়ে সখি! দুরাশক পাপ, যতএ মনোরথ ততএ সন্তাপ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনি রাই, কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই১৩৬০

তিতোবা ধানশী।

পিয়াক পীরিতি হাম কহিতে না পার।
লাথ বায়ান বিহি না দিল হামার ॥
আপনার গজমতি হার উতারি। যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি।
করে ধরি পিয়া বৈঠায়ল নিজ কোর। সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর॥
ফুয়ল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম। তাহে বেড়ি দেয়ল চম্পকদাম ॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান। আনন্দজলে পরিপূরল নয়ান ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভাব তরঙ্গ। এবে কহি শুন সখি সে পরসঙ্গ ॥১৩৬১

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না শুনে কাহার কথা ॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়নতারা।
বিরতি অন্তরে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমন যোগিনী পারা
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি, দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত বয়ানে, চাহে মেঘপানে, কি কহে দুহাত তুলি ॥
এক দিঠ করি, ময়ুর ময়ুরী, কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়, কালিয়া বঁধুর সনে ॥১৩৬২॥

সুহিনী—দশকোশী।

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব, কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব ॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে ॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিয়ো কাণে,মরা দেহ পড়ে জনু কৃষ্ণনাম শুনে
না পোড়াইয় রাধা অঙ্গ না ভাসাইয় জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে ॥

সোইত তমালতরু কৃষ্ণবর্ণ হয়। অবরিত তনু মোর তাহে জনু ধর ॥
কবহুঁ সোঁ পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে, পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে
পুন যদি চাঁদ মুখ দেখনে না পাব, বিরহ আলন মাহা তনু তেয়াগিব ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি, ধৈরয ধর চিতে মিলব মুরারি ॥১৩৬৩॥

ধানশী।

পিরিতি বলিয়া এ তিন .আঁখর সিরজিল কোন ধাতা
অবধি জানিতে সুধাই কাহাতে ঘুচাইব মনের ব্যথা ॥
পিরিতি মুরতি পিরিতি রতন যার চিতে উপজিল।
যে ধনী কতেক জনমে জনমে ভাগ্য করিয়াছিল।
সোই পিরিতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে কি সুখ জানয়ে তারা ॥
যে জন যা বিনে, না রহে পরাণে সে যে হৈল কুলনাশী।
তবে কেন তারে কলঙ্কিনী বলে অবুধ গোকুলবাসী ॥
গোকুল নগরে কেবা কি না করে, অবুধ মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডীদাসে ভণে মরুক সে জনে পর চরচায় থাকে ॥১৩৬৪॥

সুহিনী।

পিরিতি পিরিতি, কি রীতি মুরতি, হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরিতি না ছাড়ে, পিরিতি গরল কে ?
পিরিতি বলিয়া, এ তিন আঁখর. না জানি আছিল কোথা ?
পিরিতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটল, পরাণ পুতলি যথা ॥
পিরিতি কি রীতি, পিরিতি অনল, দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিভাইলে নহে, হিয়ায় রহিল শেল।
চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনী, পিরিতি না কহে কথা।
পিরিতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে, পিরিতি মিলিয়ে তথা ॥১৩৬৫॥

সিন্ধুড়া।

যে জন না জানে, পিরিতি মরম, সে কেন পিরিতি করে ?
আপনি না বুঝে, পরকে মজায়, পিরিতি রাখিতে নারে ॥
যে দেশে না শুনি. পিরিতি মরম সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত, করিয়া যতন, মনকে প্রবোধ দিব ॥
পিরিতি রতন, করিয়া যতন, পিরিতি করিব তায়।
দুই মন এক, করিতে পারিলে, তবে সে পিরিতি রয় ॥
কহে চণ্ডীদসে, মনের উল্লাসে, এমতি হইবে যে।
সহজে ভজন, পাইবে সে জন, সহজ মানুষ সে ॥১৩৬৬॥

শ্রীরাগ।

এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে, ইহা বই নাহি আর।
পিরিতি বলিয়া, এ তিন আঁখর, এ তিন ভুবন সার॥
বিহি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে, নিরমাণ কৈল পি।
রসের সায়র, মন্থন করিতে, তাহে উপজিল রি॥
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল, তাহে ভিয়ায়িল তি।
সকল সুখের, এ তিন আঁখর, তুলনা দিব যে কি?
যাহার মরমে, পশিল যতনে, এ তিন আঁখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম, কিবা জাতি কুল তার॥
এহেন পিরিতি, না জানি কি রীতি, পরিণামে কিবা হয়।
পিরিতি বন্ধন, বড়ই বিষম, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥১৩৬৭॥

সিন্ধুড়া।

যখন পিরিতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর, হিয়ার উপরে ধর, এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধিনী, তাহে কুল কামিনী, ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ, না যায় তবুত আন, আর কত কহিব বিশেষ১৩৬৮

ধানশী।

কাহারে কহিব মনের মরম? কেবা যারে পরতীত?
হিয়ার মাঝারে, মরমবেদনা, সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি, সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে, সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে, সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল, করে ঝলমল, তাহে কি পরাণ রয়?
কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু, কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম সুনাগার, সদাই হিয়ায় জাগে॥১৩৬৯॥

বিরহ।

—•—

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি!
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি॥
সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া, নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

ভাবিয়া ছিলাম, এ তিন ভুবনে, আর কেহ মোর আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে ?
এ কুল ও কুলে, দুকুলে গোকুলে, আপনা বলিব কায় ?
শীতল বলিয়া, শরণ লইলাম, ওদুটি কমল পায় ॥
না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে, যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, প্রাণনাথ বিনে, গতি যে নাহিক মোর ॥
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি, তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কয়, পরশ রতন, গলায় গাঁথিয়া পরি ॥১৩৭০॥

শ্রীরাগ।

তরুণ অরুণ সিন্দুর বরণ নীল গগন হেরে।
তোহারি ভরমে তা সঞে রোখই মানিনি বদন ফেরি ॥
প্রাণ সহচরি চরণে সাধই কাহ্নু মানাওবি তোহি।
নয়ন মুদি কহে অব মাধব কাহে না মিলল মোহি ॥
কাহ্নু হে রাইক ঐছন কাজ।
আট পহর তো বিনু সাজাই আটহুঁ নায়িকা সাজ ॥
খঞ্জন ধনি শুনি উমতি ধায়ই তোহারি নূপুর মানি।
হাসি আভরণ অঙ্গে চড়ায়ই শেষহি সাজই আনি ॥
নীল নিচোল সঘন মাগই নিবিড় তিমির হেরি।
ঘুমল তো সঞে কহই ঐছনি বেশ বনাই মোরি ॥
কোকিল কলরবে চমকি উঠই সিয়রে না হেরি ভোরি।
সোঙরি মধুপুরী গমন তোহারি মুরুছি পড়ল গোরি ॥
নিঝর নয়নে সহব সখীগণে খোজত রহল শাস।
তোহারি চরণে এ সব কহিতে ধায়ল গোবিন্দ দাস ॥১৩৭১॥

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি!
যে মোর ভরম, ধরম করম, সকলি জান হে তুমি ॥
যে তোর করুণা, না জানি আপনা, আনন্দে ভাসি যে নিতি ;
তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে, বুঝিতে না পারি রীতি ॥
মায়ের যেমন, বাপার তেমন তেমনি ঘরজপুরে।
সখীর আদরে, পরাণ বিদরে, সে সব গোচর তোরে ॥
সতী বা অসতী, তোরে মোর মতি, তোমারি আনন্দে ভাসি।
তোমারি বচন, অলঙ্কার মোর, ভূষণে ভূষণ বাসি ॥
চণ্ডীদাস বলে, শুনহে সকলে, বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া, বচন কহিলে, তুলনা নাহিক আর ॥১৩৭২॥

গান্ধার।

মাধব কি কহব ধনিক সন্তাপ, চিতহি তোহারি দরশ দুরাপ॥
বিরহক বেদনে সো বর নারী, নিরজনে বিরচই মুরতি তোমারি॥
দারুণ দৈবত তঁহি লাগি গেল, লিখইতে আন আন ভৈ গেল॥
লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ, হেরি হেরি সুন্দরি পড়লহি ধন্দ॥
ভাঙ ধনুয়া ভেল লোচন বাণ, অঙ্গে অঙ্গন হেরি হরল গেয়ান॥
পুনঃ কিয়ে লিখব যতন করু তোয়, তীতক চিত পুতলি ভেল সোই॥
গোবিন্দদাস কহই করি সেবা, শুনইতে সো ভেল মরকত দেবা॥১০৭২

পঠমঞ্জরী।

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনু মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥
মো যদি জানিতাঙ পিশা যাইয়া ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাঙ বাঁধিয়া॥
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণে কেনে অবহুঁ রহিল॥
মরম ভিতরে মোরে রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ॥
এইখানে করিত কেলি বসিয়া নাগররাজ॥
কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ॥
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে বহে নিলাজ পরাণি।
চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া॥১০৭২॥

জয়জয়ন্তী—রূপক।

সখি কহবি কানুর পায়।
সে সুখ সায়র, দৈবে শুখায়ল, পিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি ধরিব কানুর কর।
আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি, মাগিবা লইবি বর॥
সখি যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে, করিনু ভাবনে, বিধি সে করয়ে বাদ॥
সখি হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুন, হৃদয়ে দ্বিগুণ, সহনে নাহিক যায়॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে সে জন, দ্বিজ চণ্ডীদাস ভাণে॥১০৭৩॥

সুহই।

মরিব মরিব সখি নিচয়ে মরিব,
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব ॥
জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার,
বিধি পায়ে মাগো মুই এই বর সার ॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ,
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি,
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণহরি ॥১৩৭৪॥

ধানশী।

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া, মধুর কথাটী কয়।
ছায়ার সহিতে, ছায়া মিশাইতে, পথের নিকটে রয় ॥
আলো সোই সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গেতে, পীরিতি করয়ে, কি জানি কি তার হয় ॥
সহজে রসের আকার সে যে ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন, উড়িতে আপন, অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায় ॥
চমক চলনি, ওগিম দোলনী, রমণী মানসচোর।
জ্ঞানদাস কহে, সো পিয়াপীরিতি, মরমে পশিল তোর ॥১৩৭৫॥

তুড়ি।

রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে অনুপাম।
স্বপনে জপন মোর তোহারি ও নাম ॥
শুন বিনোদিনি রসময়ি ধনি রাধা।
কবহুঁ করহ জনি ইহ রস বাধা ॥
অঙ্গুল আগ পরশ যব পাই।
সুখের সায়রে রহি ওর না পাই ॥
লোচন ইঙ্গিতে কর মোহে দান।
জ্ঞানদাস কহ অকারণ মান ॥১৩৭৬॥

শ্রীরাগ।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান না চলে নাচে হিয়ার পুতলি ॥
শীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে ॥

লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধুলি ॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পর চিতচোর ॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পীরিতি পুতলি ॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ!
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম ॥১৩৭৭॥

বরাড়ি।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥
সোই কি আর বলিব। যে পণ করিয়াছি মনে সেই সে করিব ॥
দেখিতে যে সুখ কি বলিব তা। দরশ পরশ লাগি আউলায়াছে গা ॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার।
লহু লহু হাসে পঁহু পীরিতির সার ॥
গুরুগরবিত মাঝে রহি সখি সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়ানের ধারা মোর বহে অনিবার ॥
ঘরের যতেক সবে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি ॥১৩৭৮॥

কানাড়া।

মুরলি করাও উপদেশ, যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ ॥
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপম।
কোন রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম ॥
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন রন্ধ্রে কে কারবে নাচে ময়ুরিণী ॥
কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত, কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটেহে প্রাণনাথ
কোন রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এককালে, কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে
কোন রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়, একে২ শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়
জ্ঞানদাস শুনি কহে হাসি, রাধে রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী ১৩৭৯

সুহই।

রাই কেনে বা এমন হৈলা কিরূপ দেখিয়া আইলা॥
মরম কহবা মোয়। বেয়াধি ঘুচাও তোয়।
না পারি বুঝিতে রীত। সব দেখি বিপরীত॥
সোণার বরণ তনু। কাজর ভৈগেল জনু॥
নয়ানে বহয়ে ধারা। কহিতে বচন হারা॥
জ্ঞানদাস মনে জাপ। কহিলে ঘুচিবে তাপ॥১৩৮০॥

ধানশী।

শিশু কাল হৈতে বন্ধুর সহিত পরাণে পরাণে লেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গরল ভিন ভিন করি দেহা॥
সোই কি বা সে পীরিতি তার।
আলস করিয়া নারে পাওরিতে কি দিয়া সুধিব ধার॥
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ যখনে যে দিকে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া তখনে সে দিকে ধায়॥
লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিন যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর নাগরী পীরিতি বাকুল তায়॥১৩৮১॥

সিন্ধুড়া।

কি না সে কানুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নাহি পবতীত যেন দারিদ্রের হেম॥
হিয়ার হিয়ার লাগিব লাগিয়া চন্দন না পরে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের দোসর রাত্রে দিনে থাকে সঙ্গে॥
তিলে কত বেরি মুখ নিরখিয়ে আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে দূর হেন বাসে তেঞি সদা লয়ে নাম॥
জাগিতে ঘুমিতে আন নাহি চিতে রসের পসার কাছে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পীরিতি আর কি জগতে আছে॥১৩৮২॥

শ্রীরাগ।

শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু ভুলিয়া পীরিতি কৈনু।
পীরিতি বিচ্ছেদে না রহে জীবন ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু॥
সজনি কে বলে পীরিতি ভাল।
শ্যাম বঁধু সনে পীরিতি ভাবিতে পাঁজর খসিয়া গেল॥

পীরিতি মিরিতি তৌলে তৌলাইয়া পিরিতি গরুয়া ভার।
পীরিতি বেয়াধি যারে উপজিল সে নাকি জীয়এ আর ॥
কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া যে জনা পীরিতি করে।
সাজিয়া ওরসে আমল যেমন আপুনি পুড়িয়া মরে ॥
জীবনে মরণে পীরিতি বেয়াধি হইল যাহার সঙ্গ।
জ্ঞানদাস বলে এমতি পীরিতি ভাবিতে জীবন ভঙ্গ।১০৮৩॥

তুড়ী।

শুন শুন গুণবতি রাই। তোহে বিনু আকুল কানাই ॥
সো তুয়া পরশক লাগি। ছটফট যামিনি জাগি ॥
ক্ষীণ তনু মদন হুতাশে। ভেজই উতপত শ্বাসে ॥
চিত্ত পুতলি সম দেহ। মরম না বুঝএ কেহ ॥
পুছিতে কহ এ আধ ভাখি। নিঝরে ঝরএ দুন আঁখি ॥
জ্ঞান কহ এ তোহে সার। করহ গমন উপচার ॥১০৮৪॥

সুহই।

গুরুজন জ্বালায় প্রাণ করিয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ জ্বালিয়া দিল শ্যামের মুরলী ॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লইয়া আর না বাজিহ তুমি ॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কত না সহিব পাপ লোকের গঞ্জন ॥
তোরে কহি বাঁশীয়া নাগিয়া সতী কুল।
তোর স্বরে মুক্রি অতি হৈয়াছি আকুল ॥
আমার মিনতি শত না বাজিহ আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ওইসে বেভার ॥১০৮৫॥

ধানশী।

সুন্দরি কাহে কহে কহসি কটু বাণী।
তোহারি চরণ ধরি শপতি করিয়ে কহি, তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি।
তুয়া আশোয়াশে জাগি নিশি বঞ্চনু তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগ মদ বিন্দু অধরে কৈছে লাগ তাহে ভেল মলিন বয়ান ॥
তোহে বিমুখ দেখি ঝুরয়ে যুগল আঁখি বিদরয়ে পরাণ আমার।
হামারি মরম তুহুঁ ভালরীতে জানসি তব কাহে কহ বিপরীত ॥
ঐছন বচনে দ্বিগুণ ধনী রোখয়ে জ্ঞানদাস চিতে ভীত ॥১০৮৬॥

সুহই।

পরাণ কান্দে বঁধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া॥
বারেক তোমার দেখা নাই সকল দিনে।
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে॥
এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি সে পরাণ বন্ধু জান মোর মন॥
ছট ফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
ক্ষণে ক্ষণে জীয়ে প্রান ক্ষণে ক্ষণে মরি॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি।
জ্ঞানদাস কহে এ বিষম পীরিতি॥১৩৮৭॥

বিরহ।

ভাটিয়ারি।

মনের মরম কথা শুনলো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
কিবা রূপে কিবা গুণে মন মোর বান্ধে।
মুখে না নিঃসরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা বা না করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
জ্ঞানদাস কহে মুঞি কারে কি বলিব।
বন্ধুর লাগিয়া আমি সাগরে পশিব॥১৩৮৮॥

সুহই।

চিকণ করে ধরি কেশ বেশ করি সিঁথে দেয় সিন্দুর।
নাগ বেশ করি বসন পরাওই পায়ে ধরি পরায়ে নূপুর॥
সখি পিয়া গুণ কহনে না যায়॥
ম্লান চম্পকদাম সম তনু হিয়া বিনু সে যে না ছোঁয়ায়॥
সে মোর শ্রম জল আঁচরে মোছই দেয় বসনক বায়।
চিবুক করে ধরি বদন নিরখই মুখ ভরি তাম্বুল খাওয়ায়॥
বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর দিন রজনী নাহি জান।
কৃপণ ধন সম তিলেক না ছোড়ই কবি শেখর পরমান॥১৩৮৯॥

সুহই।

পুন নাহি হেরব সে চাঁদ বয়ান, দিনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ॥
আর কত পিয়া গুণ কহিব কান্দিয়া, জীবন সংশয় হৈল পিয়া না দেখিয়া
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
সে সুখ সম্পদ মোর কোথাকারে গেল।
পরাণপুতলি মোর কে হরিয়া নিল॥
আর না যাইব সোই যমুনার জলে, আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে॥
নিজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া॥১৩৯০॥

সুহই।

পিয়া সে পিরিতে জানে।
যে দেখি যে শুনি চিতে অনুমানি নিছনি দেই পরাণে॥
মো যদি সিনাও আগিলা ঘটে পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গ জল পরশ লাগিয়া বাহু পশারিয়া রয়॥
বসনে বসনে লাগিব লগিয়া একু রজকেরে দেয়।
মোর নামে আধা আঁখর পাইয়া হরিষ হইয়া লেয়॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিব লাগিয়া ফিরয়ে কতেক পাকে।
মোর অঙ্গের বাতাস যে দিকে সে মুখে সে দিন থাকে॥
মনের আকুতি বেকত করিতে কতেক সন্ধান জানে।
সে পায়ের সেবক রায় শেখর কিছু বুঝে অনুমানে॥১৩৯১॥

তুড়ি।

কি পেখিনু যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো, বিকাইনু তাঁর আঁখির ঠারে।
নিতি নিতি আসি যাই, হেন কভু দেখি নাই
কি খেনে দেখিনু আজ তারে।
চিকণ কালার রূপে, আকুল করিল গো,
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখখানি মাজিল গো,
যদু কহে কত সুধা দিয়া॥১৩৯২॥

সুহই।

বঁধু তোমার গরবে গরবিণী আমি রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটী চরণ সদা লয়ে রাখি বুকে॥

অঙ্গের আছয়ে অনেক জনা আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণ প্রিয়তম করি মানি॥
নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ তুমি হে কালীয়ে চাঁদা।
জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরিতি অন্তরে অন্তরে বাঁধা॥১৩৯৩॥

পঠমঞ্জরী।

মানে মলিন বদন চাঁদ। হেরি সহচর হৃদয় কাঁদ॥
অবনত করি আপন শির। সঘনে নয়নে বহয়ে নীর॥
ক্ষিতিতলে নখে লিখই রাই। থির নয়নে রহই চাই॥
সখীগণে কিছু না কহে বাত। অরুণ বসন বসয়ে গাত।
ফুলয় কবরী না বাঁধে তায়। কাতরে শেখর দাঁড়ায়ে চায়॥১৩৯৪॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

যা ছিল আমার—দিয়ে গেলেমুনা মন, তবু তার পেলেমুনা মন,—
হাসি, বাঁশী, ফুল মালা, কল্পনা, স্বপন।
ব'লেছিনু থাক প্রাণে, নিশ্বাসে, অশ্রুতে গানে;
তাতেও নিদয় হ'লো, হ'লো জ্বালাতন॥১৩৯৫॥

মালকোষা বাহার—কাওয়ালী।

প্রাণে প্রাণে ভালবাসি তারে।
কোথা রবে? দেখা দেবে ভালবেসে সে আমারে।
কাঁদে প্রাণ তারি তরে, সে ত তা বুঝে অন্তরে,
যেন শুনে কোমল প্রাণে, বেদনা সে দিতে নারে॥১৩৯৬॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

কে হানিল মম হৃদে দারুণ বিচ্ছেদ ছুরি।
ওষ্ঠাগত হতেছে প্রাণ আর বাঁচিনে মরি মরি॥
পলকে প্রলয় জ্ঞান কে হরিল মম ধন।
যেমন করে দশানন রামচন্দ্রের সীতা চুরি॥১৩৯৭॥

কাফি—আড়া।

আসবো বলে গেছে চ'লে. আসা তো আর হলোনা।
চ'খের জল দেখে গেল, মুছেতো আর গেল না।
জীবন-কূলে সারারাতি, জ্বালিয়ে ব'সে আশার বাতি,
কত তরী ব'য়ে গেল, আমার সুখের তরী এলোনা॥১৩৯৮॥

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজে না বাজেনা,
বাঁশীর কাতর রবে জীবন রহেনা।
বাঁশী ডাকে রাধা বলে, গুরু জনা কতই বলে,
প্রাণের হরি পরিহরি প্রাণত রহে না।
আমি কাঁদি যার তরে, সে কাঁদে ডাকিয়া মোরে,
রাধে বলি বনে ফিরে, এ যাতনা সহে না॥১৩৯৯॥

ভৈরবী—যৎ।

সখা গো, মুছিতে ব'লোনা আঁখি-জল।
কি আর আমার আছে, এ আছে কেবল!
যা ছিল সে গেছে নিয়ে. সুধু এটি গেছে ফেলে দিয়ে,
বুঝি ভেবেছিলাম—"এটি থাক্ জীবন সম্বল" ॥১৪০০॥

রামকেলী বাহার—যৎ।

মন বুঝেনা মনের কথা, বুঝায়ে দেয়লো আঁখি।
হৃদয় খোলে অমনি ভোলে. শিকল পরে আপনি পাখী।
হৃদিচাঁদ হৃদে ফেরে, রেখেছে মেঘে ঘেরে,
হেরলে শশি মন পিয়াসি, হয় লো সুধার মাখামাখি।
কমল বড় ভালবাসি তাইতে বলে কমলিনী।
আদরিণী যার আদরে, তারি তরে বিদেশিনী॥
পতি মোর বনমালী, গাঁথেনা হার ঘুমায় খালি,
দেয় গো দেয় ভাসিয়ে আমায়, তাই ত থাকি একাকিনী॥১৪০১॥

ভুপালী—যৎ।

আমার পিপাসা—আশা আমারি হৃদয়ে থাক্।
এ যাতনায়, এ কল্পনায় আমারি পরাণ যাক্।
সে অতি কোমল লতা, বুঝেনা প্রেমের ব্যথা,
বলিলে দুখের কথা, সে সুধু হয় অবাক্॥১৪০২॥

সাহানা—আড়খেমটা।

প্রাণের মতন পেলে পরে, প্রাণ কি কারো মানে মানা।
না পেলে প্রাণ দেবেনা ভালবাসা সে জানে না॥
চাইনে তো ভালবাসা, দেখ্‌ব কেবল করি আশা,
পিয়াসা ভালবাসা, ভালবাসা যায় কি কেনা?১৪০৩॥

জয়জয়ন্তী—আড়া।
ভাবিনে, তুমি যে যাবে, করিবে এমন!
জীবন-নিবিড়-বনে জোছ্‌না-কিরণ!
তোমারি পানেতে চেয়ে, চলেছিনু গান গেয়ে—
নয়নে ঘুমন্ত মোহ, হৃদয়ে স্বপন।
পায়ে পায়ে এল ধাঁধা, এত বাঁধা, এত কাঁদা,
কপালে এত যে ছিল, বুঝিনে তখন ॥১৪০৪॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।
আর বাজায়োনা আশার বাঁশী, তুলোনারে স্বপন-ফুল।
আমি জেনে শুনে ভুলে আছি, ভেঙ্গোনা এ সাধের ভুল।
প্রেমের ঝড়ে ঘুরে ঘুরে, গিয়াছিনু কোথায় উড়ে—
আজ ভুঁই পেয়েছি কত ক'রে, আর ঢেউ দিয়ে ভেঙ্গোনা মূল।
আপনার আছি আপনি ভরা, কিছুতেই নেই ছোঁয়া ধরা।
আশার সুরে স্বপন-ডোরে, মিছে অকূলের এঁকলা কূল ॥১৪০৫॥

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।
সে আমার আছে গো কেমন?
এখনো তার ঠোঁটে হাসি ফোটে কি তেমন?
এখনো কি আঁখি তুলে, চারিদিকে চায় ভুলে?
সম্মুখে কি ভাসে তার সুখের স্বপন?
সুখে থাক্‌ তাই চাই, আমি মরি ক্ষতি নাই
হ'য়ে গেছে যা হবার কপাল লিখন ॥১৪০৬॥

পূরবী খেম্‌টা।
যখন জানিনে প্রেম, ভাবিতাম মনে মনে!
না জানি কেমন প্রেম, ফোটে কোন্‌ ফুল বনে!
না জানি কেমন সুরে, বাঁজে বাঁশী কোন্‌ দূরে!
না জানি কেমন চাঁদে, খেলে কোন্‌ মেঘসনে ॥১৪০৭॥

লুম—খেম্‌টা।
ঝ্‌রিছে তব নয়ন, কি লাগিয়া প্রাণ।
কোন দুঃখে দুঃখী হয়ে আছ ম্রিয়মাণ॥
বিধুমুখি অধোমুখে, কি কারণে আছ দুঃখে,
দারুণ মন অসুখে, মানে হৃত জ্ঞান ॥১৪০৮॥

বাঁরোয়া—কাওয়ালী।

প্রেম যদি হয়েছে ভুলে, বুঝে ও কেন কারু না ভোলা?
পরের পানে চেয়ে চেয়ে, চোক গেছে হইয়ে ঘোলা।
পরের গান গেয়ে গেয়ে, প্রাণ গেছে আঁধারে ছেয়ে,
বুঝে সুঝেও তবু কেন পরের বাঁধন যায়না খোলা? ১৪০৯॥

ললিত—আড়াঠেকা।

আয় রে চাঁদের কণা।
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু পরতে দিব সোণা।
আতর দিব শিশি ভোরে, গোলাপ দিব কার্পা কোরে,
আর আপনি সেজে বাটা ভরে, দিব পানের দোনা॥১৪১০॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

মুখে প্রেম থাকলে কি হয় প্রাণে প্রেম থাকা চাই।
প্রাণে প্রাণ এক না হ'লে প্রাণে ব্যথা তাইতে পাই॥
রূপ বলে তায় ভালবাস, প্রেমবলে তার জীবন নাশ।
হাসির ভিতর বিষের বাণ, এমন কোথাও দেখি নাই॥
এমন সুধায় গরল উঠে, প্রেমের গরব এই কি ছাই?
কারেও প্রেমের ভাগ দিবনা, কারুর প্রেমের ভাগ নিবনা,
যেমন ছিলেম তেমনি রব, কারুর সাথী আর হব না;
একলা হেসে একলা কেঁদে একলা হয়ে চলে যাই॥১৪১১॥

ললিত—আড়াঠেকা।

এখন রজনী আছে, বল কোথা যাবেরে প্রাণ।
কিঞ্চিত বিলম্ব কর, হোক নিশি অবসান॥
যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝঙ্কার দিত,
কুমুদ মুদিত হ'তো, শশী যেত নিজ স্থান॥১৪১২॥

আড়—খেমটা।

যাও পাখি বোল তারে সে যেন ভুলেনা মোরে,
এ জনমের মত এ প্রাণ স'পেছি তার করে।
বোল তারে আমার কথা, শুনে যেন পায়না ব্যথা,
আমি একা আছি হেথা, দু'নয়নে বারি ঝরে।
আর এক কথা মনে করে, বোল বোল বোল তারে,
প্রেমদাস আজ প্রাণে মরে, না হেরে নয়নে তারে॥১৪১৩॥

খট—একতালা।
এতম যাতনা হবে আগে কে জানিত বল ?
কথা শেষে ব্যথা হবে, হাসি হবে আঁখি জল।
সুখ হবে দূর স্মৃতি, দুখ হবে প্রাণ-প্রীতি,
আশা হবে মৃগতৃষা, মরণ হবে মঙ্গল, আগে কে জানিত বল ?১৪১৬॥

ললিত—আড়াঠেকা।
শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখ্‌বো বলে হে—তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণ তলে॥
মানের দায়ে তুই মানিনী, তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কথা কোয়ে, ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
দেখ্‌বো তোমায় নয়ন ভরে, তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে'।
যখন রাধে বলে বাজে বাঁশী, তখন নয়ন জলে, আপনি ভাসি।
তুমি যদি না চাও ফিরে, তবে যাব সেই যমুনা তীরে,
ভাঙ্গবো বাঁশী তেজ্‌বো প্রাণ, এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান।
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে, বিকায়িনু পদতলে,
এখন চরণ নূপুর বেঁধে গলে, পশিব যমুনা জলে॥১৪১৭॥

কেদারা—যৎ।
কেন আর কাঁদিব।
সে যে আলেয়ার ছায়া কি আশা বাঁধিব।
জোছ্‌না গিয়েছে নিভে, শ্মশানে ডাকিছে শিবে,
নিভাই প্রেমের কুণ্ড, আর কি মন্ত্র সাধিব ?১৪১৮॥

সিন্ধু বাঁরোঁয়া—ঢিমে তেতালা।
তুংহি মন আহ্লাদিনী, তুংহি হৃদয় বাসিনী ?
তুংহি মানস চারিণী, তুংহি প্রেম বিনাশিনী॥
তুংহি প্রণয় প্রসূত, তুংহি মম মহারত্ন,
তুংহি মম প্রেম প্রভু, তুংহি স্নেহ প্রকাশিনী॥১৪১৯॥

ললিত—আড়াঠেকা।
চরণ তলে দিনু হে শ্যাম পরাণ রতন।
দিবনা তোমারে নাথ মিছার যৌবন॥
এ রতন সমতুল, ইহা তুমি দিবে মূল।
দিবা নিশি মোরে নাথ দিবে দরশন॥১৪২০॥

মুলতানী—জলদ্ তেতালা।

না গেল দুর্জ্জয় মান, এতেক বিনতি করে।
অপমান কেন কর, প্রেয়সি হে বারে বারে ॥
পূর্ব্বভাব পূর্ব্বমন, সংপ্রতি দেখি কেমন।
কি লাগি হলে এমন, সদা থাক মানভরে ॥১৪২১॥

দেশ—আড়া।

হ'লোনা আমার যদি, যাই, তবে কেঁদে যাই।
যার থাক, "সুখে থাক" এ বিনা কামনা নাই।
নাই বা ফুটিল হাসি, নাই বা বাঁজিল বাঁশী,
(সুধু) দিনান্তে ও একবার দেখে যেতে যেন পাই ॥১৪২২॥

মুলতানী—জলদ্ তেতালা।

নয়ন নাহি থাকিলে প্রেম কেন হবে বল।
মজাতে প্রেমে কেবল নয়ন দেখি সবল ॥
চক্ষু যদি না থাকিত, কেহ না কারে দেখিত,
কেন বা প্রেমে পড়িত দুঃখ সহিত কেবল ॥১৪২৫॥

খাম্বাজ—একতালা।

কণ্টকে গঠিল বিধি,মৃণাল অধমে, জলে তারে ডুবাইল,পীড়িয়া মরমে ॥
রাজহংস দেখি এক নয়ন রঞ্জন। চরণ বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন ॥
বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন,হৃদয়-কমলে মোর, তোমার আসন
আসিয়া বসিল হংস হৃদয় কমলে, কাঁপিল কণ্টকসহ মৃণালিনী জলে ॥
হেনকালে কাল মেঘ উদিল আকাশে।
উড়িল মরাল রাজ, মানস বিলাসে ॥
ভাঙ্গিল হৃদয় পথ, তার বেগ ভরে।
ডুবিয়া অতল জলে, মৃণালিনী মরে ॥১৪২৬॥

রামকেলী—কাওয়ালী।

এ যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে, হরে মুরারে হরে মুরারে।
জলেতে তুফান হয়েছে, আমার নুতন তরী ভাস্‌লো সুখে ;
মাঝিতে হাল ধ'রেছে, হরে মুরারে হরে মুরারে।
ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ,
আমার জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রোধিবে কে,
হরে মুরারে, হরে মুরারে ॥ ১৪২৭ ॥

জয়জয়ন্তী—আড়া।
দূরে যা দূরে তোরা, কিছু নাহি বুঝিবার।
কার মুখ পানে চাব, চাহিতে পারিনে আর॥
যে ছিল প্রাণের আশা সেই হ'লো প্রাণ নাশা,
মিছে পর ভালবাসা, কেবল পিপাসা সার॥১৪২৮॥

সিন্ধু কাফি—ঢিমে তেতালা।
যে জানে সে জানে প্রেম উদ্ভব কেমনে।
হয় মনে রহে মনে পরে যায় মনে মনে॥
নয়ন আদি কারণ, উৎপত্তি সংঘটন,
স্থিত হইয়ে মিলন, পরে লীন অযতনে॥১৪২৯॥

ললিত আড়খেমটা।
কাঁটা বনে তুল্‌তে গেলাম কলঙ্কেরি ফুল,
গো সখি, কাল কলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পর্‌লেম মালা সখি-কলঙ্কেরি ফুল, গেঁথে, কাণে পর্‌লেম দুল।
মরি-মর্‌ব কাঁটা ফুটে, ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে, নবীন মুকুল॥১৪৩০॥

বেহাগ—কাওয়ালী।
গাছে ফুল শোভা যেমন, হয় কি তেমন গাঁথ্‌লে মালা।
গলায় দিলে খানিক মজা শেষ কালেতে হেলা ফেলা॥
কোথা সে সৌরভ সুখ, কোথা সে প্রফুল্ল মুখ।
সে আদরের রস ভরে, ভ্রমরে করেনা খেলা॥১৪৩১॥

ধানশী।
কে মোরে মিলায়ে দেবে সে চাঁদ বয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ॥
কাল রাতি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া।
গুণ শুনি প্রাণ কাঁদে না যায় পাতিয়া॥
উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি॥
ধন জন যৌবন সোদর বন্ধুজন, পিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভুবন॥
কেহত না বোলেরে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥
কত দূর পিয়া মোর করে পরবাস, সম্বাদ লেই চলু বলরাম দাস॥১৪৩২

সিন্ধু কাফি —ঢিমে তেতালা।

প্রেমে কি গুণ আছে, সে জন জেনেছে।
ঠেকেছে মজেছে যেই, প্রেম বান্ধা তারি কাছে॥
যে নহে প্রেমের ব্রতী, সে কি জানে প্রেমে রীতি,
বিনতি প্রণয় পদ্ধতি, অপরে অজ্ঞাত নীতি,
যে করেছে সে ভুলেছে॥১৪৩৩॥

খেমটা।

দিবনা প্রাণ থাকিতে, তোমায় যেতে হৃদয় মণি,
লইয়ে তোমা ধনে হব কাননবাসিনী।
আঁখির অঞ্জন করি, আঁখিতে রাখিব তুলি
বিরলে একলা ব'সে, হেরবো ও চাঁদ বদনখানি॥১৪৩৫॥

পূর্ব্বরাগ বরাড়ি।

কি তুঁহু ভাবসি রহসি একন্ত, ঝর ঝর লোচনে নেহারসি পন্থ॥
কহ কহ চম্পক গোরি, কাঁপসি কাঁহে সঘন তনুমোড়ি॥
ঘাম কিরণ বিন্দু ঘামই অঙ্গ, না জানি এ কাম্বুক প্রেমতরঙ্গ॥
জলধর দেখি বহয়ে ঘন শ্বাসে, কিশোরাম করু রাধামোহনদাসে॥১৪৩৬

ললিত—আড়াঠেকা।

বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুনঃ,
আমারে আবার যেন, রমণী জনম দিবে।
লাজ ভয় তেয়াগিব এ সাধ মোর পুরাইব,
সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখ্‌ব নিশি দিনে॥১৪৩৭॥

জংলাপাহাড়ী—যৎ।

যারে বিদেশী বঁধু আমি তোরে চাইনা,
যখন তোরে মনে করি, তখন তোরে পাইনা।
আমার মাথায় দিয়ে হাত, দিব্য কর প্রাণনাথ,
নিতান্ত জেনেছিরে প্রাণ, তুমি আমার হবে না।
অগুরু চন্দন দিব, মনে ছিল বাসনা,—
সে আশা হ'ল নৈরাশা, তুমি প্রাণ এলে না।
আকাশেতে মেঘ দেখে, চাতকিনী বাঁচে না,
তোমাতে আমাতে রে প্রাণ, মিলনে সুখ হ'লো না॥১৪৩৮॥

লুম খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মন মানে যদি, নয়ন মানেনা।
মনেরে বুঝাতে পারি, নয়নেরে পারি না॥
সদা নয়নে নয়নে রাখিবারে তোমা ধনে,
পাপ আঁখি আমার যে, সদা করে বাসনা।
তুমি যে পরেরি প্রাণ, সে মনে দেয়না স্থান,
বুঝালে আঁখিরে আমার, পোড়া আঁখি বোঝে না॥১৪৩৯॥

ললিত—আড়াঠেকা।

আর এ যন্ত্রণা প্রাণে সহে না বিধাতার মনে ছিল এত বিড়ম্বনা?
ছিলেম্ রাজরাণী, হলেম্ ভিখারিণী,
কারাগারে মরে শেষে দুঃখিনী ললনা।
গেল সিংহাসন, গেল পতি ধন, দুঃখের জীবন কেন তবুও যায়না।
হৃদয়-মৃণালে, প্রাণেশ কমল, তাহারে হরিলে কিসে বাঁচে পতিপ্রাণা।
তুচ্ছ সিংহাসন, তুচ্ছ রাজ্য ধন কেবল প্রাণেশ মম হৃদয় বাসনা॥১৪৪০

মল্লার—তিওট।

সই আমারে কি হ'ল, পীরিতি করিয়ে পরাণ গেল।
পীরিতি বেদনা, যেজন জানে না, সে যেন করে না থাকিবে ভাল।
পীরিতি-বিচ্ছেদঘাতে, ঔষধ না মানে তাতে,
না মানে চন্দন, না মানে জল॥১৪৪১॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

নীরদ পাশে দামিনী ছটা প্রেম ছাঁদে কে বাঁধিল রে।
কিংবা নীলকান্তমণি কনক তারে গাঁথিল রে॥
কত শত মধুকরে উড়ে উড়ে পদ নখরে,
রাহুভয়ে প্রভাকরে, শরণাগত শ্রীপদে,
পেলেন্ প্রাণ শমন করে, ভবভয় ভাঙ্গিলরে॥১৪৪২॥

খাম্বাজ—জলদতেতালা।

মন যে দহে তার বিচ্ছেদ অনলে অন্তরে।
ফাটে বুক, এ সব দুখ, কিরূপে জানাব তারে॥
তাহার মিলন কালে, কথা হতো নানা ছলে,
কখন করুণা করি, সাধিত সে হাতে ধরি,
এখন কেমন করি, থাকিব বল পাস'রে॥১৪৪৩॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

কেতোরে শিখায়েছে বল, প্রেম ছলনা।
যে তোমারে শিখায়েছে, সে বুঝি প্রেম জানে না॥
পরের মন নিতে জান, দিতে বুঝি নাহি জান,
এমন ক'রে কত জনায় বধেছ প্রাণ বলনা॥১৪৪৪॥

পিলু বেহাগ—কাওয়ালী।

প্রাণ তোমারে ভালবাসি ভুলিতে না পারি আমি।
উভয়ে একত্রে ছিলাম ভিন্ন নহি আমি তুমি॥
সে কথা পড়িলে মনে, রজনী কি দিন মানে,
বিচ্ছেদ অনল জ্বলে, নয়ন জলে ভাসি আমি॥
পড়েনা তোমার মনে, মরি আমি তোমা বিনে,
কর বা না কর মনে, ভাল তো বাসিব আমি॥
কালী কহে সে কান্তমণি, জীবনের জীবন জানি,
ভাল না বেসে বাঁচে কি প্রাণী, আজ্ঞাকারী তাঁরই আমি॥১৪৪৫॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

মধুর রজনী, মধুর ধরণী, মধুর চন্দ্রমা, মধুর সমীর!
ভাগীরথী বুকে, ভাসি ভাসি সুখে চলে ফুলময়ী তরী ধীর ধীর!
আলু থালু কেশ, আলু থালু বেশ, ঘুমায় কামিনী রূপসী রুচির।
অপরূপ হাস, আননে বিকাশ, অধর পল্লব অলপ অধীর!
না জানি কেমন দেখিছে স্বপন, মধুর—মধুর—মুরতি মদির॥১৪৪৬॥

সিন্ধু ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

কিরূপে সে কাল রূপে বল পাসরি। নয়ন মন উভয়ে হয়েছে বৈরী॥
নিরখিলে জলধরে, মনে পড়ে বংশীধরে,
প্রকাশিলে লোকে ধরে, মরমে গুমুরে মরি॥১৪৪৭॥

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

নারী হ'য়ে তোমায় প্রাণ সাধিব কত।
কে কোথা দেখেছে কে শুনেছে হেন অসঙ্গত॥
মৌন লজ্জা অভিমান, নারীর এই আভরণ,
সে মান সান্ত্বনা করা, আছে পুরুষের রীত।
ক'রে বলি কৃতাঞ্জলি, মানে দেও জলাঞ্জলি,
ডাক একবার এসো বলি, থাকি জনমের মত॥১৪৪৮॥

আলেয়া—যৎ।

কে চালাবে তরী নাবিক বিনে, ডুবিলাম বুঝি ঘোর তুফানে।
যদি আসিবে ত্বরায়, লাগবে কিনারায়, তবে রই সই আর ডুবিনে।
মলয়ার সমীরণে. নদীর তুফানে, বাড়িছে দিনে দিনে,
ভেঙ্গে গেল হাল, ছিঁড়ে গেল পাল, কত থাকে আর আশা-গুণে।১৪৪৯

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

প্রাণ তুমি প্রেমসিন্ধু হ'য়ে বিন্দুদানে কৃপণ হলে,
প্রেম-পিপাসিত জনে উপায় কি দেহ বলে।
মহতের এই গুণ, আশ্রিতে নয় নিদারুণ,
আমি হে আশ্রিত জন, আমারে কেন বঞ্চিলে॥১৪৫০॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

(আমি) প্রাণের অধিক ভালবাসি যারে।
না জানি তার কেমন মন, না বাসে আমারে॥
দেখি দেখি কত দিনে, সে আমারে করে মনে,
আমি তো চাতকীর মত হয়ে আছিরে॥১৪৫১॥

খাম্বাজ—একতালা।

ওলো রেখে দে, সখি, রেখে দে, মিছে কথা ভালবাসা।
সুখের বেদনা, সোহাগ যাতনা, বুঝিতে পারিনা ভাষা।
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন, পরাণ স'পিতে প্রাণের সাধন,
"লহ" "লহ" ব'লে পরে আরাধন, পরের চরণে আশা।
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া, বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া,
পরের মুখের হাসির লাগিয়া, অশ্রু সাগরে ভাষা
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া, জীবনের সুখ নাশা॥১৪৫২॥

খাম্বাজ—আড়া তেতালা।

সাধে সাধ করি এত, তোমারে দেখিতে
মানস প্রবোধ বোধ নাহি লয় চিতে॥
ও রূপ লাবণ্য তব, মনোহর সুধার্ণব,
মাধুর্য্য মাদক রূপে, প্রণত আঁখিতে।
যদি কভু করি মনে, তোমারে না করি মনে,
তাহাতে রোদনে প্রাণ, যায় দুঃখাতীতে॥১৪৫৩॥

পূরবী—আড়া।

দেখ প্রেম-সুধাংশুর কি শোভা সুন্দর রে।
অন্তর আকাশে থাকে, এই সুধাকর রে ॥
বিরলে বসিয়ে বিধি, রচিলেন প্রেম নিধি,
লয়ে সংসারের যত সুধা মনোহর রে।
দেখরে কলঙ্কী শশী, অম্বর আসনে বসি,
নয়ন জুড়ায় সুধু, ধরি সিত কর রে।
এত অকলঙ্ক চাঁদ, মনোমৃগ ধরা ফাঁদ,
জুড়ায় জগত জন জীবন অন্তর রে।
সিত পক্ষে সুধাকর, শুধু হয় সুধাকর,
দ্বারকানাথেরি চাঁদ, সদা সুধাকর রে ॥১৪৫৪॥

দেশ—খেমটা।

কেমন সখি, আমার সাথে, পারিলিনে তো তুই।
হোথায় তুলিব বাতি, হরষ-প্রমোদে মাতি,
সখীর কাছে দিয়ে আসি সেফালিকা যূঁই ॥১৪৫৫॥

বাহার—ভৈরবী যৎ।

আজিরে ঘুমন্ত পাখিগণে জাগা'য়ে সঞ্চরে বায়ু কাননে।
হাসে তারাবালী সুখে গগনে।
নব সুখ-ভরে দম্পতী বিরহে কিবা শোভা সুন্দর মিলনে ॥১৪৫৬॥

জয়জয়ন্তী—তিওট।

তাহারে রাখিব কেমনে, সদা নয়নে নয়নে।
পলকের অবসরে মনোহরে মনে মনে ॥
যদি পারি ধরিবারে, রাখি হৃদি-কারাগারে,
বাঁধিয়া প্রেমের গুণে, মনোজ শর শাসনে ॥১৪৫৭॥

পিলু—কাশ্মিরী খেমটা।

প্রিয় সখা! প্রিয় সখি! এ চারু কুসুম-হার
পরাব দোঁহার গলে, দেখিব শোভা তার।
যতনে গেঁথেছি মালা মিলে দু'জনায়!
সাজা'ব যুগলরূপ বাসনা যেমন যার।
পরখ করহে সখা, ভাল ফুলমালা কার;
ছিঁড়িলে যাহার মালা জানিব তাহারি হার ॥১৪৫৮॥

কাফি—যৎ।

এই মল্লিকাটী পরাইব চুলে, এইটী সাজাব কাণের দুলে।
গাঁথি মালিকা, বকুল ফুলে দোলাব সখীর কবরী মূলে।
গাঁথ গে মালা কানন বালা, তোর সে সাধের বকুল ফুলে।
ওই কি আমরি! ফুটেছে চামেলি!
যাই, আমি যাই, আনিগে তুলে॥১৪৫৯॥

—

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

নবীন নাগর, নবীনা নাগরী মরি মরি কিবা শোভা!
নিরখি নয়ন জুড়া'ল আজি রে, জলদে দামিনী-প্রভা।
মৃদুল সমীরে, দেখলো সুধীরে, চঞ্চল অঞ্চল দোলে।
সবার চিকণ, চিকুর দুলিছে, নেহারি পরাণ ভোলে॥১৫৬০॥

—

পিলু—কাওয়ালী।

সানিসু সানিসু হার তোর কাছে, সখি।
আমার মালতী তোলা, এখনো হোলনা বালা।
ফুলে ফুলে আঁচল ভরা তোর যে লো দেখি।
সারা বাগান লুটে নিয়ে তুই এলি না কি?১৪৬১॥

—

ভৈঁরো—খেম্‌টা।

আয় আয় আয় সবে আয়, সবে বরণডালা মাথায় লয়ে আয়।
আয় আয় সোণার জামাই বরণ করি শাক বাজায়ে
নবীন রসিক বর, সাবধানেতে বরণ কর,
দেখ যেন যেয়োনাকো ফাঁদলা ভলায় মন হারায়ে॥১৪৬২॥

—

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

পীরিতে কলঙ্ক জানি তবু প্রেম ভালবাসি।
বিরহ-শশাঙ্ক হীনে, কভু নাহি অভিলাষী॥
পীরিতি পঙ্কজ প্রায়, পঙ্কে জন্মে জেনে তায়,
কেবা করে অনাদর, করে হীন সহবাসী॥
বিচ্ছেদ সম গরল, কালকূট হলাহল,
রত্নাকর জাত বলে, কে হয় তার প্রয়াসী॥
তেমতি প্রেম বিচ্ছেদ, বুঝে দেখ ভেদা ভেদ,
বাস প্রেম পরিচ্ছেদ, কলঙ্ক সাগরে ভাসি॥১৪৬৩॥

—

সিন্ধু—কাওয়ালী।

বরষ অমরগণ আশিষ-কুসুম-মালা
চির-সুখ-সরে যেন, ভাসেহে অবলাবালা।
পবিত্র-প্রণয়-স্রোতে ভাসাইও পতি সাথে
বিরহ-তরঙ্গাঘাতে, দিওনা মরমে জ্বালা।
বিতর করুণা-কণা গ্রহরাশি দিগঙ্গনা
সমাশ্রিতা সুবদনা যাবত জীবন-লীলা ॥১৪৬৪॥

ভৈঁরো—খেম্‌টা।

আয়লো আয়লো আয়গো আয়লো মিলে সব সজনী
বাসরে পোহাব আজি কি সুখের রজনী।
ভাসিয়ে সুখ তরঙ্গে মাতিয়ে প্রমোদ রঙ্গে,
হাসিব সখির সঙ্গে দিব সুখে হুলুধ্বনি ॥১৪৬৫॥

খাম্বাজ মিশ্র—ঠুংরী।

চল সবে মেলি যাই ফুল চয়নে।
সাজাবো মনের সাধে সখী রতনে।
কুসুম ফুলহার, দিবলো উপহার,
প্রিয়গলে সোহাগিনী দোলাবে যতনে ॥১৪৬৬॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

হেথায় একটী গাছের আড়ালে মালতী ফুটীয়ে রয়েছে, ভাই।
তাই তো, লো সখি, তুই থাক্ হেথা আমি তবে হোথা ছুটিয়ে যাই।
না, না, ও যে মোর সাধের কুসুম কেন দিব, সই তুলিতে তোরে।
এই দেখ্ দেখ্ যাই তোর আগে; তুই কি পারিবি ধরিতে মোরে১৪৬৭

সাহানা—খেম্‌টা।

আমরি মোহনরূপে মন হরিল।
গগন মাঝে আসি সুখ-তারা প্রভাবিল।
নবীন নাগরী পাশে, হাসে ওই প্রেম আশে,
নবীন নাগর আসি সবে দেখলো ॥২৪৬৮॥

বেহাগ—আড়া।

প্রেম কি গোপনে থাকে। জ্বলন্ত অনল কভু কি বসনে ঢাকে॥
প্রতিপদ চন্দ্র যেমন, কেহ না পায় দরশন,
দ্বিতীয়া তৃতীয়া হ'লে, সকলে দেখে ॥১৪৬৯॥

খাম্বাজ—একতালা।

যা, যা, তুল্ গে লো তোর সাধের কুসুম দিবনা, লো, তোরে বাধা,
আমি তুলি এই মল্লিকার রাশি ফুটেছে কেমন আধা!
এই ঢুলু ঢুলু মালতীর ফুলে, গাঁথিব মোহন মালা;
মরি কি তাহাতে মধুর মধুর সাজিবে রূপসী বালা।১৪৭০॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

বিভেদি, বিষাদ ঘন, চারুচন্দ্রমা উদিল উজল বরণ।
চুমিয়া চুমিয়া, কুসুমে কুসুমে বহিল বসন্ত পবন।
গাইল কোকিল, বনবিহঙ্গিনী গাইয়া ছাইল গহন।
হাসিল ধরণী, নবীন দম্পতী প্রমোদে পূরিল পরাণ॥১৪৭১॥

ভেঁরো—খেম্‌টা।

মরি কি অরূপ রূপ হইল।
হেরি জুড়াল আঁখি মানস মোহিল।
ফুটিল গগনে তারা হীরাগণে প্রকৃতির বদনে, শশধর উদিল।
বিমল সলিলে, কুমুদিনী দলে, পাইয়ে প্রাণপতি সুখে বিকসিল॥১৪৭২

মিশ্র কালাংড়া—খেম্‌টা।

এত ফুল কে ফোটালে (কাননে)
লতা পাতায় এত হাসি-তরঙ্গ মরি কে ওঠালে।
সজনীর বিয়ে হবে, ফুলেরা শুনেছে সবে, সে কথা কে রটালে।১৪৭৩

খাম্বাজ—আড়া।

নয়নের দেখা হতে মনে মনে রাখা ভাল।
প্রত্যক্ষ দেখিলাম ইথে নাহি বিচ্ছেদ জঞ্জাল॥
তার সনে একাসনে, আর বাক্য সম্ভাষণ,
পরস্পর অদর্শন, যাবৎ না হয় ভাল॥
মুহূর্ত্তেকে ধ্বংস হয় দংশিলে বিচ্ছেদকাল॥১৪৭৪॥

মিশ্র—কাওয়ালী।

কেন বিষাদ সলিলে ভাস নয়ন লো।
কেন মলিন নিরখি বিধুবদন লো?
কি দুখ বলনা, ওগো সুলোচনা।
নাশি হৃদয় বেদনা চল বিপিনে লো॥১৪৭৫॥

মিশ্র।

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী, সে শুধু গো যদি আসিত।
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা যদি সে শুধু গো ভাল বাসিত!
এ মধু বসন্ত, এত শোভা হাসি, এ নব যৌবন, এতরূপ রাশি
সকলি উঠিত পলকে বিকাশি সে শুধু গো যদি চাহিত।
মিথ্যা বিধি তুমি, মিথ্যা তব সৃষ্টি, কেন এ সৌন্দর্য্য নাহি যদি দৃষ্টি!
যদি—হলাহলে ভরা প্রেম সুধা মিষ্টি।
কেন তবে প্রাণ তৃষিত!১৪৭৬॥

সখি নব শ্রাবণ মাস!
জলদ ঘন ঘটা, দিবসে সাঁঝছটা, ঝুপ ঝুপ করিছে আকাশ!
ঝিমি কি ঝম ঝম, নিনাদ মনোরম, মুহুর্মুহু দামিনী আভাস!
পবন বহে মাতি, তুহিন কণাভাতি দিকে দিকে রজত উচ্ছাস!
উছলে সরোবর, পত্র মর মর—কম্পে থর থর পান্থ নিরাশ!
যুবতী যুবজনা, পরম প্রীতমনা, দুহুঁ দোঁহে বাঁধা ভুজপাশে!
বিরহে যাপি যামী, ঘুমায়ে ছিনু আমি, স্বপনেতে মিলল উল্লাস!
সহসা রক্তপাত কড়াক্কড় নাদ, কাঁপি উঠি, হৃদয়ে তরাস!
নয়ন মেলি চাই, কোথায় কেহ নাই, উথলিত আকুলিত নিশ্বাস!
আমার বঁধুয়া পরবাস।১৪৭৭॥

বেহাগ—খেমটা।
সখি, সে গেল কোথায়, তাঁরে ডেকে নিয়ে আয়।
দাঁড়াব ঘিরে তারে তরু তলায়॥
আজি এ মধুর সাঁঝে, কাননে ফুলের মাঝে,
হেসে হেসে বেড়াবে সে, দেখিব তায়!
আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
আয়লো আনন্দময়ি, মধুর বসন্ত লয়ে;
লাবণ্য ফুটাবি লো তরু-লতায়॥১৪৭৮॥

বেহাগ—খেমটা।
হে প্রিয়ে কি দিয়ে তুষিব তব মন।
প্রাণের অধিক প্রাণ, বল কি আছে রতন॥
সেন প্রাণ তব স্থান, অগ্রে করেছ দান।
কি আছে তার সমান ওরে প্রাণাধিক ধন॥১৪৭৯॥

মিশ্র কানাড়া—কাওয়ালী।

আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো!
তোমা ছাড়া আর এজগতে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো!
তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও, সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো!
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস!
যদি আর কারে ভাল বাস, যদি আর ফিরে নাহি আস
তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুখ পাই গো!১৪৮০॥

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

কি হল আমার? বুঝি বা সখি হৃদয় আমার হারিয়েছি!
পথের মাঝেতে খেলাতে গিয়ে হৃদয় আমার হারিয়েছি!
প্রভাত কিরণে সকাল বেলাতে, মনলয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে, মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে. সহসা সজনি চেতনা পেয়ে
সহসা সজনি দেখিনু চেয়ে,
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে, হৃদয় আমার হারিয়েছি!
যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়! তারপর দিয়া চলিয়া যায়!
শুকায়ে পড়িবে ছিঁড়িয়া পড়িবে, দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে
যদি কেহ সখি দলিয়া যায়!
আমার কুসুম-কোমল হৃদয়, কখনো সহেনি রবির কর,
আমার মনের কামিনী—পাপড়ি, সহেনি ভ্রমর চরণ ভর,
চিরদিন সখি হাসিত খেলিত, জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত
সহসা আজ সে হৃদয় আমার কোথায় সজনি হারিয়েছি॥১৪৮১॥

ইমন ভূপালী—একতালা।

কাহার কাছে মিছে জানাব যাইয়া কেন ঝরে আজি দুনয়ন;
হেরি চারি দিক পাইনা কাহারে, শূন্য হেরি নিখিল ভুবন।
আঁধার নিশিতে একেলা বেড়াই, কি জানি কি কোথা ছুটে যাই,
পাই পাই বলি হারাইয়া ফেলি হারা হয়ে অন্ধ এ লোচন॥
কে যেন তখন হৃদয় মাঝারে আনাগোনা করে লুকায়ে,
এই আসে সেই, এই চলে যায়, দেখিতে না পাই চাহিয়ে।
তারে ডেকে ডেকে গলা ভেঙ্গে যায়, সাড়া নাহি দেয় কোন জন;
যে যাবে সে যাক্, আমি পড়ে শুধু থাকি বুকে করে ভাঙ্গা মন॥১৪৮২

ভৈরবী—মধ্যমান।

সুন্দরী হইলে কি হয়, বলি প্রাণ তোমায়।
রসবোধ না থাকিলে, রসবতী কেবা কয়॥
কেতকী (চম্পক) পুষ্পেরি গন্ধ, সবে বলে মকরন্দ,
তবে কেন সে ফুলেতে ভ্রমর বঞ্চিত হয়।
কোকিল কুৎসিত পাখী, তার রূপ নাহি দেখি,
তথাপি তাহারি গুণে সকলে মোহিত হয়॥১৪৮৩॥

ইমন কেদারা—একতালা।

ফুর্ ফুর্ ফুর্ দিচ্ছে হাওয়া উড়ে যাচ্ছে প্রাণ,
পোড়ার মুখো কোকিল গুলা ধরে দেছে গান,
তিষ্ঠুতে দেবেনা ওরা ঘরের মাঝারে,
বাইরে গেলে হাওয়া পেলে প্রাণ কেমন করে;
বাদালে গোল কোকিল গুলা কি করি উপায়,
পাঁজার আগুন জ্বল্‌ছে দ্বিগুণ বড় বিষম দায়।
দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা হলো জম্‌কে উঠ্‌লো চাঁদ,
প্রেমের নদী উথলে উঠ্‌লো ধসে গেল বাঁধ,
জোরে বইছে বুকের মাঝে প্রেমের তুফান,
ফুট্‌ফুটে অই চাঁদের আলো কেড়ে নিলে প্রাণ;
ভোম্‌রা গুলা আশে পাশে সাড়া দিয়ে যায়,
পাগল করে তুল্‌লো মোরে বড় বিষম দায়;
গুণ্‌ গুণ্‌ গুণ্‌ গাইছে ভাল ভোম্‌রার পাল যত,
ফুলের কলি মাথা তুলি কইছে কথা কত;
কে যেন ফের্ পুকুর ধারে গাইছে প্রেমের গান,
ফুর্ ফুর্ ফুর্ দিচ্ছে হাওয়া উড়ে যাচ্ছে প্রাণ॥১৪৮৪॥

ভৈরবী—খেমটা।

নিশি শেষে কালশশি কোথা হ'তে উদয় হ'ল।
অরুণ নয়ন দুটী চ'লে যেতে পড়ে ঢ'লে॥
কপালে সিন্দুর বিন্দু, শুকায়েছে মুখ ইন্দু,
বল ও কার প্রেম সিন্ধু, মথিলে বসি বিরলে॥১৪৮৫॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি হবে জানালে দুখ তায় (সই বল)
সে যদি আমার একান্ত না চায়॥
জানালে যাতনা বোধ, নাহি মানে উপরোধ,
তথাপি অবোধ মন, তারি পিছে ধায়॥১৪৮৬॥

বাহার—কাওয়ালী।

(জীবনে) আজ কি প্রথম এল বসন্ত।
নবীন বাসনা ভরে, হৃদয় কেমন করে।
নবীন জীবনে হব জীবন্ত।
সুখভরা এ ধরায়, মন বাহিরিতে যায়।
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে!
তাহারে খুঁজিব দিক্‌দিগন্তে! জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত।
যেমন দখিণে বায়ু ছুটেছে! কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে!
তেমনি আমি ও সখি যাব, না জানি কোথায় পাব!
কার সুধাস্বর মাঝে, জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে!
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত, তাহারে খুঁজিব দিক্ দিগন্ত।১৪৮৭॥

মিশ্র কেদারা—একতালা।

তুমিত নীরবে ভালবেসে মোরে প্রণয় আমারে শিখালে,
মান অভিমান, তেয়াগি সকল, আদর করিতে দেখালে;
পরের লাগিয়া আপনা ভুলিতে তুমিত আমারে জানালে,
স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রীতিভক্তি ছিল কোথায় যে লুকায়ে বিরলে;
ঘুমন্ত প্রকৃতি হৃদয়ে যা' ছিল তুমিত জাগালে তাদেরে,
মানস সরসে সুখের কুমুদ তুমিত ফুটালে তাহারে;
শূন্য মনোগৃহ মন্দির করিয়া তুমিত প্রতিমা বাদিলে,
প্রকৃতির মুখ সুন্দর দেখিতে তুমিত আমরে শিখালে;
নীরব প্রকৃতি এত কথা কহে তুমিত সে কথা শুনালে,
বধির ছিলাম শ্রুতি তুমি দিলে অন্ধ ছিনু আঁখি ফুটালে।
আদর্শ থাকিয়া দেখায়ে আমার এ হৃদয় তুমি গড়িলে,
বিষাদ পল্বলে ডুবিতে ছিলাম অমিয়া সাগরে ভাসালে॥১৪৮৮॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

রাসমণ্ডল মধু সথা স্বাব নের্ত্তিতি বনওয়ারি।
কর সোঁ কর জোরিশ্যাম গোপীজন ঠার ঠার
বীচ মোহন বিরাজিত ছব কোটি কাম বারি।
ধন ধন বৃন্দাবন ধন গোকুলধন গোপী গোয়ার
ধন ধন ব্রজপুর যাঁহা নীল অবতারি।
করত রাস অতি বিলাস পুলকিত ভও নাচত তাল
জ্ঞানদাস নিরখত ছব ওনেকি বলে হারি।১৪৮৯॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

(আমায়) ভাল বাসনা বাসরে প্রাণ।
আমিতো তোমারি আশে রেখেছি জীবন॥
তুমি ব্রজে নব ঘন, আমি তো তৃষিত জন,
করি প্রিয়ে বারি দান, রাখলো জীবনে॥১৪৯০॥

বেহাগ—মধ্যমান।

চন্দ্রশূন্য তারা শূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে,
দূর ভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে ছেয়ে।
ভয়ানক সুগভীর, বিষাদের এ তিমির,
আশারো বিজলিরেখা উজলেনা এই হিয়ে।
হৃদয়ের দেবতারে পুজিনু জনম ধরে,
মর্ম্মভেদী যাতনায় অশ্রুজল দিয়ে।
দিয়াছি হৃদয় প্রাণ, সকলিত বলিদান,
একটু মমতা তবু পাইনু না ফিরিয়ে॥১৪৯১॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

(আমায়) ভাল বাস না বাস।
আমি তো কখন তোমার ছাড়িব না আশ॥
যথা তথায় থাকি, তোমা বিনা হইনা সুখী,
বধিলে বধিতে পার, রাখিলে তোমারি যশ॥১৪৯২॥

মিশ্র দেশ—খেম্‌টা।

অলি বারবার ফিরে যায়।
অলি বার বার ফিরে আসে, তবে ত ফুল বিকাশে!
কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে মরে ত্রাসে!
ভুলি মান অপমান, দাও মন প্রাণ, নিশিদিন রহ পাশে!
ওগো আশা ছেড়ে তবু আশ রেখে দাও, হৃদয় রতন আশে!
ফিরে এসো, ফিরে এসো, বন মোদিত ফুলবাসে!
আজি বিরহ রজনী, ফুল্ল কুসুম শিশির সলিলে ভাসে!১৪৯৩॥

মিশ্র ভৈরবী—একতালা।

ওই মধুর মুখ জাগে মনে! ভুলিব না এ জীবনে!
কি স্বপনে কি জাগরণে! তুমি জান বা না জান
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরী বাজে, হৃদয়ে সদা আছ ব'লে!
আমি প্রকাশিতে পারিনে, শুধু চাহি কাতর নয়নে॥১৪৯৪॥

বেহাগ—মধ্যমান।

এ সুখ বসন্তে সই, কেনেলো এমন আপন হারা, বিবশা আহামরি.
কুন্তল আলু থালু এলায়ে কপোল পরি।
হাসে চন্দ্র ঘুমন্ত জোছনা হাসি, ঢালে মল্লিকা
সুরভি রাশিরে, বোলে পাপিয়া পিউ পিউ,
কুজে কোয়েলিয়া কুহু কুহু রবে, কুঞ্জে কুঞ্জে।
যদি হাসে চাঁদ মধুর হাসিরে, মলিন কেন হেরি
ও মুখ শশীরে, যদি গাহে পাখী, তবে কেন সখি নীরবে রহিবি হায়!
আয় কুঞ্জে, ফুটন্ত মালতী তুলি, গাঁথি মালিকা দুজনে মিলিয়ে
গানে গানে পোহাইব রজনী সজনীরে॥১৪৯৫॥

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে। বনমাঝে, কি মন মাঝে?
বসন্ত বায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটেছে ফুল!
বলগো সজনি, এ সুখ রজনী, কোন্ খানে উদিয়াছে?
বন মাঝে কি মন মাঝে?
যাব কি যাবনা মিছে এ ভাবনা মিছে মরি লোক লাজে!
কে জানে কোথা সে বিরহ হুতাশে ফিরে অভিসার-সাজে,
বন মাঝে কি মন মাঝে?১৪৯৬॥

মিশ্র মোল্লার—একতালা।

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়? দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়?
চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল, বায়ু বলে এসে ভেসে যাই,
ধরে রাখ, ধরে রাখ, সুখ পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়॥
পথিকের বেশে সুখ নিশি এসে, বলে হেসে হেসে, মিশে যাই!
জেগে থাক, জেগে থাক, বরষের সাধ নিমিষে মিলায়॥১৪৯৭॥

ইমন্ কল্যাণ—একতালা।

পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে
ওগো যাও কোথা যাও!
সুখে ঢল ঢল বিবশ বিভোল পাগল নয়নে
ও গো চাও কারে চাও!
কোথা চলে গেছে উদাস হৃদয় কোথা পড়ে আছে ধরণী!
মাথায় তরণী বাহিয়া যেন গো, মায়াপুরী পানে ধাও!
কোন্ মায়াপুরী পানে ধাও॥১৪৯৮॥

বেহাগ—একতালা।

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা।
শুধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা॥
শুধু দেখা পাওয়া শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চলে যায়
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা।
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙ্গা বল, প্রাণপণে কাজে পায় ভাঙ্গা ফল,
ভাঙ্গাতরী ধরে ভাসে পারাবারে, ভাব কেঁদে মরে ভাঙ্গা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়, আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে আধ বিশ্বাসে, শুধু আধখানি ভালবাসা॥১৪৯৯॥

ভৈরবী।

সুন্দরী রাধে আও এ বনি, ব্রজ রমণী-গণ মুকুট মণি,
কুঞ্চিত কেশিনী, নিরুপম বেশিনী,
রস আবেশিনী ভঙ্গিনীরে।
অধর সুরঙ্গিনী, অঙ্গত রঙ্গিনী, সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিনীরে।
কুঞ্জর গামিনী মোতিমদশনী, দামিনী চমক নেহারিণীরে,
আভরণ ধারণী, নব অভিসারিণী, শ্যামর হৃদয় বিহারিণীরে।
নব অনুরাগিণী, অখিল সোহাগিনী, পঞ্চম রাগিণী মোহিনীরে।
রাসবিলাসিনী, হাস বিকাশিনী, গোবিন্দ দাস চিত মোহিনীরে॥১৫০০

কীর্ত্তনের সুর।

আমারে, কে নিবি ভাই, স'পিতে চাই আপনারে।
আমার এই মন গলিরে কাজে ভুলিয়ে, সঙ্গে তোদের নিয়ে যারে
তোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেছিস্ ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে,
তোমাদের এই হাসিখুসী দিবা নিশি, দেখে মন কেমন করে।
আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা লুটে পুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে।
যেমন ঐ এক নিমিষে বন্যা এসে ভাসিয়েনে যায় পারাবারে।
এত যে আনা গোনা, কে আছে জানা শোনা
কে আছে নাম ধরে মোর ডাক্‌তে পারে।
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিন্‌তে পারি দেখে তারে।১৫০১॥

সহিনী—খেম্‌টা।

একা একা এত দিন কেটে গেল, এখন দুখের নিশা প্রভাত হল।
আর না জ্বালা সব, দুজনে এক হব, সোহাগে সদা রব ঢল ঢল।
তাহারি মুখচেয়ে যামিনী যাবে বয়ে,
নিভাব তারি প্রেমে হৃদি অনল॥১৫০২॥

সরফর্দা—কাওয়ালী।

এত খেলানয়! খেলানয়! এযে হৃদয়—দহনে-জ্বালা, (সখি)!
এ যে প্রাণভরা ব্যাকুলতা, গোপন মর্ম্মের ব্যথা,
এ যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা।
কে যেন সতত মোরে, ডাকিয়ে আকুল করে,
যাই যাই করে প্রাণ যেতে পারিনে।
যে কথা বলিতে চাহি, তা বুঝি বলিতে নাহি,
কোথায় নামায়ে রাখি সখি এ প্রেমের ডালা।
যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারিনে মালা॥১৫০৩॥

সোহিনী—খেম্‌টা।

আজ্ তোমারে ধরব চাঁদ আচল পেতে।
জাগ্‌ব বাসরে আজি তোমার সাথে,
কুমুদিনী বনে রাখব ধরে এনে। বাঁধ্‌ব মৃণাল দিয়ে দিবনা যেতে।
মলয় বহিবে কুমুদ হাসিবে, ভ্রমরে শিখাব হুলু দিতে॥১৫০৪॥

নির্ম্মল সলিলে—সুর।

কৈলাসপুরে, কেনরে আজি বহিছে উৎসব নন্দীরে?
কেন ভূতগণ সহাস্য আনন, নাচিছে গাইছে?
কেনরে উড়িছে, শত শত পতাকা, সারি সারি এবে মন্দিরে রে?
বসন্ত পবন, কেন রে সঘন, বহিছে উল্লাসে মাতারে,
ফুল্ল বিকসিত, কুসুম সকল কেনরে দুলিছে সোহাগে রে?
নবীন পল্লবে তরু লতা সবে, সাজায়ে সুন্দর দেহ;
চুপি চুপি তারা, কহে কি বারতা ঐ দেখ চেয়ে হাসি মুখেরে?
আজি ভূতনাথ, দেবগণ নাথ উল্লাসে মগন কেন?
ভাংডে চুড়দীড়, আঁখি ঢুলঢুল আধ আধ বাণী মুখে রে?
কেন ঘন ঘন, টলিল আসন নারিনু রহিতে মোরা?
বল বল শুনি, অপূর্ব্ব কাহিনী জুড়াক মনের আবেগ রে॥১৫০৫॥

গৌর সারঙ্গ—আড়খেম্‌টা।

সখা সাধিতে সাধাতে কত সুখ। তাহা বুঝিলে না তুমি।
মনে রয়ে গেল দুখ, অভিমান আঁখি জল নয়ন ছল ছল ছল।
মুছাতে লাগে ভাল কত,তাহা বুঝিলেনা তুমি,মনে রয়ে গেল দুখ১৫০৬

সাহানা—পড়তাল।

হেরে যুগল রূপ মন মোহিল। সুখ সরে শতদল ফুটিল।
নবীনা বিনোদিনী, ফুল্ল সরোজিনী পতি পাশে মধু হাসি হাসিল১৫০৭

বেহাগ—তাল ফেরতা।

মধুর মিলন, হাসিতে মিলেছে হাসি নয়নে নয়ন।
মর মর মৃদুবাণী মরমর মরমে নয়নে স্বপন
কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে।
তারাগুলি চেয়ে আছে, কুসুম গাছে গাছে,
বাতাস চুপি চুপি ফিরিছে কাছে কাছে।
মালাগুলি গেঁথে নিয়ে আড়ালে লুকাইয়ে
সখীরা নেহারিব দোহার আনন।
হেসে আকুল হল বকুল কানন (আমরি মরি)।১৫০৮॥

মঙ্গল বাজনা আজি বাজে মনোহর,নব বধূ আসিলেক করিবারে ঘর॥
জ্বালায়ে ঘিয়ের বাতি তোরা সবে শীঘ্রগতি
দেখ আসি মুখখানি কেমন সুন্দর।
হাতে নিয়ে ক্ষীর মধু, তোরা যত কুলবধূ,
দেলো তার মুখে তুলি, জুড়াক অন্তর।১৫০৯॥

ছায়ানট—কাওয়ালী।

মঞ্জুল কুঞ্জে, সমীরণ সনে, দুলে দুলে খেলে ফুলগনে।
কোটা ফুল তুলি, সাজাইয়া ডালি, চারুহার গাঁথিব যতনে॥
মনোমত ক'রে সাজাইয়ে তাঁরে, প্রাণ ভরি দেখিব নয়নে।
ফুলময় তনু, ফুলময় ধনু, ফুল খেলা খেলিব দু'জনে॥১৫১০॥

কুকব—ঢিমে তেতালা

কি কব কথা।
ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ সেই সে কাঁদুনি।
কথায় কথায় অভিমান তারি, সাধ্য কি যে সে মন রাখা।
গৃহে থেকে সাধ করে অরণ্যে হবে যে থাকা॥১৫১১॥

সিন্ধু ভৈরবী—খেমটা।

এত হাসি কেন আজ, এত কিসের উল্লাস,
এত কিসের সুখে সখা এত গানের উচ্ছাস, সখা প্রাণের উচ্ছাস?
বিয়ে তোমার হবে বলে, এত কেন গেছ গলে,
জাননাত দিচ্ছ গলে ঘোরতর ফাঁস ॥১৫১২॥

গৌর মোল্লার—একতালা।

তুমি কি বুঝিবে সখা সে যে কি রতন,
হেথা তারে বুকে ধরে, ভুলিব সংসারে ওরে,
হেরিব সদাই শুধু সে বিধু বদন।
নিভাব হৃদয় জ্বালা জুড়াব জীবন ॥১৫১৩॥

কাফি—যৎ।

সখিগণ—ছিছি আ ছি ওকি কথা রঙ্গিনী বল!
আজি সুখতরঙ্গে সজনী সঙ্গে রঙ্গে প্রাণ ঢাল।
নায়িকা-তোরা যা চলে আমি বিরলে মরমে মরম জ্বালা সব।
সখী—ও কি কথা সখি দেখ দেখি, ফুলে ফুলে বন উঠেছে হাসিয়া।
হাসিছে তারা,—হাসিছে চন্দ্র, হাসিছে সারা ধরণীরে ॥১৫১৪॥

—০—

চাঁদের হাট মিলেছে লো। দেখে যা দেখে যা তোরা।
এক চাঁদ আকাশের গায় আরেক চাঁদ শোভিছে হেথায়
রূপের বাহার নিয়ে মরি, কিবা শোভা লো!
হেরিয়ে কমল বদনী, লাজ পায় কমলিনী,
নিন্দিছে মৃণাল রূপ কর দুটি লো।
কটির মুরতি হেরি লাজে হেটমুখ হরি (সিংহ)
করীকর জিনি এবে পদ দুটি লো।
একে চাঁদের রূপ, তায় ভূষণে ভূষিত কায়
নূপুরা বাজিছে পায়, তুচ্ছ সে ভ্রমরা লো ॥১৫১৫॥

সিন্ধু—দাদ্‌রা।

আহামরি একি হেরি মধুর মিলন রে।
রতি পাশে শোভে যেন মকর কেতন রে॥
পূর্ণিমার পূর্ণ শশি, মধুরিমা পরকাশি,
সোহাগে চুমিছে যেন কুমুদী বদন রে।
প্রমোদে হাসিছে আহা যুগল রতন রে ॥১৫১৬॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

মধুর মধুর মধু রজনী, মরি কি মধুর প্রাণ সজনী।
বিধু করে করে আলো অবনী, রসে ভাসে হাসে কুমুদী ধনী,
পতি সমাগমে প্রমোদ গণি, ফুল সাজে সাজে মধু-মোহিনী ॥১৫১৭॥

মিশ্র মুলতান—কাওয়ালী।

আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে, মনোমোহন মিলন মাধুরী যুগল মুরতি।
ফুল গন্ধে আকুল করে,বাজে বাঁশরী উদাস স্বরে,নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্র করে
তারি মাঝে, মনোমোহন মিলন মাধুরী যুগল মুরতি।
আন আন ফুলমালা, দাও দোহে বাঁধিয়ে! হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ,
অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন, চিরদিন হেরিব হে।
মনোমোহন মিলন মাধুরী যুগল মুরতি ॥১৫১৮॥

বেহাগ—মধ্যমান।

মিলেছে সজনি আমার বাসনার মত ধন।
মিলেছে মিলালে বিধি, যারে ছিল আকিঞ্চন॥
সতত বাসনা সখি, নয়ন নিকটে রাখি,
পলকে প্রলয় দেখি, না হেরে বিধু বদন ॥১৫১৯॥

ঝিংঝাট—আদ্ধা।

যতনে গাঁথিব আমি বকুল ফুলেরি মালা।
দিব প্রাণ সখির গলে জুড়াবে মনের জ্বালা॥
আমরা বনবাসিনী, হীরামতি নাহি জানি,
আদরে মালা দিলে, করিবেনা অবহেলা ॥১৫২০॥

পিলু—খেমটা।

মরি কি মনোহর হেরি নয়নে। বিকশিত শশী শোভে গগনে।
সরসী-সলিলে, নব নব দলে; কুমুদিনী-ভাসে সুখ মনে;—
পাবে হৃদয় মাঝে প্রাণ ধনে ॥১৫২১॥

নট্ কিন্ত্র—ধামার।

সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে
নানা বরণের বন ফুল দিয়ে দিয়ে;
আজি বসন্ত রাতি পূর্ণিমাচন্দ্র করে।
দক্ষিণ পবন প্রিয়ে, সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে ॥১৫২২॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পোহাল সুখ-যামিনী, দিন কর উঠিল।
সোহাগিনী নলিনী নিজ বাসে ফুটিল॥
নিশানাথ জ্যোতিহীন, কুমুদিনী অতিদীন,
নানা জাতি ফুল কুল, কাননেতে শোভিল।
কোকিল পঞ্চম স্বরে, ডাকে কুহুরব করে,
হেরি দিনমণি জগজন হাসিল॥১৫২৩॥

খাম্বাজ—খেমটা।

ধরহে রাজবালা এনেছি মালা সুচিকণ।
পড় গলে জুড়াক জীবন॥
সুরভি ফুলে গেঁথেছি মালা; দেখি টলে কিনা কালার মন॥১৫২৪॥

দেশ—একতালা।

দে লো সখি দে, পরাইয়ে চুলে সাধের বকুল ফুলহার।
আধ ফুটো জুঁই গুলি, যতনে আনিয়া তুলি
দেলো দেলো ফুলময় সাজে সাজায়ে আমারে সখি আজ।
তুলে দেলো চঞ্চল কুন্তল কপোলে পড়িছে বার বার॥
আজি এত শোভা কেন, আনন্দে বিবশা হেন,
বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে, লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে।
সখি তোরা দেখে যা দেখে যা, তরুণ তনু এত রূপ রাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর॥১৫২৫॥

বেহাগ—খেমটা।

প্রণয়ী পাশে সখী কিবা সাজিল। যুগল রূপে মানস মোহিল॥
নবীনা প্রণয়িনী, সুচারু হাসিনী, এতেক দিনে আনন্দে ভাসিল॥১৫২

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আজি কি আনন্দ ময় হেরি নয়নে। শোভিছে বাসরগৃহ রতন ভূষণে।
সুরূপা লাবণ্যবতী, এসেছে কত যুবতী,
কত দয়া মম প্রতি, বিতরিছে প্রতিক্ষণে।
কিবা শুভদিন আজি, কণক ভূষণে সাজি,
সেজেছে প্রকৃতি সতী, যেন বাসর ভবনে।
আজি প্রেমানন্দে মিলি, গাহ সবে কুতূহলি,
কেহ দেহ করতালি, নৃত্য কর কোন জনে॥১৫২৭॥

মিশ্র সাহানা—খেমটা।
মনের সাধ মিট্‌ল এত দিনে।
যুঁয়ের পাশে বেল রাজা, কিবা শোভা নন্দনে॥
ফুলের সাথে ফুলের বিয়ে, ফুলের মালা গলায় দিয়ে,
ফুলের হার ফুলে দেয়, ফুলে নাচে ফুলে গায়,
কিবা শোভা প্রসূনে॥১৫২৮॥

কীর্ত্তন সুর—আড়খেমটা।
এ মধু যামিনী এ মধু চাঁদিনী এ মধু যমুনা পুলিনে
দেখ রাই আঁখি মেলি, পাশে ঐ বনমালী আবেশে চাহে মুখ পানে।
দেখা যদি হল সখি, দেখি দেখি হাস দেখি চাহলো চাহ মুখ পানে।
সখিদের মাথাখাও শ্যামের পানে চাও আমরা সখীরা যাই সরে॥১৫২৯

ভূপালি—কাওয়ালী।
যে তোরে বাসেরে ভাল, তারে ভালবেসে বাছা
চিরকাল সুখে তুই রোস্।
বিদায়! মোদের ঘরে রতন আছিলি তুই, এখন তাহারি তুই হোস্
আমাদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তুই যারে,
এক পরিবার হতে অন্য পরিবারে।
সুখ শান্তি নিয়ে যাস তোর পাছে পাছে,
দুঃখ জ্বালা রেখে যাস আমাদের কাছে।
হেথা রাখিতেছি ধোরে, সেথা চাহিতেছে তোরে,
দেরী হ'ল যা তাদের কাছে।
প্রাণের বাছাটি মোর লক্ষ্মীর প্রতিমা তুই দুইটী কর্ত্তব্য তোর আছে।
একটু বিলাপ যাস আমাদের দিয়ে,
তাহাদের তরে আশা যাস সাথে নিয়ে।
এক বিন্দু অশ্রু দিস্ আমাদের তরে
হাসিটি লইয়া যাস্ তাহাদের ঘরে॥১৫৩০॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।
মা একবার দাঁড়াগো হেরি চন্দ্রানন,
আঁধার করে কোথায় যাবি শূন্য ভবন!
মধুর মুখ হাসি হাসি, অমিয় রাশি রাশি মা,
ও হাসি কোথায় নিয়ে যাসুরে, আমরা কি দেখে জুড়াব জীবন॥১৫৩১

জয় জয়ন্তী—খেম্‌টা।

আমাদের সখিরে, কে নিয়ে যাবেরে,
তারে কেড়ে নেব ছেড়ে দেবনা-না-না।
কে জানে কোথা হতে কে এসেছে,
কেন সে মোদের সখী নিতে আসে দেবনা।
সখীরা পথে গিয়ে দাঁড়াব, হাতে তার ফুলের বাঁধন জড়াব,
বেঁধে তায় রেখে দিব কুসুম বনে,
সখিরে নিয়ে যেতে দিবনা ॥১৫৩২॥

সাহানা—খেম্‌টা।

মরি কি শোভা হইল, যুগল রূপে মন মোহিল।
মরকত পাশে হেম, মেঘেতে বিজলি ভ্রম,
মাধবী-লতা তমালে বেড়িল মানস-সরস পুলকে পুরিল ॥১৫৩৩॥

কালাংড়া—আড়াখেম্‌টা।

দেখে যা দেখে যা দেখে যালো তোরা সাধের কানন মোর—
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—
(হেথা) জোছনা ফুটে তটিনী ছুটে প্রমোদে কানন ভোর।
আয় আয় সখি আয়লো হেথা, দুজনে কহিব মনের কথা,
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি।
(সুখে) গাথিব মালা গণিব তারা, করিব রজনী ভোর।
একাননে বসি গাহিব গান, সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ
খেলিব দুজনে মনের খেলারে
(প্রাণে) রহিবে মিশি দিবস নিশি আধো আধো ঘুম ঘোর ॥১৫৩৪॥

রাগিণী বেহাগ—আড়াঠেকা।

চিরতরে প্রেয়সীরে হারালেম এবার।
এ জনমে প্রাণধনে দেখিবনা আর।
কোথা গেলে তারে পাব, কোথা গিয়ে প্রাণ জুড়াব,
অন্ধকার দেখি সব, মিছা এ সংসার ॥
যার সুধা মাখা স্বরে, সব জ্বালা যেত দূরে,
সে বিনে শূন্য হ'লোরে, হৃদয়-আগার ॥
উহু! সহেনা যাতনা, প্রাণে ধৈরয মানেনা
হায় জীবন যাপনা, হলো কঠিন ব্যাপার ॥১৫৩৫॥

হিন্দী ধ্রুপদ গীত।

মধুমাধব সারঙ্গ—চৌতাল।

এ আজ বঁশেরী বাজাই বন মধকৌন ঢঙ্গ কৌনরঙ্গ ফুকি ফুকি।
শুনত শ্রবণ সুধি রহি নহি তনকি তরি হো বারকি
বৃন্দাবন দিশ হোরি রিঝুকি ঝুকি।
ব্রহ্মাবেদপাঠত ভুলে, শিব সমাধ মহ ভোলে,
সুর নর মুনিমোহে দেবকু নাদেখে লুকি লুকি।
সপ্তস্বর তিন গ্রাম একইশ মুরছনা লে তানসেন প্রভু
মুরলী বজাবত বোলত মোর কোকলাকুহকি কুহকি॥১৫৩৬॥

দেশ মল্লার—জলদ্ তেতালা।

যাকো নাম না জানো ঠেকানা, সখি মোহে ওয়াহি দেশ্‌কো জানা॥
যাঁহা ছুট্ যায় যম ফাঁন্দা, যাঁহা তুনিয়া নেহিকুছ ধান্দা,
যাঁহা উদয় নেহি শশী ভানা॥
যাঁহা বেদ পুরাণা ব্রহ্মাণা, যাঁহা কেতাব কোরাণা,
না মৌলনা, যাঁহা হিন্দু তোরক্ সমানা॥
যাঁহা আগম পবন নেহি পানি, যাঁহা মরৎ জীয়ৎ নেহি জানি,
যাঁহা জাকো ফের না আনা॥ ১৫৩৭॥

হাম্বির—ঢিমে তেতালা।

ভোরহি কুঞ্জ মহলকে আগনমধলী তা বীণ বাজাবৎ গাবৎ
পিয়া প্যারি সোয়ৎ কছু জাগৎ রস ভরি তান শুনি শুনি
সুন্দর মুদে নয়ন মুষকাবৎ।
গৌর শ্যাম অবিরাম পরস্পর অতি আনন্দ কছু কহৎ তন আওৎ।
রসিক গোবিন্দ শ্যাম ছবি উপর এনতোরত্ত বার বার বলিজাবত॥১৫৩৮

শ্যাম—চৌতাল।

প্যারে তুহি ব্রহ্ম তুহি বিষ্ণু তুহি রুদ্র তুহি শিব শক্তি
তুহি সূর্য্য তুহি গণেশ।
জল স্থল পবন পানী তুহি তেজ তুহি আকাশ
তুহি অগ্নি তুহি জ্যোতি তুহি সুরেশ।
তুহি উর্চ তুহি নিচ তুহি সবহি অনেক বিচ তুহি চন্দ্র তুহি দীনেশ।
তুহি এক তুহি অনেক তুহি গুরু-চেলা অলখ বৈজুবাবরা
তুহি সহদার তুহি তেকটত ক্লেশ॥১৫৩৯॥

রামকেলী—চৌতাল।
কানাহারা আজু বনবাঁশরী বাজাইলে সিধি সিধি সিধি তান।
শুনতহি ধুনমৃ গ যোঁও ভুলরহি বাবরি ভই হো সুধ বুধ হু বিসরাই॥১৫৪০

—

ইমন্ পুরবী—আড়াঠেকা।
কোন্ কোন্ রাগমে বাজাওয়ে কান্নু বাঁশরী।
বাজাওয়ে কালা বাঁশরী, বাজাওয়ে শ্যাম বাঁশরী॥
বাহার মোল্লার, বসন্ত জল্লার, বেলোয়ার মুলতান কানেড়া বাগেশ্বরী॥
ঝিঝোটি কামোদ দেওগিরি মালোয়া,
সোহিনী বেহাগ শ্রী যোগিয়া কেদারা,
খাম্বাজ ভৈরবী, সিন্ধুরা পুরবী সিন্ধু পিলু বরিয়াটী, গুজরাটী দেওগিরি
ললিত বিভাস, খখলুম পুলাশ, নটদেশ
আলাইয়া ভূপালী গৌরী টৌরী॥১৫৪১॥

—

রাজবিজয়—চৌতাল।
প্রথম লিজিয়ে প্রাতহি হরি হরি হরি হরি হরি
নিশদিন ঘড়ি পলছল অষ্টজাম।
যশোদানন্দ আনন্দ কন্দ মধুসূদন বালমকুন্দ ভক্তবৎসল জনবিশ্রাম।
দামোদর দয়াসিন্ধু ভক্তবৎসল ভগবান বৈকুণ্ঠপতি বৃন্দাবনধাম।
বনবারী বৈজপ্রভু বদ্রীনাথ বিটল বিষ্ণুবামন ব্রজবিশ্রাম॥১৫৪২॥

—

ছায়ানট—রূপক।
প্রথম উঠে ভোরহি রাধাকৃষ্ণ কহমন রাসে।
হোবে সব সিদ্ধ কাজ॥
ইহলোক পরলোককে স্বামীধ্যানধরে ব্রজরাজ।
পতিত উদ্ধারণ জন প্রতিপালন দীনদয়াল নাম লেত জায়ে দুঃখ ভাজ।
তানসেনকে প্রভু কো সুমরো প্রতিহি জগমে রহে তেরি লাজ॥১৫৪৩॥

—

পিলু মুলতান—মধ্যমান।
কেইসে গোঁয়াও এ সখিরি।
নিকুঞ্জ কাননমে,—জানি বনমে মুজকো লায়া,
ওহিতো শোভাকে গিয়া কালাকো মনমে সদা ধাওয়ে,
শঠতা চাতুরী, সবতো সমঝে প্যারী,
মো সবে আভিরী নারী সহরিয়া সে॥১৫৪৪॥

—

খেয়াল সঙ্গীত।

মল্লার কাওয়ালী।

এরি মাই রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি ভরকে।
ঋতু আই শ্রবণকে আওরে শোভনকে॥
আগা গনয়া গরজে, জিয়ারা মোরা লরজে,
শিশির ভরায়ে মধুয়া গিলায়ে,
ঋতু আই শ্রবণকে আওরে শোভনকে॥১৫৪৫॥

চেতাগৌরী—ঠুংরী।

জাতা ভয়ে জঙ্গলকে বাসি।
যাকো নাম জপত নিশী বাসর সুরনর মুনি কৈলাশী॥
ধ্বক জীবন এ বৃথা হামারো, ধা ভেই জননী কুলনাশী।১৫৪৬॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

দোনয়না মাডে লাগে তু সাঁতে না লবে, শুননি মাচা মহেড়া ইয়ার॥
চস্‌মে মন দর চস্‌মে তো, চস্‌মানে তো যায়ে দিগার;
সনু তামাসায় তোদারং তো তামাসায় দিগার॥১৫৪৭॥

গৌর মোল্লার—কাওয়ালী।

তু ঘন মত্ত গরজে। পিয়া বিনে মোহে কুছু না সোহাওয়ে॥
করতরে বাদর উমড় ঘুমডওয়,
বিজরি চুঁওকে মোরে হিয়ারা লেরজে॥১৫৪৮॥

গৌড়খাম্বাজ—কাওয়ালী।

গরজত বরখত ভিজত আলি,
তেহারে মিলনা কো আপন প্রেম পিয়া, রূপা লেহুঁ গরমে লগা॥
বহুত দিন হমে তমে সংয়েঁ রহিলি, দেখত আঁখিয়া অধা কেসে বালি,
শ্যামল আওয়ে লাল চুনরিয়া দেহ রাঙ্গা॥১৫৪৯॥

হাম্বির—তেওট।

চামেলি ফুলি চম্পা, গোলাবে গুঁথে লাইয়োরে।
মানেনিক্রা হরওয়া নওগাকেশনে হারওয়া॥
মহম্মদ সিস মতিয়ানা, কোসেহেরা আচ্ছা বনেরা,
আওর পহনে সুহা সারা॥১৫৫০॥

পিলু মুলতানী—কাওয়ালী।
অটলাতে ওজারিআরে মদনো ভরি।
মেয় যমুনা জলে ভরনে যাত রহি॥
ভিঙ্গ গেই মোরি সোরঙ্গ চুন্দরিআরে॥
সওদা হোত করলে প্যারে।
চার দেনেন কি লাগি বাজোরিআরে॥১৫৫১॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।
শামকে সন্দেশা এক পাতি লিখি আই হেয়।
বেরহকে পাতিয়ামে ছাতিসে লাগায় রাধে,
সখীওঁনে হাৎসে উধাসে বচাই॥১৫৫২॥

কাফি সিন্ধু—যৎ।
মৈয় তো বেচেনে যাতে দহিরি।
আচরা মোরা ছোড়ো কানুহাইয়া॥
যো তু কহেঁদো বহিকো ভুকে, তড়পত লাওঅতদোনা,
না দহি লেওঙ্গি, না বেচেনে দেওঙ্গি, এয়সে টিট কান্হাইয়া॥১৫৫৩॥

লুম ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।
মোরি ননদো নিকোরিয়া জাগিরে।
সুনত সোহাগন নেশদিন জাগি
কুমত দেখে ডর লাগিরে॥১৫৫৪॥

খাম্বাজ—ঠুংরী।
সাঁওলিয়া তৈঁইত মন লিমুরে তেরে সাঁওলি সুরতিপরে মন লোভাও
চলো চশো কান্ত যৌবন রস লিমুরে॥
তেরে রসকে মুরলিয়া বাজনে লাগে, সপ্তসুর তেনে গ্রামরে,
গায়ন গায়ন গায়নবে ব্রজকি সখীয়ন রেউরে মগন॥১৫৫৫॥

কাফি সিন্ধু—একতালা।
সুজান সঙ্গে নয়ন লাশ রহি কোবরঞ্জ মতিরে।
তেরোহি ধ্যান জ্ঞান মনমে বসত হেয়,
কুমার কান্হাইয়া হরে হরে হরে হরে হরে॥১৫৫৬॥

তেলেনা ও চতুরং।

ভীমপাল শ্রী—চৌতাল।

এক রাম নাম গুণ বেচো সংসারে,
বেধাওরে হর পঞ্চানন পিনাক পাত নিশি দিন জপত রহে।
জ্ঞান ধ্যান যোগ জ্যোতি খোজে নাহি পাওতা,
বিনা কৃপাল রামচন্দ্র ভবসাগর কোলে চল্‌তা,
তুহি রাম রহিমান, তুহি জমিন্ আসমান,
তুহি আদি অন্ত পায়েলা পানি।
কহে মিয়া তানসেন সোদ করত পিউ পাশ
জনম্ জনম্ রামদাস চাহেও ॥১৫৫৭॥

গুর্জ্জরী টোরি—কাওয়ালী।

তেলেল্লাল তাকে দিম দিম তাকে দিম দিম দিম তানানানা নানা
নানা দিক দিক দিক দিক তানানানা দিক দিক দিক তানানা
তেক ধেক তেক ধেক তেলল্লাল তাক দিম তেলেল্লাল তাক দিম ॥১৫৫৮

শ্রীরাগ—চৌতাল।

এমন রঘুনাথ। রঘুবর রাধব পতিত উদ্ধারণকো জপিলে এরি॥
ঘটাঘট ব্রহ্মাব্রহ্মা, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সর্ব্বমে হে সমান,
দাস মোহননামমানে দান দিজে অযোধ্যানায়কো
তেরি দরশন এরি ॥১৫৫৯॥

কেদার—সুরফাঁকতাল।

দরশন দেখত তনাত্তমন আনন্দ ভইপরাণ, বিরহ বিকা গই পুন।
আয়েনন্দ ঘরে, অধরে সুধারস, প্রেম বুঁদ লাগি বরসন।
রোম রোম সুখ উপজে, ক্রমে ক্রমে জম জম
লাগি পিয়াকি পাগ পরশন, তানসেন কি প্রভু,
তুম ভরোনায়ক, শও সতি নিলাগি তরশন ॥১৫৬০॥

দরবারী টৌড়ি—জলদ্ তেতালা।

দানি দিম দারা তানা দেরে ওদানা তানা দেরে নাধে তোম
ধে তোম তোম তোম তানা নানা না না আ ॥১৫৬১॥

থাম্বাজ—সুরফাঁকতাল।

আজু শম্ভু হর নাচ ত ডমরু করে।
বাজাওত গজবদনে লম্বোদর মৃদঙ্গ নন্দভরে ॥
পঞ্চ পবনে নাদি নাথ আলাপ করে, গাওত সুরগণ সনে গীত ভরে,
রঙ্গে নাথ নিরথ মোহন, বিগলিত রূপমে বিরাজে ॥১৫৬২॥

কানাড়া বাহার—চৌতাল।

ধৈবট পঞ্চম মধ্যম গান্ধার রেখাব সপ্ত সুর সাধ গুণি কেওনা ধরাওয়ে
তেবোরি অলঙ্কার, বসি সরস্বতী সাত বেদ উচ্চার,
সা ঋ গা মা পা ধা নি সা ; সপ্ত গা সুরে গা ধামাপা গা॥
(এ বোলি বোলি চরণ মধ্যে) এ বোলি বোলি চরণ মধ্যে,
তাথাইয়া তাথাইয়া ধা, গানে দামহা, (সপ্ত সুর নি গ্রামে)
সপ্ত সুর তিন গ্রামে একইশ মুরছল,
উনপঞ্চাশ কোটি তান, তানসেন বিচার ॥১৫৬৩॥

সিন্ধু—যৎ।

ফাগুন কায় দিন যায় সখিরি, আপন বালামকো ছোড়ি নাদেরে
চুনরী বিদেওগী মতিবি দেওগী দেপগী মতিকো ,জারি।
যোকিছু মাঙ্গাও সব কিছু দেওগী, কান্ত দিয়া নেহি যাওরে ॥১৫৬৪॥

জয়জয়ন্তি—চৌতাল।

প্রথম নাম ওঙ্কার, দেব মানে মহাদেব,
জ্ঞান মানে গুরু, জ্ঞান মদিরা মানে গঙ্গা ॥
রাজন মানে ইন্দ্ররাজ, গজন মানে ঐরাবত,
বিদ্বান মানে সরস্বতি, বেদ মানে ব্রহ্মা ॥
গীতকে সঙ্গীত মানে, সঙ্গীতকে সুর মানে,
তাল মানে মৃদঙ্গ, নাচ মানে রম্ভা ॥
কহে ব্রজ বাউরা শুনহো গোপাল নায়ক,
দিন মানে সূর্য্য, রাত্র মানে চন্দ্রা ॥১৫৬৫॥

গৌড় থাম্বাজ—কাওয়ালী।

বৈইয়া নাপা কারা মুসে মুরাকি কলাইরি॥
কবপা করত মোরা ছুড়িয়া মুসুকারিরী॥
আওরজ বরজ মরি একোহোনা মানে,
কাদারা পিয়া মরি দেত দোহাইরী ॥১৫৬৬॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

সে'ইয়া যাও যাও নেহি বোল জবান।
এত্না বাতমে মোরি মান।
তোয় ভেমিয়ায়ে,যাওরে কাঁছ রহে তেরা পাঁও পড়ি,মেরি জান ॥১৫৬৭

ভৈরবী—চৌতাল।

লম্বোদর গজ আনন গিরিজাসুত গণেশ,একরদন প্রসন্ন বদন অরুণ বেশ,
নরনারী গুণী গন্ধর্ব, কিন্নর যশ তোমুর মেলা,
ব্রহ্মা বিষ্ণু আওর পূজত মহেশ। অষ্ট সিদ্ধ নওবিধ।
মুষিক বাহন, বিদ্যাপতি সুমের তিনকেশেষ।
স্তুত করত তানসেন আয়ে ভায়ে রক্তা,
বিঘ্ন হরণ বিনায়ক রূপ স্বরূপ অশেষ ॥১৫৬৮॥

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সুপ্যারে এ তেনিয়া রাজ মরি মান।
আন তেরে গলে লাগান কো বারে মান ॥
দয়া কিজিনা করে, জোড় করতু হায়,
রাখিলে মান আওমান ॥১৫৬৯॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পরদেশী সে'ইঞা দিয়ুয়া বহুতা সেইবিং,
হামারা যৌবনে ওয়া নাহি মানে রে।
যাব্‌সে গেও মোরি সুধাহোনালেনি রে,কামাগেও মোরে বিত ॥১৫৭০

টোরী।

বাটে দোপারা ভাইলা, মায়কো নিভারোয়া
ভারানা নাদেতা গাগারিয়া, এ দাইয়া!
প্রাণ নারাজে নাজানি, কায়সে উঁারো,
বিপাদা ভঞ্জন মেরি বিপাদা ভাই, এ দাইয়া!১৫৭১॥

ভৈরবী—তেতালা।

আব্‌ না জাগাও ও প্যারে! কায়সেনে লাগালা আঁখি মোরা ॥
এক পালাকা ঝাপাকা, নিশি সারে জাগা জাগাওরাতা মে।
সোওয়ানা দেতং আনন্দাভারি গোড়া লাগি তেরি;
হাতিয়া করণা লাগি তুঝে, না যাও ॥১৫৭২॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।
শ্যামলি সুরত পোয়ারা লালনে ভোরে, ঝোলনে আই গারে বন হারে।
শিশ মকুট শোভে, ভলে চন্দ্র জোতি,
বৈঁইঞা মুরল ধর সদা রঙ্গ নেহারে ॥১৫৭৩॥

জারজ মল্লার—জলদ্ কাওয়ালী।
বংশী বট তট ধর মুরালী, ধর হুর কামিনী কোটী কিংকিনী,
আর কারি বাভিয়া নেহি নেহি।
বরণ বরণ হিয়া, কুসুম কি মালা, মনোহর সুন্দর গলে বিরাজে বলি বলি॥

পুরবী—চৌতাল।
স্তুত সরস্বতী, ঘট ঘটা পুরি রাহি, আওর নাম ধর বাক্‌বাণী।
জনমন মায়ে আদ আদ জল পাঁও,
ভওরানী যায়সে তুয়া কাহিও অন্তর সরবাণী॥
কালী কাত্যায়নী মগরা গৌরী আব্‌দি আনন্দদায়িনী;
তানসেনকো ইয়া কৃপা পরসাদ দিনহী, কোটীকুন্ত পাটরাণী॥১৫৭৫॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।
পানি ভরণে যাতি যমুনাকি ঘাটে।
এক ঠাটে মে রহে কামিনীয়া॥
কহি কাহে মথুরাকো গোয়ালিনী।
কহি কাহে ব্রজ কামিনীয়া॥ (ভালা)
বেলি কাকোলিয়া, চুনি চুনি লয়ে,
মালা গাথনে লে কৈই মালিনীয়া॥১৫৭৬॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।
দরশন বিনা আঁখি তরস রহি।
পিয়া উলজ রহি কহিআওরে সখি॥
পিতম প্যারে, খবর না লিনু, তরপে তরপে জিয়া যায়রে সখি॥১৫৭৭

আশোয়ারী টোড়ী—আদ্ধা।
আঁইরে ননদিনী জাগে।
আরোয়া টাঁরে কংকড় দরবট মাঝে বুলাওয়ে॥
গোড়ে দে লাল পাছু, রঞ্জর মিলিয়া পাছু,
পিরী লাগাহ পোইয়া পেয়েলিয়া মেরি বাজে॥১৫৭৮।

শ্রীরাগ—চৌতাল।

রিঝেনা রূপ-দেখা রাখিয়ে;
মন আপনি হাতকা অনুথা পরূ আপনি বনাইয়ে।
শ্রীতকে রীত কঠিন আলিরী, দূর্‌হে তামাসা দেখ মন্‌মে শ্বরহি।
নয়হয়ে মারীহুয়ে, মহামুরত প্যারে হুয়ে, আপ্‌কো না চাহে।
ওয়াকো আপ্‌ হোনা চাহিয়ে।
কাহে মিঞা তানসেন, শুনহো গোপাল নায়কো,
চাহিয়ে ওযাকে লাখবার চাহিয়ে ॥১৫৭৯॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

পালিয়া কায়সে যাঁওরী, যাঁওমেরী আলি,
বিচে থাড়ো মালা রোখত পিয়া ঢিট নিগুরোয়া।
ক্যারে করোঁ কাছুবালা নাহি আওয়ে,
সনদ পিয়া মায়কো গায়লি পাড়োঁরি ॥১৫৮০॥

রামকেলী—সওয়ারী।

রস ঘুঁঘট এ আব মোরি জীয়ারা লোভানা।
হাম জোয়ান্যাণী আরে মেরো পিয়া হেয় নিয়ানো॥
উদিরে চোলি আব বহুত অন মূলী কেয়সে কর আইরে মেরু,
আর মেরো সুরজন খোলি।
সদারে সোহাগণ নিত উঠে রোষে কাজিরে
মহম্মদ আবপিত লাগি হেয় নাছুঠি ॥১৫৮১॥

(টপ্পা) বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সোপিয়া বিনা ক্যায়সে কাটঙ্গি রয়না,
একেলি যাগ সজনী আজিমোরা,
নয়না বেণী তানাওয়ে ছোড়ি সেঁইয়া।
একে বসন্ত সুন্দর পবন চলি, দুঝেফাগুন, তিনেমাওরি,
কুয়ে কোয়েলিয়া বোলনে লাগি, ক্যায়সে ক্রমনা মরি আও ॥১৫৮২॥

গজল।

পূজা ওর সেবাকর ঘংট বজাবে। করকর পাখঁড় লোগ বহুত রিঝারে॥
তনকেতত মংদরকো দেখোজই। আতম সাদেব জাহি পুজোভাই॥
পাথরকী মুরতকাকুট পসারা। পূজে মুরখ বেহোশ জনম বিগারা॥
অরথে ওর উরথে বিচকরলে মেলা।
তুলসী মুশতাক মেহর অক্তুতখেলা ॥১৫৮৩॥

(খেয়াল) বেহাগ—মধ্যমান।

জগমে ঝুঠে দেখে প্রীৎ, জগমে ঝুঠে দেখে প্রীৎ।
আপনাহি সুখসেঁ। সবলাগে ক্যাদারা ক্যা—মিৎ (জগমে)
মেরো মেরো সবহি কহতু হেঁ, হিৎ সোঁবাঁধে চিত।
অন্তকাল শুন কেনাহি কউইয়া আচরজ হেয়্রিত ॥১৫৮৪॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এদৈয়া মাতোয়ারা যোগী মোর দ্বারে আয়ে হো।
এদৈয়া মাতোয়ারা যোগী মোর দ্বারে আয়ে হো।
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, পিণাকী গাল বাজায় হো,
কাননসোহে রুণ্ডকিমালা, শীশনাগল পটাএ হো ॥১৫৮৫॥

ধুনি হুলি—যৎ।

লাল গুলাল ন ডারো।
বরজোরি নকরো মন মোহন ছাড়োরি হাত হমারে ॥
মিনতি করত হুঁ, পইয়াঁ পড়ত হুঁ, ওঁঘট পট ন উঘারো।
শ্যাম সখে যব জানেদে মোহন লাগোঁরি পইয়াঁ তিহারো।
রাখো বিনতি হমারো ॥১৫৮৬॥

ইমন—চৌতাল।

তেরোহি ধ্যানধরতব্রহ্ম শিব ব্যাস বেয়াল
নারদমুনি সনকাদিক শেষ রটত নিশবাসর।
(তেরোহি) চন্দ সুরয দুরএনধরে, মেরগপংখী
জল থলকে আগম নিগমকো কহত নারীনর।
(তেরোহি) দীননাথ দীনবন্ধু দীননকে কর্তা হরতামস ভরণ পোখন।
বিশান। তানসেন,সুখ সম্পদ সঞ্চিত ধন জগন্নাথ,
জগজীবন জগতারণ ॥১৫৮৭॥

গজল।

দিল আগর্ মাঁগো গে তুমতো অয় শনম্ দে দেঙ্গে হম্।
পর ন দেনা আওর কো ইয়েভি কসম্ দেদেঙ্গে হম্ ॥
কেয়ারে রওগন কেয়া করঙ্গে, অশ্ক দিল্কি আগ পর্।
আওর ভড়কেগি জো ছিটে, চশ্মেনম দে দেঙ্গে হম্ ॥
যান্তে হো আপ সব, দম বাজো জাঁ বাজোঁ কোভি।
দমিমে চিনেহ যাওয়েঙ্গে, যব অপনা দম দেদেঙ্গে হম্ ॥
কন্দা হর দিল কে নঙ্গিনে, পর তুম্ হারে নাম দোস্ত।
অয় জফর কৈঁওকর কিসিকো. ইয়ে রকম্ দে দেঙ্গে হম্ ॥১৫৮৮॥

ভজন—ঠুংরি।

আনন্দ বন গিরিজা পত নগরি, মন কাহে নহিঁ বাস লগাওয়ত।
কাশী সমান নহি দ্বিতীর পুর, ব্রহ্মাদিক মন ভাঁওয়ত।
বেদ পুরাণ বখানত মহিমা সারথ পার ন পাওয়ত॥
মুক্তি প্রভাব বহত জহঁা গঙ্গা, সুর মুনি ধ্যান লগাওত।
তাকো দরশ পরশ মজ্জন কর কোটীন পাপ নিসাওয়ত॥
কীট পতঙ্গ জিউ নানা বিধ, সবকো ত্রাণ করাওয়ত।
অন্ত কাল শিব শম্ভু সদা শিব, তারক নাম শুনাওয়ত॥
সো মন কাশী কাহে নহিঁ সেবত, মহাদেও মন ভাঁওয়ত।
রাম সীতা পদ প্রীত হেত লগ, জন তুলসী কে মন ভাঁওয়ত॥১৫৮৯॥

সিন্ধুরা—ধামার।

আয়া ফাগন মাসরি সজনী খেলোঙ্গি ফাগ বানায়ে বানায়ে।
কেসর কি পিচকারি, বনৌঙ্গি আবীর, গুলালে ওড়ায়ে ওড়ায়ে॥১৫৯০

খাম্বাজ—ঠুংরি।

অরি ছাড়িদে কানাই মোরি হাত দুখাত।
চলো হটো যাও পিয়া চোলি মসকাত।
শুনরে শুনরে কাঁধা এ মোরি বতিয়াঁ।
কাহে বরবস মোসে ঠিঠোরি করত॥১৫৯১॥

সাওন—একতালা।

সাওন মন ভাওনরে সজনী সখী সাওন ভাওনকে,
সুধালে বিরহকে বোলে কোয়েলিয়া কো।
এরি এরি বৃন্দাবন মে মউরা বোলে,
দাদর করে সুরা বোল বোল পীয় পীয়॥১৫৯২॥

ধুনি হুলি—যৎ।

ব্রজ পুরে খেলে হুলি হরি, লয়ে রাধা প্যারী॥
সঙ্গেতে সঙ্গিনী সবে, আবির গুলালে শোভে,রাধা বল্লভে আছে ঘেরি
মিলিয়ে পরসপরে, শ্যামে পিচকারী মারে, জর জর হোলো মধু অরি
বিরাম মাগিছে কর জোড়ি,
বলে দাস চন্দ্রকুমার, কেন নিলে অবতার, পাপীরে দিতে চরণ তরি।
এবে কেন সকাতরে মাগিছ বিরাম তরে,
পাপী আমি রহিলাম পড়ি, রহ রহ মারি পিচকারী॥১৫৯৩॥

পড়জ কালংড়া—ঠুংরি।

পহুঁ চাদে হমকা কোউ উন তক।
সব নিসরি জায়ে মোরে জিয়া কি কসক॥
কোহু সঙ্গ হঁসি হঁসি বাত করত। কোউ কো নহিঁ দেখত এক পলক॥
কাহু সঙ্গ নিশ দিন খেল করত। কাহু ভরমায়ে দেখায়ে ঝলক॥
উঁচি অঁটা চঢ়ি দেখু ঘটা। দামিনি রহি চহুঁ দিশি দমক দমক॥
তন থর থরাত পগ ডগমগাত। জিয়রা করত মোরা ধক ধক॥১৫১৪॥

ধুনি হুলি—যৎ।

ছবি তোরি মোহে প্যারী লগতু হয়, কহঁওয়া লগায়ে গুলাল লাল।
নিদ ভরে অলসানে হয় নয়না, অতর অঞ্জন কহাঁ লায়ে গাল॥১৫১৫॥

ধুনি হুলি—যৎ।

করত সব হো হো হোরি।
বংশী আওর, সিতার বাজত, অরু মঁজির কি জোরি।
গাওয়ত হিলি মিলি, খাল সথা সব, নাচত কানন তোরি।
ভয়ি সবকি মতি ভোরি॥
ফেকহিঁ অবির গুলাল চহুঁদিশ, ভরি ভরি ঝোরি ঝোরি।
নারি পুরুষ জো মিলহিঁ জাত মগ, তিনহিঁ পকড়ি বর জোরী।
মলৈ তিনকে মুখ রোরি॥
নাচত শ্যাম নচাওয়ত খালন, জাত চলে ব্রজ খোরী।
জয় জয় জয়, অকাশ সুর বোলত, সুমন বরষি কর জোরী।
ধন্য হরি মহিমা তোরি॥
হরিজন এহি বিধি, নাচত গাওয়ত, চলে যমুনা কি রোরি।
মগ মৈ আয় মিলি পিয় প্যারী, ভয়ো হর্ষ হিয় জোরি।
কহে মুখ সো করি কোরি॥১৫১৬॥

বাহার—যৎ।

তুকওরে ভমরওয়া পীয়াকে বাত মোরি পীয়াকে বাত জিয়াকে সাত॥
আইলি বসন্ত সব ফুলি ফুলে,
মোরা পীয়াবেনে এ যৌবন ঝিহই যাত॥১৫১৭॥

খাম্বাজ—যৎ।

নাখেলোঁ তোরে সঙ্গে হোরি মেয় কানা,
নক্রি আঙ্গিয়া মোরি ভিঙ্গি সারি।
ভিটলঙ্গরোয়া বরজ নেহি মানে, ভর ভর মারে পেচকারী॥১৫১৮॥

ধুনি হুলি—যৎ।

ঐ যায় বাঁশরী বাজায়ে। নয়নে নয়নে মনে মরমে মাতায়ে ॥
চল সবে যাই চল, ঐ শ্যাম নিকুঞ্জে গেল, শুনলো শুনলো শ্যামে পেয়ে
নাদিল কোকিল, গুঞ্জরে ভ্রমর কুল, ফুল্ল কুল আকুল মলয়ে।
ঝর ঝর কানন সুধায়ে ॥
গৃহ কাজে কাজ নাই, ঐ ডাকিছে কানাই, চল যাই ননদী মানায়ে।
করে পিচকারী ধরি মারি শ্যামে ফিরি ঘুরি,
দিব ছাড়ি বাঁশরী কাড়িয়ে। বদনে আবির মাখায়ে ॥১৫৯৯॥

—০—

কীর্ত্তন—রূপক।

মধুর নিধুবনে গোপের বঁধুসনে গোলোক বিহারী, হরি বৈকুণ্ঠ পরিহরি,
আমরি কি হেরি, বামে কিশোরী,
হোরি খেলিছেন করি প্রেমের চাতুরী।

ধামার।

মদন মোহন বেশে আজি পীতবাস,
পুরাণ গোপিনীর মনের অভিলাষ,
ভক্তের প্রেমেতে বাঁধা শ্রীনিবাস।

রূপক।

ধরেন পূর্ণরূপ পূর্ণব্রহ্ম মুরারি।

একতালা।

নবীন নীরোদ কায়, মরি আবিরে কি শোভাপায়,
প্রেমের পুলকে যত গোপীকায়, কৃষ্ণ রাধিকায়, পীচকারী দেয়,
হরির প্রেমদায়, ব্রজের প্রমোদদায় কুলমান দায় ত্যজে সমুদায়।

রূপক।

মুগ্ধ ত্রিভুবন হেরি মোহন মাধুরি।

লোফা।

কৃষ্ণধনের ধনী, ব্রজের যত ধনী.
মুখে নাহি অন্য ধনি;—ধনী কি নির্ধনী, বিনে হরিধ্বনি
ধন্য যশোমতীর পুণ্য, বসুমতী যশেপূর্ণ,
পশুপতি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, হলেন পুত্রেগণ্য।

আড় খেমটা।

মদন মোহন রূপের শোভা কর দরশন,
হবে ভবে মুক্তি বেদের উক্তি আছে যুক্তি নিরূপণ।

ভক্তগণ—

রূপক।

হরিদয়াময় ভবার্ণবে কাণ্ডারী॥১৬০০॥

থাম্বাজ—ঠুংরি।

রাত সখি মরকা নিদ ন আই।
তড়প তড়প সারি রয়ন গঁওয়াই ॥
ভোর ভয়ো সইঁয়া, ডারি গরে বহিয়া,
সুলতান পিয়াকি টিঁঠাই নহিঁ ভাই ॥১৬০১॥

পরজ—ঠুংরি।

সখিরি কেয়া করুঁ না মানেরি।
মোর মকুটওয়া কো ঢিঠ লঙ্গরওয়া।
ডগর চলত পনিয়া ভরত মোসে করত ঠিঠোরি ॥
সনদ পিয়া মোরি একহুন মানে। মোসে বার বার করত বর জোরি।

কাফিসিন্ধু—যৎ।

ফাগন কে দিন চার, এসখীরি আপন বালমকৌ মাঙ্গেনা দেরে ॥
হীরাভি দেঁওঙ্গি, মোতিভি দেওঙ্গি, লাল দেওঙ্গি থারি ভরকে।
যো কুছু মাঙ্গে, সোই কুছু দেওঙ্গি, বসন্ত দিয়া নেহিযায় ॥১৬০৩॥

আড়ানা—ধামার।

হোরি কেন্ময়ে ছ এলভয়ে হো করত ফিরত ঘর ঘর সএল।
কাহুসোঁ ডরত আওর লরত কাহুকোঁ,
ভরত ভুজ কাহুকো করত হো চপাএল।
আবির গুলালে উড়ত গায়ত ডপহি বাজত হো গএল।
জানকীদাস নটনাগর বর হরি গিরিধর সুন্দর যৌবন রসকে চখেল॥১৬০৪

ছায়ানট—ধামার।

রামচন্দ্র খেলত হো হোরি উঠত গুলাল ভর ভর ঝোরি।
রঙ্গত ভুম তাঁহা হোত অরুণ নভ পিচকারণ করে কর যোরি॥
গায়ত গন্ধর্ব্ব নাচত কিন্নর দেখত স্বীয় মুখবোরি।
সব হোয় দেত যাওয়া প্রভুমনভয়ে কৃপাকর জয়ুজনওরী।১৬০৫॥

পিলু—যৎ।

হোরি খেলিবেন আজ শ্রীহরি, চল নিকুঞ্জবনে কিশোরী।
রঙ্গ দিয়ে অঙ্গে সাজাব মনোরঙ্গে,মধ্যে রাখি ত্রিভঙ্গে,সব সখী ঘেরি।
মনোসাধ পুরাইব, যুগল অঙ্গে আবির দিব,
যুগল আঁখি জুড়াইব, যুগল রূপ হেরি ॥১৬০৬॥

সিন্ধুকাফি—যৎ।

মিলিয়ে গোপনারী, তোমার সহিত হরি খেলাব হোরি।
জিনিব তোমারে, সবসখী ঘেরে, কুম্‌ কুম্‌ পিচকারী মারি।
হারাইব কালা, করি নানা ছলা, ভাঙ্গি বহে চাতুরী ॥১৬০৭॥

পিলু—যৎ।

এসো গো কে যাবে হোরি খেলিতে, কেশব সনে।
কুঙ্কুম আবির লয়ে, চল নিকুঞ্জ কাননে॥
শ্রীঅঙ্গে আবির দিব, মন সাধ পূরাইব,
সকলে মেলি খেলিব, হারাব নন্দ নন্দনে।
বামে দিয়ে শ্রীমতীরে, নয়ন জুড়াব হেরে,
করতালি দিব ঘেরে, মিলে সব সখীগণে ॥১৬০৮॥

সিন্ধু কাফি—যৎ।

ছি ছি হারিলে হে হরি, সহিতে গোপের নারী, লাজে মরি মরি।
চূড়া বাঁশরী দেহ মুরারি, তোমারে সাজাব মুরারি,
তব সাজ লয়ে, শ্রীমতীরে দিয়ে সাজাব বংশীধারী॥
নিকুঞ্জ বনে হোরি খেলিবেন আজ শ্রীহরি লয়ে ব্রজনারী।
কুসুম রঙ্গে, সাজাব ত্রিভঙ্গে, মারিব কুম্‌ কুম্‌ ঘেরি,
হারাব নটবরে, জিতাইব শ্রীরাধারে, চল সখি ত্বরা করি ॥১৬০৯॥

মঙ্গল বিভাস—একতালা।

নদীয়া মাঝ, গৌর রাজ, হেরিরঙ্গ পায় রঙ্গিহে আজ,
সঙ্কিত ভকত জকিসাজ, বিরাজত রসরঙ্গিয়া।
বাজত মৃদঙ্গ, ডম্ফরসাল, নিতাই অদ্বৈত নাচতভাল।
হেরিরঙ্গে হরি ধরত তাল, নরহরি গৌরের সঙ্গিয়া।
লিয়ে পিচকারী, শ্রীমুরারি, জগদানন্দ অধীর ধারি,
গদাই অঙ্গ গৌরভারি, রঙ্গে পুলক অঙ্গিয়া।
রঙ্গ তরঙ্গিয়া নদীয়ানগর, রঙ্গতর ঘরবাট ডগর।
নহবনে হারী মোহেরি সুগর, উনলটগঙ্গ তরঙ্গিয়া ॥১৬১০॥

সিন্ধুরা—জলদ তেতালা।

চল সখে বৃন্দাবনে যাই, শ্যামাঙ্গে আবির দিয়ে, মানস পুরাই।
রজনী গভীরা হলো, বিলম্বে কি ফল বল,
ত্বরা করি চল চল, লয়ে রসময়ী রাই ॥১৬১১॥

পিলু—যৎ।

চলো সখি ব্রজমে রঙ্গে রচু হয়ে, পিয়াসনে আজু খেলেঙ্গে হোরি।
বৃন্দাবন কি রোমা ঝুমা সবে মিলি, দিব পিচকারী ॥১৬১২॥

সিন্ধু ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

কি হবে হে কাল বিধু, পেয়েছি আজ নিধুবনে।
কেমনে হইবে জয়ী, গোবিন্দ গোপিকাগণে॥
কোথা সঙ্গীগণ শ্যাম, শ্রীদাম সুদাম বসুদাম,
কি উপায় পরিণাম, করিতেছ মনে মনে।
আবির কেশর করে, ঘেরে গোপিকা নিকরে,
কাল অঙ্গ রঙ্গ করে, সাজাব বংশীবদনে ॥১৬১৩॥

বাহার—ঠুংরি।

গাও কোকিল বিহঙ্গ কুল ফুলকুল পরিমল ঢাল সোহাগে।
হাসি ভাবি তমাল বিলাসী খেল তমাল সনে নব অনুরাগে।
খেল অনিল অরুণ উদিল নীলগগন সাজ রঞ্জিত রাগে।
শ্যাম বসন পরি সাজ শ্যামা মেদিনী শ্যামচাঁদ মম হৃদি মাঝে জাগে॥

আড়া—জলদ্ তেতলা।

কিশোর কিশোরী খেলেন হোরি।
আহা মরি মরি, হেরি কি আনন্দ লহরি।
ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী, রসিকরসমঞ্জরী
অনুপ রূপ মাধুরী, জন মনোহারী॥
মন মোহন মোহিনী, হরি হরি বিলাসিনী,
প্রেমময় প্রমোদিনী, চতুরা চাতুরী।
কমলাক্ষ কমলিনী, মোক্ষদায়িনী,
শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণমোহিনী, ত্রাহি কৃপাকরি ॥১৬১৫॥

পিলু—যৎ।

শ্রীহরি খেলিব হোরি, আমরা গোপী সকলে।
আবির কেশর দিব, শ্রীচরণ যুগলে॥
ভক্তি প্রফুল্লিত মনে, সঙ্গোপনে প্রাণপণে,
সাজাইব শ্যামধনে, নিরখিব বিরলে।
হরি ফুরাইলে হোরি, ভুলনাহে ব্রজনারী,
দেখ মনে রেখো হরি, থেকো হৃদি কমলে ॥১৬১৬॥

বাহার—জলদ্ তেতালা।

ঐগো ঐ বাজায় বাঁশী, কেশব শ্রীরাধা বলিয়ে।
হলো মন উচাটন, চল হরি হেরি গিয়ে ॥
কদম্বেরি তলে কালা, করিতেছে কত ছলা,
মজাইতে কুলবালা, মোহন মুরলী লয়ে।
নিকুঞ্জে নির্জ্জনে হরি, খেলিবারে আশে হোরি,
বংশীতে সঙ্কেত করি, চন্দ্র কহে বিধিদিয়ে ॥১৬১৭॥

সুরট মিশ্রিত—একতালা।

নন্দনন্দন সঙ্গে খেলে মোহিনী ব্রজবালা
খেলে কালা যমুনা উজলা, রঙ্গরস খেলা মন সাধে প্রেম বাঁধে।
পীতবসন অঙ্গ রাসভরম রঙ্গ আঁধ আঁধ হাসি, আঁধা বাজে বাঁশী
মাতিল তরঙ্গ, মত্তভুবন, সুধা বরিষণ
মাতিল যমুনা বারি নীর বিহারী কুলনারী লাজ পাসরি।
মন সাধে প্রেম বাঁধে ॥১৬১৮॥

পারস্য গজল।

মিশ্র সিন্ধু কানাড়া—কাওয়ালী।

হেজারে চেহেরয়ে জাঁ মেশব্‌দ গোবারে তনম্।
খোশাদমেকে জীঁ চেহেরা পরদা বরফ গনম্ ॥
চনীঁ কফস্ নম জায়ে চুমনে খোশেল্ হানেস্ত্।
রব বগোলশনে রেজোয়া কেমুর্ গেআঁ চমনম্ ॥১৬১৯॥

মাল্‌সী—ধামাল।

সাজিল দেখরে রাধে কমলিনী।
কজ্জলে উজ্জল ছুটী আখি কুরঙ্গ নয়নী।
অম্বর সম্বর করে, করে সব-ধনী, (প্রেমভরে)
এলায়ে পড়েছে, বিনোদ বেণী,
বিনোদিনী ক্ষণেক প্রকাশে মেঘে যেন সৌদামিনী ॥১৬২০॥

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

তুহি ব্রহ্ম তুহি বিষ্ণু তুহি শেষ তুহি মহেশ।
তুহি আদ তুহি নাদ, তুহি অনাদ তুহি গণেশ।
জলস্থল মরুৎ ব্যোম তুহি আমার যোম সোমস্ব
তুহিওঁকার তুহি সাকার নিরাকার তুহি ধনেশ ॥১৬২১॥

সারঙ্গ—একতালা।

ললিতা বলেন রাধে, সাজাব মনের সাধে, অমনি যাইবে কেন ধনি!
রাধে তুমি রমণীর শিরোমণি।
ওগো শ্যাম দরশনে, আমার কি কাজ ভূষণে,
প্রতি অঙ্গে মোর শ্যামনাম লেখ, এই সে আমার মনে;
(এ অঙ্গ ভূষণ আর নাহি সখি! সেই শ্যাম চাঁদ বিনে।)
মোর এই সাজ, সাজহ তোমরা, এস এস মোর সনে।
গমন ভূষণ এই যে সখি! সেই শ্যাম চাঁদ গানে ॥১৬২২॥

সারঙ্গ—আড়া।

শুনিয়া অঙ্গ পুলকে আবৃত, কত ধারা বহে অঞ্জন সহিত।
সেই শ্যাম সুকোমল তনু, তনু নব ঘন ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম,
অম্বুজ লোচন কদম্ব তলাতে;
দুকূলে দুখানি চরণ রাখিয়া, রাধানাম করে অবিরত ॥১৬২৩॥

কীর্ত্তন।

ঐ রূপে দেখা দেও হরি, তোমায় হেরিব ব'লে বাঞ্ছা করি।
বৃন্দাবনে থাক তুমি, চিনিতে না পারি আমি,
হাতে নিয়ে মোহন বাঁশী, বামে বসাও রাই কিশোরী।
অঙ্গে তোমার পীতবসন, লোকে বলে রাসবিহারী ॥১৬২৪॥

সারঙ্গ—ডাসপেড়ে।

সো বহু মিলিত যমুনাতীর, অঞ্জলী পূরি পিয়ত নীর,
বৈঠিল তেঁহে তরু কি ছায়, বিছয়ে নন্দের নন্দনা।
নীল নীরদ বরণ জ্যোতি, নাসা নলকে ঝলকে মতি,
চকোর মগন সুধা পেয়ে, চাতকিনী অমনি রহিলরে চেয়ে,
নখরে উজরে যেই ছে চন্দ্র, চকোর নিকরে লাগিল দ্বন্দ্ব,
লুভুত হেরি, চরণ ঘেরি, সঘনে করয়ে চুম্বন ॥১৬২৫॥

সুরট মল্লার—আড়া।

আরে সখি! কদম্ব তরুতলে কেও বিহরে।
শরদ চন্দ্র জ্যোতিধরে। (মরকত দেহা) (আহা মরি মরিরে)
আরে সই যমুনায় নামিলাম, পুনঃ দেখি সেই শ্যাম,
অপরূপ জলের ভিতর।
অর্দ্ধ চরণ আভা, কালিন্দীর কিবা শোভা, কমল ভাসিয়া করে নীরে ॥

মুলতান—একতালা।

শ্যামতনু নহে গো পীরিতি পশার।
চল চল রঙ্গিনী বিবিধ সুভঙ্গিণী, নিরখিতে শ্যামসুখসার,
পিয়ে পশু পাখী, আঁখি ঝুরে ঝর ঝর,মুরলীতে যমুনা পাথার ॥১৬২৭॥

কীর্ত্তন।

ওভাই মাধারে একবার বল হরিবল।
হরিনামের মর্ম্মকেরে জানে (ও ভাই মাধা, মাধারে)
হরিনামের মর্ম্ম প্রহ্লাদ জানে, একবার বল হরিবল ॥
পাষাণ বেঁন্ধে ফেলে দিলরে (ওভাই মাধা মাধারে)
পাষাণ শোলা হয়ে ভেসে রইল একবার বল হরি বল।
অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিলরে (ও ভাই মাধা, মাধারে)
স্বয়ং ব্রহ্মা এসে কোলে নিল„ একবার বল হরি বল।
(হরিভক্ত জেনে) হস্তীতলে ফেলে দিলরে, (ওভাই মাধা মাধারে)।
হস্তী সুর দিয়ে মাথে নিল, একবার বল হরি বল ॥ (হরিভক্ত জেনে)

কীর্ত্তন ভাঙ্গাসুর—আড়খেমটা।

ওরে ও নদের বাসি,
হরিনাম তোদের মুখে শুনলে ও ভাব;—হরি বলরে!
হরির নাম শুনিলে প্রাণ শিহরে;—হরি বলরে!
মধুর হরিনামে পরাণ জুড়ায়;—হরি বলরে!
নামে নিতাই পাগল, নিমাই সন্ন্যাসী; —হরি বলরে!
নামে জগাই মাধাই ডুবে ছিল;—হরি বলরে!
কত মধুভরা হরিনামে;—হরি বলরে!
এনাম তোদের মুখে বড়ই মিঠা;—হরি বলরে!
এই হরি নামে হরি পাগল;—হরি বলরে!১৬২৯॥

সারঙ্গ—ধামাল।

ওগো আমরা এই এখন দেখিয়া গো আইলাম।
যমুনা পুলিনে গো নটবর, তিন ঠাঁই করেছে বাঁকা,
দিয়াছে পাঁচনী ঠেকা।
বল বল কোন্‌খানে দেখিয়া গো আইলে।
আমি শুনি নাই আরবার বল, শুনায়ে কি করিলে,
ওগো আমার গো সকলি নিলে।
রাই আমার মত বলে বল বল, রেয়ের অঙ্গ প্রেমে ঢল ঢল,
ওগো শ্যাম অঙ্গের ছটা, ঐ যমুনায় মিশায়েছে ॥১৬৩০॥

এমি আল্কা—খেম্‌টা।

ঢ'লে ঢ'লে গোরা হরি গুণ গায়।
আসিয়া বৃন্দাবনে নাচে গোরা রায়॥
বৃন্দাবনের তরুলতা, প্রেমেকয় হরি কথা,
নিকুঞ্জের পাখীগুলি হরিনাম শুনায়।
গোরা বলে হরি হরি, শুক (ও) বলে হরি হরি,
মুখে মুখে শুকশারী হরিনাম গায়।
হরি নামে মত্ত হয়ে হরিণ আসিয়াছে ধেয়ে,
ময়ূর ময়ূরী প্রেমে নাচিয়া খেলায়।
প্রাণে হরি, ধ্যানে হরি, হরি বলে বদন ভরি,
হরির নাম গেয়ে গেয়ে রসে গলে যায়।
আসিয়া যমুনার কূলে, নাচে হরি হরি বলে,
যমুনা উথলে এসে চরণ ধোয়ায়॥১৬৩১॥

মালকোষ—আড়া।

কূলেতে দাঁড়ায়ে রৈলাম পার কর, হেদে হে ও সুন্দর নেয়ে
পার করহে, প্রচণ্ডতাপে তাপিততনু ওহে করুণা নয়নে চেয়ে॥
পার করহে আমরা দাঁড়ায়ে রৈলাম কূলে।
ত্বরায় আসিয়া রহিলাম বসিয়া, একি পার হব বিকি গেলে।
কিচাও কিচাও কিচাও বসিয়া, নাশুন অবলাবোলে।
তেকারণে বলি, ত্বরায় আইলে, বেতন ভালমিলে॥
তোমরা কেহে খঞ্জন নয়নী।
যাবে কোথা কোন কাজে,এহেন বিনোদ সাজে,বল বল বলনা ভাই শুনি
যে হই সে হই মোরা,তরণী আনহে ত্বরা,কাজে কাজে চিনিবে এখনি।
নাবুঝে করি পার, একয় আমার ভার, হইবা পার আপনারে জানি
তোমরা ডাকিছ সুখে, আমার তরণী পড়েছে পাকে
আপনা সামালি আগে আনি॥১৬৩২॥

লুম খাম্বাজ—কাশ্মিরী খেমটা।

লুট নিবি কে আয়। গৌর নিতাই অমিয়া বিলায়।
গৌরচাঁদ সুধার আধার, নিতাই চাঁদ নাশে অন্ধকার,
অঙ্গে অঙ্গে মিশি দুটি চাঁদ এসে উদয় হয়েছে ধরায়।
জগাই মাধাই অমিয়া পে'ল, মদমাতালে প্রেম মাতাল হৈল,
আরো কত পাপী তাপীরে—সুধা পে'লে চাঁদের করুণায়॥১৬৩৩॥

ভীম পলাশী—একতালা।

(কেও) দেখেছ কি গোরাকে আমার।
এই পথে যেতে হরি ব'লে বার বার।
সদা হরি হরি বলে, ভেসে যায় নয়ন জলে,
ধুলায় পড়ে ঢ'লে ঢলে, ধ'রে রাখা ভার।
সংকীর্ত্তন শুনিলে পরে, এক তিল না রহে ঘরে,
ছুটে ছুটে যায় দৌড়ে, নারি রাখিবার।
বসেনা মায়ের কাছে, ফিরে নিতাইর কাছে কাছে,
না হেরে তার চাঁদ মুখ, কাঁদি অনিবার।
দুখিনীর নয়ন তারা ননীর পুতুলি গোরা,
একপল না দেখিলে জগত আঁধার ॥১৬৩৪॥

বাহার—কাশ্মিরী খেমটা।

হরি হরি হরি বল বদন ভ'রে।
বল, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
প্রেমের মুরতি হরি, রাখরে হৃদয়ে ভরি,
ডাক, হরে রাম হরে রাম—রাম রাম হরে হরে।
হরে মুরারে, মধু কৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ—মুকুন্দ শৌরে ॥১৬৩৫॥

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

আজ প্রাণে তপ্তসুধা ঢেলে দিল।
হরি নাম মোহন মন্ত্র নিতাই আমার কাণে দিল।
এসংসার গেলামরে ভু'লে
মদের নেশা স'য়ে ছিলাম, নামে আমায় পাগল কৈল।
যার নামে হৃদয় শিহরে, যার নামে নয়ন ঝরে,
সেই কাঁচা সোণার বরণ প্রেমের মানুষ কাছে এল।
যেচে আমায় কোল দিল ॥১৬৩৬॥

রামপ্রসাদী—সুর।

নিবিল আমার সুখের দশা, এখন ঘিড়িল আমি দশম দশা।
সুখে দুঃখে কাল কাটাব ছিল মনে বড় আশা;
পূর্ণ হতে দিল না মা ষরে যত কর্ম্মনাশা।
সূর্য্যকান্ত এই বলে মা, সুখ নাই মোর এক মাষা,
ওগো ভেঙ্গেছে মোর আশার বাসা, এখন কেবল দুর্দ্দশা ॥১৬৩৭॥

খাম্বাজ—একতালা।

হরি হে আমার এই বাসনা।
নয়ন ভরি সদা হেরি বংশীধারী কেলেসোণা।
মনচোরা রাখাল বেশে, প্রাণের কাছে দাঁড়াও এসে!
এ হৃদয় হউক কদমতলা. অশ্রুধারা হউক যমুনা॥
বাজায়ে কুলনাশা বাঁশী, ব্রজের খেলা খেলাও আসি,
এ দেহ হউক ব্রজের মাটী, এ প্রাণ হউক ব্রজাঙ্গনা।
শ্যাম-কলঙ্ক অলঙ্কারে, চাহি আমি সাজিবারে,
ধরম করম ছেড়ে চাহি, করিবারে প্রেম সাধনা॥১৬৩৮॥

——

রামপ্রসাদী—সুর।

আমার কপালে নাই মা সুখ, আমি জন্ম নিলেম পেতে দুঃখ।
দুঃখের উপর দুঃখ তারা, সুখের না পাইগো সাড়া,
আমার কপাল এম্‌নি মাগো, সুখবিলায়ে লই দুঃখ।
মন পূর্ণ অন্ধকারে, শান্তি নাহি মোর ঘরে,
শান্তিময়ী যে ছিল মা ছেড়ে গেছে দিয়ে দুঃখ।
কপালে থাকিলে দুঃখ মা, তুই কেমনে দিবি সুখ;
তোরে মন্দ বলি মনের দুঃখে, ওগো মা কি ধরে সন্তানের চুক।
দুঃখের বোঝা লয়ে শিরে, এল্যেম আমি এসংসারে,
কেহ আসি নাহি ধরে মা, সবে দেখে বেড়ায় কৌতুক।
রাজা সূর্য্যকান্তবলে যাহবারতা হলো ভবে,
মাগো অন্তকালে লয়ে কোলে রেখ মায়ের ধর্ম্ম টুক॥১৬৩৯॥

——

বাউলের সুর।

গৌর আমায় কর ভবে পার,
আমি দুরাচার, ভজন জানিনা তোমার।
গৌর তোমার নামের বলে, সলিলে ভাসে শিলে,
সেই বলে দিয়েছি সাঁতার।
আমি অকূলে ডুবিয়ে ম'লে, হবে কলঙ্ক তোমার॥
ভবকূলে অকূলতরী, তাহে আমার জীর্ণতরী,
কি হবে ভাবি অনিবার;
আমি যে দিকে প্রসারি আঁখি, দেখি সে দিক অন্ধকার।
পুরাণে শুনেছি আমি, পতিতের বন্ধু তুমি, অজামিল করেছ উদ্ধার;
গঙ্গাধরের এই বাসনা,ভবে যেন আর আসিনা, যন্ত্রণা সয়না বারে বার
আমি মরি যেন হরি বলে (গো), জনম হয়না যেন আর॥১৬৪০॥

——

রামপ্রসাদী—সুর।

মন চল যাই শীকার করি, দুর্গানাম স্মরণ করি।
যাইতে হইবে ওরে ব্রহ্মপুত্র দিয়ে পাড়ি;
শুনেছি তথার নাকি বন্য জন্তু ভুরি ভুরি।
বিবেক বন্দুক ধরি, সাবধানে দৃঢ় করি,
ভক্তি নিশানা করে, মার গুলি লক্ষ্য করি।
মন বাঘ কাম ভল্লুক এই দুটা হয় শত্রু ভারি,
এদুটাকে বধ কর্ত্তে পাল্লে যাবে দুই বাহু নাড়ি;
এটাকে বধ করতে লাগে গুরুদত্ত বন্দুক আটনম্বরী।
হিংস্র জন্তর বিভীষিকাতে পেওনা ভয় সাবধান করি;
রেখ বিপদ কালে সূর্য্যকান্তে ওগো মা দিগম্বরী॥১৬৪১॥

পিলু—মধ্য।

মনরে এ ভবের খেলা তোর দুদিন পরে ভাঙ্গিতে হবে।
ভব ঘোরে পড়েরে মন ভাবিলিনা ভবানী ভবে॥
তুমি কি করিতে এলে ভবে একবার মনে দেখ ভেবে,
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে শির উচ্চ কত রাখিবে।
এই মাথা হবে খোতা ধুলায় গড়াগড়ি যাবে।
তুমি চিত্র পটের গোলাপ হেরে ভুলিলে তার মধুর লোভে।
এই ধোকা হবে ফাঁকা যখন তোমায় নিয়ে যাবে।
যখন জীবাত্মা চলে যাবে (ভবের লীলা সাঙ্গ হবে) বন্ধুগণ বসে কান্দবে
তুমি যে আপন হাতে মাটি খেলে ইহার ফল তখন পাবে।
যখন দশেন্দ্রিয় বদ্ধ হয়ে কবিনভূমে শুতে হবে,
তখন সূর্য্যকান্তের ধনৈশ্বর্য্য দশে মিলে লুটে খাবে॥১৬৪২॥

রাম প্রসাদী সুর।

হয়েছে মোর সমন জারি, পাক্‌ল রে মোর গোঁপদাড়ি।
পাপী বলে দৌড়ায়ে মোরে মা, দৌড়িতে আর নাহি পারি।
লুকাইবার স্থান দেখিনা মা বিনে তোমার চরণ তরী।
সমনের পর ওয়ারেন্ট দিবে, পরে মালক্রোক হবে,
নাজির মাল বাহির করে ডাকিয়ে মারবে হাতুড়ি।
ইহাতেও না পেলে হাজির, হুলিয়া করিবে বাহির
হেণ্ডকফ্ দিয়ে নিয়ে যাবে ক'রে মোরে গিরিপ্তারি।
যাহবার হয়েছে মা ওগো হরমনোরমা,
রেখ সূর্য্যকান্তে পদ প্রান্তে, বাজবে যখন শেষ ঘড়ি॥১৬৪৩॥

বাগেশ্রী—ঠেকা।

আশার কুহকে পড়ি ঘুরিতেছি অনুক্ষণ, দেশে বিদেশে বেড়াই,
খুজি আমি নাহিপাই, তবু আমি তারেই চাই।
যে হবে মোর প্রাণের প্রাণ, হৃদয় শ্মশান সমান, শান্তি নাহি পায় স্থান,
ডাকিলে তোমারে মাগো আন্ধারে আলো তখন।
স্মরিলে মহিমা তোমার, দূরে যায় হিংসা অহঙ্কার,
ছোট বড় নাহি বিচার, আনন্দে ভাসি তখন।
তব চিন্তায় দিবা নিশি, আনন্দ তরঙ্গে ভাসি,
তবু সূর্য্যকান্ত দোষী বল কি কারণ ॥১৬৪৪॥

পিলু—যৎ।

ওর মন ভবে এসে কি করিলি। মিছে বিষয় খেলাতে কাল কাটালি।
কেবল কড়ি আনলি কড়ি গণলি, কড়ির ভাবনা ভাবিলি,
কড়ির অঙ্ক কতই কসিলি।
মনরে তুই পরের বেলায়, হিসাব কল্লি কড়ায় গণ্ডায়,
নিজের বেলায় ঠিক শ নাজানিলি।
দালান কোঠা ঘর বাড়ী বাড়াইলি জমিদারী, আয়ের উপায় সদাই চিন্তিলি
বাড়িল বটে পাপের আয়, এদিকে তোর দিন যায় অর্থচিন্তায় অনর্থ ঘটালি
পুনঃ পুনঃ রশি ধরি জরিপ করি প্রজাওয়ারি।
প্রজার অর্থ কৌশলে হরিলি, নিরিখ বৃদ্ধি করে,
পরে আয় দেখিলি জমার পরে, পুণ্যের ঘরে শূন্য বসাইলি।
পরের স্বত্ব নাশের তরে, আনি উকীল বারিষ্টারে, মোকদ্দমা কতই ফাঁদলি
আপন স্বত্ব হবে লুপ্ত, প্লিড করবেন চিত্রগুপ্ত,
জাননা সে কোন্ কোর্টের কৌন্সলি।
উচ্চ পলিসির বলে, ভবে গণ্য মান্য হলে, রাজারায় উপাধি ধরিলে।
শমন এসে ধরবে যখন, ছাড়তে হবে ঐশ্বর্য্য ধন, ছায়াবাজি ঘুচিল সকলি।
এই ব্যাপারে কি লাভ হবে, শূন্য হাতে যেতে হবে,
তুই মৃগতৃষ্ণায় রলি ভুলি।
যে শরীরের এত যতন, হবেরে তার শীঘ্র পতন,
সূর্য্যকান্তের শরীর হবে ধূলি ॥১৬৪৫॥

ভাটিয়াল—সুর।

কাল কোকিলরে তুমি কি সুখে ডাক কুহু রবেতে,
কৃষ্ণ নাই রাধার কুঞ্জেতে,
পশু পক্ষী যত ছিল, কৃষ্ণ শোকে কোথায় গেল,
তরুলতা শুকাইল শোকেতে ॥১৬৪৬॥

বাগেশ্রী—ঠেকা।

দিন গেল গেল দিন কেমনে হব পার।
গত অপরাধ যত, ক্ষমা চাই হয়ে নত,
আর কত দুঃখ দিবে মাগো সহিতে না পারি আর।
সৎসঙ্গে না হয়ে রত, পাপ করলেম কতশত,
না চিনিলাম তোমায় মাগো করি সদা অহঙ্কার।
তুমি দয়া স্বরূপিনী, তাহা তো আমি গো জানি,
স্বগুণে তরিতে মাগো দেখি পার কিনা পার॥১৬৪৭॥

বাগেশ্রী—আড়া।

ভেবে দেখ মনে মনে রয়না কিছু চিরদিনে। ধনৈশ্বর্য্য যতবল,
সংসারের সুখ সম্বল, হয় সে সব বিষের ফল, শেষের সে দিনে।
সংসারে দুদিনের তরে, কর্ত্তাবলে সবে ডরে;
করিবে রে ভস্ম পরে ফেলে শ্মশানে।
ভাব যারে আত্মজন, আত্ম সে নহে কখন;
সম্বন্ধ করে ছেদন, দুষ্ট শমনে।
খেদে বলে সূর্য্যকান্ত মরিতে হবে নিতান্ত,
ভাব রে মানস ভ্রান্ত সে ভব কারণে॥১৬৪৮॥

কর্ত্তাভজন।

মূলতান—তিওট।

ওগো মা সতী করি মিনতি। আমরা সভয়ে করি তোমায় প্রণতি,
তোমার সহিত সাম্মিলন, বন্দি গুরুর শ্রীচরণ, দুলাল পায় সঁপিয়ে মতি
পরে বন্দি সঙ্গের সঙ্গিগণ, যত সব ভগবজ্জন,
দীন হীন মিত্র বলে, তুমি গো গতি॥১৬৪৯॥

বাহার—খেমটা।

প্রেমের নাম মানুষ ধরা ফাঁদ।
যে ফাঁদেতে বদ্ধ হয় গো দয়াল মানুষ চাঁদ।
প্রেমের ফাঁদ পাতে যারা, মানুষ ধর্ত্তে পারে তারা,
নৈলে অধর যায় না ধরা, হয় গো কেবল সাধে বিষাদ।
প্রেমের ফাঁদ পাতলে পরে, দেয় সে ধরা ইচ্ছা ক'রে,
এ ফাঁদ পাত্তে নাহি পেরে, মিত্র মনে গণে প্রমাদ॥১৬৫০॥

মালকোষ—আড়খেম্টা।

হৃদে দুলাল চরণ ধারণ করি, আমরা সবাই,
বসি এস ভাই, দুলাল গুণ গাই, দুলাল গান ধরি।
অন্য চিন্তা যত সকল পরিহরি, দুলাল চিন্তায় কেবল মন মগ্ন করি,
দুলাল প্রেমের আশায় দুলাল আশ্রয় ধরি, আনন্দে এখন সময় হরি।
দুলালের গুণ করিলে কীর্ত্তন, ক্রমে ক্রমে হবে স্বভাব সংশোধন,
দুলাল কৃপা তবে করিতে গ্রহণ, সাধ্য পেয়ে যাব ভবার্ণব তরি।
দেখিতে দেখিতে দিন বয়ে গেল, যাবার দিন ক্রমে নিকট যে হল,
এই বেলা করি পথের সম্বল, সত্যসার করি দিবা শর্ব্বরী।
আমরা অধম অতি অভাজন, মনে মনে সবাই জানি বিলক্ষণ,
শুনি দুলাল নাম অধম তারণ, সেই ভরসাতে হই আশাধারী॥
দুলাল ভাবোদয় হলে পরে মনে বসবে এসে দুলাল হৃদি পদ্মাসনে,
ভ্রম তম যাবে সেরূপ কিরণে, হেরব রূপ মাধুরী জ্ঞান নয়ন ভরি।
ভেসে নেত্র জলে কেঁদে বিপ্র বলে, স্থান দে দুলাল তোর চরণ কমলে,
নিজ গুণে তুই আপন কোরে নিলে তবে আমরা তোর হতে যে পারি।

পুরবী—আড়াঠেকা।

এসো দুলাল মহাশয় আমাদের এ আসরে।
তুমি এসে বসলে পরে, সাহস পাই অন্তরে।
আমরা জেনেছি নিশ্চয়, যথায় তোমার গুণ গান হয়,
তথায় তুমি হও উদয়, উৎসাহ দিবার তরে।
হলে তোমার আগমন, বুঝা যায় হে ততক্ষণ,
আনন্দিত হয় সবার মন তোমারি যে ভাব ভরে।
কাঙ্গাল ভাবে মিত্র বলে, গাইতে অক্ষম হলে,
সক্ষম কর কৃপা বলে, তোমার এই কিঙ্কর নিকরে॥১৬৫২॥

ভৈরবী—পোস্তা।

বড় রসিক সুজন প্রেম মহাজন দুলাল মহাশয়, সদানন্দ সদাশয়,
সাধু সুধাময়, অগতি জনের গতি, ভকত বৃন্দের পতি,
অদ্বিতীয় মহামতি, দীন দয়াময়, অনায়াসে প্রেমধন,
হয় নি রে ভাই যা কখন, কল্লে এ সময়, কি দুর্জ্জন কি সুজন,
অধম কি উত্তম জন, সবাই তার কৃপাভাজন, শুনে ভরসা হয়।
দুলাল চেনা দিব্য আঁখি, যে পেয়েছে ভবে থাকি,
দুলাল প্রেমে মজতে বাকি, সে কি আরো রয়, দুলাল চাঁদের কৃপা নিলে
দুলাল চেনা চক্ষুঃ মেলে, মিত্র বলে তা নহিলে, মাথা খুঁড়লে নয়॥১৬৫৩

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

এই যে মানুষ রতন, অমূল্য ধন, জেনেছে যে জন
সে কি কভু মানুষেরে করে অযতন।
কায়োমনো বাক্য জ্ঞানে, সদাই থাকে সেই ধ্যানে
বারণ নাহি সে মানে, করিলে বারণ।
বসায়ে হৃদি মাঝারে, দিবা নিশি হেরে তারে,
মন ফুলে নয়ন নীরে, পূজে তার চরণ।
মিত্র কয় এই মানুষেরে, চিন্তে আমি নাহি পেরে,
পড়িয়ে বিষম ফেরে, ভাবিতেছি এখন ॥১৬৫৪॥

বাহার—আড়খেমটা।

কর মন যতন প্রাণপণে, এই দুলাল ধনে, দুলালে করে যতন,
মিলবে রতন শুভক্ষণে, দুলালচাঁদ গুণের নিধি, পার করে ভব জলধি
তার দয়ার নাই অবধি, নিরবধি শুনি কানে, দুলাল চরণ সরোজে,
মধুপ হয়ে থাক মোজে, যে মধু তায় উপজে মত্ত হও সেই মধু পানে
কেবল দুলাল চরণ সার, আর যত সকল অসার,
মিত্র কয় গতি নাই আর, দুলাল বই জীবন মরণে ॥১৬৫৫॥

বাউলের সুর—খেমটা।

প্রেম কারে কয় আমি না জানি।
প্রেমের কথা কানে কেবল শুন্তে পাই গো লোক জবানি।
প্রেমের প্রেমী হয় গো যারা, প্রেমের কথা কয় গো তারা,
সজল তাদের নয়ন তারা, করে কানাকনি—
তারা কথা কয় গো ঠারে ঠোরে, আমি বুঝ্‌ব বল কেমন কোরে,
প্রসব বেদনা বুঝতে পারে, বন্ধ্যা হয়ে কোন কামিনী।
যার অন্তরে ধরাতলে, প্রেমের ঢেউ কেবল খেলে,
মহাভাগ্যবান বোলে, তারে সদাই গণিঃ—
যে জন হয় গো কৃপার ভাজন, তারি ভাগ্যে ঘটে এমন,
নৈলে তা নয় কদাচন, দীন মিত্রের এই বাণী ॥১৬৫৬॥

মুলতান—তিওট।

দেখো দেখো দুলাল রেখো আমারে।
অকূল পাথার হেরে ডাকি তোমারে।
(যেন ভাসিয়ে না যাই অকূল পাথারে)।
আমি হে অভাজন, দীন হীন অকিঞ্চন, অধম দুর্জ্জন,
এমন দয়াল কে আছে আমায় নিস্তারে।

অধম তরাতে, এসেছ ধরাতে, স্বইচ্ছাতে—
কেমন অধম তরাও, জানাব এই বারে।
কাণ্ডারী আপনি, এনেছ তরণী, গুণমণিঃ—তরী চড়তে যে পারে,
লয়ে যাও পারে।
পরীক্ষায় আপন মন, জানলেম হে বিলক্ষণ,
আমি এখনঃ—চড়তে পাচ্চি না তরি, কোন প্রকারে।
চড়তে যে নারে লায়, চড়াও হে যদি তায়,
স্বকরুণায়—তবে এ দীনের উপায় হতে যে পারে।
কাতরে মিত্র কয়, হবে হে কি উপায়, দীন দয়াময়—
তুমি দয়াল তাই বলি, বলব আর কারে ॥১৬৫৭॥

কানাংড়া—একতালা।

তোমারি যতন, আমি কি জানি হে মানুষ তোমার যতন।
যতনেরি ধন তুমি, অমূল্য রতন, কেমনে কর্ব্ব যতন,
সে মন নয় মনের মতন, কাজে কাজে অযতন, হচ্চে প্রতিক্ষণ।
যতন যে কর্ব্বে ভবে, তুমি যদি তারি হবে,
মিত্রের উপায় তবে, কি হবে এখন ॥১৬৭৮॥

ভৈরবী—আড় খেমটা।

আমায় ধিক, আমায় ধিক ধিক ধিক আমায় ধিক
মানুষে না বিশ্বাস হলো মনের ভ্রম এত অধিক।
ধিক জনমে ধিক জীবনে, ধিক আমার এ জ্ঞানে মনে,
প্রেম হলোনা তার সনে, যে আমার প্রাণাধিক।
মুনি ঋষি যোগিগণ, পায়নি যার অন্বেষণ,
পেয়ে আমি সে রতন, পাল্লেম না চিন্তেঃ—
ভাগ্য যোগে ঘটলো এমন, আশ্রয় দিলে প্রেমমহাজন,
তবু আমার এ ভ্রান্ত মন, এখন হলো না ঠিক।
জীবে যা সম্ভব নয়, কৃপাযোগে তাই হয়,
জীবের এমন ভাগ্যোদয় কবে হয়েছেঃ—
এমন সুযোগ পেয়ে রে ভাই, তবু ভ্রমে ঘুরে বেড়াই,
মিত্র বলে আর কেহ নাই, আমার মতন বেল্লিক ॥১৬৫৯॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

মনের মতন দুলাল রতন, যতনের ধন রে।
তবু মন কি কারণ, করিস অযতন রে॥
কার মন্ত্রণায় করিস এমন কার কুহকে হোস অচেতন,
কার বশেতে করিস ভ্রমণ, ভ্রমে সর্ব্বক্ষণ রে।

যে জন তোর প্রিয়জন, যাকে তোর প্রয়োজন,
তার প্রেমে হতে মগন, পাল্লি না এখন রে।
মিত্র ভাষে, ধরায় এসে, ভুলালে না ভালবেসে,
ঘোর বিপাকে দেখনা শেষে, হলো তোর পতন রে॥১৬৬০॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

তোর যতন কি আমি জানি, ওরে মানুষ গুণমণি।
কি কোরে কর্ব্বরে যতন, রতন যে রে নাহি চিনি।
তুই যে অমূল্য রতন, তা যদি জানিত রে মন,
তাতেও সমুচিত যতন করা যে হতো না জানি।
যে যেমন হয় রে ধন, তেমন তারো চাই যতন,
তা না হলে কেউ কখন, সে ধনে কি হয় রে ধনী।
মিত্র বলে যতন এবার করা যদি হলো না আর,
বলে দে তবে কি প্রকার, পাব তোর চরণ দুখানি॥১৬৬১॥

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

ভজতে তোমায়, আনলে আমায়, আমি তোমায় কই আর ভজি।
সে কি তোমায় ভজতে পারে, যে জন হয় আপ গরজি।
তোমার আশ্রয় লোয়ে থাক্‌লেম আপগরজি হোয়ে,
বৃথায় দিন সব গেল বোয়ে আপ্‌গরজে গেলেম্ মজি।
এ স্বভাবের কর্ম্ম নয়, এমন ভজায় ভজা না হয়,
তবু ভজি দি পরিচয় হয়ে যেন ধর্ম্মধ্বজী।
মিত্র কেঁদে বল্‌ছে তোমায়, কে আছে আর কব বা কায়,
কোরে দাও এমন উপায়, যাতে এ স্বভাব ত্যজি॥১৬৬২॥

ললিত—যৎ।

বিশ্বাস ধন কি অমূল্য ধন ভেবে দেখরে ওরে মন।
কিনবি যদি মানুষ মণি আগে সঞ্চয় কর্‌রে বিশ্বাস ধন।
বিশ্বাস ধনে যেমন ধনী, ধন্য বলি তারে গণি,
কিন্‌তে পারে মানুষ মণি, যে মণি মনের মতন।
প্রহ্লাদের বিশ্বাসের জোরে, স্ফটিকের স্তম্ভ ভিতরে,
নরসিংহ রূপ ধোরে, হরি আপনি এসে উদয় হন।
মানুষ ধনে পাবার জন্য, ধরায় নাই যে উপায় অন্য,
মিত্র কয় মন হতে ধন্য, কেন কল্লি না যতন॥১৬৬৩॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

প্রভু তোমায় পেয়েছি এবার; আমি তোমায় ছাড়বনা আর।
তোমার দয়ায় তোমায় পেয়েছি,
তোমার দয়ায় আমি তোমায় আশ্রয় করেছি,
তোমার জোরে তোমায় ধোরে রাখব এই ভেবেছি সার।
এতদিন অদর্শন থাকি, বারে বারে আমায়, তুমি দিয়েছ ফাঁকি,
এবার তোমার পেয়েছি দেখা, কেবল গুণে তোমার॥
পালিয়ে যেতে আরো না দিব, চরণ ধোরে চরণ তলে পোড়ে রহিব,
দেখব তুমি কেমন কোরে ছাড়াইবে হাত আমার॥
তাতে ও যদি চাও পালাতে,নাম ধোরে কাঁদব কেবল তোমার সাক্ষাতে
মিত্র কয় আর কি যেতে পার্ব্বে, হয়ে তুমি কৃপাধার॥১৬৬৪॥

আলেয়া—একতালা।

দেখ দুলাল দয়াল কেমন আনিল মর্ত্তো সহজ রতন,
আপনি গুণশালী করিয়ে ঘটকালী, ঘটালে ঘটনা অদ্ভুত অঘটন।
জঠর যন্ত্রণা কোরে নিবারণ, জীবের চিরদুঃখ করিতে মোচন
নিগুর্ণ সহজে, মিলালে সহজে, হয় নি যা কখন, কল্লে তা এখন।
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র আদি দেবগণ কোন কালে যার পায়নি অন্বেষণ,
জীবে পেলে তারে, থাকিয়ে সংসারে, সত্যধর্ম কলিতে হল সংস্থাপন।
আপনি আপনার ভজন সাধন, কৌশলে, জগতে কল্লে প্রকটন,
মানুষ সাজিয়া, মানুষে মিশিয়া, আপনি করিল আপনার ভজন।
সত্যনাম প্রকাশি দেখায়ে সুপথ, কৃপাতে পূর্ণ... জীবের মনোরথ,
বেদ বিধি অতীত,ভাব প্রকাশিত,মিত্র বলে ধন্য,ভাবুক যে জন॥১৬৬৫

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এলেম এ ভূ নিত্যধাম আমরা সবাই গো।
দুলালচাঁদে একবার দেখলে পূর্ণ হবে মনস্কাম্।
কে আছিস দ্বার খুলে দেগো, দ্বার রুদ্ধ আর রাখিসনে গো।
ত্বরায় প্রবেশ করিয়ে নেগো, কেউ যেন আর হসনে বাম॥
দুলাল দেখতে কোরে আশা, অনেক ঘুরে হয় গো আসা,
জন্মেছে দেখবার পিপাসা, শুনে দুলাল গুণগ্রাম।
বসেছে দীন দয়াল বেশে, কাছে যাচ্ছে যে সে এসে,
শুনে এলাম দেশে দেশে, কৃপাকল্প তরু নাম।
সব সময় দ্বার খুলতে বারণ, থাকে যদি আদেশ এমন,
মিত্র কয় তা হবে খণ্ডন, জানালে সবার প্রণাম॥১৬৬৬॥

আলেয়া—আড়াঠেকা।

কি হবে উপায় ; (আমার) (ভবে)।
দিবানিশি আমি যখন ভুলতেছি তোমায়॥
আমার স্বভাব এখন, হলো না পরিবর্ত্তন,
থাকিতে স্বভাব এমন, স্থান পাব কি পায়॥
অনিবার্য্য রিপুগণ তাদের বশ হয় মন,
কুপথে কোরে গমন, আমারে মজায়॥
মিত্র বলে আমার তরে, কতই কর করে করে,
তবু মন তোমায় না স্মরে, একি বিষম দায়॥১৬৬৭॥

গাড়া ভৈরবী—তিওট।

হায় কি করিরে ও মন আসিয়ে এই ধরামণ্ডলে॥
মায়াতে মগন, হয়ে রে এখন, ভুললি রে তার অভয় চরণ,
ও তুই ভাবলি নে কি হবে তোর শেষ কালে॥
মিত্র কয় ও মন পেয়ে রে রতন কল্লি না তার উচিত যাজন,
তবে কোন গুণে ত্রাণ পাবি, এই ভব জলে॥১৬৬৮॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

আমাদের দুলাল, আমরা সবাই বলছি প্রাণ দুলাল।
মানুষ প্রেমের হাট বসাতে রে, দুলাল হয়েছে রে দীন দয়াল।
এই যে তিনি ইনি আর উনি, সকলের মুখে শুনি,
দুলাল সবগুণের গুণী, দুলাল চিরকাল বিশ্বপাল বোলেরে,
ধরায় ধরে...ধি পাল, দুলালি আমাদের দুলাল বলাচ্ছে,
তাই সকলে বলতে পাচ্ছে, তাই দুলালকে চাচ্ছে,
দুলাল দুলাল বোলে ডাকলেরে, দুলাল ঘুচিয়ে দেয় রে ভ্রমের জাল।
দুলাল আমাদের আদর মণি, অসীম দয়ার খনি, রসিকের শিরোমণি,
মিত্র বলে দুলাল দুলাল বলেরে,আমরা এড়িয়েছিরে করাল কাল১৬৬৯

দেষ—আড়খেমটা।

পতিত পাবন চরণ দুখানি ; দুলাল তোমার কাছে জানি॥
পতিত পাবন চরণে তোমার চিরদিন হোয়ে থাকে পতিত উদ্ধার,
পতিততারণ কারণ চরণ ধারণ কোরেছে তা যে মানি॥
চরণ কমল সৌরভ ছুটেছে,পতিত যারা চরণের গুণে জানতে পেরেছে
তাইতে তারা তোমার চরণ লয়ে, কত্তেছে টানাটানি॥
লও বলে পতিতের তারণ ভার,ঐ চরণে পতিত জনের আছে অধিকার
মিত্র বলে চরণ দিতে হবে, দিলে তোমার কি হানি॥১৬৭০॥

আলেয়া—একতালা।

ভাস তার প্রেম তরঙ্গে। কেবল থাক তার প্রসঙ্গে।
জীবের তারণ, করিতে যে জন, কাণ্ডারী হইয়ে এসেছে বঙ্গে।
তাহার মতন পরম বন্ধু, অধম তারণ করুণা সিন্ধু।
মিত্র বলে ভাই, আর কেহ নাই, বিপদে সম্পদে ফিরিছে সঙ্গে ॥১৬৭১

ললিত—আড়খেমটা।

আমরা দুলাল কাঙালিনী গো। তোরা সে ধনে ধনিনী গো।
তোরা অপার যতন কোরে প্রেমের ডোরে বেঁধে তারে, রেখেছিস ধরে
শুন্তে পেয়ে তোদের কাছে এলেম হয়ে ভিখারিণী গো।
দুলাল ভিক্ষা দিতে একবারে,প্রাণ ধরে যদি না পারিস কোন প্রকারে,
তবে দুলাল ধনে একবার দেখতে, দিতে কি পার্ব্বি নি গো।
দেখতে দিলে তোদের ক্ষতি নাই, আমরা চরিতার্থা হয়ে মনের সাধ
মিটাই, দেখিয়ে নয়ন সফল কোরে দে গো, হয়ে হিতকারিণী গো।
দুলাল কথা যেমন শুনেছি, অমনি পাগলিনী দেখ গো হয়ে পড়েছি,
দেখলে পরে আবার কি হবে তা, মিত্র কয় জানি নি গো ॥১৬৭২॥

সুরট—মল্লার।

ওগো আমার অকলঙ্ক দুলাল শশী, এই হে ভূতলে পড়েছে খসি।
(নিত্যধাম গগণ হতে) (জীবে লাগাল পাবে বলে) (আপনা আপনি
ইচ্ছাকোরে) এ শশির নাই বৃদ্ধি হ্রাস, সমভাব বারো মাস,
অপরূপ রূপেতে প্রকাশঃ এ শশির নিকটে যে যায় গো,
অমনি ঘোচে তার যে মনের মসি, (শশির কিরণেতে,
সুধুই সুধাময় নয়, প্রেমমাখা প্রেমময়, সহজ রসের রসিক যে হয়ঃ
সহজ রস বিলাবার তরে গো, সহজ রসেতে এসেছে রসি রসি
(আমার দুলাল শশী) ভাবসঙ্গীত চন্দ্রিকায়, ভ্রম তম লয় পায়,
হৃদি কুমদিনী ফুটে তায়ঃ ফুলে হৃদি কুমদিনী গো, অলি আপনি
আসি রয় গো বসি,৩ (সহজ মানুষ অলি তাতে)।
জীবের মধ্যে চকোর যে হয়, এ শশীকে চিনে সে লয়,
সুধাপানে রত সদাই রয়ঃ সুধাপানে মত্ত হয়ে গো, সে যে থাকে
শশীর প্রেমে পশি, ৪ (চির দিনের মত) সুধাপানে পায় সে বল,
বাধ্য রাখে রিপু সকল, কোন অরি হয় না তো প্রবল।
শমনকে ভাগায়ে দেয় সে গো, এই যে লয়ে সহজ জ্ঞান অসি
(শশির কৃপা ধরি) মিত্র বলে চেষ্টা কোরে, শশীর করুণা ধোরে
সুধাময় নামের জোরে, শশীর কাছে যেতে পাল্লে গো,
শশীর চরণ ধূলী মাথায় ঘসী। (আর কিছু না কত্তে পারি) ॥১৬৭৩॥

মুলতান—আড়খেম্‌টা।

বলব কি তোরে ওরে দুলাল বলতে না জানি॥
যা বলি তা বলি কেবল মনের কল্পনাতে অনুমানি॥
জানি নে হয়ে ভ্রমান্ধ, কোনটা তোর যে হয় পছন্দ,
কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটায় লাভ, কোনটায় হানি॥
মিথ্যাকে যে সত্য বলছি, আশার দাসত্ব কচ্ছি,
তাইতে আমি ধাড়া হচ্ছি, ভুলছি হয়ে অভিমানী॥
মর্জ্জি তোর যা নাইক জানা তবু মন শুনে না মানা,
কত্তেছে কল্পনা নানা, হয়ে যেন কত জ্ঞানী॥
বলা অভ্যাস তাইত বলি, যেমন অভ্যাস তেমনি চলি,
তাতে অপরাধ কেবলি, হতেছে যে মনে মানি॥
যেমন হওয়া হয় প্রয়োজন, তোর ইচ্ছায় তুই চাস রে যেমন,
মিত্রে কোরে নে রে তেমন, দেরে তোর চরণ দুখানি॥১৬৭৪॥

বিভাস—খেম্‌টা।

দুলাল ঐ যে ভেরী বাজাচ্ছে দুলাল চাঁদ বাজিয়ে ভেরী,
যারে তারে মাতাচ্ছে। (ওরে ভাই)। দোলের উপলক্ষ করি,
বাজায়ে বিজয় ভেরী, কি পুরুষ কিবা নারী, সকলকে যে ডাকছে,
ঐ ভেরী রব মনের কাণে, শুন্তে পেয়ে স্থানে স্থানে, সবাই সানন্দ মনে
দুলাল কাছে যেতে চাচ্ছে।
এমনি মন টেনেছে, অন্য চিন্তা দূরে গেছে, কেমনে যাবে ভাবছে,
থাকতে আর না পাচ্চে, দুলালচাঁদ বাঁধিয়েছে রে গোল,
উঠেছে ভেরীর রোল, সকলের মুখে এক বোল, দুলাল কেবল বলাচ্ছে।
ইঙ্গিত কোরে বোলছে বাণী, পরস্পর জানাজানি সকলকে কাণাকাণি
যথা করাচ্ছে, ভেরী রব ধন্য যে মানি, কি অপরূপ টানাটানি,
মিত্র কয় নাহি জানি, কি আনন্দে ভাসাচ্ছে॥১৬৭৫॥

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

আর যদি কেউ থাকত আমার তোর কাছে কি কাঁদতেম তবে।
কেবল তোর ভরসা কোরে, প্রাণ ধোরে রয়েছি ভবে।
পড়িয়ে অকুল পাথারে ডাকছি তোরে বারে বারে,
কূল যদি না দিস আমারে, নামে তোর কলঙ্ক হবে।
অসাধ্য তোর কিছুই নাই, যা করিস হয় তাই।
অকূলে কূল যদি না পাই, কে তোরে দয়াল কবে।
অনুপায় দেখিস যে জনে, তার সহায় হোস ততক্ষণে।
মিত্রে তবে কি কারণে, অনুপায় হয়ে রবে॥১৬৭৬॥

থাম্বাজ—ঠুংরী।

আহা! কি তোর মহিমা মাগো বুঝিতে নারি।
বুঝতে মানে হারী, আপি ত্রিপুরারি।
মহিমা অনন্ত, জানেনা অনন্ত,
ওমা ইন্দ্র চন্দ্র আদি সবাই তোর আজ্ঞাকারী।
যত অসম্ভব, কল্লি মা সম্ভব, ওমা দেখালি অপার দয়া,
গুণে আপনারি।
অন্ধ পায় নয়ন, বোবায় কয় বচন,
ওমা কালার হয় শ্রবণ, পুত্রবতী বন্ধ্যা নারী।
মা তোর কৃপাবলে, খঞ্জ বেগে চলে ওমা যত ব্যাধিগ্রস্ত,
নব কলেবর ধারী।
চিত্তে চিন্তানল, হলে মা প্রবল,
ওমা অমনি নির্ব্বাণ করিস দিয়ে শান্তিবারি।
মিত্র বলে মাগো, একবার ফিরে চাগো,
ওমা তোর কৃপা বিনে সতী নাই গতি আমারি ॥১৬৭৬॥

ললিত—আড়াঠেকা।

দয়াময় নামের ফল কি আমার ভাগ্যে এই ফলিল।
সংসার সাগরে পোড়ে, হাবু ডুবু খেতে হলো।
তুমি পরম দয়াময়, জেনেছি তা নিশ্চয়, তবে কেন এমন হয়,
মর্ম্ম বুঝা নাহি গেল।
সংসার সাগর সুবিস্তার, যাতনা ঢেউ অনিবার,
কেমনে হইব পার, সাঁতার জানিনে—
সাঁতার দিতে জানে যারা, অনায়াসে পার হয় তারা,
মিত্র সাঁতার নাহি জানে, উপায় কি হবে বল।১৬৭৭॥

থাম্বাজ—খেমটা।

ওরে, হায়রে কি আজব কারখানা।
এবার এদেশে এসে, কল্লে বল কোনজনা।
ও কে জগৎ মাতালে, ওকে এক বোল বলালে,
প্রেম রসেতে একবারে দেশ ভাসালে।
কল্লে একসা হিঁদু মুসলমান, ভাব দেখে তা যায় জানা।
কুলের কুলবতী কুল, ত্যেজে লাজ ভয় কুল,
কার ভাবেতে এভাব ঘটে, কে ইহার মূল।
দীন মিত্র বলে ঠাওরাতে হই বাঁশ বনেতে ডোমকানা ॥১৬৭৮॥

বেহাগ—পোস্তা।

নাম জপ সাবধানে। বিহিত বিধানে।
অলস স্বভাব পরিহর, বৃথায় না কাল হর, রসনারে মত্ত কর নাম রসপানে।
করিতেছ যার সন্ধান, নামে সে যে বর্ত্তমান,
নামে মানস পূর্ণ জানো, শুনেছ কানে।
যে করে নাম জপমালা থাকেনা তার কোন জ্বালা,
নাম মহিমা যায় না বলা, সামান্য জ্ঞানে।
বিশ্বাস কোরে ভক্তি ভরে, নাম ধোরে ডাকলে পরে,
আনন্দময় বিরাজ করে, হৃদপদ্মাসনে।
দীন হীন মিত্র কয়, মনোভ্রান্তি নাহি রয়,
স্বভাব নির্ম্মল হয়, নাম উচ্চারণে ॥১৬৭৯॥

বেহাগ—পোস্তা।

ওহে তোমার নাম বিনে। ভরসা আর দেখিনে।
কিবা সুমধুর নাম, আনন্দ রসের ধাম, নামে পূর্ণ মনস্কাম,
জীবে যম জিনে।
নাম দুর্ব্বলের বল, নিঃসম্বলের হয় সম্বল,
নামে ভবে যায় কেবল, অধম দীন হীনে।
নাম রসের রসিক যারা, নাম রস পানে মত্ত তারা,
হয়ে যায় জ্ঞানহারা, রয় নিশি দিনে।
মিত্র কয় যা অসম্ভব, নামে তা সম্ভব সব,
নাম মহিমা কিবা কব, কইতে জানিনে ॥১৬৮০॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

যাবি কে পারে। পার হয়ে ভব সাগরে।
বেলা যায় রে ত্বরায় আয় রে আয়—পারের সুগম বড় এবারে।
দুলাল আপনি হয়ে কর্ণধার, এনেছে তরী এবার,
ঐ যে ডাকছে বারম্বার—বলছে আমি যে পার ক'রে দিবরে,
পারের ভাবনা কেউ করিস না রে।
সে কুজন সুজন বাচ্চে না আর, রাখচেনা জেতের বিচার,
এলে অমনি কচ্চে পার,—এমন পারের সুগম আর হবেনা রে;
চোড়ে বসগে তরির উপরে।
দীন মিত্র বলে যায়রে বেলা, হয়রে শেষ ভবের খেলা,
ওমন করিসনে হেলা,—কেন এখন বিলম্ব কচ্চিস রে,
এ সুসমাচার পাবার পরে ॥১৬৮১॥

জঙ্গলা—ঠুংরী।

ওহে মানুষ তোমায় আমি চিন্তে কি পারি, তুমি ভবার্ণবের কাণ্ডারী।
অসীম মহিমা তোমার, বুঝতে সাধ্য নাহি আমার,
কাঙ্গালে করিতে নিস্তার, হও হে কাঙ্গাল বেশধারী।
চিনিতে যদি পারিতেম, তবে কি তোমায় ভুলিতেম,
হৃদয়ে তোমায় রাখিতাম, করিয়ে হৃদয় বিহারী।
মিত্র বলে যে তোমারে, চেনায়ে দিবে আমারে,
তার মত এ সংসারে, কে আছে আর উপকারী॥১৬৮২॥

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

অবলা মজায় ঐ দুলাল গুণমণি।
আমি যে মজেছি লো সই, হয়ে কুলরমণী।—
দুলাল চাঁদকে দেখবার আশে, এসেছিলাম দুলাল পাশে,
একবার হেরে প্রেমের পাশে, বদ্ধ হলেম অমনি।
মন আমার গিয়েছে ভুলে, ত্যজিছি স্বজন কুলে,
বিসর্জ্জন দেওয়ালে কুলে, গুণ জানে ও এমনি।—
দেখতে ওরে ভালবাসি, তাইতে এখানেলো আসি,
হয়ে ঐ চরণের দাসী, আছি দিবা রজনী।—
এসেছিস যদি এখানে, ফিরে যালো মানে মানে,
চাসনে লো ঐ দুলাল পানে, চাইলে এমনি হবি ধনি।—
দীন মিত্রের এই বাণী, সে যে বড় ভাগ্যবানী,
হয়ে আছে যে কামিনী, দুলাল প্রেমাধিনী॥১৬৮৩॥

মুলতান—আড় খেম্‌টা।

মানুষের কথা তোরা বল গো বল।
শুনলে যার কথা, যায় গো ব্যথা, তাপিত প্রাণ হয় শীতল।
তার কথা যে যা জানিস ভাই, প্রকাশ ক'রে বল না তোরা,
শুনে কান (প্রাণ) জুড়াই, তার কথায় ওকি গুণ আছে,
শুনে পাষাণ হৃদয় হয় কোমল।
তার কথা অমৃত সমান, শুনতে শুনতে জন্মে ক্রমে অজ্ঞানের জ্ঞান,
তার কথা শুনলে নয়ন জলে ভেসে যায় গো ভাবীর বক্ষঃস্থল।
তার কথা যতই শুনা যায়,
শুনতে শুনতে শুনবার ইচ্ছে ততই বাড়ে তায়,
তাইতে মন আমার পাগল হয়ে, তার কথা শুনতে চায় কেবল।
মিত্র বলে কি বলিব আর, সকলি অসার, কেবল মানুষ চরণ সার,
আমার মানুষ গতি মানুষ পতি, ওগো মানুষ আমার বুদ্ধি বল॥১৬৮৪॥

বাহার—খেমটা।

তোমায় ছেড়ে ওহে মানুষ কার কাছে আর যাব।
তোমার মতন ব্যথার ব্যথিত, আর কি কোথাও পাব।
ভ্রমের পাকে ঘোর বিপাকে, পড়িয়ে ডাকি তোমাকে,
মর্ম্মের বেদন কোয়ে কাকে, তাপিত প্রাণ জুড়াব।
মিত্র ভণে তোমা বিনে, কে দয়া কর্ব্বে এদীন হীনে,
ধরিয়ে কার চরণে এ শমন দায় এড়াব॥১৬৮৫॥

বেহাগ—পোস্তা।

রসের বঁধু মধুকর। রসিক মনোহর।
মহাভাব যৌবন সময়, আপনা হতে হোলে উদয়,
হৃদনলিনী প্রফুল্লা হয় অতি সত্বর।
ফুটলে হৃদনলিনী বধূ, উপজে তায় মধুর মধু,
সেই মধু পানে বঁধু, হয় তৎপর।
মধুপান করবার তরে, মধুব্রত ভ্রমর করে,
ফুল্লা বঁধু পেলে পরে, হৃষ্ট অন্তর।
যখন রসের বঁধু পায়, রত হয়ে থাকে তায়,
স্থানান্তরে নাহি যায়, সে রসিকবর।
ফুল্লা হৃদনলিনী সনে, বঁধু মধুপ মত্ত মনে,
বিহার করে সঙ্গোপনে, সর্ব্বাগোচর।
দীন মিত্র ভাবে ভবে, এমন সুদিন কবে হবে,
হৃদনলিনী ফুটে রবে আনবে নাগর॥১৬৮৬॥

মুলতান—আড় খেমটা।

এখনো ঘুমের ঘোরে রৈলি মন।
তোরে জাগালেও জাগিলিনে, না জানি তোর ঘুম কেমন।
করুণাময় করুণা করি, ও তোর কানের কাছে বাজিয়ে দিলে
সত্য নাম ভেরী, তাতে একবার ওতুই জেগে উঠে,
আবার ঘুমে হলি অচেতন।
এই ভেরী রব শুনে শ্রবণে, আর না ঘুমায়ে যদি, থাকতিস চেতনে,
তবে প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে, ও তুই কতিস প্রেম রস আস্বাদন।
ঘুমিয়ে যদি জীবন কেটে যায়, তবে আর শেষ কালেতে হবে কি উপায়,
তবে কবে আর কর্ব্বিরে তুই, ওরে বল নারে সত্য যাজন।
তার কাজ সে করেছে ভাই,
তোর যে কাজ আছে তাতো তোর তো করা চাই,
দীন মিত্র বলে তা নৈলে কি, অমনি মিলিবে সে অমূল্য ধন॥১৬৮৭॥

বসন্ত বাহার—আড়খেমটা।

এসে ঘোষপাড়ায়। আমি পড়েছি কি বিষম দায়।
মন আমার কেমন্ হয়েছে লো, ঘরে ফিরে যেতে আর না চায়।
আমি কারো কথায় কান না দিলেম, গুরু জনে লুকিয়ে এলেম,
এসে ফেরে পড়িলাম, দুলাল চাঁদের চাঁদ মুখ হেরে লো,
আমি হলেম পাগলিনী প্রায়।
আগে জানতেম যদি এমন হবে, এখানে কি আসতেম তবে,
ত্যজি স্বজন সবে, এসে দুলালে না হেরতেম যদি লো,
ও সই এমন ত হতো না তায়।
দুলাল হেরে কেন প্রাণ জুড়াল, কেন তারে বাসলেম ভাল,
বুঝতে পাল্লেম না তা লো, লোকে মন্দ বলবে লো,
আমি পড়ে রব দুলাল পায়।
দীন মিত্র বলে মনে গণি, দুলাল যার আদর মণি ধরা বন্ধা সে ধনী
সে ধনীর মতন না হলে গো, জীবন ধারণ ধরায় বৃথায় ॥১৬৮৮॥

—০—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কিক্ষণে নয়নে আমি, হেরেছিলাম সেরূপ সখী।
যখন যেখানে থাকি, নিরবধি তাই নিরখি।
কি নিদ্রা কি জাগরণে, সদাই সে রূপ পড়ে মনে,
ভুলিব তারে কেমনে, দেখা দেয়লো হৃদে থাকি।
প্রতিবাদী যত আছে, প্রকাশি নে কারো কাছে,
কেড়ে তারা লয়লো পাছে, সেই ভয়ে লুকায়ে রাখি।
সে যে গোপনের ধন, রাখি তাই কোরে গোপন,
মিত্র ভাবে প্রতিক্ষণ, পালায় পাছে দিয়ে ফাঁকি ॥১৬৮৯॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

মনের ভ্রমে দুলাল মণি, ভুলে যে গিয়েছি রে ॥
অনুমান হয় হেম যেন হারায়েছি রে ॥
আত্ম বিস্মৃতি হয়েছি, এমনি ভুলে গিয়েছি,
মনে নাই কোথায় রেখেছি, কি ফেলে দিয়েছি রে ॥
ভাগ্য যোগে দুলাল মণি, কুড়িয়ে পেয়ে যে অমনি,
হৃদয়ে রেখে সজনি, পুনঃ না পেতেছি রে ॥
বার বার কত বার, খুঁজে হৃদয় রত্নাগার,
অন্বেষণ না পেয়ে তার, কি হলো ভাবতেছি রে ॥
সে যে যতনের ধন, রয় না হলে অযতন,
অযতনে হয় এমন, নিশ্চয় জেনেছি রে ॥১৬৯০॥ ৯

যে ধনে হয়ে ধনিনী, ছিলেম যে কই সুখিনী,
এখন দুলাল কাঙ্গালিনী, হয়ে কাঁদিতেছি রে ॥
তোরা কেউ এধরায়, যদি পেয়ে থাকিস তায়,
মিত্র কয় ফিরে দে আমায়,মিনতি কত্তেছি রে! পায়ে যে ধত্তেছি রে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কাঁদলে মা বোলে, মা যে অমনি এসে লয় কোলে।
দয়াময়ী মা পেয়েছি রে, ও ভাই এবার আমরা সকলে।
ভাইরে আমাদের তো জ্ঞান নাই, চলিতে না জেনে তাই,
আমরা যখন ওঁছোট খাই, তখন দুঃখ হরা মা আমাদের রে,
আপনি আসিয়ে ধোরে তোলে।
এই যে যখন যে ঘটে দায়,কেবলি মায়ের কৃপায়, আমরা ত্রাণ পাচ্ছি
তায়, দেখ মায়ের দয়া না থাকিলে রে, বাঁচা ভার হতো, ধরাতলে।
দীন মিত্র বলে ওরে ভাই,মায়ের গুণে তরে যাই,নৈলেগতি ছিল নাই
এই যে কোন জ্বালা থাকে না রে ভাই,
একবার মার কাছে খাড়া হোলে ॥১৬১২॥

বাহার—আড়াখেমটা।

চেয়ে দেখনা ওলো সই, চাঁদ দুলাল বোসে ওই।
আমাদের আদরের ধন, কে আছে আর দুলাল বই।
দুলাল কই দুলাল কই, এই যে বল্‌তেছিলি সই, তাই, তাই
আমি তোরে কই, দেখনা ওলো রঙ্গময়ী। (চেয়ে) ।১৬১৩

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

ভক্ত সব লয়ে কাছে, মজলিসে ওই বসে আছে,
লোকে মন্দ ভাবে পাছে, আড়নয়নে চেয়ে রই তাইতে,
মাথায় তাজ ফকির বেশে, বহির্ব্বাস কটিদেশে,
মগ্ন আছে ভাবাবেশে, চাঁদ মুখ হেরে মোহিত হই ॥
সারিঙ্গে দিচ্ছে ঐ সুর, শুনলে সন্তাপ হয় লো দূর,
মিত্র বলে কি সুমধুর, একবার শুনলে ভোলবার নই ॥১৬১৪॥

মল্লার—কাওয়ালী।

ঝিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরিষে।
গগণে ঘন ঘটা, শিহরে তরুলতা ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
দিশি দিশ সচকিত, দামিনী চমকিত চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে॥

তরু যলরে বল—সুর।

তোরে জিজ্ঞাসি তাই তটিনী বল গো।
কার ভাবে অচল বালা তরলা সরল গো॥
পিতৃ-গৃহ পরিহরি, উথালি আনন্দ-বারি,
লয়ে কার প্রেম-লহরী, ত্যজিলে সকল গো॥
দেখি প্রবাহ-বেগে,নৃত্য আবর্ত্ত যোগে,
মনেরই অনুরাগে, হয়েছ বিহ্বল গো॥
বল ও গো কার উদ্দেশে, ভ্রমিতেছ দেশ বিদেশে,
প্রেমজলে ভাসাও শেষে, গ্রাম বনস্থান গো॥
দিয়া বিশুদ্ধ বারি, জীবে শীতল করি,
কার প্রেমে ক্ষেমঙ্করি, কর টলমল গো॥
গৌরিক বসন পরি, তপস্বিনীর বেশধরি,
ভাব-তরঙ্গে তুফান ভারি, বরষার জল গো॥
কভু দেখি গো তোরে, যেন তপস্যা করে,
অতি ক্ষীণ কলেবরে, শুকায়ে বিকল গো॥
আবার দেখি ক্ষণে ক্ষণে, কল্লোলের আস্ফালনে,
যেন কার যশোগানে কর কোলাহল গো॥
কার ভাবে সাধুগণে, তোর তটে যোগাশনে,
ব'সে সমাধি ধ্যানে, ফেলে অশ্রুজল গো॥
যাঁর ভাবেতে এভাব ধর, তরঙ্গ-হার গলায় পর,
জানিতে সেই পরাৎপর, হয়েছি চঞ্চল গো॥১৬১৬॥

বিভাস—আড়খেমটা।

কলের গাড়ী করে কল্লে চমৎকার, এ কলের সন্ধিবুঝে সাধ্যকার॥
কে শুনেছে কোন্ যুগে, বায়ু থাকে এর বেগে, গাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে॥
যাতায়াতে সস্তা সুব্যবস্থা, ইহার রাস্তা সুতার সঞ্চার॥
শুনা আছে পুরাণে, দ্রুত যেতো বিমানে, পক্ষিরাজের গুণে;
এতে নাই সে পক্ষ, কলের লক্ষ্য, কেবল জল অনল এর সহকার॥
এ গাড়ী আরোহণে, সন্দেহ হয় মনে, দেখেছি চক্ষে কি স্বপনে;
এমনি দ্রুত চলে, দণ্ডপলে এক দিনের পথ করে বিহার॥
কি সুগম কি সুবিধান,যাহার যেমন সম্মান,সে তেমনি প্রাপ্ত হয়েনস্থান
ফার্ষ্ট সেকেণ্ড থার্ড ক্লাশ, ইহার দাম হয়েছে তিন প্রকার।
দেখতে ক্ষুদ্র আকৃতি, বলে মহাপ্রকৃতি, তেমনি তার গতি বেগবতী;
পাছায় যুথে যুথে গাড়ী যুতে ঐ কল আপনি চলে অগ্রসর।
ষ্টেশন দুয়ারে, এক মাভৈরব করে, করীকরের আকারে;
অন্তরীক্ষেতে দেখতে দেখতে পলকেতে হয় অন্ধকার॥১৬১৭॥

এর সঙ্গে তুলনা, তার কথা তুলোনা, এই গাড়ী হয় তুলনা,
যেমন রাম রাবণের যুদ্ধোপমা রাম রাবণ তুলনা তার ॥
ভণয়ে রমাপতি, চন্দ্রকোণাবসতি, বর্দ্ধমানে সম্প্রতি ;
বর্দ্ধমানের অধিপতি চন্দ্র সহায় হলেন যার ॥১৬৯৮॥

প্রসাদী সুর।

কার জন্যে মন খেটেমর আরেকার খাটনি খাট তুমি কার কিবাধারধার
নিজের ধার অনেক তোমার, কি কল্লে যোগার তা শোধের ;
ও তোর আপন ধার থাকিতে কেন পরের জন্য ধার কর।
আশল ধার যত তোমার, সুদতায় বার কর ;
আবার উভয়ে দায়ধরা করি ফিল ফাজিলে হিসাব ধর।
তোমার ধার তোমারই ধার, তায় সম্বন্ধ নাই কাহার,
আরে কেহ নাহি জামিন হবে, যখন হবি গিরিপ্তার।
যদি ধার শোধিতে চাও মন মোহ বেগার পরিহর ,
ওরে আপখোড়াকি বিনা মাইনার ব্রহ্মময়ীর চাক্‌রী কর ॥১৬৯৯॥

প্রসাদী সুর।

মন মর কেন মিছা ভাবনা ভাবি ;
তোর সে ভাবনার নাহি সীমানা মাত্র কেবল হাবিডুবি।
তুমি ভাব ভবনা তোমার, কার্য্য কার ভবের ভাবী ;
তবে তোর ভাবনা কিসে লাগে, কেবল ভাবতে ভাবতে মাথা খাবি।
ভাবনার কপাট খুলে দিয়ে মন ভবানীরে কি বসাইবি ?
তোর সব ভাবনা ঘুচে যাবে ঘরে বসে সকল পাবি।
যে ভাবনা তুমি ভাব তাহাতে কি ভাব পাবি ;
যদি ভাব সিদ্ধি করিতে চাহ মন, তবে হও সে ভাবের ভাবী।
অভাবে ভাব মিলেনা, যদি হওরে অভাবী ;
তবে স্বভাব তোর অভাব হবে, ভাবের বেলায় কলা খাবি ॥১৭০০॥

আড়ানা বাহার—কাওয়ালী।

পরশনাথ প্রভুজী দীনবন্ধু জগতারণ কারণ
জগমোহন জগন্নাথ অধম উদ্ধারণ জী সুরপতি।
পট বাঘাম্বর ভসম সম অঙ্গ, শীশজটা বিরাজিত গঙ্গ,
অঙ্গ অঙ্গপর লজ্জিত অনঙ্গ, বাঁহে শোহে ভগবতী ॥
রব জ্যোতিতন ছবি সুধার, নয়ন বিশাল কণ্ঠে ফণীহার,
পরম কৃপাল মহিমা অপার, শ্রীরমাপতি ॥১৭০১॥

বিধবা সঙ্গীত।

ছিছি ফিরেছে কপাল, পতি মলে পতি হবে ঘুচিল জঞ্জাল।
হাকিমের হুকুম ভারী, দেশ বিদেশে আইন জারী,
হবে সব বিধবা নারী, সধবার বাহার।
ঠেঁটি ছেড়ে যত রাঁড়ি, পরবো সবে কালা সাড়ি,
কাণে দিব ঝুমকো ঢেঁড়ি, রবে না এ হাল।
আলো চাল খুদের ভেলে, রাখবো এবার সিকেয় তুলে,
ইলিস মাচ ঝোলে অম্বলে খাব চিরকাল।
কালের স্বরূপ একাদশী, রাখতো বড় উপবাসী,
সেটার গলায় দিয়ে ফাঁসী করিব নাকাল।
বিদ্যাসাগর বিধি পড়ে, রাঁড়ের বাঁধন দিলেন ছেড়ে,
আর আর যত গলায় দড়ে, সব বেটা বেতাল ॥১৭০২॥

খাম্বাজ—যৎ।

লম্বাদাড়ি জটাধারী, হলে কি সে ঋষি হয়।
সেইতো ঋষি যার শরীরে ঋষিযোগ্য গুণরয়।
যার অনাসক্ত মন, প্রকৃত সন্ন্যাসী সেজন,
(ওরে) গৃহই তার তপোবন, যে করেছে রিপুজয়।
সর্ব্বত্র সম-দরশন, তুল্য প্রিয় পঙ্ক, চন্দন,
(ওরে) বনে তার কি হয় প্রয়োজন, বৈরাগ্য যার চির উদয়।
দয়া সলিলে নিয়ত, হৃদয় যার থাকে প্লাবিত,
(ওরে) পরহিত যার নিত্য ব্রত, কাজ কিরে তার তপস্যায়।
পাগল বলে যার মতি, ভগবানে করে রতি,
(ওরে) সেইতো মুনি, ঋষি, যতি, ঘুচেছে তার ভবভয় ॥১৭০৩॥

কীর্ত্তন।

সই নবদ্বীপের মাঝে গো, সোণার এক মানুষ এসেছে।
সোণার মানুষ নইদে এসে প্রেমধন বিলাইছে গো। (নবনাগরী গো
তখন আমি ঘুমটা টেনে আড় নয়নে দেখ্‌লাম গো।
বলে বলুক কলঙ্কিনী যার মনে যা লয়গো,
সইগো আমার মনে লাগ্‌ছে ভাল শচীর দুলাল গোরাগো।
নিতাই নাচে গোরা নাচে, শ্রীবাস গো (ও নবনাগরী গো।
ঐ যে শান্তিপুরের বুড় গোসাই হেলে দুলে নাচে গো।
নাচিতে নাচিতে গোরা নগরদিয়ে যায় গো,
(ওগো) তখন আমি ঘোমটা টেনে দেখে এলাম তায় গো ॥১৭০৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভক্তে কি হতে চায় বড়; (সেহয়) ক্ষুদ্র হ ক্ষুদ্রতর।
ভগবানের সিংহদ্বারে চিৎকার করছে। নিরন্তর,
(কত) ধনে বড়, মানেবড়, জ্ঞানে বড়, তর্কে বড়,
চিরকাল ডাকিছে তারা হয়না তা প্রভুর গোচর,
(ওরে) সিংদরজা হতে প্রভুর অন্দর মহল বহুদূর।
ভক্ত থাকে দীনভাবে, দীনকে তাঁর দয়া বড়,
(ওরে) দীনের জন্য দীননাথের খোলা থাকে একটী দ্বার।
সে দুয়ারটী এতক্ষুদ্র, মাথা তুলে যাওয়া ভার,
(তাতে) অবনত মস্তক নৈলে প্রবেশ করে সাধ্যকার।
সে দ্বারে নাই অস্ত্রধারী, দয়া রাখে সেই দ্বার;
(সেথে) প্রেমিক ভক্তের প্রেম করুণা জানায় প্রভুর বরাবর।
পাগল তোমায় কেউ সছেনা তাইতে ভয় পেয়েছ বড়;
(ওরে) দয়াময়ের দরবারে ভাই, পাগল সভ্যের সমান দর॥১৭০৫॥

দাঁড়া—কবি।

(তেওট—মহড়া)

কেন সদয়ে নিদয় হলে রাধারঞ্জন। কোথা যাও হরি,
শূন্যকরি শ্রীবৃন্দাবন? তুমি ব্রজের ধন পরম ধন, গতিমতি ঐ শ্রীচরণ!
কেন প্রতিকূল গোকুলে, কি দোষে নিদয় হলে, দয়াময়,
দিয়ে অকূলে গোপকুল বিসর্জ্জন!

(ঐ—খাদ)

ব্রজনাথহে! কারে সঁপে যাবে তোমার গোপীগণ।

(ধামাল—ফুকা)

রথ রাখ রাখ, দীনবন্ধু হরি।
আমরা যত গোপীগণ, জুড়াব নয়ন, বারেক শ্রীমুখ চন্দ্র হেরি!

(তেওট—ঐ)

ব্রজের বিভব কি দোষ মাধব, ত্যজিবে এখন, বলনা হে?
স্বপনে জানিনে, কভু মনে, এসুখেতে বঞ্চিত হব?

(একতালা—ঐ)

তবে কি সাধ জীবনে, কৃষ্ণ তোমাবিনে, এযাতনা, সহিব কেমনে?

(তেওট—মেলতা)

রাধায় খেদে বিধরে ধরা। নয়নে বহে ধারা, মলিনা স্বর্ণলতা মনোদুখে!
পড়ে ভূতলে আছে দেখ অচেতন।১৭০৬।

বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি।

আমি যাবনা সজনি ঘরে যাব না, ওগো তোরা সবে যা॥
আমি কি জেনে জল, ও জল ভরূতে এলাম,
গৌর রূপ দেখিয়ে ভুলে রইলেম, (যাবনা সজনি ঘরে যাবনা)
আমার একে গউর, গউর কাঁচা সোণা, তাহে কে মিশালে গোরচনা।
তোরা বলিস্ বলিস্ গুরুজনার কাছে (সজনিগো)
সেথার দাসী তার সঙ্গে গেছে।
আমার একে গউর, গউর রাসবিহারী, সে যে কখন পুরুষ কখন নারী।
আমি এ ছার কুলে কুলে কালী দিয়ে, আমি গৌর কুলে কুল মিশাব।
(যাবনা সজনি ঘরে যাবনা)
আমার মনে বলে ঐরূপ দেখে আসি, আমার প্রাণ বলে হইগে দাসী।
যেমন মিনের অরি, অরি কুম্ভিরিণী, তেমন আমার অরি ননদিনী।
আমি যখন নয়ন, নয়ন মুদে থাকি, আমি অন্তরে গৌর রূপ দেখি।
(যাবনা সজনি ঘরে যাবনা)॥১৭০৭॥

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

মায়ের কাছে যাবে যদি যেওনা শাস্ত্র-জঙ্গলে।
নিবিড় অরণ্যে ঢুকে পথ হারাইয়ে পড়বে গোলে॥
তুমি যার মা তোমার, মা ভিন্ন কে আছে আর,
তর্কে দেখা পাবেনা তাঁর, পারে সাধনা করিলে।
পূজা আদি যাগ যোগ, কর্ম্মে বাড়ায় কর্ম্ম ভোগ,
(আছে) মায়ে পোয়ে নিত্যযোগ, অযোগ নাই তার কোনকালে।
মাঠে বহু গাভী চরে, বৎস্য একটী দিলে ছেড়ে,
(দেখ) খুঁজে নেয়সে আপন মায়ে কেউতো তারে দেয়না ব'লে।
তেমনি যারা খুঁজলে মাকে, মাকি আর লুকিয়ে থাকে,
(ওরে) ছেলে যেমন খোঁজে মাকে, মায়েও তেম্নি খোঁজে ছেলে।
তুমি যেমন দেখবে মাকে, মা তেমনি দেখবে তোমাকে,
(ওরে) সম্মুখে, থাকে সম্মুখে, বিমুখ হয় ভাই মুখ ফিরালে।
পড়িয়ে সংসারের গোলে, পাগল আছে মাকে ভুলে;
(ওরে) তাইতে মা পাগলে ফেলে, রেখেছেন এই ভবের কূলে॥১৭০৮॥

—০—

মল্লার—ঝাঁপতাল।

ঝোলে ব্রজরাজ নিয়ে রাধিকা মনমোহিনী।
ঠারে হিণ্ডোরা পায়া জলধর সৌদামিনী॥
শ্রীমুখ মণ্ডল টিটিকার করচাঁদনি,
অরুণা দ্বিগুণা চরণা নেহারি ছাপি ভাওয়ানি।

শোভে করাব্ জ্রা, মুরারি বাকে মুরতা,
চটকে পীতাম্বরা বিজুরী মোহ যাওয়ে ;
ময়ুরা মুকুটা শোভে নানাগজ মতিয়া,
শ্রবণা কুণ্ডলা বেণী জড়াও রতন ছাওনি।
গাও বাজাও মিলে স্তরপে অঙ্গনাগণা,
মুরারিকা ধুনাজাই স্বর্গমর্ত্য পাতাল ;
করজোরে গাওদাস মহেশ গোবিন্দনামা।
মিলিযাও কৃষ্ণপ্রেমা রতন চিন্তামণি ॥১৭০৯॥

মালসী গান।

তারা এই কি তোর বিবেচনা।
আমি ডাকি দুর্গা বলে, সকালে বিকালে নামের ফল তোর ফলেনা,
লিখেছেন পুরাণে, পিতা পঞ্চাননে, দুর্গানামে দুঃখ থাকেনা।
মোর কর্ম্মক্রমে, জয়দুর্গানামে, দুঃখহরাতারা দুঃখ গেলনা।
ভালে লিখেন বিধি, তাই হবে যদি, নামের গুণ তোর র'লনা,
মিথ্যাবাদী শিবে, ব্রহ্মাণ্ডে ঘোষিবে,
যাব'লে তোমায় আর কেহ ডাকিবেনা ॥১৭১০॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

যেজন ভালবাসে তাঁরে, চাহে সরল অন্তরে,
তিনি থাকিতে পারেন কি কভু ছাড়িয়ে তাহারে।
সরল প্রাণে ডেকে তাঁরে, কে কবে গিয়েছে ফিরে,
সরল প্রাণে ডাক্‌লে তাঁরে, থাক্‌তে তিনি পারেন না রে।
কে কোন ভাবে ডাকে তাঁরে, তিনি জানেন সব থেকে অন্তরে,
কপট বিলাপ অনুতাপে তিনি ভুলেন না রে।
গাভী যেমন বৎস পিছে, থাকে সদা কাছে কাছে,
তিনিও তাঁর ভক্তসঙ্গে, থাকেন সদা তেমনি ক'রে ॥১৭১১॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

হরি তুমি কতই মধুর।
(ওহে) তুমি যেমন মধুর মধুর, নামটী তোমার তেমনি মধুর।
তোমার গড়া এজগতে যত দেখি মধুর মধুর ;
(ওহে) ততই মনে মনে ভাবি, হরি তুমি কতই মধুর।
বন শোভা ক'রে যখন, নানা রঙ্গে ফুটে ফুল ;
তা দেখিয়ে মনে ভাবি, হরি তুমি কতই মধুর।
বসন্তের বাতাসে যখন, হেলে দুলে নাচে ফুল ;

(আহা) তা দেখে হয় মনে উদয়, হরি তুমি কতই মধুর।
রাত্রি শেষে পাখীর তান, বীণা বাঁশীর সুমধুর সুর;
(শুনে) সুকণ্ঠ গায়কের গান, ভাবি তুমি কতই মধুর।
কোলে ব'সে শিশু হাসে, আধ কথায় ঢালে মধু;
(আহা) সে মুখ চুম্বিয়ে ভাবি, হরি তুমি কতই মধুর।
ভক্ত মুখে হরিনাম শুনতে যেমন লাগে মধু;
(ওরে) পাগল বলে এজগতে আর কিছু নাই তত মধুর ॥১৭১২॥

কীর্ত্তন।

গৌরাঙ্গ রূপে প্রাণ নিলোগো নিলো, নয়নভুলিয়ে রইলো।
সইগো চলযাই যমুনার ঘাটে যে ঘাটে গৌরাঙ্গ গো মিলে,
(সইগো) রূপের দিগে চাইতে চাইতে নয়ন নিলো।
সইগো দালান কোঠা যত ছিল সকলি গৌরাঙ্গ গো নিলো,
ওগো সকল ধন থুয়ে আমার পরাণ নিলো।
(প্রাণ নিলো গো নিলো) সইগো কুলমান যত ছিল,
সকলি গৌরাঙ্গ গো নিলো (ওগো সকল ধন থুয়ে আমার পরাণ নিলো
সই গো কুলের মুখে দিয়ে ছাই চলগো চলো;
ওগো লোকের মাঝে কলঙ্কিনী আমারে
করলো প্রাণ নিলোগো নিলো ॥১৭১৩॥

কীর্ত্তন।

আয় নাগরী দেখে যা তোরা এসেছে এক সোণার মানুষ
গৌরবরণ মনোহরা, অঙ্গে দিয়ে নামাবলী,
মাথে নিয়ে প্রেমের ডালি, কক্ষে আছে ভিক্ষার ঝুলি, ডোর কৌপীন পরা
মুখে হরি হরি বলি, নাচে দুই বাহু তুলি, আবার বার বার বলি,
দুনয়নে বহে ধারা। ডোর কৌপীন অভিলাষী, কেহ কয় নবীন সন্ন্যাসী
চরণতলে কোটী শশী উদয় হয় আসি, বদনেতে মৃদু হাসি,
লাজে লুকায় গগন শশী, ঘেরে আছে অনেক তারা।
কিবা শোভা কালশশী ত্রিভঙ্গললিত অঙ্গে সদারসে প্রেমতরঙ্গে,
জপের মালা হাতে আছে ধুলায় ধূসরা। কুলরঙ্গিনী পেয়ে রঙ্গ,
করে কত রঙ্গ ভঙ্গ করেতে নিয়ে করঙ্গ, কেঁদে কেঁদে হয় বিভোরা।
কিবা নাসা কিবা তিলক, কিবা নয়ন কিবা পলক,
কিবা রূপে দিচ্ছে ঝলক, না যায় পাসরা,
কিবা বদন কিবা শ্রবণ, বচনে ভুলায় ত্রিভুবন, বলে গোসাই চাঁদ,
হেরতে পারি নাগরী গো, হেরে পাবি কুল কিনারা ॥১৭১৪॥

কীর্ত্তন।

তোরা দেখে যা এক রসের মানুষ এলো নদীয়ায়।
তার রসে তনু ডগমগ, তার পরশেতে অঙ্গ জুড়ায়। (এলো নদীয়ায়)
অঙ্গতে ত্রিভঙ্গ বাঁকা, গৌররূপে অঙ্গ ঢাকা, দেখা যায় দু নয়ন বাঁকা
ও সে রাধা রাধা রাধা বলে, দুই নয়ন জলে ভেসে যায়।
(এলো নদীয়ায়) ভাবের মূর্ত্তি রসের ভরা, ও সে প্রেমময় সে
জগৎজোড়া, হেরিলে সেরূপ না যায় ধরা;
এলো প্রেমের মানুষ, নাই কোন হুশ দুই বাহু তুলে নেচে বেড়ায়।
(এলো নদীয়ায়) বিরজা ব্রহ্মাণ্ডপরে, রত্নবেদীর উপরে,
যে মানুষ বিহার করে, ও সে মানুষ এলো নদে পুরে
যারে ব্রহ্মা আদি ধ্যানে না পায়, নয়ন গেল রূপ সাগরে,
ও তার কুলমানে কি করে, রহিতে না পারি ঘরে,
আমার সকল আশা ফুরে গেল,আমি শরণ নিলাম ঐ রাঙ্গা পায়॥১৭১৫

কীর্ত্তন।

শচীর উক্তি।

আমার নিমাই কেন রাধাবলেই কেঁদে উঠে।
নিমাই ত্যজিয়ে রাজবরণ, করেছে কৌপীন ধারণ, (তোরা দেখগো)
আরও কি জানি আছে আমার ললাটে।
যেমন দশরথ প্রাণে মৈল সেই দশা আমার হইল, (তোমরা দেখগো)
রাণী কৌশল্যার দশা বুঝি আমার ঘটে,
হেদেরে নিমাই তোর কি দয়া নাইরে, মা বলে ডেকে একবার আয়রে
একবার কোলে করি। যেমন শ্রীরাম যায় বনান্তরে, দশরথ প্রাণে মরে
(তোমরা দেখগো) আরও কি জানি লেখেছে বিধি আমার ললাটে॥

কীর্ত্তন।

হেরে মন আর মানে না ধনি। আহা মরি! গৌরহরি বলে হরি।
(নাগরীগো) বলে হরি হরিধ্বনি, মনোহর বেশ ভূষণ,
হেরিলে জুরায় নয়ন, অঙ্গে পরা অরুণ বসন সুচন্দ্র জিনি।
তাহে গৌর সোণারবরণ, শোভে তাহে রূপের কিরণ,
মেঘে আচ্ছাদিত গগণ, খেলে যেমন (নাগরীগো) সৌদামিনী।
ভানু যখন অস্তাচলে, আমি তখন যাইগো জলে,
গৌরাঙ্গ দাঁড়ায়েছিল সে নদীর কূলে, চেয়েছিলাম ঘুমটা তুলে,
অমনি নয়ন গেল ভুলে, গৃহে যেতে মন না চলে।
পাইলাম ভাল নাগরীগো প্রাণসজনি॥১৭১৭॥

কীর্ত্তন।

গৌর গৌর বলে ঝরে ছুটি আঁখি। ছুটি আঁখি গো নাগরী।
কি ক্ষেণে জল ভর্ত্তে গেলাম সুরধুনীর তীরে,
সইলো যেন দেখি গৌর আমার ভাসে ফিরে ঘাটে লো।
সুরধুনীর কূলে যাইতে উচ উচ মাটী গো সই
ভাঙ্গিল কাঁকের কলসী, গৌরময় দেখিগো (নাগরী)
শোন শোন প্রাণ সই গো কইগো মনের কথা,
সইগো গৌরচাঁদকে কোলে নিলে ঘুচবে মনের ব্যথা গো ॥১৭১৮॥

—•—

কীর্ত্তন।

তোরা দেখে যাগো রসে মাখা গৌরবরণ।
ও তোরা দেখে যাগো দেখে যাগো, মরি রূপের বালাই লয়ে,
দেখলে পাগল হবি তোরা।
রাধার ভাব অঙ্গে করি, অবতীর্ণ নদেপুরী,
সবে বলে হরি হরি করঙ্গ করেছে ধারণ।
গৌর আমার শুধু গৌর নয়গো একা, অন্তরে ত্রিভঙ্গ বাঁকা
রাই রূপে আছে ঝাঁপা, চিহ্ন আছে ওগো ধনি বাঁকা নয়ন ॥১৭১৯॥

কীর্ত্তন।

ওহে সংসার বাসনা আমার মনে নাই,
আমায় ডোর কৌপীন দেও ভারতী গোসাই।
ওরে জগাই মাধাই পাপী ছিলরে, তারা হরির নামে তরে যায়।
(আমায় ডোর কৌপীন দেও ভারতী গোসাই)
দয়াল গুরু কেশ মুড়ায়ে, করঙ্গ হাতেরে ব্রজের পথে চলে যাই।
শচী কেঁদে বলে কোথায় আমার প্রাণের নিমাই, দেখা দেওরে আমার
তাপিত প্রাণ জুড়াই, গোসাই দেও আমারে এই উপদেশ,
বসন ছেড়ে কৌপীন পরে, হব কাঙ্গাল বেশ ॥১৭২০॥

কীর্ত্তন।

ডোব যেয়ে মন গৌর প্রেমনীরে।
কত স্বর্ণ পাবি সেই রূপ পুরে।
যেয়ে সেই নদীর তীরে, এক বৃক্ষ উপরে
আছে স্বর্ণেতে জড়িতে লতা পাতায় আর ফুলে;
গাছে ধায়েছে এক ছড়া, ও তার রসেতে ভরা,
তারে ধরি ধরি মনে করি, ও প্রেম না যায় ধরা।
ও সে অধরচাঁদকে ধর্ত্তে গেলে, প্রাণ থাকিতে জিতে মরা ॥১৭২১॥

কীর্ত্তন।

ও সজনি আমার এই হলো চাঁদ গৌর হেরে,আগে তার মন না জেনে
আগে তার প্রেমে না জেনে, কেনে নয়ন দিলাম তারে,
নয়ন গেল রূপের ঘরে, আর নয়ন এলোনা ফিরে, ও সজনি আমার
সকলি কপালে করে,নৈলে কি গৌরাঙ্গ এসে দাড়াবে জাহ্নবীর তীরে।
ও সজনি আমার সংসারেত সুখনাইরে, জ্বালার উপর এত জ্বালা,
কে কত সহিতে পারে, ও সজনি আমার মনের দুঃখ প্রাণে জানে,
গৌর বিনে মনের দুঃখ অন্যে সে দুখ জানবে কেনে।
(ওসজনি)আমার মনের দুঃখ বিপিন বলে,
এবার আমি মরি বাঁচি ঝাঁপদিব গৌরাঙ্গ বলে ॥১৭২২॥

কীর্ত্তন।

আমি আর মেলবনা গো আঁখি।
নয়নে হেরিয়ে গৌর হৃদয়ে এনেছি। (সখি)
সজনি বহু যতনে, পেয়েছি গৌর রতনে,
এত দিনে বিচ্ছেদকে দিয়েছি ফাকী।
গোরা নব শশধরে, পেয়েছি বহুদিন পরে,
মন প্রাণ চকোরি গো সখি।
গৌর রূপ লাবণ্য রাশি, হেরেছে গো যে রূপসী;
হিয়ার মাঝে জাগে দিবানিশি।
নয়নে আনিয়ে যারে, রেখেছি হৃদয় মন্দিরে,
মেলে নয়ন পুনঃ সে ধন হারাব কি?
গৌর আমার কুলমান, গৌর জীবন যৌবন,
গৌর আমার প্রাণ ধন সখি।
দীনভানু চন্দ্রে বলে, গৌরচন্দ্র সই যারে মিলে,
কুলমান ভাসায়ে জলে, হই বিবেকী ॥১৭২৩॥

কীর্ত্তন।

মন্ত্র না জানিয়ে যে জন সই সর্পের লেজ ধর্ত্তে চায়।
ও সে যে গৌর কাঁটা বিষম লেঠা বললে খসান দায়।
প্রেমসর্প উঠেরে যখন ছোপ মেরেছে আমারি মাথায়,
ও আমার বিষে অঙ্গ জড় জড়, ঝেড়ে কি করিবে ওঝায়।
প্রেম প্রেম সবে বলে, প্রেমের জন্ম হলো রে কোথায়,
কোন প্রেমেতে মরণ জিয়ন, কোন প্রেমে বৈকুণ্ঠেতে যায় ॥১৭২৪॥

কীর্ত্তন।

এক দিন এসে নইদে পুরে ভাসাইলো প্রেমরসে আর কি গউর
আসবে গো দেশে। কোথাকার ভারতী এসে কিবা মন্ত্র দিল গো,
মন্ত্র পেয়ে নিমাই চাঁদ সন্ন্যাসী হইল গো। (আমার প্রাণ নিল গো)
ব্রজে ছিল কানাই বলাই, তারা আইলো আইলো গো,
ব্রজগোপীর প্রেমদায় ঠেকে রইলো গো। (আমার প্রাণ নিলগো)॥১৭২৫

কীর্ত্তন।

কুলের গৌরব কল্লে পরে মিলবে না গো গৌরমণি
ও পাড়ে চৈতন্যের খেয়ানি।
গুরুর নাম মহামন্ত্র জীবের তরণী।
ও সে তো ধনী মানী পার করে না পার করে কাঙ্গালিনী॥১৭২৬॥

কীর্ত্তন।

ও তোরা দেখ্‌বি যদি আয় গো আয় আমার সঙ্গে আয়।
রমণীর মনচোরা গৌর উদয় নদীয়ায়, আমি দেখেছিলাম রূপমাধুরী।
কটাক্ষেতে মনচুরি করিল আমার, ওকুলের গৌরব রবেনা গো,
(সজনীগো) গৃহে থাকা হলো ভার।
আমি গিয়াছিলাম সুরধনী কর্ণে শুনি হরিধ্বনি, ও ধ্বনি শুনা যায়।
চরণে নূপুরধ্বনি, রুণু ঝুণু বাজিছে গোরার রাঙ্গাপায়॥১৭২৭॥

কীর্ত্তন।

গুরু যে ধন দিয়াছে তোরে—সুর।
ও প্রাণ সখি কিরূপ দেখে এলেম জাহ্নবীর তীরে।
হেরিয়ে গৌরাঙ্গরূপ আমার নয়ন না এলো ফিরে।
প্রেম-ভাণ্ড নিয়ে করে, গৌর ভেসে যায় নয়ন-নীরে,
(হরি বলে) উচ্চরবে শুনে নাম ধ্বনি;
আমার মন চলেনা গৃহে যেতে।
আমি রব ঐ চরণ ধরে, রূপেতে নয়ন গিয়াছে,
নারি সইতে-নারী আমি, এ'খন কি ধন নিয়ে রব ঘরে॥১৭২৮॥

কীর্ত্তন।

ধূলায় পদচিহ্ন রয়েছে; ঐ পথে গৌরাঙ্গ গিয়েছে।
দেখ শচী মাতা, বিষ্ণুপ্রিয়াগো, (ও) দুটি নয়ন জলে ভাসতেছে।
গৌর যারে দেখে আপন কাছে, ওগো তারে হরির নাম যাচে।
গৌর বামাবেশে নইদে এসেগো, দুটি বাহুতুলে নাচতেছে॥১৭২৯

কীর্ত্তন।

ভাবের আর অন্ত পাইলাম না, ও চাঁদ গৌর কি গৌর হে।
গৌর যারে দয়া করে, আঁধার ঘরে মাণিক জ্বলেরে
ও তোর দেহের মধ্যে ছয়জন রিপু কার কথা কেও শোনেনা।
গোসাই সনাতনে বলে, চরণ ভজ যত্ন করেছে।
আমি যার চরণ ভজিতে গো এলাম তার ঠিকানা পাইলামনা॥
গৌর ময় সকল দেখি,ওরে গৌররূপ দেখিতে যে দিকে ফিরাই আঁখি;
(ওরে কৃষ্ণরূপ দেখিতে) দণ্ডে দণ্ডে তিলেক তিলেক
গৌরচাঁদকে না দেখি (ও নাগরী)
(ওরে) গৌরচাঁদকে না দেখিলে, জিয়ন্তে মরে থাকি।
গৌরচাঁদ জগতের চাঁদ সে চাঁদের তুলনা কি (ও নাগরী)
আরে গৌরচাঁদকে না দেখিলে জুড়ায় না মোর দুই আঁখি ॥১৭৩০॥

কীর্ত্তন।

আমার প্রাণ কান্দে গৌরাঙ্গ বলে ধৈরয না মানে,
ধৈরয না মানে প্রাণে, নিষেধ না মানে।
আমি নারী হয়ে কতই সইলেম (ওনাগরি) গলে যেতো হলে পাষাণে
আমি কি জন্য জল ভর্ত্তে গেলাম(ওগো ও নাগরি)ভুলে রলেম ভঙ্গী পানে
আমি আর যাবনা মনে করি (ওহে ও নাগরি)
তবু কি জানি সন্ধানে টানে (ধৈরয না মানে) ॥১৭৩১॥

কীর্ত্তন।

চৈতন্য দুটী ভাই—আমার আসরে এসো নিতাই।
(এসো ওহে দয়াল নিতাই)
আমি ভয় পেয়ে তোমাকে ডাকি নিতাই।
তোমার শ্রীরাধিকার দোহাই লাগে নিতাই এস হে এস দয়াল নিতাই
তুমি আসিলে আনন্দ হবে নিতাই (এস ওহে দয়াল নিতাই)
তোমার ভক্ত বৃন্দ সঙ্গে করে নিতাই।
আমি অধম বালক ডাকি নিতাই ॥১৭৩২॥

কীর্ত্তন।

ও পালা পালারে শমন এই দেশে চাঁদ গৌর এলো।
গৌর এলো, নিতাই এলো, সঙ্গে রামানন্দ এলো।
হরিদাস চৌকিদার তোরে গ্রেপ্তার কর্ত্তে এলো।
ও তোর যে দেশেতে হরির নাম নাই সেই দেশে তোর যাওয়া ভাল।
(ওরে) শান্তিপুরের ন্যাড়া বাউল তারাই গৌর এনেছিল ॥১৭৩৩॥

কীর্ত্তন।

কৃষ্ণকান্ত পাটকের সুর।

আ'জ মোরা জল ভরিতে দেখে আসলাম নবীন গোরা।
সে তো হাসে কাঁদে নাচে গায়, থাকে সদা বাউল পারা।
কিবা তার অঙ্গ ভঙ্গী, কিবা তার সঙ্গ সঙ্গী, কিবা তার রঙ্গ
রঙ্গীভাব নেহারা; সে তো গোপী ভাবে সদা মগ্ন,দশম দশায় মাতোয়ারা
তিলেক নাহি বিচ্ছেদ, কখন কখন হয় সন্ধি বিচ্ছেদ,
কখন কখন ছাড়ে বিধি বেদ সৃষ্টি ছাড়া।
আশানন্দ বলে ধর্ত্তে গেলে হতে হবে জিন্তে মরা ॥১৭৩৪॥

কীর্ত্তন।

তুমি এসো গৌর পতিত পাবন ; দয়া করে দেওহে শ্রীচরণ।
(ও) তোমার নিতাই অদ্বৈত সঙ্গে লয়ে এসে কর। নাম সংকীর্ত্তন।
(ও) তোমার ছয় গোস্বামী সঙ্গে লয়ে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন।
তোমার ভক্ত বৃন্দ সঙ্গে লয়ে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন।
তোমার ছয় মঞ্জরী সঙ্গে লয়ে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন।
তোমার অষ্ট সখি সঙ্গে লয়ে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন।
তোমার শ্রীরাধিকা সঙ্গে লয়ে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন।
তোমার শ্রীরাধার দোহাই লাগে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন ॥১৭৩৫॥

কীর্ত্তনের সুর—ঢিমে তেতালা।

মুখ দেখে বুক ফাটেরে, নিমাইকে হেন শিখালে।
এবেশ সাজালে, ও বাপ নিমাই কটিতলে,
ডোর কৌপীন কে পরালে তোরে।
নিলে গৌর অঙ্গের যত আভরণ মণিময় রতন ছলে হ'রে।
তোমায় কে দিলে দণ্ড কমণ্ডলু করে।
ওরে এমন বয়সে কি সন্নাসী হয়, এত দুঃখ মায়ের প্রাণেতে কি সয়,
বুঝিবা কেশব ভারতী মন্ত্রণা দিয়ে। জ্বালা ঘটালে নদেপুরে।
নিমাই লয়ে যায় বধে শচী মায়েরে।
ওরে কি হবে বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা এখন,
তোমার বিরহে তার কি বাঁচে জীবন,
নদে অন্ধকার করি কোথা যাবে গৌরহরি, বধে অভাগিনী রমণীরে।
তুমি যে অঙ্গে চন্দন করিতে লেপন,
সে বেশ নাই এখন, এমন করে মস্তক মুণ্ডন।
মায়ে কি দেখিতে পারে ॥১৭৩৬॥

কীর্ত্তন।

কনক কুসুম দেহের মাধুরী সকলি রসের কূপ।
হিয়ার মাঝারে জাগিয়া রহিল গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ।
চন্দনে চর্চ্চিত শ্রীঅঙ্গ ভূষিত, গলায় মালতির মালা,
আমরা যতেক রমণী চলি সুরধনী করিয়ে জলের ছলা॥
ইন্দ্রনিলমণি জিনিয়ে দামিনী, এমনি হেরিলাম তায়,
হেলিয়া দুলিয়া রঙ্গিয়া ভঙ্গিয়া পরাণ লইয়া যায়।
গৌরাঙ্গ হেরিয়া দুকুল মজিল এখন করিব কি,
কহে নরহরি এরূপ মাধুরী হৃদয়ে ভরিয়েছি॥১৭৩৭॥

কীর্ত্তন।

গৌর প্রেম সিন্ধুনীরে ডুবলে এবার দেখবি তারে।
সহযোগেতে পূর্ণ ভগবান আছে গো বিরজার পারে।
প্রেমময় সে জগৎ জোড়া, সহজ মানুষ রসে ভরা,
অধরচাঁদ রসিকের মন চোরা,
ও তার চলাচল ভিতর বাহিরে ত্রিবেণীতে উজান ধরে।
কল্লোল তরঙ্গ তাহে সপ্তনদী বেড়া, বহে ধরা সুধামৃত সুদ সারা,
কত মণিমুক্তা অমূল্য ধন, পড়ে আছে থরে থরে॥
সে মানুষ আছে আড়ে, দ্বিদলে বিহার করে,
সদা তার বারাম খানা মূলাধারে।
মানুষ ধরবি যদি নিরবধি, সদা থাক জ্যোতি নেহারে।
গোসাই গুরু প্রসাদ বলে, ভুলনা মন মায়া জালে,
অসাধনে দিন গেলে সেধন পাবি কেমন করে॥১৭৩৮॥

কীর্ত্তন।

এত কি কপালে আছে গো আমার হেরিব গৌরাঙ্গ নিধিরে।
(ওগো) আমি অভাগিনী, চির পরাধিনী,
গৌর চিন্তামণি যেন ঠেলো না আমারে।
যে দুঃখেতে আমি পরেরি ঘর করি, দীঘল নিশ্বাস ভয়ে ছাড়িতে নাপারি,
যদি মুখ তুলি চাই, কলঙ্কে ডুবাই,
তবু যদি পাই মমের দুখ যায় দূরে যে দিন শুনিলাম ষড়ভুজ দেখাইল,
যে দিন শুনিলাম পশু গাধা উদ্ধারিল, যে দিন হতে মন প্রাণ
বিকায়েছি তারে। দীন নরোত্তমে বলে এবার আশা রইল মনে,
প্রবর্ত্তেতে মন না জন্মিল কেনে; দেখতে সবে গেলি দু পায়েতে ঠেলি
কেন নাহি নিলি মোরে সহজের নগরে॥১৭৩৯॥

কীর্ত্তন

আমার গৌর নিতাই জগৎ ডুবাইল রে কোন কলে।
ওরে জগৎ ডুবাইল রে আমার প্রাণ হরে নিল রে।
ঐ আশমানে গাছের শিকড়, পাতালে তার মূল,
ওরে হাত নাই বেটা পাড়ে রে, মুখ নাই বেটা খায়,
ঐ গাছের নাম চম্পক লতা, লতার এই রীত,
ওরে ডাল ছাড়া কলিরে ধরে কলিছাড়া ফুল রে ॥১৭৪০॥

কীর্ত্তন।

নাম জানিনা গৌরবরণ নবীন সন্ন্যাসী (ও ব্রজবাসী)
রাধা রাধা রাধা বলে রাধাকুণ্ডের তীরে বসি;
বাঁকা নয়ন চিহ্ন আছে, কেবল নাই তার চূড়া বাঁশী,
মোদের কালাচাঁদের মতন তেমনি গো চাঁদ মুখের হাসি ॥১৭৪১॥

কীর্ত্তন।

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের—সুর।

গৌর প্রেম সিন্ধুনীরে ঝাঁপ্পা ক'রে যে ডুবেছে।
ও সে অকূলের কূল পাবে বলে কুলেতে কালী দিয়াছে।
ঘুরে বেড়ায় দেশ বিদেশে, সদা সে মগ্ন আছে প্রেমরসে,
ও তার নাইকো দেখা, বলে রাধা সুধাপানে মত্ত আছে।
নাহি তার ভাল মন্দ, নাহি সুখের সম্বন্ধ,
মুখেতে বলে জয় রাধে গোবিন্দ, ও তার আশ্রয়রূপ সহজ স্বরূপ
সেইরূপ নেহার করে আছে (দেখ নাগরী) ॥১৭৪২॥

কীর্ত্তন।

কাঁচা সোণার বরণ গৌর হরি অনেক সন্ন্যাসীর সাথে
তোমারা কি কেউ দেখছ যেতে।
হরি বোল হরি বোল হরি বোল হরি বলতে বলতে
তোমারা কি কেউ দেখেছ যেতে।
ভাবে নাচে ভাবে গায়, ভাবে গড়াগড়ি যায়, সে তো বাউলের প্রায়।
নামের মালা দুলছে গলে নামাবলী শ্রীঅঙ্গেতে।
শয়ন মন্দিরে ছিল নিশা ভাগে কোথা গেল হায় কি হইল।
নগরবাসী দেখগো তোরা গৌরচাঁদ কোন পথে গেছে।
চাচর কেশ ভরে নবীন বয়েস, হরি নামে বড় আদেশ দৈবযেতে
ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়া ধূলায় পড়ি কাঁদিতেছে ॥১৭৪৩॥

কীর্ত্তন।

আমি একলা যমুনার ঘাটে কেন এলাম গো।
কেন এলাম, আমি কেন এলাম গো।
আমি কেন এলাম যমুনার ঘাটে,
আমার কলসী ভাসাইয়া গো নিলো যমুনার সোঁতে।
আমার মনে লয় সে যমুনাতে এ দেহ মিশাই গো।
তোমরা সখি আছ গো ভাল,
গৌররূপ হেরে গো আমার কি জ্বালা হলো।
গৌররূপ কালফণী হয়ে এসে দংশিল আমায় গো ॥১৭৪৪॥

কীর্ত্তন।

ও চাঁদ নিতাই এলো, দয়াল নিতাই এলো গৌর দেশে,
(গৌর বলে) আর ভাবনা নাই।
আর ভাবনা নাইরে জীবের, আর ভাবনা নাই
ও আবার হরি ব'লে নৃত্য করে অদ্বৈত গোসাই।
চল গো সখি জাহ্নবীতে জল ভরিতে যাই,
ন'দে এসে উদয় হলো গউর নিতাই।
জাহ্নবী যমুনা গঙ্গা একই রে নিতাই
নদে হলো শ্রীবৃন্দাবন সুখের সীমা নাই ॥১৭৪৫॥

কীর্ত্তন।

মাধাই আয়রে দয়াল নিতাই ডাকে ; আয়রে জাহ্নবীর তীরে আয়রে।
আজ হরির নাম দিব তোমারে আয়রে ;
আয় নামের মালা দিব তোরেরে আয়রে।
শ্রীগুরু কাণ্ডারী মাধাই হরিনামের তরী,
কিছু ভয় নাই রে মাধাই বল না গৌরহরি ?
জীবের জীবন মাধাই জল বিম্ব প্রায়
দেখিতে দেখিতে বিম্ব জলে মিশে যায় ॥১৭৪৬॥

বাউলের সুর।

গৌরাঙ্গ কলঙ্কের মালা পরেছি গলে।
ও গো সখি কাজ কি আমার ছার কুলে।
মন ডুবেছে প্রাণ ডুবেছে, আমার কুল ডুবেতে কি বাকি আছে
আমিরা ডুবে ডুবে যাব গো যাথে কুল কিনারা নাঃ মিলে ॥১৭৪৭॥

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

হায় আজি কেন হেন হেরিলাম কুস্বপন,
যোগী সেজে, মায়ে ত্যজে যায় যেন যাদুধন।
সে যেন সঙ্কেত ক'রে কি বলিয়ে বংশী স্বরে,
লয়ে গেল বিশ্বস্তরে, আমাকে করে বঞ্চন।
কি দেখিনু অমঙ্গল, করে দণ্ড কমণ্ডলু,
আঁখি দুটি ছল ছল, বিভূতি ভস্মভূষণ।
নির্দ্দয় হইয়ে মোরে, যেন গেল দেশান্তরে,
আর না ফিরিবে ঘরে, বলিল বাক্য দারুণ ॥১৭৪৮॥

ভাটীয়াল—সুর।

ভবের বাজার ভেঙ্গে গেলরে মন আমার।
ও তুই ভবের হাটে কি করিলি বেপার ॥
খোদা যখন সুধাইবে, তুই তখন কি জবাব দিবে,
শাস্তি হলে কি ভেস্তে পাবে ভেল্কী দুনিয়ার ॥
লেরকা লেরকি কবিলা খসম্ কেউত মনরে নয়রে আপন,
একা আলি একা যাবি ভোজের বাজি এ সংসার ॥
যদি কবুতে চাইস্ কতে, তবে চল ধরমপথে,
খোদাতাল্লার কুদ্‌রতে খএর হবে তোর এবার ॥১৭৪৯॥

লগ্নি—ছপকী।

আমার গৌর যে সব যন্ত্রণা মনে জানে প্রাণে জানে,
অন্যে সে দুঃখ জানে গো না। (আমার গৌর বিনে)
গৌর পাবার মনে বাসনা, আমি গৃহ ছেড়ে গৌর পেলেম না
আমার একুল সেকুল দুকুল গেল, (হেদে গো নবনাগরী গো)
আমি কোথায় যাব বল গো না।
গৌর রূপে নয়ন দিওনা, নয়ন দিলে পরে ফিরে পাবেনা।
একবার গৌর রূপে নয়ন দিলে, (হেদে গো নবনাগরী গো)
কুলমান কিছু রবে গো না ॥১৭৫০॥

খেমটা।

দোকান পেতেছে ভারি, ও নাগরী গৌরহরি নদেপুরে।
নিতাই চাঁদ বেচচে বসে, হেসে হেসে, প্রেমের দারি করে ধরে।
মরিচুর মণ্ডা গজা, খাসা খাজা, রেখেছে ভাল ভিয়ান করে।
কিনতে যায় তাড়াতাড়ি, পুরুষ নারী, নবদ্বীপের ঘরে ঘরে।
চৌষট্টি রসে ভরা মনোহরা, সাজায়েছে থরে থরে।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্ত হয় সে খেলে পরে।
নূতন পিরীতের গোলা, উঠছে জেল্লা, জীব রতিতে ছুঁতেও নারে,—
পেয়েছিল রে সে ধন রূপ সোনাতন কৃষ্ণ অনুরাগের জোরে।
হরিনাম বুকুনি ঝাড়া টাট্‌কা পেড়া, পান করলে যায় ক্ষুধা দূরে—
গোসাই গোবিন্দের বচন, গোপালে শোন পাবি চরণ, জ্যান্তে মরে॥১৭৫১

বাউলের সুর।

নবদ্বীপে এসেছে কে নিতাই কিশোর।
সঙ্গে নিমাই তার প্রাণের দোসর॥
বিলাইয়ে নাম, ফেরে অবিশ্রাম, প্রতি ঘরে ঘরে না হয় কাতর
তারা হরি হরি বলে, নাচে বাহু তুলে, প্রেম অশ্রু গলে আনন্দেতে ভোর,
ভক্ত শ্রীনিবাস, অদ্বৈত শ্রীবাস, করিতেছে তনু ধূলায় ধূসর।
হরি সংকীর্ত্তনের ধ্বনি, শুনে সুরধুনী, উথলিয়ে এসে প্রবেশে নগর॥১৭৫২

বাউলের—সুর।

কার ভাবে নদে এসে, কাঙ্গাল বেশে হরি হয়ে বলছ হরি।
কার ভাবে ধরচো ভাব, এমন স্বভাব, তাও কিছু বুঝিতে নারি।
কোথা তোর সেই ধেনুর পাল, দ্বাদশ রাখাল!—
কোথায় তোর নবীন বাছুরি;
এখন তোর মা যশোদা রহিল কোথা; শূন্য করে ব্রজপুরী।
কোথায় তোর সখি সখা, সেই বিশখা, কোথায়রে তোর রাই কিশোরী
এখন কোথায়রে তোর কুঞ্জমালা, শিকেয় তোলা কোথায়রে কদমমঞ্জরী
কার ভাবে মুড়িয়ে মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, নদের হলি দণ্ডধারী।
কাঙ্গাল অটল বলে, রামচন্দ্রের, যুগলচরণ সাধন করি॥১৭৫৩॥

আড়খেমটা।

গৌরহে! কি হল আজ তোমায় হেরে।
ঘরে ফিরে যেতে নারি, প্রাণ কেমন করে (ওহে গৌর)
মন প্রাণ হরে নিলে, নাম রসে মাতাইলে,
প্রেমের আগুন জ্বেলে দিলে, হৃদয় মাঝারে, (ওহে গৌর)
হরি মন্ত্র দিয়ে কাণে, তরাইলে কত জনে,
দেখে শুনে থাকব ভুলে কেমন করে, (ওহে গৌর)
ফেলিলে ঘোর বিপাকে, এখন বল যাই কোনদিকে,
দুকূল হারাইয়ে ভাসি অকূল পাথারে। (ওহে গৌর)
কেঁদে উঠে প্রাণ উদাস হইল মন।
না হয় দুঃখ সংবরণ নয়ন ঝরে। (ওহে গৌর)॥১৭৫৪॥

ললিত বিভাস—একতালা।

যাচ্ছে গৌর প্রেম রেলের গাড়ী;
তোরা দেখসে (প্রেমের প্রেমিক যত) তোরা দেখসে আয়রে তাড়াতাড়ি।
উদ্ধারের আছে যত কল, সকল কলের সেরা এ কল,
আপনি কলে দিচ্ছে তুলে জল।
হুহু উড়ছে ধোঁয়া, ঘুরছে বোমা আবার হোচ্চে কলের হুড় হুড়ী
(সদাই গৌর গৌর গৌর বোলে কেবল) হোচ্ছে কলের হুড়হুড়ী॥
গার্ড হয়েছেন নিতাই আমার;
শ্রীঅদ্বৈত্য এঞ্জিনিয়ার, এবার ভবে ভাবনা কিরে আর
মুখে হরি হরি গৌর হরি, কোচ্ছেন টিকিট মাষ্টারী।
(গৌর হরি হরি হরি বোলে নিজে) কোরছেন টিকিট মাষ্টারী।
ভক্তি টিকিট সাধন করে, এষ্টেশন বৈকুণ্ঠপুরে,
যাচ্ছে বেদম দম দিয়ে কল ঘরে।
কত হাজার হাজার প্রেম প্যাসেঞ্জার, পথে কর্তেছে দৌড়াদৌড়ি॥
যে যেমন টিকিট করে, সেই কেলাসে বসিয়ে তারে,
অম্নি ভব ভুমের পার করে।
এ দীন বাউল ভনে, টিকিট বিনে, কত যেতেছে গড়াগড়ি,
(কোথা গৌর আমায় লওহে বোলে) কত যেতেছে গড়াগড়ি॥১৭৫৫॥

বাউলের সুর।

এ রাজ্যেতে গউর আমার হলোনা বসতি।
আমার হলো যে দিনে ডাকাতি।
নালিস কর্‌লেম রাজ দরবারে প'ড়ে তিন নম্বরের ফেরে,
সুবিচার হলোনা গৌর আমার কপালের ফেরে,
তিন নম্বরের ফেরে পড়ে আমরা প্রজাগণের এসব দুর্গতি।
ঐ না ঘরের ঈশান কোণে, বস্তু আছে অদর্শনে,
মন জানে আর গৌর জানে অন্যে জানে না
রূপের ঘরে আয়না দিয়ে, আমার আঁধার ঘরে জ্বলন্তবাতি॥১৭৫৬॥

বাউলের সুর।

আমি সেই গৌর বলে ডাকি, প্রাণ সখি।
যারে দেখলে জুড়ায়, জুড়ায়, তাপিত আঁখি।
মনে এই লয়, গৌর রাঙ্গাপায়, জড়িত হইয়ে থাকি গো।
সে যে ব্রজ গোপীসনে শ্রীকৃষ্ণ বিহনে, সবের প্রাণ হয়েছে চাতক পাখী
যদি কুঙ্কুম চন্দন হইত গৌর রাখিতাম অঙ্গেতে মাখি গো;
আমার মনে এই লয় শুধু গৌর নয়, রাই অঙ্গ আছে মাখামাখি॥

কৃষ্ণবি—ষয়ক।

(রাগিণী ভাইটাল।)

বাঁশী বাজান জননা (ওরে) অসময়ে বাজাও বাঁশীরে
(ওরে) কালা-প্রাণ তো মানে না।
যখন আমি ব'সে থাকি গুরুজনার কাছে,
(ওরে) নাম ধরিয়া বাজে বাঁশী, শুনে মরি লাজেরে।
রন্ধনশালাতে বসি যখন আমি রাঁধি,
(ওরে) ভিজে কাঠ চুলয় দিয়ে ধূয়ার ছলে কাঁদিরে।
(বাঁশী বাজান জান না) ওপারে ব'সে বাজাও বাঁশী, এপারে বসে শুনি
ওরে আমিতো অবলানারী, সাঁতার নাহি জানি রে।
বেনা ঝাড়ের বাঁশী, লাগুর যদি পাই-
(ওরে) জরে মূলে উঠাইয়ে সায়রে ভাসাই রে ॥১৭৫৮॥

ভাইটাল।

ও কথা বোলোনা, প্রাণে বাঁচিবনা শ্যাম, সয়না কথা পরাণে।
আমি কেনে এমন করিলাম, তোমারে কাঁদালেম,
আপনি কাঁদিলাম কিসের কারণে।
আমি যদি মরি, আমার মত নারী কত মিলবে তব শ্রীচরণে।
আমি মরে যাই তোমার বালাই লয়ে, তুমি সুখে থাকহে,
তোমার সুখের সুখী আছে যত গোপীগণে ॥১৭৫৯॥

ভাটীয়াল সুর।

দয়াল গুরুধন তোরে কোথায় যাইয়া রে পাব।
কোথায় যাইয়ারে পাব তোরে কোথায় যা'য়ে পাব॥
যে দেশেতে যাবারে গুরুধন আমি সেইত দেশে যাব।
তোমার চরণের নূপুর হয়ে চরণে বাজিব॥
তুমি হবা কল্পতরু রারে আমি হব লতা।
তোমার চরণে জড়িয়ে রব, ছেড়ে যাবে কোথা॥
পার হবার গেলাম গুরুধনরে খেওয়াঘাটের কূলে।
নাও আছে কাণ্ডারী নাই আপন কর্ম্ম দোষে॥
ছায়া নিবার গেলাম আমি বটবৃক্ষ তলে।
(ও তার) ডাল আছে পাতা নাই আমার কর্ম্মফলে॥
স্রোতের শেহলা হয়ে আমি ফিরি ঘাটে ঘাটে।
এমন বান্ধব নাইরে জিজ্ঞাসে যে ডেকে ॥১৭৬০॥

ভাটীয়াল—স্থর।

ও মন পক্ষীরে কি ভাবিতেছ বসিয়া হৃদয় পিঞ্জরে।
ও তুই কি যেতে পারবি পক্ষীরে(ও পক্ষী)সংসার বেড়ি কেটে ভব পারে
সুখ ফল বলে কেন খালি বিষ ফল. বিফল জন্ম তোর কেবল বিফল,
ও তুই রে পক্ষীর অধম, নাই তোর শরম ধরম পথে চলিনারে ॥১৭৬১

ভাইটাল।

'যে যাবার সে যাউক' পূরবীতে বলে,আমি যাবনা কভু যমুনারি জলে,
যমুনার জলে আমি ছায়া দেখিয়াছি,সে অবধি যমুনার কুল ছাড়িয়াছি,
ছায়ার মায়ার বশে হই আন-মনা,
যে যাবে সে যাক জলে আমিত যাবনা ॥১৭৬২॥

ভাটীয়াল—স্থর।

ওরে কেমন করে জানলিরে শ্রীদাম মনেরি মনন।
হলো নবদ্বীপে গমন কিসের কারণ ও তুই কিসে জানলিরে আমার মন
শ্রীদাম তুইরে আমার প্রাণের সখা, নবদ্বীপে হল যে দেখা,
তুমি ব্রজের কথা বল বল, যুড়াক মোর জীবন।
মা যশোদা পিতা নন্দ, কোথা মোর ধেনু বৎস, সুবল সখাগণ।
কোথায় রে তোর বংশীবট, কোথায় রে মোর কেশী ঘাট ;
কোথায় সেই মধুর বৃন্দাবন,কোথায় বল রাধাকুণ্ড প্রেয়সী রতন ॥১৭৬৩

ভাইটাল।

দেখ দেখ নবনাগরী, আকুল কল্লো কৃষ্ণ প্রেমেগো উপায় কি করি।
সবে বলে কালো কালো কালা প্রাণের বৈরী,
কালার সনে কইরে প্রেম ঐ জ্বালাতে মরি।
নব নব সখি সঙ্গে জল ভরিতে যাই,
এক সখি হেলে পড়ে আর সখির গায়।
(দেখ দেখ নব নাগরী) কাল নিন্দা না করিও বৃষভানুর ঝি,
বিধাতা করেছে কাল এখন করি কি ॥১৭৬৪॥

ভটিয়াল স্থর।

আহা! বাজলরে নিতাইর ডঙ্কা ; ধাৎ ধুধু রবে বাজল।
ও বাজে ধিয়তাং ধিয়তাং মৃদঙ্গ, ও তার মধ্যে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ ॥
আমার নিতাই নাচে গোরা নাচে, অদ্বৈত নাচে পাছে পাছে।
ওরে আরো নাচে হরিদাস, ও তার সঙ্গে নাচে শ্রীনিবাস ॥১৭৬৫

ভাইটাল।

(আমি) আউন্‌কা একরূপ দেখেছি গো দরদী (দরদী)
রূপসাগরের ঘাটে আউন্‌কা।
যে ঘাটে তুফান ভারি, আমি কি তায় যাইতে পারি,
(ওরে) যার আছে গুরু কাণ্ডারী, সে গো বাইয়া যায় গো (দরদী)
যে ঘাটে স্থল পদ্ম, ফুল ফুটেছে নানা মত,
ফুল ফুটে ফল না ধরে, তাতো মিথ্যা নয়গো (দরদী) ॥১৭৬৬॥

ভাটীয়াল—সুর।

মন তুমি গুরুর নামটী ভজরে, মায়াজালে বন্দী হইওনারে।
পুকুরেতে নাইরে জল, মৎস্য নিল চিলে;
আমি না ভজিলাম গুরুর নামটী রে, (কামিনীতে ভুলে, রে)
সাগর দেখে দিলাম ঝাঁপরে, সাগর শুকাইল রে,
আমি পাষাণ দেখে দিলাম কোলরে পাষাণ লুকালরে।
ছায়া নিবার গেলাম আমি বটবৃক্ষের তলে রে।
ওরে সে ও গাছের পত্র ঝরে আমার করম দোষে রে ॥১৭৬৭॥

ভাটীয়াল সুর।

ও ঘাটে নিশান উড়ে নিতাই চাঁদের নাও।
মুখে হরিগুণ গাও মুখে রাধাগুণ গাও ॥
গৌরচন্দ্র প্রেমের ভাণ্ড, নিত্যানন্দ মৈথনদণ্ড, অদ্বৈত করে পান।
তোমরা দুখীতাপী কে আছরে শীঘ্র চলে যাও ॥
হরিদাস চৌকিদার ফিরে, গোবিদাস তার ওজন কর্‌ছে,
পরথাই দামোদর নরহরি প্রেম বিলাইছে কর ভরি খাও ॥
প্যারি চাঁদ কিশোরী চাঁদ যুগলরূপ উদয় হল নৈদার
বাজারে দয়ালদাস কয় চরণ ধরি সেই সমাজে যাও ॥১৭৬৮॥

বাঁশীর প্রতি।

ওরে বাঁশী বাজ ধীরে ধীরে; এত কেন গভীর গরজ তোমার।
গভীর রবে গৃহে জাগে, কাল ননদী আমার।
গভীর গরজ সম্বর, ক্ষণেক ধৈরয ধর, এলাম বিলম্ব নাই আর।
কৃষ্ণ অধর সুধা পানে, গৌরব বেড়েছে মনে,
উন্মত্ত আছ গানে না কর বিচার।
বসি গুরুজন মাঝে, বাজ বাঁশী মরি লাজে;
নাম ধরে বেজ না রে আর ॥১৭৬৯॥

ভাটীয়াল—সুর।

ও মন ভ্রমরা অনিত্য সরোজে কেন মজরে।
ও তোর ছয়টী চরণ, (ও মন ভ্রমরা) ও তোর ছয়টী চরণ,
দুটী পাখা আমি চক্ষে দেখিরে। ছয়টী রিপু হয় ছয় পদ,
তারা সঙ্গে সঙ্গে থেকে রঙ্গে ঘটায় বিপদ। ও তোর দুটী পক্ষ
(মন তুই জানিস্‌নে২) ও তোর দুটী পক্ষ, করি লক্ষ্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরে॥
চলরে ভ্রমর নিত্য ধামে যাই, ও সেই নিত্য বৃক্ষের, নিত্য ফুলের,
নিত্যমধু খাই। যাতে অমর হবি (মন তুই জানিস্‌নে জানিস্‌নে)
ও যাতে অমর হবি তরে যাবি এভব সাগরে॥
জরা ব্যাধি যে দেশেতে নাই, ও তুই অমর হবি সেই দেশেতে গেলে
ভ্রমর ভাই, যে স্থানে প্রেমানন্দ, (মন তুই জানিস্‌নে জানিস্‌নে)
সে স্থানে প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দের উৎস ঝরে দেখ্‌বি রে॥১৭৭০॥

ভাটীয়াল সুর।

আমি বুঝতে নারি, ভেবে মরি, ঘটিল একি।
আমি ডিমে এলাম, ডিমে র'লেম, হতে নারিলাম পাখী (হায় রে এবার)
যুগে যুগে কত যুগ গেল, তুমি ডিমে বসে তা দিতেছ ডিম না ফুটিল,
আমি তাইতে ডাকি, দেখ দেখি গেঁজ, হ'য়ে গেল কি (এবার এডিম)
শুনেছি সাধুর কথা, যথা সময় হলে ডিম ফুটায়ে দেন পক্ষী মাতা,
বল আমার কবে, সে দিন হবে, যে দিন ফুটিবে আঁখি। (এ মায়া ডিম)
জ্ঞান ভক্তি বিবেক পেয়ে, কাঙ্গাল মানুষ হয়ে মায়া ডিমে রয় বদ্ধ হয়ে
একবার খুলে দে মা জ্ঞান আঁখি, প্রাণ ভরে তোমায় দেখি।
(প্রাণেরমাঝে)॥১৭৭১॥

বাউলের সুর।

যে জন অনুরাগে সাধন করে সে চিন্‌তে পারে;
ও সে রূপের ঘরে নয়ন দিয়ে, বৈসে বৈসে রূপ নেহারে।
গুরু বাক্য ঐক্য করে, বসে আছে হৃদয় পুরে;
পরকাল মনেতে কৈরে;
সে যে সরল হয়ে বসে আছে সদা চিন্তামণি চিন্তা করে।
সচৈতন্য মানুষ পেয়ে, সদায় আছে চেতন হয়ে;
সরূপে স্বরূপ মিশায়ে;
ও তার মনের আঁধার ঘুচে গেল, ও তার জ্ঞানের বাতি জ্বলছে ঘরে।
মুকুন্দ কপাট খুলে, ছাড়ান দেয়না কাল বলে, বস্তু তার সহজে মিলে;
গোসাই কানাইচন্দ্রে বলে, ও সে অধরাতে ধরা মিলে॥১৭৭২॥

ভাটিয়াল—সুর।

যেরনা যেরনা ওরে ব্যাধ ধরি তব পায়।
বাসায় আছে দুটী বাচ্চা কি হবে উপায়।
আগে যদি জান্‌তেম ওরে ব্যাধ শর চালাবে বুকে
বাসা হইতে উড়ে যেতেম, না লাগিতো বক্ষে।
বাচ্চায় কাঁদনে ওরে ব্যাধ গাছের পত্র ঝরে,
ভাটিয়াল নদীর জল অমনি উজান ধরে ॥১৭৭৩॥

প্রসাদী—সুর।

ডাকদেরে মন গৌর বলে; গৌর নামে ডঙ্কা পেলে।
গৌর নিতাই দুভাই তারা প্রেম দিয়াছে জীবের ঘরে;
(তারা) হরির নাম দিয়ে কত অন্ধ আতুর তরাইলে।
গৌর গৌর গৌর বলে গোল করেছে কতই জনে,
গৌর কোথায় ছিল কে আনিল কার ভাবে এমন হলে;
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে, ক্ষণে নাচে বাহু তুলে,
গৌর কাতর ভাবেতে বেহার হ'য়ে করেতে করঙ্ক নিলে;
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে হরি নাম ছিল গোপনে,
ও সেই গোপনের ধন গৌর এখন নবদ্বীপে প্রকাশিলে;
গৌরনাম নিরবধি ভাব যদি হৃদকমলে,
তবে শমনের ভয় রবে নারে চরণ পাবে অন্তকালে ॥১৭৭৪॥

ভাটীয়াল—সুর।

কথা বল প্রাণের বন্ধু ওরে কথা বলরে শুনি।
কত নিদ্রা যাও বন্ধু দুঃখিনীর পরাণী। (রে)
না চাহিতে দিয়াছ রে প্রাণ কত রঙ্গের হাসি,
(এবে) যাচছে কথা কও ব'লে তোমার প্রেমদাসী (রে)
যে হোলো কাঁদি লওরে প্রাণ ত্বরিতে আমারে,
ধূলায় ধূসর তনু ডেকেছে তোমারে (রে)
ধূলা ঝাড় কোলে লওরে প্রাণ তোমার কোলের নিধি
কাঁদাওনা মাথা খাও আর কাঁদাও যদিরে।
অভাগিনীর বঁধু নাইরে প্রাণ এই অবনীতে।
আছিলা অঞ্চলের নিধি হারালাম আজ হতে (রে)
দেওনাক ওরে প্রাণ, আমার মাথা খাও কথা বল প্রাণের বঁধু
একবার ফিরে চাওরে অকূলের কাণ্ডারী নাইরে প্রাণ তোমাধন বিনে
আছেন অকূলের কাণ্ডারী ডাক, বলে চন্দ্রদীনে রে ॥১৭৭৫॥

প্রসাদী সুর।

আকাশের কোলে অই—নবজলধর—কেমন নয়নভরা রূপ মনোহর,—
তোরা যাবি ওর কাছে ? যাবি যদি আয় ;
আঁকা বাঁকা দেহখানি অই দেখা যায় ;
কাছে গেলে জলধর দিবে জল ধার, তৃষিত তাপিত হিয়া জুড়াবে সবার
কত রামধনু নবে দিবে হাতে হাতে,
তোরা যাবি যদি আয়, আমাদের সাথে ;
আকাশের কোলে অই নবজলধর,—কেমন নয়ন ভরা রূপ মনোহর॥

ভাটীয়াল—সুর।

রেখরে সাবধানে রেখো (গুরুর) প্রেম রতন গোপনে।
সে জানে আর তুমি জেনো, ও (সেধন) আর যেন কেও না জানে॥
কৃষ্ণকান্ত কয় হলি না রত, ও তারে প্রাণ হতে করো যতন,
ও সে দেখো যেন পলায় নাকো ও প্রেম ধন রয়নাকো অযতনে॥
তারে সদত যতনে রেখো, ও প্রেম যার হয়েছে সেইসে জানে॥১৭৭৭

ভাটীয়াল—সুর।

চল্ সখি দেখে আসি বাজে বাঁশী কোন্ বনে।
বাঁশীর স্বরে পাগল করে গৃহকর্ম্ম না লয় মনে।
যত নারী বৃন্দাবনে, সে কি কালার নামটী জানে,
রাধা বলে বাজে বাঁশী রাত্র দিনে।
উহার শ্যাম কলঙ্কী নামটী হলো কেবল শ্যামের বাঁশীর গুণে।
(ও নাগরী) নিরবে বসি যখন মনে হয় কাল বরণ,
আরো কালার বাঁশী করে মন উচাটন।
আমি ফুকুরে কাঁদিতে নারি পাছে ননদিনী জানে॥১৭৭৮॥

ভাটীয়াল—সুর।

সখি প্রেম-পাবকে যে তনু পুড়িয়ে গেছে সে ত মরমে মরিয়া আছে গো
যেমন বনপোড়া হরিণী বাঁচে গো তেমনি আমার বিচ্ছেদ দহে
দগ্ধে গেছে গো। অনলে বন পুড়িয়ে গেল,
বারি ধারায় অঙ্কুর মেলে গো, ক্ষতি কি সই সে বন পুড়িয়ে গেলে।
আমার কপাল দোষে যে অঙ্কুর পুড়িয়ে গেছে আর কি বারিধারায় -
অঙ্কুর মেলে গো। নিষ্ণ চোমা কাগা পাখীর ধারা,
সে যে দয়াল, শুষ্ক দেহে আছে গো॥১৭৭৯॥

প্রসাদী সুর।

ব্রজের নিগুঢ় প্রেমে যে ডুবেছে সে কি রইতে পারে এক দেশে গো?
বহু পুষ্পের মধুচাকি, নিজ আকৃতি চক্ষে রাখি গো,
মজে থাকে যেন মধুর লাগি গো।
সে যে উড় করে, শক্তির জোড়ে গো॥১৭৮০॥

—

প্রসাদী সুর।

মন কবে তুই যাবি ঢাকা।
ও তোর কামানলে জ্বলিছে হিয়া রবেনা কৌপীনে ঢাকা;
যখন ঢাকায় এসেছিলে, ঢাকাই কথা শিখেছিলে,
এখন কটাক্ষে কলিকাতা আসি কথা বলিস বাঁকা বাঁকা।
হয়েছ হোসের বেপারী ছয়জনা তার ওজন দাড়ি।
ও মন চিনলি না তুই কাটা দাঁড়ি কঠিন হলো জবিল রাখা,
পাকা বস্তু ঢাকা রেখে তৈলেছ কোন বস্তু দেখে,
গোলমালে ডেকে আসল বস্তুর পাইনা দেখা॥১৭৮১॥

—

বাউলের সুর।

আমি অচল পয়সা হলেম রে ভবের বাজারে।
(গৌরাঙ্গের বাজারে) ও মন মাঝিরে॥
ওরে ঘৃণা করে ছোঁয়না আমায় রসিক দোকানদারে;
অচল পয়সা চালানের আর এক সন্ধান আছে,
ওরে অচল পয়সা চালাও যেয়ে গুরু গোসাইর কাছে॥
ঘরে একটী মানুষ আছে দোষে উঠে কসেরে মন।
দোষে ওঠে কসে, ওরে গুরু গোসাই বলে দিছে রে
ত্যালাস কর তারে॥১৭৮২॥

—

ভাটীয়াল—সুর।

ডুবেছে, কেউ ডুব দিয়াছে। আরে রসিক ছাপা রয়েছে॥
আমি শুনলেম বই আর দেখলাম নারে (রসিক ছাপা রয়েছে)
আমার ত্রিদল মাঝে রসিক ছাপা রয়েছে।
এক ডুবেছে গৌর নিতাই, আর ডুবেছে স্বরূপ গোসাই,
ওরে ডুবেছে অদ্বৈত গোসাই, যে জন প্রেমধন এনেছে।
(সে ভাব আমার হইল নারে) রূপ সনাতন বাদ্‌সার উজির ছিল,
তবে সে কেন এমন হলো; ওরে ভবের তরঙ্গ দেখে,
দুভাই বাউল হয়েছে। (তাদের কোন অভাব ছিলনা রে)॥১৭৮৩॥

—

প্রসাদী সুর।

ওরে আকাশের পাখী—কেন চাস জল ?
আশে পাশে জলধর (তোর) করে ঢল ঢল ;
শুনিয়াছি তুই নবঘন বারি বিনা, আর কোন বারি তুই পান করিবিনা
তবে কেন বার বার চাস তুই জল ? হিয়াতে বাজেরে,হই পরাণেবিকল
মরা মানুষের কথা মনে পড়ে পাখ,বিধনা হৃদয়ে আর বার বার ডাকি,
তোর কি জলের দুখ ও ফটিক জল !
আশে পাশে জলধর (তোর) করে ঢল ঢল ॥১৭৮৪॥

ভাটীয়াল সুর।

ঘরের মাঝে মানুষ আছে, ডাকলে কথা কয় ।
ও তার রূপ কেমন,ও তার গঠন কেমন সেযে রঙ্গ মহলে লুকা'য়ে রয়
খবর দিয়ে নবদ্বারে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে, বিরাজ করে সব শক্তিগণ।
সে যে না হয় রূপের গতাগতি, রতি পতিকে না কলে পরাজয়॥ ১৭৮৫॥

ভাটীয়াল সুর।

মন রে তুই দেহে থাকতে সাধু না চিনিলি।
গুরু না ভজিলি।
হার খাইলো হারুয়ারে ভাই, আটিং খাইল ঘুণে,
এমন সোনার তনু চুয়ায় রাত্র দিনে। (রে)
ও তুমি ঘৃত চিনি ভাজ্য করে সুরাকর পান।
ধানের গোলায় রেখেছ ইন্দুর নিকামান।
ধান খাইল ইন্দুরে ভাই, গোলা হইল খালি,
দিন চারি পাঁচ ভবে এসে কর্‌ছো তালিবালি ॥১৭৮৬॥

ভাইটাল সুর।

ওরে দয়াল আমার গুরুধন রে।
সাধন না জানিরে গুরুধন, ভজন না জানিরে।
(দয়াল আমার গুরুধন রে)
আরে যেখানে সেখানে রে থাক, আসিও সকালে হে।
আর তুমি গুরু আমি রে শিষ্য জানে সর্ব্ব লোকে হে।
(ওরে) আর কি আসিবারে গুরুধন বাজার ভাইঙ্গা গেলে হে
(দয়াল আমার গুরু ধন রে)
ওরে সোতের শেয়ালা হয়ে ফিরি ঘাটে ঘাটে হে।
আর এমন বান্ধব নাই হে ডাকিয়া জিজ্ঞাসে হে ॥১৭৮৭॥

ভাটীয়াল সুর।

চল রঙ্গে রঙ্গ ভূমিতে রে যাই সকলে,আজ করব কেলি যমুনারজলে
হুঙ্কারি স্মরিয়া চল, জয় দুর্গার নাম।
নিশ্চয় জানি ও সিদ্ধ হবে মনস্কাম রে॥
জোর করিয়া ধর বৈঠা, বাঁচি কিম্বা মরি।
অবশ্য হইবে জয়, শঙ্করী কাণ্ডারী রে॥
দৃঢ় করি কটিবন্ধ, বাঁধ দেখি ভাই।
কিসের শঙ্কা, মার ডঙ্কা, কাহারে ডরাই রে॥
বাহু ছিন্ন না হইলে, টানে না টুটিবে।
সম্মুখে সম্মুখে বই, পাছে না হটিবে রে॥
এ উৎসবে হেরে (হারিয়া) যদি ঘরে ফির আর।
অপমান হইতে মৃত্যু শ্রেয়ঃ শতবার রে॥১৭৮৮॥

—০—

ভাটীয়াল সুর।

মন পাগলারে হরদমে গুরুজির নাম লইও।
ওরে দিবা নিশি লইও নাম কামাই নাহি দিও। (আমার মন)
ভাইবন্ধু বন্ধু বলরে, সব সম্পদের সাথি,
অসময়ে নিদান কালে গুরুর নাম সারথি (রে মন)
টাকা বল কড়ি বলরে, সব পুরাণ হয়ে যায়,
আমার গুরুজির নাম সদা নূতন রয়রে মন পাগলারে॥১৭৮৯॥

ভাটীয়াল—সুর।

এদেশে রমণী বেশে কি দোষে আনিলা। বল বিধি কি বাদ সাধিলা।
জনম দুঃখিনী মোরা চির পরাধিনী,দাসী হয়ে বাসি ভাল দিবস রজনী
বিদিত সংসারে মোরা অবলা সরলা, জনম আঁধারে মোরা মরিব আঁধারে
পুরুষের দাসী সদা বন্দী কারাগারে।
ফুঁকারি কাঁদিতে নারি সহিকত জ্বালা॥১৭৯০॥

মধুমালার সুর।

ও প্রাণ কানাই রে। তেলের বাটী গামছা হাতে,
(আমার) বন্ধু যায় যমুনার ঘাটে।
আমার কলসী ভাসাইয়া নিল সোঁতে (রে) ও প্রাণ কানাইরে।
বন্ধু যদি আমার হৈত, কলসী আনিয়া দিত,
আমার মুখের মুছায়ে দিত ঘাম।
(আমার মুখেতে তুলিয়া দিত পান) ও প্রাণ কাণাই রে॥১৭৯১॥

ভাইটাল সুর।

আরে মনুরায় কোন দোষে যাইবা নিজ বাড়ী।
আরে ঘর কেন বাঁধরে ভাই, দুয়ার কেন ছাঁদ,
ওরে আপনি চলিয়া যাইবা পড়ে রবে ঘর।
আরে উড়ে যাবে মনুরায়, পড়ে রবে ঘর,
(ওরে) ঘরের মালিক গেলে সুধু বাড়ী ঘর।
আরে আমারে ফেলাইয়া গেলে ফেরে,
ওরে এসেছ একা, যাবে একা, কেউ তো সঙ্গে যাবে না ॥১৭১২॥

ভাটীয়লে সুর।

কাল কোকিল ডাকিস্ কি বলে।
ডাকিস্ নারে ওরে কোকিল সুখ বসন্ত কালে ॥
শিশুকালে হয়ে রাঁড়ি, আমি না যাই কার বাড়ী,
বিধাতা মেরেছে ছুরি, আমার কপালে ॥১৭১৩॥

ভাটীয়াল সুর।

সহজ মানুষ আছে ঢাকাতে।
ঢাকার উপরে ঢাকা মধ্যে চক বাজার।
মেলায় মেলায় বেচাকিনি পুরুষ যাওয়া ভার।
যদি মৈলে বাঁচতে পার, মেয়ের সঙ্গ যেয়ে ধর,
সেখানেতে সাধ্য নাই পুরুষ যেতে।
পাথর ঘাটা পার হয়ে যাও বুড়ি গঙ্গা পার,
মরা জরা নাই সেখানে যমের অধিকার।
আছে সঙ্গে দুই রথী, তার সুমতি কুমতি,
এবার যত্ন ক'রে সুমতিরে নেও সাথে ॥১৭১৪॥

ভাটিয়াল সুর।

নারিকেল রেড়ের তীতুমীর বুজরগি করিল।
যত সব মিঞা মোল্লা, বানায়ে বাঁশের কেল্লা,
ফিরিঙ্গি বাদ্‌সার সনে লড়াই জুড়িল ॥
মরি হায় হায়, হায় মরি, হায়রে হায়!
সবে জব্দ হলো, কেল্লা গেল, মারা পলো তীতুমীর।
হায় মজার বুজরগি তার হইল জাহির।
জুল্‌নী উঠিয়া বলে উঠরে জোলা ঝাট।
হাজাম বাড়ী যেয়ে শিগ্‌গির গোঁপ দাড়ি কাট ॥১৭১৫॥

ভাইটাল সুর।

বাঁশী তুমি আর বেজনা—বেজনা।
বাঁশীরে তোর পায়ে ধরি, আর দিওনা দাগাদারি,
আমরা নারী সইতে নারি, নারীর প্রাণে আর সহেনা।
গুরুজনের কাছে বসি, তখনি বাজাও হে বাঁশী,
সদায় বল রাধা রাধা, রাধা বই কি নাম জাননা ॥১৭১৬॥

ভাটীয়াল—সুর।

আর বাঁশী বাজাইও না;
ওরে নিলাজ শ্যাম,হ'রে নিলে অবলার পরাণ
বাঁশী তোরে করিমানা. আমার আছে সবজানা,
যমুনার জল উজান চলে শুনে বাঁশীর গান
(নিলাজ শ্যাম হরে নিলে অবলার পরাণ) ॥১৭১৭॥

ভাটীয়াল সুর।

নাও গাঙ্গে যেন ডোবেনা।
হায় রে মাঝি খবরদার মাস্তলে উঠিয়া মাঝিরে দুরবীণ দিয়া চায়;
আগা পাছায় ছরটী দ্বারীরে কাণ্ডারী একজন
ছয়জনে তার মারছে বৈঠা গুণ টানে নয়জন।
ষোল পাটের নৌকা খানিরে, (ওরে) দেখতে যায়রে চিনা।
আগা পাছার দ্বারী খাড়ারে, ওরে মাঝি হলো কাণা
(হায় রে মাঝি খবরদার)
চাইর দিগে চাইর জাঙ্গা দিয়া মাস্তল কল্লেম গাড়ি।
সেই নায়ে বসত করে মহুরায় ব্যাপারী ॥১৭১৮॥

তিন নাথের গান।

দিন গেলে তিন নাথের নাম লইও।
ওরে সারাদিন কৈররে ভাই গৃহ বাসের কাম,
সন্ধ্যা হলে লইও তিন নাথের নাম। (সাধুরে ভাই)
অন্ধ চায়রে চক্ষু মেলে, বোবার কথা কয়,
তিন নাথের নাম লইলে দুষ্ট বারণ হয় (সাধুরে ভাই)
(দিন গেলে তিন নাথের নাম লইও)
ও আমার ঠাকুর তিন নাথ ফিরে জীবের ঘরে ঘরে,
তাহার লীলা কে বুঝিতে পারে। (সাধুরে ভাই)১৭১৯॥

ঘাটু গান।

ভোর বহে সুখ যামিনী নাথ চলি যাওহে।
কোকিলার কুহুরবে, পাড়ার পরনী জাগে,
কালননদী ঘরে জাগিল জাগিল জাগিল রে ॥১৮০০॥

ভাটীয়াল সুর।

ও বাঐরে—ওরে ঝাকে ওর ঝাকেরে পড় তারে বল সাড়া,
কইও মোর বঁধুয়ার আগে বাঐ পিরীতের জান মরারে,
বাঐ, কিঞ্জাল করলিরে বনের বাঐরে।
ও বাঐরে ওরে নলের আগে নল ফুল,
ও ফুল বাঐ বাঁশের আগে টিয়ে,
কইও মোর বঁধুয়ার আগে বাঐ না যেন করে বিয়েরে
কিঞ্জাল করলি বনের বাঐরে।
ও বাঐরে ওরে যখন করিলাম প্রেম, বাঐ তুমি আমি জানি
ওরে এখন কেন সে সব কথা বাঐ লোকের মুখে শুনিরে
কি জঞ্জাল কল্লি বনের বাঐরে।
ও বাঐরে—যখন করিলাম প্রেম বাঐ শান বান্ধা ঘাটে
ঐ যে আকাশের চন্দ্র যেমন বাঐ তুলে দিলে হাতেরে।
কি জঞ্জাল কল্লি বনের বাঐরে।
ও বাঐরে ওরে ওপারে বুনিলাম ধান, বাঐ টিয়ে কাইটে খাইল।
ঐ যে কইও মোর বঁধুয়ার আগে বাঐ যৌবন বয়ে গেলরে
কি জঞ্জাল কল্লি বনের বাঐরে।
ও বাঐরে ও পারে কদমের গাছ (বাঐ) বায়ে হালে আগা
ঐ যে শিশুকালে কৈরে প্রেম বাঐ যৌবনকাল দাগা।
কি জঞ্জাল কল্লি বনের বাঐরে ॥১৮০১॥

বাউল।

(দেখ)এক তুলসীর সব মালা,ভিতরের গাঁথনি ছিঁড়ে হয়েছে ছালাবালা
(দেখ) এক রকম কাট কাটনি, কাটা এক রকমের গোল।
এক রকমের হৃদয় ভেদি সূতা দিবার খোল,
(দেখ) এক চরকে সকল তৈয়ার, কেও নয় মন্দ কেও ভালা
(দেখ) এক রকমের রঙ্গে রঙ্গিণ একই কারিকর,
ছোট বড় লহর গাঁথা আছে থরে থর,
এসব) মাথায় মাথায় জোড়া দিলে হয়ে যাবে একমালা ॥১৮০২॥

ভাটীয়াল—সুর।

কোন্ পিরীতে সংসার ঘুরে, কও আমারে; কোন পিরীতে সংসার ঘুরে
কোন্ পিরীত করে ছিল যশোদা নন্দন, ব্রজপুরে ঘরে ঘরে বাঁধা যার চরণ
কোন্ পিরীতে রামনাম জপে হনুমান।
কোন্ পিরীতে কালনিমা ত্যজিল পরাণ॥
কোন্ পিরীতে নিমাই চাঁদ হইল সন্ন্যাসী।
কোন্ পিরীতে কাশীনাথ হয় শ্মশান বাসী॥১৮০৩॥

ভাটীয়াল—সুর।

যার প্রেমে অনুরাগী তারে পেলেমনা, প্রাণে বাঁচিনা।
কি করিব কোথা যাব বল না।
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে তারে পাব,
অবোধ মনে প্রবোধ মানেনা।
হায় কি করি সহচরি! কোথা গেল প্রাণ হরি, অভাগিরে ক'রে বঞ্চনা।
সে পদ সেবন বিনা, কিছুতে মন মিশেনা; হৃদে করি যে পদ ভাবনা
যে ভাবে যে ভাবে যারে, সে ভাবে সে পায় তারে;
কিন্তু অভাগিনীর ভাগ্যে হলোনা।
জীবন যৌবন প্রাণ, দেহ মন কুলমান;
সমর্পিলাম তবু পেলেমনা॥১৮০৪॥

ভাটীয়াল সুর।

ওভাই ঘাট মাঝিরে ও তুই ঘাট বুঝে লাগাই ওরে ও তনু তরণী।
আমার একে জীর্ণ নৌকাখানি, ঝলকেতে উঠে পানিরে,
কখন জানি ভবজলে ডুবে যায় এই ভয় বড় মনে গণি।
মাঝি তোর নাইকো দিশে ভাল মন্দ বুঝবি কিসে,
মদ না খেয়ে তোর মদের নিশে (ও ভাই মাঝিরে)
ও তোর আগানায়ে ছয়জন দ্বারী, সে বেটারা ভারি আনাড়ি,
তুই আবার তাদের আজ্ঞাকারী, হাসি পায় এই কথা শুনি।
ও তোর নাই হিতাহিত জ্ঞান, বুঝিসনা কুচক্রীর কুসন্ধান,
তরী ডুবলেই তুই খোয়াবি সব মান, (ও ভাই মাঝিরে)
ও তোর নৌকায় আছে নয়টী ছিদ্র,
সে ছিদ্রগুলা অতি ক্ষুদ্র, যদি তুই হইস ভদ্র—
ছিদ্র এই বেলা চিনে লও আপনি॥
ও তার ছিদ্র বন্ধ করা ভার, সেত পরিষ্কৃত নয়টী দ্বার,
বন্ধ ক'রলেই বিপদ তার, গুপ্তদ্বার (আছে মাঝি ভাই।
গুপ্ত কথা নারবে গুপ্ত ভনে দীনজন গুপ্ত দেহের তত্ত্ব কি আমরা জানি॥

বাউলের—সুর।

মরি দেখ্‌লে সেরূপ আর কি ভুলায়।
ভুলি ভুলি ভুল্‌তে নারি শয়নে স্বপনে জাগায়।
দেখ্‌লে সেরূপ অরূপ লহরী ভেসে যায় জীবনে যেন তরঙ্গে তরী,
(তরী) ক্ষণে হালে, ক্ষণে দোলে, ক্ষণেকে তরঙ্গে লুকায়
(হয়) নয়ন জলে নয়ন অন্ধ প্রায়,দেখি২ আর দেখিনা জলে ভরে যায়
সে জল ঝর ঝর করে হৃদে পড়ে, কি সুখের ঝড়ি হ'তে যায়।
রসরাজ সে রস মাধুরী, রসে জগৎ বশ ক'রে লয় এইত চাতুরী,
(একবার) সে রসে বশ হ'লে উঠে কত রসের ডালি মাথায়।
(সেরূপ) ক্ষণে হেরি ক্ষণে পাসরি,এরূপের তুলনা নাই হা মরি মরি,
যেন লুকচুরি খেলা করে দেখা দিয়ে আবার লুকায় ॥১৮০৬॥

ভাটীয়াল সুর।

আরে মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে আর আমি বাইতে পারলাম না।
আমি জনম ভইরে বাইলাম বৈঠারে,
সাধের তরী ভাইটায় সর আর উজায় না।
ওরে জাঙ্গী রসি যত কসি, ওরে হইলেতে জল মানে না ॥১৮০৭॥

ভাটীয়াল—সুর।

হায় কি হইল রে, সয়না অন্তরে রে, মরাইল রাজ্য খালি কল্লরে বিধি
একবার। হরি মুন্সী, ঈশান পেস্কার, রামদুলাল দেওয়ান।
এই তিন ব্যক্তি ছিলেন যেন, ইন্দ্রের সমান রে ॥
উমানাথ রায় আদি কত বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিল।
একে একে সব লোকে যমদণ্ডে নিল রে? তর্কালঙ্কার তর্কবাগীশ,
তর্করত্ন যত। বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যারত্ন নাম বল্‌ব কতরে।
মরিল অন্নদা বাবু কাঁদে যত প্রজা। কোথা হেন জমীদার
এমন দয়াল রাজারে। নায়েব অভয়চন্দ্র রায়, জগমোহন পেস্কার।
তারেও হরিল বিধির কেমন বিচার রে ॥১৮০৮॥

ভাটীয়াল সুর।

ভাবের দুইটী নয়ন রেখো চৌকীদার; সহজ মানুষ ধরবেরে এবার।
মানুষ বেদে নাই বিধানে নাইরে,
মানুষ আছেরে বিরজার পার। (সহজ মানুষ ধরবে রে এবার)
সুখ সাগরে এক প্রেমের নদী, নদী তিলেক তিলেক হয় সাঁতার,
(সহজ মানুষ ধরবে রে এবার) ১৮০৯॥

ভাটীয়াল—সুর।

১২৮৩ সন। কার্ত্তিক মাসের দৌলত খাঁর সামুদ্রিক ঝড় সম্বন্ধে।

দেখ কার্ত্তিক মাসে একি হইল চমৎকার॥
মহামান্য পবন রাজা জীবনের আধার।
কালগুণে দেখি এবে ডাকাইতের আচার॥
ষোলই কার্ত্তিক দিবা ভাগে করে হুহুঙ্কার।
শূন্যে আসি পবন কৈল অত্যাচার॥
সতরই কার্ত্তিক আট দণ্ড আক্রমণ তার।
ফলেমূলে বৃক্ষ দলে, ভাংল ঘর দুয়ার।
বর্ষাল রোয়া শস্য আদির না রইল আকার।
সমূলে উঠাইল বারের পানের কারবার॥
সমুদ্রের জল প্রায় দুশত হাত বাড়ে।
হেঁতে সন্দিপাদি সহর নিল একেবারে॥
ডুবে কত নর নারী পশু পক্ষী মৈল।
হাট বাজার লণ্ড ভণ্ড খণ্ড প্রলয় হৈল॥১৮১০॥

মুসলমানী ভাটীয়াল গান।

মুসকিদ আমার বানিয়ারে (মুসকিদ আমার বানিয়ারে)
সাধ কর ব্যাপার, বিনা পাল্লায় বিনা ডাণ্ডি তুলেছে সংসার।
পুষ্করিণীর চারি পারে নানা পক্ষীর বাসা,
(ওরে) ঝাকে উড়ে ঝাকে পড়ে ঐ আল্লার তামাসা।
আল্লা রইল হালেরে রছুল পয়গম্বর,
(ওরে) ডাইন চখে কি কইতে পারে, বাও চখের খবর।
এই লহর দরিয়ার মধ্যে বিষম যমের থানা,
নেকি বান্দা পার হইবে বদ যাইতে মানা। (ভাইসা ফিরে পানা)
কেমন নগদে বলে এতহু আপনা (রে)
ভুখারে দিও ভাত তিরাইসেরে পানি,
নেংটারে দিও বস্ত্র ভেস্তের নিশানী॥১৮১১॥

ভাটীয়াল সুর।

আরে কোহিলা ন ডাহিও আর।
বন্ধু গিছুন যও, ডাহ কোহিল হও,
হিল যদি ডাহ কোহিল মোর মাথাটি খাও।
বন্ধু গিছুন বিদেশৎ, খৎ না লিখুন ছ মাসৎ,
বন্ধুরলাগি মোর কলিজা জ্বলি জ্বলি যায়॥১৮১২॥

ক্ষেত নিড়ি – সুর।

ওরে মনা ভাই! তোর হ'তে আছ কে আপনা রে—
ওরে ঘরের খবর বাইরের খবর তোর ত সকল জানারে (মনাভাই)
বিদেশে এসেছি মোরা (ওরে) প্রভুর অন্বেষণে (দেখ) কাজের কথা
ভুলনারে মর যদি প্রাণে রে। (মনাভাই)
সীতার ছাওয়াল লবা কুশা (ওরে) জানমারে ভাই,
(চল্‌রে) তাঁদের মতন বীণা ধরি পিতার নাম গুণ গাইরে।
(মনা ভাই) ঠিক রাখিস্‌ এই দিশার কথা (ওরে) হ'সনারে বিভোলা।
পরে গাধার মতন সেই জল খাবে আগে করে ঘোলারে ॥১৮১৩॥

ভাটীয়াল সুর।

গুরু তরাও হে, (কৃষ্ণ তরাও হে)
আরে কোথায়রে মোর দয়াল গুরু শমন দেখিয়া ভয় লাগে।
বিকাইলাম বিকাইলাম গুরু তোমার রাঙ্গা পায়,
আপনি বিকাইলে কি করিবে, বাপ মায়।
বাপ ছাড়লাম, মা ছাড়লাম, ছাড়লাম সোদর ভাই,
সকলের সকলি আছে আমার কেহ নাই।
গাছের বল শিকড়, (গুরু) মৎস্যের বল পানি,
দুগ্ধের বল ক্ষীর সর ননী, আমার বল তুমি।
(ওরে) আমি তোমার, তুমি আমার সর্ব্বলোকে জানে,
আরে তবে কেন এত দুঃখ আমার কপালে।
আরে অতিথি হইয়ে গেলাম ব্যথিতের বাড়ী,
আর সেও মোরে মন্দ বলে সময় দেখে ভারি॥১৮১৪॥

ভাটীয়াল—সুর।

আমার আর বুঝিয়া বায়রে ভাই, নিজের ওজন বুঝে চলি,
সময় মত ধান বুনিতে, খাজনা দিতে, নিতে থুতে, যাইনা ভুলি।
সিকি দেই, সিকি খাই, থুই শিকি ভাই শিকায় তুলি।
আর এক সিকি খাটে, হাটে, পুরে উঠে তায় পয়সার থলি।
আমি গোল দেখিলে পিছে যাই আগে ধাই লাভের গন্ধ পেলে।
আমি ধারিনে, এই কারণে, ডর করিনে, ঘরে বাদ্‌সা এলে ॥১৮১৫॥

ভাটীয়াল সুর।

আরে গৌর কথা বল একবার শুনি (প্রাণ সজনি গো)
(ওগো) সজনি আমি গিয়াছিলাম সুরধুনী, দেখিলাম গৌরাঙ্গ মণি,
মরি হায় গো আমার সে অবধি ঝরিছে নয়ানি। (প্রাণ সজনীগো)

ওগো সজনি (ওরে) যে দুঃখ আমার মনে,
আরে অন্যে সে দুখ জানবে কেনে গো,
(মরি হায় গো)আমি কার ঠাই কব এ দুঃখের কাহিনী॥ প্রাণ সজনী গো
ওগো সজনি (ওরে) ভাইরে দয়াল দাসে কয়,
আমার কলঙ্কেরি নাহি ভয় (গো)
মরি হায় গো আমার যা করে সেই গৌর গুণমণি (প্রাণ সজনি গো)
(ওগো) সজনি আমার গোসাই রামচন্দ্রের বাণী,
(ওগো) নিত্য আমরা নূতন শুনি (গো)
(মরি হায়গো)সে অবধি আমার উড়েছে পরাণী,(প্রাণসজনীগো) ১৮১৬

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

ওরে মন! কর কেমন, তুলতে আমন, চাও কিরে মন বু'নে চিনা;
যেমন বীজ ফলটী তেমন, ও ভোলামন এই কথাটী জান কি না।
চষিলি উল্‌টা করে নাঙ্গল ধ'রে, যেমন চাষ আর কেও করেনা,
তাতে খেত পতিত রইল, কেমন হলো, ভাবনা তোর আছে কিনা।
দিনের দিন চলে গেল, দিন ফুরাল, দিন গেল আর দিন পাবিনা।
ভাল খেত কত্তে চেলে ছাতি ফেলে, আপনা হাতে চাষ ধরনা,
কালী কয় চাষের কথা বলছ বৃথা, চাষ মৈয়ে কেবল হবেনা,
বীজেতে করিয়ে ভুল,লাগায়ে গোল,বুনুলে কি ফল বিফল বিনা॥১৮১৭

খাম্বাজ – খেম্‌টা।

শ্যামের নাগাল পেলেম না লো সই। আমি কি সুখে আর ঘরে রই।
শ্যাম যে আমার নয়নের তারা, শ্যামকে তিলেক আধ না দেখলে সই
হই দিশে হারা,আমি শ্যামের লেগে ভেবে ভেবে দিশেহারা হ'য়ে রই।
শ্যাম যখন বাজায় গো বাঁশি, আমি তখন যমুনাতে জল লয়ে আসি,
আমার কাঁকে কলসী কাঁকে রইল, শ্যামের বদন পানে চেয়ে রই
শ্যাম যদি মোর হ'ত মাথার চুল, শ্যামকে যতন করে বাঁধতেম বেণী,
সই দিয়ে বকুল ফুল, আমি বন পোড়া হরিণের মত
ইতি উতি চেয়ে রই॥১৮১৮॥

বাউলের সুর।

সংসার জলে ভাস্‌বে ব'লে দশ লোক ঘাটে।
মহাজনের নৌকা নিয়ে দশে তাতে উঠে।
সবার তাতে,সমান হয়ে দাঁড় ফেল্‌তে চায়,
মাঝি বিনে মাঝতুফানে নৌকা ডুবে যায়।

কেহ হ'ল মাঝি তখন কেহ হ'ল দাঁড়ি,
মিলে মিশে সবাই তখন সুখে দিল পাড়ি।
ইহা দেখি, ফুটিল আঁখি, এখন দেখি চেয়ে,
ক্ষেত খামার নৌকা মোদের, ক্ষেতের নেয়ে।
রাজা মোদের মহাজন, নৌকা তার জমি,
মাঝি তার জমিদার, দাঁড়ি তুমি আমি, মিলে মিশে চল্লেপরে, সুখে যাব পার
দাঁড়ি মাঝি বিবাদ হ'লে, নৌকা ডুবিবার ॥১৮১৯॥

বাউলের সুর।

ঢেউ খেলেরে ঝিলমিলি সায়রে ঢেউ খেলে।
ঢেউয়ের আড়ি, ঢেউয়ের পাড়ি, ঢেউয়েরি কারখানা
(গোসাই ঢেউয়েরি কারখানা)
আরে ঢেউ কাটিয়ে ধর পাড়ি ওরে মাঝি সোণা।
আগা দিয়ে উঠে ঢেউ পাছা দিয়ে যায় (গোসাই পাছা দিয়ে যায়)
জীবনের কাণ্ডারী নেয়ে ব'সে পাল ঘুরায়।
বাঙ্গালা মুলুকের মাঝি ভাইটাল পাল খাটায়
(গোসাই ভাইটাল পাল খাটায়)
জাহাজের খালাসি সেরে উজান বেয়ে যায় ॥১৮২০॥

বাউলের সুর।

তুমি কোন দোষে যাবে নিজঘরে—মন্থরারে (মন)
তুমি কি লয়ে যাবে নিজ ঘরে।
মন্থরারে ভাই—ঘর খানি বাঁধে মনাই কিবা ঘরের শ্রী
কেবা বসতি করে কেবা ঘরের গিন্নি—
ঘর খানি বাঁধরে মনাই ক্ষীণ বাঁশের শলা
তোমার সেই ঘর পড়িয়ে রবে মাটীর বাঙ্গলা।
কাঁচা বাঁশের খাট পালঙ্গ, নালিতা পাটের দড়ী,
ঘড়ি ঘড়ি আসে খবর যাবা নিজ বাড়ী।
এই মস্তকে বাঁধ কত শাল আর পাগড়ি,
সেই মস্তক মাটির তলে যাবে গড়াগড়ি।
এই মুখে খাইছ কত চিনি আর মণ্ডা, সেই মুখে তুইলা দিবে
দুই আঙ্গুল তেনা (নেকুরা)। কুমারের হাঁড়ি পাতিল
ভাঙ্গিলে না লয় জোড়া, এমন সোণার তনু কেমনে যাবে পোড়া।
বড় বাড়ী বড় বড় ঘর কল্লে আশা,
সেই ঘর ফেলিয়া তোমার নদীর কূলে বাসা ॥১৮২১॥

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক।

কীর্ত্তন।

মনে সাধ হয় ধরি ধরি, বাড়াই হাত ধিরি ধিরি,
নারি সই নারী ধরিতে, না জায় ধরাতে, নারী ধরিতে,
হায় গো এই বারিতে, রাণীর কোলের ধন কেমনে এলো জলে॥
যেমন জলেতে জন্মে কমল, কমলে জন্মে কমল,
কমলে জল অসম্ভব, ইকি অসম্ভব,
হইল যেন গঙ্গার উদ্ভব, যেন বিষ্ণু পদ ভব চরণ কমলে॥১৮২২॥

কীর্ত্তন।

যার বরণ কাল, স্বভাব কুটিল, অন্তরে কি কালতার।
কাল ভালবেসে ভাল (বল) কোন্ কালে হয়েছে কার॥
না বুঝিয়ে ভজে কাল, মুখে মজে গেল কাল,
কাল ভালবেসে হল আসন্নকাল গোপীকার।
এক কালের কথা বলি, ছিল বামন মহা ছলী,
তারে ভালবেসে বলি, উপকারে অপকার।
ভুল্লিয়া বলির বলী, ত্রিপাদ ভূমি ছলে ছলি,
হরিয়ে বলির বলী পাতালে দিলে আগার।
রামচন্দ্র ছিল কাল, সূর্পণখা বেসে ভাল, সঙ্গি আশে পাশে গেল,
তারে কল্লে কদাকার।
ছিল সীতা মহাসতী, নির্দ্দোষে কল্লে অসতী,
পঞ্চমাসের গর্ভবতী বনে কল্লে পরিহার॥১৮২৩॥

মনোহরসাই—রূপক।

নূপুর শোন্‌রে শোন্ বিনে সুজন সুজনের বেদন জানেনা।
কুপথ যদি উচ্চ ভাসে, প্রিয় বুঝায় মৃদু ভাষে,
সে যে আভাসে ভাসে তবু ডুবেনা॥
বড়র বড় দায়, তাতে বড় জ্বরায়, পেলে এক দিন বড়ই দায়,
(চেয়ে দেখরে) বড় বড় বড় গাছ বই লাগেনা॥
যদি নারীর বেণীর কবরী হতো, সরমে মরে যেতো,
নির্লজ্জার থাক নারীর পায়, বাঁশীর হাসি পায়,
শুনে মোদের কান্নাপায়,যে দিন ভাঙ্গবি পায়,ছাড়বি কুমন্ত্রণা॥১৮২৪

কীর্ত্তন।

ই কি মান দণ্ড, নিজ দাসের প্রাণ দণ্ড।
কেনে কর রাই লঘু পাপে গুরু দণ্ড॥
যে দিন হব দণ্ডধর, পুজিব দণ্ডধর, ত্যজিব দণ্ডধর,
তখন জানবে রাই বিচ্ছেদ দণ্ডের কি দণ্ড।
খেদে ইচ্ছে হয় দণ্ডী হয়ে ধরি দণ্ড॥১৮২৫॥

আলেয়া—আড়া।

ওগো সজনি! উপায় কি করি বল, গাঁথিয়ে মালতীর মালা,
হলো জপমালা, সে মালা ভুজঙ্গ হয়ে আমার হৃদয় দংশিল।
পিক স্বর, মধুকর স্বর, হাতে লয়ে সুমধুর স্বর, সে সব হইল নিঃস্বর
শবাকার হল। বিনে সেই ব্রজের কিশোর, মদন হানে পঞ্চশর,
প্রাণে বুঝি হলেম অবসর, আমার সুসার নাহি হল॥১৮২৬॥

মনোহরসাই।

শ্যাম শুক পাখী, সুন্দর নিরখি, পাখী ধরেছি নয়ন ফাঁদে,
তারে হৃদয় পিঞ্জরে, রাখিতাম ভ'রে, প্রেম শিকলিতে বেঁধে।
তারে লালিয়ে পালিয়ে যতন করিয়ে, শিখায়ে ছিলাম বুলি,
যখন পড় পড় বলি, দিতাম করতালি, পাখী ডাকিত শ্রীরাধা বলি।
পাখী কিছুদিন হয়ে, শিকল কাটিয়ে, এসেছে পাখী উড়ে,
এখন পরম্পরায় শুনি, কুব্জা নামে রাণী রেখেছে সে পাখী ধ'রে,
ওহে দোহাই মহারাজ, কইতে পাই লাজ, এসেছে পাখী এ পারে,
আমি কহি পুটাম্বুজে, তোমার তজাবিজে, পাইতে সে কি পারে,
ওহে তার পাখী সে কি পাইতে পারে?১৮২৭॥

বিভাস—ঠেস কাওয়ালী।

শ্যাম শুক নামে প্রিয়পাখী, এদেশে এসেছে উড়ে,
সাধের গোকুল আঁধার করে, রাধারে দিয়ে ফাকী।
এসেছি তার অন্বেষণে, দেখা হলে বাঁচি প্রাণে,
জানেনা সে রাই নাম বিনে, রাই নামেতে সদাসুখী।
পাখা যদি দিত বিধি, পাখী হয়ে উড়ে যেতেম,
যে বনে প্রাণ পাখী আছে, সে বনে তায় খুজে নিতেম,
পেয়ে থাকিস্ দেখা দেখা, পাখীর মথায় পাখীর পা খা,
আছে রাধার নামটী লেখা, দেখা নাই-তাই ঝোরে আঁখি॥১৮২৮॥

মনোহর সাই—রূপক।

ইকি অপরূপ যেন গগনের শশী বসি ভূতলে॥
অরুণ বরণ হয়ে নিদারুণ, এত সাধের তরুণ তরণী আজ কে ভাসালে।
যেমন জলেতে জন্মে কমল, জলেতে ভাসে কমল,
কমলে হেরি অসম্ভব, যানা হয় সম্ভব, তাকি হয় সম্ভব।
এযে দেখি গঙ্গার উদ্ভব, যেমন বিষ্ণুপদ ভবার চরণ কমলে।
যানা হয় ঘটন, তাকি হয় ঘটন, হলো কি দুর্দ্দৈবের ঘটন।
এমন অঘটন ঘটনা কে ঘটালে॥১৮২৯॥

মনোহর সাই।

ছাড়হে চাতুরী ও নাগরী রতিচোর হে, ভালে বিরাজিত সিন্দুরেরি দাগ হে
না হয় মুকুরে দেখ ওহে রসরাজ হে, চাতুরী পরিহরি নাগরি রতি চোর হে
ছিছি বোন্ধা (বন্ধু) লাজে মরি যাই, এ ধারা কেম্‌নি ধারা,
নাগর হয়ে সিন্দুর পরা, আমি বল্‌ব ব্রজের ঘরে ঘরে,
এ যে নাগর হয়ে সিন্দূর পরে, তুমি দেখে বেঁচে আছ শ্যাম,
ওহে আমরা হলে লাজে মরি, সখীদের ঐ সব অঙ্গই তোর হে॥
কোন্ ধনী বাড়ায়ে প্রেম নিজ অনুরাগ হে, সে রমণী কেমন ধনী,
ও সে কি চন্দন দিতে শিখে নাই। সে এমন গরবিনী,
বন্ধু যার প্রেমে তুই মজেছিলি, এমন সাধের ধনে দাগ চরাইয়ে,
কোন্ ধনী বাড়ায়ে প্রেম নিজ অনুরাগ হে,
চুম্বনে লাগায়ে ওলো তাম্বুলেরি দাগ হে॥১৮৩০॥

আলেয়া—আড়া।

যাও নটবর শ্যাম চাঁদ চকোর, স্বস্থানে গমনং কুরু।
মুদিত রাধা-কমলিনী শুনহে লম্পটের গুরু, কর্‌বেনা রাই প্রেম প্রসঙ্গ
বিচ্ছেদ সঙ্গে কর্‌লে সঙ্গ, হের্‌বেনা রাই শ্যাম ত্রিভঙ্গ কাল যার অঙ্গ।
নয়নে না হেরবে কাল, বসন কাল ভূষণ কাল,
কালার প্রতি হয়ে কাল, যেন কালী কল্পতরু॥১৮৩১॥

মনোহর সাই।

আস্‌বেনা শ্যাম ছিল মনে, তবে তুই বলিলি কেনে,
নিয়ে আমায় কুঞ্জবনে, এত বঞ্চনা কেনে।
কঠিন লম্পট সে যে, অবলা বধে পরাণে।
হায় আমি কি করিলাম, কেনবা নিকুঞ্জে এলাম,
নিশি গেল পোহাইয়ে সই, গৃহে যাব কেমনে॥১৮৩২॥

মনোহর সাই।

চূড় ধিক্‌রে ধিক চূড় ধিক্‌রে তোরে। নারীর চরণ তোমার উপরে॥
তুমি গোকুলের কালাচাঁদ, কপালের তিলক চাঁদ,
কর্ণের কুণ্ডল চাঁদ, রাধার নথ চাঁদ, হেরি সে চাঁদ তোমার উপরে।
বড়র বড় গুণ, করহে শ্রবণ, নারীর বাড়ায় মান দ্বিগুণ,
ছিছি তুমি কোন্ গুণে থাক শ্রীকৃষ্ণের শিরে॥১৮৩৩॥

মনোহর সাই।

আয়গো নবীন বিদেশিনী, ডাক্‌ছে মোদের কমলিনী।
শুনে তোর বীণার ধ্বনি, মণিহারা যেন ফণি॥
ছিল ব্রজে কালাকানু, সে যখন বাজাইতো বেণু,
শুনে তনু জর জর রাই, শুনে তার বীণার ধ্বনি॥১৮৩৪॥

কীর্ত্তন।

জেনে আয় ধনি, হয় ও কি ধ্বনি, ও ধ্বনি বিপরীত ধ্বনি,
যেন বজ্রাঘাত তুল্য ধনীর ঐ ধ্বনি। আমায় ধর ধনি,
শুনে প্রাণ যায় ধ্বনি। সখি! ইন্দ্র কি উপেন্দ্র করে ধ্বনি।
যদি ইন্দ্রের বজ্রের ধ্বনি, তা হলে সজনি। সহিত থাকিত নীরদ,
এ নীরদ বিহীনে হয় রদ, শুনে ঐ ধ্বনি হৃদকম্প হলো ধনি॥১৮৩৫॥

মনোহর সাই।

কা'ল বলে কা'ল গেছে নাথ, সেই কা'লের আর কয় দিন আছে।
বিনা বরিষণে বারি চাতকী কেমনে বাঁচে।
ছিলেম কালের অনুগত, তাহাতে হয়েছি হত,
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা কত সই, সেই কা'লে কি কাল পেয়েছে॥১৮৩৬॥

ঠেস—কাওয়ালী।

চিত্র লিখিলেম নয়ন কর্জ্জলে দেই নাই চরণ চলিবে বলে।
যদি কেও বলে, চিত্র কি চলে, সময়ে চলে, অচলাচলে,
নলের দগ্ধ মীন যেমন জলে চলে॥
আমি শুনেছি ইতিহাসে, বলে পর শত্রু হাসে, যখন যায় বিধাতার রোষে
সময়ের দোষে, কি দৈব দোষে, বল্লেম আভাসে, লোকেতে ভাষে,
যেমন মৃত্তিকার ময়ূর হার গার কৌশলে॥১৮৩৭॥

আলেয়া—আড়া।

বলে সখি! জলধর নয়, শ্যাম জলধর বাজায় বাঁশি,
যাগো দূতি! আনগো বাঁশি, অনল দিয়ে পোড়াই বাঁশি;
জ্বলেছে সেই বিচ্ছেদানল, জ্বালতে আর হবেনা অনল,
সে অনল হয়েছে প্রবল, আনগো সই বাঁশি।
সে অনলে দিব বাঁশি, হবে বাঁশি ভস্মরাশি,
গেলে কুল মজানে বাঁশি তুষ্ট হবেন ব্রজবাসী।
চন্দ্রার কুঞ্জে জাগি নিশি, প্রভাতে বাজায় বাঁশি,
আমি কেবল দোষের দোষী, দুঃখেতে ভাসি।
দুঃখের ভাগী আমি হব, সুখের ভাগী চন্দ্রানব,
বলে দ্বিজ সদাশিব, কুসুম শজ্জা হলো বাসী ॥১৮৩৮॥

আলেয়া—আড়া।

অতিশয় কোন কর্ম্ম নয় ভাল। অতি দানেতে বলী পাতালে গেল।
অতি দর্পেতে লঙ্কাহত, সবংশে নিপতিত, হইল রাজা দশানন
তার এক নিদর্শন রাধে শুনগো শুন, ওগো রাজা দুর্য্যোধন,
অতি মানেতে সবংশেতে মজিল।
মান্ধাতা সগরাদি, তাঁরা সব পুণ্যমতি, অতিশয় পুণ্যে হলো রাজ,
শেষে পেলে লাজ, সেই মহারাজ, (ওগো) রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ,
ও তাঁর ন সর্গে ন মর্ত্যেতে বাস হ'ল।
রাধে ক্ষমাকর ক্ষমাকর, দুর্জ্জয় মান ক্ষমা কর,
পায় ধরে কৃষ্ণ গুণাকর, কৃষ্ণের কোমল কর পদে দিয়ে কর,
বলে সদাশিব, রাধে মানীর মান গেল ॥১৮৩৯॥

মনোহর সাই।

ও ললিতে সে কৈ গো, আমার পায় ধরা শ্যাম কোথায় রইল।
কেন বা মান করেছিলাম, মানে মাধব হারাইলাম!
তোরা খুজগে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে।
আমার রনের নাগর কোথায় যায়না যেন ॥১৮৪০॥

কীর্ত্তন।

ও বিনোদিনি! ও নয় বজ্রের ধ্বনি, তোমার প্রাণ কেশব, করে বংশীরব
ওনয় বাসব-অস্ত্রের রব, হলে সেবক, গোপীসব বলত জৈমিনি
জ্ঞান হয় শ্রীনিবাস, অঙ্গে নাই পীতবাস, বিদ্যুত-বাস মেঘের সহিত।
বাসব নয়, বাঁশি করেতে, চূড়া শিরেতে, রাই নাম তার লোা শুনে ॥১৮৪১

আলেয়া—আড়া।

দেখলাম যত নারী বসে নীরে, নিয়ে সে কমলিনীরে,
বারিণী বাড়িছে আঁখিনীরে।
কেও বলে আয় আয়গোধনী, কেও বলে যায় যায়গো ধনী
কেহ দিছে হরি ধ্বনি, ধনীর ধ্বনি শুনবে কি আর ফিরে।
কেহ লয় তুলসী চন্দন, করে গঙ্গাজল জলগো,
যার লেগে অন্তর্জ্জলে, কাজ কিরে তার অন্তর্জ্জলে,
হরিবল অন্তকালে, কালে কি করিবে কিশোরীরে,
কেও ধরে প্যারির চরণ, বলে ত্বরায় আয়গো,
যে চরণ গিরিধর ধরে, সে চরণ ধরায় গো,
যে চরণে শ্যামনাম লেখা, কাজ কিরে তার সেই নাম ডাকা।
হৃদন বলে ও বিশখা মরবেনা, রাই পুনঃ আসবে ফিরে ॥১৮৪২॥

কীর্ত্তন

কা'ল যামিনী গুণমণি, কোন্ রমণীর কুঞ্জে ছিল।
নয়নে অঞ্জনের রেখা, বল দেখি কে শিখাইলে।
বাসর শয্যা করি প্যারি, বিফলে গেল সর্ব্বরী,
সে স্বাদ বিষাদ করি, নারীর কুল মজাইলে।
কিবা ধর্ম্ম পরিহরি, ধর্ম্মে মন দিয়াছ হরি,
কি বলিব গুণমণি নিশি শেষে দেখা দিলে ॥ ১৮৪৩॥

মনোহর সাই।

বিনে গুণ পরিখিয়ে রাই, দিলে মন পরকে রাই।
যার বাঁকা নয়ন জোড়া ভুরু, সে যে কুল মজাবার নটের গুরু।
যখন জল ফেলে জল ভরতে গেলি (রাই), তখন নিষেধ করেছিলেম রাই
কালার পানে চাইস্‌না গো রাই, হেসে কথা কইস না গো রাই,
তা তো তুমি শুনলেনা রাই।
ভাল কি মন্দ দুদিন পরখ করে দেখ্‌লেনা রাই ॥১৮৪৪॥

মনোহর সাই।

দেখ্ আসিয়ে চন্দ্রাবলী, কুঞ্জ দ্বারে বনমালী।
অঙ্গে রাধা নামাবলী, ডাক্‌ছে রাধা রাধা বলি।
যদি দেখবি গুণনিধি, আয় সকলে,
কিঞ্চিৎ বিলম্ব হলে, ছলে ছলে যাবে চলে ॥১৮৪৫॥

খাম্বাজ—ঠেকা।

যারি দেখরে খত এনেছি দাস খত। সুধু খত বলে নয় এ খত॥
দেখ না চেয়ে রাধার পায়ে, তোদের রাজার দস্তখত।
জান না এই খতের সন্ধি, পড়ে এক বিপদে বন্দী,
করে ছিলেন কিস্তিবন্দী, হবে এই যুগে শোধ বাদ,
খত দিয়ে যে সাধাসাধি, সুদন তার আছে ইসাদী,
এখন কপাল গুণে তোদের লাধি, যদি পথ পাবি দে পথ॥১৮৪৬॥

সিন্ধুমল্লার—তিওট।

সে কি কাল দেখে এলি কাল যায়, কালের কাল যায় সে কাল পূজায়
সেই কাল দরশনে জীবের কাল দরশন যায়, আমি ভাল জেনে তোরে
ভাল বাসিলো অন্তরে, ভাল শুনিবার তরে এত ভাল নয়।
ভাল জানা গেল, তোর ভালত ভাল ভাল,
ভাল হলে হতো তাহে ভালোদয়। কালরূপ জেনো ভালরূপ,
শশিভাল যাকে ভাল বাসে, তোরভাল লাগেনা তায়।
ও জটিলে একি বটে, থেকে জলধিতটে,
জলাভাবে যাবে জীবন পিপাসায়॥১৮৪৭॥

বোনাটী—একতালা।

আর কি রবে (থাকে) কুল এসেছে গোকুল ডুবাইতে অকুল সাগরে।
আর কি যাবে কাশী, হের্‌লে কাল শশী দাসী হবি বাঁশী শুন্‌লে পরে॥
আমরা নারী করি অন্তঃপুরে বাস, অন্তরে নিবাস করেন শ্রীনিবাস,
স্বামী সহবাস ঘুচলো গৃহবাস (নাইরে) শ্যামের বাঁশের বাঁশী
বনবাসিনী করে, বাঁশীর স্বরে সতীর সতীত্ব দমন।
ফুরে যায় সতীর পতির প্রতিমন, মত্ত জগজ্জন, যমুনা উজান,
বেগে ধায়রে, যখন বংশীধর বংশী ধরেন অধরে॥১৮৪৮॥

দেওগিরি—ঢিমা কাওয়ালি।

আহুত এসেছি মোরা রবাহুত কও কারে,
আবাহন করেছে রাজা তাই এসেছি তোদের দ্বারে।
যদি যেতে দেওরে বাধা, ধর এই দেখাওনে বাধা,
হের্‌লে আর মানবে না বাধা, আন্‌বে বাধা মাথায় করে।
আমরা ত নই অত্র মানী, তোদের রাজার পত্রে জানি,
জান্‌তে পারি, শুনতে পারি, আগে হোক রে জানাজানি,
তোদের রাজা যে যদুরায়, আর রাধার নফর গোকুলে কয়,

কর্ত্তে চাও কাঙ্গালি বিদায়, দ্বারি গোকুল তোরা চিনিস্ নারে।
তোদের রাজার নীলমণি নাম, ছিল মোদের বৃন্দাবনে,
লয়ে আমরা সকল ধেনু চরাইত বনে বনে,
সুদন বলে শুন দ্বারি, কেন কর ডেরিমেরি,
তোদের রাজার লালন মেরি, একবার এনে দেখাও ঘারে ॥১৮৪৯॥

পরজ বাহার—ঠেকা।

এস রাজমহিষি, শুন কথা হেতা,
এমন ত শুনি নাই কথা, সুধামাখা মধুর কথা, শুনে যে সরে না কথা
যার কথা শুনে মন হরে তার রূপ কে কহিতে পারে,
নইলে মনোহরের মন হরে, সে কি গো সামান্য কথা।
শুনেছি যে কথা সে কথার কথা নয়,
হৃদয়ে পশেছে কথা বল্যে পাছে যায়,
যে ধনীর এমন ধ্বনি, না জানি কেমন তিনি,
জ্ঞান হয় নিস্তারিণী জগতে বলে যার কথা॥
তুমি বল গোপের মেয়ে কত রূপ ধরে,—
কে কেমন রূপসী এস দেখাই তোমারে,
সুদন বলে কও কি কথা, শুন নাই শ্রীরাধার কথা,
কৃষ্ণ সদা থাকেন তথা, হেতা কেবল কথার কথা॥১৮৫০॥

কীর্ত্তন।

বল দেখিরে শুক শারি তোরাতো কুঞ্জে ছিলি।
কোন পথে গেলরে আমার মনচোরা বনমালী।
কি দোষে ত্যজিল কান্ত, সে তদন্ত না জানি, অন্তর হইয়ে দিল
অন্তরে কালী, (ওরে) শুক আমার আজ একি হইল, সুখ সম্পদ ঘুচিল
সুখে নিশি পোহাইল দুঃখ কারে বলি, সুখে ছিলাম,
সুখে নিয়ে কৃষ্ণ শুক পাখী, হৃদি পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে সে রাধায় দিলে ফাকী
[illegible] আর সুধাবে ব্রজে রাধা রাধা বলি॥১৮৫১॥

পরজ বাহার—ঢিমা কাওয়ালি।

গঙ্গাতে কি পায়, বলিতে আমাদের লজ্জা পায়,
গঙ্গা জন্মেছিল যাহার পায়, সে ধরে এই পায়।
যেমন গঙ্গা ভবের তরি, তাঁর তরি এই চরণ তরি,
বিপদে ডোবে যার তরি, সে ধল্লে তীর পায়॥
কৃষ্ণ পূজা কর্ত্তে বল আমা সবারে,
সেই কৃষ্ণের পরম পূজনীয় দাঁড়ায়ে দ্বারে,

দ্বারি তোদের রাজা যিনি, তিনি খাতক ইনি ধনী,
একবার শুন্তে পেলে ধ্বনি, এসে পড়বে পায়॥
কি করিব আর দান, প্রাণ দান করেছি,
সেই দান ফিরায়ে নিতে হেতা এসেছি,
দান ধ্যান পুরশ্চরণ, আমাদের এই রাধার চরণ,
তাই ভেবে দাঁড়ায়ে, সূদন যদি চরণ পায়।.১৮৫২॥

বিভাস—তেওট।

তোদের সে কানাই হেথায় নাই ;
আমাদের সে মহারাজা তোদের সে কানাই।
আমাদের সে ভূপাল, তোদের সে গো-রাখাল,
কি বলিস্ রে রাখাল বিবেচনা নাই॥
এ বিশ্ব সব বিশ্ব যার হল রে,
তোদের সঙ্গের লাঙ্গল বলিস্ রে তারে,
যারে যারে রাখাল, যেথানে তোর গোপাল,
পাবিরে প্রতিফল রাজার আজ্ঞা নাই।
আমাদের রাজার উপরে কে আছে রাজা,
পালারে সব শিশু পাবিরে সাজা,
যারে যা গোরক্ষক, চিনিস না গোরক্ষক,
সূদনের যে রক্ষক তা বিনে কেউ নাই॥১৮৫৩॥

দেওগিরি—ঢিমা কাওয়ালি।

কমলিনী আজ একি, কমলে কামিনী দেখি,
চরণ কমলে নীল কমল কে দিল কমল মুখি।
একেতো শ্যাম কাল কমল, জলে ভাসে নয়ন কমল,
কর কমলে চরণ কমল, কমল কানন নীরখি॥
কমলাসেবিত কমল পদে গো! সেই কমল আখি,
পড়ে তোর চরণ কমলে ওমা ওমা কল্যে একি,
গঙ্গা যার চরণ কমলে, হয়ে ত্রিলোক নিস্তারিলে,
সে দায় পড়ে তোর পায় ধরিল তুই কেন তায় হলি সুখী॥
যার নাভি কমলে ব্রহ্মা হয়ে কল্যেন সৃষ্টি স্থিতি,
সে ভাসে আজ মান তরঙ্গে, দেখিনে তারি স্থিতি,
যে করে সৃষ্টি স্থিতি লয়, সূদন কয় আজ মনে এই লয়,
প্রলয় কল্যে চাঁদমুখী॥১৮৫৪॥

পরজ বাহার—ঢিমা কাওয়ালি।

এসে দ্বারিকায়, যে লজ্জা বলিব দ্বারিকায়,
যজ্ঞ কি আমাদের যোগ্য ও যজ্ঞ এই পায়।
ত্যাগ যজ্ঞ যাহার জন্যে এই দেখ সেই যজ্ঞ কন্যে,
তোদের রাজার কত পুণ্যে এসেছেন হেথায়॥
আমরা কি এসেছি যজ্ঞে কর অনুমান,
রাধার দাস এসেছি নিতে পাইয়ে সন্ধান,
রাজনন্দিনী দিলে আজ্ঞে, যা থাকে তোর রাজার ভাগ্যে,
বন্ধন করিব এই প্রতিজ্ঞে দেখাব সভায়॥
নাতক খাতক বলে আমরা আসি নাই হেতা,
শুনে এলেম ঋষি মুখে, বৈভবের কথা,
সূদন বলে দিলাম শমন, হাজির কর রাধারমণ,
রোকা করে দিব এখন ধরাই যে পায়॥১৮৫৫॥

রাধাকৃষ্ণের মিলন।

বসিলেন রাই সিংহাসনে, আপনা বঁধুয়া সনে,
উভয়ে যুগল হল, গেল বিচ্ছেদ হুতাশনে, ললিতা কয় অদর্শনে।
কালাচাঁদের করে ভানু কত চন্দ্র পায়, রাইকিশোরী চাঁদের মালা
চাঁদে চাঁদ মিশায়, অতুল্য তুলনা রূপ তুল্য ত দেখিনে,
শ্যাম তুল্য রাই বিনে॥
কোন ধনী বলে ধনি দেও হরির ধ্বনি,মিলিল মিলিল বামে হের রাই ধনি
সূদন বলে ও যেরূপ ত্রিলোকে না পায় ধ্যানে, ধন্য ব্রজবাসীগণে॥
কবি কয় তোমরা সবে হরি হরি বল শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ দোঁহার মিলন হইল

ঝিঁঝিট—মধ্যমানের ঠেকা।

কি কাজ ভূষণে, দরশনে।
কি ভূষণ এখানে আছে সকল ভূষণ লয়ে গিছে
নয়ন ভূষণ শ্যাম দরশন, শ্রবণ-ভূষণ বাঁশীর গানে।
হৃদি পদ্মে শ্রীপাদ পদ্ম ছিল যে ভূষণ,
পদ্মে পদ্ম করেছিলেম করিয়ে যতন,
(এখন) পদ্ম ছেড়ে পদ্ম গিছে আর কি ভূষণ তা'তে সাজে,
এ পদ্ম মুদিত হয়ে আছে, পাদপদ্ম ভূষণ বিহনে।
দেহের ভূষণ ছিল গো সেই কালাচাঁদের দেহ,
যে ভূষণ বিচ্ছেদে এখন সদা হচ্ছি দাহ।
আর কি পুন পাব তাহে, মিলন করব দেহে দেহে,
দেহের ভূষণ সাজবে দেহে, শীতল হবে তাপিত প্রাণে।

তোমরা সহচরী সবে কর এই কাম, আমার অঙ্গে প্রতি অঙ্গে লেখ কৃষ্ণনাম
ভূষণ লাগি প্রাণ আছে সেই নাম লেখ হৃদয় মাঝে,
সূদন বলে লেখা আছে চেয়ে দেখ চরণ পানে ॥১৮৫৭॥

থাম্বাজ—একতালা।

কি কর কি কর শ্যাম নটবর যাই সর নিজ কাজে।
আমরা গোকুলের গোপ ললনা, তুমি মনে কিতা জেনেও জাননা,
ছলনা ছাড়না, ছুঁওনা ছুঁওনা, মরি মরি হরি লাজে।
চপল নয়ন শরবরিষণ, করোনি হৃদে বাজে,
মিনতি করি, করে ধরি হরি, ক্ষমাকর পথ মাঝে।
ওহে চতুর কালা ত্রিভঙ্গ, করোনা কখন রমণী সঙ্গ।
সর সর লাগে অঙ্গে অঙ্গ, হেন কি তোমারে সাজে ॥১৮৫৮॥

আলেয়া—মধ্যমান।

শ্রীরাধিকা নামে নারী, কে আছে বৃন্দাবনে, সেই সাধ্বী আদ্যাশক্তি,
মুক্তি তাঁর দরশনে। সেই নারী রমণীর শিরোমণি, রুদ্রের রুদ্রাণী,
রক্তবীজ রণস্থলে আরক্ত রূপিণী। তিনি রামায়ণের রক্ষা হেতু
রঘুনাথের রাণী, রাসলীলারসে এখন রাধিকা রঙ্গিণী,
রমানাথ-রামা তিনি, রুক্মিণী রসবতী রসেশ্বরী রজনী রাই
তিনি রমাবতী। যাঁরে ঋষিতে রসনা হৃদে রাধা রাধারটে,
রাজার নন্দিনী রাই রঙ্গিণী জাপটে, রাইধনী বলে সবে ধনী করে ধ্বনি
ধুমাবনী ধর্ম্মবতী তিনি সুরধুনী, যে ধ্বনি শুনিলে পরে কোকিল ত্যজে ধ্ব
সে ধ্বনির তুলনা ধনি কে এমন ধনী, ধরনী ধরের ধনী ধ্যানধারিণী॥
ধন্য ধন্য নাম ধরে সতী প্রেমধনী, যাহার অধরে হেরি শশধরে,
এ ধারায় এমন ধারা অন্যে কেবা জানে ॥১৮৫৯॥

থাম্বাজ—একতালা।

কেমনে বা সরি, বলনা কিশোরি, পড়েছি রূপেরি ফাঁদে,
হানি খরতর নয়নেরি শর, তাহে শরীর করে জর জর,
অথচ বলিছ সর সর সর, কি জানি কি অপরাধে।
এ পথে আসিয়ে তোমারে হেরিয়ে, পড়েছি এ প্রমাদে,
কি করি এখন করিতে গমন, চরণে চরণ বাঁধে।
করিনি বটে রমণী সঙ্গ, তুমি সে স্বভাব করিলে ভঙ্গ,
এবে মানা কর ছুঁইতে অঙ্গ, এরীতি কি রীতি রাখে ॥১৮৬০॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

দেখ্ না গো জলে কি জ্বলে, নিরখিয়ে দেখ্ সকলে জলধর জলে।
একে জল কালো,তাহে কালা কালো,পাছে কালো একালো মিশেযায়
জলে নয়ন ঠেরে বলে,তোল রাই জলে পড়িবেনা জলে,আমি যে জলে,
প্যারি! লয়ে যাও জল, দূরে যাউক নয়ন জল হেরে যেন এ জল
বিপক্ষ জ্বলে। ব'লে ব'লে হাসে,আর জলে ভাসে, ভেবে মরি ত্রাসে,
পাছে যায় ভেসে,সুদন কয় কেন ডর
ভাসা নয়কো নূতন তাঁর, ভেসেছিল একবার বহুকাল জলে ॥১৮৬১॥

বিভাস—ঠেস কাওয়ালী।

কেনে গো ধনি, নাই ধ্বনি, নয়ন মুদিয়ে পৈল ধরাতে ধনী।
কাঁপে থর থর, হইয়ে অধীর, ধরাতে অধর ধর গো ধনী।
বিসথা গো শুন শুন, কর গো দরশন,
রসনা চাপিয়ে আছে দশনে দশন.
বিনে সে শ্যামবরণ রাইর লীলা সম্বরণ,
হ'ল বুঝি এখন—মৈল যে ধনী।
এহেন সোণার কায়, প'ড়ে মৃত্তিকায়,
এ জ্বালা না সহে কায়, দুখ বলি কায়;
হ'ল রাইর কণ্ঠশ্বাস, মোদের-না সরে শ্বাস,
সুদন কয় নাই বিশ্বাস, নিরাশ্বাস গণি ॥১৮৬২॥

ভৈরব—একতালা।

নাচিয়ে গাইয়ে বংশী বাজায়ে নটবর যদুরায়।
সহ ধেনুগণ প্রফুল্লবদন চঞ্চল পদে ধায়।
যুগল চরণ রাজীবরাজে, মৃদুল মধুর নূপুর বাজে,
মাথায় মোহন চূড়া, রবিকরে পায়।
বাজায়ে বিনোদ বিনোদ বাঁশী, রাধিকা হৃদয় করে উদাসী,
মোহিত সব গোকুলবাসী, গোকুল নীরব তায় ॥১৮৬৩॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

যে জ্বরে জ্বরেছে তোমার কানাই।
মা তোমায় কেমনে জানাই, এমন ছেলের এমন রোগ দেখিনাই,
কফেতে পেয়ে অপচার, বাতপৈত্তিক দোষেতে বিকার,
এ ব্যাধি ঘুচায় সাধ্যকার, এ ব্যবস্থা শাস্ত্রেতে লেখা নাই।

সরদি দাহ বাহ্যে মোহ হয়েছে কি রোগ গো,
যে জন এ রোগে ভোগে সে জানে এ রোগ গো, বায়ুকে রেখেছে কফে
ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ কাঁপে, তৎপরে পিপাসা হবে, তখনি প্রমাদ হবে জানাই
আমায় এনেছিলে ভাল তাইতে চিন্‌লেম্‌ রোগ গো,
সুদন বলে এই ব্যাধি, রাধাজানে সে ঔষধি,
আমাকে আনিলে যদি, ত্বরায় তাঁরে আনগো আর বেলা নাই ॥১৮৬৪॥

পরজ—ঠেকা।

দুখে পায় হাসি, সবে বলে শ্যাম প্রেয়সী,
অকলঙ্ক শশী ভজে এখন কলঙ্কে ভাসি।
যে পদে আশ্রয় ক'রে, ভব কলঙ্ক যায় দূরে,
সে পদ হৃদে ধ'রে হয়েছি দোষী।
যেথা সেথা হরি কথা শুনি জগতে,
জ্ঞানে হরি, ধ্যানে হরি, হরি কয় অন্তে,
আমি যদি বলি হরি, ননদি হয় বিষ হরি।
নিতে আসে প্রাণ হরি ধরিয়ে অসি।
যে চরণ-বারি ভবে হবে ত্রাণ কারিণী,
সে পদ আশ্রয়ে আমি অপবাদিনী,
সুদন কয় কি ব্যঙ্গ কর, কলঙ্কের অলঙ্কার পর,
হরিনামে উল্লাস'ব, শঙ্কাকে নাশি ॥১৮৬৫॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

শোন কৈ, সে প্যারীর কথা কৈ, সে প্যারী বাঁচে কৈ,
কেউ ডাক্‌লে প্যারী কৈ, কেবল বলে হরি কৈ।
যমুনা পুলিনে এনে, রেখেছে রাই পদ্মবনে,
কেহ বল্‌ছে রাইর শ্রবণে, হরি হরি কৈ।
শ্রীরূপের কোলে শ্রীঅঙ্গ, শ্বাসহীন স্থিরাপাঙ্গ,
হিমাঙ্গ হয়েছে ত্রিভঙ্গ, তোমা বৈ ॥১৮৬৬॥

ভৈরবী—কাওয়ালী খেমটা।

শ্যাম চাঁদ আমি হারা, বঁধু মোর নয়নের তারা।
তোরা যে বলিস্‌ গো মোরে, নিন্দা করিবার তরে,
লেগেছে কিরূপ অন্তরে, তিলেক না যায় পাসরা।
যে গুণে হই বনবাসী, জানে তাহা বনবাসী,
মিছে মোরে কর দোষী, প্রেমেতে কিশোরী জরা ॥১৮৬৭॥

মঙ্গল বিভাষ—ঢিমা কাওয়ালি।

লাজে মরি, হেসে মরি, দুঃখে মরি হে কৃষ্ণধন।
যে তোমায় দান করেছ চন্দন, সেই হয়েছে প্রেম মহাজন।
কভু দুঃখ সাগরে ভাসি, কভু তোমায় দেখ্‌তে আসি,
রাজরাণী হইল দাসী, শুনে হাসি তারি কারণ।
রাজা নয় এ সাজা তোমার বুঝিতে ভুলেছ, গঙ্গা তেজে কূপে ডুবে
ভাগা মেনেছ; মথুরায় পেয়ে রাজ-টীকে, রাণীর বিষয় দিলে টীকে,
এত দিন যে আছ টীকে, কেবল সেই বিধাতার ঘটন॥
রাজা নয় এ সাজা তোমার তাত বুঝেছ,
কি বুঝে কুব্জার বোঝা মাথায় করেছ—
সুদন কয় বুঝেছ বোঝা, তুমি হরি চতুর্ভুজা,
তেজে রাধা মাধব বোঝা পাক বেঁকে হয়েছ রাজন॥১৮৬৮॥

জয়জয়ন্তী—ঢিমা কাওয়ালী।

দেখ্‌লাম কত নারী বসে তীরে, লয়ে সেই কমলিনীরে,
নীরে নিবারিছে আঁখি নীরে।
কেহ বলে আয় গো ধনি, কেহ বলে যায় গো ধনী,
কেহ বলে দেও হরির ধ্বনি, ধনীর ধ্বনি আর কি শুনব ফিরে॥
কেহ বলে মা! অঙ্গ জলে কর অন্তর্জলি, যার কৃষ্ণ লাগি অন্তর্জ্জলে,
কাজ কিরে তার অন্তর্জলে, এখন কৃষ্ণ বল অন্তিমকালে,
কি করিবে কালে কিশোরীরে। কেহ ধরে প্যারীর চরণ বলে মা!
ধর আয়;—যে পা ধরে বংশীধরে সে পা আজ ধরায়;—
যার চরণে শ্যাম নাম নাম লেখা, তার কাছে কেন নাম ডাকা!
সুদন বলে ও বিসথা, মরুবে না রাই দেখা পাবে ফিরে॥১৮৬৯॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এখন বাঁশী ভাল বাসিনে, তাইতে আসিনে,
নইলে থাকত যাওয়া আসা আর সে আশা রাখিনে।
যখন ছিল ব্রজে বাঁশী, তখন ভাল বাসতাম বাঁশী,
এখন নাই সে ভাল বাসাবাসি, এ কোন বাঁশী তা চিনিনে।
বাঁশী ভাল বেসে মোদের আছে কি বাকি,আবার দিতে চাও যে বাঁশী
বিবেচনা কি,—শুনলে তোমার বাঁশের বাঁশী,
থাক্‌তেম না হে বাসে বসি গেছে মাসামাসি এখন দেখাদেখি রাখিনে।
যে বাঁশীতে কুল নাশি এসেছ ফেলে, আর কেন সে বাঁশীর কথা
গিয়েছি ভুলে,—শুনলে হতেম বনবাসী, না শুনলে ত উপবাসী,
সুদন বলে দেখ্‌তে আসি, বাঁশী দিতে আসিনে॥১৮৭০॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সব রাখাল লয়ে আজ দেখলাম ভূমেতে শয়ন।
পড়ে আছে গাভীর গায়হ, কেহ কেঁদে কালার গুণ গায়,
কেহ বলে আর ময়না গায়, ত্যজিবে জীবন॥
কোন শিশু করে রোদন, ধরে গোবর্দ্ধন,
কেউ বলে কি করিস্ ও তোর নয়ত কৃষ্ণধন,
কেহ ফিরে ধেনু ধরে, বলে ঐরূপ কানুধরে,
নয়নে না বারি ধরে, অমনি ধরায় হয় পতন।
কোন শিশু ধেয়ে নবীন তরুর ডাল ধরে,
ডাল ভেঙ্গে যায় পত্র শুধায় আর এক ডাল ধরে;—
সুদন কয় যার বিধি বাগে, যে ডাল ধরে সেই ডাল ভাঙ্গে,
কপালগুণে পাষাণ ভাঙ্গে, এমনি তার ঘটন॥১৮৭১॥

ভৈরবী—ঢিমে কাওয়ালি।

দেখনা ও কে নারী, ঐ যে যমুনা কেনারি।
দেখি নাইক এমন নারী, চেয়ে দেখ নারি, ও নারী চিন্তে নারি।
যে নাগর এসেছে তারি তরে এ নারী,এ নারী কেমন নারী; বুঝিতে নারি,
কুল ছেড়ে, অকূলে ভাসে একা নারী, ও নারী কেমন নারী,
মনে অনুমান করি, ব্রজ নারী। এ নারী হেরে পলাবে কুব্জা নারী,
সুদন কয় চেন না নারী,গোকুলে যে নারী, সে নারীর দাসী এ নারী॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

অঙ্গ ক'র না দাহ, (সহচরি গো) জ্বালাইও না, ভাসাইওনা,
জ্বালাইলে এ জীবন,যদি এসেন রাধার জীবন,হেরিবেন জীবন শূন্য দেহ
হইলে শব বান্ধি গো সব রাখিস্ তমালে, এলে কেশব বলিস্ ঐ শব,
বান্ধা তমালের ডালে,যদি কেশব,চাহে এ শব,তোরা তাহা দিবি কিসব
বলিস্ বান্ধা, আছে সে শব, যেশব কেশব তুমি চাহ।
মৃতাঙ্গ ত্রিভঙ্গ যদি পুনরায় দেখে, তবে সঙ্গ পাব যদি এ অঙ্গ থাকে,
যেরূপে মৃতাঙ্গ হরে লয়ে ছিল কান্ধে করে,
সুদন বলে, সেই প্রকারে লবে এই মৃতদেহ॥১৮৭৩॥

সরফরদা—ঢিমা কাওয়ালী।

চিন্তে যদি চিন্তামণি, তবে কি আর চিন্তাগণি,
চিন্তা করে কেঁদে মরবে ধনী।
চেন কি না চেন হরি, আমরা চেন চেন করি,
দেখে ছিলাম ব্রজপুরি, ধেনু চরাতেন আপনি॥

মাখন চোরা ছিলে ব্রজে কর হে মনে,
নন্দের বাধা বৈতে মাথে পড়ে কি মনে,
করিতে গোপীর বস্ত্র হরণ, এখন বুঝি নাইক স্মরণ।
আমাদের খুব আছে স্মরণ, বিস্মরণ কেবল আপনি,
বৃন্দাবনে নিধুবনে শ্রীরাধার মানে,
ছুটী চরণ লৈতে মাথে, নাই কি তব মনে ;
সূদন কয় ও কথা কেনে, এখানে সকলি মানে,
ক্ষমা দেও ত কথা মেনে, কাজ কি এত চেনাচেনি ॥১৮৭৪॥

জয়জয়ন্তী—ঢিমা কাওয়ালি।

দূতি যদি যাবে মধুপুরে, আগে তাই বলো না পুরে।
ভূপতি সে বসে আছেন পুরে। চিন্‌বে না সে চিন্তামণি,
একেত সে চিন্তামণি, তাতে পেয়েছে রমণী ?র মণি চরণ নূপুরে।
যদি বলি চিনিনে রাই কোথায় সে গোকুল, ? ব ব'ল যে গোকুলে
চরাতে গোকুল, যখন ছিলে বৃন্দাবনে, বৃন্দা গিয়ে বসুত বনে,
জাননা নিকুঞ্জ বনে, সাধিতে হে যুগল করে ধরে।
যদি একবার না চায় ফিরে, না এসো ফিরে, বলো তারে ফিরে ফিরে
যাতে সে ফিরে সানুকূলে চাও হে ফিরে, চলহে গোকুলে ফিরে,
রাই বাঁচায়ে এস ফিরে, সূদনে দেও দেখা ফিরে ॥১৮৭৫॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কুবুজি কি বলিব কি বুঝি, জান ত যত বুঝি,
যা বুঝে করেছ প্রেম আমরা কি তা বুঝি।
তিন বাঁকাতে আমরা ব্যাকুল, পাঁচ বাঁকাতে তুমি আকুল,
ভাসাইয়ে গো কুল এই কুল করেছ বুঝি॥ রাই হতে কুলিনী কুবুদ্ধি,
গরবে বেঁকেছ বুঝি, নূতন কুল করে হয়েছ কুলীন রাজাজী ;
দাসীকে করেছ রাণী, রাজনন্দিনী কাঙ্গালিনী,
সূদন বলে দেখ্‌লে তিনি হবে বোঝাবুঝি ॥১৮৭৬॥

প্রভাস।

বাহার—ঢিমা কাওয়ালি।

হায় কি—না জানি, কমলে রাই কমলিনী,
কমলবদনী, হচ্চেন কমল কামিনী।
কিবা শোভা পদ্মপাতায়, পদ্মমুখীর ছুটী পা—তায়,
পদ্মলোচন যে পা মাথায় করেছেন শুনি।

আহা মরি উহুমরি করছে সব লোকে,
লোকনাথ বিহনে প্যারী যায় পরলোকে।
ওমা কি বল্‌লে লোকে, ব্রজের বালিকা বালকে,
ঘোষণা রইল ত্রিলোকে, এই প্রেমের ধ্বনি।
কেহ বলে মৈল প্যারী শুনাও কৃষ্ণনাম,
কেউ বলে যে নামে মরে সে নামে কি কাম,
সুদন কয় বিনা শ্যামবরণ প্যারীরত লীলা সম্বরণ
যে ভজে তার দুঃখে মরণ, চিরদিন শুনি ॥১৮৭৭॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

চল প্রভাসে, আর কার আশে, রব সুখ বাসে,
বুঝিলাম কথার আভাসে, আর কানাই এলে না এসে।
এতদিন ছিলাম যার আশে, সে যদি নাহিক এসে,
তবে চল কানাই নিবাসে এখানে না প্রাণ বসে॥
ব্রজনাথ হইতে কি ভাই হল এত ব্রজের মায়া,
একি মায়ায় ভুলে আছি মিছে মায়ার কেন মায়া,
ত্রিজগতে ভুলে যার মায়ায়, সে ভুলে আছে কার মায়ায়,
চল দিয়ে দেখিগে মায়া, কি মায়া জানে সে দেশে,
সুদন বলে কর মন্ত্র, হবে না নৈরাশে।১৮৭৮॥

পরজ—ঠেকা।

হায় কি করিলে, গোকুলেতে তুমি যারে ডাক্‌তে মা বলে,
সে কাঁদে আজ ধুলায় পড়ে শ্রীকৃষ্ণ বলে।
অঞ্চলে বান্ধিয়া ননী, বলে কোথারে নীলমণি,
শুন্‌লে তার ক্রন্দনের ধ্বনি, অমনি পাষাণ যে গলে॥
শিশুকালে লালন পালন করে থাকে মায়,
জননীর মত দয়া দেখতে না যায়; সময়ে গেলে, কার বা ছেলে,
কা কস্য পরিদেবনা, দেখতেছি তাই তোমা হতে,
মা বলে সেই মা চিন্‌লে না, মা পেয়ে মা দেবকীরে,
ভুলেছ মা যশোদারে, সুদন কয় কান্দায় গো তারে, যারে মা বলে॥

পরজ—ঠেকা।

এ সময়ে কে শুনালি বীণে পুলিনে।
ফিরে কি আর বাজাবি নে, শুনি নাই সুমধু বীণে, সেই মধুসূদন বিনে।
বীণায় কৃষ্ণ নামের ধ্বনি, বিনে কৃষ্ণ নাহি শুনি,
যে নাম শুনে পেলাম প্রাণি, সেই কৃষ্ণনাম কি আর বলবি নে।

ও আমি মরি মরি আবার যে মরি, কত সবে সইলো বল সবে হরি,
যে নাম শুনিলে প্রাণ বাঁচে, সেই কৃষ্ণ কি ব্রজে আছে,
তবে কে বাঁচালে মিছে, কি কাজ বেঁচে কৃষ্ণ বিনে।
এইত কৃষ্ণ পেয়েছিলাম পেয়ে অতি কষ্ট,
এমন সময়ে কেবা বীণায় বল্লে কৃষ্ণ কৃষ্ণ,
বীণায় শুনি কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ পাওয়ায় হলেম বাম,
সুদন বলে এমনি নাম, মলে বাঁচে ধ্বনি শুনে ॥১৮৮০॥

ভৈরবী—কাশ্মীর খেমটা।

বারণ করলো সই (তারে)
আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজেনা বাজেনা।
আমরা গোপেরি বালা, না জানি বিরহ জ্বালা,
ছল করে জল আনা সাজেনা সাজেনা ॥১৮৮১॥

সিন্ধু—ঠেকা।

দ্বারে এ বেলা দেখা দে গোপাল; দ্বারীগণে বধে প্রাণে,দেখিয়ে কাঙ্গাল
ননীর তরে করে করে বেঁধেছিলাম তোরে,
(গোপাল) সেই বাদ সাধিলি পেয়ে রে তোর দ্বারে।
(গোপাল) প্রাণ থাকিতে দেখা দেরে, নৈলে মরিরে মরিরে
মাতৃ হত্যা হ'ল দ্বারে যজ্ঞের কিবা ফল।
ক্ষণেক কাল যদি তোরে না দিতাম নবনী,
পায় ধ'রে কেঁদে বল্‌তিস্ ননী দে জননী,
(গোপাল) আমি রে তোর সেই জননী,
দ্বারী বলে কাঙ্গালিনী, সুদন বলে আর কি রাণী, আছে সে কপাল ॥

বিভাস—কাওয়ালী।

এখন কেন পারবে চিন্তে, হয়েছ হে নিশ্চিন্তে,
চিন্তে থাকলে পারতে চিন্তে, চিন্তনা শ্যাম সে সবচিন্তে।
করতব স্বচিন্তে, চিন্তে থাকলে পারতে চিন্তে, আমি পেরেছি চিন্তে,
তুমিত পারনা চিন্তে, বট নবীন নবীন চিন্তে, নবীন হলে পারতে চিন্তে
নবীনে প্রবীণে চিন্তে, কি কাজ অসার চিন্তা চিন্তে,এখন তব কাচিন্তে
রাজাবট রাজ্য চিন্তে, গিয়েছে পা-ধরার চিন্তে,
যে চিন্তে শ্যাম আমায় চিন্তে, এসেছি যে ভেবে চিন্তে,
পার কি না পার চিন্তে,যে ছিল তোমার চিন্তে তোমায় এখন সে চিন্তে
সুদন বলে দিয়ে চিন্তে, তুমিত আছ নিশ্চিন্তে ॥১৮৮৩॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

বলে হাসি ওগো রাজমহিষি! (ওমা!) তোরা কেমন মেয়ে?
আমায় প্রণমিলে আসি, আমরা তা'তে গোপের মেয়ে।
আমি রাধার দাসীর দাসী, আমায় প্রণমিলে আসি,
শুনলে মোদের শ্যাম প্রেয়সী, হাসবে কত শ্যামকে ক'য়ে।
সে নহে সামান্য মেয়ে, যত মেয়ের ত্রাণকারিণী,
কে আছে তাঁর সমান মেয়ে, সে যে ব্রহ্মময়ী কাল-বারিণী।
কৃষ্ণ নামের অগ্রে রাধে ব'লে জগতে আরাধে,
কৃষ্ণ যাঁর মানের বিষাদে, মান সেধেছেন যোগী হ'য়ে।
অপরাধী পেয়ে ব্রজে প্যারী ত্যাগ ক'রেছেন যাঁরে,
তোমরা পেয়ে যত মেয়ে, পতি করেছ তাঁহারে।
দাস খত লিখে দিয়ে, হেথা এসেছে পালাইয়ে,
সুদন বলে তাঁরে পেলে যাব মোরা বেঁধে লয়ে ॥১৮৮৪॥

বিভাস—কাওয়ালী।

আর কি গুরু ভয় আছে, রাজা ভাল শিখায়েছে,
গুরুর প্রতি গুরুদণ্ড করে হেথায় এসেছে।
ত্যজ্যকরে এসে গুরু, এখন পদ পেয়েছে গুরু,
মানে কি আর লঘুগুরু, রাজা হয়ে ভুলে গেছে।
তখনি ত্যজেছি কুলে যখন শ্যাম ছিল গোকুলে;
এখন দেখি গোকুল গোকুল কেবল ভাসিছে অকূলে।
দেখে তোদের রাজা সুশীল, আগে দিয়েছি কুলশীল,
দিয়া শীল হয়েছি শীল, শীলতাসব ঘুচায়েছে।
তোদের যে ধর্ম্ম অবতার কেবল ধর্ম্মনাশার গুরু,
সুদন কহিছে শ্রীগুরু, কেবা শিষ্য কেবা গুরু,
দোঁহাকেই বলব গুরু, সেই গুরু ভয় হয়েছে ॥১৮৮৫॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

তীর্থক্ষেত্র মিথ্যা জ্ঞান করি শুনরে দ্বারি।
শুনেছ বৃন্দাবনতীর্থ, এসেছেন সে তীর্থেশ্বরী ॥
তোমরা যেতে বল তীর্থে, তীর্থবাসী যায় কি তীর্থে?
ত্রিজগত বাঞ্ছে যে তীর্থে, সেই তীর্থ এসেছি দ্বারি।
শুনেছ যে রাধাকৃষ্ণ দেখনাই দ্বারি,
দেখ নিত্যপুরে নেত্র সেই রাধা প্যারী;
আগে কৃষ্ণ পেয়েছিলে, তাইতে এখন রাইকে পেলে,
পেয়ে আর যেওনা ভুলে, যদি যুগল দেখবে দ্বারি।

দ্বারী হওয়া কেমন তাত জাননা দ্বারি,
দ্বারীর সঙ্গে ক'রে দ্বন্দ দোহে তোমারী,
উভয়ের অভিসম্পাতে, উভয় এসেছে হেথাতে,
সূদন বলে ছাড়রে পথে, আর হ'তে হবেনা দ্বারী ॥১৮৮৬॥

বিভাস—কাওয়ালী।

দেখে এলেম বৃন্দাবনে, সেই যমুনা পুলিনে,
পঙ্কে পড়ে পদ্মমুখী আছে পঙ্কজবনে।
লয়ে বারি পদ্ম পত্রে, কেউ দিচ্ছে শ্রীমতীর গাত্রে,
তথাপি না মেলে নেত্রে, কেবল বহে জীবনে।
কেউ বলে রাই মরে মরে, উদ্ধরি মারে মারে,
বাঁচাইতে নারিলাম মা রে কি বলবে হরি আমারে ॥
কেউ বলে আর কেন জ্বলি, এস করি অন্তর্জলি,
শেষে হ'য়ে গলাগলি, মরি গিয়ে জীবনে।
বিসখা বলে বিসখা কেবা নাকি হয়ে থাকে,
এমনত দেখি নাই কেহ প্রেমের লাগি প্রাণ ত্যাগে।
কোথাবা তোর প্রাণ-সখা, কার জন্যে বা মরিস্ একা,
সূদন বলে ও বিসখা, যে বিসখা সেই জানে ॥১৮৮৭॥

বিভাস—কাওয়ালী।

দেখে এলেম তব রাধারে, হরি যমুনার ধারে।
প্যারী চন্দ্রাধরে, কোন সখি ধরে,জীবন রবে ব'লে জীবন দিচ্ছে ধারে।
হস্ত দিয়ে কেহ দেখে প্রাণাধারে,তাহে হয় না জ্ঞান প্রাণ আছে আধারে
তব প্রেমধার এতই কি রাই ধারে,বধিলে তাহারে বিচ্ছেদ অসিধারে।
কেহ লেখে তব নাম শ্রীমতীর কায়,তুলসী মঞ্জরী আর গঙ্গা মৃত্তিকায়,
পঞ্চবটী ক'রে যমুনা পুলিনে, রেখেছে প্যারীকে তার মধ্যস্থানে
কেহ তব নাম বলিছে শ্রবণে, যমুনা প্রবলা গোপীর নয়ন ধারে।
অন্তর্জ্জল কেবল রাধার আছে বাকী, অন্তর্জ্জল এতক্ষণ তাহা আছে কি
রাধা যদি মরে ওহে রাধানাথ, কে আর বলিবে তোমায় রাধানাথ।
মনে ভাবি তাই শ্রীদ্বারকানাথ, রাধানাথ হ'লে বাঁচাতে রাধারে ॥১৮৮৮

সিন্ধু—ঠেকা।

ধর্ম্ম অবতার, রাখলে ধর্ম্ম তার, গুরু মারা বিদ্যা যে তোমার।
রাধা তোমার প্রেমের গুরু, শুনেছি হে কল্পতরু,
যে তোমারে প্রেম শিখালে, তাঁরে তুমি খুব শিখালে,
ধর্ম্ম খেয়ে রাখলে ধর্ম্মভার।

পদ পেলে কি এতই বাড়ে, গুরু বিবেচনা হরে,
গুরুকে লঘু জ্ঞান করি, সে গুরু মাননা হরি।
রাইকে ক'রে কুলত্যাগী, তুমি হ'লে গুরুত্যাগী,
বল দেখি ধর্ম্মে সবে কি ?
সইল যত কুলাঙ্গনা, কিন্তু শ্যাম ধর্ম্মে সবেনা,
কেউ সবেনা তোমার ব্যবহার।
গোচারণ ঘুচেছে তোমার, আচরণ ঘুচেনাই হরি,
গুরু মারা পাতকের ফল কিছুই কি ফলবেনা হরি,
(আমি) বলে যাব কুবুজারে বড় ভালবাস যারে,
গুরুত্যাগী বল্‌বে তোমারে।
গুরুনিন্দা অধোগতি, গুরু বধলে তার কি গতি,
মদন বলে কি গতি আমার ॥১৮৮৯॥

পরজ—ঠেকা।

গোকুলে সে দীপ, কোন দীপ ছিলনা এ দীপ,
অন্ধকার করেছ গোকুল নিবাইয়া দীপ।
তাদের ত জ্ঞান নাই দীপাদীপ, হারাইয়া ব্রজের প্রদীপ,
আমিত হলেম অপ্রদীপ, তারা দিনে চায় প্রদীপ।
অন্ধকার করেছ গোকুল, নাইকো দিবাকর,
কেবল শ্রীরাধীকে মদন বল্‌ছে দিবাকর, তুমি হলে স্থানান্তর,
তারা হলো প্রাণান্তর, কেন হলে দ্বীপান্তর, করে নিষ্প্রদীপ।
বাঁশিতে গাইতে যাঁর নাম জয় রাধে রাধে, এখন ত্যজিলে কে রাধে,
কি অপরাধে, মদন বলে ওহে ঋষি। এখন আর বাজবে না বাঁশি।
করঙ্গ—ধারী সন্ন্যাসী হবে নবদ্বীপ ॥১৮৯০॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

এ কে ভুবন মোহিনী, বিদেশিনী।
কে নারী চিনিতে নারি, নারী হেরে ভোলে নারী,
আহা। মরি কি মাধুরী, যেন এ নারী সৌদামিনী।
মরি মরি কি লাবণ্যে যেন রাজকন্যে,
কি জন্যে এসেছে হেথায় দেখি মনঃ-ক্ষুণ্নে,
তরুণী নবযৌবনী, ভাব যেন বিবেকিনী,
মলিন চাঁদবদনী যেন নূতন প্রণয়ে বিরহিণী।
এ রমণী যাঁর রমণী, সে যে শিরোমণি,
কি জন্যে ত্যজেছেন তারে, কি ত্যজেছেন তিনি,
কি জানি কি রসাভাসে, সদানয়ন জলে ভাসে,

জ্ঞান হয় আভাসে, যেন রতন হারা কাঙ্গালিনী।
এলোকেশে এলোকেশে, তোরা কি পারিস্ চিন্তে,
হেরিয়ে জুড়াল আঁখি দূরে গেল চিন্তে।
যায় হেরে যায় ভবচিন্তে, তাঁর যে দেখি ভাবাচিন্তে,
সুদন বলে তাইতে চিন্তে, হারায়েছেন চিন্তামণি॥১৮৯১॥

মাথুর—বিষয়ক।

—০—

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রিয় সখিরে সেই তরী ঐ যে পারে।
এপার থাকিতে যে তরণী পার হতেম যত তরুণী,
এখন দেখ তরুণী সেই তরণী, এখন থাকে পর পারে,
তুরিতে ত্বরিতে মোরা যেতেম বিকিতে, আসিতে আসিতে পেতেম
তরী তীরেতে, এখন বিনে গো সই কর্ণধারে, ভাসিতেছে তরী ধারে,
আর ত চেয়ে না বাধারে, যেন কত ধারি ধারে।
শ্রীহরি কাণ্ডারী যখন ছিল তরীতে আমাদের তরাত তটে ত্বরা তরীতে।
এখন আমরা বলি তরি, তরার নাই তার ত্বরা তরি॥
সুদন কয় পেলে ঐ তরী হরি সঙ্গে যাব পারে॥১৮৯২॥

মান ভঞ্জন।

দেখনা চেয়ে পায় মরি হায়, প্যারী তোর রাঙ্গা পায়,
চরণ কমলে নীল কমল; আহা মরি! কি শোভা পায়।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ যাঁর পায়, তার শিরে কি পা শোভা পায়,
প্যারী আর ঠেলিসনে দুপায়, কৃষ্ণধন কি যে পায় সে পায়।
সুদন বলে ও রাঙ্গা পায়, বলী পাতালে পদ পায়,
আর শুনেছি ও রাঙ্গা পায়, জাহ্নবী জনম পায়॥১৮৯৩॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

আমি কাঙ্গালিনী নই, দ্বারি! শোন রে কই।
যার ধনেতে তুমি ধনী, সেই ধন হারা কাঙ্গালিনী
আর কিছু নিতে আসিনি, আমার সেই কৃষ্ণধন কই॥
অন্য ধন কি গণ্য করি, মাত্র যে ধন সেই ধন গণি,
আমার সে ধন অতুল্য ধন, অমূল্য ধন রতন মণি,
নীলমণি নীলকান্তমণি, তার কাছে কি পরশমণি,
দ্বারি তোরে দিব মণি, দেখাও যাদুমণি কই॥

রজত কাঞ্চনের কথা, তুলনা দিতে তুলনা,
আমার সে যাদু বাছাধন, একবার পেলে আর ভুলবেনা
সুদন বলে ভুলি মণি তুচ্ছ করে অন্য মণি
যে ধন সাধন করে মুনি, সেই ধনের কাঙ্গালিনী হই ॥১৮১৪॥

মনোহর সাই—রূপক।

লম্পট নিরদয়, তোমায় দয়াময় বলে হরি কোন্ গুণে।
কেহ চন্দন দানে,বসে সিংহাসনে,কেওবা প্রাণদানে স্থান পেলেনা চরণে
কুব্জা বিপিনে, হইল নবীনে, হেদে ও শ্যাম! তোমা বিনে,
যেমন রাম বিনে জানকী অশোক বনে।
রাজ কন্যা বনবাসী, দাসী হয় রাজমহিষী,
সকলি তোমার কৃপায়, যারে রাখ পায় সে সকলি পায়,
হরি যারে না রাখ পায় বিপদ ঘটাও পায় পায়,
হাসি পায় হে পায় ধরার দিন পৈলে মনে ॥১৮১৫॥

ভৈরবী—ঢিমা কাওয়ালী।

আয়রে গোপাল আয় কোলে।
যাছিল হ'ল কপালে, মায়েরে তোর দ্বারের দ্বারী,
কাঙ্গালিনী বলে এসে দেখ নয়ন তুলে॥
আর আমি বান্ধিব না রে তোর কর যুগলে,
সামান্য বন্ধনে বেঁধে মরি জ্বলে,
প্রেম ডোরেতে বাঁধতাম যদি ওরে কাঁচা ছেলে,
তবে কি আর আস্‌তে ফেলে।
আর নইলে প্রাণ ত্যজিব কৃষ্ণরে বলে,—
মাতৃহত্যার পাতক হবে আমি রে মলে,
সুদন কয় সেই ভয়ে ভীত বড় তোমার ছেলে, ধর্ম্মশীলে চিরকেলে॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

শ্রীপতি ত্যজলে শ্রীমতী এ আর কি মতি,
নাই সে রতি মতি হে সংপ্রতি নৃপতি।
ত্যজিয়ে রাই চাঁদের মালা, কুব্জা হল জপমালা,
কাচ পেয়ে কচ্চো নাকো মতিতে মতি।
আমাদের রাই গজমতি,আর তার মন একমতি, তোমাবিনা মত্তমতি,
এমনি দুর্ম্মতি,দেখ্‌তে এলেন এখন কি ভাব,যার নাই রাখালের স্বভাব
সুদন বলে বাঁকায় বাঁকায় বেঁকেছে মতি ॥১৮১৭॥

মনোহরসাই—রূপক।

ও গো বিসাখা, রাধার প্রাণ সখা সখারে কাঁদালে কে।
গলিত অম্বর, নাইকো সম্বরি, কাঁদে পীতাম্বর, পীতাম্বর দিয়েচখে।
কে কল্লে এমন, দক্ষালয়ে শিব যেমন, অরণ্যেতে রাম যেমন,
সীতে হারাইয়ে কেঁদেছিল স্ত্রীর শোকে॥
শ্যামের মুখে নাই সে হাস্য শুরুদণ্ডের শিষা, ঔদাস্য দাস্য ভাব উদয়,
হেরে শ্যাম উদয়, আকুল হৃদয়, খেদে যায় কালীদয়,
রাধার হৃদয় ধন হৃদয় ছাড়া কল্লেকে॥১৮৯৮॥

বিভাস—ঠেস্ কাওয়ালী।

মোহন চূড়া লাগে পায়, আমাদের প্রাণে ব্যথা পায়,
রাজার মেয়ে হয়ে প্যারী, যা করিস্ তাই শোভা পায়।
যে শ্রীহরি ধ'রে ত্রিপায়, তাঁর চূড়া ভেঙ্গেছিস্ বাঁপায়,
তবু তায় চাইলেনা কৃপায়, যাঁর পায় ধ'রে কেউ পা না পায়।
যা হইতে তুই নারীর চূড়া, ভাঙ্গলে গো তাঁর মাথার চূড়া,
শুনেছিস্ যে ভেঙ্গে চূড়া, কে কোথায় হয়েছে চূড়া।
যে চূড়া তুই দিয়েছিস পায়, ত্রিজগত তাঁর পায় পিণ্ডপায়,
সুরধুনী জম্মে যে পায়, তাঁর অপরাধ কি পায় পায়।
ঐ কৃষ্ণধন যে পায় সে পায়, তা তুমি জানত প্রায়, প্যারী।
তোর ইকি অভিপ্রায়, পায় ধরে তায় ধরালি পায়।
যাঁর সনে পুতনা দিন পায়, বকাসুর সুর সমাজ পায়,
সুদন বলে ধরি দুপায়, তায় আর ঠেল না পায়॥১৮৯৯॥

মনোহরসাই—রূপক।

ওগো রাজ কন্যে, একা কি জন্যে অরণ্যে কর রোদন।
সে যে বহু (রাধারি) বল্লভ, জগতের দুর্লভ,
একা তোমার প্রাণ-বল্লভ নয় নন্দের নন্দন।
তাঁরে যে ভাবে, তাঁরে সে পাবে, আছে ভাব পঞ্চভাবে,
কেবা কোন্ ভাবে, করে রেখেছে বন্ধন।
যেমন স্বাতী নক্ষত্রের বারি, কৃষ্ণ প্রেম নেত্রের বারি,
সর্ব্বত্র না হয় সঞ্চার, সচিত্ত যাহার, বিচিত্র তাহার,
শুনি শাস্ত্রেসার, বিনা আত্মসার, মলয় কি হয় চন্দন॥১৯০০॥

বিভাস—ঠেস্ কাওয়ালী।

কমলিনি! আজ একি কমলে কামিনী দেখি,
চরণ কমলে নীল কমল, কে দিলে কমল মুখি।

একেত শ্যাম কাল কমল, জলে ভাসে নয়ন-কমল,
কর কমলে চরণ কমল কমল কানন নিরখি।
কমলা সেবিত কমল পদ গো সেই কমল—আঁখি,
সে পড়ে (তোর) চরণ-কমলে ওমা! ওমা! কল্লে ইকি।
গঙ্গা যাঁর চরণ কমলে, হয়ে ত্রিলোক নিস্তারিলে,
সে দায়ে প'ড়ে তোর পায় ধরিলে, তুই দিলি পা কোন মুখী।
যাঁর নাভি কমলে ব্রহ্মা হয়ে কল্লে সৃষ্টি স্থিতি,
সে ভাসে আজ মান তরঙ্গে দেখিনাই তাহার স্থিতি,
যে করে সৃষ্টি স্থিতি লয়, সে দেখি তোর চরণে লয়,
সুদন কয় আজ মনে এই লয়, প্রলয় কল্লে চাঁদমুখী॥১৯০১॥

মনোহরসাই—রূপক।

ও গো সুচিত্রে! বল সুচিত্রে,কোথায় সুচিত্রে চিত্তনাথ করেন বিহার
আমি জানি তাঁর যেমন চিত্ত, কল্লেকে এমন চিত্ত,
চিত্রে গো যেমন চিত্র ময়ূরে গ্রাসে চিত্রহার।
ভাবিয়ে গুনাগুণ তাঁহার,বাসর শয্যা হইল শয্যা-কণ্টক,সখি না হেরে শ্রীকণ্ঠ
শুকাইল হৃদ্ কণ্ঠ, যেমন নীলকণ্ঠ বিষদায়ে উৎকণ্ঠ।
তাঁর আশায় প্রাণ কণ্ঠাগত, রজনী গত দিবাগত,
নিদ্রা নিদ্রাগত, আহার করে আহার॥১৯০২॥

মনোহরসাই—রূপক।

কমলিনি গো, রাই তোর প্রেম সিন্ধু ক্ষিরোদ মন্থন হতেছে।
সুধাতাতে চন্দ্রানন, বরিষে অনল, তাতে হলাহল বিষ গরল উঠেছে
রাধার অমর কুল, চন্দ্রাবলীর অসুর কুল,
এ হয় তাদের উভয় দুকুল, তাতে মান সাপে কাল গরল ঢেলেছে।
ভয়ে সখি সব উৎকণ্ঠ নাহেরে শ্রীকণ্ঠ,
শ্রীকণ্ঠ নীলকণ্ঠ সমান, রাখতে মানীর মান,
অমরের সম্মান হরি সে বিষ করিলে পান,
অজ্ঞান হরের প্রায় হরি ঢলে পড়েছে॥১৯০৩॥

মনোহরসাই—রূপক।

ওগো ও সখি, দেখ জলে কি জ্বলে যেন মণি জ্বলে।
হায় গো সে যে কাল শশী, কাল জলে আসি,
ধ'রে কমলী হাসি হাসি কি বলে॥১৯০৪॥

মনোহরসাই—রূপক।

হরি কোন্ অংশে, বল কোন বংশে কারে করেছ সুখী।
নাম বটে দয়াময়, কথায় বটে কাজের নয়,
নামে শমন ভয় দমন হয় হে তাই ডাকি।
কথা মিথ্যা নয় সত্য বলি,বলিহে বনমালী বলীর যজ্ঞেতে রূপ প্রকাশ,
কল্পে বালীনাশ, শঙ্খাসুর বিনাশ, পুরাণেতে আছে প্রকাশ,
শুনে রজক ভাষ, বনবাস দেও জানকী ॥১১০৫॥

মনোহরসাই—রূপক।

ওহে শ্রীহরি হে, আজকার শ্রীহরি।
দুর্জ্জয় মানে উন্মত্ত কেশরীর প্রায় কিশোরী॥
যেরূপ মান ধ্বনি, কিরূপ হয় না জানি,
যেমন শুম্ভ নিশুম্ভ নাশিনী শিখরিণী,
রণে শিবানী স্বয়ং রূপ ভয়ঙ্করী।
যেমন ভূভার নাশিতে, দৈত্যকুল বিনাশিতে।
মানময়ীর মানেতে।
যেমন শ্রীরামের সীতে অসিতে হেরি॥১১০৬॥

বেহাগ—একতালা।

ধরম করম সকলি গেলো, শ্যাম পূজা মোর হ'লো না।
মন নিবারিতে নারি কোন মতে, ছি ছি কি জ্বালা বলনা॥
কুসুম অঞ্জলি দিতে শ্রীচরণে, ত্রিভঙ্গিম ঠামে পড়ে সখি মনে,
পীতবসনে হেরি নয়নে, ভাবিতে দিগ্বসনা।
ভাবী নর মালী কালী, অসি করে ; হেরি বনমালি বাঁশরী অধরে,
ত্রিনয়না ধ্যানে বঙ্কিম নয়নে, হেরি হই সই বিমনা॥১১০৭॥

সাহানা—আড়াঠেকা।

যাবি যা মথুরায় আনিতে বঁধুকে,
কথা ক'য়ো ভাব বুঝে, যাতে মান থাকে।
অভাগিনীর কপাল মন্দ, মনেতে হয় কতই সন্ধ,
যদি না আসেন গোবিন্দ, পাবিনে আমাকে।
আমি ভালবাসি মান, রেখগো আমার মান,
বৃন্দে সখি শুন শুন বিরলেতে কহি,—
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন, আমার সেই কৃষ্ণধন,
মানেতে ধরেন চরণ, কি কব তোমাকে॥১১০৮॥

বিভাস—তিওট।

বৃন্দে কৈ গো কৈ বৃন্দাবনে চাঁদ, পশ্চাচলে চলে ঐ গগন চাঁদ।
গেল সর্ব্বরী, অনুমান করি, কোন্ চকোরী চাঁদ উদয় হেরি,
কে প্রেম ফাঁদে ধরেছে মোর কালাচাঁদ ॥
বিনে শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণপক্ষ, যে পক্ষে শুক্ল পক্ষ, সেই পক্ষে সপক্ষ প্রাণনাথ
এ পক্ষে আঘাত, যেন পক্ষাঘাত,একি ব্যাঘাত,বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
নেত্রে নীলাঘাত, হতেছে নক্ষত্র চাঁদ।
করে নির্দ্দোষীর দুরদৃষ্ট,কোন্ দুর্ম্মুখী কল্লে নষ্ট, দৃষ্টধন আদিষ্ট নৈরাশ,
না পুরিল আশ,কে পুরালে আশ, আমার মুখের গ্রাস,কে কল্লেসর্ব্বগ্রাস,
যেন রাহু গ্রাস হয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ।
একে নিশি কাল, তাহে শশীকাল,
কাল কোকিল কাল, জ্বালায় সর্ব্বকাল,
কালে কাল স্বরূপ হলো সখি সখ চাঁদ ॥১১০৯॥

মুলতান—যৎ।

এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি বৃন্দে সই। উভয় সঙ্কট সখিরে ;—
যদি ত্যজি গোকুল, তবে হাসে গোকুল, যদি রাখি গো—কুল,
তবে কৃষ্ণধনে বঞ্চিত হই। প্রাণ স'পে কৃষ্ণের পায়,
যে প্রকার নিরুপায়, কেউ ডেকে সুধায় না একবার,
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রাণ যায়, নিরুপায়, কু-কথায় জ্বালায় অনিবার।
হ'লেম যার লাগি সর্ব্বত্যাগী, সে হ'ল আমাত্যাগী,
কইগো তার সুখের ভাগী,হ'লেম কই,কেবল কলঙ্কের ভাগী হলেম সই
আর কি কেউ গোকুলময়, শ্যাম প্রেমের প্রেমীনয়,
কলঙ্কের ভাগ কেবল শ্রীরাধার।
তুরে মিথ্যাবাদ, অপবাদ, দেয় কালার পরিবাদ,
বলে শ্যাম ভেবে শ্যাম-কলঙ্কিনী কাঁদচে ঐ ;
আমি কিরূপে গৃহে রই ॥১১১০॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

হরি ব'লে প্রাণ সই প্রাণ ত্যজিব,
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত হরির রাঙ্গা পদে মিশাব।
এ ভব যন্ত্রণা যাবে, আর কি মানব দেহ হবে,
আসিতে হবেনা ভবে, হরি ভেবে হরি হব।
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ, ল'বে হব চতুর্ভুজ।
ভণে রামচন্দ্র দ্বিজ, সাধকের এই ভাব ॥১১১১॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

কাল নিরদকেন অঙ্গে এলি।
তোর কি এত ধার, ছিলরে রাধার, রাধার মূলাধার, কোথা লুকালি॥
হৃদি পদ্মাসন, করে অন্বেষণ, পাইনে দরশন।
বিচ্ছেদ হুতাশন, কেন জ্বেলে দিলি।
মোহন বংশীধর, কাল শশধর, যারে গঙ্গাধর,
ভাবেন ধরাধর, সেই জলধর, আমার গিরিধর,
ধর ধর ব'লে কারে বিলালি॥১১১২॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

কি শোভা শ্যামের বামে রাধা বিনোদিনী।
নবজলধর কোলে যেন সৌদামিনী॥
আমারা কি অপরূপ নিরখি যুগলরূপ, কি কব তার স্বরূপ, তুলনা না জানি
মদন মোহন অঙ্গ, ললিত কাল ত্রিভঙ্গ,
রাধা রূপে আভা অঙ্গ হলো গৌরাঙ্গ,
রামচন্দ্রের অভিলাষ, পূর্ণ হইল মানস,
যুগল পদে হয়ে দাস, থাকি দিবা রজনী॥১১১৩॥

বসন্ত—তিওট।

কমলিনী গো, সদত কি থাকে অলি কমলে।
তোমার শ্যামরায়, যেন চঞ্চল প্রায়, যখন যথা যায় মধু খায় গো সেই ফুলে
ত্রিভঙ্গ কাল, সে ভৃঙ্গ কাল, জানা আছে চিরকাল,
এরা দুইকাল ভাল নয় কোন কালে।
দেখ কৃষ্ণ গুণ বংশীস্বর, অলির গুণ গুণ গুণ স্বর, দুই স্বর শরজাল যেমন
স্বর্ণকার যেমন, কুম্ভকার যেমন, স্বভাবে তোর কৃষ্ণ তেমন,
হলে স্বকার্য্য সাধন, ফেলে যায় চলে॥১০১৪॥

বিভাস—তিওট।

কৈগো বৃন্দে সই, বৃন্দাবন চন্দ্র কৈ, গগনেরচন্দ্র অস্ত হলো ঐ॥
সাধে সাজালেম বাসর শয্যা, ছিছি এ কি লজ্জা, লজ্জা পেলেম সই,
যারে দেখবনা দেখে তায় আকুল হই।
কার জন্যে অরণ্যে আর রই॥
একবার উঠি একবার বসি, পড়ে তাপের উপরে তাপ,
ঐ এলো প্রাণনাথ, বলে কুঞ্জের দ্বারে আসি,
এসে দেখি সই প্রাণের কৃষ্ণ কৈ, তখন এমনি হই, আমি যেন আমি নই॥

সাহানা—যৎ।

ভেবনা কিশোরী তোর বঁধুকে যাই আন্তে।
শ্যামের বামে বসাইব, ক'রোনা কো চিন্তে,
দাস খত ল'য়ে করে, বাঁধিব সেই বংশীধরে,
আমি এনে দিব তাঁরে, তব পদপ্রান্তে।
থাকিতে এ বৃন্দে দাসী, মনেতে কেন উদাসী,
এনে দিব কালশশী, ধৈর্য্য ধর রাই।
মুদিয়ে দুটী নয়ন, কৃষ্ণপদে রাখ মন।
পাবে সে সাধনের ধন, তব নীলকান্তে ॥১১১৬॥

বিভাস—তিওট।

বিনা হৃতে বিনোদিনী, বৃথা গাঁথ ফুল মালা।
মালা যে দিবে গো জ্বালা, না এলে চিকণ-কালা ॥
যার লাগি গাঁথ হার, সে যাবে যমুনা পার,
গোকুল করে আঁধার, শুন ওগো রাজবালা ॥
মালা হ'য়ে ভুজঙ্গিনী, দংশিবে তোমারে ধনি,
তাই নিবারি কমলিনী, আর গেঁথনা ফুল মালা ॥১১১৭॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সখি অভাগিনী যায়,—
কাঁদিয়ে কাটায়ে কাল, কাঁদিয়ে পাসরায়।
দেহে কৃষ্ণনাম লিখে দাও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনাও,
করে ধরি দেহ মোর, ভাসিয়ে দিও যমুনায়।
ভেসে যাই যেন ওগো মথুরায়; রাধার দেহ দেখেন যেন শ্যামরায়॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কিসে সই এ বারি নিবারি বলনা।
ব্রজ গোপীর নয়ন বারি যমুনায় আর ধরেনা।
সেই বারিদ (নিরদ) বরণে, যখন সখি পড়ে মনে,
বারি আসে দুনয়নে, ধৈর্য্য হতে পারি না।
সুচিত্রে দেখেছি আমি, কাল হ'ল চিত্রগামী।
হয়েছি তার প্রেমের প্রেমী, প্রাণ সজনি,—
নয়নয় আমারি বস বঁধুর বশে সে অবশ।
কৃষ্ণ প্রেমের এই রস, রামচন্দ্রের ভাবনা ॥১১১৯॥

মিশ্র আলেয়া—দাদ্‌রা।

যাও যাও যাও কালাচাঁদ কুঞ্জে এসনা।
ঘুমের ঘোরে নিশি ভোরে কোথা থেকে এলে বলনা।
একি হেরি কিবা দেখি, ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি,
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাও শ্যাম হেথা এসনা।
রাই রাজা আজ দিবেন সাজা মনে তাকি তুমি ভাবনা ॥১৯২০॥

সোহিনী—যৎ।

কে আমার আছে গোকুলে, কলঙ্কিনী নাম রাধার সবাই গো বলে।
যিনি অখিলের পতি, তারে বলে উপপতি,
পাপ লোকের পাপমতি, ব্রজমণ্ডলে ॥১৯২১॥

সুবল সংবাদ।

শারী শুকরে, রৈল অসুখে শ্রীকুণ্ডে শ্রীরাধার শ্যাম।
যদি রাধানাথ রাধা ব'লে, ঝাঁপ দেন শ্রীকুণ্ড জলে,
সেই কালেরে, আসি সম্মুখে বলো জয় জয় রাধার নাম।
বড় সুখের ধাম, বড় সুখের নাম,
নামে ঐকান্তিক হলেই হয়, পূর্ণ মনস্কাম।
সব জগতে কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণ লন রাধার নাম, পরিণাম রে,—
যেমন বেদ বেদান্তে অভেদ শিবরাম ॥১৯২২॥

বিভাস—কাওয়ালী।

দেখে এলেম রাজকুমারী
কুঞ্জ প্রান্তে ধরাশনে, অমূল্য ধন কৃষ্ণধনে—নয়নে বহিছে বারি।
মুদিত যুগল আঁখি, ধুলায় অঙ্গ আছে ঢাকা
চূড়া ধরা কোথায় বা কি, অচৈতন্য বংশীধারী।
থেকে থেকে উঠছেন কেঁদে, কোথায় রাধে কোথায় রাধে,
মান ক্ষমা দে, মান ক্ষমা দে, মরি গো মরি মরি।
সাই শ্যামের সে লাবণ্য, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভিন্ন,
আভরণ সব ছিন্নভিন্ন, জীর্ণশীর্ণ সে মুরারী ॥১৯২৩॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ঐ যে বাজিল বাঁশী যমুনা পুলিনে। যমুনা পুলিনে সই কুসুম কাননে।
কি ক্ষণে যমুনায় গেলাম, কালরূপ কি হেরিলাম,
মন প্রাণ সব হারা'লাম, কালারি বিহনে ॥ [illegible] ॥

বিভাস—তিওট।

চাঁদে চাঁদে আজি মিলিল ভাল,
যুগল চাঁদের রূপে ভুবন আলো, আলো সই ভুবন আলো,
কালা চাঁদেরে ঘেরি, দাঁড়াল রাধা শশী,
হাসি-চপলা যেন জলদে মিলিল ॥১১২৪॥

গৌরী—আড়াঠেকা।

কোথায় আছে যদি সে আমার। কেন তবে কুঞ্জবনে হেন দশা রাধিকার॥
তরুলতা কেন শূন্য, বন পাখী শোক পূর্ণ,
কেন ব্রজ শূন্যাচ্ছন্ন, উঠে কেন হাহাকার।
বাঁশরী ফিরায়ে দেছে, রাধানাম ভুলেগেছে,
না হলে বাজিত বাঁশী, রাধা ব'লে শতবার ॥১১২৫॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

দেগো বৃন্দে আমারে যোগী সাজায়ে।
সর্ব্বত্যাগী হব আমি শ্রীরাধার মানের দায়ে॥
এই লওগো গুঞ্জহার, কুঞ্জে না রহিব আর,
কাশীবাসী অঙ্গীকার, কাজ কি বাঁশী বাজায়ে।
এই লও গো পীতাম্বর, পরায়ে দেও বাঘাম্বর,
ভজিব ভব দিগম্বর, মানদণ্ডে দণ্ডী হয়ে।
ত্যজে বাজুবন্দ বালা, ঘুচাইব সকল জ্বালা,
লহ বনমালা দেহ অস্থিমালা পরা'য়ে।
দ্বেষে না রাখিব দ্বেষ ত্যজিব নাগরালী বেশ,
ধরিয়ে চাঁচর কেশ, দেও জটা বিনায়ে।
ভালবাস ভালবাসি, ভালবাসে ব্রজবাসী,
এই লও গো চূড়াবাঁশী, দেও যমুনায় ভাসায়ে।
অর্দ্ধচন্দ্র দেও আনি, শিরেধর সুরধুনী,
চন্দন ঘুচায়ে ধনি, দেও বিভূতি মাখা'য়ে।
আর কিছু নাহি অপিক্ষে, মননে করিয়ে শিক্ষে,
রাই মান করিবে ভিক্ষে, শিঙ্গে ডম্বুর বাজা'য়ে ॥১১২৬॥

মাঝ মিশ্র—পোস্তা।

যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে,
একলা এসে কদম তলায় দাঁড়িয়েছে আমার তরে।
যত বাঁশরী বাজায় তত পথপানে চায়, পাগল বাঁশী ডাকে উভরায়;
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে মানভরে ॥১১২৭॥

সিন্ধু—খেম্‌টা।

আজ আস্‌বে শ্যাম গোকুলে ফিরে, আবার বাজবে বাঁশী যমুনা তীরে।
আমরা কি করিব, কি বেশ ধরিব ?
কি মালা পরব ? বাঁচব কি মরব সুখে।
কি তারে বলিব,—কথা কি রবে মুখে ;
শুধু তার মুখ প্যানে চেয়ে, দাঁড়ায়ে ভাসব নয়ননীরে ॥১১২৮॥

ভৈরবী—যৎ।

ভিক্ষে দিতে যেওনা যেওনা যেওনা কিশোরী।
একবার অমনি বেশে রাবণ এসে রামের সীতে নিল হরি ॥
কোন কথায় হটিলে, কেন কোন দায় ঘটিলে,
যদি জটিলে না লয় জটালে, যায় যাবে কুটীলে চুরি।
মানের দায়ে শ্যাম হারাই প্রাণের দায় আছি রাই,
পাছে ভিক্ষের দায়ে রাই হারাই, ভিক্ষে দে রাই ভিক্ষে করি ॥১১২৯॥

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

শ্যাম সোহাগিনী, রাজার নন্দিনী, রাধা বিনোদিনী গলে।
পরাব এ মালা, দেখিব তাহে কালা, ভোলে কিনা আজি ভোলে ॥

বারোঁয়া—ঠুংরী।

যেওনা রাজনন্দিনী সে কুঞ্জ বনে, কামিনী যামিনী শেষে যাবে কেমনে
সুসজ্জিত হ'লে রাধে, হেরিতেছে সে কালা চাঁদে,
ভুগিবে গো পরিবাদে গুরুজনে।
শুনগো সে রাধে রূপসী যদি হয়ে গৃহবাসী,
হের না কালশশী, আঁখি অঞ্জনে।
আশুতোষ বাক্যে রাধে, ভাবিনে দেখনা হৃদে,
প্রাণ স'পে কালাচাঁদে, সুখী কোন দিনে ॥১১৩১॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আজ কে বাজালে বাঁশী অসময় রসময়,
জানত সতত মম আছে গুরুজন ভয়।
বাঁশী রাধা রাধা বলে, সখিরা সব কতই বলে,
শুনে শুনে অঙ্গ জ্বলে বিদরে হৃদয়।
সখিদের নামে কিহে বংশীরব হয় হায়। হায়।
তাহলে এ প্রাণ রাধা ত্যজিবে নিশ্চয় ॥১১৩২॥

ইমন কল্যাণ মিশ্র—কাওয়ালী।

বাজরে বীণা জয় রাধে শ্রীরাধে।
রাধা ব'লে বাজত বাঁশী মধুর নিনাদে॥
মিশে বীণে প্রাণের তারে, রাধা বল বারে বারে, ভাসায়ে প্রেমের পাথারে
বাঁশীর মত মাতবীণে রাধানাম বল সাধে,
প্রাণ ঢেলেদে রাঙ্গা শ্রীপদে॥১৯৩৩॥

মিশ্র আলেয়া—খেম্‌টা।

বেলা গেল ও ললিতে কৃষ্ণ এলনা। এ রমণী হতভাগী কপাল ভাল না
সে যে আমার গুণমণি, তারে রেখেছে কোন্ চাঁদবদনী,
আমায় কল্লে অনাথিনী ধর্ম্মে সবেনা।
আসি বলে গেল কালা, আমি গেঁথেছি বনফুলের মালা,
আমার মালা হ'লো জপমালা, উপায় হ'লো না॥১৯৩৪॥

লুম ঝিঁঝিট—পোস্তা।

আজ ফিরে যাও কালিয়ে সোণা। কুঞ্জে কালি এসোনা হে॥
হেরবেনা হেরবেনা হরি এখানে বসোনা হে।
নিশিতে করিছ যার প্রেম উপাসনা হে,
কিবা তার প্রেমসিন্ধু নীরেতে ভেসনা হে।
শ্যাম কলঙ্কিনী যার নাম ঘোষণা হে,
তারে ভালবাসনা কি ভালবাসনা হে?
অনুরাগে আছে রাধা হয়ে ভীষণ হে,
বসে আছে মানাসনে মানা শোনেনা॥১৯৩৫॥

ভৈরবী—খেম্‌টা।

আমার মনমজিল সখিরে কালার পিরীতে।
যে শুনেছে বাঁশীর গান, হারায়েছে মন প্রাণ,
যমুনা বহে উজান বাঁশী শুনিতে।
মনে করি ভুলে থাকি, ভোলা নাহি যায় সখি,
যেদিকে ফিরাই আঁখি পাই দেখিতে॥১৯৩৬॥

ইমন কল্যাণ মিশ্র—কাওয়ালী।

আরে রইও বাঁকা মদন মোহন, সেথা যেওনা শ্যাম,
আজ প্যারী অভিমান করেছে (কথা কবেনা, কবেনা)
কুঞ্জে শ্যাম শিখিগণ, সবে করেছে বর্জ্জন পরিধান নীলবসন,
আহা মরি, খেদে পরিত্যাগ করেছে॥১৯৩৭॥

জংলা—একতালা।

কি হবে কি হবে, হলো কি, একি দায়!
কায়া ছায়া দেখে রাণী গোপাল বলে ধরতে যায়।
গগনেতে দেখে শশী, বলে আমার কালশশী;
এনেদে ঐ প্রাণের শশী, ব'লে রাণী মূর্চ্ছা যায়।
জলে দে'খে নীলকমল, বলে আমার কালা কমল,
জলে কেন কালকমল গেল রোহিণি।
ধেয়ে গিয়ে সরোবরে, কালকমল লয়ে করে,
বলে এনেছি ধরে, যেন পাগলিনী প্রায় ॥১১৩৮॥

ইমন—যৎ।

অধৈর্য্য হইলে প্রিয়ে প্রেম রাখা বিষম দায়,
প্রাণ যায়, মান যায়, প্রেম দায় হয় প্রেম দায় ॥
অসম্ভব হলে ক্ষুধা, লোকে বলে দুষ্ট ক্ষুধা,
দিবসে চাঁদের সুধা, চকোরে কেমনে পায়।
তুমি হে প্রণয় দাতা, আমি প্রণয় গৃহিতা,
তরুলতা বিভিন্নতা, কে কোথায় দেখিতে পায় ॥১১৩৯॥

খাম্বাজ—খয়রা।

মরি কি লিখন তোমার, লিখেছ হে নাগরী চিন্তামণি।
দাসী কর রাণী, রাণী কাঙ্গালিনী ॥
কার শাকে বালি, কার দুগ্ধে চিনি।
কার ভাগ্যে কান্না, কার ভাগ্যে হাসি,
কার ভাগ্যে কাশী, কার ভাগ্যে ফাঁসি,
কারে স্বর্গবাসী, কারে শ্মশানবাসী।
বাঁশের বাঁশী করে বনবাসিনী ॥১১৪০॥

গৌরী—আড়াঠেকা।

বন হতে বনমালী আসিছেন রঙ্গে।
শ্রীদাম সুদাম নাচিতেছে সঙ্গে ॥
নানাবন অন্বেষিয়ে নানা কুসুম তুলিয়ে,
সাজায়ে দিয়েছে শ্যামকে যা সেজেছে অঙ্গে।
রাখিতে গোপীর মান, শ্রীকৃষ্ণ করুণা নিধান,
বাঁশীতে তুলিয়ে রে তান গৌরী প্রসঙ্গে ॥১১৪১॥

ললিত—পোস্তা।

এখন নূতন পিরীতে রতন বেড়েছে।
তুমি বাঁকা কুব্জা বাঁকা, দুই বাঁকাতে মিলেছে॥
তোমার যেমন বাঁকা আঁখি, কুব্জী তেমনি কোটর চোখী,
খাঁদা নাকে ঝুমকো নলক দুলিয়েছে।
সকলে নিন্দে যেমন সারিন্দে,
মাথার কাকে টাকের উপর পরচুলেতে ঘেরেছে।
ভাল ভাল গহনা গাঁটা, তাতে আবার ডায়মন কাটা
পরে যে ভাজন বুড়ী সেজেছে।
কিবা রূপসী মহিষী, ঠিক যেন রাহু আসি, কালশশী গিলেছে॥১১৪২

কালেংরা—একতালা।

পীরিতি না জানে বালা, গো সজনি, অকারণে ধন প্রাণে মজিল অবলা।
রতন বলিয়া গলে পরিলাম কলঙ্কের মালা॥
অমৃত রূপিল সখী, উপজে বিষের শাখী। কি জানে কুলের বালা।
কমলাকান্তের রীত, আগে না বুঝিয়ে, ঘটিল বিষম জ্বালা॥১১৪৩॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

কি দেখে এলাম সই যমুনারি কূলে, চূড়াবাঁধা ধড়াপরা কদম্বের মূলে॥
শুনিয়ে শ্যামের বাঁশী, মনহলো যে উদাসী।
ছল করে গোবিন্দ, রাধা রাধা বলে॥১১৪৪॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সখিরে কাল বরণ। মুছাইয়ে দেগো তোরা নয়নের অঞ্জন॥
যে যে সখি কাল আছে, আসিতে দিওনা কাছে;
কৃষ্ণমনে পড়ে পাছে, হেরিলে বদন, কোকিল তমাল পরে,
যদি কুহুরব করে, বলো তারে স্থানান্তরে করিতে গমন॥১১৪৫॥

ইমন—একতালা।

বারণ কর মন চোরারে আনিতে সজনি।
একে অবলা আমি সরলা, তাতে ঘরে ননদি সাপিনী,
দিবস রজনী আছে সহবাসে মরি ত্রাসে,
পাছে ভাসে মনে যাহা নাজানি।
লাজে মরিব হইলে লোকে জানাজানি,
রমাপতি ভাষে কি ভয় চন্দ্রবদনি॥১১৪৬॥

ভৈরবী—একতালা।

এ কেমন লেখা, লিখেছ হে সখা। না হয় চক্ষে দেখা, বুঝে উঠা দায়॥
কুবুজা কংশের দাসী, সে হয় রাজমহিষী, পূর্ণশশী রাধা লুঠিত ধরায়॥
কারে কর ধনী, কার হব ধনি, কারে বা নির্দ্ধনী, কর চিন্তামণি,
এমন যে মণি ইন্দ্রের শিরোমণি, দিচ্ছে হে মণি সে ফণির মাথায়॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেনা কেনা আছে পিরীতে। সুসম্পিরীতে।
যে জনা এর সার বোঝেনা, সেই মজেনা পিরীতে।
রাইকেনা শ্যামের পিরীতে, সখিকেনা যুগল পিরীতে।
গুরুকেনা শিষ্য পিরীতে, শিষ্যকেনা গুরুর পিরীতে,
ত্রিজগৎ কেনা পিরীতে, বদ্ধ আবদ্ধ আর পিরীত॥১১৪৮॥

রাধাকৃষ্ণের মিলন গীত।

শ্যামের সনে একাসনে, বিরাজে রাই কিশোরী।
শ্রীবৃন্দে আর বিসখা, ললিতে চিত্ররেখা, প্রেমেতে হয়ে মাখা,
কৃষ্ণভাবের ভাবিনী। চামর ব্যজন করে সখিগণ, কিবা যুগল মিলন,
প্রেম বরিষণ আমরি॥ মাধব নীলকান্ত মণি, হৈমাঙ্গি কমলিনী,
অঙ্গে মিশায়ে ধনি, রঙ্গ করে রঙ্গিনী। এমন মধুর ভাব, করিবারে লাভ
তাহে ভ্রমর ভক্ত, আছে ভুক্ত চরণ পদ্ম নেহারি।
শ্রীমুখে মধুর হাসি, নখরে শরত শশী, অধরে ধরে বাঁশী,
কি আনন্দ বিপিনে। ময়ূর ময়ূরী আর শুক শারী,
তারা হয়ে মত্ত, করে নৃত্য হেরে রূপ মাধুরী।
রাধা রূপ ধন্য ধন্য বৃন্দাবন স্বর্ণ বর্ণ। ত্রিভুবন পরিপূর্ণ, আনন্দে বলে হরি
নামে হর হরণ, কালভয় বারণ, পুরাও মনবাসনা,
কেলে সোণা, মধুচায় পদতরি॥১১৪৯॥

ইমন—একতালা।

কার বাঁশী বাজিল বিপিনে শুন সজনি গো,
অমনি নারি গো রহিবারে আর ঘরে, বুঝি বনে এলেন বনমালী।
চল চল গো সজনি ত্বরা করি, ক'রে বলি কৃতাঞ্জলি।
রাধেহং পরিধেহি নীলবসন মপি ভূষণং।
মুঞ্চ মঞ্জীর মধীর মুখর মতি ভীষণং॥
কর গো চিকুর বন্ধন, পর গো নয়নে অঞ্জন,
রমার বচন শুন গো, ঐ শুন শ্রীরাধা বলিয়া বাজিছে মুরলী॥১১৫০॥

বেহাগ—তিওট।

শুধু হেরিতে তোমায় মন প্রাণ চায়; কালা চাঁদ হে।
এত যে নিয়ত মরি লোক গঞ্জনায়॥
লোকে করে কানাকানি; আমায় বলে কলঙ্কিনী হে;
সদা ছল ধরে ননদিনী কথায় কথায়॥
মনে যে অভিমান হয়, সে কথা কথার নয়,
তাতে লোক লাজ ভয়, এ যন্ত্রণা কব কায়॥
কহে দ্বিজ রমাপতি, এ দুর্নামে কিবা ক্ষতি,
লোক লাজে কি ভয়, যদি থাকেন কৃষ্ণ সহায়॥১১৫১॥

কৃষ্ণের উক্তি।

এবার মানভিক্ষে চাই রাই, আমি তোমাবই আর জানিনাই।
করিস্তুতি, ও শ্রীমতী, (রাই গো) এখন বল আমি কোথায় যাই।
(আহা!)গোলোকের সম্পত্তিধন,সব দিয়েছি বিসর্জ্জন তোমারি কারণ
কেবল রাধাধনে হয়েধনী,(রাই গো) আমার অন্যধন আর কিছুই নাই
তোমার নামে হয় মরণ হরণ,কাল-নিবারণ ঐ চরণ করি মস্তকে ধারণ
কেন নিজদাসে বিনা দোষে, আমায় ত্যজনা হে ললিতাই।
তোমার শ্রীমুখের মৃদুহাসি, আমি যে ভালবাসি, শুনরূপসী।
আছি অপরাধি, নিরবধি, দেখ্‌ছি মান-তরঙ্গের নাইকো থাই।
আমার রাধানাম চূড়ার লেখা,তাই চূড়া বামে বাঁকা,
তোরা দেখ্‌ গো বিসখা। এবার কৃপা করে এ কিঙ্করে,
মন্ত্রবলে যেন অন্তে চরণ পাই॥১১৫২॥

পিলু বাঁরোয়া—ঠুংরী।

প্রেম রতনে যতনে রাখি বলে।
ননদি নাগিনী বিষম তাপিনী, কত কথা কয় ছলে॥
তাই গো সজনি, দিবস রজনী, ভাসি নয়নের জলে॥১১৫৩॥

ভৈরবী খাম্বাজ—খেমটা।

তোরা দেখ লো কিশোরী।
এলো এলো দেখলো এলো নয়ন বাঁকা বংশীধারী।
মনটী ভাঙ্গা নয়ন রাঙ্গা এমান ত্যজ লো প্যারী॥
ঐ আস্‌ছে মুরারি, ঐ আস্‌ছে মুরারি,
ওলো ওলো দেখনা ওলো নয়ন বাঁকা বংশীধারী॥১১৫৪॥

সুরট মল্লার—একতালা।

বাঁকা ভুবন মোহন একবার সোজা হয়ে দাঁড়াও।
ওহে বংশীধারী বংশী ছাড়ি করঙ্গ করেতে নাও ॥
তুমি শ্রীরাধার সনে, রাধা প্রাণে প্রাণে, ভিন্ন দেহে তবে রহিলে কেনে।
হেরে জুড়াই নয়ন, নীরদবরণ, শ্রীরাধার রূপে মিশে যাও ॥
তোমার কমল নয়নে অশ্রুধারা বিনে, সাজেনা সাজেনা সাজেনা অঞ্জনে।
তুমি হয়ে উদাসী, ত্যজিয়ে হাসি, কেঁদে এপাষাণ গলাও।
তোমার মন শ্যাম দেহ, ছুঁইতে নারে কেহ,
ব্রজাঙ্গনা ব্রজের রাখাল বিনে।
এবার করুণাদানে, তাপিত জনে, কোল দিয়ে এ পরাণ জুড়াই॥১১৫৬॥

ধুর মল্লার—কাওয়ালী।

আনন্দে সুন্দর ঝোলনে রঙ্গে যমুনা পুলিনে।
প্যারী নব ঘন শ্যাম বিরাজে।
সহচরী নাচে গায় যত সারি সারি, বদনে হরি,
নয়নেতে বারি, পুলকিত প্রেমানন্দে ॥
কিবা তরুলতা শোভিতা যমুনা তীরে স্পর্শয়তি নীর মন্দ সমীরে;
গায়ন্তি পিককুল প্রমত্তে, ধাবতি মধুকর চঞ্চলচিত্তে;
রমাপতি ব্রজবাস বসতি মতি, অন্তেস্থান দিও ব্রজপতি,
যুগল পদার বিনে ॥১১৫৭॥

পরজ জলদ্—তেতালা।

কিক্ষণে শ্যামচাঁদের রূপ নয়নে লাগিল।
তিলেক না হেরিতে রূপ, অন্তরে পশিল।
হেরিতে না পেলাম রূপ, তিলেক দাঁড়াইয়ে।
অবলার মনের দুঃখ, চিরদিন মনে রহিল ॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন গো প্রাণ সজনি,
সখি অকলঙ্ক কুলে, বুঝি কলঙ্ক ঘটিল ॥১১৫৮॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কার হয়েছে জ্বর এ ব্রজপুরে।
যাঁর হইয়াছে বিচ্ছেদ-ব্যাধি, অন্যে তাকি জানে বিধি,
দিয়ে তার ঔষধ আদি, দেই সেই বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ ক'রে।
প্রেম হ'য়ে একই হ'লে দোঁহেরি অন্তর,
প্রেম জ্বর হ'য়ে পুনঃ হ'লে স্বতন্তর,
সতত হয় দেহ দাহ, ক্ষণে ক্ষণে হয় মোহ,

সে দাহ নির্ব্বাহ, দেহে দেহে মিলন করি।
হুতাশে পিপাসা ত্রাসে সদাতনু জ্বলে,
করে জল জল, বলে দে জল, ভাসে নয়ন জলে;
সতত হয় মনঃপীড়ে, নয়ন ঝরে মনে পড়ে,
চিকিৎসা জানে সে পীড়ার, মনঃপীড়া আছে যার।
কোন বৈদ্য, না পায় বুদ্ধি, প্রেমজ্বর অবস্থা
নাইকো শাস্ত্রে, নারে বুঝিতে কি দিবে ব্যবস্থা।
আছে তন্ত্রমন্ত্র গণা পড়া, সকলি ও তন্ত্র ছাড়া,
সুদন কয় আছে জলপড়া, দিলে ব্যাধি যাবে দূরে ॥১১৫৯॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

শুনহে কোকিলে, ব'সে তমালে, ডেকনাকো আর কৃষ্ণ ব'লে,
এখন সুখের গান,নাহি দুখ জ্ঞান, প্যারির যে যায় প্রাণ, পড়ে অকূলে।
দেখ শ্রীকৃষ্ণ বিহনে, হইয়ে শ্রীহীনে, ভ্রমিতেছে প্যারি বনে বিপিনে,
শুনে কুহুধ্বনি, করে উহুঃধ্বনি, শুনে ধনীর ধ্বনি, আমরা বাঁচিনে।
কৃষ্ণের পক্ষে কৃষ্ণপক্ষ, তুমি কি জাননা পক্ষ, তবে কেন হয়ে বিপক্ষ,
কমলিনীর বুকে শেল হানিলে।
কাঁদে অলিকুল, ত্যজিয়ে বকুল, কাঁদিতেছে শুক মনের অসুখে,
কাঁদে শিখিগণ, হইয়ে অজ্ঞান, তুমি সদা গানকর কি সুখে।
আমরা যত ব্রজনারী, শ্রীহরি বিহীনে মরি, কখন বাঁচি কখন মরি,
হেরি সূদন পড়ে ভূতলে ॥১১৬০॥

কালেংড়া—তিওট।

যার রূপ হেরিলে নয়ন জুড়ায়,পলকের অদর্শনে হই চাতকিনী প্রায়।
আমার যে মন করে, কি কব শ্যাম তোমারে,
ত্রাণ পাই ওরূপ হতে, যদি প্রাণ যায় ॥১১৬১॥

সিন্ধু—মধ্যমানের ঠেকা।

প্রাণ দিওনা, ও আশা ভালনা, কাঙ্গালের প্রাণে সাজেনা।
একা প্রাণ দেও যারে তারে, দেখিতেছি পরস্পরে,
এমন প্রাণের আশা কে করে,
যে তোমারি প্রাণ দিলে, তখনি তার প্রাণ নিলে,
কেউ নিলেত সুখে থাকেনা।
শান্তদাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুরস হরি,
জানি তোমার পঞ্চরসে যে রসে যে রসে হরি,

বলি তোমার ইকি লীলে, বলি তোমার প্রাণ কিনিলে,
তবে কেন পাতালে নিলে, অদিতি, কশ্যপ ত্যজিলে,
তাইতে তারা প্রাণ ত্যজিলে, এই কি তব লীলার মন্ত্রণা।
ত্রেতা যুগে ক'রে লীলে, পিতার প্রাণ নিলে,
জানকী আনিলে, পুন জানকী ত্যজিলে;
তার পরে দ্বাপরে লীলে, কারাগারে জন্ম নিলে,
বন্দি শালে তারে রাখিলে, জানিলে শুনিলে লীলে।
কেউ লবেনা প্রাণ যাচিলে, সূদন কয় সকলি বঞ্চনা ॥১৯৬২॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

এই আমি কি সেই আমি চিনিতে নারি।
একি অপরূপ হেরি, হইলাম পুরুষ কি নারী।
ও হরি অন্তর্যামী, কি ছিলাম কি হৈলাম আমি,
আমি হেরে ভুলি আমি আমি যে চিনিতে নারি।
আমরি কি ব্রজের বাঁকা, বাঁকা হেরে ঘুচল বাঁকা,
চিন্তে নারি চিন্তামণি, তুমি হরি দীনের সখা।
তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, সূদনের মনে এই লয়,
হইগে ও চরণে লয়, কেনে ভ্রমে ভ্রমে মরি ॥১৯৬৩॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

কে গো রমণী, বুঝি রাজরাণী, দেখিতেছি বড় গৌরব, তাঙ্গব এখনি।
বেঁধেছি তোদের রাজাকে, এখন বাঁধতে এলেম তোকে,
লয়ে যাব দুজনাকে, দেখবেন ব্রজের রাজনন্দিনী।
জান কি না মান কিনা, রাজা যে কিনা
বলে কেনা, জানে কেনা, রাজা যে কিনা
শুনে দাসের দাসীর কথা, তেঁই আমায় পাঠালেন হেথা,
লয়ে যাব তোমায় হেথা, নূতন দাসী করবেন তিনি।
মনে বুঝি ভাবিয়াছ হয়েছ রাজরাণী,
রাজার পর যে আছে রাজা তাকি শুননি,
আমি রাধার দাসীর দাসী, নিতে এলেম নূতন দাসী,
সূদন বলে হাসি হাসি, এমনত কভু দেখিনি ॥১৯৬৪॥

বিভাস—মধ্যমানের ঠেকা।

দেখলেম কুবুজায়, কুবুঝায়, রাইর পক্ষে কি ভাল বুঝায়? সদা কুবুঝায়।
যেমন হে ত্রিভঙ্গী, তেমনি রাণীর ভঙ্গি,
তোমার থেকে ভঙ্গি তার কিছু বুঝায়।

এলেম দেখতে শুনতে শুন্তে চাই তার গুণ,
প্যারী পারেন শুন্তে যা শুন্তে নিপুণ,
দে'খে এলেম এমন কু যেমন ভেপেঁচা কু,
হরি হ'য়েছে কু প'ড়ে কুবুঝায়।
বাঁকায় ভাল বুঝায়, সাজেনা সোজায়,
যেমন প্রেম ঘটেনা বুঝায় অবুঝায়।
পেয়েছ কুকুজায়, পেয়েছে কুবুজায়
সূদন যে প্রাণে যায়, তারে কে বুঝায় ॥১১৬৫॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

রথ রাখ বংশীবদন, হেরিব বদন।
রথ রাখ, কথা রাখ, একবার মোরা দেখি দেখ,
যাই রাই ব'লে ডাক, শুনে যাই কথাটী মিঠে কেমন।
শূন্য করি হৃদি-রথে, কেন অন্য রথে,
এ রথ কেন্দে ব্যাকুল হইল, দেখে মুনির রথে,
রথ যেতে চায় তোমার সাথে, এ রথ লইয়ে যাও ও রথে,
তা নইলে মথুরার পথে, রথে রথ করব পতন।
ব্রজে এইসে অক্রুর মুনি, হরে নিল মণি,।
মণিহারা ফণী কি হবে গুণমণি।
প্রাণ লইয়ে যায় রথের মধ্যে, দেখ গো মুনি নারী হত্যে,
সূদন কয় বাঁচি কি কত্তে, ঐ পাদপদ্মে দিলেম জীবন ॥১১৬৬॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কোন গুণে আর কররে গুণ গুণ, রে নিগুর্ণ অলি।
এ গুণে যে বাড়ে আগুন, আমরা দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলি ॥
যাঁর গুণেতে তুমি গুণী হারা হয়েছি সে গুণী,
এখনো জ্বলে সেই আগুনি, আবার কি গুণ, গুণ, শুনালি ॥
কুসুম সে শ্যাম বিনে না হয় প্রফুল্লিত,
মধুসূদন বিনে মধু, কে করে স্থগিত।
শুন ওরে মধুকর! কেনে মধু মধুকা,
যাওনা কেনে মধুপা, সেখানে মধু সকলি।
ও ভৃঙ্গ ত্রিভঙ্গ বিনে সকলি নিগুর্ণ, যে ছিল অধিনীর গুণ,
বেড়েছে তার গুণ, আর সবাই হয়েছে বিগুণ;
কেবল বিধি বিচ্ছেদ আগুণ, সূদন কয় জুড়াবে আগুণ,
যদি আসে বনমালী ॥১১৬৭॥

মুলতান—যৎ।

শ্যামের বাঁশরী বাজিল যমুনায়। তোরা আয় গো আয়॥
শুনিয়া শ্যামের বাঁশী, মন হইল উদাসী।
ইচ্ছা হয় হই দাসী, ঐ রাঙ্গা পায় ॥১১৬৮॥

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

শ্যামের প্রেমে সখি কেবা না মজেছে এই গোকুলে।
সবার হয় আনন্দ,হেরিয়ে গো।বন্দ,কলঙ্ক কেবল আমার(রাধার)কপালে॥
এ বিশ্বমণ্ডলে, কেনা হরি বলে, যে না বলে তার বিফল জনম ;
নারদ আদি ঋষি, সে পদ প্রত্যাসী আছে দিবানিশি ও চরণ কমলে ॥
আমি যদি বলি হরি, ননদী কয় কি কিশোরী
কি স্মরিতে কিনা স্মরি, ভয়ে মরি আজ না জানি কি বলে।
গয়াসুর শিরে, যে পাদ পদ্ম ধ'রে, বিশেষ পিণ্ডদানে ভবের তরণী ;
যে পাদ পদ্ম হ'তে,গঙ্গা অবণীতে,হ'য়ে আছেন তিনি ত্রিলোক তারিণী।
আমার ভাগ্যে এই ছিল, কুল বাড়াইতে দুকুল গেল,
সুদন বলে আর কি বল, কপাইলার কপালে এমনি ফলে ॥১১৭০॥

ভারত সঙ্গীত।

অহং—একতালা।

বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ এই রবে—"সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, ভারত সুধুই ঘুমা'য়ে রয়॥"
আরব্য, মিসর, পারস্য, তুরকী, তাতার, তিব্বত অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান, তা'রাও স্বাধীন, তা'রাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে, করে হেয় জ্ঞান, ভারত সুধুই ঘুমা'য়ে রয়।
বিংশতি-কোটি মানবের বাস, এ ভারতভূমি যবনের দাস,
র'য়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা! আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কতসুধু প্রহরী পাহারা, দেখিয়া নয়নে লেগে'ছে ধাঁধা?
ধিক্ হিন্দুকুলে, বীর-ধর্ম্মভুলে। আত্ম অভিমান ডুবা'য়ে সলিলে,
দিয়াছে স'পিয়া শত্রু-করতলে, সোণার ভারত করিতে ছার।
হীনবীর্য্য-সম হ'য়ে কৃতাঞ্জলি, মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদধুলি,
হাদে দেখ্‌ ধায় মহা কুতুহলী ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার॥
এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্ত-ভূমে, দিক অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গমত্ত পূর্ব্ব পিতৃগণ যখন তাহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ, তখন তাহারা কজন ছিল?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে, এসে ছিল তারা জয়-ডঙ্কা তুলে,
যমুনা-কাবেরী নর্ম্মদা-পুলিনে, দ্রাবিড়-তৈলঙ্গ-দাক্ষিণাত্য-বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে, তখন তাহারা কজন ছিল ?
এখন তোরা যে শত-কোটি তার, স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে, সুমেরু অবধি কুমারী হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে, বারেক জাগিয়ে করিলে পণ।
তবে ভিন্ন-জাতি-শক্র-পদতলে, কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন শৃঙ্খলে, স্বাধীন হইতে করিস্ মন।
অই দেখ্, সেই মাথার উপরে, রবি শশী তারা দিন দিন ঘেরে,
ঘুরিত যে রূপে দিক্ শোভা ক'রে, ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত, সেই বিন্ধ্যাগিরি এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত, পুরাকালে তারা যে রূপে ছিল।
কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশনসম, হিন্দু-বীর-দর্প বুদ্ধি পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম, গান্ধার অবধি জলধিসীমা।
সকলি ত আছে সে সাহস কই, সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই,
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই। ঘুচিয়া গিয়াছে সে সব মহিমা।
হয়েছে শ্মশান এ ভারত ভূমি, কা'রে বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি,
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি, আর কি ভারত সজীব আছে।
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত, বীর-পদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত, হায় রে সে দিন ঘুচিয়ে গে'ছে।
এখনো জাগিয়া ওঠ রে সবে, এখনো সৌভাগ্য উদয় হ'বে,
রবিকর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে, ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে।
এক বার শুধু জাতিভেদ ভুলে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে, তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।
জপ তপ আর যোগ আরাধনা, পূজা হোম যাগ প্রতিমা অর্চ্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হ'বে না, তুণীর কৃপাণে কর রে পূজা।
যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে, গগণের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্র-শিখা ধ'রে, স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।
তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে, প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে,
স্বাধীনতা-রূপ রতনে মণ্ডিতে, যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।
ছিল বটে আগে তপস্যার বলে, কার্য্যসিদ্ধি হত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে, সংগ্রাম করিত অমরগণ।
এখন সে দিন নাহিক রে আর, দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হ'বে না, হবে না, খোল্ তরবার, এ সব দৈত্য নহে তেমন।
অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ, রণ-রঙ্গরসে হও রে উন্মাদ,—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ, জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও!
কিসের লাগিয়া হ'লি দিশেহারা, সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,

জ্ঞান-বুদ্ধি-জ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা, তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও।
অই দেখ সেই মাথার উপরে, রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যে রূপ দিক্ শোভা ক'রে, ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত, সেই বিন্ধ্যাচল এখনো উন্নত,
সে জাহ্নবীবারি এখনো ধাবিত, কেন সে মহত্ত্ব হ'বে না উজ্জ্বল।
বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে, শুনিয়া ভারতে জাগুক্ সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমা'য়ে র'বে ১১৬৯॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বিমল জ্ঞানের স্নিগ্ধ বারি প্রাণ-ভরি, পান কর লো সবে
অজ্ঞানতার তিমির ঘোর, মনের আঁধার দূরে যাবে।
ভাবিয়ে দেখ লো ভগিনীগণ, যে দেশের ভালে শোভে রতন,
খনা লীলাবতী যার কিরণ, কাল-সিন্ধু উজলিছে
তোমরা কি সেই ভারতভূমে. ডুবি আঁধারে রহিবে ঘুমে,
পূরব-ভাপু যায় পশ্চিমে, এখনও কি উঠি বসিবে ॥১১৭১॥

পূরবী—আড়া।

এ সুখ সন্ধ্যায় আজি জাগ রে নিদ্রিত মন।
আশার কুসুম তুলি গাঁথ মালা সুচিকণ।
ভারত উদ্যানে কত, ফুটি পুষ্প শত শত,
অকালে পড়িল খসি, স্মরিলে কাঁদে পরাণ।
নাহি সে বসন্ত আর, নাহি সে পিক-ঝঙ্কার।
নীরব বাল্মীকি-বীণা, নীরব কবি-কানন।
নাহি গাণ্ডীব-টঙ্কার, নাহি সে বীর-হুঙ্কার,
কাল-নিদ্রা-কোলে আজি জীবকুল অচেতন।
ভারত-জননী, শোকে তাপে বিষাদিনী,
তুমি কি মন এ সময়ে রবে ঘুমে অচেতন ॥১১৭২॥

লুং ঝিঁঝিট—একতালা।

ভারতী-জননী, মলিন-বদনী,
অশ্রুজল মুখে শোক-শেল বুকে কাঁদেন ভারত দুঃখে দিবস রজনী।
ভারত শ্মশানে সঞ্চারিতে প্রাণে, সাধেন কি শক্তি ধ্যানে মৃতসঞ্জীবনী
যদি পুনঃ জাগে. সে দীপক-রাগে,
নির্জীব ভারতে হ'বে পুনঃ জয়ধ্বনী ॥১১৭৩॥

বিভাস—একতালা।

গা তোল ভগিনি, ভারত-রমণি।
দুঃখের রজনী বুঝি বা পোহায়, নিরাশ-আঁধার, বহু দুঃখভার,
ঘুচিলে এ বার পিতার কৃপায়।
বহু ভাগ্য-ফলে জন্মি শুভ ক্ষণে, সে আশার জ্যোতি দেখিনু নয়নে;
ভাই ভগ্নীগণে, ডাকি প্রাণপণে, উঠ উঠ বোন, বেলা ব'য়ে যায়।
র'য়েছ পড়িয়ে দেখ কত কাল, অলসে থাকিয়া বাড়া'ও না লাজ,
উৎসাহের বলে, উঠ গো সকলে, ডাকেন বিধাতা শুন গো সবায়
যতেক ভগিনী মিলিয়া প্রণয়ে, এস সবে যাই পিতার আলয়ে;
তাঁহার চরণে পাইব শরণ, ঘুচিবে দুর্দ্দশা তাঁহার কৃপায়॥
ওহে বিশ্বরাজ, ওহে বিশ্বপতি, প্রভু, কন্যাদের শুন হে মিনতি,
সম্পদে বিপদে, রেখ পদেপদে, ডাকিলে কাতরে দিও পদাশ্রয়॥

লগ্নী—ঠুংরী।

আয় লো স্মৃতি! আয়, দয়া ক'রে আয়।
(সেই) পুরাণ সংগীত শুনা লো আমায়।
যুগ যুগ হ'ল, সে গান নীরব। সে সুখ-স্বপন ফুরাইল হায়॥
যখন পশ্চিমে যবন-প্লাবন, গ্রাসিল নগরী বন উপবন।
মনোল্লাসে মরি, আর্য্যকুলনারী দেহ-তরী হেলায় ভাসাইল তায়
যবে রাজবারার সমর-অনল, ধূ ধূ করি চারি ভিতে জ্বলিল।
রাজপুত-সতী রাখিতে কুলমান; সোণার শরীর ঢালিল চিতায়;
কুলের মহিলা, কেশে বাঁধি ছিলা, সম্মুখ সমরে ভৈরবী ছুটিলা।
পতির উদ্দেশে ভিখারিণী-বেশে, দেশে দেশে ভ্রমি করিলা দেহক্ষয়।
তোমাদের দয়া হেরে কাঁদে প্রাণ তোমরা কি হায়। তাঁদের সন্তান।
উঠ উঠ বোন্, ত্যজ মলিন বেশ। পূবে সুখ-রবি ঐ দেখা যায়॥১১৭৫॥

বাহার—যৎ।

লজ্জায় ভারত-যশ গাইব কি করে, লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকরে
সাধিলে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই,
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে॥
দেশান্তর-জনগণ, ভুঞ্জে ভারতের ধন, এ দেশের ধন হায়, বিদেশীর তরে
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে॥১১৭৬॥

বাহার—যৎ।

কে তুমি গাইছ ওই আর্য্যগুণগান।
আছে কে লইতে পারে সে পবিত্র নাম।
আর্য্যের ধরম ছিল, শকতি ছিল অতুল।
আছিল মহিমা তাঁর, ছিল জ্ঞান মান।
ধর্ম্ম নাই জ্ঞান নাই, মহিমা শকতি নাই,
কি সাহসে গাইতেছ, বল হেন গান।
চন্দ্রবংশ জন্ম ল'লে, খদ্যোৎ সমান হ'রে,
চাহিতে সে চন্দ্রপানে,—নাহি লজ্জা জ্ঞান।
সে ধরম সে শকতি, সে জ্ঞান-মহিমা-জ্যোতি,
নিঃস্বার্থত লভ তবে, লও আর্য্য-নাম।
হিন্দু আর মুসলমান, যত ভারত-সন্তান,
ভাই ভাবি মিল (তবে) গে'ও আর্য্যগুণগান।
আর্য্যের সন্তান সবে, ভারত-নিবাসী সবে,
এ কি স্বার্থ, এ কি সব (তবে) কেন অভিমান।
ক্ষুদ্র স্বার্থ বিনাশিয়ে, সবে সম্মিলিত হ'য়ে,
না পার থাকিতে (তরে) নাহি, নিও আর্য্যনাম ।১১৭৭॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

দেখিলাম এক নারী নগেন্দ্র-কন্দরে বসি।
রাহু-ভয়ে শশী যেন, ভূতলে পড়েছে খসি।
আলুলায়িত-কেশা, ছিন্ন ভিন্ন মলিন-বেশা,
আহা মরি কি দুর্দ্দশা, স্বর্ণবর্ণ যেন মসী।
বলে ধনী—হে বিধাতা! হ'য়ে ভারত-বীরেন্দ্র-মাতা,
বিজাতি-বিপক্ষ-হাতে হইলাম লাঞ্ছিত।
(হায়) পুত্র হ'য়ে মাতৃ দুঃখ কেন না নাশি'ছে আসি।
অতঃপর জানিলাম তিনি সাধারণের জননী;
ভারত স্বাধীনতা-ধনী, অশ্রুমুখী দিবানিশি ॥১১৭৮॥

জংলা—খেম্‌টা।

গাও রে ভারত সঙ্গীত, সবে প্রাণ ভ'রে,
ভারতীর আরতিতে ভক্তিপূত বীণা-করে
মিলি আজ প্রাণে প্রাণে, জনম তীর্থস্থানে
জননীর নাম গানে, ভাস আনন্দ-সাগরে।
কত আর ঘুমে র'বে, জাগ রে জাগ রে সবে,
ঐ শুন বাজে ভেরি আশার মোহন স্বরে।

সাধনায় সিদ্ধি ফলে, সাধিলে মন্ত্র-বলে
এ কথা কণ্ঠ খুলে, ঘোষ সবে ঘরে ঘরে।
গিরি বিদরে যদি, শুষে যায় সিন্ধু নদী
তথাপি যন্ত্রযোগে, সাধিবে মন্ত্র অন্তরে।
হৃদয়ে আরাধনা, রসনায় উদ্দীপনা,
আহুতি প্রাণ মন, শক্তির সোপান পরে ॥১১৭৯॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ভারত ভূমি-সমান, আছে ভবে কোন্ স্থান!
ভারতের গুণ-গান, সবে মিলি গাও রে।
ভারতে যে ধন নাই, কোথা তাহা নাহি পাই;
অতুলনা এক ঠাঁই, দেখিতে না পাও রে।
যে ধনে হয়ে অভাব, ভারতের এই ভাব;
করি তাহা অনুভব, তাঁহারে মিলাও রে।
অধীনতা-অপমানে, দুঃখিনী ব্যথিতা প্রাণে;
জননীর মুখপানে, বারেক না চাও রে।
গেলে তিনি হারা ধন, জুড়া'বেন প্রাণ মন;
করি হেন সমাপন বাসনা পুরাও রে।
থাকিবেনা কোন দুঃখ, হইবে পরম সুখ;
সকলে কেন বিমুখ, সুখ না চাও রে ?॥১১৮০॥

মল্লার—আড়া।

সোণার ভারত আজ যবনাধিকারে।
ভারত-সন্তান-বক্ষঃ ভাসে অশ্রু-ধারে।
জ্ঞান রত্নাদির খনি, সভ্যতার শিরোমনি,
আজি সেই পুণ্যভূমি, ডোবে গভীর আঁধারে।
যার ধমনী প্রবাহে, আর্য্যের শোণিত বহে,
সে কি রে কখন সহে, এ ভীষণ অত্যাচারে।
সে বংশে যে জন্মে থাক, জাতির সম্মান রাখ,
যবনের রক্তে আঁক আর্য্যকীর্ত্তি চরাচরে।
পুরুষেরা অস্ত্র ধর, যুদ্ধে যেয়ে মেরে মর,
অনলে প্রবেশ কর, যত রমণীনিকরে।
ভারত শ্মশান হো'ক্, মরু হ'য়ে পড়ে রো'ক্,
তবু অধীনতা-বেড়ি, রেখ না রে পায়ে ধরে ॥১১৮১॥

ললিত—আড়া।

কালরাত্রি পোহাইল উদিত সুখ-তপন।
আর কি ভারত-যুবা রবে ঘুমে অচেতন?
দুখ শোক যার ঘরে, সে কি গো ঘুমাতে পারে,
তার কি উচিত কভু থাকে ঘুমে অচেতন;
অধীনতা-কারাগারে, অজ্ঞানতা-অন্ধকারে,
কোটি কোটি নারী নরে, উঠে কর দরশন।
কারার বন্দিনী প্রায়, বৃথা দিন চলে যায়,
রহিল পশ্চাতে পড়ে যত ভারত-ললনা;
বিধবার হাহাকারে, প্রাণ ফাটে ঘরে ঘরে,
রমণীর নেত্রাসারে ভাসিছে বিধুবদন।
যুবক যুবতী যত, পাশবদ্ধ পাখীর মত,
দারিদ্র্য-দুর্দ্দশাক্লেশ কত যে করে বহন;
বহু পরিবার ল'য়ে, অর্থাভাবে ম্লান হ'য়ে,
অশেষ যন্ত্রণা স'য়ে, বিষাদে কাটে জীবন।
এই সব মহাপাপে, এই সব মনস্তাপে,
পড়েছ কি অভিশাপে, আছ হ'য়ে বিচেতন;
করো না হে অবহেলা নাহি ঘুমা'বার বেলা,
বিধাতা ডাকিছেন দ্বারে, উঠ হে মেল নয়ন ॥১৯৮২॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

ভারত-উদ্ধার বল, হবে হে কেমনে। ধর্ম্মবল মহাবল লভ প্রতি জনে।
বচনে বল কোথায়, জেগে'ছে মানবচয়,
জীবন উৎসর্গ বিনা, বাঁচে না জাতি-জীবন।
জেনে'ছ যাহা উচিত, কিম্বা যাহা অনুচিত,
কার্য্যে কর পরিণত, দৃঢ়তা দেখাও জীবনে।
সত্যেতে নির্ভর যার, ঈশ্বর সহায় তার,
জাতীয় গৌরব চাহ, গঠন কর জীবনে ॥১৯৮৩॥

গৌরী—মধ্যমান।

(করো না করো না তার অপমান।)

আর্য্য! যেই স্থানে আজ কর বিচরণ, পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান।
ছিল একদা দেবলীলা-ভূমি; করো না করো না তার অপমান।
আজিও বহিছে গঙ্গা গোদাবরী যমুনা নর্ম্মদা সিন্ধু বেগবান;
ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি;—করো না করো না তার অপমান।

নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার, পুণ্য হল্‌দীঘাট আজো বর্ত্তমান ?
নাই উজ্জয়িনী অযোধ্যা হস্তিনা ? করো না করো না তার অপমান।
এ অমরাবতী, প্রতিপদে যায় দলিছ চরণে ভারত-সন্তান।
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত ;—করো না করো না তার অপমান!
আজো বুদ্ধ-আত্মা প্রতাপের ছায়া ভ্রমিছে হেথায়—আর্য্য সাবধান!
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায়,"করো না করো না তার অপমান"॥

বিভাস—ঝাঁপতাল।

উঠ উঠ উঠ সবে, ভারত-সন্তানগণ ;
থেকো না থেকো না আর, মোহ-নিদ্রায় অচেতন।
পোহাইল দুঃখ-নিশি, সুখ-সূর্য্য ঐ রে ;
পথিক বলে হাসিতেছে, দেখ রে মেলে নয়ন।
ঘোরতর অন্ধকার, পাপ-নিশাচর আর, ঐ দেখ পলাইল,
আর দুঃখ রবে না ; জ্ঞানালোক প্রকাশিল, সুপবন বহিল,
ভারত-কাননে ডাকে, আশা-বিহঙ্গিনীগণ।
সুপ্রভাতে শুভক্ষণে, চল সবে সযতনে, আলস্য-ঔদাস্য-বশে,
আর কেহ থেকো না। প্রেমের পতাকা তুলি বিভুপদ স্মরি রে ;
ভাসাও জীবন-তরী কর শীঘ্র আয়োজন ॥১৯৮৫॥

খাম্বাজ—একতালা।

ভারত যশ কীর্ত্তন করিয়ে কাটাব এ ছার জীবন।
বেদ বীণা ল'য়ে করে,স্বদেশী-বিদেশী-ঘরে,গাইব করুণ স্বরে,করেছি মনন
উচল-অচল-শিরে, গহন-বন-মাঝারে, গাইব সাগর-তীরে,যখন তখন।
বনের বিহঙ্গ ধ'রে, শিখাব যতন ক'রে,গাইবে মধুর স্বরে ছাইয়া গগণ
দেখা ক'রে অলি-সনে, বলে দিব কাণে কাণে,
গাইবে কুসুম-বনে, মাতা'য়ে পবন।
নির্জীব সজীব হ'বে, মরুভূমি ফল দেবে ;
গা'বে জয় জয় রবে, জ্বলন্ত তপন ॥১৯৮৬॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

এ দেশের দুখে কার না সরে চখের জল।
নিদ্রায় নিঝুম তবু আমরা সকল ॥
উঠ জাগ সকলেতে, সজীব কর ভারত,
ভাই ভাই মিলে সবে হও একদল ॥
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, কত কাল র'বে।
বিনা মিলে কোন কাজ হয় কি সফল ॥১৯৮৭॥

সুরট মল্লার—আড়া।

দ্বিজ হও, ক্ষত্র হও, বৈশ্য শূদ্র আর,যে করেছ একদিন অস্ত্র ব্যবহার।
সেই রণ-বেশে সাজ, করে ধর অসি ভাঁজ,
নতুবা যবন-হস্তে আর নাই রে নিস্তার।
বধিবে শিশুর প্রাণ, না র'বে নারীর মান,
নরাধম, পাত্রাপাত্র করে না বিচার।
বীর-রক্ত যার শিরায়, সে কাপুরুষের প্রায়,
কেমনে দেখিবে এই পাপ ব্যবহার।
অসহায়া রমণীর, রক্ষা হেতু দিবে শির,
যে থাক এমন বীর, ধর রাখি তার।
এস দলে দলে যুটে, রণক্ষেত্রে যাও ছুটে,
বীরপুত্র, বীরধর্ম্ম রাখ আপনার ॥১১৮৮॥

মল্লার—আড়া।

রেখে দেও রেখে দেও প্রেম-গীত স্বরে রে।
কেন ও কুহক আর ভারত-ভিতরে রে!
যাও চলি পরভৃত চাই ও মৃদু গীত,
গাও রে পাপিয়া তবে তামা'রে অম্বরে রে।
শুনিয়া মুরলী-গান, জাগিবে না আর্য্য-প্রাণ,
ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণ-কুহরে রে।
উঠ তবে পার যদি, রে তুরী গগনভেদী,
উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে।
শঙ্কর-গৌতম কথা প্রতাপের বীরগাথা,
গাও আজি পথে পথে নগরে নগরে রে।
মিলি আর্য্য কবিগণে, গাও রে উন্মত্ত মনে,
নীরব পুরাণ গীত সানন্দ অন্তরে রে।
রেখে দেও রেখে দেও প্রেম গীত-স্বরে রে ॥১১৮৯॥

সাহানা—ধামাল।

জানি আমি, কেন গেল ভারতের সিংহাসন,
জানি আমি ভারতের বুকে কেন হুতাশন,
কেন যে ভারত হেন, এঘোর কুদিন কেন,
তাও জানি, আরো জানি, যা না জানে অন্য জন।
কিন্তু কি দুঃখের কথা, জানি না কেন একতা
ভারতবাসীর নাই, এ কি বিধি-বিড়ম্বন ;—
হায়, কত দিন আর রসাস্বাদ একতার
লবে না এ মূর্খ জাতি, ধৈরবে ধরিয়া মন ॥১১৯০॥

লুম ঝিঁঝিট—পোস্তা।

কত দিন দহিবে এ তুষ-অনলে (হায়) মম অন্তর।
কে নিবা'বে এ আগুণ, কেবা আছে আমার ;
কত জাতি হ'লো গেল, মম দুঃখ না ফুরাল,
অদৃষ্টেরি মন্দ ফল না ঘুচিল কভু আর।
যে ভারত-জয়-রোলে, কাঁপিত জাতিমণ্ডলে,
সে ভারত পদতলে, কত দুঃখ এবে তার।
নিয়ে যার বুদ্ধি ভাতি, গর্ব্ব করে কত জাতি,
সেই আমি হতমতি, করে সবে অনাদর।
পূর্ব্ব সুখ মনে হ'য়ে, দ্বিগুণ জ্বলে যে হিয়ে,
অসহ্য যাতনা ল'য়ে বাঁচি তবে কেন আর ॥১১৯১॥

জয়জয়ন্তী।

তোমারি তরে মা স'পিনু দেহ তোমারি তরে মা স'পিনু প্রাণ।
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে, এ বীণা তোমারি গাইবে গান।
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল তোমারি কার্য্য সাধিবে,
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন তোমারি পাশ নাশিবে।
যদিও হে দেবি শোণিতে আমার কিছুই তোমার হবে না—
তবুও গো মাতা পারি তা ঢালিতে
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে, নিবা'তে তোমার যাতনা।
যদিও জননি, যদিও আমার এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা,একটি সন্তান জাগি উঠে শুনি এ বীণা তান ॥১১৯৩॥

পাহাড়ী—আড়া।

নির্ব্বাণ আশার দীপ, সব অন্ধকার।
পারি না বহিতে এ পাপ জীবন আর।
রোগে শোকে জীর্ণ জরা জীয়ন্তে হ'য়েছি মরা।
মিছে কেন বসুন্ধরা, বহ এ দেহের ভার।
নিজ দেহে দেহ চাঁই, মাটি হ'য়ে মিশে যাই,
লুপ্ত হ'ক একবারে, শেষ চিহ্ন অভাগার।
ভালবাসা স্নেহ প্রীতি, মুছে ফেল পূর্ব্বস্মৃতি,
বাসিয়াছ যারা ভাল নিজ গুণে আপনার,
কাঁদা'য়েছি, কাঁদিয়াছি, এই শেষ ভিক্ষা যাচি,
স্মরিও না হতভাগ্যে ফেলিও না অশ্রুধার।
অশ্রুযোগ্য নয় সে যে, কর্ম্মক্ষেত্র সেই ত্যজে,
না উৎসর্গি দেহ প্রাণ, করিতে দেশ উদ্ধার ॥১১৯৪॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

ভারতীয় আর্য্যনাম এখনো ধরায় ?
আর্য্যের শোণিত আজো আছে কি শিরায় ?
তা' যদি থাকিত তবে, এ ঘা কেন রে হ'বে,
কেন বা ভাসিতে হ'বে নয়ন-ধারায় ?
আর্য্যনামে পরিচয় দিবার এ কাল নয়,
অনার্য্য অধম এবে ভারতবাসী ;—
আর্য্যত্ব যাহাতে রবে, ভারতে নাহি তা' এবে
মুখে আর্য্যনাম ভাণে গৌরব কোথায় ?॥১১৯৫॥

গৌর—মল্লার।

ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা ! জলদে ; বিহগেরা থামো থামো ;
আঁধারে কাঁদ গো তুমি ধরা !
গা'বে যদি গাও রে সবে, গাও রে শত অশনি মহানিনাদে,
ভীষণ প্রলয়-সঙ্গীতে জাগাও, জাগাও রে এ ভারতে।
বন-বিহঙ্গ তুমি ও সুখ-গীত গেওনা, প্রমোদ-মদিরা ঢালি প্রাণে প্রাণে,
মল্লিকা মালিকা এত গাঁথিছে এত হরষে ?
ছিঁড়ে ফেল বীণা, আজি বিষাদের দিনে ॥১১৯৬॥

পাহাড়ী—আড়া।

ভারত দুঃখিনী আমি পরভাগ্যা পরাধিনী,
কেমনে এ পাপ-মুখ দেখাইব কলঙ্কিনী,
মৃতপ্রায় অধোমুখে, কলঙ্কী সন্তান বুকে,
কাঁদে পর-গঞ্জনায়, কাঁদি আমি অভাগিনী,
চন্দ্রসূর্য্য-বংশে আজি নিস্তেজ নক্ষত্ররাজি,
বিরাজে, কহিব কা'রে হেন দুঃখের কাহিনী।
অল্পমতি হীনপ্রাণ, আর্য্য তেজ অভিমান,
হারাইয়া, পরপদ সেবিছে দিবাযামিনী।
হিমগিরি ভেঙ্গে পড়, পাতালে প্রবেশ কর,
কোন্ লাজে উচ্চশিরে চে'য়ে আছ হতমানী !
সাগর প্রসার গ্রাস, এ মাটির দেহ নাশ,
এ কলঙ্ক চিহ্ন বুকে, মুছে ফেল মা ধরণি,
চন্দ্র সূর্য্য খসে পড়, এস আদি-অন্ধকার,
ঢেকে রাখ পাপমুখ এ অপার দুঃখগ্লানি ॥১১৯৭॥

পরজ খাম্বাজ—মধ্যমান।

কলকণ্ঠময়ী গঙ্গে! এখনো সাগরপানে
কোন্ মুখে চলি চলিতেছ মৃদুল তানে।
পূর্ব্বে তুমি দিবানিশি, কনক-কণিকারাশি
প্রবাহে বহিয়া তব, ধাইতে মধুর গানে?
এবে এ ভারতে আর, কই স্বর্ণ-কণাভার,
রাশি রাশি পঙ্ক, সতি! ভারত ভরিয়া;
এ পঙ্ক লইয়া মিছে কেন যাও সিন্ধু কাছে,
যেও না যেও না আর, ফিরহ পুন উজানে ॥১১৯৮॥

সিন্ধু কাফি—ঢিমা তেতালা।

আসি ভারতভূমে, এক বার দেখে যাও আর্য্যগণ।
কোথা ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি আদি জনক সনক সনাতন।
বুক ফাটে কি বলিব আর, ভারতভূমি চেনা ভার,
নাই আচার নাই অধিকার, আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।
পাপেতে পূরেছে রাজ্য, লোপ হ'য়েছে বৈধ কার্য্য,
হারাইয়ে বল বীর্য্য, হলো দাসত্ব অবলম্বন।
ছিল যে গৌরব কত, সকলি হইল গত,
কীর্ত্তি হত, বৃত্তি হত, এবে হত হয় জীবন।
ধন ধান্য রত্নভার, সব যায় সিন্ধুপার,
উঠিয়াছে হাহাকার, কেহ না করে শ্রবণ।
রেখে গিয়েছিলে যেই, শাস্ত্ররূপ শস্ত্র এই,
আজিও রক্ষা পায় সেই কোন রূপে ধর্ম্মধন।
ভ্রাতৃভাব আর নাই দেশে, দগ্ধ হয় দেশ দ্বেষে দ্বেষে,
আর একবার সদুপদেশে, কর সব দুঃখ মোচন ॥১১৯৯॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কোথা সে অযোধ্যাপুর, মথুরা, এখন, কোথা সেই কুরুক্ষেত্র সমর-প্রাঙ্গন?
কোথা সে বীরত্ব-লীলা, কোথা সে অসির খেলা,
কোথা সেই হুহুঙ্কার হৃদয়কম্পন।
কোথা সেই ধনুর্ব্বাণ, কোথা বীর-কণ্ঠ গান,
কোদণ্ড-টঙ্কার ঘোর এবে রে কোথায়।—
বীরমাতা হ'য়ে তুমি, হইলে অবীর ভূমি,
ভারত রে, ভাগ্যে তোর বিধি বিড়ম্বন ॥১২০০॥

পাহাড়ী—একতালা।

দেখ গো ভারতমাতা তোমারি সন্তান।
ঘুমা'য়ে রয়েছে সবে হ'য়ে হতজ্ঞান॥
সবে বলবীর্য্যহীন, অন্ন বিনা তনু ক্ষীণ।
হেরিয়ে এদের দশা বিদরিয়ে যায় প্রাণ,
মরি এ দশা তোমার, হেরিতে না পারি আর,
অপার জলধিপার চলিলাম ছাড়ি এ স্থান॥২০০১॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

বহু দিন হ'তে রে ভাই শ্রীহীনা অমরাপুরী,
আগের নাহি সে কিছু ঐশ্বর্য্য রূপ-মাধুরী।
অসুর দস্যুর বেশে, প্রবেশি ত্রিদিব-দেশে,
লুঠিয়াছে রত্নাগার—কহিনুর গে'ছে চুরি।
দেবতার সুধা যাহা, দানবের ভোগে তাহা,
কত কষ্ট অমরের—আহা আহা মরি মরি।
সহেনা পরাণে আর, এ যাতনা অনিবার,
এস ভাই একবার সবে প্রাণপণ করি—
ভাগ্য-সিন্ধু দেবতার, বহুরত্ন গর্ব্ভে তার—
উদ্যম-মন্দিরে মথি আশার বাসুকী ধরি।
উঠিবে সে ঐরাবত, ধন রত্ন শত শত,
লইয়া অমৃত-কুম্ভ উঠিবে সে ধন্বন্তরী।
যদি উঠে হলাহল, করিব কণ্ঠের তল,
বল না কি ভয় তাহে? প্রতিজ্ঞা "বাঁচি কি মরি"॥২০০২॥

ললিত—আড়া।

যদি গাবে গাও বঙ্গে দুখের কাহিনী।
মিলিয়া সহস্র স্বরে মাতাও মেদিনী॥
কামিনী-কোমল-গানে, মোজ না যুবকগণে—
রসাতলে যেও নাকো মদিরা সেবনে,
উদ্বোধিয়া সাধুভাবে, জাগাও নিদ্রিত জীবে,
পুলকে বঙ্গের অঙ্গে নাচুক্ ধমনী।
আর দুখ সহে না, দেখিলে যাতনা,
দিবা নিশি দেখিতেছ তবুও ভাব না;
বঙ্গের বিলাপ-গীত, উঠুক গগনে,
ভাসুক নয়ন-নীরে, বঙ্গের ভামিনী॥২০০৩॥

ঝিঁঝিট—খেমটা।

জননী জন্মভূমি স্বর্গ তুমি মহীতলে।
পূজিব পা-দুখানি আজি মোরা অশ্রুজলে॥
আমরা অভাজন, জানি না মা কেমন
তবু মা পালিতেছ অন্নজলে রাখি কোলে।
নাহি মা অঙ্গে বল, সম্বল অশ্রুজল,
দিব তাই ভক্তি-ফুলে শ্যামল পদ-কমলে।
হৃদয়ের ছিন্ন তারে, ডাকি আজ মা তোমারে,
হৃদয়ে ভাত' তুমি ফুল্ল শ্বেত শতদলে॥২০০৪॥

দিল্লীদরবার।

বাউলের সুর।

কেন গো আনন্দে আজি সকলে মেতেছে।
বিজয়-পতাকা কেন বিমানে উড়িছে॥
আনন্দ-বাজনা বাজায়ে বাজারে, হিন্দু রাজগণ আসিতেছে ধেয়ে,
ভেটীতে কাহারে পুলকিত হ'য়ে নানা দিক হতে কেন গো আসিছে॥
হেরি কি সভা শোভার ব্যবহার, হাসিতেছে ধরা আনন্দে অপার,
কিসের আনন্দ হইল এবার, তোপের ধ্বনিতে ধরণী কাঁপিছে।
কোথা হৃষীকেশ পাণ্ডবতারণ, পাণ্ডব প্রাধান্য প্রকাশ কারণ,
রাজসূয় কিহে পুনঃ আয়োজন, এত কাল পরে পুনঃ কি হ'তেছে॥২০০৫

ঝিঁঝিট—একতালা।

একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক, জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গ'লে যাক, মুখ তুলে আজি চাহরে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি, হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজলী,
প্রভাত-গগণে কোটি শির তুলি, নির্ভয়ে আজি গাহরে।
বিশকোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে, রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশকোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে, দশদিক সুখে হাসিবে।
সে দিন প্রভাতে নূতন তপন, নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে, সে দিন আসিবে।
আপনার মাকে, মা ব'লে ডাকিলে, আপনার ভা'য়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপতাপ দূরে যায় চলে, পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব আশীর্বাদ, না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ, বিমল প্রতিভা বিকাশে॥২০০৬॥

বাগেশ্বরী জলদ—তেতালা।

আজি কিসের এ দিন! করহ চিন্তন, ভারত-সন্ততিগণ॥
যেই সুবিখ্যাত স্থানে, ভরত-আদি ভূপগণে,
আর্য্যজাতি যশঃ-কীর্ত্তি করিল স্থাপন,
ভারতেরি ভাগ্য ক্রমে, আজি সেই পুণ্যভূমে,
অধীশ্বরী ভিক্টোরিয়া হইছে ঘোষণ॥
জ্যোতিহীন আর্য্যজাতি, নাহি সে অন্তর-ভাতি,
অলীক আলোকে তাই পুলকিত মন॥
পিতৃগণ যে প্রদেশে, ধাম্বিত বীরের বেশে,
আজি তথা নটসাজে আর্য্যের নন্দন॥
পূজি যথা সূর্য্যদেবে, পূর্ব্ব পূজ্য আর্য্য সবে,
যবন ম্লেচ্ছরে পদে করিল দলন;
আজি আর্য্যসুত তথা, প্রাণভয়ে হেটমাথা,
দেবমালি পূজিতেছে ম্লেচ্ছেরি চরণ॥
এ দীন দুঃখ মানসে, ভাবিয়া দীন প্রকাশে,
পুত্রহীন ভীষ্মার্জ্জুন, প্রকৃত বচন॥২০০৭॥

খাম্বাজ—চৌতাল।

কোথা গো মা ভিক্টোরিয়া মিনতি করি চরণে।
মা হ'য়ে মা কেমন ধারা সন্তানে না কর মনে।
কব কত দুঃখের কথা, জানাব কি মনের ব্যথা,
দয়া কর ও গো মাতা, তব দীন পুত্রগণে।
চারিদিকে হাহাকার, অসন্তোষের নাহি পার,
অন্নাভাবে বাঁচা ভার, কেমনে ধরি জীবনে?
অনুগ্রহ নাহি চাই, যেন সুবিচার পাই,
এই ভিক্ষা তব ঠাঁই, করি মা একান্ত মনে॥২০০৮॥

(জাতীয় মহাসমিতি।)

কীর্ত্তন।

কে আছিস্ দেখসে এসে, কেমন শোভা হ'য়েছে!
(আজ) দেশ বিদেশের সবাই এসে, আলো করে বসেছে!
(কারো) নাইকো জাতি, কুলের অভিমান;
(ওরে) কোল দিয়েছে হিন্দু-মুসলমান!
একটী গানে, একটী তানে,—সবাই বীণা সেধেছে;—
(আজ) ভারতবাসী, মায়ের নামে মহাযজ্ঞে মেতেছে।

(ওরে) সামান্য জন নয়কো এরা, (একদিন) এরাই ছিল জগৎ সেরা;
(এখন) যতন বিনে, দিনে দিনে,—দশাহারা হ'য়েছে;
কপাল দোষে, কালের বশে,—প্রাণে মরে রয়েছে।
কোথায় গো মা মহারাণি। (আমরা) তোমা বিনে কূল দেখিনি।
"মা" বলে মা। সবাই যে তোর মুখের পানে চেয়ে আছে।
"ছেলে" ব'লে কোলে নে মা! ভয়াতুরে অভয় দে মা!
মায়ের পরাণ কেমন ক'রে, চুপ করে আজ রয়েছে ॥২০০৯॥

আবাহন।

কাফি—একতালা।

উঠ গো বাণি বীণাপাণি উঠ গো ফুল্ল-কাননে।
উঠ গো বঙ্গ-বিনোদিনী আজ, বীণার মধুর নিঃস্বনে॥
আছে দেহ, তাহে নাহি প্রাণ, না চলে ধমনী, নাহি জ্ঞান;
প্রাণময়ি কর প্রাণ দান। শীঘ্র-শক্তি নিক্বনে।
আছে আঁখি নাহি দেখি তায়, জীবিত না মৃত, হা কি দায়,
জীবনে জীবনী দেও মাত্রঃ, তাড়িত-তেজ-স্ফুরণে ॥২০১০॥

বাউলের সুর।

ওরে ভাই কিসের লেগে দিনে দিনে এমন হ'লে।
ওরে আর্য্য-কুলে জনম ল'য়ে, সকলই কি ভুলে গেলে?
কিসে যে ভাই এমন হ'ল, বিদ্যা বুদ্ধি সকল গেল,
ওরে কপাল ভেঙ্গে এমন করে কি যে পেলে,
ওরে ইন্দ্রিয় সেবাতে ভাই রে দিবা নিশি মজে র'লে।
(ও ভাই) নাচে গানে থিয়েটারে, কেমন এক মূর্ত্তি ধ'রে,
(বেড়াও) মিলে সবে পান চিবিয়ে দলে দলে,
ওরে দিনান্তরে দেশের দশা একবারও ভাই না ভাবিলে।
দেশী তাঁতি কর্ম্মকারে, অনাহারে ভাতে মরে,
(তুমি) বিদেশী বিলাসের খোঁজে কাল কাটা'লে,
ওরে দেশের ভালবাসা নাইরে জনমিয়ে আর্য্যকুলে।
ইংরাজী নভেল পড়ে, বেড়াও সদা গর্ব্ব করে,
ও ভাই আর্য্য ঋষির গাঁথা যত জলে ফেলে,
এ ভাব দেখে তোমার, ভাইরে আমরা, ভাসি সদা নয়নজলে ॥২০১১

বাগেশ্বরী—জলদ তেতালা।

রে বিধি! কেন আমারে, নানা রত্ন অলঙ্কারে, ভূষিত করিয়াছিলে।
এতেক সদয় যদি, না হ'তে তুমি রে বিধি,
আসিতো না নির্য্যাতিতে নানা জাতি দস্যুদলে॥
ছিনু ডুবে সিন্ধু জলে, আদরে দু'করে তুলে,
হিমাদ্রি-কোলেতে কেন আমারে স্থাপিলে।
করিয়ে পরের দাসী, পরের অন্ন-প্রত্যাশী,
তবে কেন ওরে বিধি, আগে মান বাড়াইলে॥
আর্য্যকুল-নারী আমি, আর্য্য-ধর্ম্ম অনুগামী,
যবন-করেতে তুমি, আমারে সমর্পিলে।
বিস্তৃত ঐ সিন্ধুনীরে, কেন না ডুবা'লে মোরে,
ঘটিত না এই সব তা হ'ল এ দগ্ধ ভালে॥২০১২॥

বেহাগড়া।

ও গান গাস্‌নে—গাস্‌নে—গাস্‌নে;
যে দিন গিয়েছে, সে আর ফিরিছে না, তবে ও গান গাসনে।
হৃদয়ে যে কথা লুকান রয়েছে, সে আর জাগাস্‌নে।২০১৩॥

(ভারতসভা।)

কীর্ত্তন—খেমটা।

আয় আয় ভাই আয়রে সবে।
কোটী প্রাণ খুলে, কোটী তান তুলে, কাঁপায়ে গগণ, কাঁপায়ে ভুবন,
জয় জন্মভূমি, জয় জয় রবে।
শিখ মুসলমান, হিন্দুর সন্তান, কোটী কোটী ভাই, এক হ'য়ে যাই,
কি ভয় কি ভয় আর এ ভবে?২০১৪॥

ভৈরবী।

ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি।
যত দিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি, তত দিন তুই কাঁদ রে!
এই হিমগিরি স্পর্শিয়া আকাশ, প্রাচীন হিন্দুর কীর্ত্তি ইতিহাস,
যত দিন তোর শিয়রে দাঁড়ায়ে, অশ্রুজলে তোর বক্ষ ভাসাইবে,
তত দিন তুই কাঁদরে।
যে দিন তোমার গিয়াছে চলিয়া, সে দিন ত আর আসিবে না,
যে রবি পশ্চিমে পড়ে'ছে ঢলিয়া সে আর পূরবে উঠিবে না।
এমনি সকল নীচ হীনপ্রাণ জনমেছে তোর কলঙ্কী সন্তান
একটি বিন্দু অশ্রুও কেহ তোমার তরে দেয় না ঢালি।

যে দিন তোমার তরে শোণিত ঢালিত, সে দিন যখন গিয়াছে চলি,
তখন ভারত কাঁদ রে।
তবে কেন বিধি এত অলঙ্কারে রেখে'ছ সাজারে ভারত-কায়?
ভারতের বনে পাখী গায় গান, স্বর্ণ-মেঘ-মাখা ভারত বিমান,
হেথাকার লতা ফুলে ফলে ভরা,
স্বর্ণ-শস্যময়ী হেতাকার ধরা, প্রফুল্ল তটিনী বহিয়ে যায়।
কেন লজ্জাহীনা অলঙ্কার পরি, রোগ-শুষ্ক মুখে হাসিরাশি ভরি,
রূপের গরব করিস হায়, যে দিন গিয়াছে সে ত ফিরিবে না
তবে রে ভারত কাঁদ রে।
ভারত তোর এ কলঙ্ক দেখিয়া, মরমে মলিন মুখ লুকাইয়া,
আমরা যে কবি বিজনে কাঁদিব, বিজনে বিষাদে বীণা ঝঙ্কারিব,
তাতেও যখন স্বাধীনতা নাই, তখন ভারত কাঁদে রে।২০১৫॥

পালাড়ীজংলা—ঠুংরি।
ভারত যো দীন, সো দীন রে!
কত কাল গেল, কত কাল এল; রহে শ্রীহীন রে।
কত শত দেশ, ধরে রাজবেশ; কত দুঃখ শেষ, নাহি হ'ল রে।
ছুটি অন্নলাগি, পরদ্বারভাগী, নিজ ধনে যোগী আজি তুমি রে!
কোটি কোটী সুত, হবে পরভৃত; ক্ষেত্র রাজপুত, শুধু নামে রে।
পরে ছিন্ন বাস, মুখে শোক-হাস; সদা হৃদিত্রাস, প্রাণভয়ে রে।২০১৬॥

বাহার।
অয়ি বিষাদিনী বীণা আয় সখি, গা লো সেই সব পুরাণো গান,
বহুদিনকার লুকানো স্বপনে, ভরিয়া দেনা লো আঁধার প্রাণ!
হা রে হত বিধি মনে পড়ে তোর সেই এক দিন ছিল,—
আমি আর্য্যলক্ষ্মী, এই হিমালয়ে এই বিনোদিনী বীণা করে ল'য়ে
যে গান গেয়েছি সে গান শুনিয়া—জগৎ চমকি উঠিয়াছিল!
আমি অর্জ্জুনেরে, আমি যুধিষ্ঠিরে করিয়াছি স্তনদান,
এই কোলে বসি বাল্মীকি কোরেছে পুণ্য রামায়ণ গান;
আজ অভাগিনী, আজ অনাথিনী ভয়ে ভয়ে ভয়ে লুকা'য়ে লুকা'য়ে
নীরবে নীরবে কাঁদি, পাছে জননীর রোদন শুনিয়া
একটী সন্তান উঠে রে জাগিয়া—কাঁদিতেও কেহ দেয় না বিধি।
হায় রে বিধাতা, জানে না তাহারা সে দিন গিয়াছে চলি
যে দিন মুছিতে বিন্দু অশ্রুধার কত না, করিত সন্তান আমার,
কত না শোণিত দিত রে ঢালি॥২০১৭॥

কাফি—যৎ।

কে তুমি বিজনে বসি কপোলে রাখিয়া কর;
কি তাপে তাপিত তনু নয়নে ঝরে নিঝর,
যেন নভচ্যুত শশী, কাননে প'ড়েছে খসি;
অথবা বিজলীরাশি, ত্যজে জলদনিকর।
এমন কণ্টকবনে, এমন অমূল্য ধনে;
কে রেখেছে সংগোপনে, হ'য়ে কঠিন অন্তর?
চিনে'ছি চিনে'ছি মরি, এ যে ভারতসুন্দরী;
দুখিনী করে'ছে অরি, কাঁদিয়ে ভেঙ্গেছে স্বর ॥২০১৮॥

আলাইয়া—একতালা।

প্রভু এই তব পদে করি নিবেদন,
কাঁদে যেন আমার মন, ভারত যত দিন পরাধীন।
জননী যে মৃতপ্রায়, এবে ধরণী লুটায়,
লোকে তাঁরে মৃত-সাজে, দেখি যে সাজায়;
এ দেখে বল কি করে, হাঁসি খেলি এ সংসারে,
কাঁদাও কাঁদাও মোরে, কাঁদুক ভ্রাতা ভগ্নীগণ।
যত দিন বেঁচে রব, চক্ষের জল ফেলিব, মরণ সময়ে এই বলিয়ে যাব;
কে কোথায় আছ আমার, রাখ রে এই শেষ ভার,
কাঁদিতে রহ জীবনে কেঁদেছি আমি যেমন ॥২০১৯॥

জয়জয়ন্তী—একতালা।

মনোমোহন মুরতি আজি মা তোমার,
মলিন হেরিতে মাগো পারি না যে আর।
কেন বা আজি নীরব, বীণার কাকলি তব,
কেন বা পড়িয়ে বীণা আছে এক ধার?
নাহি ভবভূতি ব্যাস, নাহি কবি কালিদাস,
তাই কি মলিন বেশে কাঁদ অনিবার?
পর-ভয়ে স্বর তুলে, পার না হৃদয় খুলে,
গাইতে স্বাধীন ভাবে ঝঙ্কারিয়া আর?
তাই তব অশ্রুজল, ঝরে কি মা অবিরল,
তাই কি নীরব তব বীণার ঝঙ্কার।
লও বীণা তুলি করে, মধুর গম্ভীর স্বরে,
গাও মা স্বর্গীয় গীত জগতে আবার ॥২০২০॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরী।

কত প্রিয়তম, কে বুঝিতে পারে, সুখ-জন্মভূমি, জননীসম রে।
শ্যামল সুন্দর, মনচিত্ত-হর, প্রীতি পুরিত রূপ অনুপম রে।
কিবা দূর দেশে, কিবা স্বপ্নাবেশে, হেরি ঐ মুরতি, হৃদয়-কন্দরে।
জনক জননী. সুখ-স্পর্শমণি, বিরাজিত যে সুখ, রত্নাকরে।
কিবা স্নেহমাখা, যত বাল্য-সখা, ছিল পুষ্পিত যে বনে থরে থরে।
প্রিয় প্রণয়িনী, প্রেম-কমলিনী, হ'লো বিকশিত যেই সুখ-সরে।
সে সুখ-সরসে, পরিমল আশে, তৃষিত মানস-মরাল বিহরে।
সেই পুণ্য দেশে, ফল ফুলে হাসে, কল্প-কানন এ অবনী-মাঝারে।
সে দেশের তরে, দু নয়ন ঝরে, হেরি ভগ্ন দশা হৃদয় বিদরে ॥২০২১॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কোথায় রহিলে সব, ভারতভূষণ; একবার এসে দুঃখিনীরে কর দরশন।
সুরম্য কুসুমবন, দাবানলে দহে যেন, নিষ্ঠুর শ্বাপদ করিছে দলন।
কোথা রম রঘুমণি বীরত্ব-ধীরত্ব-খনি.
কোথা সীতা, কোথা সতী ভারতের প্রাণধন,
কোথা ভীষ্ম ভীমার্জ্জুন, কোথা যোগী ঋষিগণ,
কোথা সেই নবরত্ন অমূল্য রতন।
অজ্ঞানতা-অন্ধকারে, অধীনতা-পারাবারে,
ভাসিছে ভারত ঐ, ভরসা নাহি সংসারে;
জননীর এ যাতনা. কেউ দেখেও দেখে না,
পথিক বলে সবে মোহ নিদ্রায় মগন ॥২০২২॥

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

কাঁদ রে কাঁদরে আর্য্য কাঁদ অবিরল।
শুকা'বে জীবন-নদী শুকা'বে না আঁখি-জল।
এ জগতে একা বসি, কাঁদ দুখে দিবানিশি,
নয়নের জলে তোর ভাসাইয়ে ধরাতল।
কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অনিবার।
পেয়েছিলি এক দিন যবে প্রাণ ভরে।
হাসিতিস্ আর্য্য তুই জগত-ভিতরে,
সে দিন নাহিক আর, কাঁদ তবে অনিবার,
নিবিবে জীবন-দীপ নিবিবে না চিতানল।
কাঁদ রে কাঁদরে আর্য্য কাঁদ অবিরল ॥২০২৩॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

একাকী কাননে বসি, কে তুমি বল রমণি।
স্বভাব সুন্দর অতি, নব রসে রসবতী,
শত কোটি চন্দ্র-জিনি প্রভাময় মুখখানি॥
নাহি কোন অলঙ্কার মণি মুক্তা চন্দ্রহার,
লাবণ্য তবু অপার, বনফুলে সুশোভিনী॥
বিষাদে মলিন বেশে, বল কি ভাবিছ বসে,
নয়ন-জলে যাও ভেসে, কোন্ দুঃখে বিনোদিনী॥
ছাড় ঐ জীর্ণ বাঁশী, ত্বরা লহ মাল্য অসি,
আমি যাহা ভালবাসি, সাজ রণ-বিলাসিনী॥
পথিক বলে মাতৃভাষা, হায় তোমার এ দুর্দ্দশা,
কত দিনে মনের আশা, পূর্ণ হবে নাহি জানি॥২০২৪॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

ছিল গো ভারত তব একই অধিকার।
তাহেও বঞ্চিত প্রায় হইলে এবার॥
অবিচার উৎপীড়নে, দহিলে পরাণ-মনে,
মুক্তকণ্ঠে স্বাধীনতা, ছিল তব কাঁদিবার॥
দুঃখ-দাবানলে দহি, দুঃখের কাহিনী কহি,
একই উপায় ছিল, শান্তিবারি লভিবার॥
এমনি কপাল তোর, দুখদাহে দহি ঘোর,
সে ঘোর দুখের কথা, কহিতে নারিবে আর॥২০২৫॥

বেহাগ।

আগে চল, আগে চল ভাই
পড়ে' থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে, বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই?
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময় দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়
সময় সময় করে পাঁজি পুঁথি ধরে সময় কোথা পাবি বল ভাই?
আগে চল্, আগে চল্ ভাই।
দেখ যাত্রী যায় জয় গান গায় রাজপথে গলাগলি;
এ আনন্দ স্বরে কে রয়েছে ঘরে কোনে করে দলাদলি?
বিপুল এ ধরা চঞ্চল সময়, মহাবেগবান মানব হৃদয়,
যারা বসে' আছে তারা বড় নয়, ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাই,
আগে চল্, আগে চল্ ভাই।

চিরদিন আছি ভিখারীর মত জগতের পথ পাশে,
যারা চ'লে যায়, কৃপা চক্ষে চায়, পদধূলা উড়ে আসে।
ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে, মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার, চেয়ে দেখ তবে ওই আছে রসাতল, ভাই,
আগে চল্, আগে চল্ ভাই ॥২০২৬॥

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

এস হে ভারতবাসী প্রীতির কুসুম-হারে,
পূজিব সকলে মিলি বীণাপাণি সারদারে।
ওঠ বাল্মীকি ব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
বাজাও ভৈরবে বীণা গভীর মেঘ-মল্লারে।
ওঠ জয়দেব রঙ্গে, মধুর মুরলী-সঙ্গে
বাজাও মধুর তানে মৃদু বসন্ত বাহারে।
কেন রহিলে নীরবে, গাও একতানে সবে,
জাগা'রে ভারত সুপ্ত গিরি বন পারাবারে ॥২০২৭॥

সমাজিক—সঙ্গীত।

বাহার—যৎ।

ভারত-নারীর দশা দেখে অশ্রু ঝরে; ঝরে নয়নের বারি অবিরতধারে।
নাই জ্ঞান, নাই মান, সবে করে অপমান,
মানুষ বলিয়া কভু, কেহ না আদরে।
ক্রীড়ার পুতলি প্রায়, অথবা দাসীর ন্যায়,
স্বার্থপর পুরুষেরা সদা ব্যবহারে।
হায় যবে নিরজনে, এ সব একান্ত মনে—
ভাবি, দুঃখে চিত্ত-দেহ কাঁদবিবরে।
ইচ্ছা হয় সব ছাড়ি, এদেরে মোচন করি,
স'পি, আছে যাহা কিছু, ইহাদের তরে ॥২০২৮॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরী।

কত দিন বল ভারত-রমণী। কাঁদিয়ে কাটাবে দিবস যামিনী॥
অজ্ঞান-আঁধারে, অকূল সাগরে।
ডুবিল অবলার জীবন তরণী॥
তারাও রমণী, রাণীও রমণী। (তবে) করুণা কেন না করিবেন তিনি॥
যাচে জোড়করে, রাণীর দুয়ারে; ঘুচাও তা'দের দুঃখের রজনী ॥২০২৯

ভৈরবী—কাওয়ালী।

চেয়ে দেখ দীনবন্ধু ভারত-রমণী পানে।
কে দেখে তাদের দশা দীননাথ তোমা বিনে।
অজ্ঞান-আঁধারে তারা হ'য়ে আছে পথহারা,
হইয়ে গো শান্তিহারা ভ্রমিছে ভব-কাননে।
কোমল কুসুমসম, প্রাণের ভগিনী মম,
অবরোধ-কারা মাঝে, বিষাদে কাটে জীবনে;
নমামি চরণতলে, তাদের সতত দলে,
রাখ হে রাখ হে প্রভু দুখিনী রমণীগণে।
বিধবা-নয়নাসার, ঝরিতেছে অনিবার,
আমায়ে ভারতহৃদি, দেখিয়ে বাঁচি কেমনে;
তোমা বিনে কে গো বল, মুছাইয়া আঁখিজল,
উদ্ধারিবে দুখিনীরে, জুড়াবে তাপিত প্রাণে ॥২০৩০॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

আজি এ আনন্দ দিনে মিলে সকলে;
করি হে আনন্দ-ধ্বনি, হৃদয় খু'লে।
বঙ্গের যতেক নারী অজ্ঞান-আঁধারে,
পাশবদ্ধ-পাখী প্রায় ছিল এতকাল;
চেয়ে দেখ এবে তারা পেয়ে সুসময়,
চলেছে উন্নতি পথে মন-কুতূহলে।
আমরা কি তবে বল এ শুভ সময়ে,
উদাসীন ভাবে সবে থাকিব ঘুমা'য়ে?
যার যতটুকু বল আছে দেহমনে,
প্রদানিব তাঁহাদের সহায়তা তরে।
দুর্ব্বল ব'লে মোরা করিব না ভয়,
এ শুভ কাজে ঈশ হউন সহায় ॥২০৩১॥

বাহার—যৎ।

ডুবিল সোণার দেশ পাপের সাগরে, পরিপূর্ণ দশ দিক্ ঘোর হাহাকারে
মহাপাপ শিশু বিয়ে, এ দেশে প্রবেশ পেয়ে,
ছারখার করিল রে, স্বর্ণ-ভারতেরে॥
ধন মান বুদ্ধি বল সব গেল রসাতল;
জাগ রে ভারতবাসী, উদ্ধার মায়েরে ॥২০৩২॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

ভারতনারীর দশা ভাবিতে প্রাণ বিদরে ;
দেখে বিষাদ-মূরতি দুনয়নে অশ্রুঝরে।
রূপে গুণে অতুলনা, যত ভারত-ললনা,
দলিত কুসুমসম অবাদরে অত্যাচারে।
যে দেশে সাবিত্রী, জনা, সীতা, দময়ন্তী, খণা,
জন্মেছিল, সেই দেশ ঢেকেছে কি অন্ধকারে ?
ভারতযুবকগণ, কর কর দরশন,
জননী ভগিনীগণ, ভাসিছে দুঃখসাগরে।
গৃহলক্ষ্মীরূপা যাঁরা, মৃতপ্রায় আছে তাঁরা,
তাই এত পাপ তাপ, ভারতের ঘরে ঘরে।
অবলার যত্ন বিনা, ভারতের এ যাতনা,
ঘুচিবে না ঘুচিবেনা শত যুগ যুগান্তরে ॥২০৩৩॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরী।

কি পাপে পাঠালে বিধি করে বঙ্গনারী।
প্রকৃতি রঞ্জিত ছবি জন-মনোহারি ॥
জলে স্থলে শূন্যে একা, সুরূপ লাবণ্য মাখা,
এ পোড়া নয়ন আছে, দেখিতে না পারি।
পিঞ্জরের পাখীসম, দিবানিশি অষ্ট যাম,
ঘুরে ফিরে এক ঠাঁই, বার বার তা নেহারি।
সেই বাড়ী সেই ঘর, সেই দ্বার নিরন্তর,
দেখে দেখে ক্লান্ত আঁখি আরত দেখিতে নারি।
এ চক্ষের কি এই ফল, দিবানিশি অশ্রুজল,
বহিছে অজস্রধারে, যেভ নির্ঝরের বারি।
মোরে অন্ধকারে রাখ, প্রকৃতির রূপ ঢাক,
তামসী নিশার সম ঘোর আঁধার প্রসারি ॥২০৩৪॥

আলাইয়া—যৎ।

নিদয় বিধাতা কেন রে আমারে, পাঠা'লে ভারতে রমণী করে রে।
কি দোষে বলরে, কি ভাবি অন্তরে, ভাসা'লে আমারে দুঃখ পারাবারে।
ভারত-পুরুষ, আ-স্বসুখ-যশ, অবলা সুখেতে কাতর নহেরে।
বৈধব্য যন্ত্রণা তারা ত জানে না, পত্নীর বিয়োগে অন্যেতে মজেরে।
হে বিদ্যাসাগর, কেশব কি কর, হয়ে অগ্রসর, এ দুঃখ নাশরে ॥২০৩৫॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

স্মরিলে পূর্ব্বের কথা অশ্রুজলে আঁখি ভাসে।
পূরব সৌভাগ্যরবি, হয়, পশ্চিম-আকাশে;—
যে-দিন প'ড়েছে ঢ'লে, ডুবেছে সে দিন হতে,
অভাগী ভারতনারী, ঘোর অজ্ঞান তামসে।
কোথা গার্গী, কোথা খণা, মৈত্রেয়ীর জ্ঞানপণা,
সকলি হ'য়েছে লুপ্ত, করাল কালের গ্রাসে;
সে শিক্ষা সে জ্ঞান বল, কিছু নাই, হা, কেবল
দুর্গতির শেষ, নারী জন্ম ভারতবরষে।
বল হে শিক্ষিত দল, সুশিক্ষার এই ফল?
মাতৃকুলে এ দুর্গতি সহ্য কর অনায়াসে।
এস ভাই কর দান, এই দেহ এই প্রাণ,
যে সম্পত্তি আছে, ঢে'লে দাও মনের হরষে॥
ভবে আর্য্য-অঙ্গনার, না রবে এ দশা আর;
ভরিবে বিপুল ধরা, পুনঃ তাহাদের যশে॥২০৩৬॥

মধুকানের সুর—তেতালা।

মনের দুঃখ বল্‌ব কারে।
অনাথ বিধবা বলে, কে চাহিবে দয়া করে।
দুঃসহ জীবন-ভার, বহিতে পারিতে আর,
এ বিষম অত্যাচার, কেন অবলার উপরে।
বিষাদে ভগ্ন হৃদয়, সব দেখি শূন্যময়,
কাঁদিব আর কত হায়, শোকেতে প্রাণ বিদরে।
কে আছ লহ একবার, দুঃখিনীর সমাচার,
বিপদে কর উদ্ধার, বাঁচাও হে প্রাণে॥২০৩৭॥

লুম ঝিঁঝিট—পোস্তা।

ভারত-শ্মশান-মাঝে, আমিরে বিধবা বালা।
বিষের মূরতি ক'রে, বিধি আমায় পাঠাইলা।
জানিনা কেমন পতি, মনে নাই রে সে মূরতি;
তথাপি যুবতী হ'য়ে, পেটে অন্ন নাই দু বেলা।
বিবাহ কি তাও জানিনে, কেবল মাত্র পড়ে মনে,
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক দুঃখের খেলা।
পিতা মাতা নিদয় হ'য়ে, পরের হাতে স'পে দিয়ে,
ছিঁড়ে নিয়ে কোমল কলি, কণ্টকে গাঁথিল মালা।
না বুঝিলেম ভালবাসা, নাহি সুখ নাহি আশা;
কারে ক'ব এ দুর্দ্দশা, কে বুঝিবে মর্ম্মজ্বালা।

পথিক বলে দেশাচারে, গেল ভারত ছারেখারে;
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, পাষাণ হ'য়ে না দেখিলা ॥২০৩৮॥

খাম্বাজ—আড়া।

চেয়ে দেখ দেখ ওহে ভারত-সন্তানগণ;
জননী জনমভূমি চির বিষাদে মগন।
হারাইয়া রত্নাসন, অরণ্যে করে ভ্রমণ;
অনাদরে অত্যাচারে, নীরবে করে রোদন।
অজ্ঞানতা অধীনতা, পাপ তাপ দরিদ্রতা;
শত শত চিতানলে ভারতে করে দাহন।
না জানি কি মহাপাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে;
কণকপুতলিসম, ভারত-রমণীগণ।
শক্তিরূপা যে রমণী, গৃহলক্ষ্মীরূপা যিনি;
(সেই) অসহায়া অভাগিনী, হেরিতে বিদরে প্রাণ।
কিন্তু হায় যত দিন, অবলা রহিবে হীন;
রবে চির অস্তগত, ভারত-সুখ-তপন ॥২০৩৯॥

সাহানা—ঝাঁপতাল।

এত দিনে বুঝি, বোন দুঃখ নিশা অবসান,
উদয় মোদের ভাগ্য, উদিত সুখ তপন।
জনমে জানিনে কভু, জ্ঞান কি পরম ধন;
যুগ যুগান্তর আছি, হ'য়ে অজ্ঞানে মগন।
হ'য়ে স্বার্থপরবশ, কারার বন্দিনী প্রায়,
অজ্ঞান-তিমিরে যারা রেখেছিল গো সবায়
ঐ দেখ তারা সবে, সাজিয়ে এসেছে এবে,
সাজাইতে আমাদিগের দিয়ে জ্ঞান-আভরণ।
সম্মুখে দেখ না চেয়ে, উপহার-ডালা ল'য়ে,
ভেটিতে আসিছে তারা, চল লই গে বরিয়ে;
যদি হ'য়ে অগ্রসর, বাড়াইয়ে দি'ল কর,
হাত ধরাধরি করি চলি তবে ভাই বোন্ ॥২০৪০॥

ললিত খাম্বাজ—একতালা।

বঙ্গে একি দেখি অত্যাচার, গুণ-জ্ঞান-যুত বঙ্গেরি সন্তান,
জ্ঞান-অভিধানে করে অভিমান, কিন্তু একি জ্ঞান না পাই সন্ধান,
অজ্ঞানের মত যত ব্যবহার।

দুগ্ধপোষ্য-বালক বালিকারি সনে, আবদ্ধ করিছে বিবাহ বন্ধনে,
বারেক ভাবিয়ে নাহি দেখে মনে, কি বিষম ফল ফলিবে তাহার।
স্বার্থপর হয়ে জনক জননী, সন্তানের শুভাশুভ নাহি গণি,
বাল্য পরিণয়ে করিছে বন্ধন,—একি দেশাচার।
অন্ধ কি তাহারা নিজমন্দ জ্ঞানে, বারেক হেরিয়ে না দেখে নয়নে,
কেবল মাত্র এই পিশাচ-বন্ধনে, দুখার্ণবে ভাসে কত পরিবার।
কতদিনে বিধি অনুকূল হবে, এ দারুণ প্রথা বঙ্গ ছাড়ি যাবে,
মনুধর্ম্মমতে মানবে চলিবে, ঘুচিবে এ দেশের রোদন হাহাকার॥২০৪১

আলাইয়া—যৎ।

সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে শুভদিন প্রকাশিবে এ আইন, দেশে দেশে জেলায়
জেলায় বেরুবে হুকুম, বিধবা রমণীর বিয়ের, লেগে যাবে ধুম,
মনের সুখে থাক্‌বো মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে, আভরণ পরিব সবে,
লোকে দেখবে তাই,—আলো চাল কাঁচকলা মালসার মুখে দিয়ে ছাই,
এয়ো হ'য়ে, যাব সবে, বরণ ডালা মাথায় লয়ে॥২০৪২॥

জীব সাজ সমরে—সুর।

মনদুঃখ ক'ব কায়, দুঃখ কে বুঝিবে এই দুঃখময় ধরায়।
পিতা কপাল-দোষে,কাপালিক প্রায়,লিপ্ত আছেন কুললক্ষ্মীর সেবায়,
আজন্ম পালিয়ে এ সব কুলমেয়ে, বলি দিবে কুলমন্ত্রীর পায়॥
আমরা অবলা যুবতী, কি হইবে গতি, না দেখি সুহৃদ এ ভুবনে,
কঠিন পিতা মাতা তায়, স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিলে দু'জনে,
(কেবল)ভ্রাতৃ-জায়াগণের দাস্যবৃত্তি করে,
পোড়া উদর পোষি আজীবন ভরে,
আছি ভ্রাতার মন চেয়ে, ভ্রাতা পাছে কোন ত্রুটি পায়।
সদা মরি মনস্তাপে, না জানি কি পাপে পাপিনী জেনেছে বিধাতায়
(তাতে) পাপ ভেবে চিতে,পাপীনীদের হাতে,দেবে দ্বিজে নাহি অন্ন খায়
(হায়) মোদের যে মম গতি, সবার করে গতি,
চক্ষু খেয়ে নাহি দেখে এ যুবতী, বুঝি মরা দেবীবরে থেকে যমঘরে,
(নিতে) বারণ করে যম রাজায়॥২০৪৩॥

মল্লার—কাওয়ালী।

হায়! বাল্যবিধবা দুঃখিনী, হ'য়ে চির পরাধিনী,
কাঁদে শোকে দিবস যামিনী।
মলিন মুখ-কমল, ঝরিছে নয়ন জল,
রোদন মাত্র সম্বল, বাণবিদ্ধ যেন কুরঙ্গিণী।
নাহি সুখ পান ভোজনে, বিচিত্র বসন ভূষণে,
পড়ে সদা ধরাসনে, যেন মেঘে ঢাকা সৌদামিনী।
যাতনায় শরীর শীর্ণ, কালিমা হ'য়েছে বর্ণ,
বিষাদে সদা বিষণ্ণ, যেন মাতঙ্গ-দলিত নলিনী।
একা বসিয়ে বিরলে, ভাসিতেছে অশ্রুজলে,
কেহ নাই ভূমণ্ডলে, শুনিতে তার দুঃখের কাহিনী।
ওহে বঙ্গবাসী সবে, কত আর নিদ্রা যা'বে,
অবলার শোক বিলাপে, পূর্ণ হল গগন মেদিনী ॥২০৪৪॥

(কৃষ্ণকান্ত পাঠকের—সুর।)

যাই লো সই, ঐ অসুরে বুড় হেরে ডরি মরে।
দিলে কাশটা, সে আকাশটা ফাটে, কাঁপে লাঠির বাঁশটা ধরে।
সাজা'য়ে পাট কাপড়ে, আটকায়ে মুকুট শিরে,
বলে মায় দে'খিস বরে নয়ন ভরে,
দেখি পাটে সে মাথাটা ঢেকে, পাটে বসেছে ঠাট করে।
মোটকা সব ঘটকা এসে, সুনালে চোটকা ভাসে,
বুড়টা ঠোঁট কাঁপায়ে হাস্য করে,
আমি অন্তরেতে ডরি লো তার মন্ত্র কৈতে দন্ত লড়ে।২০৪৫॥

বাগেশ্রী—আড়া।

(কে কাঁদিছ?) কে কাঁদিছ একাকিনী বসি এ নির্জ্জন স্থান;
কেন বা গাইছ মৃদু এত সকরুণ গান।
এত যে করুণ তান, কি ব্যথা পেয়েছে প্রাণ,
প্রতি উচ্চ তানে মম কারুণ্য ঢালিছ কাণে।
নিশীথে ঝরিলে অশ্রু বিষাদে কমল, মুছান অরুণ আসি তার নেত্রজল
বৃথাই কি তুমি দুখে, কাঁদিলে সজল মুখে,
মুছা'বে না কি ও অশ্রু তপন কিরণ-দানে,
হেরিয়া দুখিনী আজ এ দশা তোমার, বিদীর্ণ দারুণ শোকে হৃদয় আমার
বল কোন্ জন্ম ফলে, আসিলে এ পাপ-স্থলে,
যথা পূজ্য দেশাচার বধিয়ে রমণী-প্রাণ ॥২০৪৬॥

আসাবরী—আড়া।

কেঁদ না রে অনাথিনী কেঁদ না কেঁদ না আর।
পারি না হেরিতে অশ্রু আর নয়নে তোমার।
সহ অবনতমুখে; নীরবে মনের দুঃখে,
দারুণ অনলদাহ হৃদয়েতে অনিবার।
ভাতিত স্বর্গীয় শোভা যে চারু আননে,
ভাসিত ত্রিদিব-জ্যোতিঃ যে যুগল লোচনে;
বিষন্ন সে মুখ হেরি, সে নয়নে অশ্রুবারি,
নিরখি উথলি মম যায় শোক-পারাবার।
সাজিতে নবীন বেশে ভূষিত রতনে,
বাঁধিতে চিকুরদামে আনন্দে যতনে,
আজি মলিন সে বাস, আলুলিত কেশপাশ,
পারে না হেরিতে মাতঃ হায় হায় নয়নে আমার।
কেঁদ না রে অনাথিনি কেঁদ না কেঁদ না আর।২০৪৭।

ললিত—আড়া।

কুল-মেয়ে কেন কান্দ,গো বিরলে।
কি দোষে হয়েছে দোষী কি চুরি করিলে॥
বল কোন্ দুরাচারে, তুমি সরলা বালারে;
এ কঠোর কারাগারে, অবিচারে দিলে॥
নেত্রে বহে বারিবিন্দু, মলিন বদন-ইন্দু,
নাই কোন সিন্দুর-বিন্দু; সুন্দর কপালে।
কেন যেন কাঙ্গালিনী, থাক দিবস যামিনী,
কেউ তোমার কি নাই দুঃখিনী, এ মহীমণ্ডলে।
দিন কাটাও দাসীভাবে, ভ্রাতৃবধূর পদ সেবে,
নিশায় কাতর ভেবে ভেবে, কোন পাপফলে।
অনাথা কুলীনের মেয়ে, কি খেদ তব হৃদয়ে,
দেখ কেন রয়ে রয়ে, সধবা সকলে।২০৪৮॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

বল্লালী তুই যা রে বাঙ্গালা ছেড়ে।
ডুব্‌ল ভারত কদাচারে, সোণার বাঙ্গালা যায় রে ছারেখারে।
ভ্রূণহত্যা সঙ্গে ক'রে, ব্যাভিচার তুই যা রে সরে,
পাপস্রোতে ভাসালি রে বঙ্গ-মায়েরে অপার পাথারে।
কমলিনী সমাজে সব কুলীনের মেয়ে,
অনাথিনীর বেশে থাকে মলিনা হয়ে,

(এরে) ওদের দশা মনে হলে, দুঃখেতে পাষাণ গলে,
কেউ নাই ওদের ধরাতলে, সদা মনানলে জ্বলে মরে।
শ্রোত্রিয় বংশজ বংশ গেল রে নিপাত,
(এরে) কুমারী কুলীন-কুমারী করে অশ্রুপাত,
(এরে) বিদ্যাশূন্য বৃহস্পতি, তারা বলে সমাজপতি,
ঘটকমনে করে যুক্তি, দম্ভে কাঁপায় বঙ্গ পদভরে ॥২০৪৯॥

কৃষ্ণকান্তপাঠকের—সুর।

আর আমার কাজ কি বিয়ের সাজ পরিয়ে বৃদ্ধকালে।
শিশু-বরের পাশে কোন্ বা বসে, ঘোমটা দিব পাকনা চুলে ॥
গায়ে দিয়ে নামাবলি গাই শিব-নামাবলি, নিয়েছি মালার থলি হস্তে তুলে
ভাল ফলো ফল বল্লালিতে মিল্ল বর এক কচমা ছেলে।
হায় লাঠি ভর করিয়ে, এ শিশু-বরকে নিয়ে, কেমনে ঘুরব আমি কলাতলে,
(ওকে) বলব বা কি, বলবে বা কি, বলবে বা কি এয়োকুলে।
আমার এ অন্তকালে, ওর শুভ দৃষ্টি হ'লে,
ছেলেটা ডরবে এ চাঁদ মুখ দেখিলে,
নিয়ে দুগ্ধের ঘর, কল্লে ঘর, ডাকবে সে ঠাকুরমা বলে ॥২০৫০॥

ললিত—আড়া।

কার পানে বা চাবে পিত এ দুঃখিনী কুলমেয়ে,
কি ধন দিয়ে যাও হে তুমি, রেখে যাও হে কার করে আশ্রয়ে।
ভ্রাতা নরত ভ্রাতার মত, সে যে জায়ারঅনুগত,
(আর) দাসী হয়ে রব কত, ভ্রাতৃ-বধূর মুখ চেয়ে।
অনাথিনী তনয়ারে, আজীবন পালন করে,
শেষে পিত কার করে যাও হে তা'রে সমর্পিয়ে।
চির দুঃখ ভোগের তরে, কেন পুষেছিলে মোরে,
(এখন) তুমি চল্লে তোমার ঘরে, দুখিনীরে ভাসাইয়ে ॥২০৫১॥

ললিত - আড়া।

আয় লো আমরা কুলীন-বাড়ীর বিয়ে সবাই দেখতে যাই,
তোরা এমন বিয়ে দেখিস নাই।
শুনেছিস দানসাগর বিয়ে, ওদের বিয়ের ঘটে তাই,
নৈলে নিদান পক্ষে বৃষোৎসর্গ, একটী বৎস চারিটী গাই,
(দিবে) একবারেই চারিটী মেয়ে লোকের মুখে শুনতে পাই,
(আহা) ওদের কেমন কঠিন হিয়া, পিতা মাতার দয়া নাই ॥২০৫২

ললিত—আড়া।

মেল ভাঙ্গ মেল ভাঙ্গ কুলীন সবে।
তবে সে মঙ্গল হবে, সমাজেতে রবে হে গৌরবে।
মেলে মেলে নাহি মিল, এথে কিরে ফল বল,
মিল মেলে মেলে মিল, জাতি কুল সকল রহিবে।
ঘরে ঘরে কুল মেয়ে দুখে ভেসে যায়.
(এরে) কেমনে দেখ নয়নে পাষাণের প্রায়,
(এরে) বল বল খড়দ ফুলে. কি গৌরবে আছ কুলে,
দেশ নাশিলে সমূলে, আর কত কাল রবে এ গৌরবে।
সযতনে অন্নদানে কুল-কুন্যাগণ, (এরে)
মূক শুকপাখীসম করেছ পোষণ (এরে)
তাতে কেন হ'য়ে ব্যাধ, সে পাখী জীয়ন্তে বধ,
ওদের কিবা অপরাধ, কেন এত বাদ সাধ তবে ॥২০৫৩॥

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

মনোদুঃখে হৃদয় বিদরে। (হায় হায় রে)
হইল সংসার ছারখার সুরাপান করে।
জনক জননীমোর, হইয়ে শোকে কাতর,
ত্যজিলেন কলেবর অন্ন বিনা অনাহারে
পতিব্রতা প্রাণপ্রিয়ে, অশেষ ক্লেশ সহিয়ে,
অনাথিনী প্রায় এবে ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে।
জনম-দুঃখী সন্তান, ক্ষুধায় মৃতসমান,
তার আর্ত্তনাদ আর শুনিতে না পারি রে।
সঞ্চিত ধন-সম্বল, যা ছিল সকল গেল,
দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল হাতে হাতে পেলাম রে ॥২০৫৪॥

ললিত বিভাস—একতালা।

তোমারে যে জন, করেন গ্রহণ, তাহার কখন ভাল নাহি হয়।
তুমি সর্ব্বনাশী, বঙ্গভূমে আসি, নাশ রাশি মানবনিচয়।
যে দিকে যেখানে হেরি রঙ্গভূমে, সে দিকে পূর্ণিত তোমারই ধূমে;
ধরি মায়া-বেশ, নাশ বঙ্গদেশ, তোমারই তরে হাহাকারময়।
যকৃৎ প্লীহাদি শ্বাস-কাশ যত, সাংঘাতিক রোগ আছে নানা মত;
সেই সমুদয়, তোমা হ'তে হয়, আহা কত তায়, মরে জীবচয়!
ওরে সুরা তোর হেরে অত্যাচার, বক্ষে বঙ্গমাতা কাঁদে অনিবার;
নীরবে নির্জ্জনে, ব্যাকুলিত মনে, সে দুখ হেরিলে বিদরে হৃদয় ॥২০৫৫॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কুলীন তনয়া হয়ে অকূলে ভাসিয়া যাই,
অবলা ডুবিয়া মরি, কোন কূল নাহি পাই।
হইয়া কুলীন বালা, সহেনা সহেনা জ্বালা,
মরণ হইলে বাঁচি, আর কিছু নাহি চাই।
বহুনারী হয় যার, রমণী হইলে তার,
হয় সায় হাহাকার জীবন যন্ত্রণা ঠাঁই॥২০৫৬॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

সুরাদলন-সংগ্রামে সাজ সবে বন্ধুগণ
কর চূর্ণ মদপাত্র, পাপ-শুণ্ডিকাভবন।
প্রচণ্ড অসুরদল, প্রচারি সুরা গরল,
মহা পাপে ডুবাইল, ধর্ম্মনীতি জ্ঞান ধন।
কাঁদি'ছে বিধবা কত, হইয়ে সর্ব্বস্ব হৃত,
শুনিলে বিদরে প্রাণ ঝরে দুনয়ন,
ব্যভিচার কুদৃষ্টান্তে, প্রবল কলঙ্ক-স্রোতে,
করিতেছে সর্ব্বনাশ ঘোর অনিষ্ট সাধন॥২০৫৭॥

সুরট মল্লার—একতালা।

ও ভাই ম'জো না সুরাপানে।
বলি বিনয় করে, দুটি পায়ে ধরে, রাখ অনুরোধ থাক সাবধানে।
কত গুণবান প্রিয় দরশন, ভারত-মাতার হৃদয়ভূষণ,
যৌবন বয়সে, মজে সুরারসে, অকালে মরিল প্রাণে।
ভাসা'য়ে সকলে দুঃখের পাথারে, চির শোকানল জ্বালিয়ে অন্তরে,
পিতা মাতার কোল গেল শূন্য করে, বিষম শেল বুকে হেনে;
দেখ দেখ কত যুবা বলবান, মদে মত্ত হ'য়ে হারাইল জ্ঞান,
সাংঘাতিক রোগে সদা ম্রিয়মাণ, না পায় সুখ জীবনে॥২০৫৮॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

(বিভো!) কত দুঃখ দিবে আর বল,
হারাইয়া রাজ্যধন, হারাইয়া সিংহাসন,
বাঁচিয়া ছিলাম দেখে যা'দের মুখকমল!
সুরার প্রবল স্রোতে, যায় তারা অধঃপাতে,
কাঁদা'য়ে অভাগী মায়—হায় কি পাপের ফল।
দেখ বক্ষে অবিরত, সন্তান-শ্মশান কত,
জ্বলিতেছে মহা ঘোরে পোড়াইয়া সর্ব্বস্বল॥২০৫৯॥

ললিত—তিওট।

বাছা বলিরে অকালে জীবন দিওনা। (মায়ের কথা রাখ রে)
আশুসুখে মত্ত হ'য়ে, নিজ নিজ হাতে তুলে সুরা-গরল খেওনা॥
অভাগিনীর পুত্র যত, সুরাপানে হ'য়ে রত, আমার মরমে দিল কত বেদনা
সে কথা স্মরণ করি, সদা বহে চক্ষে বারি,
আমারে আর কাঁদা'ও না॥২০৬০॥

পাহাড়—আড়াঠেকা।

কেমনে ভারতে পাপ সুরাস্রোত প্রবেশিল,
অনল প্লাবনে দেশ একেবারে ভাসাইল?
শুধু এ অনল নয়, এ বহ্নি গরলময়,
অনন্ত প্রবাহবলে ভারতেরে বিনাশিল!
হায় রে সোণার বঙ্গে, এ পাপ-সুরা-তরঙ্গে,
অঙ্গার করিল সব যা কিছু সম্পদ ছিল!
দেশের ভরসা যারা, হায় এ অনলে তারা,
ঐশ্বর্য্য বিভব সহ জীবন আহুতি দিল।
পুত্রশোকে অবিরত, কাঁদে জন্মভূমি কত,
অবিরল অশ্রুজলে এ অনল না নিবিল॥২০৬১।

আলেয়া—ঠুংরী।

গভীর বিষাদে, বিষম প্রমাদে, সোণার ভারত আঁধার হইল।
আহার বিহনে, মরিছে পরাণে, দরিদ্র অনাথ মানব সকল।
বিকট বদন, করিয়ে ব্যাদন, ভীষণ আকাল নিকটে আইল।
কাতর ক্ষুধায়, কাঁদিছে তনয়, দেখিয়ে মায়ের হৃদয় ফাটিল।
ভাবনায় অবশ, দুঃখেতে নিরাশ, করিছে হাহাকার হইয়ে আকুল।
সঞ্চিত সম্বল, সকলি ফুরাল, নিবাতে দারুণ জঠর-অনল।
বল হে কি রূপে, সুখেতে ঘুমাবে, দ্বারে যে ভিখারী জীবন ত্যজিল।
এ ঘোর বিপদে, কে পারে বাঁচাতে, দয়ালু ঈশ্বর ভরসা কেবল॥২০৬২॥

লক্ষ্ণৌ—ঠুংরী।

নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয়,
'অগস্ত্য গণ্ডূষ' কর পিঁপে সমুদয়।
গ্রামে গ্রামে খোলা ভাঁটি, আছে বেশ পরিপাটি,
জীবন-মুক্তির পথ বহুদূর নয়।
খাও ব্র্যাণ্ডী এক গ্রাস, কাটিবে ভবের ফাঁস,
আপনি সচ্চিদানন্দ হইবে চিন্ময়।

ভুলে যাও আত্মপর, দ্বেষ হিংসা পরস্পর,
কর হে যোগীর মত উদার হৃদয়।
কুকুরের গলা ধরি, থাক ভূ-শয্যায় পড়ি,
কর দোঁহে ভ্রাতৃভাবে নব পরিচয়,নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয়।

জয় ব্র্যাণ্ডী স্যাম্পীন্,তুমি হুইস্কি তুমি জিন্, নাহি জানি তব পরিচয়।
ক্লারেট মেডেরা সেরি,তুমি রম্ ধান্যেশ্বরী, খোলা ভাঁটি তুমি বঙ্গময়।
পামর পাষণ্ড যারা, তব নিন্দা করে তারা, কে বলিবে কত পুণ্যে হয়।
তোমার পিঁপার গাছ, তোমার বোতলে কাচ,জয় সুরেশ্বরি জয় জয়।

খাও হে আর এক গ্লাস—কিসের সংসার?
বুজিলে চক্ষের পাতা কেবা থাকে কার।
করিলে চপেটাঘাত, করিও না অশ্রুপাত,
ফিরাইয়া দিও অন্য কপোল তোমার।
প্রদানি মুখের গ্রাস, পরের পুরাও আশ,
যত সাধ্য পার কর, পর-উপকার।
আপনার ঘর বাড়ী, পরেরে দিয়েছ ছাড়ি,
বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা-প্রশংসা তোমার।
খাও হে আর এক গ্লাস—কিসের সংসার।২০৬৫॥

কাঁদিবে জননী যদি কাঁদিবে কাঁদুক,
ভগিনী তোমার তরে, যদি অশ্রুপাত করে,
সোদর ছুরিকা ঘাতে যদি চিরে বুক,
ক্ষতি লাভ কিবা তায়, দুদিনে ভুলিবে হায়,
এমন সংসারে বল আছে কিবা সুখ?
সম্মুখে ব্র্যাণ্ডীর গ্লাস-দেও না চুমুক।২০৬৬॥

কি বলিলে রাক্ষসী রে—শুনিলে কি ভাই?
খাইয়া বুকের রক্ত আশা মিটে নাই?
আয় দেখি এক সাথে, দূর করি পদাঘাতে,
মায়ের বুকের শেল দেশের বালাই।
ভাঙ্গিয়া বোতল গ্লাস, যাহা কিছু সর্ব্বনাশ,
ভারত সাগরে দিব ভাসাইয়া ভাই।
আয় রে এখনি গিয়ে, এখনি আগুন দিয়ে,
পোড়াইয়া খোলা ভাঁটী করি ছাই ছাই।
মায়ের বুকের শেল দেশের বালাই॥২০৬৭॥

আলেয়া—আড়া।

ও হে দীনদয়াময়, কি হইল হায় হায়,
ভেবে সমাজের দশা, দেখে প্রাণ যায় যায়।
কি কব দুঃখের কথা, কোথাও কৌলীন্য-প্রথা
দিতেছে অন্তরে ব্যথা, কত কামিনীর—
কোথাও বা কন্যাপণ, করে কত জ্বালাতন,
কোথা অকাল-মরণ বাল্যবিবাহ ঘটায়।
শুধু নয় এক রোগ, কত দোষ করে ভোগ,
কিসে হবে সুসংযোগ, ভেবে নাহি পাই।
সমাজের পতি যাঁরা, মিছে অভিমানী তাঁরা,
থাকিতে নয়ন-তারা, আছে যেন অন্ধপ্রায়।
সবে প্রধান ভাবে, ভ্রমিতেছে নানা ভাবে,
কেহই একতা লাভে, নয় যত্নশীল—
নব্য প্রাচীনেতে দ্বন্দ্ব, এ বলে উহার মন্দ,
প্রকৃতি হিত-সম্বন্ধ, নাহি ভাবে এ কি দায়।
বল নাথ কবে কবে, হৃদলে একতা হবে,
যতনে করিবে সবে, সমাজ শোধন—
কুসংস্কার কদাচার, করি সবে পরিহার,
রবে কবে অনিবার, নিয়ত তব সেবায়।২০৬৮॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরী।

কত দিন আর ঘুমাইবে বল, দেখরে চাহিয়ে দেশ ধ্বংশ হল!
আসিয়ে মাদক ভারত ভূমেতে, মোহমুগ্ধ করে গ্রাসিল সকল।
যুবা বৃদ্ধ দলে ধরি একে একে, নিপাত করিল জ্বালিয়া অনল।
কত রমণীকে বিধবা করিল, কত শিশু দেখ, অনাথ হইল।
দেখ গৃহে অনল জ্বালিল, গ্রামে গ্রামে রব "গেল! গেল!"
কোথা হ'তে হায়! এ রাহু আসিল, কেমনে বলরে দেশেতে পশিল?
ধরিছে, মরিছে, গ্রাসিছে, দহিছে, অকালে এ যে রে প্রলয় আনিল!
এ দেখে কেমনে,আছ স্থির হ'য়ে? উঠরে! জাগিয়ে,বিলম্বে কি ফল?
ভগবান স্মরি বিনাশয়ে অরি, নইলে ভারত ডুবিল! ডুবিল।২০৭১॥

কেন গো কালি নেংটা ফির—সুর।

(আহা) গেল রে ভারত রসাতলে, কিছু বিচার নাইকো হিন্দুর দলে।
অনিয়মের বাধ্য হ'য়ে সকল স্বেচ্ছাচারে চলে,
(এ পাপ) সমাজের কেউ কর্ত্তা নাইকো, সাধ্য কি কে কারে বলে,
জমিদার ধনীগণ আছে দুষ্ট লোকের করতলে।

(দেখ) শ্রেষ্ঠ লোকের অন্নকষ্ট মতির হার বানরের গলে,
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য কতই আছে মোদের দলে।
(তারা) সমাজের অগ্রগণ্য কতই কুকাজ তলে তলে।
রাসবিহারী কয় মাটি কাট আমি যাব তোমার তলে।
(তখন) ধরণী কয় কি রূপ ফাটি গলিত তোমার নয়ন-জলে ॥২০৭০॥

স্বরট মল্লার—আড়া।

বৃথায় জনম আমার, অন্ন নাই খেতে ঘরে।
পরিবারগণ সবে, ক্ষুধায় ক্রন্দন করে
প্রাণতুল্য পুত্রগণ, হ'য়ে ব্যাকুলিত মন,
বলে শীঘ্র খেতে দাও, নতুবা যাই প্রাণে ম'রে ॥
দুর্ভিক্ষ হ'লো প্রবল আমার নাই অর্থবল,
কি রূপে বাঁচাব প্রাণ দেখিনে উপায়;
হায় এই ছিল রে ভাগ্যে, জীবন যাবে দুর্ভিক্ষে
ভাবিলে সেই ঘোর মৃত্যু, সতত নয়ন ঝরে।
আর কোন স্থান নাই- যথা গেলে অন্ন পাই,
বিপদ-কালেতে বন্ধু কেহ নাহি হয়;
কোথা ও হে ধনীগণ, দরিদ্রে দিয়ে অশন,
রাখ ওষ্ঠাগত প্রাণ, মঙ্গল হইবে পরে ॥২০৭১॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

সাধের ভারত-ভূমি ঢাকিল কি অন্ধকারে।
সবে অন্ধ মহামোহে, মত্ত হয়ে পরদ্রোহে;
নিজ হস্তে নিজ গৃহ, দুঃখানলে দগ্ধ করে।
কিবা মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কিবা ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
কিবা ধনী কি দরিদ্র, শত্রুভাব ঘরে ঘরে;
সবে বটে ভাই ভাই, কারো প্রতি স্নেহ নাই,
সঁপিয়াছে দুঃখিনীরে, জন্মভূমি-জননীরে।
এই দম্ভ-পাপে হায়, অনাহারে মৃতপ্রায়,
সহস্র ভারতযুবা ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে;
কেহ চির পরবাসে, দুঃখের সাগরে ভাসে,
জীবনেতে জীবন্মৃত, অনাদরে অত্যাচারে।
পথিক বলে এই পাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে,
দুঃখিনী ভারতনারী ভাসিছে নয়নাসারে;
ভ্রূণহত্যা ব্যভিচারে, গেল দেশ ছারেখারে,
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, দেখে'ও তা দেখে না রে ॥২০৭২॥

বেহাগ—আড়া।

২৩ হে সদয় বিভো! কেন নিরদয়? বঙ্গের দুর্গতি আর প্রাণে নাহি সয়
দুরাচার দেশাচারে, যায় দেশ ছারেখারে,
দেশীয়েরা কুসংস্কারে, আছে অন্ধপ্রায়—
ও বিভো জ্ঞানাঞ্জন! করি জ্ঞান বিতরণ,
কর এ দুঃখ ভঞ্জন, দেহ পদাশ্রয়, নাথ দেহ পদাশ্রয় ॥২০৭৩॥

বারোয়া—ঠুংরী।

মরি কিবা মুরতি ভীষণ; একি দৈত্য ক্রূর-দরশন্।
পিঙ্গল নয়ন দুটি, ঘন দন্ত কটমটি;
জ্বলিছে উদর-মাঝে ঘোর হুতাশন।
লোল জিহ্বা ক্রূর-দেহ কারো প্রতি নাহি স্নেহ;
ভারতবাসীর করে শোণিত শোষণ।
সতীর সতীত্ব নাশে, মা হ'য়ে শিশুরে গ্রাসে;
নাহি রুচি নাহি শুচি, এমনি দুর্জ্জন।
কভু ধরি উগ্র বেশ, দুর্ভিক্ষে নাশিছে দেশ;
লক্ষ লক্ষ নারী নরে করিছে চর্ব্বণ।
দারিদ্র্যের অত্যাচারে, গেল দেশ ছারেখারে;
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যেন দহে হুতাশন।
অসুরের অত্যাচার কর নিবারণ।
চিরদুঃখী চিরদাস, বিধির লিখন।
যার গৃহে হাহাকার, গৃহ-সুখ কোথা তার;
গৃহ-সুখ-লালসায় দেহ বিসর্জ্জন।
সাহস সামর্থ্য আর, পথিক বলে কর সার;
ভবিতব্যে মন মম প্রাণ কর সমর্পণ ॥২০৭৪॥

ব্রহ্ম—সঙ্গীত।

—০●—

সাহানা—ধামাল।

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়;
যাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়॥
জড়মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়,
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এতো ভাল নয় ।২০৭৫॥

মালকোষ—আড়াঠেকা।

ওহে পথিক মন, কোথায় কর গমন,
নিবাসে নিরাশ হ'য়ে প্রবাসে কেন ভ্রমণ।
যে দেখ ইন্দ্রিয়-গ্রাম, এ নহে স্বকীয় গ্রাম,
আত্মতত্ত্ব-নিজধাম, কর তা'র অন্বেষণ;
পঞ্চভূতময় দেশে, ষড় ভূতের উপদেশে,
ভ্রম কেন অন্যদেশে, দেশে দ্বেষ কি কারণ॥২০৭৫॥

সাহানা—ধামাল।

মন এ কি ভ্রান্তি তোমার, আবাহন বিসর্জ্জন বল কর কার॥
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাঁকে,
তুমি কে বা আন কাকে, এ কি চমৎকার।
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে,
ইহ তিষ্ঠ বল তাঁরে এ কি অবিচার।
এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবিদ্য সব,
তাঁরে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাঁহার॥২০৭৭॥

বিভাস—একতালা।

জয় জ্যোতির্ম্ময় জগদাশ্রয় জীবগণ-জীবন;
তুমি পরমেশ্বর (প্রভু হে) পূর্ণব্রহ্ম আদি-অন্ত-কারণ।
মহিমায় ইন্দ্র, দয়ায় চন্দ্র, স্নেহে পরাজিত ভুবন;
(কোথা আছ হে ও কাঙ্গালের সখা)
আমি অধম পাতকী, করযোড়ে ডাকি দেও মোরে তব চরণ।
প্রেমের পাথার, পুণ্যের আধার, ক্লেশ-কলুষনাশন,
(একবার দেখা দেও হৃদয়-মাঝে)
তুমি দীনশরণ, ভকত-জীবন, লজ্জাভয়-নিবারণ॥২০৭৮॥

সায়ংকাল।

ভুল না নিষাদ কাল, পাতিয়াছে কর্ম্মজাল'
সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ।
দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্ম-তরু-ফল,
গরলময় কেবল দেখিতে সুরঙ্গ॥
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন, নিত্যসুখ-জ্ঞানারণ্যে করহ গমন॥
সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়,
পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহঙ্গ॥২০৭৯॥

আড়ানা বাহার—আড়াঠেকা।

কেমনে হ'বে পার সংসার-পারাবার,
বিনা জ্ঞান-তরণী বিবেক-কর্ণধার;
শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ-কলস,
কর্ম্মগুণে সদা বাঁধা কণ্ঠেতে তোমার॥
ঘোরতর মায়া-তম, আশা-পবন বিষম,
প্রবৃত্তি-তরঙ্গ রঙ্গে উঠে বারে বার।
মানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তা'রা,
কাম ক্রোধ লোভ জলচর, দুর্নিবার॥২০৮০॥

ককুভ—আড়াঠেকা।

কেন ভোল ভোল চিরসুহৃদে, ভুল না চিরসুহৃদে।
ধন প্রাণ মান সকলি যাঁহ'তে, এমন সুহৃদে কেন ভোল।
থেক—থেক না তাঁহ'তে অন্তর,
তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল;
চিরজীবনসখা, চির-সহায়ে, করুণা নিলয়ে, কেন ভোল॥২০৮১॥

ইমন কল্যাণ—ধামাল।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং; পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং॥
চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং; স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং॥
দিনকরশিশিরকরাবতিষাতঃ; যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ॥
ভবতি ততোজগতোঽস্য বিকাশঃ; স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ॥
যদনুভবদাপগচ্ছতি মোহঃ; ভবতিপুনর্ণগুচামধিরোহঃ॥
যো ন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং; জগতি পরং শরণং শরণানাং॥২০৮২॥

বেহাগ—একতালা।

পর নিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না;
বারংবার পাপাচারে পাইবে ঘোর যাতনা॥
তমোগুণাক্রান্ত মতি, পরদ্বেষে হৃষ্ট অতি,
লক্ষ্য কর আত্ম প্রতি, কুটিলতা ত্যজ না।
জ্ঞান কর উদ্দীপন, ধর্ম্ম কর্ম্ম আভরণ,
সফল হ'বে জীবন, ঘুচিবে মনোবেদনা।
আত্মাকে পবিত্র করি, অহঙ্কার পরিহরি,
সত্যের সহায় ধরি, কর ব্রহ্ম-উপাসনা॥১০৮৩॥

রামপ্রসাদী সুর।

যদি চাও হে সুখ এ জগতে, হবে সংসারী-বৈরাগ্য হ'তে ॥
উদাসীন বৈরাগী হ'লে কাঁটা পড়ে প্রেমের পথে;
সুখ সিন্ধু ছেড়ে যে জন যায় সে মরে দুঃখ পিপাসাতে।
অর্থনাশ বা স্বজন-বিয়োগ এরূপ কোন ঘটনাতে;
যা'রা হ'য়েছে শ্মশানবৈরাগী সুখ নাই তা'দের অন্তরেতে।
বিরক্ত-বৈরাগী হ'লে পা'বে না সুখ কোন স্থলে,
সুখের সাগর ছেড়ে সুখের আশায় যে'ও না মরুভূমিতে।
"মর্কট-বৈরাগ্য" তুমি করো না মন লোক দেখাতে
ওরে "স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্তিতে" ॥২০৮৪॥

আলাইয়া ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ও রে দয়াল নামে ভাস সুখে মন আমার।
কেন রে ভাবআর;
ও রে দয়াময় এই মন্ত্র জ'পে, দয়াময়ে প্রাণ স'পে,
দয়াল ব'লে ভবার্ণবে দাও সাঁতার।
তরঙ্গ-গর্জ্জনে শঙ্কা পেও না, কলুষ-কুম্ভীর-পানে ফিরেও চাহিও না;
ভয় কি রে মহামন্ত্র ভুলোনা, কিছুতেই কিছু হবে না;
যদি পড় রে আবর্ত্ত-জলে, উর্দ্ধে দুই বাহু তুলে,
ব'লো কোথায় র'লে ভবের কর্ণধার।
চেয়ে দেখ হ'লো বেলা অবসান,
মিছে কাজে কেন হায় রে ভুল নিজ পরিত্রাণ,
ছুঁড়ে ফেলে দাও ধূলির ধন মান, বিবেক-ভেলায় দৃঢ় বাঁধ প্রাণ;
ওরে সাহসে নির্ভর করে, ঝাঁপ দিয়ে যাও রে পড়ে,
ডুবিলেও অবশ্য পাইবে উদ্ধার ॥২০৮৫॥

বেহাগ—আড়া।

শান্তি কোথা আছে আর, অমৃতসাগর বিনা?
ভুলে সে অমৃতে যেই, বিষয়-বিষের কুণ্ডে,
করে শান্তি অন্বেষণ, ভ্রমবুদ্ধি তা'র।
ওরে সন্তাপিত জীব, বৃথা কেন ভ্রমিতেছ,
কাঁদিতেছ ভবারণ্যে, হ'য়ে শান্তিহারা;
অমৃত-সাগরে যাও, যাবে তাপ পাবে শান্তি,
সকলের তরে আছে মুক্ত তাঁর দ্বার ॥২০৮৬॥

ললিত—ঢিমা তেতালা।

অচিন্ত্য-রচনা বিশ্ব যেই করিল রচনা;
কি ভুলে ভুলিয়ে মন বারেক তাঁরে ভাব না।
জলে স্থলে শূন্যে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি,
যাঁ হ'তে হ'তেছে এই সংসার কল্পনা॥২০৮৭॥

খাম্বাজ—একতালা।

মরি কি সুখের সম্বন্ধ! যিনি মহান্ অনন্ত,
দেখেন পুত্রভাবে, মলিন মানবে, ভাবিলে হৃদয় হয় পুলকিত।
অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হ'য়ে, ক্ষুদ্রকীট-জীবে দেখেন চাহিয়ে,
মরি কি আশ্চর্য্য (ভাই রে আহা) দেখ রে ভাবিয়ে,
এ হ'তে আর কি আছে আনন্দ।
এমন দয়াল পিতা কোথা পাবে আর,যিনি দীন দরিদ্রের ল'ন সমাচার,
গিয়ে পাপীর দ্বারে, ডাকেন বারে বারে,
অন্ধে দেখাইয়া দেন স্বর্গের পথ।
ও রে ভ্রান্ত জীব এমন পিতায় ছেড়ে, (কেন) সুখ অন্বেষণ কর অন্তরে,
এত দয়া তবু (মরি রে তাঁর) চিন্‌লি নে তাঁহারে,
সংসার-মোহে হইয়ে অন্ধ॥২০৮৮॥

বেহাগ—ধামাল।

অমৃত ধনে কে জানে রে কে জানে রে;
প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে, তিনি হে অকিঞ্চন-গুরু।
ব্যাকুল অন্তরে, চাহ রে তাঁহারে, প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে;
প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি, যে জন যায় না'হি ফেরে॥২০৮৯॥

ললিত বিভাস—একতালা।

যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা, জান না রে মন আমি পুত্র তাঁর।
সামান্য ত নই,রাজপুত্র হই, পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার।
আমার পিতার রাজ্য সমুদয়, আমারে কেবা দিতে পারে ভয়,
এ ভবসংসার, পিতার পরিবার, কণ্ঠের হার রে;
পিতার রাজসিংহাসন হৃদয় আমার।
পিতার ভালবাসায় সবে ভাল বাসে, বৃক্ষগণ নানা ফল ফুলে তোষে,
বায়ু বহে গায়,জলদ যোগায় জল রে;
তাইতে রবি শশী এসে নাশে অন্ধকার॥২০৯০॥

কেদারা—কাওয়ালী।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য যে দেহ মন জেনে কি জাননা॥
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস র'বে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে না।
এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তমোগুণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না॥২০৯১॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

শিব সুন্দর চরণে মন মগ্ন হ'য়ে রও রে।
ভজ রে আনন্দময়ে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে।
বিভু-পাদপদ্মে-সুধাহ্রদে ডুবে প্রাণ জুড়াও রে।
শুদ্ধ, সত্য, হিরণ্ময় মানস-পটে তাঁরে;
নিরখিয়ে সচেতনে পূর্ণকাম হও রে।২০৯২॥

বাহার—একতালা।

গাও রে আনন্দে আজ ভববিপাকভঞ্জনে।
ঢালি দেও প্রাণ মন, তাঁর নামকীর্ত্তনে॥
নিখিল ভুবন লেপন যাঁর, যাঁর প্রেম-চিন্তনে'
অমিয়ার ধার উথলে আপনি, হৃদয়পদ্মাসনে;
গাও আজ তাঁর গীত, চিতপিয়াসপূরণে,
জগত মাতাও ঘোষি, জগত-জীব-জীবনে।
মধুর মুরতি ভাতিছে যাঁর, গগনে মৃগলাঞ্ছনে,
স্তুতির লহরি বিপিন-মাঝে, বিহগ-কণ্ঠ-নিঃস্বনে;
হৃদয় ভরিয়ে ডাক রে সেই, ভকতহৃদয়রঞ্জনে,
না রবে সন্তাপ পাপ, নিরখি আঁখি-রঞ্জনে।২০৯৩॥

বেহাগ—যৎ।

গৃহধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম পরম সাধন। পবিত্র তীর্থ এসংসার-তপোবন॥
প্রেমের আধার গৃহ পরিবার-বন্ধন, প্রেমময় ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন।
আসক্তি মোহ জঞ্জাল, বিষয়ের তমোজাল, যোগবলে করিয়ে ছেদন;
ভজ ব্রহ্মপাদপদ্ম, হইবে জীবন-মুক্ত, সশরীরে স্বর্গধামে করিবে গমন।
বিবেক-বৈরাগ্য-নীতি, শম দম ক্ষমা শান্তি, সযতনে করিবে পালন;
সুখ-দুঃখে সমভাবে, বিধাতার হস্ত দেখিবে,
দয়াময়-নাম-মন্ত্র করিবে স্মরণ॥২০৯৪॥

জয়ন্তী—আড়া।

দয়ার সাগর পিতা করুণানিধান ;
ভুলনা তাঁহারে মন ভুলনা কখন।
রোগ শোক পাপ দুঃখে, তিনি হে থাকেন সম্মুখে,
ছাড়িয়ে দুর্ব্বল সুতে' নাহি করেন গমন।
হৃদয়-কপাট খুলি, ডাক তাঁরে পিতা বলি,
দাও প্রীতির অঞ্জলি, কর দরশন।২০৯৫॥

বেহাগ—একতালা।

গাও রে আনন্দে সবে "জয় ব্রহ্ম জয়"
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'রে, গাই'ছে অনন্ত স্বরে,
গায় কোটি চন্দ্র তারা "জয় ব্রহ্ম জয়"।
জয় সত্য-সনাতন, জয় জগত-কারণ ;
জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি-জয়।
অচ্যুত-আনন্দ-ধাম, প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম ;
জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল-আলয়।
ভুবনবিজয়ী নামে, চলি যা'ব শান্তি-ধামে ;
"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" কি ভয় কি ভয় ?
হে প্রভু দীনশরণ, পাপ-সন্তাপ-হরণ ;
অধম সন্তানে নাথ দে' পদাশ্রয় ॥২০৯৬॥

পিলু—যৎ।

দুর্ল্লভ যৌবনকাল করো না বৃথা ক্ষেপণ।
বল কবে আর তবে করিবে ধর্ম্ম অর্জ্জন ॥
বাল্য বাল্য-ক্রীড়াচ্ছলে, গেছে রে মন বিফলে,
তেমনি যৌবনকালে, করিবে কি বিসর্জ্জন।
হইলে শরীর ক্ষীণ, বার্দ্ধক্যে ফুরা'লে দিন,
ওরে মন অর্ব্বাচীন, বিফলে যা'বে জীবন।
শুন রে বিধান শুন, করি সদা প্রাণপণ.
পরব্রহ্ম উপাসনায়, হওরে হও মগন।২০৯৭॥

টোড়ী—আড়াঠেকা।

আনন্দ-মনে, বিমল হৃদয়ে, ভজ রে ভবতারণে।
ভরিয়ে হৃদয় প্রীতির কুসুমে, ঢালি দাও প্রভুর চরণে ॥২০৯৮॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরি ।

গাও রে জগতপতি জগবন্দন ব্রহ্ম-সনাতন পাতক নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক ; কৃপা-সিন্ধু সুন্দর ভবতারক।
সেবক-মনোমদ মঙ্গল দাতা, বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা ;
যাচে চরণ ভকত করযোড়ে, বিতর প্রেম-সুধা চিত্ত-চকোরে ।২০৯৯॥

বারোঁয়া—ঠুংরী ।

সবে মিলে গাও রে এখন ; গাও তাঁরে গায় যাঁরে নিখীল ভুবন।
বিহঙ্গ কাকলি ক'রে, যাঁর নাম-সুধা ক্ষরে,
মোহিত গগন গিরি, সুধাংশু তপন।
ছাড়ি মোহ-কোলাহল, সে আনন্দধামে চল,
শোন সে আনন্দধ্বনি, মুদিয়া নয়ন।
সেই পূর্ণ প্রাণেশ্বরে, জগত ভজনা করে, প্রেম-নয়ন মেলি কর দরশন।
হৃদয়-মন্দির-মাঝে, দেখে সে হৃদয়-রাজে,
মত্ত হ'য়ে কর তাঁর গুণানুকীর্ত্তন।
ভাই ভগ্নী সবে মিলি, গাও রে হৃদয় খুলি,
বিমল আনন্দ-রসে, হও রে মগন ।২১০০॥

বাউলের সুর—একতালা।

পুরবাসী রে, তোরা যাবি যদি অমৃত-নিকেতনে চলে আয়।
থাকুক যথা আছে ধনজন, আর সে ছার ধনে কায নাই।
তোদের মর্ম্ম-ব্যথা আর না রহিবে,
রোগ শোক পাপ দূরে গিয়ে প্রাণ শীতল হবে,
একবার দেখলে প্রভুর প্রেম-মুখ, সব দুঃখ দূরে যায়।
আর কত দিন সে মায়েরে ভুলে,
থাকবি বিদেশেতে মিছে কাজে মায়ের কোল ছেড়ে,
(তাদের) কোলে নেবার তরে মা-ই সে যে, ডেকে ডেকে ফিরে যায় ॥

বেহাগ—রূপক ।

প্রেমমুখ দেখ রে তাঁহার। শুভ্র সত্যস্বরূপ সুন্দর, নাহি উপমা তাঁ'র।
যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার ;
সর্ব্ব সম্পদ তাহে মেলে, যখন থাকি তাঁর সাথ।
না থাকে সংসার-তাপ, করেন ছায়া দান ;
সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।
যদি আসে তাঁর কাযে, দিয়াছেন যে প্রাণ,
ছাড়ি যা'ব অনায়াসে, তাঁরে করিব দান ।২১০২॥

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

জাগি দেখ রে কে তোর হৃদয়-কুটীর-দ্বারে।
ওরে ব্যাকুলিত জগজ্জন যাঁরে দেখিবার তরে॥
হ'য়ে জগজ্জন-পিতা, জগতের পালয়িতা,
তোর কাছে প্রীতি ধন, চাহি'ছেন বিনয় করে।
ত্রিভুবন যাঁর দ্বারে, দিবানিশি ভিক্ষা করে,
সেই রাজরাজেশ্বর, আজ রে হৃদয়-দ্বারে।
দেখে তোরে জন্মদুখী, করিবারে চিরসুখী,
আজ শুভদিন দেখি, এসেছেন কৃপা করে॥২১০৩॥

আসোয়ার—ঝাঁপতাল।

জাগো সকলে (এবে) অমৃতের অধিকারী;
নয়ন খুলিয়া দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী।
পূরব-অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে, বিহগ যশ গায় তাঁহারি।
হৃদয়-কবাট খুলি দেখ রে যতনে, প্রেমময় মুরতি জন-চিত্তহারি;
ডাকো রে নাথে, বিমল প্রভাতে, পাইবে শান্তির বারি॥২১০৪॥

ভৈরবী—একতালা।

প্রাতঃসময়, জাগ রে হৃদয়, স্মর রে ভবতারণে।
চেয়ে দেখ নিশি যায় যায় যায়, সরোজবান্ধব সমুদিত প্রায়,
ঝলসি'ছে নব নীল নীরদ, দেখ রে স্নিগ্ধ গগনে।
এই ছিল বিশ্ব নিস্তব্ধ নীরব, নিদ্রাগত প্রাণী বিহঙ্গ মানব,
জীবকোলাহল, আহা ঐ শোন, উঠিল পুন ভুবনে।
যাঁহার প্রাণে লভিলে জীবন, যা'র কৃপাবলে মেলিলে নয়ন,
প্রেমমূর্ত্তি তাঁ'র হায় রে এখন, হের না কেন নয়নে।
পুঞ্জীকৃত পাপ হইবে বিনাশ, পরিতৃপ্ত হবে আশার পিয়াস,
মনস্তাপনাশ প্রফুল্ল মানসে, স'প রে তাঁর চরণে॥২১০৫॥

পূরবী—ঠেকা।

সবে মিলে সমস্বরে ডাক সেই পরাৎপরে।
ডাক তাঁ'রে ত্রাহি ব'লে, ডাক তাঁরে প্রাণভরে॥
শুভ সন্ধ্যা-সমাগমে, মগ্ন হও সেই নামে,
বাজিছে যে নামধ্বনি গগনে গিরি-কন্দরে।
সবে মিলে শান্ত চিতে, ভজ সে অচ্যুতাচ্যুতে;
ভজনা হইছে যাঁর গৃজা মসজিদ মন্দিরে॥২১০৬॥

ললিত জলদ—তেতালা।

কে তুমি শিয়রে বসে জাগিতেছ গো জননী।
নিদ্রা নাই কি মা তোর চখে, ও প্রসন্নবদনি।
সকলেই মা এ জগতে, অচেতন ঘোর নিদ্রাতে,
সুষুপ্ত সন্তানের কাছে, কেন তুই মা একাকিনী॥
অধম তনয়ে মা গো, কেন তোর এত করুণা,
সতত নিকটে বসে থাক অকারণে;
বুঝেছি বুঝেছি আমি, স্বাভাবিক স্নেহবশে,
বিশ্বর মা সদাকাল, সন্তান-সাথে আপনি॥
বলিহারি দয়া তব, মো সম যে কত সব,
অগণ্য তনয়পাশে, জাগিছ একা;
পাষাণ হৃদয় গলে যায় মা স্মরিলে করুণা তব,
করুণার নাহি পার, ও গো, সন্তানতোষিণি॥২১০৭॥

পরজ—ঝাঁপতাল।

কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি, রতনমণি-খচিত অম্বর কি শোভে,
তরুণ বিভাকর,তারা বিশদ-চন্দ্রমা, জগত রঞ্জিছে কনক-রজত-রঞ্জন।
সুরভি পুষ্পাভরণ, বিপিন গিরি সিন্ধু নদ,
সকলি পরিপূরিত অতুল প্রভাবে, কেমন সুনিপুণ তোমার লেখনী,
তোমার জাগত-শোভা নিরখি নয়ন ভুলে॥২১০৮॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

একি অপরূপ হেরি হৈমগিরি-কলেবরে,
মোহিত নয়ন মন বচন নাহিক সরে
অনন্ত ভাণ্ডার সম স্তরে স্তরে অনুপম,
অমূল্য রতনহারে কে সাজাল গিরিবরে।
শিরে শোভে জটাভার, তাহে কিরণ বিস্তার।
শারদ চন্দ্রিমা যেন যোগীন্দ্রের শিরোপরে।
কটিতটে মেঘবাস, বিজলির পরকাশ,
যেন দীপ্ত চন্দ্রহাস বীরঅঙ্কে শোভা করে।
এমন কঠিন দেহ, আহা মরি কিবা স্নেহ,
ধর রত্ন ফুল পুষ্প দেয় জীবে থরে থরে।
মানব-সন্তানগণ করিতেছে বিচরণ,
জনকের বক্ষে যেন শিশুগণ ক্রীড়া করে।
বল বল গিরিবর ভারত কা'রে নিরন্তর,
কা'র প্রেমে শত ধারে নয়নের জল ঝরে॥২১০৯॥

টোড়ী—আড়াঠেকা।

গেল বিভাবরী,আইলা শুভ্র-বসনা ঊষা ; মগন হও রে অমৃত-সাগরে।
চিরদিন তাঁ'রে রাখ হৃদয়ে ;
কেহ তাঁ'র সমান, চখে দেখে নাই, শুনে নাই শ্রবণে ॥২১১০॥

পূরবি—আড়াঠেকা।

গাইতেছ কা'র যশঃ সুমধুর-তানে, বল হে বিহঙ্গদল, বিজন কাননে।
নিষ্ঠুর মানব সব,করে নানা উপদ্রব,তাই কি তোমরা সব,এসেছ এখানে
বসি সবে উচ্চ ডালে,মনের দুয়ার খুলে,মগন হয়েছ বুঝি,ব্রহ্ম-যশঃগানে
এই হেতু সাধুজন, ত্যজি গৃহ পরিজন
করিতে ধ্যান-ধারণ, আসেন এ স্থানে।
শুনিয়ে সঙ্গীত-তান,, দেখিয়ে সাধন-স্থান,
আর নাহি মন প্রাণ, ধায় গৃহ-পানে ॥২১১১॥

আলাইয়া—আড়া।

গোপগিরি রে একি শোভা দেখা'লি নির্জ্জনে, দেখিনাই নয়নে।
সুরম্য তব কান্তারে, নির্জ্জন বন-মাঝারে,
প্রবাহিত স্রোতস্বতী সুমন্দ গমনে ॥
সুবসন্ত সমাগমে, সাজি নব আভরণে,
প্রকৃতি খুলে'ছে যেন লজ্জাবগুণ্ঠনে,
তরু লতা ফল ফুলে, সারি বায়ুভরে দোলে,
আনন্দে অধীর যেন সখার মিলনে।
এ বিচিত্র ছবি হেরে, ডুবিনু ভাব-সাগরে,
ফিরিতে পুনঃ সংসারে চাহে না যে মনে।
সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবে, থাকি হেথা এই ভাবে,
নয়ন ভরিয়ে দেখি নয়নরঞ্জনে ॥২১১২॥

বিভাস—কাওয়ালী।

নিশী গো! কোথা যাও চলি,
তিমির-ঘোমটা খুলি কাহার ভাবেতে ভুলি ? (ধুয়া)
চন্দ্র অধোমুখে মধু হাসি হাসি, বিহঙ্গ-রবে প্রেম-ভাষ ভাষি,
লাজেতে আধমুদিত-নয়ন কুমুদকলি।
গলে দোলে রজনীগন্ধার মালা, রজনী সজনী কার ভাবে উতলা,
তারার অলঙ্কার আর কত উজলা!
শিরে শোভে প্রভাতিক তারামণি, কার গুণ ঘোষিতেছে সদা ধনী,
পূর্ব্ব দিকে সুরক্তিম লাবণ্য ছটাবলি ॥২১১৩॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

কি মধুর বেণুরব লাগিছে শ্রবণে, নির্জ্জন নিস্তব্ধ এই তামসি-নিশীথে!
এমতি লাগয়ে হিয়ে বিভু-আহ্বান, ধন জন পলায়ন করয়ে যখন,
বিপদ আঁধার আসি ঘেরয়ে চৌদিকে ॥২১১৪॥

পরজ—চৌতাল।

অতুল জ্যোতির জ্যোতি,
গ্রহ তারা তপন জ্যোতিহীন সব তথা।
এক ভানু অযুত কিরণে, উজলে যেমতি সকল ভুবন,
তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা বিরচয়ে সতীর প্রেম,
জননী-হৃদয়ে করে বসতি।
অভ্রভেদী অচল-শিখর, ঘননীল সাগরবর, যথা যাই তুমি তথা;
রবি-কিরণে তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমার জ্যোতি, তব কান্তি মেঘে,
সজন নগর, বিজন গহন, যথা যাই তুমি তথা ॥২১১৫॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

গিরিবর! কা'র লাগি, আছ হে অচল হ'য়ে।
স্পন্দহীন কলেবর, কাহারে ধ্যানে ধরিয়ে॥
মস্তক উন্নত করে, কা'রে দেখ চরাচরে,
বলিয়ে বারেক মোরে, জুড়াও তাপিত হিয়ে।
শিরেতে দেখি তুষার, বোধ হয় জটা-ভার,
ধরিয়ে যোগীর বেশ, পূজ নিত্য-নিরাময়ে॥
তাই নেত্র-প্রেম-বারি, নিয়ত নিঝরে ঝরি,
নদীরূপে বোধ করি, যাই'ছে বহিয়ে।
ইচ্ছা হয় গৃহ ফেলে, ছাড়ি লোক-কোলাহলে,
তোমার সহিত মিলে, পূজি অশোক অভয়ে ॥২১১৬॥

আলাইয়া—আড়া।

তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন; নিরখি জুড়াই নাথ! যুগল নয়ন।
গগন-থালে কেমন, দীপরূপে অনুক্ষণ, শোভিছে শশী তপন, হৃদয়রঞ্জন;
মুক্তামালা যেন তায়, তার সমুদায়,
মরি কিবা শোভা পায়, হে ভব-ভয়-ভঞ্জন।
ধূপ মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ, করে চামর ব্যজন, হে বিশ্ব-কারণ;
বন উপবন শত, পুষ্প দেয় অবিরত,
বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন ॥২১১৭॥

বসন্ত বাহার—যৎ।

আজ কেন পূর্ণশশী উদিল আকাশে।
অগণ্য তারকাবলী ল'য়ে চারি পাশে ॥
তরুগুল্মলতাবলী, তবপত্রে শোভাশালী,
কেন আজ সুগন্ধ বহে মলয়-বাতাসে।
ঝিল্লিগুলি তার স্বরে বিভুগুণ কীর্ত্তন করে,
সুকণ্ঠ বিহঙ্গ গায় প্রেমোচ্ছাসে।
এরা কি দেখিল কি পাইল কার প্রেমে উন্মত্ত হ'ল
আজ সকলেই মজিল কি রে বিভু-সহবাসে।
চন্দ্র সূর্য্য জলে স্থলে, আকাশে মেঘ পটলে,
আজ সবাকার অন্তরালে ব্রহ্মজ্যোতি ভাসে।
প্রেমিক ভকতবৃন্দ, ল'য়ে মধুর মৃদঙ্গ,
গাইছে সবার প্রেম মনের উল্লাসে ॥২১১৮॥

সরফর্দা—আড়াঠেকা।

ও হে সিন্ধু! তুমি হ'য়ে অগম্য অপার।
করিতেছ দিবা নিশি, কাহার যশঃ প্রচার ॥
অতুল প্রভাব ধরি, আছ হে ধরায় ঘেরি, রত্ন-রাজি গর্ব্বে করি,
আজ্ঞাকারী আছ কা'র, আছ নতশিরে, লতা-গুল্ম, পুষ্প-ভারে,
পূজিছে সবে তোমারে, তুমি পূজা কর কা'র।
নদনদী-সরোবর, লঙ্ঘিয়ে গিরি প্রান্তর,
সেবিতেছে নিরন্তর, কে সেবা বল তোমার।
সুনীল হৃদি-আসন, করি সদা প্রসারণ,
করে'ছ বক্ষে ধারণ, বল কা'রে একেবার।
ক্ষণেক প্রশান্ত ভাবে, মগ্ন কা'র প্রেমার্ণবে,
ক্ষণেক গম্ভীর রবে, মহিমা গাও কাহার।
অনুভব হয় এই, তোমার উপাস্য যেই,
ভূমা জগদীশ সেই, নিখিল বিশ্ব-আধার।
অব্যক্ত নিনাদ করে, পুনঃ পুনঃ ঊর্ম্মি-ভরে,
স্তব-প্রণিপাত তাঁ'রে করিছ কি বার বার।
তব ভাব নিরখিলে, পাষাণ-হৃদয় গলে,
ভাসে নেত্র অশ্রুজলে, বিভু-প্রেমে অনিবার ॥২১১৯॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এমন দিন না র'বে না জান; এসেছিলে একেলা একা যাইবে ॥
চিরদিন রহিবে যে ধন, সেই ধনে রাখ যতনে ॥২১২০॥

গৌড় মল্লার—চৌতাল।

গাও তাঁরে গাও সদা, তরুণ ভানু যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ।
জন-হৃদয়-প্রফুল্লকর চন্দ্র তারা, সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়া গগন মেদিনী
মহেশের মহৎ যশ ঘোষ বারিদ; সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্বতী, প্রফুল্ল কুসুম, বনরাজি,
অগ্নি, তুষার, কেহই থেক না নীরব;
যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে, আনন্দ রবে,
গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম, সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে ॥২১২১॥

বাউলের সুর—একতালা।

প্রভু অপরূপ তোমার করুণা; ভাবলে চক্ষে জল আর ধরে না।
তোমার অপ্রিয় কার্য্যেতে সদা রই, তুমি আমার নাহি ভাব প্রিয়ভাব বই
নাথ! আমি তোমায় ভুলে থাকি, কিন্তু তুমি আমায় ভুল না।
নাথ! আমি তোমায় দেখেও দেখি না,
তুমি আমায় চখের আড় তিলেক কর না;
তুমি আমায় রাখতে চাও সুখে, কিন্তু আমার নাই সে ভাবনা ॥২১২২॥

রামকেলি—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর;
অন্যে বাক্য ক'বে কিন্তু তুমি র'বে নিরুত্তর।
যাঁ'র প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর
অতএব সাবধান, ত্যজ্য দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর ॥২১২৩॥

বাগেশ্রী—আড়া।

সীমা কে জানে, জননী! স্নেহ-জলধির তব।
আমাদের সুখ হেতু, কত না করে'ছ তুমি।
প্রতিক্ষণ সাক্ষ্য তার, দিতেছে বিনোদ ভব।
শিখিপুচ্ছে কে চিত্রিল? পুষ্পদামে কে রঞ্জিল?
বিহঙ্গের কণ্ঠে এত মধুরতা কে বা দিল?
কে করিল শ্রান্তিহরা, নিদ্রা আর রজনীরে?
কে আর করিবে তোমার স্নেহের কার্য্য এ সব ॥২১২৪॥

সাহানা—আড়াঠেকা।

যে সৃজিল শোভাময় শশধর তোমারে,
না জানি সে জন কত বিচিত্র শোভা ধরে।
বারেক তোমায় দেখি, জুড়ায় যুগল-আঁখি, না জানি হয় কত সুখী,
মন-আঁখি হেরে তাঁ'রে। পাইয়া তব কিরণ, বাঁচে মৃত তরুগণ,
তাঁর জোতিঃ পেলে মন! সে কি আর মরণে ডরে।
দেখিলে তব উদয়, সিন্ধু উচ্ছসিত হয়,
উথলে যে এ হৃদয়, দেখিলে সেই সুধাকরে।
বল বল কোথা যাই, কেমনে তাঁহারে পাই,
বিরলেতে তাই সুধাই, সদা সকাতরে ॥২১২৫॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কোথা পেলে এ সুহাসি। কাহার কোমল করে,
পেয়েছ কোমল কান্তি, সুবিমল সুগন্ধরাশি।
নিভৃতে নির্জ্জন স্থানে, হাসিতেছ আপন মনে,
দেখলে এ হাসি নয়নে, মোহিত হ'ন যোগী ঋষি।
পবনের সঙ্গে মিলে, আনন্দেতে হেলে দুলে,
হেসে হেসে ঢলে ঢলে, কার কোলে পড়িছ খসি।
কি মোহিনী শক্তি ধর, রূপেতে বিমুগ্ধ কর,
হাসিতে মন চুরি কর, নিঃশব্দে স্বস্থানে বসি।
মল্লিকা গন্ধরাজ গোলাপ, ঘুচাও আমার চির বিলাপ,
করে দেও তাঁর সঙ্গে আলাপ যিনি আছেন অভ্যন্তরে শশি।
যে তোমারে হাসা'তেছে, আনন্দেতে ভাসা'তেছে,
ইচ্ছা হয় তাঁহারে পেলে, ভাল রূপে ভাল বাসি ॥২১২৬॥

বেহাগ—আড়া।

এই দেহের এত অহঙ্কার; অবশ্য মরিতে হ'বে কিছু দিনান্তর ॥
হ'লে দেহ প্রাণহীন, কোথা র'বে অভিমান,
ভূমিতে পড়িয়ে র'বে হ'য়ে শবাকার;
পিতা মাতা বন্ধুগণ, সম্মুখে করি রোদন,
গাইবে তোমার গুণ করি হাহাকার।
এখন প্রবোধ মান, ত্যজ কুপথ-গমন,
কুৎসিত ভাবে দর্শন নর নারীচয়।
সর্ব্ব-লোক অপমান, অনাথ-অর্থ-হরণ,
পরনিন্দা পরপীড়া কর পরিহার ॥২১২৭॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কে দিল এমন জ্যোতিঃ দিবাকর তোমারে।
নিমিষে নাশিলে সব নিবিড় অন্ধকারে ॥
প্রকাশি তুমি গগনে, জাগাইলে জীবগণে,
পূরিলে জ্যোতি জীবনে, এ বিশাল সংসারে।
বিহঙ্গ ছাড়ি কুলায়, মানব ত্যজি শয্যায়,
কা'র যশঃ-গীত গায়, বল হে আমারে।
হ'য়ে তুমি অচেতন, নির্জীবে দাও জীবন,
বুঝি মৃত-সঞ্জীবন, আছেন তব মাঝারে ॥২১২৮॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

সুধার ভাণ্ডার তুমি জগতজননী; চির প্রেমময়ী গতি-মুক্তিদায়িনী ॥
তোমার ভকতগণ, কেমন প্রেমে মগন,
তব প্রেমরস পান করিয়ে হইয়াছে সুশীতল;
তাই তারা নিশি দিন, প্রফুল্ল প্রসন্নানন,
গভীর প্রশান্ত তাঁদের হৃদয়, কোমল তাঁদের প্রাণ;
মুখেতে পুণ্যের জ্যোতিঃ, স্নিগ্ধকারিণী।
চির পরাধীন, পাপে তাপে মলিন,
বড় আশা করে এসেছি তোমারে দেখিয়ে জুড়াব প্রাণ;
পাপীর হৃদয়াসন, কর গো মাতঃ গ্রহণ,
যাই আমি তবে জনমের তরে, দুঃখ শোক পাসরিয়ে,
তুমি গো মা সন্তানের দুঃখহারিণী ॥২১২৯॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

যার মা আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ।
তবে মা মা করে পাপে রোগে শোকে কেন কাঁদ ॥
মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ তাঁর চারিপাশে,
ভাসাই'ছেন প্রেমময়ী প্রেমনীরে;
পাপ তাপ সব দূরে গেল, আনন্দ-রস উথলিল,
বাহু তুলে মা মা বলে নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ ॥২১৩০॥

আলাইয়া—একতালা।

সেই দিনে হে আমায়, দীনবন্ধু, দিও ঐ অভয় চরণ।
সেই বিপদ-সময়, দেখো দয়াময়, যেন অন্ধকার না দেখে নয়ন,
কি জানি কখন, আসিবে শমন, আগে নিবেদন ক'রে রাখিলাম;
যেন দেখে ও চরণ, হয় বিসর্জ্জন, এ মহাপাপীর জ্বলন্ত জীবন ॥২১৩১॥

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর।
গৃহ পূর্ণধনে আর সর্ব্ব গুণে গুণাকর॥
রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার,
অশ্ব রথ গজ দ্বারে রতি শোভাকর।
কিন্তু দেখ মনে ভেবে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে,
অবশ্য ত্যজিতে হবে কিছু দিন অন্তর।
অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ,
মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর॥২১৩২॥

ভৈরবী—একতালা।

কোথা যাও স্রোতস্বতি! বল গো আমারে।
ছাড়ি গিরি-নিকেতন, উদাসিনী-বেশ ধরে?
সজন গ্রাম-নগর, বিজন বন-প্রান্তর,
উত্তরিয়ে নিরন্তর যাইতেছ বেগ-ভরে।
বাধা বিঘ্ন নাহি মান, ত্যজি দম্ভ-অভিমান,
নম্র-ভাবে ধাবমান, হও কা'র তরে।
গিরি-শিরে করি বাস, পূরিলনা অভিলাষ,
তাই বুঝি মুক্তি-আশে, যাইতেছ সিন্ধু নীরে?
ত্যজিয়ে সঙ্কীর্ণ ভাবে, যাইতে সেই জ্ঞানার্ণবে,
বলিতেছ কি মানবে, কল কল কল স্বরে?২১৩৩॥ *

ঝিঁঝিট—একতালা।

দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের দুঃখ-ভঞ্জন।
তব কৃপা হি কেবল, পাপী তাপীর সম্বল,
দুর্ব্বলের বল তুমি নিরাশ্রয়ের অবলম্বন।
হে বিভো করুণাসিন্ধু, বিপদ-কালের বন্ধু,
দিয়ে কৃপাবারি-বিন্দু, কর হে পাপ মোচন।
পাপ-ভারাক্রান্ত হ'য়ে, ডাকি নাথ কাতর হৃদয়ে,
পার কর ভবসিন্ধু দিয়ে অভয় চরণ।
তুমি নাথ পরম দয়াল, স্নেহময় ভক্তবৎসল,
পাপীর দুঃখে নহ পিতা কখন উদাসীন।
ওহে অগতির গতি, করি ও পদে মিনতি,
থাকে যেন ভক্তি নাথ তোমাতে চিরদিন॥২১৩৪॥

মধুকানের সুর—কাওয়ালী।

মা আমারে কর কোলে;
কত দিন আর কেঁদে কেঁদে, ভাসিব নয়নের জলে।
স'য়েছি যাতনা যত, বলে তা জানাব কত,
জীবনে মৃতের মত, পড়ে আছি ধরতলে।
এস এস এস একবার, করুণাময়ী মা আমার,
ঘুচাও আসি হৃদয়ের ভার, দেখা দিয়ে হৃদকমলে ॥২১৩৫॥

ভৈরবী—যৎ।

প্রভু কোথা হে পাইব তুলনা তোমার।
তোমা বিনে হেরি নাথ, সকলি আঁধার ॥
পাপী বলে ঘৃণা করে, ত্রিজগত ত্যজে যারে,
কোলে নিয়ে তুমি তারে কর ভবে পার ॥
কেহই নাহি যাহার, তুমিই সর্ব্বস্ব তার,
তাই দীনবন্ধু-নাম, গাইছে সংসার ॥২১৩৬॥

ভৈরবী—আড়া।

তোমার করুণায় নাথ সকলি হইতে পারে;
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে।
অবিশ্বাসীর অন্তর, সঙ্কুচিত নিরন্তর,
তোমায় না করে নির্ভর, সর্ব্বদা ভাবিয়া মরে।
তুমি মঙ্গলনিধান, করিছ মঙ্গল বিধান,
তবে কেন বৃথা মরি, ফলাফল চিন্তা করে?
ধন্য তোমার করুণা, পাপীকেও করে না ঘৃণা,
নির্ব্বিশেষে সমভাবে, সবে আলিঙ্গন করে ॥২১৩৭॥

মুলতান—চৌতাল।

তাঁর গুণে পূর্ণ জগত;
ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মহিমা, প্রকাশে জগত তাঁর মহিমার কণিকা।
যাঁহার করুণা বলে বাঁচিতেছে ক্ষুদ্র কীট,
ভুবন-পালক দয়াল দুর্ব্বল-বল তিনি রাজ-রাজা।
চারিদিকে তাঁহার দয়া, তাঁহার করুণা বহিছে,
অনুক্ষণ শোভিত-ধারে; নিশ্বাসে বায়ুতে;
তাঁহার করুণা করে আনন্দ বিস্তার,
করে জ্ঞান, অভয় দান, পাপে ত্রাণ, তাপে শান্তি-নীর ॥২১৩৮॥

সুরট—একতালা।

জীবন্ত ঈশ্বর এই ত বর্ত্তমান।

এ যে দেখিবার ধন, অমূল্য রতন, তৃপ্তি কি হয় মন, করি অনুমান।

এই ত সর্ব্বগত সকলের আশ্রয়, জাগ্রত প্রহরী পূর্ণ-জ্ঞানময়,

এই ত পাপীর বন্ধু দীন দয়াময়, পূর্ণকর্ম্মা পুরুষ প্রধান।

এই ত চিন্তামণি, চিরন্তন ধন, এই ত দয়াল প্রভু হৃদয়রতন,

প্রাণের ঈশ্বর, প্রাণের ভিতর, কোথা যা'ব আর করিতে সন্ধান ?

এই ত নিত্য সত্য ব্রহ্ম সনাতন, সুন্দর প্রকৃতি প্রেমের গঠন,

কিবা পুণ্যপ্রভা, অপরূপ শোভা, শান্তি রসে ভরা প্রসন্ন বদন।

স্থানেতে এখানে, সময়ে এক্ষণ, প্রাণসখা আমার প্রিয়দরশন,

দেখিলে জুড়ায় তাপিত জীবন, হারাইলে হৃদয় হয় যে শ্মশান ॥২১৩৯॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরী।

এত দয়া পিতা তোমার, ভুলিব কোন্ প্রাণে আর।

দেবের দুর্ল্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, দীন হীন আমি অকিঞ্চন হে;

তবু পুত্র বলে, স্থান দিয়ে কোলে, পদে পদে বিপদে করিছ উদ্ধার।

পড়ে অকূল সাগরে, যখন ডাকি কাতরে,

ব্যাকুল হইয়ে কোথা দয়াময় বলে হে;

তখন কাছে এসে,সুমধুর ভাষে,তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার।

কে জানে এমন করে, ভালবাসিতে পাপীরে,তোমার মতন ভুমণ্ডলে হে

আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী, তথাপি দুর্ব্বল বলে ক্ষম বারম্বার।

জানিলাম নানামতে,তোমা বিনা এ জগতে,কেহ নাহি আর আপনার হে।

ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত, নিজ গুণে পাপীজনে কর ভবে পার॥

ভূপালী, ইমন ও বিভাস মিশ্রিত—তেতালা।

কত দয়া তব মানবে।

দয়াময় হে, অনন্ত তোমার দয়া, অন্ত কে করিবে ভবে।

তব দয়া পদে পদে, বিপদ-সুখ-সম্পদে ;

কিন্তু হে বিপদে বুঝে, কেবল প্রেমিক সবে।

এই যে পাপ-শান্তি সকল, এও তোমার স্নেহের ফল,

এ ফল জীবনে কেবল সুমধুর রস স্রবে ॥২১৪১॥

মুলতান—তিওট।

কতই করুণা হ'তেছে বরষণ তোমার।

এনে দাও কত সুখ স্নেহ ভরিয়ে, নাহি নাহি অন্ত তাহার ॥২১৪২॥

রামকেলি—আড়াঠেকা।

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে।
এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে॥
কৃষ্ণকেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে,
গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছু দিনে;
লোল চর্ম্ম কদাকার, কফ কাস দুর্নিবার,
হস্ত পদ শিরঃকম্প ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে;
অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব,
দয়া জীবে নম্র ভাবে ভাব সত্য নিরঞ্জনে॥২১৪৩॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

না চাহিতে দিয়েছ সকল (বিভো)।
এই যে ইন্দ্রিয়গণ, সাধিতেছে প্রয়োজন,
দিয়েছ প্রার্থনা বিনা উপযুক্ত বুদ্ধি বল।
সঞ্চার না হ'তে আমি, সৃজন করিলে তুমি,
মাতার হৃদয়ে স্তন, মধুর অনিল জল।
না গড়িতে এ রসনা, গড়িলে সুমিষ্ট নানা,
ফল শস্য যত কিছু নিবারিতে ক্ষুধানল।
এ পাষাণ-অন্তরে, তোমারে পা'বার তরে,
অযাচিত কৃপাগুণে, রোপিয়াছ জ্ঞান-বল॥২১৪৪॥

বাউলের সুর—একতালা।

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে। তত্ত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে।
তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী, হৃদয়বন্ধু কিম্বা পুত্র কন্যা;
তোমার এ নহে সম্ভব (হে), একি অসম্ভব,
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে (কিসের জন্যে)।
ও হে শাস্ত্রে শুনতে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই, কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে,
তুমি হ'বে কেউ আপনার (হে), আপনার হ'তেও আপনার,
আপনার না হ'লে মন কি টানে (তোমার পানে)॥২১৪৫॥

জয়জয়ন্তী—রূপক।

নাথ! কি দিব তোমারে; সকলি তোমার, আছে কি আমার।
হৃদয়ের প্রীতিফুলে, তুমিই বিকাশিছ নাথ,
লও প্রভু তুলিয়ে সে ধন তোমারি॥২১৪৬॥

রামকেলী—কাওয়ালী।

হে করুণাকর দীন-সখা তুমি, আগত প্রভু তব দ্বারে।
তুমি বিনা দীনে, কে প্রভু তারে, দুস্তর ভব-সংসারে।
সম্পদ বিষময় তোমা বিহনে, জীবন মৃত্যুসমান ;
বিপদ সম্পদ, তব পদ লাভে, মৃত্যু সে অমৃত-সোপান ॥২১৪৭॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

পাপের যাতনা আর সহিতে না পারি নাথ।
হৃদয় দহিছে সদা জ্বলন্ত অনলে হে ॥
মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাপ-পথ পরিহরি,
কেমন প্রবল অরি ছাড়ে না আমায় হে।
কোথা হে দীনশরণ, কর কর ত্রাণ,
দরশন দিয়ে পাপ-যাতনা ঘুচাও হে ।২১৪৮॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

তার হে দীনবন্ধু দয়াল পাতকী-জন-তারণ।
এই যে দেখিছি সুরম্য ভুবন, কিছুই ইহার নহে পুরাতন,
ইচ্ছা তব হ'ল, সৃজিলে বিশ্ব, জয় দেব ভব কারণ।
তোমার রচনা নিরখি নয়ন, সুখ-নীরে সদা করে সন্তরণ,
আদি কবি তুমি, অনাদি নাি, জয় দেব জগজ্জীবন।
নিশীথে দিবসে তোমার গুণ, গায় চন্দ্র তারা তপন পবন,
গায় হে তোমারে জলদজাল, জয় দেব দুখনাশন।
তারাইতে পাপী বিনা শ্রীচরণ, কি আছে হে আর হে ভয়হরণ,
ডুবে পাপার্ণবে ডাকি হে তোমা, জয় দেব জীবপাবন ॥২১৪৯॥

বিভাস—তিওট।

যদি ত'রাবে জগত-জনে, দিয়ে দয়াল নামে,
আগে গো তরাও, পিতা আমায়।
এ পাপী তরে গেলে, জগতের আশা হ'বে দয়াময়।
সুধামাখা দয়াল নাম করিয়ে কীর্ত্তন, তব কৃপায় তব রাজ্যে করিব গমন।
বলব আয় রে সবে আয়, আর নাহি ভয়, এই সে মহাপাপী তরে যায়।
উদ্ধশ্বাসে পাপী সবে আসবে দলে দল,
ভক্ত ছুটে ভক্তির ঘাটে করবে কোলাহল ;
তব ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে জগৎ ভরে যা'বে, এ পাপী যদি ঐ চরণ পায় ॥২১৫০

ভৈরবী—চৌতাল

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে;
তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়, সেই পায় অচল শরণ।
এক প্রথম তেজ সেই, একেরি অসংখ্য কিরণ,
কতই মঙ্গল, জ্ঞান, ধরম, প্রীতি, কান্তি ছায় ভুবন।
গায় তাঁহারে সর্ব্ব লোক,মধ্যে সেই বিশ্বলোক,অন্ত কেহ নাহি পায়,
যাচি চরণার বিন্দ, দেহি মে কৃপা-আনন্দ,
আর কার দ্বা'রে যাব, তুমি সবার দারিদ্র্যভঞ্জন ॥২১৫১॥

ললিত—সওয়ারী।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি, দেখা দেও হে।
রবি, শশী, তারা শোভে না আমার কাছে, যদি হারাই তোমারে।
কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিহনে,
কি হ'বে সে জ্ঞানে যাতে তোমায় না পাই ॥২১৫২॥

বেহাগ—আড়া।

পিতঃ ক্ষম অপরাধ! অবোধ সন্তান আমি!
না শুনে তোমায় কথা, করে'ছি কুকাজ কত,
হেলায় সুপথ ছেড়ে হ'য়েছি কুপথগামী।
স্বাধীনতা-মহারত্ন, স্নেহে মোরে দিয়ে তুমি,
পাঠা'লে ভবের হাটে সুখ কিনিতে,
হায় আমি কি করিলাম, বলিতে বিদরে হিয়া,
কিনিলাম সেই রত্নে পাপ-তাপ দুখ-রাশি ॥২১৫৩॥

মুলতান—আড়া।

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়॥
কি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনলসম,
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তব নামের গুণে তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয়।২১৫৪॥

আশা—ঠুংরী।

বিষয়-সুখে মন তৃপ্তি কি মানে।
তব চরণামৃত, পান-পিপাসিত, নাহি চাহি ধন জন মানে।
হৃদয় পিপাসু সদা পরমেশ্বর-পাদ-কমল-মধু-পানে;
না চাহি অপর কিছু, মধুকর ত্যজি মধু চায় কি সে জলপানে?
সেই তব সুবিমল প্রেমমুখ-ছবি, নিরখি নিরখি অনিমেষে;
সফল করিব প্রভু, নেত্রযুগল মম, পাসরিব ভয় দুঃখ ক্লেশে।
অনুদিন গাইব ভগবদমল যশ, কোমল সুমধুর তানে;
মিলিবে সে ফল তাহে, কভু নাহি মিলে যাহা, দুঃসহ তপ জপ দানে।
পলভর না ছাড়িব তোমার সে শ্রীচরণ, তুমিও রাখিবে তব দাসে;
তব সহবাস-সুখে রহি নিশি দিন, না গণিব ভব-বনবাসে।
পরিহরি বিষময় বিষয়-প্রলোভন, অনুচর র'ব তব পাশে;
হৃদয়-থাল ভরি প্রীতি-কুসুম ল'য়ে, পূজিব নিত্য মহেশে।
পরি অপরাজিত দিব্য কবচ তব, অক্ষত রিপুর প্রহারে;
তব করুণাতরি করি অবলম্বন, যা'ব ভবার্ণব-পারে।
জীবন স'পিয়ে তোমার পদে প্রভু, নির্ভয় হইব সখা হে;
মঙ্গল-কার্য্য তোমার সমাপিয়ে, সহজে ত্যজিব এই দেহে॥২১৫৫॥

দেশ—তিওট।

থেক না থেক না দূরে নাথ!
সম্পদকালে, ঘোর বিপাকে, পা[ি]-বিকারে, চিরদিন আমি তোমারি।
ধন মান চাহি না তোমা হ'তে, দেও এই অধিকার,
নিয়ত নিয়ত যেন সহচর থাকি তোমারি॥২১৫৬॥

আলাইয়া—একতালা।

কোথা হে কাঙ্গালের নিধি, হৃদয়-রতন দেখা দেও একবার।
হৃদয়-মন্দিরে আমায়, তোমা বিনে হ'য়ে আছে অন্ধকার।
তোমারে পা'বার তরে, চাহি অন্তরে বাহিরে,
না দেখে নাথ তোমারে, শূন্যময় জ্ঞান হয় এ সংসার।
কি করিব, কোথা যা'ব, কি রূপে তোমারে পা'ব,
কবে ও মুখ হেরিব, জুড়াইব তাপিত প্রাণ হে আমার।২১৫৭॥

সরফরদা—আড়া।

এমন কি হে দিন যাবে চিরকাল, আর সহে না সংসার-যাতনা।
তোমা বিহনে কে আছে আমার, গতিহীনে ত্যজো না॥২১৫৮॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন, আমি হে।
সুখে দুখে পাপে, আমি তোমারি নাথ, তোমারি হে।
দেখো দেব দেখো দেখো,এ দাসের অন্তরে চিরদিন থেকো,
অন্তরে নিরখি তোমায় নিবারিব সব দুঃখ ৷২১৫৯॥

কাফি—যৎ।

আমি হে তব কৃপারভিখারী
সহজে ধায় নদী সিন্ধুপানে, কুসুম করে গন্ধদান ;
মন সহজে সদা চাহে তোমারে,
তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।
প্রাসাদ কুটীরে এক ভানু বিরাজে, নাহি করে কোন বিচার,
তেমতি নাথ তোমার কৃপা হে,বিশ্বময় বিস্তার,অবারিত তোমার দুয়ার॥৬০

ঝিঁঝিট—যৎ।

কি ব'লে প্রার্থনা বল করি আর।
আমার সকল কথা ফুরাইল, ফিরিল না মন আমার।
তুমি দেখ সব থেকে অন্তরে তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে,
প্রাণের প্রাণ বল্‌ব কি আর, আছে কি আর বলিবার।
ও হে, প্রাণ যদি চাহে তোমারে, তুমি থাকিতে কি পার দূরে,
আপনি এস পাপীর দ্বারে, তাই পতিতপাবন নাম তোমার ৷২১৬১॥

আলাইয়া—একতালা।

কোথায় আছ দীনবন্ধু, দেখা দিয়ে ঘুচাও পাপের যন্ত্রণা।
কেমনে ডাকিব আমি, কেমনে ডাকিব তোমায় জানি না।
যদি একবার কৃপা ক'রে, এস হে হৃদি-মন্দিরে,
দেখি তোমায় নয়ন ভরে, পূরাই মনের অনেক দিনের বাসনা।
ব্যাকুল হ'য়েছে মন, দেও পিতা দরশন, প্রাণ যে করে কেমন,
তোমা বিনা আর ত কেহ জানে না ॥২১৬২॥

সিন্ধুড়া—ধামাল।

হ'য়েছি ব্যাকুল-অন্তর বিরহে তোমার, তৃষিত চাতক সমান।
করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে, হৃদয়ে বিরাজ আমার।
অভয় মুরতি দেখা দিয়ে, কর হে অভয় দান,
তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার ॥২১৬৩॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

আমার এই বাসনা কর হে পূরণ। ওহে অনাথনাথ, অধমতারণ॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকে তোমারে দেখি,
হৃদয়-মন্দিরে সদা দেও দরশন।
না চাহি বিষয়-সুখ, চাহি তব প্রেমমুখ,
তা হ'লে যাইবে দুঃখ আনন্দে হব মগন।২১৬৪॥

মনোহরসাই—লোফা।

আজ হ'তে, তোমার হাতে, আমি স'পিলাম আমায়।
ও হে দেখো যেন, দীন দুঃখী, প্রাণে রক্ষা পায়॥
আমার নিশি দিন, বিষাদে হে সমভাবে যায়।
বল এ আগুন, তোমা বিনে, কে আর নিবায়॥
ও হে অন্তর্যামী, কি আর আমি, জা'নাব তোমায়।
তুমি দেখিতেছ কৃপানিধি, আছি যে দশায়॥
আমার এ মিনতি, অন্তে রেখ চরণ-ছায়ায়।
তোমায় দেখিতে দেখিতে যেন প্রাণ বাহিরায়॥২১৬৫॥

পাহাড়ী—খেমটা।

কি আর জানাব নাথ! যাতনা তোমায় হে।
অপরাধ মনে হ'লে কাঁপায়ে হৃদয় হে॥
নাহি কিছু ধর্ম্ম-বল, কি করি পথ-সম্বল,
নয়নেতে আসে জল, না দেখি উপায় হে।
না হ'ল আত্মার যোগ, না হ'ল সত্যের ভোগ,
কুকর্ম্মের ফলভোগ, কত আর করিব হে॥
ভবলীলা সাঙ্গ হ'লে ত্যজ না পাতকী ব'লে,
স্থান দিও চরণতলে, ল'য়েছি শরণ হে॥২১৬৬॥

মুলতান—একতালা।

জানিতেছ হৃদয়-বাসনা নাথ।
কি আর বলিব, হে অনাথ-শরণ, দেও শ্রীচরণ, সন্তানে করি করুণা॥
ও পদ সেবনে কাটিব জীবনে, তোমার মননে নিয়োজিব মনে,
তব গুণ-গানে রাখিব রসনা, বাসনা করেছি এই;
তবে কেন পাপ-পথে অবিরত, ধায় মম দুষ্ট পাপ-চিত নাথ?
হ'ল একি দায়, না দেখি উপায়, বিনা তব করুণা॥২১৬৭॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

অলসে থেক না আর উঠ শয্যা পরিহ'রে।
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর দেখ হে দাঁড়া'য়ে দ্বারে॥
তাঁর কার্য্যে প্রাণমন, কে করিবে সমর্পণ,
স্বর্গ হ'তে নিমন্ত্রণ, আসিছে শোন অন্তরে।
শুনেছি পুরাণে কয়, বিশ্বাসের সদা জয়,
সর্ষপ-আঘাতে গিরি কাঁপায়ে থর থরে,
পণ করি মন প্রাণে, এস আছ যে যেখানে,
অবিশ্রান্ত তাঁর কার্য্যে রত থাক এ সংসারে॥
রণক্ষেত্রে এসে ভাই, কেমনে বা নিদ্রা যাই,
বাজিছে সত্যের ভেরী সুগভীর স্বরে;
মোহ নিদ্রা পরিহরি, ওঠ বাঁধ পরিকর,
উড়িল ব্রহ্মের কেতু দেখ হে দেখ অম্বরে।
জয় সর্ব্বশক্তিমান, জয় করুণা-নিধান,
দাও শক্তি মুক্তিদাতা দুর্ব্বল হীন নরে;
এমন কি দিন হ'বে, তব কার্য্যে প্রাণ যাবে,
এই ভিক্ষা দীনবন্ধু দেও দাসে কৃপা করে॥২১৬৮॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

কি আর তোমার কাছে করব যাচন।
সব নাথ জান তুমি বাসনা কর পূরণ॥
এই মম মনে লয়, স'পে তোমায় সমুদয়,
তোমার প্রেম-সাগরে ভাসিবারে অনুক্ষণ।
সংসারের মায়াজালে, ঠেকে নাথ কোন কালে,
পড়ি না যে রসাতলে, ছেড়ে তোমার চরণ॥
পড়িলে বিপদে ঘোরে, তোমাতে রাখি নির্ভর,
অকাতরে যেন নাথ মস্তকে করি বহন॥২১৬৯॥

আলাইয়া—একতালা।

বিপদে কোথায় রইলে গো ফেলে, বিপদভঞ্জন।
সংসার-বনেরি মাঝে, ভয়ে প্রাণ করে কেমন॥
মায়ায় ভুলে আছ মন, চিনলাম না গো তুমি কি ধন
নাহি জানি ভজন পুজন, বৃথা গো ধরি জীবন।
আমরা দুর্ব্বল মেয়ে, আছি তোমার মুখ চেয়ে,
একবার পিতা দেখা দিয়ে, কর গো সাধ পূরণ॥২১৭০॥

ললিত—আড়া।

কত আর নিদ্রা যাও ভারত-সন্ততিগণ।
নয়ন খুলিয়া দেখ শুভ উষা-আগমন ॥
অধীনতা-অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার,
মঙ্গল জলধি জলে হ'তেছে চিরমগন।
মযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃসমীরণ-স্বরে,
ডাকেন ভারত-মাতা পরি উজ্জ্বল বসন;
উঠ বৎস প্রাণসম, যত পুত্র কন্যা মম,
কাল-রাত্রি অবসানে উদিল সুখতপন ॥
বিশাল বিশ্বমন্দিরে, সত্যশাস্ত্র শিরে ধরে,
বিশ্বাসেরে সাথ করে, প্রীতির সাধন।
নর নারী সমুদয়ে, এক পরিবার হ'য়ে,
গলবস্ত্রে পূজ তাঁরে, যাঁহ'তে পেলে এ দিন ॥২১৭১॥

মল্লার—আড়া।

কেন হে বিলম্ব আর সাজ সত্যের সংগ্রামে।
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে ॥
কর ব্রহ্মনাম-ধ্বনি, কাঁপা'য়ে গগন মেদিনী,
বিশ্বাসের পরাক্রম দেখাও জীবনে।
ব্রহ্ম-কৃপা হি কেবল, কর সঙ্গের সম্বল,
শান্তি-অসি করে ধরি বিনাশ রিপুগণে;
লোক-ভয় পরিহরি, চল চল ত্বরা করি,
প্রভু-আজ্ঞা পালন কর প্রাণপণে।
সাধিতে পিতার কাজ, পর হে সমর-সাজ,
বাজাও বিজয় ভেরী গভীর গরজনে;
বিবেক নির্ম্মল হ'য়ে, বল অকপট হৃদয়ে—
জীবের নাহি আর গতি, দয়াল-নাম বিহনে ॥২১৭২॥

ভজন—ঝাঁপতাল।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণমি চরণে তব, প্রেম ভক্তি ভরে শরণ লাগি।
দুর্ম্মতি দূর করি শুভমতি দাও হে, এই বরদান ভগবান মাগি।
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে, ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে।
দীন-বৎসল তুমি তার নিজ সেবকে তব অভয়-মূরতি ভয় নিবারে।
বিষম মহার্ণবে মগন হ'য়ে ডাকি হে, দীনহীনে প্রভু রাখো রাখো।
তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব-সঙ্কটে, কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো॥

গুজরাটী ভজন—একতালা।

কোথা আছ প্রভু,এসেছি দীনহীন,আলয় নাহি মোর, অসীম সংসারে,
অতি দূরে দূরে, ভ্রমিছি আমি হে, প্রভু প্রভু বলে, ডাকি কাতরে।
সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চা'বে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে?
পথ যে জানিনে, রজনী আসিছে, একেলা আমি যে এ বন মাঝারে!
জগত-জননী ল'হ ল'হ কোলে, বিরাম মাগিছে, শ্রান্ত শিশু এ;
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি, জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিবে;
ত্যজি সে তোমারে গেছিল চলিয়ে, কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে;
আর সে যা'বে না, রহিবে সাথ সাথ, ধরিয়ে তব হাত, ভ্রমিবে নির্ভয়ে,
এস যবে প্রভু, স্নেহ-নয়নে, এ মুখপানে চাও, ঘুচিবে যাতনা;
পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল, চরণ ধরিয়ে পুরিবে কামনা।২১৭৪॥

বিভাস—একতালা।

তোমাতে যখন, মজে আমার মন, তখনি ভুবন হয় সুধাময়;
জীবে হয় কত, স্নেহ সমাগত, দূরে যায় যত দুঃখ আর ভয়।
দেখি, দিবাকরে সুধাকরে সুধাক্ষরে, সুধাময় হ'য়ে পবন সঞ্চরে,
সরিৎ বহে সুধা, মেঘে সুধা ঝরে, চরাচরে সুধামাখা সমুদয়।
আমি,তোমা ছাড়া হ'য়ে থাকি যে সময়ে কিছুতে আনন্দ পাইনা হৃদয়ে,
সময় সম্বরি যে যাতনা স'য়ে, জান অন্তর্যামী অন্তরের বিষয়।
তুমি, অনাথের নাথ দরিদ্রের ধন, বিপদের কাণ্ডারী পতিতপাবন,
মোহ-অন্ধকারে তুমি সে তপন, পূর্ণানন্দ তুমি মঙ্গলের আলয়।
করি,এই ভিক্ষা নাথ! যেন সর্ব্বক্ষণ,থাকে আমার মন তোমাতে মগন,
ধন মান সুখে নাহি প্রয়োজন,তোমা ধনে ল'য়ে জুড়াব হৃদয় ॥২১৭৫॥

ললিত—আড়া।

এত দিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ-রজনী।
প্রকাশিল শুভক্ষণে নব-বেশে দিনমণি ॥
দেখে পাপেতে কাতর, সর্ব্বজনে জর জর,
পাঠা'লেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি পাপ-পাশ বীর পরাক্রমে;
ঊর্দ্ধ দিকে হস্ত তুমি, গাও তাঁরে সবে মিলি,
জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয়ধ্বনি ॥২১৭৬॥

বিভাস—আড়া।

আজ কেন চারি দিকে হেরি মধুময়।
হেরি অপরূপ মাধুরী সুনীল গগনে, হৃদয়ে অযুত চন্দ্রোদয়।
চন্দ্র বরষে আজ অমৃত কিরণ, ধীরে ধীরে কতই সুধা বহে সমীরণ,
প্রভুর শুভ আগমনে, হৃদয়-কাননে,ফুটেছে প্রীতির কুসুমচয় ॥২১৭৭॥

আলাইয়া—আড়া।

পিতা গো একবার হের গো আমায় সহে না প্রাণে।
তোমারি সন্তান হ'য়ে, র'য়েছি কাঙ্গালের প্রায় ॥
কি আর বলিব পিতা, কা'রে কব মনের কথা,
কে আর বুঝিবে ব্যথা, তোমা বিনা কারে কই ॥২১৭৮॥

ভৈরবী – ঝাঁপতাল।

দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব,
শোন্ রে, অনন্তকাল উঠে কিবা জয়-রব!
জগতের যত কবি, গ্রহতারা শশি রবি,
অনন্ত আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব।
কি সৌন্দর্য্য অনুপম না জানি দেখে'ছে তারা,
না জানি করে'ছে পান কি মহা অমৃত-ধারা।
না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে,
আনন্দে ব্যাকুল যেন হ'য়েছে নিখিল ভব।
দেখ্ রে জগতে চেয়ে—সৌন্দর্য্য-প্রবাহ বয়।
আঁখি মোর কা'র দিকে, চেয়ে আছে অনিমিখে,
কি কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি ক'ব ॥২১৭৯॥

ললিত—আড়া।

হে দয়াময় তব তুলনা কি মিলে,হজিলে শিশুরে তুমি বসিয়া বিরলে
গর্ভে শিশু ছিল যখন, করিলে তারে পালন,
সঙ্কীর্ণ জরায়ু মাঝে নির্ব্বিঘ্নে রাখিলে;
হে মাতঃ বিশ্বজননী, প্রসব-কালে ধাত্রী তুমি,
পাতিয়ে কোমল কোল শিশুরে লইলে।
করিতে তারে পালন, কত তব আকিঞ্চন,
পিতা মাতার মনে তুমি স্নেহ-রস দিলে;
আজীবন তুমি পাতা, তুমি ধর্ম্ম-পথে নেতা,
এ সব করুণা মোরা রহিব কি ভুলে ॥২১৮০॥

খাম্বাজ—পোস্তা।

অধরে ফুটে'ছে হাসি নয়নের কোণে; ভরেছে মধুর হাসি সমগ্র বদনে।
ও রে শিশু হাস হাস, বল রে মধুর ভাষ—
মা—মা,—বা—বা, আধ আধ বচনে॥
কি অমৃত এই হাসে, গন্ধ প্রাণে ফিরে এসে,
সস্নেহে আঙুলে কোলে একটি চুম্বনে।
কা'র না জুড়ায় প্রাণ, তৃষিত অমৃত-দান,
কে শিখা'ল এই ব্রত সুকুমার শিশুগণে?
ওরে শিশু বল বল, কে শিখা'ল এ কৌশল,
বাঁধিস উদাস প্রাণ স্নেহ-বন্ধনে কেমনে॥
হাস শিশু দুলে দুলে, মায়ের পবিত্র কোলে,
এমন নির্ভয় স্থান আর পা'বে না ভুবনে।
মাতৃ-অঙ্কে যার স্থান, সে না আর হাসিবে কেন,
এ সৌভাগ্য থাকে যেন, তব অনন্ত জীবনে॥
ঈশ্বরে করিয়া ভর, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর,
হ'য়ো, শুভ পথে থেকো রত দেশের কল্যাণে॥২১৮১॥

মিশ্র প্রভাতী—যৎ।

আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে। মিলি বন্ধুগণে,
প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে, ভক্তি-কমল হ'য়ে, করেন অঞ্জলি-দান বিভুচরণে।
তরুণ ভানু-কিরণে, প্রভাত-সমীরণে, মেদিনী অনুরঞ্জিত নবজীবনে!
প্রকৃতি মধুর স্বরে ব্রহ্মনাম গান করে, আনন্দে মগন হ'য়ে পিতার প্রেমে
উৎসব-মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্ম্মরাজ, করেন বিরাজ রাজসিংহাসনে
মরি কি সুন্দর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্য-প্রভা, কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে
স্নেহময়ী মাতা হ'য়ে, পুত্র-কন্যাগণে ল'য়ে,
বসে'ছেন আনন্দময়ী আনন্দধামে;
নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেম-অন্ন ক্ষুধিত জনে॥২১৮২॥

খাম্বাজ জংলা—লক্ষ্ণৌ ঠুংরী।

হাস শিশু মধুর হাসি, এ যায় সুখের জীবন,
জীবন-চক্রের গতি পূর্ণ এক আবর্ত্তন।
যদি পারি ফিরে আসি, তো'র মত কাঁদি হাসি,
আবার জীবন-পথে গতি আরম্ভি নূতন॥
সাদা মন সাদা প্রাণ, নাহি আত্ম পর-জ্ঞান,
যার দেখ হাসি-মুখ, ভাব তারে আত্মজন,

শত্রু মিত্রে ভাব সম, এ প্রকৃতি দেবোপম,
জীবনে এ মধুরতা থাকিবে কি চিরদিন ?
এক দুই তিন করে, শত-বিংশ চক্র ঘুরে,
যাও শিশু হাসিমুখে, সুখে চালা'বে জীবন।
মধুর অধরভাগে, চিরহাসি থাকে লেগে,
বিষাদের মেঘে ঢাকা যেন পড়ে না কখন ॥২১৮৩॥

জয়জয়ন্তী।

আয় রে শিশু আয় রে কোলে জুড়াই জীবন;
দেখে দেখে প্রাণভরে ও সুধাংশু-বদন,
মধুর তনুর রুচি,হস্তপদ কচি কচি,কচি মুখে কাঁচা হাসি কি সুন্দর দরশন
আহা কি মধুর বুলি, আধ আধ কথাগুলি,
নিয়ত এ কর্ণে যেন করে সুধা বরিষণ।
ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসে আঁখি, মাতৃ-অঙ্কে শির রাখি,
নির্ভয় নিশ্চিত ভাবে ঘুমাও যখন।
দুরাশা দুস্বপ্ন সব, এ সুখের নিদ্রা তব,
ভাঙ্গে না করিতে নিশি অশ্রুজলে উদ্‌যাপন।
পবিত্রতা দেহে মাখা, এখনো কলঙ্ক-রেখা,
পড়েনি কোমল অঙ্গে—যেন পড়ে না কখন।
বুঝিলাম দগ্ধ প্রাণ জুড়া'বার এই স্থান,
দম্পতি-প্রেমের অতি দৃঢ়তর নিদর্শন।
যে গৃহে অভাব তোর, সে গৃহ শ্মশান মোর,
অতি ভাগ্যে এসংসারে মিলে এ মহারতন ।২১৮৪॥

বেহাগ।

এ গৃহ উদ্যানে নাথ। পুনঃ তোমারি নিদেশে
ফুটিল নব কুসুম, সুনব রঞ্জিত বেশে।
আজি যে শয্যায় শোয়া, সম্বল ক্রন্দন "ওয়া"
চলিবে, বলিবে ক্রমে তোমারি শুভ আশীষে ॥
এ কোমল কলেবর, হ'বে পুষ্ট দৃঢ়তর,
কত আশা কত চিন্তা কালে উদিবে মানসে।
পৌরুষ প্রবীন ধীর, ধর্ম্মযুদ্ধে হ'য়ো বীর,
দেশের কল্যাণে প্রাণ যেন উৎসর্গে হরষে ॥
অশান্তির অশ্রুজল, এ কোমল গণ্ডস্থল,
ভাসায় না যেন আর, পূর্ণ করো অভিলাষে ॥২১৮৫॥

অহং—খেমটা আধ্বা।

চল সবে মিলে বিভুপদে, লুটাই মনের সাধে, জুড়াবে জীবন।
উৎসব-মাঝারে হেরিয়া তাঁর শ্রীমুখ সুন্দর,
জুড়া'ল মোদের তাপিত অন্তর
চাহি না অপর বাসনা নিরত হেরিব তাঁহার প্রেমের মুরতি মোহন।
অপার আনন্দ হৃদয়ে বহিছে দেখ রে চাহিয়ে,
শত শত যেন সুধাংশু-কিরণ ভাতিছে অন্তরে।
অন্ধকার গেল দূরে, আছিল যতেক হৃদয়-কন্দরে,
কর রে কর রে প্রাণেশের করে প্রাণ সমর্পণ,(হ'বে)সফল জীবন ॥২১৮৬

বেহাগ—আড়া।

আশীর্ব্বাদ কর বিভু, আজি সম্বৎসর তরে;
মিলি যেন সবে হেথা পুনঃ এক বর্ষ পরে।
দুঃখিনী কন্যারা সবে, তোমার এ সুখোৎসবে,
একত্রিত হয়েছিনু তব পবিত্র মন্দিরে।
দয়াময় তুমি পিতা, শুনা'লে মুক্তির কথা,
নির্ব্বিশেষে সত্য-রত্ন নিতে সব নারী নরে;
ঘুচা'লে দুর্গতি কত, দেখা'লে ত্রাণের পথ,
করি পিতঃ প্রণিপাত, তাই কৃতজ্ঞ অন্তরে ॥২১৮৭॥

ললিত—আড়া।

ও হে প্রভু দয়াময় তোমার কৃপায়, রক্ষিত হইল শিশু জরায়ু-শয্যায়।
তব পদে বারম্বার, করি আজ নমস্কার,
অর্পণ করিনু বিভু, এ শিশু তোমায়॥
প্রভাত-কুসুমসম, নিরমল নিরুপম, স্নেহের কলিকা এই সরল-হৃদয়;
এই ভিক্ষা আমি চাই, মাগি আজি তব ঠাঁই,
সুমতি করহ এরে, হইয়া সদয় ॥২১৮৮॥

কীর্ত্তন।

দীনদয়াল ও করুণা-সাগর এমন কে বা আছে।
তুমি মনোবাঞ্ছা-কল্পতরু এমন কে বা আছে॥
শিশু ঘুমা'লে হে। হৃদয়বিহারী, তুমি আপনি কর চৌকিদারী।
(দিবা নিশি জেগে থাক (হে) চৈতন্যরূপে) প্রভু না হ'তে ভূমিষ্ঠ দেহ,
তুমি দিয়েছ অপত্য-স্নেহ। (পিতা মাতার মনে)
শিশুর কোমল দেহ পোষণের জন্যে, দুগ্ধ দিয়েছ জননীর স্তনে॥
(কণ্ঠ শুকা'বে বলে হে—শিশুর কোমল কণ্ঠ) ॥২১৮৯॥

খাম্বাজ জংলা—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

আহা কি সুন্দর শোভা তরুণ জীবনে!
বাল-ইন্দুসম বৃদ্ধি পায় দিনে দিনে॥
নবীন কোরকসম, হে বদন নিরুপম,
বিকাশিবে ক্রমে তাহা অতুল ভূষণে
এ চারু রূপের ভরা, যে মহাশিল্পির গড়া,
বাখানি নৈপুণ্য তাঁর, মিলে না তুলনে।
সাজা'য়েছ নাথ! যা'রে, বাল্যরূপে কৃপা করে,
সাজাইও হৃদয় তা'র এমন যতনে।
এ রূপের অনুরূপ, সুন্দর প্রকৃতি হো'ক,
অক্ষত শরীরে রেখো পবিত্র জীবনে।২১১০॥

সাহনা বাহার—যৎ।

যে সুখে করে'ছ সুখী ভুলিব কি এ জীবনে;
তোমার ভালবাসা ভেবে ধারা বহে দু'নয়নে।
সুন্দর সংসার নাথ, সাজা'য়েছ কত মত;
আনন্দের উপাদানে কি দিব তুলনা নাথ;
উথলিছে প্রেম মত, কে বুঝিবে তোমা বিনে।
আশার অলোকসম আজি শিশু অনুপম;
আহা কিবা শোভিতেছে এ আনন্দ-নিকেতনে॥
সরল মধুর অতি শশীকলাসম জ্যোতি;
তব আশীর্ব্বাদে নাথ বাড়ে যেন দিনে দিনে।
কর আশীর্ব্বাদ পিতঃ করি প্রণিপাত;
সুখে দুঃখে কভু নাথ তোমাকে যেন ভুলিনে॥২১১১॥

আলাইয়া—যৎ।

আজ মনের সাধে প্রাণ ভরে ডাক্‌ব দয়াময়।
যেন জনম দিনের ফল জীবনেতে রয়॥
যেন কুভাব না মনে আনি, কুকথা না কাণে শুনি,
মন্দ বালক যথা যাব না তথায়।
পিতা মাতা গুরুজন, করেন কত যতন,
তাঁদের চরণে যেন ভক্তি সদা রয়॥
তুমি ভালবাস বলে, ভালবাসেন সকলে,
আমি যেন শিখি ভালবাসিতে তোমায়॥২১১২॥

বিভাস—একতালা।

আয় রে ভাই সবে, মিলে সবান্ধবে, আনন্দ-উৎসবে হই রে মগন,
আজি শুভদিনে সুখের মিলনে,(ও ভাই)আয় রে সকলে করি আলিঙ্গন।
এই শুভদিনে এমন সময়ে, এসেছিলেম ধরায় এ দেহ ল'য়ে,
পিতা মাতা দোঁহে বিগলিত স্নেহে হয়েছিলেন রে;
এমন সময়ে এ মুখ নিরখি, আত্মীয় বান্ধব হয়েছিলেন সুখী।
কত যে আনন্দ ভেবে দেখ দেখি হয় রে,
ও ভাই সেই শুভ দিন করিয়ে স্মরণ।
জীবনের পথে আমরা সকলে, চলিয়াছি ভাই বড় কুতূহলে,
যাঁর অযাচিত করুণার বলে, ভাই রে,
সবে মিলে আজি কর আশীর্ব্বাদ, এ জীবনে যেন পূরে মন-সাধ,
প্রিয়কার্য্য তাঁর, করি অনিবার, ভাই রে;
(ও ভাই) করি যেন তাঁতে আত্মসমর্পণ ॥২১৯৩॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এই তো সে মধুর প্রণয়, যে বন্ধনে আছে বাঁধা বিশ্বে সমুদয়।
জীবস্থিতি যার মূল, যাতে সুরক্ষিত কুল,
সুখশান্তি যার তুল, সম্ভব না হয়।
বাঁধ আজ সে বন্ধনে, নরনারী দুই জনে,
হৃদে হৃদে প্রাণে প্রাণে হো'ক মধুময় ॥২১৯৪॥

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

এমন সুন্দর ক'রে, কেন তো'রে নিরমিল;
কেন ভালবাসি তো'রে, ও রে শিশু বল বল?
ফুটন্ত ফুলের মত, হাসিতেছ অবিরত;
এ গৃহ-উদ্যান তোমার রূপেতে করেছে আলো।
শিশু রে তোর কচি মুখে, তোমার ঐ সরল চোকে,
এমন স্বর্গের সুধা বল বল কে ঢালিল?
আধ আধ কথা কও, প্রাণ মন কেড়ে লও;
এ সুন্দর দেবভাষা, কে তোমারে শিখাইল?
এমন কৌশল করে, ভুলা'তে পাষাণ-নরে,
তোমার জীবনে কে রে, স্বর্গ মর্ত্ত্য মিশাইল?
ধন্য ধন্য ধন্য তিনি, ধন্য সে জগতজননী,
স্মরিতে তাঁহার দয়া, নয়নে উথলে জল ॥২১৯৫॥

বসন্ত—আড়া।

ফুটিল আশার ফুল স্নেহের লতায়,প্রস্ফুটিত ফুলে লতা কিবা শোভা পায়।
মধুর মোহন হাসি, মুকুলিত রূপরাশি,
নিরখি নিরখি আজি নয়ন জুড়ায়।
আদরে আদরে ফুলি, খেলে যথা দুলি দুলি,
সমীর পরশে কলি, ললিত লতায়।
আধ আধ আধ বোলে, আদরে মায়ের কোলে,
তেমনি দুলিয়া শিশু আদরে খেলায়।
এ সৃষ্টি-উদ্যান যাঁর, সমীর সঞ্চার তাঁর,
সুখের স্ফুরণে তিনি সৌন্দর্য্য শোভায়।
এ লতা এ ফুলকলি, আশার সম্পদে কলি,
চিরজীবী রহে যেন তাঁহারি কৃপায় ॥২১১৬॥

ভৈরবী—যৎ।

যতনে গেঁথেছি মালা সুগন্ধি কুসুমদলে।
ধর ধর সখী ধর সুন্দর কর-কমলে ॥
আজ বহু দিন থেকে, যাঁ'র মূর্ত্তি হৃদে এঁকে.
রেখেছ, পরাও যতনে ও মালা তাঁ'র কণ্ঠস্থলে।
সুজন তুমিও ধর, এ নব কুসুম-হার,
পরাও দেখি কেমন পরা'তে জান সখীর গলে।
পবিত্র প্রণয়-পাশে, পরস্পরে বাঁধ কসে,
প্রাণে প্রাণে গেঁথে রাখ, আঁক প্রেমমূর্ত্তি চিত্তফলে।
চিরদিন সুখে থেকো, দেখ যেন মনে রেখো,
শুভ কর্ম্মে রেখো মতি, নত থেকো ঈশ-পদতলে ॥২১১৭॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

প্রেমময়! আজি তুমি বাঁধিলে যতনে,
হৃদয়-কুসুম দুটি শুভ:বিবাহ-বন্ধনে।
যেন চিরদিন তরে, এক সঙ্গে শোভা করে,
না হয় বিচ্ছিন্ন যেন প্রতীপ পবনে।
সংসার-সন্তাপে কভু, না শুকায় যেন প্রভু,
তব পদে ফুটে থাকে, কৃপা-বারি-সিঞ্চনে।
দেখে সুখী হব সবে, সুসৌরভ ব্যাপ্ত র'বে,
কভু নাহি ক্ষুণ্ণ হবে, পাপ-কীট-দংশনে।
যেন চিরদিন-তরে, প্রেম-মধু সঞ্চারে,
প্রেমময় কৃপাসিন্ধু! তোমারই কৃপা-গুণে ॥২১১৮॥

বেহাগ—আড়া।

নিরখি তোমার পানে, তোমার সন্তান দু'জনে,
প্রবেশে সংসারে আজি, দেখ নাথ কৃপা-নয়নে॥
যথা নীর-বিন্দুদ্বয়, পুষ্প-দলে এক হয়,
তেমতি হে প্রেমময়, মিলাও দুই হৃদয়-মনে।
যে-প্রেমে নাথ নিরন্তর, বিমোহিত নারী-নর,
বাঁধিয়াছ চরাচর, যে প্রেম-বন্ধনে;
আজ প্রভু ভাল করে, চিরজীবনের তরে,
সে পবিত্র প্রেম-ডোরে, বেঁধে দেও প্রাণে প্রাণে।
ভীষণ ভব-কাননে, পূর্ণ বিঘ্ন প্রলোভনে,
বল নাথ বল কেমনে, পশিবে দু'জনে;
দেখো প্রভু দেখো দেখো, মাতা হ'য়ে কাছে থেকো,
নয়নে নয়নে রেখো সদা সর্ব্বদা যতনে।
পাপের মোহিনী মায়ায়, পথ যদি ভুলে যায়,
কৃপা করি ধরি, ফিরাইও সেই ক্ষণে;
বিষম সন্তাপানল, অন্তরে হ'লে প্রবল,
মুছাইও আঁখি-জল, নিরুপম কৃপাগুণে ॥২১৯৯॥

ভৈরবী—যৎ।

বহিয়ে দুঃখের ভরা তরুণ জীবনে, ফুটিল সৌভাগ্য-ফুল, বুঝি এত দিনে।
দু'জীবন এক সূত্রে, গেথে আজ কর্ম্মক্ষেত্রে,
ঈশ্বরে নির্ভর করি, প্রবেশ নবজীবনে।
আজ হাসিভরা মুখ, দেখিয়া জুড়াক বুক,
ঝরুক আনন্দ-নীর ধীরি ধীরি দু নয়নে।
সুখে থেকো সুখে রেখো, সদা স্নেহ-চক্ষে দেখো,
নিজ সন্তানের মত মাতৃহীন শিশুগণে।
পতিপ্রেমে সুখী হ'য়ে, সরল প্রকৃতি ল'য়ে,
সুখে কর ঘর, পূর্ণ হোঁক পঞ্চ পরিজনে।
মুছাইও এ অঞ্চলে, যা'র চক্ষু ভাসে জলে,
ধর্ম্মে সদা রেখো মতি, দয়া করো দীন জনে ॥২২০০॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

আজি এ শুভদিনে সব বান্ধবে, ডাকি হে প্রাণ খুলে সে দেব-দেবে।
আশার কুসুম আজি দেখ হে ফুটিল, প্রণয়ে প্রণয়ধারা আসিয়া মিশিল;
লই হে আজি, বরি প্রণয়ী দু'জনে, শুভ পরিণয়-পাশে বাঁধি হে যতনে;
যাচি সবে মিলি প্রসাদ তাঁহারি, বিরচে প্রেম লীলা করুণা যাঁহারি॥

ভৈরবী—যৎ।

তব শুভ সন্নিধানে, তোমারি করুণা-গুণে
শুভকার্য্য আজি পিতা, সমাধা হইল।
নদ নদী যথা আসি, এক হ'য়ে ধায় মিশি,
জীবনে জীবন-স্রোত, তেমনি মিশিল;
একি দেখি কৃপাফল, দুটি বিন্দু হিম জল,
ঢল ঢল করে যেন, গড়া'য়ে মিলিল;
শূন্য প্রাণ পূর্ণ হ'ল, ম্লান মুখ প্রফুটিল,
ফুটিল আশার কলি, বিষাদ ঘুচিল।
পবিত্র প্রণয়-ডোরে, বাঁধ পিতা ভাল করে,
গেঁথে দাও প্রাণে প্রাণে, জনম মতন;
ধন্য হে তব করুণা, পুরিল মন-বাসনা,
দম্পতী-মিলনে, সুখ-হিল্লোল বহিল ॥২২০২॥

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

আজ মনে আনন্দ অপার; আনন্দে আনন্দময়ে ডাক একবার॥
আজি ভাই ভগ্নী মিলি, ডাকি সবে প্রাণ খুলি,
মনের হরষে পূজি চরণ তাঁহার।
পবিত্র প্রীতি-বন্ধনে, বাঁধিয়ে আজি দু'জনে,
কর হে করুণানিধি করুণা বিস্তার ॥২২০৩॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

আজি এ সন্তান দুটি মিলেছে তোমার।
শিখাও প্রেমের শিক্ষা খোল হে দুয়ার।
যে প্রেম সুখেতে প্রভু, পঙ্কিল না হয় কভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে মঙ্গল-আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে র'বে চির দিন;
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন;
যে প্রেমের শুভ্রহাসি, প্রভাত-কিরণ রাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার।
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত-সদনে;
সে প্রেম দেখা'য়ে দাও পথিক দুজনে;
যদি কভু শ্রান্ত হয়, কোলে নিও দয়াময়,
যদি কভু পথ ভোলে, দেখা'ইও আবার ॥২২০৪॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

কেন তোমায় ভুলি দয়াময়;
তুমি বট হে, পাপী তাপী সাধু সবার অনন্ত জীবনাশ্রয়।
গর্ভ হ'তে যেমন ধরায়, ধরা হ'তে পুনরায়,
ল'য়ে স্নেহে রাখ সবায়, এতে কি আছে সংশয়।
এখন যেমন অতুল যতন, মরণ অন্তেও তেমন
পরকালে স্নেহ-কোলে, রহে তব সমুদয় ॥২২০৫॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

বৃথা এ জীবন-ভার কে আর বহিত?
ঈশ্বরের মঙ্গলময়, কে আর কহিত?
এত স্নেহ ভালবাসা, এত প্রেম এত আশা,
কৃতান্তের কাল দন্তে, যদি সব ছিন্ন হ'ত।
তুমি কাল ভঙ্গি বটে, দেহ মৃত্তিকার ঘটে,
নাশিবে কে অমরাত্মা শকতি কি আছে এত,
অমর কি কখন মরে, লোক হ'তে লোকান্তরে,
যায় যেমন শিশুরা হয় ধরায় আগত॥
কেহ আগে কেহ পরে, পুণ্যালয়ে পুণ্য-ঘরে,
জীবনান্তে একে একে সবে হইবে মিলিত।
তাই বুঝি পুণ্যবতী, রেখে পুত্র কন্যা পতি,
নব-গৃহ আয়োজনে হ'য়েছেন স্বর্গগত ।২২০৬॥

সাহানা—ঝাঁপতাল।

দুই হৃদয়ের নদী, একত্র মিলিল যদি,
বল দেব! কার পানে, আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছ তার, তুমি প্রেম-পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি দুই জনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুই জনে চলিয়াছে;
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হ'য়ে, ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায়।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে, যেন গো আশ্রয় মিলে;
দুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুঃখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায় ।২২০৭॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

এস এস এস আজি শুভ দিনে শুভক্ষণে।
সত্যের প্রতিষ্ঠা করি মিলে ভ্রাতা ভগ্নীগণে॥
আর কি বিলম্ব সয়, হেরিতে সে পুণ্যালয়,
পূজিব সেখানে সব, নিত্য সত্য সনাতন।
হইবে সত্যের জয় ইথে আর কি সংশয়,
তবে আর কেন ভয়, চাহি আপনার পানে;
পঙ্গুতে লঙ্ঘয় গিরি, এই মহাবাক্য স্মরি,
সাহসে নির্ভর করি, এস সবে প্রাণপণে।
শীঘ্র কর আয়োজন, সঁপি দেহ প্রাণ মন,
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধন শুভ সঙ্কল্প সাধনে॥
পরব্রহ্ম-নাম স্মরি, বিশ্বাস পত্তন করি,
পবিত্র ব্রহ্মমন্দির উঠাও হে উঠাও গগনে।
ঐ পুণ্য-নিকেতনে, দেখিব প্রেম-নয়নে,
সংসারে স্বর্গের শোভা, বড় আশা আছে মনে;
এস তবে এস ভাই, বিলম্বেতে কাজ নাই,
শুভ আশীর্ব্বাদ চাই, দীননাথের শ্রীচরণে॥২২০৮॥

পাহাড়ী জলদ—তেতালা।

কত যে কর করুণা দান মানবে প্রভু!
ভুলিতে পারিব না নাথ! ভুলিতে কি পারি কভু।
সৃজিয়ে যবে আত্মারে, পাঠাও এ মহী-মাঝারে,
কত যত্নে রাখ তারে, শৈশবে বাঁচায়ে হে;
দিয়ে বুদ্ধি-জ্ঞান-বল, স্বাধীনতা-সম্বল,
খেলাও ভবের খেলা, ও হে দয়াল বিভু।
ভব-লীলা হ'লে শেষ, ও হে ভক্ত-হৃদয়েশ,
প্রসারি স্নেহের কর, লও হে অমৃত-কোলে;
যাচি আজি ভিক্ষা এই, ও উদার সদাব্রতে,
স্থান দেও দীন আমাকে ও শীতল চরণে প্রভু॥২২০৯॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

দেখ দেখ দেখ দেব দয়ার নিধান; শুভ আশীর্ব্বাদ নাথ কর বরষণ॥
তব কৃপা সরোবরে, ফুটিয়াছে একত্তরে,
যুগল কুসুম-কলি, অতি সুশোভন;
প্রেম-হস্তে বহ তুলে, সে দুটি হৃদয়-ফুলে,
গাঁথি দোহে এক সূত্রে রাখ চিরদিন।

স্বাধীন সুন্দর যেন,এদুটি হৃদয় মন,থাকি সদা পরস্পরে,করে,আকর্ষণ।
উত্তাপ-আলোক-প্রায়, জীবনেতে মিশে যায়,
সাধিতে তোমার কার্য্য করে আত্মসমর্পণ :
আর কি অভাব র'বে, দুই হস্ত এক হ'বে,
দুই হৃদয়ের বল, এক পথে প্রবাহিবে ;
জাহ্নবী-যমুনা-স্রোত, সম হ'য়ে, ওতপ্রোত,
অনন্ত পুণ্য-সাগরে হইবে মগন ॥২২১০॥

খাম্বাজ জংলা—ঠুংরী।

প্রণয়-শৃখলে প্রভু বাঁধিয়ে দু'জনে,তব দাস দাসী ক'রে রেখ হে চরণে।
যতনে প্রণয়ে পুষিয়ে হৃদয়ে, আজি যে ঢালিছে প্রভু জীবন জীবনে।
হে নাথ তোমারি, রচনা কৃপারি, বিরচিছ প্রেমলীলা তুমি ত ভুবনে ;
তোমারি বিধানে,পরাণে পরাণে বাঁধিল মিশিল আজি মোহিয়ে নয়ন।
দাঁড়া'য়ে দুয়ারে,ডাকে হে তোমারে,এখনি ফেলিবে পদ সংসার-ভবনে
প্রভু কৃপা করি, আশীষ বিতরি, দেও হে অভয়দাতা অভয় দুজনে ॥

ললিত—আড়াঠেকা।

রজনী প্রভাত হ'ল জাগিল জীব সকল।
এ ঘরে আর জাগিবে না সেই মুখ নিরমল ॥
বিষম বিষাদ-ভরে, শূন্য দেখি এ সংসারে,
সম্পদ-ঐশ্বর্য্য-সুখ সকলি লাগে বিফল।
বিহঙ্গিনী শিশু ল'য়ে, ঘুমায় নিজ কুলা'য়ে,
দুরন্ত নিষাদ যেন-ধরিল তাহায়,
আজি এই পরিবার, কাঁদিতেছে সে প্রকার,
সন্তানের বক্ষে আজি বহিতেছে অশ্রু-জল।
তুমি পিতা জগৎ-পতি জীবনে মরণে গতি,
দেখা দেও কৃপা ক'রে, শান্ত কর শোকানল ॥২২১২॥

ভুপালী—কাওয়ালী।

সবে নবীন প্রেম-বসন পরিয়ে,প্রণমিছ দেব-দেব মহারাজ-রাজ আজি,
পরম ভক্তিযোগে তাঁ'র গুণ গাইয়ে, নবসূর্য্য নবচন্দ্র তারা আজি,
নবতরু পল্লব নব ভাবে সাজি, গাই'ছে নব প্রেমাকরে রে।
গাও গাও সবে গাও আজি নব হৃদয়ে,
প্রাণ-মোহন চরিত প্রাণ ভরিয়ে ॥২২১৩॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

অনন্ত কাল-সাগরে সম্বৎসর হ'ল লীন,
নববর্ষ সমাগত করিতে জীবে শাসন ॥
থাক হে প্রস্তুত হ'য়ে, পথের সম্বল ল'য়ে,
কখন ত্যজিতে হবে, এ ভব-পান্থভবন।
মাস ঋতু সম্বৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার,
নাহিক যথায়, চল তথায় করি গমন;
মিলিয়ে অনন্ত যোগে, ভজ নিত্য অনুরাগে,
কাল-ভয়-নিবারণে হৃদি-মাঝে অনুক্ষণে ॥২২১৪॥

সাহানা মিশ্র—যৎ।

একটী সন্তান পিতা জীবন মন তোমায়,
চিরদিন তরে আজি স'পিছে তোমারি পায়।
রেখ নাথ রেখ দাসে, সতত চরণ-পাশে,
সম্পদে বিপদে রেখ, তব চরণ-ছায়ায় ॥
বিপদ-পরীক্ষা কালে, স্নেহভরে রেখ কোলে,
প্রেম-মুখ প্রকাশিয়ে এ দাসে করো নির্ভয়।
দেহ নাথ দেহ বল, তব কৃপাহি সম্বল,
তোমা বিনে এ সংসারে দুর্ব্বলের আর কে সহায় ॥
যদি নাথ দয়া করে, আনিলে তোমার ঘরে,
বাঁধ তবে প্রেমডোরে প্রাণ মন তব পায় ॥২২১৫॥

ললিত—আড়াঠেকা।

জনক (জননী) বিয়োগ-শোকে দহি'ছে আমার প্রাণ।
কোথা হে পরম পিতা কর আসি শান্তি-দান ॥
যার' স্নেহ-বক্ষ'পরে পালন করিলে মোরে,
এ জগত সংসারে কে আছে তাঁর সমান।
পারি নাই সাধ্যমতে, পিতৃ-(মাতৃ) ঋণ শোধ দিতে,
সেবা ভক্তি কৃতজ্ঞতা করিয়ে তাঁহারে দান;
হইয়ে অবাধ্য কত, করিয়াছি অপরাধ,
না বুঝিয়ে করিয়াছি কত অপমান ॥
ও হে পতিত পাবন, করি এই নিবেদন,
পরলোকে দিও তাঁরে তোমার চরণে স্থান;
ইহ পরকালে তুমি, সকল জীবের স্বামী,
পরলোকগামী পিতায়-(মাতায়) কর আশীর্ব্বাদ-দান ॥২২১৬॥

ললিত—আড়াঠেকা।

ভ্রাতা ভগ্নী সবে মিলি চল যাই পিতার ভবনে।
সুপ্রভাত হ'ল আজ শুভদিনে শুভক্ষণে॥
ঐ দেখ দয়াময়, যিনি সবার আশ্রয়,
করি'ছেন আশীর্ব্বাদ সব পুত্র কন্যাগণে।
প্রবেশিয়ে নব গৃহে, নব অনুরাগোৎসাহে,
নবভাবে করব আজি মহিমা কীর্ত্তন;
করে ব্রহ্ম-জয়-ধ্বনি, কাঁপা'য়ে গগন মেদিনী,
এস সব ভাই ভগিনী, পড়িগে তাঁর শ্রীচরণে॥
প্রেমময় পিতা আজি এসেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেমামৃত ক্ষুধিত মানব সবে;
ক্ষুধিত আছ যে যেখানে. এস আজ আনন্দ-মনে,
পূর্ণ হ'বে মনের আশা প্রেমময়ের দরশনে॥২২১৭॥

সুরট মল্লার—একতালা।

কে আছে এমন, মায়ের মতন, করিতে যতন, এ সংসারে।
প্রসন্ন বদন, হইলে স্মরণ, ঝরে দু'নয়ন প্রেমের ভারে॥
কিবা সুকোমল মধুর বচন, মরি কি সুখের স্নেহ-আলিঙ্গন,
সকল সন্তাপ হয় নিবারণ, মা বলে এক বার ডাকিলে যা'রে।
স্নেহের প্রতিমা যেন ধরাতলে, সুকুমার শিশু ল'য়ে নিজ কোলে,
কত সাবধানে স্তনদুগ্ধ-দানে পালন করেন তারে;
এত ভালবাসা ক্ষমা সহিষ্ণুতা, ভূমণ্ডলে আর নাহি দেখি কোথা,
প্রাণ দিয়ে এত আদর মমতা, চিরদিন বল কে করিতে পারে।
ধন্য রে তাঁহারে করি নমস্কার, জননীর জননী যিনি সবাকার,
মাতার হৃদয়ে স্নেহরস দিয়ে, রেখেছেন সবে মোহিত করে॥২২১৮॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

মন-সাধে আজি নাথ পূজিব তব চরণে।
শুভ নব বর্ষারম্ভে, মিলে সব বন্ধুগণে॥
সম্বৎসর কাছে ছিলে, কত সুখ শান্তি দিলে,
দুখ-অশ্রু মুছাইলে, নিরুপম কৃপা-গুণে।
"জীবন-প্রবাহ হায়, কাল-সিন্ধু-পানে ধায়,"
ভব পদ-তরি বিনা অকূলে বাঁচি কেমনে।
দূর হ'রে চিন্তা ভয়, দূর হ'রে পাপচয়,
এস নাথ শুভ দিনে দুখীর হৃদয়াসনে॥২২১৯॥

দেশমল্লার—ঝাঁপতাল।

প্রভু যেন কভু সংসারে মজিয়ে তোমায় ভুলিনে।
চিরদিন সঙ্গী হয়ে থেক জীবনে॥
তব দয়া কি বলিব, কিরূপে উপমা দিব,
দেখা'লে কত যে কৃপা বাঁধি ছু'জনে॥
শুভ ইচ্ছা সাধিবারে, বাঁধিলে হে এ প্রকারে,
চিরদিন বেঁধে রাখ এই বন্ধনে।
প্রণয়ে প্রাণ জুড়া'বে, সুখ ইচ্ছা দূরে যা'বে,
আপনা পাসরি সুখী হ'ব সেবনে।
তব দাসদাসী হ'ব, সাধু কাযে সদা র'ব,
উভয়েরি এই ভিক্ষা তব চরণে॥২২২০॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

চারুভাষিণী স্নেহময়ী জননী! প্রণমি তোমারে কর প্রণতি গ্রহণ।
স্নেহ-পূর্ণ হৃদয়ে,পালন করেছ মোরে,কত কষ্ট সহকারে,করেছিলে রক্ষণ।
কিশোর না হ'তে আমি, ভব-ধাম ছাড়িলে তুমি,
জানিতে পারিনি মাগো! তুমি কি পরম ধন।
সহাস্য তোমার আস্য, আজিও যে পড়ে মনে
উথলি উথলি ভক্তির ধারা ধায় যে তোমার পানে;
বলিতে হৃদি বিদরে, সেবা করিতে তোমারে,
পারি নাই মা এ জীবনে, বৃথা মম এ জীবন।
পার্থিব উপচার, কেমনে দিব তোমায় আর,
জড়-প্রকৃতির অতীত হ'য়ে আছ দিব্য ধামে,
প্রীতি শ্রদ্ধা উপহার, প্রাপ্য যে এখন তোমার,
দিই আজ তোমারে মা গো! স্নেহেতে কর গ্রহণ।
পরম গুরু যে তুমি, "স্বর্গাদপি গরীয়সী,"
ভুলিনে যেন মা তোরে, যত দিন ধরি জীবন॥২২২১॥

ললিত—একতালা।

ও মা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী, আমায় গর্ভে ধরি, কত না যাতনা পেয়েছ।
এ প্রাণ থাকিতে, পারিনে ভুলিতে, মা গো যত স্নেহ তুমি ক'রেছ।
দেখিলে আমায়, রোগ-যন্ত্রণায়, হয়েছ মা তুমি নিতান্ত ব্যাকুল;
গুরু ঋণ-পাশে, জননী এ দাসে, চিরদিন তরে বেঁধেছ।
মনে হ'লে তোমায়, বুক ফেটে যায়, তব তুল্য স্নেহ পাইব কোথায়।
চিরদিন তরে, শোকের সাগরে, ভাসাইয়ে কোথা গিয়েছ॥২২২২॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

বহি'ছে জীবন-স্রোত কাল-স্রোতে নিরন্তর।
কিন্তু কোথা যাইতেছ ভেবে দেখ একবার ॥
দেখ হে গণনা করে, আসিয়াছ কত দূরে,
এক স্থানে আছ কিম্বা হইতেছ অগ্রসর।
ক্রমে দেহ হ'ল জীর্ণ, বল বুদ্ধি অবসন্ন,
নিকটে শেষের দিন অতি ভয়ঙ্কর;
এই ত বৎসর গেল, করিলে কি সম্বল,
এরূপে বিদায় বল, দিবে কত সম্বৎসর।
নববর্ষ সমাগমে, উঠ হে নব উদ্যমে,
প্রমত্ত হৃদয়ে সদা কর বৈরাগ্য সাধন;
হইবে পুণ্য সঞ্চয়, থাকিবে না কালভয়,
ব্রহ্মবরে চিরকাল হ'য়ে রহিবে অমর ॥২২২৩॥

লুং অহং মিশ্রিত—আড়াঠেকা।

ওমা স্নেহেরি আধার। পৃথিবীতে হেন স্নেহ নাহি দেখি আর॥
তোমার মূরতি স্মরণ, মনেতে পড়ে গো যখন,
হৃদয়ে প্রেমের সিন্ধু উথলে আমার।
কত ক্লেশ কত মন্দ, সহিয়াছ কত দ্বন্দ্ব কেবল মম আনন্দ মনে করি সার।
কেবল আমার তরে, স্নেহ যে দিল তোমারে,
কত যে তাহার স্নেহ অতুল অপার ॥২২২৪॥

আলেয়া—যৎ।

তু মেরে প্রাণ-আধার। (প্রভুজী)
নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দন অনেক বার জো বার। (প্রভুজী)
উঠত বৈঠত শোয়ত জাগত, এমত তুঝেহি চিতা রে,
যো তুম কর, সোহি ফল হামারে, তুমি আগে সার। (প্রভুজী)
তু মেরে ওঠ বল, বুদ্ধি ধন তুমি বি, তু মেরে পরবার,
সুখ দুঃখ সব, মন কি বেরথা, সেবক নানক গুরুচরণার, (প্রভুজী) ॥২২২৫

মল্লার—কাওয়ালী।

কৃপা করো প্রভু অন্তরযামী, মহা মলিনময় কপট কামী।
মানুষ-জনম দীও, তুমি উত্তম, আওর কিও সুখ সম্পদ ধামি।
তদপি ত্যাগ তব নাম দয়াময়, বহিও সদা রিষয়ন্ অনুগামী।
পাপ-তাপসে ভয়ো অতি পীড়িত, অব মম পীড়থমত নহি থামি।
হোয় হতাশ নিরাশ জগতমে, আয়ো শরণ স্বামী ॥২২২৬॥

বেহাগ—আড়া।

কোথায় রহিলে প্রিয় জননী আমার।
তোমা বিহনে সকল দেখিতেছি অন্ধকার॥
শোকে কাতর হৃদয়, দুঃখে প্রাণ ফেটে যায়,
হইল শ্মশান-প্রায় এ সুখের সংসার।
কে আর আদর করে, স্নেহ-গদ্‌গদ-স্বরে,
ডেকে জিজ্ঞাসিবে মোর সব সমাচার;
কা'র মুখ চেয়ে আর, বহিব দুখের ভার,
আমার ভাবনা বল ভাবিবে কে আর॥২২২৭॥

ভৈরব—ঠুংরি।

ভোর ভয়ো পক্ষীগণ বোলে, উঠ জন্‌ প্রভু গুণ গাও রে।
উঠ্‌ প্রভাত-প্রকৃতি কি শোভা, বার বার হর্ষাও রে।
প্রভুকি সুখের নিজ মননে, সরস্‌ ভাও উপজাও রে।
হোয় কৃতজ্ঞ প্রেমমে উন্‌কে, নয়নন্‌ নীর বাহাও রে।
ব্রহ্ম-রূপ সাগরমে মনকো, বারবার ডুবাও রে।
নির্ম্মল শীতল লহরে গেলে, আতম তাপ বুঝাও রে।২২২৮॥

পাহাড়ী—অদ্ধা।

তুমনে হামনে দেলকো লাগায়া, যো কুচ হায় সো তুহি হায়।
এক তুম কো আপনা পায়য়া, যো কুচ হায় সো তুহি হায়॥
সবকি মকা আওর দেল্‌কি মকি তো,কৌন্‌সা দেল্‌ হায় যোম্‌ নেহি তু
হরিয়েক্‌ দেল্‌ মে তুহি সমায়া, যো কুচ হায় সো তুহি হায়।
কায়সা খোলায়েক্‌ কায়সা ইনসান, কায়সা হিন্দু কায়সা মোসলমান;
যেয়সা চাহা তুনে বানায়া, যো কুচ হায় সো তুহি হায়॥
কাবা মে ক্যা আওর দয়ের মে ক্যা, তেরে পরস্তেস্‌ হায়গী সব যাঁ;
আগে তেরে সের সভোনে ঝোকায়া, যো কুচ হায় সো তুহি হায়॥
আর্শ সে লে ফরস জমী তক, আওর জমীসে আর্শ বরিতক,
যাঁহা যায়া দেখা তুহি নজর আয়রা, যো কুচ হায় সো তুহি হায়।
শোচা সমুঝা দেখা ভালা, তু যেছা না কৈ ঢোঁড় নিকালা,
আব ইয়ে সমঝ মে জকর কি আয়য়া যো কুচ হায় সো তুহি হায়।২৯

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা।

প্রভু জী তুঁহি জীবন-আধার।
দরশন দিজে মেয় অতি দীন, হো কৃপা-অবতার;
তুমহি পিতা মাতা,তুমহি ভরসা,তুমহি জেয়ান প্রাণ,তুমহি নিস্তার২২৩০

পাহাড়ী—আদ্ধা।

তু দয়াল দীন হোঁ তু দানী হোঁ ভিখারী।
হোঁ প্রসিদ্ধ পাতকী তু পাপপুঞ্জহারী॥
তু ব্রহ্ম হোঁ জীব, তু ঠাকুর হোঁ চেরো,
তাত মাতঃ গুরু সখা তু সববিধি হিত মেরো।
নাথ তু অনাথ কো, অনাথ কউন মোসো,
মো সমান অরাৎ নাহি অরতি হর তুছো॥
তোহে মুহে নেত অনেক মানিয়ে যো ভাঁওয়ে,
যো তো তুলসী কৃপালু চরণ শরণ পাঁওয়ে॥২২৩১॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

পিলে রে অবধু হো মাতোয়ালা, পেয়ালা প্রেম হরিয়স্ কা রে।
বাল অবস্থা খেল গোয়াঞী, তরুণ ভেয়ো নারীবশ কারে;
বৃদ্ধ ভেয়ো কফ বয়ুনে ঘেরা, খাট পড়া রহ যা সক্কারে॥
নাভ কমল্ মে হ্যায় কস্তুরি, ক্যায়সে ভরম মিটে পশুকারে;
বিন্ সৎ গুরু নর অ্যায়সা হি ডোলে,
য্যায়সে মৃগ্ ফেরে বনকারে॥২২৩২॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরী।

কিস্ শোচ বিচার মে বয়ঠে হো, মন্ শুধ করো ভাই এক্ ছিন্‌কো।
জগ চিন্তাকো সব দূর করো, আউর ত্যাগো ধ্যান বিষয় ধন্‌কো,
প্রভু পূজামে অনুরাগ করো, আউর প্রস্তুত হো হরি কীর্ত্তন কো।
পরিত্রাণকে প্রতি সব ব্যাকুল হো তুম্ আকুল হো প্রভু দর্শন কো।
ভক্তি আউর প্রেমকে ফুলোঁসে, ভরপুর করো হৃদ কানন কো।
একান্ত সুধা রস্ পান করো, আউর শান্তি করো আপনে মন কো॥২২৩৩

লুম ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

শুদ্ধ করো মেরা মনকো প্রভুজী।
পাপী মন মম রোখতা না রোখে, ধীরে ধরে নাহি সিন্‌কো॥
রায়েন দিন মায়া বশ ভটকাত, শোচনা জরা মরণ কো,
ধনকে লিয়ে ত্যাগ নিজ গৌরব, দাস ভেয়ো জন জন কৌ॥
হোয়ে অচেত পাপ করম মে, দিও বেচ নিজ তন্ কো;
অমৃত পদারথ ত্যাগ কর পান কর তাহুঁ পাপ জহর কো॥
কবহু না আপসে ব্যাকুল হো কর, ধায় চিত্ত তেরি শরণ কো॥২২৩৪॥

জয়জয়ন্তী—যৎ ।

দরমা দে খারে দরবারা। তুজ বিন সুরতে কৌন্ লে হামারা,
দরশন দিজে খোলে কেওয়াড়া। তুম ধন ধনী, উদারা ত্যাগী,
শ্রবণেন শুনিয়াত; সুযশ তোমারি; মঙ্গ কিছুছে আওর,রঙ্ক সব দেখ,
তুমহি মেরে নিস্তারা। জয় দেব নামা, বিপ্র সুদামা,
তেন্‌কো কৃপা ভঁাই হ্যায় অপার;
কহেত কবীর তু সমরথ দাতা, চার পদারথ দেত অনিবারা।২২৩৫॥

খাম্বাজ—ঠুংরী ।

প্রভুজী আয় সো নাম তোমারো।
পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার, সকল করত নমস্কার।
জাত বরণ কো পুছে নেহি, যাঁচত চরণার বার।
সাধুসঙ্গ নানক বুধ পাই হরিকীর্ত্তন জীবাধার॥২২৩৬॥

ভৈরবী কাওয়ালী।

তারো নাথ তারো নাথ আপনা গুণ সে।
হ্যায় এক মাত্র কৃপা তেরি ভবভয়হরণ কো॥
প্রেমহীন ভক্তিহীন, সধন ভজন সে বিহীন;
হ্যায় দয়া অপার মপার তেরি, দুঃখী কো শরণ কো॥
সন্তান তেরি কহাত নাথ, লজ্জা আতি হ্যায় মুঝে জী;
ভ্রষ্ট মন পাতকী কো রাখ আপন চরণ কো॥
নাহি কোই ধর্ম্মাশক্তি, যো সহায় হোয় মুক্তি জী;
হ্যায় দয়া তরণী তেরি ভব-সাগরকে তারণ কো॥২২৪৭॥

দেশ—কাওয়ালী।

পরমেশ্বর এক বুহি ভজ রে প্রাণ,
আওর কহাঁভি নেহি ওয়াকে কোহি সমান।
শ্বেত ন পীত ন রক্ত ন আকার;
সকল সৃষ্টি রচো, সো প্রভু হামারা,
এক ব্রহ্ম কো হৃদয়ে রাখো রে ধ্যান॥২২৩৮॥

খাম্বাজ—যৎ।

ঠাকুর তেঁই শরণাই আয়া।
উতারা গেয়া মেরে মন্‌কি সংশয়, যব্ তেরে দরশন পায়া।
অনাবোলতা মেরে বেরথা জানি, আপনা নাম জপায়া,
দুখ নাটে সুখ সহজে সমায়া আনন্দে আনন্দ গুণ গায়া॥২২৩৯॥

লুম ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

নাম না জানে ঠিকানা; সোহি দেশ মুঝ জানা॥
যাঁহা দুঃখ সুখ নাহি ভাবী, যাঁহা পাপ তাপ নাহি ব্যাপী,
যাঁহা ভানু শশী নাহি আনা, নাম না জানে ঠিকানা॥
যাঁহা টুট গেয়ি সব ধান্ধা, যাঁহা রাম রহিম এক বন্দা,
যাঁহা কাকেরে মুছলমানা, নাম না জানে ঠিকানা॥২২৪০॥

খট মিশ্র—ছেপকা।

মানুষ-জনম সফল হো যায়, ভক্তি প্রেম প্রভু সঙ্গীনে।
যব্ বি ভক্তি হৃদয়ে জাগে, শরণ লিওা কি লীনে।
পাপ বিকার মিটে ছিন্ ছিন্ মে, প্রভু চরণন্ চিত দিনে॥
কপট রহিল যে প্রভুকো গাওয়ে, সাধুসঙ্গ নিত রাখে,
দৃঢ় বিশ্বাস জপে নিশ্ বাসর, অমৃত রস ওহ চাখে॥২২৪১॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বিসার সেই সব তত্ত্ব পরাই; যবসে সাধুসঙ্গ মায় পাই।
নাহি কোই বয়রি, নাহি বেগানা, সকল সঙ্গ হাম্রি বনি আই॥
যো প্রভু কি না, সো ভাল কর্ মান্ নো এহি সুমতি সাধুতে পাই॥
সভ মে রমো রহা প্রভু একো পেক পেক নানক বিগশাই॥২২৪২॥

জয়জয়ন্তী—ঝঁপতাল।

যৈঁও জানো তৈঁও তার স্বামী। ময় কুটিল খল কপটকামী।
জপ তপঃ নেম শুচ সংযম, এন বিধ নেহি ছুটে কারো স্বামী;
গরদে ঘোর তু অন্ধ সে কাঢ়ো, নানক নজর নেহারো স্বামী॥২২৪৩॥

কল্যাণ—একতালা।

মেরে মন এক নাম দুসুরা না কোহি।
দুসুরা না কোই প্রভু, দুসুরা না কহি॥
প্রেমকী মথনিয়া নাথ, ভক্তি সে বোলোই,
দধিমথ ঘৃত কা লিনা ছাঁচ পিবে কোই।
অসুয়ান জল সিব্ সিব্ প্রেম বেন বোই;
শান্তন-দিক্ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোই।
মায় যো চলি ভকত জান, জগত মোহে দেত তান,
হাম যো প্রভু শরণ তেরি, হোনি হো সো হোই॥২২৪৪॥

লুম খাম্বাজ—ঠুংরী।

ক্যা শোচ মো হো করলে সওদা, জগদো দিনকি হ্যায় বাজরিয়া।
যব আওয়ে রবিসুত পাথড় লে চলে গা, ভুল পড়ে সব নাগরিয়া॥
পানি ঘটা ঘটা পড় রসরি টুটি, এক চঞ্চল নারী ভরে গাগরিয়া।
গুণবৃ গুণবৃ সব পার উতার গেই, হাম নিরগুণ ভই বাঁওরিয়া॥২২৪৫॥

—০০—

সুরট মল্লার—সৎ।

নাম না লেয়েৎ গোয়ারা, (হরিকে) ক্যা শোচতা বারম্বারা।
দরশন কর না চাহিয়ে, তো দরশন মাজৎ রহিয়ে;
যব দরপণ লাগে কাই, তো দরশন কাঁহাতে পাই॥
পার উতারা না চাহিয়ে, তো খেঁউট সে মেন রহিয়ে;
যব উতরি পাতরি গেয়া পারা, তো কাঁহা হাম্ কাঁহা জগৎ সংসারা॥
দেখ কবীর জীবে করণী, ওয়াকে অন্তর বিচকা তরণী;
কা তরণীকা ফান্দা ছুটে, তোরহস রহস যমলুটে॥২২৪৬॥

—

ব্রহ্ম—সংকীর্ত্তন।

তিনি পরমাত্মা পরম ধন, পরব্রহ্মে ভুল না রে মন।
ব্রহ্ম-নামটী বল্ রে রসনা, কথা শোন রে মন এই বেলা দিন তো
ব'য়ে যায়। ঐ দেখ্ শিয়রে বসিয়ে শমন,
করছে বন্ধনেরি আয়োজন॥২২৪৭॥

—

কালাংড়া—কাওয়ালী।

তুহি মেরা প্রভু পুরণ ধন হ্যায়।
প্রাণ কা প্রাণ তুহি পরমেশ্বর, তুহি মন কা মন হ্যায়।
আঁখো কি জ্যোতি তুহি প্রভু মেরী কাণ কা তু শ্রবণ হ্যায়।
অন্তর বাহার দেশ দেশান্তর তুহি পরিপুরণ হ্যায়;
সত্য তুহি, শিবসুন্দর তুহি, তু এক অদ্বিতীয় হ্যায়।
বুদ্ধি বলমে তুমহি বিরাজ, তুহি জীবনকা জীবন হ্যায়॥২২৪৮॥

—

কাফি—ঠুংরি।

সাঁচী প্রীতি হাম্ তোমা সঙ্গ যোড়ি, তুম্ সঙ্গ যোড়ি আওর সঙ্গ তোড়ি
যো তুম্ বাদল তো হাম মোরা, যো তুম্ চন্দ্র হাম ভায়জীচকোরা।
যো তুম্ দেউরা তো হাম বাতি, যো তুম্ তীরথ তো হাম যাত্রী।
যাঁহা যাঁউ তাঁহা তেরে হি সেবা, তুম্ সা ঠাকুর আওর না দেবা,
তুম্ তাহারে ভজন কাটে পাপ-ফাঁসা, ভক্তি হেতু গাওয়ে রবিদাসা॥৪৯

—

গজল।

যিধির্ দেখ্, তাঁহ উধির তুহি তু হ্যায়।
কো হর্ সায়মে জ্বালোয়া তেরাহ্ বহ হ্যায়॥
হ্যায় শুন্ তাহ্ হর বক্ত তেরা কাঁহিনী,
কে তেরা জিকর হো রহা কুবুকু হ্যায়।
চামনমে সরুপর ইয়ে গাতী হ্যায় কুমরী,
তুহি তু তুহি তু তুহি এক তু হ্যায়।
বেনা উন্‌কো সাবুদ আওঁয়ো কো বোলো,
জবাকো সাভাপো ইয়ে ক্যা গুপ্তগু হ্যায়॥২২৫০॥

ব্রহ্ম—সংকীর্ত্তন।

পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই, পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে
পতিত পাবন পিতা, ভকতবৎসল, উদ্ধারেন পাপী জনে, দেখি অসহায় রে
প্রেমের জলধি তিনি, সংসার পাথারে,
পতিত দেখিয়া দয়া, তাই এত হয় রে।
বিলম্ব কর না আর, ভুলিয়ে মায়ায়;
ত্বরিত লইগে চল তাঁ'র পদাশ্রয় রে॥২২৫১॥

বেহাগ—ঠুংরী।

অমৃত নাম হরি গাও মেরে রসনা।
হরি বিন্ তেরা কোহি নেহি আপনা॥
জাতি কুল ধন দারা সুত আদি যিত্‌না,
মায়াকী খেল্ সব, নিশিকা স্বপনা॥
কাট মায়া-ফাঁস, বিষয় বিলাস, করে যো হরিকে সাধনা;
হোয়ে সোই নয়, প্রেম সে অমর, ভুলজাত ভবভাবনা॥২২৫২॥

আলেয়া মিশ্র—একতালা।

নাম সীমার নাম সীমার এহি তেরা কাজ হ্যায়।
মায়া কুসঙ্গ ত্যাগ, প্রভুজীকী শরণ লাগ,
জগৎ-সুখ মান মিথ্যা ঝুঁঠোহি সব সাজ হ্যায়।
স্বপ্নে যেঁউ ধন পসান্, কাহে পর করতোমান,
বালুকী ভিত যায়সা বসদা কো রাজ হ্যায়।
নানক জন কহত বাত, বিনশে যায় তেরা গাত,
ছিন্ ছিন্ কর্ গ্যাও কাল, যায়সে যাত আজ হ্যায়॥২২৫৩॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

মর যো কঁহ কৌনসি মনকি।
লোভ গ্রাস দঁশহু দিশ্ ধাবত, আশা লাগে ধনকি।
সুখকা হেতু বহুতা দুখ পাওয়েত সেবা করত জনক জননী,
দ্বারে দ্বারে হুঁ হায়ুর‍্যানা ফেরত, নাহি শুধু হরি ভজনকি।
মানুষ-জনম অকারণ খোয়াওত, লাজ না লাগে লোক হাঁসনকি;
নানক হর-গুণ কেঁউ মেহি গাওয়ে, কুমতি বিনাশ মন কি ॥২২৫৪॥

ললিত—একতালা।

অ্যায় করিম অ্যায় রহিম শুন দোয়া মেরি।
দিল্‌কো মেরে কর মনোবর দূর হো আঁধেরি॥
নজর মেরি পাককর জবাঁ কো দে সিরি;
ফজল্ তেরা রোজ সব হো পনাহ হামেরি॥
হিস হাওয়া কো কর ফনা, রুহ কো বক্সতসকীন্;
বাসিজলকে মায় কাতাহ ইয়ে আজ সাহেরি ॥২২৫৫॥

দেশ—আড়া।

পরিপূর্ণমানন্দং, অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানং।
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহবাচং,
বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যং ॥২২৫৬॥

ভঁয়রো—একতালা।

মায় গোলাম মায় গোলাম মায় গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান তু দেওয়ান তু দেওয়ান মেরা॥
এক রোটীতে লংগটী দুয়ারে তেরে পাওঁয়া;
ভকতি ভাও দে আরোগ নাম তেরা গাওঁয়া।
তু দেওয়ান মেহেরবান্ নাম তেরা বারেয়া;
দাস কবীরা শরণে আয়া চরণ লাগে, তারেয়া ॥২২৫৭॥

ললিত—ঠুংরী।

এহি মনোরথ মেরা মেরা মেরে প্রভুজী।
প্রাতঃকাল উঠো চরণ ত্যাওলাও, নিশি বাসর তোহে ধ্যাউঁ মেরে প্রভুজী
তন্ মন অর্প কর জন সেবা, রসনাতে হরগুণ গাউঁ মেরে প্রভুজী।
কর কৃপা দান ভকতি মোহে দিজে,
মোকো কর আপনাতু চেরা মেরে প্রভুজী।
এক আধার নাম-ধন মেরা, আনন্দ নানক এহি দিজো মেরে প্রভুজী॥৫৮

কেদারা—আড়াঠেকা।

বিগত বিশেষং, জনিতাশেষং, সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণং।
আকৃতিবীতং, ত্রিগুণাতিতং, স্মর পরমেশং তূর্ণং॥
গচ্ছদপাদং, বিবেকবিবাদং, পশ্যতি নেত্রবিহীনং।
শৃণ্বদকর্ণং, বিরহিতবর্ণং, গৃহ্ণদহস্তমপীনং॥
বেদৈর্গীতং, প্রত্যাগতীতং, পরাৎপরং চৈতন্যং।
অজরমশোকং, জগদালোকং, সর্ব্বস্যৈকশরণ্যং॥
ব্যাপ্যাশেষং, স্থিতমবিশেষং, নির্গুণপরিচ্ছিন্নং।
বিগতবিকাশং, জগদাবাসং, সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং॥২২৫৯॥

লুম ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ভজ রে সত্যং, জ্ঞানমনন্তং, আনন্দরূপমমৃতং;
শান্তং শিবমদ্বিতীয়ং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।
ইহ সপ্ত সাগরনীরে, কুরু রে অবগাহনং,
প্রাণ মন হৃদয় জীবনং, ভবিতা পুণ্যভবনং।
ইহ সপ্ত কুসুম—সপ্ত মালায়াঃ,
কুরু রে কণ্ঠে ধারণং, প্রাণমনোহৃদয়জীবনং, ভবিতা পুণ্যভবনং॥২২৬০

সারঙ্গ—চৌতাল।

(তাঁহার) আরতি করে চন্দ্রতপন, দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ, তাঁর ভকত-মন্দিরে।
অনাদি কাল অনন্ত গগন, সেই অসীম মহিমা-মগন;
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন, আনন্দ নন্দ নন্দ রে॥
হাতে ল'য়ে ছয় ঋতুর ডালি, পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ, কত গীত কত ছন্দে রে।
বিহগ-গীত গগন ছায়, জলদ গায়, জলধি গায়,
মহাপবন হরষে ধায়, গাহে গিরি-কন্দরে॥
কত কত শত ভকত-প্রাণ, হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য-কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহ-বন্ধ রে॥২২৬১॥

ব্রহ্ম—সংকীর্ত্তন।

নির্ম্মল হইবে যদি, মুখে দয়াল বল রে। নির্ম্মল হইবে যদি(রসনা রে),
প্রভুর নাম রসনে ভজ হৃদি রে।
ঐ দয়াল-নাম সুধাসিন্ধু, এ নাম লও রে এক বিন্দু। (ও রে রসনা)
ঐ দয়াল নাম সিংহেরি শব্দ, শুনে অরিগণ সব হয় স্তব্ধ ওরে রসনা॥২২৬২

নগর—সঙ্কীর্ত্তন।

তোরা আয় রে ভাই!
এত দিনে দুঃখের নিশি হ'ল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন,পাপ তাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন
দিতে পরিত্রাণ করুণানিধান, ব্রাহ্মধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ;
খুলে মুক্তির দ্বার সকলেরে করেন আবাহন,
সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত,
তথায় দুঃখী ধনী মূর্খ জ্ঞানী সকলে সমান॥
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্ত, নাহি জাত-বিচার।
ভ্রম কুসংস্কার, পাপ-অন্ধকার, বিনাশিতে স্বর্গের ধর্ম্ম মর্ত্ত্যে আইল;
কে জাবি আয় বিনা মূল্যে ভব-সিন্ধু পার;
তোরা আয় রে ত্বরায়, এবার নাই কোন ভয়,
পারের কর্ত্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।
একান্ত মনেতে কর ব্রহ্মপদ সার,
সংসারের মিছে মায়ায় ভুল না রে আর॥
চল সবে যাই, বিলম্বে কাজ নাই, দীননাথের লইগে শরণ;
হৃদয়-মাঝে হৃদয়নাথের কর দরশন;
ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্ত্বনা,
প্রভুর কৃপা-গুণে অনায়াসে যাইবে ব্রহ্মধাম॥২২৬৩॥

ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন।

মধুর ব্রহ্মনাম তোরা বল রে পুরবাসীগণ একবার হৃদয়ভরে বল রে;
ব্রহ্ম নামের গুণে থাকবে নারে, ও ভাই শমনের ভয় রে।
একবার পাইলে সেই ব্রহ্মানন্দ ও ভাই তুচ্ছ হবে বিষয়কাম।
তোদের পাপ তাপ দূরে যাবে শীতল হবে পরাণ॥২২৬৪॥

ব্রহ্ম—সংকীর্ত্তন।

সদা দয়াল দয়াল দয়াল বলে ডাক্‌ রে রসনা;
যাঁরে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হবে রে যাবে পাপ-যন্ত্রণা।
আপন আপন কারে রে বল, এসেছিলে ভবের হাটে মিছে দিন গেল;
ও ভাই মোহ মায়ায় মুগ্ধ হয়ে মিছে খেলা আর খেল না।
রবিসুতে বাঁধবে রে যখন, কোথায় রবে ঘর দরজা কোথায় রবে ধন,
তখন বন্ধু জনায় বিদায় দিবে রে, সাথের সাথি কেউ হ'বে না॥২২৬৫

মনোহরসাই।

আয় রে এক বার জেনে আয়, দয়াল নাম কে আনিল এ ধরায়।
এ নাম স্বর্গেতে গোপনে ছিল রে,
নাম পাপী তরাইতে ও রে কে আনিল এ ধরায়॥
যে নামে পাগল হ'ল গৌর নিতাই রে,
যে নাম রসেতে ভরা, শুনে প্রাণ উদাস হ'য়ে যায়॥
(ওরে) যে নামেতে এত সুধা রে,
সে নামে ডুবে যাক পরাণ, এমন মধুর নাম পেলে কোথায়॥
যে নাম নিলে পরে নয়ন ঝরে, প্রাণ শীতল হ'য়ে যায়,
মোরা নেচে নেচে সে নাম গাই॥
ওরে নাম ল'য়ে জগাই মাধাই,
পাপ ছাড়ি চলে যায়, সে নামে আমরা সবাই তরে যাই॥
ওরে সে নামেতে ধনী যে জন,
তুচ্ছ সংসারের ধন তারে ভুলাতে পারে না হায়॥
ও রে যে নামেতে শোক-দুঃখ যায়,
সে নাম অমিয়ার ধারা, নামে পাগল করিল হায়॥
সে নাম এতই মধুর কি বলিব ভাই,
পরাণ কেড়ে ল'য়ে যায়, (নামে হৃদয় গলে যায়)
তোরা কে যাবি রে চলে আয়।
এ নাম পাপীর মুখে শুনতে ভাল রে, নামে সংসার জ্বালা যায়;
এই নাম বিনে আর শান্তি নাই॥
ও রে দয়াল-নামে এত রে সুধা,
পানে বেড়ে যায় ক্ষুধা, এস সব ছেড়ে এ নাম গাই॥
এই নাম বিনে আর কি ধন আছে হায়,
নামে পরাণ ভরে যায় (নামে পরাণ জুড়ায়)
এ নাম কে আনিল এ ধরায়॥২২৬৬॥

ব্রহ্ম—সংকীর্ত্তন।

"ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলং" সবে বল ভাই।
ও হে ব্রহ্মকৃপা বিনা জীবের আর গতি নাই (ইহ পরলোকে হে)
ও হে সত্যমেব জয়তে আর চিন্তা নাই। সত্যের জয় হবেই হবে হে)
এস ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ডঙ্কা সকলে বাজাই।
পরব্রহ্মের কৃপাবলে হে (নগরের দ্বারে দ্বারে হে)
ও হে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ মনঃপীড়া আর রবে নাই।
(দয়াময় পিতার রাজ্যে হে) (সব হৃদয় এক হবে হে) ॥২২৬৭॥

ব্রহ্ম—সংকীর্ত্তন।

তো'রা কে যাবি রে আয় রে ভাই, সবে মিলে প্রেমধামে যাই।
তথায় প্রেমময়ের প্রেমমুখ, এস দেখে সবে প্রাণ জুড়াই।
পাপের মোহিনী মায়ায় বদ্ধ হইয়ে সবাই,
কতকাল আর থাকব বল ভুলিয়ে হেথায়;
এস প্রেমভরে কেঁদে কেঁদে, এস সবে তাঁ'র পায় লুটাই।
পাপ তাপ সমুদায়, কিছু নাহিক তথায়,
নিত্য প্রেম নিত্য শান্তি বিরাজে যথায়;
ঐ শোন প্রেমময় ডাকিতেছেন, এস ব্যাকুল হ'য়ে ধাই সবাই ॥২২৬৮॥

ব্রহ্ম—সংকীর্ত্তন।

অখিল-তারণ বলে একবার ডাক তাঁরে।
একবার ডাক তাঁরে ভক্ত-সঙ্গে ভাসি সবে প্রেম তরঙ্গে,
দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে (একবার হৃদয় খুলে)।
যদি ভবসিন্ধু পারে যাবে, ডাক তাঁরে ত্বরা করে,
দয়াময় দয়াময় দয়াময় (একবার মনের সাধে) ॥২২৬৯॥

ব্রহ্ম—সংকীর্ত্তন।

বল আনন্দ বদনে ব্রহ্মনাম, হল নিকটে আনন্দ-ধাম হল দুঃখ অবসান
পিতা আপনি কল্লেন বিধান, দিয়ে ভক্তি দান;
আর ভয় নাই ভয় নাই পরিণাম।
দুঃখী তাপী যে থাক, বদন ভরে সেই পিতায় ডাকিয়ে দেখ;
সিদ্ধ হবে হবে মনস্কাম, পিতা পরম দয়াল,
নামে আপনি কাটে মায়াজাল, ভবের জঞ্জাল হবে সুখ শান্তি অবিরাম
দয়ার নিধি পিতা আমার, পাপী সন্তানে অধিক তাঁর, করুণা বিস্তার;
তিনি কভু কারও নহেন বাম ॥২২৭০॥

ব্রহ্ম—সংকীর্ত্তন।

আর বলব কি যেমন তোমার ইচ্ছা হয়, দীনবন্ধু হে
হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে, তোমার সম্পদ বিপদ আমার দুই সম।
তুমি যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গল বিধি, গুণ নিধি হে,
ঘোর বিপদেও বলব তোমায় দয়াময়।
আমি না জানি স্তব স্তুতি, তথাপি পাব মুক্তি, তোমার উক্তি হে;
তোমার দয়া বিহনে পাপী কোথায় যায় ॥২২৭১॥

ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন।

দয়াময় কি মধুর নাম!
আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে, কি মধুর নাম।
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে, কি মধুর নাম॥
এ নাম কোথা ছিল কে আনিল, কি মধুর নাম।
এ নাম জীব তরাতে এসেছিল, কি মধুর নাম॥
এ নাম তোমরা বল আমরা শুনি, কি মধুর নাম।
নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল, কি মধুর নাম॥
নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল, কি মধুর নাম।
আমার নামে অঙ্গে শীতল হ'ল, কি মধুর নাম॥
আমার পাপ তাপ সব দূরে গেল, কি মধুর নাম॥২২৭২॥

ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন।

মধুর দয়াল ব্রহ্মনাম, এ নাম বল বদন ভরে রে।
এ নাম স্বর্গেতে গোপনে ছিল, বল বদন ভরে॥
এ নাম পাপীর মুখে শুনতে ভাল, বল বদন ভরে।
এ নাম কোথায় ছিল কে আনিল, বল বদন ভরে॥
এ নাম জীব তরাইতে এসেছিল, বল বদন ভরে।
এ নামে পাপ তাপ দূরে যাবে, বল বদন ভরে॥
এ নামে মহাপাপী তরে যাবে, বল বদন ভরে।
এ নামে পাষাণ হৃদয় গলে যাবে, বল বদন ভরে॥
এ নামে সংসার জ্বালা দূরে যাবে, বল বদন ভরে।
এ নামে তাপিত হৃদয় শীতল হবে, বল বদন ভরে॥২২৭৩॥

ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন।

আনন্দ-বদনে বল মধুর ব্রহ্মনাম।
নামে উথলিবে সুধাসিন্ধু পিয় অবিরাম॥
(পান কর আর দান কর হে)
যদি হয় কখন শুষ্ক হৃদয় করো নাম গান॥
(প্রেমে হৃদয় সরস হ'বে রে) (বিষয়-মরীচিকায় পড়ে হে)
(দেখ যেন ভুল না রে, সেই মহামন্ত্র)
(বিপদ-কালে ডেক তাঁরে হে, দয়াল পিতা বলে।)
সবে হুকারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন। (জয় ব্রহ্ম-জয় বলে হে)
এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সবে হয়ে পূর্ণকাম॥
(প্রেমযোগে যোগী হ'য়ে) ॥২২৭৪॥

ব্রহ্ম—সংকীর্ত্তন।

প্রভু দয়াল, সাধুমুখে আমি শুনেছি, অকূল পাথারে পড়ে ডাকতেছি,
আমায় দিয়ে চরণতরী, উঠাও হে কেশে ধরি,
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি।
অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি;
তুমি করিয়ে অধম তারণ, নাম ধর পতিত পাবন,
তা ত অধম জনা হতে জেনেছি।
করিতে পাপী উদ্ধার, হ'য়েছ প্রকাশ এবার,
মোর সমান পাপী প্রভু কোথা পাবে আর;
প্রভু যে তোমার শরণ লয়, তার দশা এমন কি হয়,
আমি পাপার্ণবেতে ডুবে রয়েছি ॥২২৭৭॥

মনোহরসাই।

চঞ্চল অতি ধাওল-মতি, নাথ তরে ভব-ভুবনে,
শশী ভাস্কর তারা নিকর, পুছত সলিল পবনে।
(ও কেউ দেখে'ছ নাকি, আমার হৃদয়নাথে)
হে সুরধনী, সাগর গামিনী, গতি তব বহু দূরে, (সাগর সম্ভাষিতে)
হেরিলে কি তুমি, ভরমিয়া ভূমি, যাঁর তরে আঁখি ঝরে॥
(তোমার ধারার মত)
মিহির ইন্দু কোথা সে বন্ধু দৃষ্টি তব বহু দূরে॥
(গহন-মাঝে যে থাকে) (বললে বললেও পার)
হেরি'ছ নগর, সরসী সাগর, নাথ মম কোন্ পুরে ?২২৭৮॥

মনোহরসাই।

কোথায় দয়াময়, ডাকি কাতর হৃদয়ে তোমায়,
দীনের প্রতি কর একবার করুণা।
পিতা আমি তোমার দ্বারের ভিখারী,
বড় আশা করি, পড়ে আছি পদতলে দিবা-সর্ব্বরী;
একবার চেয়ে দেখ কাঙ্গাল বলে, যন্ত্রণায় মরি জ্বলে,
আমি এ পাপজীবন আর যে নাথ বহিতে পারি না॥
ও নাথ সাধু মুখে শুনেছি বচন, নিয়ে ও পদে শরণ (করিয়ে ক্রন্দন)
কত মহাপাপী পাইয়াছে অনন্ত জীবন;
তোমার করুণাময়-নামের গুণে, বীজ অঙ্কুরিত হয় পাষাণে,
আমি তাই শুনে এসেছিলাম, আর ত কিছুই জানি না ॥২২৭৯॥

ব্রহ্ম—সংকীর্ত্তন।

তোরা আয় রে পুরবাসীগণ আনন্দেতে করি সঙ্কীর্ত্তন।
তোদের ব্রহ্মধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন॥
ভবের মেলায় ধূল খেলায় কাটাসনে জীবন-রতন।
তোদের পাপ তাপ দূরে যাবে সফল হ'বে জীবন॥
তোদের কাঙ্গাল হেরে রৈতে নারি এসেছেন কাঙ্গাল-শরণ।
চল ডঙ্কা মেরে ভবপারে সবে করিগে গমন॥
ঐ দেখ সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
এস সবে মিলে ভক্তিভরে পূজি ঐ অভয় চরণ॥২২৮০॥

ব্রহ্ম—সংকীর্ত্তন।

প্রভু করুণা কুরু কিঞ্চিত, কৃপাভিখারী কাতর কিঙ্করে নাথ।
বড় আশা করে এসেছি নাথ। (ত্রাণ পাব বলে)
আমি পাপেতে তাপিত হয়ে, আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়ে।
(ও হে পতিত পাবন) প্রভু স্থান দাও তব চরণতলে,
আমায় ত্যজ না পাতকী বলে। (ও হে অধম তারণ)
প্রভু কৃপাসিন্ধু তব নাম,আমায় কৃপাবারি কর হে দান।(ওহে কৃপাময়)

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

গভীর অতলস্পর্শ, তোমার প্রেম-সাগরে,
ডুবিলে এক বার কেহ আর কি উঠিতে পারে;
প্রেমিক মহাজন যারা, না পেলে কূল কিনারা,
হ'ল চিরমগন, ফিরিল না আর সংসারে।
কত সুখ-প্রলোভন, প্রেমশান্তি মহাধন
অনন্ত অগণন, রেখেছ সঞ্চিত করে॥
নিত্য-সুখ শান্তি দিয়ে, আনন্দে ভুলাইয়ে,
রেখেছ তাদের চিত্ত একেবারে মুগ্ধ করে॥২২৮২॥

ললিত—একতালা।

বচন অতীত যাহা কারে কি বুঝান যায়।
বিশ্ব যাঁর ছায়া হয়, তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয়, সাদৃশ্য দিব কোথায়
যদ্যপি চাহ জানিতে, ঐক্য ভাব করি চিতে, চিন্তহ তাঁহায়।
পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যা ভান,নাহি আর অন্য উপায়॥

বিভাস—একতালা।

সংসার-মন্দিরে, প্রতি পরিবারে, করিছ বিরাজ ও গো মা জননী।
পরম যতনে, পুত্র-কন্যাগণে, পালিছ আদরে দিবস-রজনী॥
মহা শক্তি-রূপে নারীর হৃদয়ে, সুকোমল মাতৃ-ভাব প্রকাশিয়ে;
করিলে মোহিত মানবের চিত,
জননী গো তুমি দেখালে মুরতি ভুবন-মোহিনী॥
প্রকৃতি-মাধুর্য্য রসের আধার, স্নেহের প্রতিমা, প্রেমের অবতার,
তুমি মাতঃ সকলের মূলাধার, (দয়াময়ী গো)
সাধু ভক্ত সন্তানে হৃদিবিলাসিনী॥২২৮৪॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ও হে ধর্ম্মরাজ বিচারপতি, তোমার বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে।
কে কোথা হ'য়েছে সুখী অধর্ম্ম-পাপ আচারে॥
দর্পহারী ন্যায়বান, পাষণ্ড দলন নাম,
নাহি কারো পরিত্রাণ, তোমার সূক্ষ্ম বিচারে।
দুর্ম্মতি মানবগণে, কুকর্ম্ম করি গোপনে,
পায় দুঃখ পরিণামে, কর্ম্ম-ফল ভোগ করে॥
তুমি দণ্ডদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
দণ্ড দিয়ে মুক্ত কর এ অধম মহাপাপীরে॥২২৮৫॥

আলেয়া কীর্ত্তন—তিওট।

কবে সহজে মা বলে জুড়ায় প্রাণ। (দয়াময়ী গো)
এমন কি আছে যেমন মিষ্ট মায়ের নাম॥
আমি পারি কি তোমায় ছেড়ে, থাকিতে এ সংসারে,
আছে তোমার সঙ্গে যে আমার প্রাণের টান।
শিশু ছেলের মত, ডাকিব নিয়ত,
করব কোলে বসে স্তন্য-সুধাপান:
এবার পূজিব মায়ের চরণ, হেরিব মায়ের আনন,
(বড় সাধ গো) এবার গাইব বদন ভরে মায়ের গান॥২২৮৬॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব, ভব পথে ভ্রম অকারণ।
দেহরথ আত্মারথী, বুদ্ধি কর সারথি, ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব, রাশরজ্জু মন।
বিষয়ে বিরক্ত, মোক্ষপথ আশ্রিয়ে,
পূর্ণব্রহ্ম নিকেতনে কর অবস্থান॥২২৮৭॥

বাগেশ্রী—একতালা।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে। বিবেক বৈরাগ দুই সহায় সাধনে॥
বিষয়ের দুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা,
ত্যজ মন এ মন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে॥২২৮৮॥

বিভাস—ঝাঁপতাল।

হৃদয়-কুটীর মম কর নাথ পুণ্যাশ্রম।
বিরাজ আনন্দে তাতে দিবা নিশি অবিরাম॥
জীবন কর আমার প্রেম-পরিবার, গৃহ দেবতা পিতা হ'য়ে থাক হেথা হায়
মঙ্গল-শাসনে সদা কর শাসন॥
আমি প্রতিদিন ভক্তিভরে, করিব পূজা অর্চ্চনা,
কৃতাঞ্জলিপুটে করিব চরণ বন্দনা;
নিত্য নব নব-জাত প্রেমহারে, সাজাব তব সিংহাসন সুন্দর করে;
গলবস্ত্র হ'য়ে, তোমায় করিব অভিবাদন॥
আমার রিপু-পরিচারিকাদল, আনন্দে মিলে সকল,
অনুদিন করিবে তব সেবার আয়োজন;
ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিবে, বিচ্ছেদে মিলন হবে,
তব প্রেম-আবির্ভাবে আত্মা হয়ে স্বর্গধাম॥২২৮৯॥

মল্লার—একতালা।

তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার; ফলভরে অবনত শাখারি অকার।
প্রাপ্ত হয় আত্ম-বিস্মৃতি, ব্যাপ্ত হয় জগতে প্রীতি,
লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, ক্ষিপ্ত যে প্রকার;
সুখ-দুঃখে সমভাব হৃদয় স্বর্গ তার॥
কখন হাস্য-বদন, কখন করে রোদন, কখন মগন মন, বাল্য-ব্যবহার;
আনন্দে ভাব-সমুদ্রে দিতেছে স'াতার।
শান্ত দান্ত বিবেকযুক্ত, অনাশক্ত জীবন্মুক্ত,
ভজনেতে অনুরক্ত চিত্ত অনিবার;
কি আনন্দে কর হে তার হৃদয়ে বিহার॥
তোমার প্রেম লাগি তাহাতে তার প্রেম লাগি তোমাতে,
আনন্দ-লহরী তাতে, উঠে বারে বার;
মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার॥
এমন দিন কি আমার হবে, তোমার জন্যে সকল যাবে,
তবে সে সম্ভব হ'লে করুণা তোমার;
"ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলং" জানিয়াছি সার॥২২৯০॥

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।
সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি মনস্তাপে।
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,ইচ্ছামতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ
সেই সত্য সব নব আর অসার এ ভবে ॥২২১১॥

কাফি কানাড়া—ঢিমে তেতালা।

বেঁধেছ প্রেমের পাশে ও হে দয়াময়।
তব প্রেম লাগি দিবা নিশি জাগি, ব্যাকুল হৃদয় ॥
তব প্রেমে কুসুম হাসে, তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম হাসি তব ঊষা নব নব, প্রেমে নিমগন নিখিল নীরব,
তব প্রেম-তরে ফিরে যাহা করে উদাসী-মলয়।
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,
ভুলেছে তোমার রূপে নয়ন আমারি ॥
জলে স্থলে গগন-তলে, তব সুধা-বাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে, ছুটে যেতে চায়, অনন্তেরি পানে,
আকুল হৃদয়ে খোঁজে বিশ্বময়, ও প্রেম-আলয় ॥২২১২॥

আলেয়া—আড়াঠেকা।

নারীর হৃদয়ে মা গো বিহরিছ বরাননে।
তব রূপ যেন তথা হেরি পবিত্র নয়নে ॥
সুশীলা সুন্দরী সতী, লজ্জাশীলা পুণ্যবতী,
তোমার প্রেম-মূরতি, হরে পাপ দরশনে।
আহা! কি মধুর ভাব, কমনীয় সুস্বভাব,
বিদ্যাশক্তি মূর্ত্তিমতী, রঞ্জিত প্রেম-রঞ্জনে ॥২২০০॥

বেহাগ—আড়া।

ক্ষণমিহ চিন্তা কর সৎস্বরূপ নিরঞ্জন।
ত্যজ মন দেহ-গর্ব্ব খর্ব্ব হবে রিপুগণ ॥
সম্মুখে বিষয়-জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল,
গেল কাল, অন্তকাল ভাব রে এখন।
যাহাতে উৎপত্তি স্থিতি, তাঁহাতে নাহিক মতি,
এ তোর কেমন রীতি, ওরে দয়াময় মন ॥২২১৪॥

রামকেলী—আড়াঠেকা।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে,
তথাপি বিষয়ে মত্ত সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে ॥
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হল এত, বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে॥
এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধন জন বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে।
অতএব নিরন্তর চিন্ত সত্য পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে ॥২২১৫॥

বাউলে—একতালা।

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর, ও তা'র থাকে না ভাই আত্মপর ॥
প্রেম এমনি রত্নধন, কিছু নাইকো তা'র মতন,
ইন্দ্র-পদকে তুচ্ছ করে প্রেমিক হয় যে জন;
ও সে হাস্য-মুখে সদাই থাকে হৃদয় যুড়ে সুধাকর।
প্রেমিক চায়না কোন জাতি, চায়না সুখ্যাতি,
ভাবে হৃদয় পূর্ণ, হয় না ক্ষুণ্ণ রটলে অখ্যাতি;
ও তার হস্তগত স্বর্গের চাবি থাক্‌বে কেন অন্য ডর।
প্রেমিকের চাল্‌টে বে-আড়া, বেদ-বিধি-ছাড়া,
আঁধার কোণে চাঁদ গেলে তাই মুখে নাই সাড়া;
ও সে চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হ'লেও আস্‌মানেতে বানায় ঘর ॥২২১৬॥

রামকেলী—আড়াঠেকা।

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে।
কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি দুখেতে প্রাণ যাবে ॥
মাতৃগর্ভ অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে,
অন্তে পুনঃ অন্ধকার সংসার দেখিবে।
প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন, সেই সব উপদ্রব শেষেও ঘটিবে
অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান,
পরহিতে মন দিবে সত্যকে চিন্তিবে ॥২২১৭॥

গৌড়মল্লার—কাওয়ালী।

কেন স্বজন সব কারণে ভজনা, হবে না হবে না জনম মরণ যাতনা ॥
দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান, কূপেতে পতিত হয়ে মজো না
নিশ্বাস হতেছে শেষ বাড়িল আশা অশেষ, এখনো চেতন হলো না॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।
তাঁরে দূর জানি ভ্রম সংসার সঙ্কটে।
আছে বিভু তোমা হ'তে তোমার নিকটে॥
তুমি কেন নিরন্তর, থাক তাঁহ'তে অন্তর,
ভাব সেই পরাৎপর নিত্য অকপটে।
অতএব জ্ঞান-রত্ন, অহরহ কর যত্ন,
জ্ঞান বিনা জন্ম বৃথা, দেখ সত্য বটে॥২২৯৯॥

সুরট—কাওয়ালী।
ভজ অকাল নির্ভয়ে। পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে।
সর্ব্বকাল বিদ্যমান, সর্ব্বভূতে যে সমান,
সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে॥২৩০০॥

রামকেলী—আড়াঠেকা।
অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন। ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ॥
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত,
ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার,
মৃত্যু স্মরণে কাঁপে, কাম ক্রোধ রিপুগণ॥
অতএব চিন্ত শেষ ভাব সত্য নির্ব্বিশেষ,
মরণ সময়ে বন্ধু একমাত্র তিনি হন॥২৩০১॥

থাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।
কেন ভোল মনে কর তাঁরে, যে বিভু সৃজন পালন সংহারে।
সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহিক চরণ,
কর নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর,
নির্ব্বিকার বিশ্বাধার, নিয়ন্তা বল যাঁরে॥২৩০২॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।
এই হল এই হবে এই বাসনায়, দিবা নিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়॥
মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি জানে,
না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হায়।
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং,
শেষাঃ স্থিরত্ব মিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং॥২৩০৩॥

আলেয়া—আড়াঠেকা।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল, আছি ভাল প্রাণে প্রাণে।
কোথায় কুশল তোমার আয়ুর্যাতি দিনে দিনে॥
দারাসুত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সাথি,
ভাল কর অবস্থিতি. তোমার সহায় জীবনে।
মুক্তি-বেদ মতে চল, মিথ্যা মায়ায় কেন ভুল,
ইন্দ্রিয় আছে সবল, ভজ সত্য নিরঞ্জনে॥২৩০৪॥

রামকেলী—আড়াঠেকা।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়, দারাসুত ধনজন সঙ্গে নাহি যায়॥
সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা শূন্য,
ভাব তাঁরে হবে ধন্য, সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।
মা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং,
মায়াময় মিদ মখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।
নলিনী দলগত জলমতি তরলং, তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।
দিন যামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ, শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ু।
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ, তরুণ স্তাবত্তরুণী রক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা মগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপিন লগ্নঃ॥২৩০৫॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

পুণ্য পুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ, তস্য তুচ্ছম্ সকলম্।
যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে, ভাতি তত্ত্বম্ বিমলম্॥
প্রেম-সূর্য্য যদি ভাতি ক্ষণ মেকং হৃদয়ে, সকলম্ হস্ততলম্॥২৩০৬॥

শঙ্করা—আড়াঠেকা।

ভুল না ভুলনা মন নিত্য সত্য সদাত্মাকে।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে অবলম্ব করি যাঁকে॥
অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর,
সে পদার্থ সারাৎসার, নিরন্তর ভাব তাঁকে।
ইন্দ্রিয় শাসন করি, অহঙ্কার পরিহরি,
জ্ঞান-অসি করে ধরি, ছেদ কর মমতাকে॥২৩০৭॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভিমান।
উচিত হয় এই করিতে আপনারে যন্ত্র জ্ঞান॥
ইন্দ্রিয়গণেতে রাজা তুমি বট মন, তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন।
তোমারে নিয়োজিত যে করে তারতো পাও প্রমাণ॥২৩০৮॥

বিভাস—আড়া।

একি ভুলে রয়েছ মন. বিষয় ভোগে অচেতন।
জান না অনিত্য দেহ করেছ ধারণ॥
দেহ পঞ্চভূতময়, এই আছে এই নয়, সকলি অনিত্য হয়, দারাসুত ধনজন।
ভুল না ভুল না আর, ত্যজ দম্ভ অহঙ্কার,
ভজ নিত্য নির্ব্বিকার, পাপ সন্তাপহরণ॥২৩০৯॥

বাউলের সুর।

আমারে পাগল করে যে জন পালায়, কোথা গেলে পাব তায়।
তাঁরে না হেরে, প্রাণ কেমন করে, হিয়া আমার ফেটে যে যায়।
আমি সযতনে, যে রতনে, রাখিলাম পুরে হিয়ায়;
আমার ঘুমের ঘোরে চুরি করে, সে রতনকে নিল রে হায়।
সে যে ছিল হৃদে, নয়ন মুদে, দেখিতে তাই আঁখি যে চায়;
সকল ঘর হাতড়ায়ে, নাহি পেয়ে, জলে যে অমনি ভেসে যায়।
আমার ব্যথায় ব্যথিত, এমন সুহৃদ বল কেবা আছে কোথায়,
ও সেই হারাধনে, ধরে এনে, দেখাইয়ে হিয়া জুড়ায়॥
সে ধন হয়ে হারা, পাগলপারা, প্রাণপাখি মোর উড়ে বেড়ায়;
ওরে জলে স্থলে, আকাশ তলে, কোথায় দেখিতে না পায়॥
আমি সব হারায়ে, যে ধন লয়ে, বাস করিতাম এ ঘর তলায়;
যদি গেল সে ধন, তবে এখন, করে কাঙ্গাল আর কি উপায়॥২৩১০॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

একি ভুল মনঃ। দেখিবারে চাহ যারে না দেখে নয়ন।
আকাশ বিশ্বেরে যেরে, যে ব্যাপিল আকাশেরে,
আকাশের মাঝে তাঁরে আনা এ কেমন॥
চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ যত, যে চালায় অবিরত,
তারে দোলাইতে কত, করহ যতন॥
পশুপক্ষী জলচরে, যে আহার দেয় নরে,
চাহ সেই পরাৎপরে, করাতে ভোজন॥২৩১১॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়।
যেমন বদন থাকিতে অদন করা নাসিকায় ॥
সে অতীত বৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা শূন্য,
ঘটে পটে যত মান্য, সে কেবল কথায় ॥
দর্শনেতে অদর্শন, জ্ঞানমাত্র নিদর্শন,
প্রপঞ্চ বিধান মন, করহ বিদায় ॥
ত্যজিয়া বাস্তব বোধ, কার জন্য অনুরোধ,
মোক্ষপথ হল রোধ, হায় হায় হায় ॥২০১২॥

রামকেলী—আড়াঠেকা।

দম্ভ ভাবে কত রবে হবে সাবধান।
কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান।
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোহে,
মুগ্ধ হয়ে নিজ দোষ না কর সন্ধান।
রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল মতি,
অথচ অমর বলি মনে মনে ভান।
অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও,
অবশ্য মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান ॥২০১৩॥

দেশ—তিওট।

নিজ গ্রামে পর গৃহে চোর প্রবেশিলে মন।
লোকে শুনে স্বভবনে সদা ভয়ে ভীত হয় ॥
নবদ্বার দেহ-পুরে,কালরূপী তস্করে, প্রতিদিন আয়ু হরে,নাহি অন্বেষণ।
মোহ-রাত্রি তমো ঘন, মায়া-নিদ্রা অচেতন,
প্রহরী নাহিক কোন, কে করে বারণ,
শুন মন অতঃপরে, জ্ঞান-অসি করে ধ'রে,
জাগিয়া কৃতান্ত চোরে, কর অন্বেষণ ॥২০১৪॥

দেশ—তিওট।

এসেছে ব্রহ্মনামের তরণী, কে যাবি রে তোরা আয় রে আয়!
জীবন আঁধারে দাঁড়ায়ে কেন রে, বৃথা কাজে ঐ বেলা যে যায়।
ভুবন ভরিয়ে মধুর রবে, আনন্দ লহরী ছুটেছে ভবে,
ব্রহ্ম-কৃপা আজি ডাকিছে সকলে, পাপী তাপী তোরা আয় রে আয় ॥
ধনী কি নির্ধন জ্ঞানী কি অজ্ঞান, নাহি দেখে কারো জাতি কুলমান,
সেই যেতে পারে, ভবনদী পারে, ব্যাকুল অন্তরে যেতে যে চায় ॥

মিশ্র আসাবরী—একতালা।

গেল বিভাবরী ভুবনমোহিনী ঊষা অই।
শুভ্র বসনে প্রসন্ন বদনে, যতনে কুসুম তুলিছে ঐ, পূজিবে আনন্দময়ী।
জাগরে ও ভাই, জাগগো ভগিনী নয়ন মেলি দেহার অই,
পূর্ণ মঙ্গলা ভুবনউজ্জলা, বিশ্বমনোময়ী মূরতী অই,লোকমাতা ব্রহ্মময়ী।
নীলিম আকাশে রবির রক্তিমা, মহেশ মহিমা প্রকাশে,
বিহঙ্গম কুজনে তামায় ভুবনে, নীরবে রবে কেমনে,
সবে মিলে গাও ব্রহ্মময়ী ॥২০১৬॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

মন তোরে কে ভুলালে হায়; কল্পনারে সত্য করি জ্ঞান একি দায়॥
প্রাণদান দেহ যাকে, যে তোমার বশে থাকে,
জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিপ্রায়॥
কখন ভূষণ দেহ কখন আহার, ক্ষণেক স্থাপন ক্ষণে করহ সংহার।
প্রভু বলি মান যারে, সমূখে না চাও তারে,
এত ভুল এ সংসারে, কে দেখে কোথায় ॥২০১৭॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

নিরুপমের উপমা সীমাহীনে দিতে সীমা নাহি হয় সম্ভাবনা।
অচিন্ত্য উপাধিহীনে, অতিক্রান্ত গুণ তিনে,
যত সব অর্ব্বাচীনে করিয়ে কল্পনা।
পদার্থ ইন্দ্রিয়পর, বিভু সর্ব্ব অগোচর, বেদ বিধির অন্তর, মন জাননা॥
বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি,
শ্রবণ মনন তাঁরি, কর সূচনা ॥২০১৮॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

মায়া বশে রসোল্লাসে বৃথা দিন যায়;
চিন্তিলে না নিজ শিব অন্তের উপায়।
পড়িলে অজ্ঞান কূপে, ত্রাণ নাহি কোন রূপে,
এখন এই যুক্তি কর বৈরাগ্য আশ্রয়॥
দেহ দেহী যে সৃজিল, ইন্দ্রিয়ে চেতন দিল,
বুদ্ধি জ্ঞান আদি সব সহায় জীবনে।
অনুচিত মমচিত, না চিন্তিলে হিতাহিত,
তাঁরে ভোল একি ভুল, হায় হায় হায় ॥২০১৯॥

পরজ—আড়াঠেকা।

এ দুর্গতি গতাগতি নিবৃত্তি না হবে, যাবৎ কর্ম্মের ফলে প্রবৃত্তি রহিবে।
দেখিতে সুরঙ্গফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল,
কি ফল সে ফলে বল, যাহতে হলাহল পাবে॥
কেন ভোগে মুগ্ধ হও, আমি আমি সদা কও,
আশার বশেতে রও, বৃথা প্রাণ যাবে।
অতএব সাবধান, ত্যজি ভ্রমাত্মক জ্ঞান,
ভজ সত্য সনাতন, অমৃত পাইবে॥২৩২০॥

ইমন—চৌতাল।

মধুর সন্ধ্যা, মধুর মিলন, মধুর কণ্ঠে মধুর বাণী
মধু উচ্ছাস, মধুময় প্রাণ, গাও জগপতি মঙ্গলজয়।
নরনারী সবে মিলে গাও, যোগেশ মহেশ নিরঞ্জনে,
ভবতারণে, প্রাণারামে, গাওরে বিশ্বজনবন্দনে॥২৩২১॥

দেশ—তিওট।

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকতে।
হায় রে তবে কি মা এমন করে, লুকিয়ে থাকতে পারতে॥
আমি নাম জানিনে, ডাক জানিনে,
আবার জানিনে মা কোন কথা বল্‌তে,
তোমায় ডেকে দেখা পাইনে তাইতে,
আমার জনম গেল কান্দে॥
দুখ পেলে মা তোমায় ডাকি, আবার সুখ পেলে চুপ করে থাকি ডাকতে;
তুমি মনে বসে মন দেখ মা, আমায় দেখা দেও না তাইতে॥
ডাকার মত ডাকা শিখাও, না হয়, দয়া করে দেখা দেও আমাকে,
আমি, তোমার খাই মা, তোমার পরি, কেবল ভুলে যাই নাম করতে॥
কাঙ্গাল যদি ছেলের মত, তোমার ছেলে হত তবে পারতে জানতে;
কাঙ্গাল জোর করে কোল কেড়ে নিত, নাহি সরতে বল্লে সরতে॥

পরজ—আড়াঠেকা।

বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর মনে মনে।
কিন্তু গৃহ-মূল ক্ষয় হইতেছে দিনে দিনে॥
নিঃশ্বাস হিমের প্রায়, কৃতান্ত তপন তায়,
তীক্ষ্ণকরে করে নাশ, প্রতিক্ষণে ক্ষণে।
ক্রমেতে হইল শেষ, এখনো বুঝ বিশেষ,
যাবে দুঃখ যাবে ক্লেশ, ভাব নিরঞ্জনে॥২৩২৩॥

ভৈরবী—একতালা।

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা;
দাও দুঃখ দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম আঁখি সতত জাগে, জেনেও জানি না;
ঐ মঙ্গল রূপ ভুলি তাই, শোক-সাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব, শোভা সুখ পূর্ণ;
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা অনুগামী।
মোহবন্ধ ছিন্ন কর, কঠিন আঘাতে;
অশ্রু-সলিল-ধৌত হৃদয়ে, থাক দিবস যামিনী ॥২৩২৪॥

কাফি—কাওয়ালী।

জানি তুমি মঙ্গলময়, জানি তুমি মঙ্গলময় হে—
জানি তুমি মঙ্গলময়, প্রতিপলকে পাই পরিচয়।
সুখে রাখ দুখে রাখ যে বিধান হয়, কিছুতেই নাহি ভয়।
আর যাই কর প্রভু, মোরে ত্যজিবে না কভু,
এই মম ভরসা; এস প্রভু এস প্রভু হৃদয়-মাঝে, হবে শুভ নিশ্চয় ॥

ব্রহ্ম কীর্ত্তন বাউলের সুর—একতালা।

ওহে দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা, ডাক্‌ছি হে তোমারে ॥
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে,
(ওহে আমায় কি পার কর্‌বে না হে) (আমি অধম বলে;)
যারা পাছে এল, আগে গেল আমি রইলাম পড়ে ॥
যাদের পথ সম্বল, আছে সাধনের বল,
(তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে)
(আমি সাধনহীন তাই রলেম রলেম পড়ে হে)
তারা নিজ বলে গেল চলে, অকূল পারাবারে ॥
শুনি কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার
(আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে)
(দয়াময় নামে ভরসা বেঁধে হে)
আমি দিন ভিখারী নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে ॥
আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল
(তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে) (তাই অধমতারণ বলে ডাকি হে)
ফকির কেঁদে আকুল, পড়ে অকূল পাথারে সাঁতারে ॥২৩২৬॥

পিলু—খয়রা।

বলরে বলরে বলরে ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং,
পাইলে ব্রহ্মকৃপার বিন্দু হইবে শীতলং ;
হৃদয় কাননে ফুটিবে ফুল, চারিদিক হবে সৌরভে আকুল,
ব্রহ্ম কৃপাগুণে অবশ হৃদয় হইবে সবলং ;
জীবনের যত পাপতাপ ভার, ব্রহ্ম কৃপাগুণে হবে ছার খার,
মরণ ঘুচিবে জীবন বাঁচিবে, হইবে নির্ম্মলং ;
হইবে হৃদয়ে আনন্দ অপার, উথলিবে প্রেম-সিন্ধু পারাবার,
দেখেছ না যাহা দেখিবে এবার, হইবে বিহ্বলং।
কি ভয় ভাবনা ব্রহ্ম কৃপাগুণে, কি করিবে শোক তাপের আগুণে,
কালী কয়, বল কর সেই গুণে, হইও না বিকলং ॥২৩২৭॥

বেহাগ—যৎ।

কেন জাগেনা জাগেনা অবশ পরাণ নিশি দিন অচেতন ধূলি-শয়ান।
জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে জাগাছে শত অনিমেষ নয়ান।
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি, চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি ;
তব মাধুরী কেন জাগেনা প্রাণে, কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান!
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ, ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ ;
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে,
কেন করি তোমা হ'তে দূরে প্রয়াণ ॥২৩২৮॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অক্ষয় আনন্দধামে চলরে পথিক মন।
পাইবে শাশ্বত সুখ, জুড়াবে দগ্ধ জীবন ॥
সে বড় পবিত্র দেশ, নাহি পাপ তাপ লেশ,
প্রেমানন্দ সমাবেশ, সকল শোক ভঞ্জন।
(তথা) শান্তি নামে পুণ্য নদী, বহিতেছে নিরবধি,
রবে না মনের ব্যাধি, করিলে অবগাহন।
অজস্র অমিয় সুধা, বাঞ্ছাপুরে পাবে সদা,
ঘুচিবে আত্মার ক্ষুধা, সে সুধা করি সেবন।
(তথা) নিত্যানন্দ নিত্যোৎসব, অনন্ত পূর্ণ বৈভব,
অপ্রাপ্য অভাব সব, তখনি হবে পূরণ।
সদাব্রত তৃপ্তি অন্ন, লালসা থাকে না অন্য,
সেবনে কামনা পূর্ণ, চিদানন্দ উদ্দীপন ॥২৩২৯॥

মনোহরসাই।

দীনহীন জনে দয়া কর দীননাথ হরি;
আমার কেহ নাই সংসারে প্রভু চরণেতে ধরি ॥
(দীনদয়াল বট তুমি, অধমতারণ বট প্রভু)
ঘোর পাপানলে, সদা চিত জ্বলে, কিসে সে অনল নিবারি;
(তব কৃপা-বারি বিনে কৃপা-সিন্ধু বারি বিনে)
পুড়ে দিবানিশি ভস্মরাশি অন্তর আমারি, প্রাণে মরি;
(বিষম পাপ-অনলে, অনল জ্বালা সহে না হে)
(পাপের জ্বালা সহে না হে, দীনবন্ধু চেয়ে দেখ)
তাই হে দীনবন্ধু, হরি দয়াসিন্ধু, আমি এই ভিক্ষা করি,
(চরণ কল্পতরু মূলে, তব অভয় চরণ তলে)
তব প্রেমজলে কুতূহলে ডুবে রইতে পারি জন্মের মত;
(গভীর জলে মীন যেমন, সাগর জলে পাষাণ যেমন)
(চিরশান্তি লাভের তরে,হৃদয় জ্বালা নিবারিতে)(জন্মের মত ডুবে রব)
অনল নাহি রবে, প্রাণ শীতল হবে, প্রেমনীরে স্নান করি ॥
(বারিধারায় অনল যেমন, পাপীহৃদয় শীতলকারী)
ভবক্ষুধা নাহি রবে পান করি, প্রেমবারি, প্রাণভরি ॥
(তব প্রেমামৃত পানে, প্রেমসুধা পান করি)॥২৩৩০॥

ধুন—ঠুংরী।

অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ।
তুমি করুণামৃত সিন্ধু, কর করুণা কণা দান ॥
শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন পাষাণ সম, প্রেম সলিল ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়নে
যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাক ডাক,
তোমা হ'তে দূরে যে যায়, তারে তুমি রাখ রাখ;
তৃষিত যে জন ফিরে, তব সুধা-সাগর তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে, সুধা করাও হে পান।
তোমারে পেয়েছিনু যে, কখন হারানু অবহেলে,
কখন ঘুমাইনু হে, আঁধার হেরি আঁখি মেলে;
বিরহ জানাইব কায়, সান্ত্বনা কে দিবে হায়, বরষ বরষ চলে যায়।
হেরিনি প্রেম বয়ান,—দরশন দাওহে দাও কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ ॥২৩৩১

ললিত—আড়াঠেকা।

সর্ব্বত্রে বিদ্যমান আছেন আমার হরি;
সকলি রয়েছে এক হরি অবলম্বন করি ॥

দেখ হরির মূরতি, শান্ত শুভ্র জ্যোতির্জ্যোতিঃ,
আপনাতে করিছেন স্থিতি, ব্রহ্মাণ্ডের হার-গলায় করি।
জলে হরি স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি
চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি, নক্ষত্রে হরি ;
সমস্ত আকাশে হরি, সমস্ত জীবেতে হরি,
দশদিকে পূর্ণ হরি, হরিতে সদা বিহরি॥
হরি বসন হরি ভূষণ, হরি নয়নের অঞ্জন
জীবনের জীবন হরি হৃদয়ের ধন,—
অন্তরে বাহিরে হরি, হরিময় সকলি হেরি,
মুখে বল হরি হরি, হরি বলে যেন মরি ॥২৩৩২॥

কীর্ত্তন।

ব্রহ্মনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে, বলরে ভাই মধুর স্বরে,
পরম ব্রহ্ম নামটী সাধন করে, কত পাপী গেল তরে,
(আমার মত কত পাপীরে) তাই প্রাণ ভরিয়ে নামটি কর,
বলিরে ভাই পায় ধরে। ধন প্রাণ মান বল কিছু নাহি থাক্‌বেরে
(যাদের ভালবাস রে) পরম ব্রহ্ম অক্ষয় ধন হৃদয় দাও হে তাঁহারে॥

মনোহরসাই।

বিশ্বরাজ হে আমায় কেন ডাক সখা বলে আর।
(আর ডেক না ডেক না) (অমন করে সখা বলে)
তোমার মধুমাখা ডাকে হায়, আমি নিদারুণ লাজে মরি ;
(আর ডেক না ডেক না) কলুষ-সাধনে যাহার হৃদয় সতত মগন রয় হে ;
তার কি গুণে ভুলিয়ে পুণ্যময় হরি,
সখা বলে ডাক তায় হে ; (এ কি ভালবাসা)
যেজন মোহমদে মত্ত, সদাই উন্মত্ত,
গরবে গর্ব্বিত রয় হে, তার কি গুণ স্মরি,
দেবদুর্ল্লভ হরি, সেধে ভালবাস তায় হে (অবাক হই হে হরি)
আমি বুঝিনু এখন, পতিতপাবন, তোমার প্রেমের রীত ;
যে জন চাহে না তোমারে, চাও তুমি তারে, সাধিয়ে বল সুহৃদ,
(তোমার প্রেমের সীমা কোথায় প্রভু) আমি থাকি সদা ঘুমের ঘোরে,
কেন ডেকে পাগল কর মোরে, (আর ডেক না ডেক না)
(এমন নরাধমে) যদি ছাড়িবে না দীনবন্ধু দেখাতে ঐ প্রেমসিন্ধু,
তবে প্রেমে বন্দী কর মোরে (আর ছেড় না ছেড় না)
(দীনহীন পাপী বলে) (নৈলে আর ডেক না ডেক না)
(অমন করে বারে বারে) ॥২৩৩৪॥

বাউলের সুর—একতালা।

তোমার মত কে আছে আর এ সংসারে ?
করুণা কে আর করতে পারে ?
হয়ে জগতের জননী, করুণা রূপিণী, আছ এই বিশ্ব কোলে করে।
কিবা ধন ধান্য ভরা এই বসুন্ধরা, রেখেছ সাজায়ে জীবের তরে।
(কত যতন করে)
তুমি গৃহের দেবতা, মঙ্গল বিধাতা, আছ বিরাজিত ঘরে ঘরে ;
কিবা অপরূপ শোভা, বালক বৃদ্ধ যুবা, বেঁধেছ সকলে প্রেম-ডোরে।
(তুমি মায়ের মত) আমরা এই ভিক্ষা করি, ওহে দয়াল হরি,
সুখে দুঃখে যেন পাই তোমারে ; তোমায় হৃদয়েতে রাখি,
প্রাণ ভরে দেখি, ডুবে থাকি তোমার রূপ-সাগরে (চিরদিনের মত ॥

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

তোরা বলে করবে কি ; মরি হায় রে, আমি সংসারের সার,
ব্রহ্ম প্রেমহার হৃদে পরেছি, আমি ব্রহ্ম-প্রেমে পাগল হয়ে,
আপনায় হারায়েছি, পাগলের মান অপমান বোধ আছে কি ?
পাগলের জাতিভেদ জ্ঞান আছে কি,আমি নিন্দা প্রশংসার ধার ধারি কি
আমি ব্রহ্মকৃপার অক্ষয় কবজ প্রাণে ধরেছি ॥২৩৩৬॥

কীর্ত্তন—খেম্‌টা।

ব্রহ্মনামে কি মধুরব নাই, নামের বালাই লয়ে মরে যাই ॥
নামে পাষাণ গলে, ভাসে জলে, মরলে নবীন জীবন পাই,
নাম স্মরণেতে হয়, প্রাণে মধুর প্রেমোদয়,
(যাহা) প্রাণে উঠে প্রাণে ফুটে, প্রাণেতেই লয় ;
এ নাম স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল ছেড়ে হৃদয়-ঘরে করে ঠাঁই,
নাম স্মরণে সরল, যত মনেরি গরল, আলোর কাছে আঁধার যেমন
তেম্নি অবিকল; এমন জাগ্রত জীবন্ত নাম আর জন্মে কভু শুনি নাই।
নাম নিতে নিতে বল, আমার অনন্ত সম্বল,
তাই বলি মন পায় ধরে তোর ব্রহ্ম নামটি বল ;
এই নাম নিয়ে বাঁচ কি মর কিছুতেই ক্ষতি নাই,
এই নামেরি ঠাটে, আঁধার কুয়াসা কেটে, প্রেমের সূর্য্য উদয় হয়ে,
শুভদিন ঘটে; নামে যমকে যেমন যমে ধরে,
নামে না সে ডাক দোহাই ॥২৩৩৭॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

তোমারি জয় তোমারি জয়, তব প্রেমে প্রভু সব পরাজয়,
যে জন চায় সে তো তোমায় পায়, যে জন না চায় সেও তোমায় পায়
ঘোর পাপে পাপী মানব তনয়, প্রচণ্ড দৈত্যের সম যদি হয়,
তব প্রেম-ফাঁদে যখন পড়ে যায় তখনই সে তৃণ সম হয়।
অহঙ্কারে মত্ত উন্মত্ত প্রায়, ধরা যার কাছে সরা জ্ঞান হয়,
তব প্রেম আস্বাদন যদি একবার পায়,
শত পদাঘাতেও পায়েতে লুটায় (তৃণ সম)
তোমার কথায় তোমারি সেবায়, যায় প্রাণ যায়, সেই প্রাণ পায়,
মন প্রাণ সতত্তই যেন তব প্রেম-সুধা পানে মত্ত হয় ॥২৩৩৮॥

ভজন।

যেজন ব্যাকুল প্রাণে—তোমারে ডাকে, অনায়াসে সেত তরে যাবে,
যে তোমারে ডাকে না,তার কি গতি হবে না,চিরদিন পাপে পড়ে রবে
শুনেছি তোমার বড়ই দয়া, পতিত মানব সন্তানে,
ঘোর পাতকী আমি, জান ত অন্তর্যামী, চাহ একবার করুণা নয়নে।
আমি ডুবেছি ডুবেছি, সংসার পাথারে, উঠিতে পারি না নিজ বলে,
যতবার উঠিতে চাই,ততই ডুবিয়া যাই,তুমি আমায় তোল করে ধরে।
বড় শ্রান্ত হয়ে তোমারে ডাকি, অবসন্ন হতেছে যে প্রাণ
সাঁতারি শকতি নাই, স্রোতেতে ভাসিয়া যাই,ধরিবার নাই তৃণ খান।
আমার আশা ভরসা, কিছুই নাই আর, তুমি যদি রাখ তবে থাকি,
বল আর কোথা যাই, এ দুঃখ কারে জানাই,তুমি বিনা আর কারে ডাকি
তোমার পতিতপাবন নামের গুণে, কত পাপী হইল উদ্ধার,
এ পাতকী অধমে, তারহে নিজগুণে, জয় জয় হউক তোমার ॥২৩৩৯॥

বাউলের সুর।

ব্রহ্ম নামটি ধরে থাক পড়ে, দেখ্ বিরে মন যাবি তরে,
তোমার ঘরের মাঝে গুরু আছে, জেনেও কি মন জান্‌লি নারে;
মিছে ভ্রমে ভুলে মর্‌ছিস্ ঘুরে, এ ভ্রান্তি কি যাবে নারে।
ব্রহ্ম পাবে বলে শাস্ত্র খুলে কি দেখিছ তার ভিতরে,
ব্রহ্মশাস্ত্রে নাইরে, বিচার ক'রে দেখ, আছেন হৃদ-কুটিরে।
ব্রহ্মনাম সাধন ক'রে, এ সংসারে কত পাপী গেল তরে,
তাই ধৈর্য্য ধরে সাধন করে, চলে যাও হে ভবের পারে ॥২৩৪০॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

হ'ল দিবা অবসান; কর কর পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান ॥
এ শুভ সন্ধ্যা-সময়ে, বিষয়ে বিরত হ'য়ে,
জ্ঞান-প্রদীপ জ্বালিয়ে, কর গৃহ দীপ্তিমান ॥
পঞ্চ ভূত পঞ্চ দীপে, দেবাদেব সমীপে,
কর প্রাণ-মন-স'পে প্রেম-আরতি-বিধান;
নেত্র-শঙ্খে ঢালি নীর, ঢুলায়ে চামর-শির,
করতালি দিয়ে ধীর কর বিভু-গুণ গান ॥২৩৪১॥

বিবিধ—সঙ্গীত।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

দীনবন্ধু দুখিনী বঙ্গের ভাগ্যে এত দুখ লিখেছিলে,
বঙ্গের উজ্জ্বল মণি, কবিকুল চূড়ামণি,
সেই দীনবন্ধু হায় কোথায় রহিলে।
যাঁহার লিপি কৌশলে দেখাইতে রঙ্গস্থলে, নব নব সুনাটক বঙ্গীয় কুলে
লেখনী কৌশলে যার, প্রীতিময় সবাকার,
সেই দীনবন্ধু হায়! শমন কোলে ॥
চিত নবীনা কামিনী, সালঙ্কারা তপস্বিনী,
ভাসে এবে অনাথিনী নয়ন জলে ॥২৩৪২॥

খাম্বাজ—আদ্ধা।

আজি কি কারণে ভারত গগনে উঠিছে মধুর গান;
বাজিছে বা কেনে আজি একতানে ভারতবাসীর প্রাণ।
মোহ নিদ্রাবেশে ছিল অচেতন, দেখিছিল কত দুঃখের স্বপন,
কোন মন্ত্রবলে জাগিয়া সকলে নাচিল ধরিয়া মধুর তান,
হইয়ে এক প্রাণ—জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা।
দীন দুঃখী মোরা তনয় তোমার, কি দিয়ে ভেটিব তোমারে আর,
শুভদিন পেয়ে সকলে মিলিয়ে গাইব নাচিয়ে বিজয় গান,
হইয়ে এক প্রাণ—জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা,
ভারতের প্রতি করুণা করিয়ে, তোমা বিনা কেবা দেখিবে চাহিয়ে,
অথবা মোদের যা হবার হবে, তাহে ক্ষতি কিছু নাই,
সুখময়ী তুমি সদা থাক সুখে, সবে মিলে জয় তোমায় গাই,
সুখে দুঃখে, এই চাই—জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা ॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

কি বাহার গ্যাসের আলো, বিজ্ঞান প্রভাবে বটে ভাল কীর্ত্তি প্রকাশ হল।
রাজধানী কলকাতা সহর এতদিনে জাঁকাইল॥
পথে ঘাটে আসতে যেতে, দিবা রাতে ভাবনা গেল।
মরি কি কল কারখানা, তেল শলতে কিছু লাগে না,
ধোঁয়াতে জ্বলছে আলো, বাতির চেয়ে দেখতে ভাল॥
সুচিকন আলোক ছটায়, পূর্ণিমার চাঁদ লজ্জা পায়।
দিন রত্তির নাই তায় ভেদাভেদ দেখে শুনে প্রাণ জুড়াল॥২৩৪৪॥

ভৈরবী—একতালা।

পুরাণ পুরাণ মতে বীর চাপি রণরথে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য স্বেচ্ছামত করিতেন বিচরণ।
সাগর প্রান্তর নদী, উৎস, গিরি, গুহা আদি,
কিছুতে তাঁহার গতি নহে কভু নিবারণ॥
সে যুগের অন্ত ভাব. নবভাব আবির্ভাব,
তুরী বাজী গজ হতে প্রভাবে বাষ্প এখন।
বাষ্পযান দ্রুত গতি, হেরি চমকিত মতি,
ষণ্ডার দিনের পথ নিত্য করিছে গমন॥২৩৪৫॥

পিলু বারোয়া- যৎ।

নীরবে আসিছে সন্ধ্যা মলিন মুখী।
নদীতে উঠে না ঢেউ, বনপথে নাই কেউ,
জলে ফুলমুখী লতা পড়েছে ঝুঁকি।
এলায়ে প'ড়েছে বায়, শূন্য মাঠ স্তব্ধপ্রায়,
দূরেতে কি কেঁদে যায়, হতাশ দুখী॥২৩৪৬॥

পিলু বারোয়া—যৎ।

কেন উঁযে কেন আজ তুমি ভারত মাঝার।
পারনা করিতে দূর যদি তমোরাশি তার।
কেন উঁযে মৃদু হাসি, আস তবে উপহাসি,
তোমার মধুরালোক, কিন্তু তার ঘোর অন্ধকার।
দিবস যাতনা পরে, দেখ ক্ষণকাল তরে,
ঘুমায় নিবারি আর্য্য অবারিত আঁখি ধার।
তুমি তারে বাধা দিতে, নব দুখ জাগরিতে,
কেন তবে—কেন—তবে কেন তবে আস আর॥২৩৪৭॥

বিভাস—আড়া।

বলিহারি কি আশ্চর্য্য মানবের বুদ্ধি কৌশল।
দেবশক্তি হস্তগত আর কি অদ্ভুত বল॥
চঞ্চল চপলা, দেবলোকে করে খেলা,
বাঁধি তারে তারে তারে নির্ম্মিল বিচিত্র কল॥
বার্ত্তাবহে বার্ত্তা বহে, এ দূত সে দূত নহে,
নিমিষে বৎসর চলে, যুগে লাগে অনুপল।
যোজন অন্তরে থাকি, মুহূর্ত্তে সংবাদ রাখি,
ভুবনে কোথা কি ঘটে অপূর্ব্ব বিজ্ঞান বলে॥২৩৪৮॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে;
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এতদিনে।
কুহকী কল্পনা বলে কে আনিবে রঙ্গস্থলে;
কুমারী কৃষ্ণাকমলে মোহিতে মনে॥
কে অপূর্ব্ব তান লয়ে, বীররসে মাতাইয়ে;
শুনাইবে মেঘনাদে গভীর গর্জ্জনে॥
বীরমদে অম্বুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিবে প্রমীলা সতী, কেলী-বিপিনে॥২৩৪৯॥

ভজন—ঝাঁপতাল।

দেখি এ সংসার মাঝে, আপন সুখেতে লাগি ব্যস্ত অনুক্ষণ যত নরনারী,
কিম্বা নিজ পরিবার, যে যার আপনার সুখ অন্বেষণ করিছে তারি।
দীন হীনের পানে, কে দেখে চাহিয়ে, কে কাঁদে ভিখারীর হেরি অশ্রুধার
রুগ্ন অনাথ জনে, নিজ কোলে কে টানে
কে মুছায় বিধবার নয়ন-আসার?
নিজের সুখের লাগি, জীবন যারা যাপিছে,
তাদের সে জীবন মরণ সমান;
পরহিতে প্রাণ সঁপে ভুলে যে নিজ মঙ্গলে
তারেই জীবন্ত বলি, সেই মহাপ্রাণ॥২৩৫০॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

দয়াময়ী স্বর্ণময়ী বঙ্গমহিলে! ওগো পুণ্যশীলে।
দানে দেশকুল ভাল আলো করিলে॥
সাধারণ উপকার, করিবারে অনিবার,
অমৃত-বদান্য-স্রোতে, বঙ্গ ব্যাপিলে।

অন্নদানে ক্ষুধাতুরে, দিব্যাদানে জ্ঞানার্থীরে।
চিকিৎসা দানে রোগীরে, জীবন দিলে॥
ধন্য তব স্বামিকুল, ধন্য তব পিতৃকুল,
কুল পায়গে অকূল, তুমি কুল দিলে॥
তব যশ পুণ্য মান, ব্যাপিল গো হিন্দুস্থান,
অক্ষয় কীর্ত্তি সুনাম, ভাল রাখিলে॥
ধর্ম্মেরি পুণ্যেরি বলে, থাকবে গো সদা মঙ্গলে,
ভাসবে পরকালে চিরসুখ-সলিলে॥
বঙ্গেরি ধনাঢ্যগণ, কবেগো তোমার মতন,
ভিজাবে জনম ভূমি দান-সলিলে॥২৩৫১॥

রাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

অক্ষয় অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়ে ভারত ভূমে,
ত্যজিলে অনিত্য দেহ, চলি গেলে নিত্যধামে।
সাহিত্য সমাজে তব বাড়িছে কত গৌরব,
সুসভ্য নব্য ভারত বাঁধা আজি তব ঋণে॥
মাতৃ ভাষা বাঙ্গালার, নাহি ছিল অলঙ্কার;
সাজালে তাহারে কত রতন মণিকাঞ্চনে।
চারুপাঠ ধর্ম্মনীতি, যত দিন রবে ক্ষিতি,
গাইবে অক্ষয় গীতি শিক্ষিত ভারত ভূমে॥
আহা কি সুপুত্র মোর ছিলে অক্ষয়কুমার;
ধন্য জীবন তোমার ভুলি না এ জীবনে।
চির দুঃখিনী ভারত, প্রসবিলা রত্ন কত,
অচিরে শমন এসে হরিল সে সব ধনে॥২৩৫২॥

কালেরা—আড়খেমটা।

বিপদ করে কলের জলে, এ জলে অনেকে জলে,
গালে হাত ভাবছে বসে, ডাক্তার কবিরাজ সকলে।
কলিকাতায় নাইকো রোগ, ডাক্তারের শনির ভোগ,
বাবুগিরির ঘোর গোলযোগ, দানা পায় না আস্তাবলে।
প্রকাণ্ড এমন সহরে, রোগ নাহিক কারও ঘরে,
একটী দিন না মাথা ধরে; সবাই আছে কুতূহলে।
রাম না সত্যবাণী, শুনে কাঁদে মহাপ্রাণী,
খোট্টাদের মুখে সে বাণী, শুনি না গজিল মহলে।
ভয়ানক গরমি গেল, ওলাউঠায় কেউ না ম'ল,
নিমতলা বন্ধ ছিল, তিন দিনে একটানা জ্বলে।

যাহারা হাতুরে রোজা, বিষ খাওয়াও বোঝা বোঝা,
তাদের বিপদ নয়কো সোজা, কলের জলের নামে জ্বলে।
জানাচ্চে ঈশ্বরর পদে, রাখ বিভু এ বিপদে,
রোগ পাঠাও জনপদে, হাত তুলে হাত তুলে কেবল কপালে।
হেলথ্ আফিসার এবারে, পুরস্কার পেতে পারে,
উপকারে উপচারে, দেখে কবিরত্ন বলে ॥২৩৫৩॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

(আমি) সাধে কাঁদি ; হৃদয়-রঞ্জনে,না হেরে নয়নে,কেমনে প্রাণ বাঁধি ?
বিদায় দিছি পাষাণ প্রাণে, চাব কার মুখ পানে,
(মরি) ফুল ফুলহারে, সাজাইব কারে, পোড়া বিধি হল বাদী।
ভাবে ভোরা মাতোয়ারা, দু নয়নে বহে ধারা,
ঢোলে ঢোলে নেচে কুতূহলে, এস গুণনিধি সাধি।
চলে গেলে আর এলে না, জীবত হরিনাম পেলে না,
পার পাবে না ঋণে, দীনহীনে পদে কর অপরাধী ॥২৩৫৪॥

সাহানা—ঝাঁপতাল।

কেন আর হাহাকার মুছরে নয়ন জল ;
জুড়াবে রোগের জ্বালা, ক্ষীণদেহে পাবে বল।
করিতে পাপীর গতি, এসেছিল ভাগিরথী ;
রোগীর যন্ত্রণা নাশে নিবগঙ্গা সুশীতল ॥
আসিয়াছে হানিমান, স্নিগ্ধ হয়েছে ভূতল ;
দেশেতে আবদ্ধ নয়, এ নদী এ ধরায়,
নাহি আবিলতা লেশ, ক্ষীর সম স্বাদু জল।
রোগের যন্ত্রণা হর পুষ্টিকর সুবিমল ;
এ বারি করিয়ে পান, জুড়ায়ে তাপিত প্রাণ,
জাগাও বিজয় ধ্বনী. কাঁপাইয়া ভূমণ্ডল ;
"ধন্য হানিমান, ধন্য জার্ম্মেণী জনম স্থল" ॥২৩৫৫॥

সবেরি—একতালা।

দেশহিতৈষী কালী সিংহ গুণগ্রাহী গুণাকর।
গিয়াছেন স্বর্গধামে ত্যজে মনুজ কলেবর ॥
আক্ষেপ অতি অল্প কালে, গ্রাসিল করাল কালে,
বিষয়চ্যুত চিন্তানলে, দেহ ছিল জর জর।
এত বিখ্যাত অল্প দিনে, বাঙ্গালী মহলে আর দেখিনে,
সুযশ মহীরুহ রোপণ করে গিয়াছেন বিস্তর ॥

ভয়ানক তুফান নীল-দর্পনে, জজ ওয়েলসের কোপাগুণে,
লংকে করিল রক্ষা সমাজে অতি সত্বর ॥
কম লিখেছে কি হুতোম পেঁচায়, টের পেয়েছেন
অনেক বাছায়,অনেকের দোষ সুধরে গেছে,যারা ছিল দোষের সাগর ॥
বিষয় গেলো এই এক দোষ, বৃথা করা আপশোষ,
সকলের সকলি যাবে, সংসারে কিছু দিনান্তর ॥
মহাযশ মহাভারতে, রেখে গিয়েছেন ভারতে,
কবি কয় ভারতবর্ষে, জন্মাবে না তেমন নর ॥২৩৫৬॥

বিভাস—একতালা।

কি দিব কেশব, পরিচয় তব, ঘরে ঘরে সব জানে তোমায়।
বক্ত তার-ভাব, নিত্য নব ভাব, মানব স্বভাব মোহিত তায় ॥
সভাস্থলে কিবা বাক্যের বিন্যাস, প্রাণ সুশীতল সুমধুর ভাষ,
কত যে রূপক, কত অনুপ্রাস, পুলকিত চিত তব কথায়।
যথাশক্তি করি বিদ্যা উপার্জ্জন, রত শাস্ত্র-পাঠে ধর্ম্মের কারণ,
ভাবুক প্রেমিক তুমি হে যেমন, তব সহযোগী দেখা না যায়।
ধর্ম্ম আন্দোলনে, পবিত্র জীবন, যে রত এ ব্রতে সেই সাধু জন,
প্রেমে ব্রাহ্মধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ, পরিজন সনে মগন তায়।
কোরাণ বাইবেল পুরাণ বিধান, পাঠ শেষে তব এ "নববিধান"
অনুরাগী যাহে উল্লাসিত প্রাণ, ভক্তপ্রেমে মত্ত কীর্ত্তন গায় ॥২৩৫৭॥

পিলু বারোয়া—যৎ।

কেন রে ঝরে নেত্র ব্রহ্মপুত্র, আজ আমারে বল বল।
ও তোমার যে প্রতাপে, জগৎ কাঁপে, সে প্রতাপ সব কোথায় গেল ;—
আছ রমণীর বেশে মনোক্লেশে, নীল সাড়ী কে পরাইল।
(ওরে ব্রহ্মপুত্র) ভারতের নারীর মত, অবিরত,
বদ্ধ হয়ে এই কি হল,—সর্ব্বদাই মনোদুখে, ঘোমটা মুখে,
তাই বুকে চড়া পড়িল, (ভারতের দুখে শোকে) ॥
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, বোঝে না তাই লজ্জা হলো ;—
তাইতে নীল বসন দিয়ে, মুখ ঢাকিয়ে, চড়ায় দেখাও বক্ষঃস্থল
(মুল শুকায়ে গেছে) কাঙ্গাল কয় ওরে নদ,
ধরি পদ ওরে একবার ও মুখ তুলে বল ;—নদ আর নদীর ধারা,
যাচ্ছে তারা, সাগরের দিকে কেবল ! (সকলের একই গতি) ॥২৩৫৮॥

সুরট মল্লার—একতালা।

নীল-দর্পণে লংসাহেব যথার্থ যা তাই লিখেচে।
নীলে নীলে সব নিলে প্রজার বল তাই কি রেখেচে ॥
কারো * * কার, তাদের উপর অত্যাচার,
তাই নিয়ে বারবার, লিখে লিখে হরিশ মরেছে,
ইডন্, গ্রাণ্ট্ মহামতি, ন্যায়বান উভয়ে অতি,
করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে ॥
ইণ্ডিগো রিপোর্ট পোড়ে, কেনা অন্তরে পোড়ে,
তবু নীলিরা নোড়ে চোড়ে, পোড়ার মুখ দেখাইতেছে ॥
বলতে দুখে বুক বিদরে, ওয়েল্‌স অবিচার কোরে,
নির্দ্দোষী লংকে ধোরে, একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে ॥
ওয়েল্‌স, পিকক্, জাক্‌সনে, বসিয়া বিচারাসনে,
* * * * হাজার টাকা ফাইন কোরেছে ॥
নিদারুণ সেন্‌টেন্স শুনে, সিংহ বাহাদুর দয়াগুণে,
হাজার টাকা দিলেন গুণে, ওয়াণ্টার ব্রেট তায় তাকে হয়েছে ॥
ইংলণ্ডেশ্বরী শুন, পিউনির সকল গুণ,
আইনে যে সুনিপুণ এবার তা বেরিয়ে পড়েছে ॥
যে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এই বিধাতা,
সেই অবধি দেখি মাতা, রেস্ হেটে্‌ড্ খুব জেগেছে ॥
বেঞ্চে বাতুলের মত লম্ফ ঝম্প করে কত,
আবার বলে আমার মত, কেবা জজ হেথা এসেছে ॥
কিন্তু পীল, সিটন আদি, এক এক বুদ্ধির কাঁদি,
তাদের লাগি আজো কাঁদি, হায় কি বিচার কোরে গেছে ॥
মহারাণী তোমা প্রতি, এইক্ষণে এই মিনতি,
ওয়েল্‌স পাপে দেও মুকতি, ধীরাজ এই বলিতেছে ॥২৩৫৯॥

দেশ মল্লার—একতালা।

হায় মা এ কি করিলি! যে ধনে ভারত ছিল ভাগ্যবন্ত,
দিয়ে সে ধন কেন কেড়ে নিলি।
নাহি কি গো তোর কিছুই মমতা, লাগে না কি প্রাণে পুত্রশোক-ব্যথা,
আচার্য্য কেশবে পাঠাইয়ে ভবে, কোথায় আবার তারে লুকাইলি।
যুগ যুগান্তরে দুই এক জন, জনমে এমন মানব-রতন,
বিলায় জগতে হরি-প্রেমধন, ভক্তগণ সঙ্গে মিলি;
আহা কোথা গেল নব বৃন্দাবন, লীলা রস-রঙ্গ প্রেমের মিলন,
গড়ে কত করে নিজ হাতে ধরে, কেন আবার শেষে ভেঙ্গে দিলি ॥২৩৬

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কোথা গো ভারতী মাতা জগৎবন্দিনি।
তব কৃপাগুণে এসে, রঙ্গভূমি মাঝে এসে,
কাতরে ডাকি মা তোমায় বাক্‌বাদিনী॥
তব ইচ্ছা বিশ্বময়, হ'য়ে মানসে উদয়, দাসে দাও পদাশ্রয়,
আমি অতি নিরাশ্রয়, তুষিতে এই সভাজনে কিছু না জানি॥২৩৬১॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,
গেছে দুঃখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া।
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজন যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্বিদিক্ হারাইয়া।
জলধি রয়েছে স্থির, ধূ ধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর, নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ধীরে, দুই বাহু প্রসারিয়া।
সীমাহীন বারিরাশি. নীরবে যাইব ভাসি,
সীমাহীন শূন্য পানে, নীরবে রহিব চাহি।
যে দিকে তরঙ্গ যায়, যে দিকে বহিবে বায়,
কে জানে কোথায় যাব' ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়া॥২৩৬২॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

তোমরা সবাই ভাল। (ওগো)
যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে, সেই আমাদের ভাল।
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো,
কেউবা অতি জ্বল জ্বল, কেউবা ম্লান ছল ছল,
কেউবা কিছু দহন করে. কেউবা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল মধু, একটুকু ঝাঁকালো॥
বাক্য যখন বিদায় করে, চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা, তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমরা কথা বলতে কবির কথা ফুরালো। (মরি হায়)
যে মূর্ত্তি নয়নে জাগে, সবই আমার ভাল লাগে,
কেউবা দিব্যি গৌর বরণ, কেউবা দিব্যি কালো॥২৩৬৩॥

মুলতান—একতালা।

জয় ঈশা-মুসা মহম্মদ শাক্য গৌর সুন্দর।
জয় ব্রহ্মানন্দ (হে) কেশবচন্দ্র সর্ব্ব ধর্ম্ম সঙ্কর ॥
জনক নানক শুক যাজ্ঞবল্ক্য ধ্রুব শিব যোগিবর,
প্রহ্লাদ নারদ রাম বাসুদেব কবীর তুলসী শঙ্কর।
অদ্বৈত নিতাই জগাই মাধাই শ্রীবাস গঙ্গাধর ;
দাস রঘুনাথ সেন রামপ্রসাদ মোহন পল লুথর ॥
রূপ সনাতন রাজা রামমোহন হরিদাস সাধু অঘোর ;
রায় রামানন্দ দাউদ রাজেন্দ্র এব্রাহেম নরেশ্বর।
সাবিত্রী মৈত্রেয়ী গার্গী সীতা সতী যত সুরবালা অমর ;
স্মরিয়া সকলে উঠ হরি বলে হবে নিরমল অন্তর ॥২৩৬৪॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

রাণীরে তারহে, চিরায়ু কর হে, হে ঈশ্বর!
করহে জয়িনী, মহিমা শালিনী, সবার পালিনী, হে ঈশ্বর!
কলহ থামুক, জ্ঞানাদি বাড়ুক, শান্তি বিরাজুক, আশীষ নাথ।
দেহ দয়া করি, ভিক্টোরিয়া পরি কুশলমান ॥
কৃষী, রাজগণ, জাতি সাধারণ, মানুক শাসন, ঘুষুক নাম।
সদা নিজ করে, রক্ষা কর তাঁরে, অধীশ্বর!
পুরব পশ্চিম, গাক হয়ে সম—"রাখ রাণী—প্রাণ, হে ঈশ্বর ॥"২৩৬৫॥

ভৈরব—ঠুংরি।

জয় যীশু গুণনিধি ভক্ত চূড়ামনি দেব-মানব-কুল-পাবন।
চরিত নির্ম্মল সুন্দর কোমল দীনজন-দুঃখ-নাশন ॥
পাপ অপরাধ দেখি জগতে দহিল তব প্রাণ মন,
বিষম সে ভার ঘোর দুরাচার মস্তকে করিলে ধারণ।
পথে পথে বনে বনে, পতিত অধম সনে, ভ্রমিলে দীনের মতন ;
পরদুঃখে দুঃখী হয়ে সব সুখ ত্যায়াগিয়ে, শিখালে চরম সাধন ॥
ক্ষুধা নিদ্রা গৃহ-নিবাস পরিহরি, সেবিলে পিতার চরণ ;
(আহা)"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক"বলে চিরদিন করিলে আত্ম-বিসর্জ্জন ॥
সুকুমার শিশু যথা, মরিলে না কহে কথা, তেমনি তোমার-আচরণ ;
(আহা)অনায়াসে শত্রু-করে, ধরা দিলে আপনারে,
ক্রুশাঘাতে বধিতে জীবন।
ধন্য তব পুণ্য-নাম অনুপম গুণগ্রাম স্মরণে ঝরে দুনয়ন ;
তোমার চরিতামৃত, হউক মম শোণিত, বল বুদ্ধি জ্ঞান প্রাণ মন ॥২৩৬৬

ভৈরবী—একতালা।

সেই এক দিন এই এক দিন, কি দিন আজ হে তোমার।
শোভে আজ কিবা সৌভাগ্য তপন ভালে তব চমৎকার॥
সামান্য পসরা মস্তকেতে করে, বেড়া'তে ভারত সিন্ধুতীরে তীরে,
সেই তুমি আজ ভারত-অধিরাজ, আরাধ্য দেবতার॥
লভিতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা ভারতে, দাঁড়াইতে যা'দের আগে যোড় করে,
আজ তাহাদের সুত তব পদানত, কালগতি বুঝা ভার॥
অতি সাবধানে সঙ্কুচিত প্রাণে, পদ বিক্ষেপিতে তুমি যেই স্থানে,
সদম্ভ তব গমনে তথায় কম্প আজ বসুধার॥
জগত-প্রধান জাতি সবে রণ, করে যুগে যুগে যাহার কারণ,
তব করগত আজ সেই ভারত, ধরণীর রত্নসার॥২৩৬৭॥

আড়ানা বাহার—তিওট।

হে নিরদয় নীলকরগণ, আর সহে না প্রাণে এ নীল-দাহন।
দাহনের সুকৌশলে, শ্বেত সমাজের বলে,
লুটেছ সকল ধন কি আর আছে এখন।
দীন জনে দুঃখ দিতে, কাহার না লাগে চিতে,
কেবল নীলের হেরি পাষাণ সমান মন।
বুটন-স্বভাবে শেষে, কালী দিলে বঙ্গে এসে,
তরিলে জলধি-জল, পোড়াতে স্বর্ণভবন॥২৩৬৮॥

খাম্বাজ - একতালা।

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটী মন,এক কার্য্যে স'পিয়াছি সহস্রজীবন॥
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়, আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়॥
আমরা ডরাইব না, ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়, অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়॥
টুটে ত টুটুক এই নশ্বর জীবন, তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন।
তা হলে আসুক বাধা, বাধুক প্রলয়,আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়॥

কাফি—ঝাঁপতাল।

এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল।
আকুল জীবনে সখে তুমি মানব-সম্বল।
নিতান্ত ব্যথিত হ'লে, প্রাণের সুহৃদ্ বলে,
ধরিয়ে তোমার গলে করি প্রাণ সুশীতল।
এসেছি ব্যথিত প্রাণে, আজ তব সন্নিধানে,
জ্বলে যে হৃদয়ে বহ্নি নিবাও সে চিতানল।
এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল॥২৩৭০॥

কবির সুর।

নীলী বানরে সোণার বাঙ্গালা কল্লে এবার ছারখার।
অসময়ে হরিশ ম'ল, লংয়ের হ'ল কারাগার,
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার।
রাম সীতার কারণে, সুগ্রীবে মিতাল করে বধে রাবণে,
যত সওদাগরেরা সহায় এদের * * ছু'ট এডিটার,
এখন স্পষ্ট লেখা ঘুচে গেল, জজ সাহেব এক অবতার।
যত * * * রাজত্ব হ'ল, সাধুর পক্ষে গঙ্গাপার ॥২৩৭১॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

দুনিয়াদারি কি ঝকমারি বানালে বেহাল,
না পুরে মনেরই আশা হামেশা জঞ্জাল।
হায় কি ফকিরী মজা না রাখে কার তোয়াজা,
উড়া'য়ে বেগমী ধ্বজা কুসী হামেহাল ॥
হায় কি আপসোস থোড়া, পা থাকতে হয়েছি খোঁড়া,
কোথা পাব টাকা তোড়া ব্যস্ত সদাকাল ॥
বলতে মুখে আসে হাসি, মনে করি যাব কাশী,
পরিবার সব গলায় ফাঁসী রয়েছে একপাল।
গ্রহ-দোষে হাত খালী, ছেড়ে গেলে দিবে গালী,
অমরের ভরসা কালী ইহ-পরকাল ॥২৩৭২॥

সোহিনী বাহার—আড়া।

কি সুখে বিহঙ্গবর ঢাল এত সুধারাশি।
এ দুখ-মরত ভূমে, ঘন কুঞ্জবনে বসি।
বুঝি এর দুখ সব, পশেনি হৃদয়ে তব,
তুলি তাই কণ্ঠরব, গায় রে পিক উল্লাসি।
নরের মধুর গীত, বিষাদ-তানে মিশ্রিত,
নির্ম্মল সুখ-সঙ্গীত শুনিতে তা অভিলাষী।
হ'য়ে ব্যথিত অন্তর, এ গহনে পিকবর,
শুনিতে ও মধুরস্বর, তাই এ বিজনে আসি ॥২৩৭৩॥

ভৈরবী—একতালা।

আভা যার নিরখিয়ে নিশাপতি লাজ পায়,
এ হেন গ্যাসের আলো হেরিনু তব কৃপায়।
নিশাগম্য পথচয় এবে গো আলোকময়,
চাঁদের চাঁদনি-ছটা এবে আর কেবা চায় ॥২৩৭৪॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রাণ যায় মা আমার বিদেশে (ওগো মা, মা)
জুলুহস্তে মরি এখন, দেখা আর হ'ল না শেষে।
ছেড়ে গেল সঙ্গিগণ, নিরুপায় হ'লেম এখন,
শূলাঘাতে মম মৃত্যু, হ'ল অবশেষে।
জন্ম মম ফরাসীতে, শেষে বাস ইংলণ্ডেতে,
মৃত্যু মম লেখা ছিল, অসভ্য জুলুর দেশে।
জননী আমার তরে, বৃথা চিন্তা শোক করে,
প্রাণে কষ্ট দিও না মা, থেকে দুখিনীর বেশে।
এক মাত্র ভগবান্ করে সদা মনে ধ্যান,
শীতল করো তাপিত প্রাণ, বলি পরিশেষে ॥২৩৭৫॥

বেহাগ—আড়া।

কি আছে কি দিব গুরো আমরা (এ শিষ্যগণ) গুরুদক্ষিণা।
সুশিক্ষার প্রতিদান কি আছে মোরা জানি না।
পূজিত তব চরণ, মিলিয়াছে শিষ্যগণ,
কৃতজ্ঞতা উপহারে, পূজিব (আজি) বাসনা।
যদিও উছলে শোক, স্মরিয়ে তব বিয়োগ,
উন্নতি লভিছ পুনঃ ভাবি (মনে) পাই সান্ত্বনা।
প্রীতি-মাল্য লও হে করে, গেঁথেছি যতন করে,
রেখ মনে দয়া করি, মিনতি (কভু) ভুল না ॥২৩৭৬॥

খাম্বাজ ঝিঁঝিট—একতালা।

কেন উইমফেন, বল অকারণ, করিবারে রণ, এই সিদ্ধান্তে।
বৃথা বীরগণ, হইবে নিধন, সহিবে না তাহা মম পরাণে ॥
জয় আশা নাই, জেনেছি হে তাই, আত্ম-সমর্পণ করিবারে যাই,
করালীর মান, হ'লো অবসান, নিদয় বিধির, ঘোর বিধানে ॥
নৃপ বোনাপার্ট, মম জ্যেষ্ঠতাত, যাঁহার কারণে, ফরাসী বিখ্যাত,
তাঁর সেই নাম, আমি নাশিলাম, শত্রু পদে আজ অস্ত্র প্রদানে ॥২৩৭৭॥

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরী।

বাবৈ ছোড়ে চলে লক্ষ্ণৌনগরী, কাহো হালে আদম পরা কেয়া গুজারি।
আদামা গুজারি, সাদা মা গুজারি যব হাম গুজারি দুনিয়া গুজারি ॥

আসাবরী—আড়া।

শিশুর সুধাময় হাসি হাস আরবার। মুহূর্ত্তের তরে শোক ভুলি একবার॥
শিশুর পবিত্র হাসি, নিরখিতে ভালবাসি,
উহাই অনন্ত সুখ জীবনে আমার।
হেলি হেলি দুলি দুলি, সুন্দর অলকগুলি,
উড়ে যাক্ বায়ুভরে ললাট কপোল দিয়ে,
ভ্রমর-নয়নদুটি, হাসিপূর্ণ ছুটিছুটি,
বেড়া'ক নলিন মুখে কান্তি শোভা বিকাশিয়ে;
পড়ুক এ চিত্ত-নীরে প্রতিবিম্ব তার।
হাস তবে চারু ফুল হাস আরবার॥২৩৭৯॥

বিভাস খাড়ব—মধ্যমান।

বিশাল তড়াগ'নীরে, শোভে যথা কমলিনী;
অয়ি মাতঃ ভিক্টোরিয়ে! যুরূপে তুমি তেমনি।
রত্নাকরে রমা যথা, অথবা বিজলি-লতা,
জলদে যেমতি, তথা ইংলণ্ডে তুমি গো রাণী!
নীলনভে শশীমত, মহাবংশে উদভূত হয়েছ,
জননী তুমি, সে হেতু তোমার;—
পূরব পুরুষগুণ. ঘুরিয়া তোমার পুনঃ
কীর্ত্তিরাজী বরণিব, পুরিত যাহে ধরণী॥২৩৮০॥

ভৈরবী—একতালা।

আর কি তেমন করে দাসের গলা ধরে,
করবে নবনৃত্য দেখবো নয়ন ভরে।
আর কি শ্রীমন্দিরে, বেদীর উপরে, বসে উপদেশ দিবে মধুর স্বরে॥
আর কি মধুমাখা প্রিয়-সম্বোধনে, বলবে হরি-কথা বিজন উদ্যানে,
আর কি পথে পথে, প্রেমানন্দে মেতে, মাতাইবে নগরবাসী নারীনরে।
আর কি তেমন কোরে কমল-কুটীরে, সঙ্গিগণে লয়ে বসিবে দরবারে॥
নব নব বিধি, ওহে গুণনিধি, হেসে হেসে আর কি শুনাবে সবারে।
আর কি টাউন হলে উৎসবে উৎসবে, স্বর্গের সম্বন্ধ সুগভীর রবে,
মত্ত সিংহ হয়ে জ্বলন্ত উৎসাহে, আর তেমন করে শুনাবে সবারে।
ভাই রে তোমার দেখা পাব না ত আর,
মা তোমায় লয়েছেন ক্রোড়ে আপনার;
তাই করজোড়ে, বলি বিনয় করে, মায়ের সঙ্গে থাক হৃদয়-মাঝারে॥

জয়জয়ন্তী—আড়া।

গিয়াছে কি সুখময় শৈশব আমার রে।
লভিব কি সেই সুখ জীবনে আমার রে।
আহা—কত সুখে সঙ্গীসনে, বেড়া'তাম ফুলবনে,
হেরিতাম প্রতিদিন নবীন সংসার রে।
হায়—কেহ নাই আছে কেহ, কিন্তু সে সরল স্নেহ,
অনাবৃত ভালবাসা ফিরিবে কি আর রে।
হায়—নাহি সে আনন্দ প্রীতি, কেবল মধুর স্মৃতি,
দেখায় সে দৃশ্য হৃদে আনিবার বার রে।
আহা—আর কি ফিরিবে হায়, সেই দিন পুনরায়,
ফেরে কি নদীর ঢেউ গেলে একবার রে।
গিয়াছে কি সুখ-কাল শৈশব আমার রে॥২৩৮২॥

ভৈরবী—একতালা।

বেগশালী বাষ্পরথ, ঘণ্টায় দিনের পথ ছুটে যায়;
এ ভারতে তুমি গো ছুটালে তায়।
মনের সমান ধায়, যথায় তথায় যায়;
এ হেন তাড়িত যন্ত্র ভারতে তব কৃপায়!
আরো আমাদের তরে নিয়ত যতন করে,
কতই সাধিছ হিত এক মুখে কব কায়?
প্রতি লোমকূপ স্পন্দি কথা কয় নিরবধি,
তথাপি করিতে শেষ নারিবে নারিবে তায়॥২৩৮৩॥

আলেয়া—আড়া।

এস শান্তিময়ী দেবী! দেও ক্রোড় সুকোমল।
তাপিত মস্তক রাখি করি প্রাণ সুশীতল।
কে জগতে তুমি বিনা, দুঃখেতে দিবে সান্ত্বনা,
দরিদ্রের তুমি দেবি চির জীবন-সম্বল।
চির অশ্রুভরা আঁখি, ক্ষণেক মুদিত রাখি,
প্রহরেক তরে মম মুছাও মা অশ্রুজল।
যুঝে যে তুফান,সহ, হৃদি-নদী অহরহ,
ক্ষণেক হউক শান্ত প্রতিকূল ঊর্ম্মিদল।
বায়ূর্ম্মি-তাড়িত মন, অন্তিমে মা পোত-সম,
তুমি পোতাশয় দেবি ধরিও এ বক্ষঃস্থল।
এস শান্তিময়ী দেবি দেও ক্রোড় সুকোমল॥২৩৮৪॥

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরী।

সাহাজাদে আলাম তেরে লিয়ে;
মায় তো জঙ্গলা নেহারী বিয়াবানা ফিরে।
তানাথাকা মালি, পাহনি কাকালি ॥
কারা যোফেনাকা সামান ফিরি।
পুরবা পশ্চিম, উত্তরা দক্ষিণ, দিল্লিসহরা মুলতানা ফিরি ॥২৩৮৫॥

পিলু—পোস্তা।

পরদুঃখ হেরি যার কাঁদে প্রাণ, সেই ত মনুষ্যমাঝে, দেবতা সমান।
অনাথ দুর্ব্বল জনে, স্নেহপূর্ণ নয়নে,
হেরিয়ে সঁপে যে প্রাণ, তার দুখ মোচনে,
সেই ত মানবকুলে পুরুষ প্রধান ॥
অধীনী কামিনীকুল ক্লেশ-নিবারণে,
লিখিয়ে মহাত্মা মিল প্রবন্ধ যতনে,
হইল পূজিত সেই বিখ্যাত ধীমান ॥
হিন্দুকুল-কামিনীর বৈধব্য-যন্ত্রণা,
ঘুচাতে কাতর স্বরে, কাঁদিলেক যে জনা,
দয়ার বিদ্যার সেই সাগর মহান ॥২৩৮৬॥

বিভাস—ঝাঁপতাল।

হরি বলে ডাক রে মন, ডাক রে মন এক মনে।
দয়ার ঠাকুর হরি দেখা দিবেন নিজগুণে॥
হরিময় এই বৃন্দাবন, হরিময় কুঞ্জ-কানন,
হরি হৃদয়-রতন, ডাক রে মন সযতনে।
(এথা) হরি বলে হরিদাস, করিলে প্রেমে উদাস,
স্বর্ণপুরী দেখাইলা এই বৃন্দাবন ॥
হরি হে আমারে তবে, দেখাও দেখাও সেই ভাবে,
স্বর্ণময় এই বিশ্ব রঞ্জিত প্রেম-কাঞ্চনে ॥২৩৮৭॥

পাহাড়ী—আড়া।

বিরলে বিজন বনে কে মা তুমি বিষাদিনী?
অবিরল নেত্রজলে ভাসিছে বদনখানি!
আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্যভূমি, তার অধিষ্ঠাত্রী তুমি?
কোন দুঃখে ম্লান মুখ নয়ন নীরবাহিনী!
অকৃতি সন্তানগণ, করেছে কি অযতনে,
তাই গৃহবাস ত্যজে হইয়াছ প্রবাসিনী?২৩৮৮॥

ভাঁরোয়া—ঢিমে তেতালা।

উঠ সর্পি বাহুকী।
দেখ দেখ ভারত বীরশূন্য আজি, কোথা পিতামহ তুমি দ্রোণ গুরু স্বামী,
ভীম বৃকোদর অর্জ্জুন ধনুঃশর লয়ে উঠিবে না কি ॥২৩৮৯॥

বাউলের—সুর।

প্রেমের এমন চিহ্ন দেখি নাইকো ভাই।
তাজের তুলনা আপনি তাজ, আর তুলনা দিতে নাই॥
ধন্য প্রেম তোমার মহারাজ, ধন্য বীনু তুমি ধন্য, ধন্য মমতাজ,
বানু তোর প্রেম স্মরণ করে মনে লয় ধরায় লুটাই।
তাজে বাজে শব্দে বাজনা হারমোনিয়াম হারি মানে, নাইকো তুলনা;
দেখে পাষাণে প্রেমের লীলা অবাক্ হয়ে আছি তাই ॥২৩৯০॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

কিবা মনোহর করি সাজায়েছ এই ধরা।
মা তথাপি এ প্রাণ কেন তোমারে যে না দেয় ধরা॥
শোভে দেখে মনে হয়, সৌন্দর্য্যের পরিণয়,
দিয়েছ লাবণ্যস্পন্দন তাই এখানে এমনি ধারা।
ফুলগুলি বদন তুলি, চেয়ে আছে নয়ন খুলি,
ময়ূর ময়ূরী কত নাচিছে পেকমধরা॥
গিরিশ্রেণী দাঁড়াইয়ে, রয়েছে রক্ষক হয়ে,
যেন এ উদ্যানে নারে প্রবেশিতে ফুল-চোরা।
নির্ঝরিণী দুই ধারে, নূপুরের ধ্বনি করে,
গিরি হতে সরোবরে বহিছে বিমল ধারা॥
জয় জগতেশ্বরী, কি অপূর্ব্ব জয়পুরী,
আমি যেন এ জনমে তোমার না হই চরণছাড়া ॥২৩৯১॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরী।

এ ভাবে নবাব তব কত দিন যাবে বল।
অভাব স্বভাব করি কত দিন রবে বল॥
কপোত কপোতীদল, উড়াতেছ হে কেবল।
অপরে ভুঞ্জিছে আজ ও ছত্র মঞ্জিল॥
কত শত বর্ষ হায়, তব এই ভাবে যায়,
ভাবিয়া গোমতী সতী ফেলে অশ্রুজল ॥২৩৯২॥

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরী।

(এইসি) নেমকহারামে মুলুক বিগাড়া, হজরত যাতিহি লণ্ডন কো।
মহলে মহলে মে বেগম রোঁয়ে, গলি গলি রোঁয়ে পাথুরিয়া ॥২৩৯৩॥

শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত।

প্রসাদী সুর—একতালা।

ও রে মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি ॥
গুরুদত্ত রত্ন ভরে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি, মহাজনকে মজাইলি ॥২৩৯৪॥

ললিত খাম্বাজ—একতালা।

তিলেক দাঁড়া ও রে শমন, বদন ভরে মাকে ডাকি রে।
আমার বিপদ কালে ব্রহ্মময়ী, এসেন কি না এসেন দেখি রে।
লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার একটা ভাবনা কি রে।
তবে তারা নামের কবচ-মালা, বৃথা আমি গলায় রাখিরে।
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস তালুকের প্রজা
আমি কখন নাতান কখন সাতান, কখন বাকীর দায়ে না ঠেকি রে
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে কি জানিতে পারে,
যাঁর ত্রিলোচন পেল তত্ত্ব, আমি অন্ত পাব কি রে ॥২৩৯৫॥

গড়া ভৈরবী—যৎ।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই বলে ॥
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে।
যার জন্য মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যাবে চলে ॥
সেই প্রিয়সী দিবে গোবর-ছড়া অমঙ্গল হবে বলে।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধরবে চুলে ॥
তখন ডাকবি কালী কালী বলে, কি করিতে পারবে কালে ॥২৩৯৬॥

পিলু বাহার—যৎ।

ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয়-কালী বলে ;
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি-মসলা দিয়ে মা ;
আমার জ্ঞান-শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মন-মাতালে ॥
মূল মন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি বলে তারা মা ;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে ॥২৩৯৭॥

মূলতান—একতালা।

কালী-গুণ গেয়ে, বগল বাজা'য়ে, এ তনু-তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে,
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে ॥
দক্ষিণ-বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল, কাল রবে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অনিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে ॥২৩৯৮॥

ললিত বিভাস—আড়খেমটা।

কালীর নামে গণ্ডী দিয়া আছি দাঁড়াইয়া।
শুন রে শমন তোরে কই, আমি তো আটাসে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে ॥
ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে খাবে ভুলকো দিয়ে ॥
কটু বলবি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে,
সে যে কৃতান্তদলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে ॥
শ্রীরামপ্রসাদে জেন, কয় শ্যামা গুণ গেয়ে,
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব. চক্ষে ধূলা দিয়ে ॥২৩৯৯॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মায়ের এম্নি বিচার বটে!
যে জন দিবা নিশি দুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ ঘটে ॥
হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়য়ে আছি করপুটে।
কবে আদালতে শুনানি হবে মা নিস্তার পাব এ সঙ্কটে ॥
সওয়াল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ও মা ভরসা কেবল শিব-বাক্য, ঐক্য বেদাগমে রটে।
প্রসাদ বলে শমন-ভয়ে মা, ইচ্ছে হয় যে পালাই ছুটে।
যেন অন্তিম কালে, দুর্গা বলে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে ॥২৪০০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কেন গঙ্গাবাসী হব, ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব।
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন, পরের রাজ্যে বাস করিব॥
কালীর চরণতলে কত শত গয়া গঙ্গা দেখতে পাব,
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব॥২৪০১॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে, ভাসিয়ে মানব-তরি কারণ-জলে॥
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভব-নদীর জলে,
ওরে, কেউ করিল দুনো ব্যাপার, কেহ বা হারলো মূলে॥
ক্ষিত্যপ তেজ, মরুৎ ব্যোম বোঝাই আছে নায়ের খোলে,
ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, গুঁড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে॥
পাঁচ জিনিস যে ব্যবসা করা, পাঁচে ডেকে, পাঁচে মিলে,
যখন পাঁচে পাঁচ মিশাবে যাবে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে॥২৪০২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

হ'য়েছি মা জোর ফরিয়াদী। এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা॥
ঐ যে মন করিছে জমিনদারী, নেচে উঠে ছটা বাদী।
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হই তো, পুর হ'তে দূর করে দি।
বিমাতা মরেন শোকে, ছয়টায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দ-পুরে থাকি, পার হ'য়ে যাই ভব-নদী॥
হুজুরে তজবিজ কর মা, হাজির ফরিয়াদী বাদী।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন, সাধারণ নয় যে তা দি॥
মাতা আদ্যা, মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ও মা, তোমার পুতে, সতিন-সুতে, জোর করে কার কাছে কাঁদি॥
প্রসাদ ভনে, ভরসা মনে, বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি, আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥২৪০৩॥

কালেংড়া—ঠুংরী।

হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে।
কে রে নব-নীল-জলধর-কায় হায় হায়,
কে রে হর-হৃদি-হৃদ-পদ্মে দিগবাসে॥

কে রে নির্জ্জনে বসিয়া, নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী ;
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেম-ডোরে,
রাখি হৃদি-সরোবরে, হিল্লোলে ভাসে ॥
কে রে নিন্দিত-রামকদলীতরু, হেরি উরু,
দর দর রুধির ক্ষরে, যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে ;
অতি রোষ বলে, ভুজঙ্গমদলে, নাভিপদ্ম-মূলে,
ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এসে।
কে রে উন্নত কুচকলি, মুখশতদলে অলি,
গুন্ গুন্ করিয়া বেড়ায়, যেন বিকশিত সিতাম্ভোজ বনরোহায় ;
কিবা ওষ্ঠ-শোভা, অতি লোল জিহ্বা, হর-মনলোভা,
যেন আসব আবেশ, শিশু সুধা ভাসে !
কে রে কুন্তলজাল-আবৃত মুখমণ্ডল, লম্বিত চুম্বি ধরায়,
তাহে ভুরুধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা ;
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শিঁতি-মূলে দোলে, কি চকোর খেলে,
কিবা অরুণ-কিরণে গজমতি হাসে।
কত হুম্বা হুম্বী নাচিছে ভৈরবী, হিহি হিহি করিছে যোগিনী,
কত কটরা ভরিয়া, সুধা যোগায় অমনি ;
রামপ্রসাদ ভনে, কাজ নাই রণে, এ বামার সনে,
যার পদতলে, শব হলে আশুতোষে ॥২৪০৪॥

কালাংড়া—ঠুংরী :

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল ! জয় জয় ডাকে কালী,
ঘন ঘন করতালি, বম বম্ বাজাইয়ে গাল ॥
ভক্তে ভয় দেখাবারে, চতুষ্পদ শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে, আপাদ লম্বিত জটাজাল ॥
শমন-সমান দর্প, প্রথমে চলে সর্প, পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠেতে নারে, সম্মুখে ঘুচায় চক্ষুলাল ॥
যেজন সাধক বটে, তার কি আপদ ঘটে, তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করাল বদনী জোর, তুই জয়ী ইহ-পরকাল ॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ-সাগরে ভাসে, সাধকের কি আছে জঞ্জাল
বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল ॥২৪০৫॥

কালাংড়া—ঠুংরী।

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া ॥
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্, ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্,
বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া ॥
মগন হইয়া প্রমথনাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানব সাথ, শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া।
কটীতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগ-যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরবে মানিয়া ॥
শশধরকলা ভালে শোভে, নয়ন-চকোর অমিয় লোভে,
স্থিরগতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া ॥
আধ চাঁদ কিবা করে চিকি মিকি, নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥
বিভূতি-ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ-অরুণ অধরদেশ,
শব-আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগীয়া।
বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি, বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল দ্রিমৃকি, দ্রিমৃকি, হরিগুণে হর নাচিয়া ॥
বদন-ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহরি উঠিছে কল কল কল, জটা-জুট-মাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম-ডোর, নিজগুনে লহ তারিয়া ॥২৪০৬॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

বদনে বল কালী, আজ ম'লে দু'দিন হবে রে কালী।
কালী কালী যদি বল্‌তেম রে সকালে,
তবে কি রে আমায় ছুঁতে পারে কালে,
আমায় নিয়ে যায় যমদূত কালে, সঘনে বদনে বল রে কালী।
দাশরথির মনে আছে রে এই কালী,
কালী কালী বলে ঘুচাও মনের কালী,
অঙ্গে লিখ কালী মুখে বল কালী,কালের মুখে এখন পড়িবে রে কালী ॥

একতালা।

জীব-মীন রে, জীবন গেল , পেয়ে হয়ে কাল কাল ধীবর এল।
বিষয়-বারি ক্ষেত্রে, টানে রে কর্ম্মসূত্রে, পাতিয়ে জঞ্জাল-জাল ॥
কেন আশ্রয় কলি এ সংসার-বারি,কাল যাতে জাল ফেল্‌তে অধিকারী
এ পাপ-বারি পরিহরি কালীর চরণ-গম্ভীর-জলে চল ॥২৪০৮॥

বাগেশ্বরী—ত্রকতালা।

এ কি বিচার শঙ্করী, কৃপা-তরী পেলে ধন্বন্তরী।
অনিত্য গৌরব সদা অঙ্গে দাহ, আমার কি ঘটিল পাপ-মোহ,
ধন-জন-তৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি॥
ও মা অনিত্য আলাপ কি পাপ-প্রলাপ, সদত গো সর্ব্বমঙ্গলে,
মায়ারূপ কাল-নিদ্রা সদা দাশরথীর নয়নযুগলে,—
হিংসারূপ হল সেই উদরে কৃমি, মিছে কাযে ভ্রমি, সেই হল ভ্রমি,
এ রোগে কি বাঁচি তন্নামে অরুচি, দিবস শর্ব্বরী ॥২৪০৯॥

মুলতান—একতালা।

জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে ঘরে।
ভক্তিরথে চড়ি, করি জ্ঞান-তূণ, রসনা ধনুকে বেঁধে প্রেমগুণ,
কালীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তাতে সংযোগ করে॥
আর এক যুক্তি রণে চাই না রথরথি, সব শত্রু নাশের হবে সুসঙ্গতি,
জীবে রে রণ-ভূমি যদি পায় দাশরথী, ভাগীরথীর তীরে ॥২৪১০॥

জংলা—কাওয়ালী।

প্রাণ যায় রে কখন জানি যায়।
না যায় যে আশ্চর্য্য, নবদ্বার অনিবার্য্য,
হস্ত গেছে দান গ্রহণে, পদ গেছে কু-ভ্রমণে,
জিহ্বা গেছে মিথ্যা কু-ভজনে;
নয়ন গেছে কু-দর্শনে, শ্রবণ গেছে কু-শ্রবণে,
মন গেছে কু-ভাব ভাবনায় ॥২৪১১॥

জংলা—কাওয়ালী।

দেখ যে মন দিন যায় দিন যায় না;
আয়ু যায় যায় রে, যায় রাখা নাহি যায়;
কেবা আসে কেবা যায়, দেখা নাহি পাওয়া যায়,
হয় না পুনরায় যে রূপ যায়।
পেয়েছিস দুর্ল্লভ জনম, সকল জন্মের উত্তম জনম;
উত্তম হতে হয়েছিস উত্তম॥
কাজে যদি হইস উত্তম, হবি রে উত্তমোত্তম, নইলে যাবি অধমাধম তায়,
ভাল কার্য্যে দিয়ে ইতি, মন্দকার্য্যে মতি রতি,
প্রীতি নাহি স্মৃতি শ্রুতি, কে শিখাল এমন রীতি,
নাহি রে তোর অব্যাহতি, রাজমোহনের ঘটলো বিষম দায় ॥২৪১২॥

ঝংলা—কাওয়ালী।

রে জীব অন্তকালের পন্থা কি করিলি।
ভবে কি ভাব ভাবিয়ে মজে রলি ॥
যে কালে ধরিবে কালে, কি করিবি সেই কালে
একেকালে কালের হাতে ঠেকালি;
কালের কাল মহাকালী, তুচ্ছ করে না ভজিলি,
আপ্‌না দোষে আপ্‌না কপাল খালি ॥
যখন দেহ অবশ হবে বুকে পিঠে খিল দিবে,
শব্দ বন্ধ হয়ে চক্ষু ঘুরাবি, হাহাকার কত কর্‌বি,
যম-যাতনায় জ্বলে মর্‌বি, তখন বুঝবি কেমন গৃহস্থালী ॥
বলে রাজমোহন তোর যত ধন পরিবার,
কেহ নয় কার, সময়ের সকলি, না বুঝিলি মায়ায় ভুলি,
কেন আলি কেন গেলি, না চিনিলি অন্তের বন্ধু কালী ॥২৪১৩॥

ঝংলা—কাওয়ালী।

দিন যায় মন তাই ভাবনা, ভাব কিসে হবে সম্ভাবনা।
এক টাকায় লাক টাকা পেলে, তবু আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না;
হওয়ার মধ্যে হয় যা সাধন ভজন বাড়ে কেবল বাবুয়ানা ॥
একতালা দালান না হইতে তে-মহল্লার বিবেচনা;
বুঝি সসাগরার রাজা হলে, তবু মনের সাধ মিটে না ॥
বেদ পড়াই বেদাঙ্গ পড়াই, ব্যবস্থা দেই আপনা বিনা;
আবার পরকে ঠেকাই ফাঁকি করে, আপনে ঠেকায় ফাঁদ দেখি না ॥
দানে ধ্যানে ভক্তি জ্ঞানে জেনে শুনে মতি যায় না।
যায় পরের ক্ষতি পরের নিন্দায়, পরের নারীর কুল রাখে না ॥
রাজমোহন কয় সংসারীতে সত্য কথার লেশ থাকে না;
দেই পরকে প্রবোধ সাধুর মতন, আপিনা প্রবোধ ছাই হল না ॥২৪১৪

যোগীয়া বেহাগ—মধ্যমান।

চল ভবের হাটে, মন করিব বাণিজ্য কার্য্য শ্যামা মায়ের নিকটে।
মন বোঝা নাহি যায় ভাবে, লাভ কি লোকসান হবে,
এখন এই সার কর যা থাকে ললাটে ॥
মন হিসাব কিতাব আদি তার, সকলি তারার ভার,
তুমি কি মন বুঝিবে ভাব, সম্ভাবনা নাইক ঘটে।
মন ফলিতার্থ যা হবে, তুমি কি তা দেখিতে পাবে,
তবে দেখ ও রে মন তুমি কেবল চিনির মুটে ॥২৪১৫॥

প্রসাদী সুর—খয়রা।

বলে রাখি সকলকে,
যখন প্রাণ যায়, যে থাকেন নিকট কালী নাম সুধাবেন ডেকে।
অঙ্গ বিভূতিতে মেখে কালী-নামাবলী লিখে,
দিবেন গঙ্গাজল, না হউক বা তল, ঠেকে থাকবে পাষাণ-বুকে
শ্মশানান্তে যে পর্য্যন্ত একত্র হয়ে সব লোকে,
দিবেন কালী-বল কালী-বল কালী-ধ্বনী ঝাঁকে ঝাঁকে।
যদি কেহ নাহি থাকেন, কালী থাকবেন বলি তাঁকে,
বলবেন কালী কালী দোহাই কালী, কালীর সাক্ষী হন কালীকে।
সঙ্গে আছে কপাল-কলসী, ভেঙ্গে গেছে মেটে দেখে,
ছিল কাণা অষ্টকড়া সম্বল হারায়েছে বিষয়-পাকে;
রাজমোহন দ্বিজে কয় মনের ভ্রমে এল অঙ্গ ঝেঁকে;
এ বার ডেকে লও মন কালী মাকে, আস্‌বি না আর ভবে ঠেকে।
ভবে আস্‌বি না আর খুঁলেম টুকে ॥২৪১৬॥

মুলতান—আড়া।

ধনাশা জীবন-আশা গেল না সকলই গেল,
কৌমার যৌবন গত, জরা আগমন হল।
ছিল না মা জলপাত্র, করপাত্র ছিল মাত্র,
বাঞ্ছা ছিল জলপাত্র মাত্র হয় সম্পদ,
তা দিলে মা দিলে ঘড়া, বাঞ্ছা তাতে হল বাড়া,
ব্রহ্মাণ্ড পাইলে তারা হয় সে ভাল।
সমান বয়সী যত, প্রায়শঃ হইল হত,
ন্যূন জ্যেষ্ঠ গত কত, কত কহিব;
আপন পঞ্চত্ব হবে, মনে মনে জানি সবে,
তবু চিরজীবী ভাবে, ভ্রান্তি রহিল।
চক্ষের মা গেল জ্যোতি, শ্রবণের গেল শ্রুতি,
মনের গেল মা স্মৃতি চরণের গতি;
আছে কান্তা অভিলাষ, অদর্শনে আশার আশ,
দরশনে জরা বলে কি দায় হল।
তোমার মায়ার গুণে, পদ্মযোনী পঞ্চাননে,
ক্ষীরদশায়ীর সনে ভ্রান্তে ভ্রমিল;
শ্রীরামদুলাল ভাষে, সুপ্রসন্ন হও দাসে,
বাঞ্ছা পূর্ণ কর এসে সেই সে মঙ্গল ॥২৪১৭॥

ভৈরবী—আড়খেম্টা।

কেন ভাবিলিনে ভাই, শ্যামা মায়ের চরণ ছুটি,
ভাল ব্যাপার কল্লি এবার, ভবের হাটে উঠি॥
ভবে জন্ম আর কি হতো, জলে জল মিশায়ে যেত,
মনে ভাবিলে তারা জগত, তারা মা দিত তায় ছুটী।
মায়ের চরণ ভাবিলে পরে, ঘরের ছেলে যেতিস ঘরে,
ও তুই ঘর বুঝে না বসিতে পেরে, কাঁচালি পাকা ঘুঁটি ॥২৪১৮॥

আলেয়া—আড়াঠেকা।

ও হে মহারাজ! আজ কি হেরি নয়নে।
মুক্তকেশী কে ষোড়শী, হুঙ্কারে নাচিছে রণে॥
লোলজিহ্বা শরাসনা, শব কর্ণে সুশোভনা,
ভালে চন্দ্র ত্রিনয়না মেঘ বরণা—বামা বাম দ্বিকরে,নৃমুণ্ড কৃপান ধরে,
বরাভয় দান করে, দক্ষিণ করে যতনে।
চৌষট্টী যোগিনী সঙ্গে, নাচিছে পরম রঙ্গে,
ভাসিছে রণ-তরঙ্গে, ঘোর-বদনা।
মুণ্ডমালা দোলে গলে, দশনে রুধির গলে,
বনোয়ারী লাল বলে, রাখ দীনে শ্রীচরণে ॥২৪১৯॥

আলেয়া—কাওয়ালী।

কালী-অকুল সাগরে কুল দেখিনে।
কি হবে কুলীনে, অকুল দেখিয়ে যদি অনুকূল হবে,
কুলকুণ্ডলিনী কুলাও কুলবিহীনে।
আমি কুলহীন দীন ভ্রান্ত, কুলের পাবক মা হয়েছ একান্ত,
কাল-বেশে করিয়ে কালান্ত, কুলে এলাম হয়ে কুলভ্রান্ত,
না হইয়ে প্রতিকুল, দাশরথী প্রতি কুল,দে মা গিরিকুলোদ্ভবা স্বগুণে.২০

আলেয়া—একতালা।

হের মা অপাঙ্গে ভঙ্গে, সুখমোক্ষপ্রদা জ্ঞানদা গঙ্গে।
তার তরঙ্গিণী, দিয়ে পদ-তরণী, তরল ভয়-তরঙ্গে॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সুরেন্দ্র স্মরণী, শশধরধর শিববিহারিণী,
শমন-ভবন-গমন-বারিণী, দমনকারিণী সুর মাতঙ্গে,
স্মরণ মনন সাধন ভকতি, সঙ্গতিহীন দীন দাশরথী,
স্বীয় গুণে প্রাণ-বিয়োগ সময়, দিও গো স্থান মা এ পাপাঙ্গে ॥২৪২১॥

টোরি—কাওয়ালী।

কলুষ-বিনাসিনী কালী; শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনার মন ভুলালি।
কখন বা করে অসি, কখন মুরলী কভু মুণ্ডমালা গলে কভু বনমালী॥
হইয়ে বামনরূপ ছলেছিলে বলি, রাম-অবতারে মা গো রাবণ বধিলি,
প্রকৃতি পুরুষ তারা, দুই তোমায় বলি,
সৃজন পালন লয় মা সকলি॥২৪২২॥

শ্রীরাগ—চৌতাল।

এ মা ভবানী ভবরাণী শিবানী, সর্ব্বমঙ্গলা চপলা-বরণী।
ঈশান হৃদি-পদ্মে স্থিতি, পাষাণ-দুহিতা সতী,
ত্বংহি গতি মতি, ভগবতী ভবভয়-নিবারিণী।
শঙ্করী সাবিত্রী অম্বে, জগদ্ধাত্রী জগদম্বে,
ত্বংহি উমে ধূমে ভীমে শম্ভু গৃহিণী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আরাধিতে, অজিতে অপরাজিতে,
হরচন্দ্রে অন্তিমেতে, বাঞ্ছিত চরণ-তরণী॥২৪২৩॥

সুরট মল্লারি—আড়াঠেকা।

কে রণরঙ্গিনী যোগিনী সঙ্গিনী, হয়ে উল্লাঙ্গিনী নাচিছে সমরে।
পদতল-নব প্রভাকর-কর, দশ সুধাকর, শোভিছে নখরে॥
কিবা জীমূতাঙ্গি জ্যোতি তমোহর, চরণে পতিত শবরূপে হর,
জবা বিল্বদল কিবা মনোহর, শোভিছে ও পদে স'পিছে অমরে।
কুন্তলজাল জিনি কাদম্বিনী, আরক্ত নলিনীদল ত্রিনয়নী;
লোল রসনা করাল বদনী, শোণিতের ধারা বহে বিম্বাধরে॥
দম্ভে কম্পে ধরণী সঘনে, করে হুহুঙ্কার পাবক-নিঃস্বনে,
ঝরে ইরম্মদ নয়নেরি কোণে, ক্ষণপ্রভা খেলে দশন উপরে।
ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দেখে লাগে ভয়; কিন্তু ভক্তে বিতরিছ বরাভয়,
অকিঞ্চনে কয় সামান্যত নয়, ব্রহ্মময়ী উদয় হয়েছেন সাকারে॥২৪২৪॥

রামপ্রসাদী ছটা।

চল মন স্ব-দরবারে, যথা কোটি নাম্নি কারও খাটে নারে।
দেওয়ান যথা ভস্মমাখা, কপট-ভক্তি জানে না রে।
সেথা লেঙ্গটা গেলে আদর আছে, ধন কড়ি তায় লাগে না রে।
দুল্যাল বলে কেন ফির, টাকা দিয়ে মিলে না রে,
তথায় হাজির বাসী জানাইলে দয়াময়ী দয়া করে॥২৪২৫॥

আড়ানা বাহার—আড়া।

গিরিশ গৃহিণী গৌরী গিরি-নন্দিনী,গণপতি জননী গীর্ব্বাণগণ-পালিনী
বিমলা বগলা উমে, বিশাল নয়নী ধূমে বিবিধ বরণী বিশ্বজন-বন্দিনী ॥
সতী প্রজাপতি-কন্যা, সর্ব্বস্ব-রূপিনী ধন্যা,
সদাশিব শিবমান্যা, সুখশালিনী ॥
অপর্ণা অপরাজিতা, অন্নদা অদ্ভুতা স্মিতা,
অনাথ অকিঞ্চন শোধাঘবারিণী ॥২৪২৬॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কবে সে দিন হবে, তারিণী মোরে তারিবে,
অনন্য শরণ জনে চরণে রাখিবে শিবে,
রসনায় বসিবে তারা নামাঙ্ক মধুরাক্ষরা।
তারা নাম বিনা শ্রবণ আর না শুনিবে ॥২৪২৭॥

সুরট মল্লার – কাওয়ালী।

কি জন্যে ভব-রোগে রে ভ্রান্ত মন।
ত্যজে দুষ্টাহার সংসার এখন, তারা-নাম মহৌষধি কর রে সেবন ॥
কুমতি-চূর্ণ ভক্তি-মধু তার অনুপান।
যাবে সব বেদনা মনের মন বেদ,তারা-নাম পাবকেতে কর রে তনু-স্বেদ
নয়ন-রোগনাশক, ধর গুরু চিকিৎসক,
তারাতে মিশিলে তারা তিনি দিবেন জ্ঞানাঞ্জন।
নিবৃত্তি-লঙ্ঘনে কর রসের দমন, তবে হইবে প্রেমক্ষুধার উদ্দীপন;
যোগসুধা পথ্য করে, হবে বল হলে পরে,
আরোগ্য-নির্ব্বাণ-পুরে দাশরথির গমন ॥২৪২৮॥

ভৈরবী—হরি।

কেও কামিনী, শ্মশানবাসিনী, শোভিত অলক্তরেখা চরণ দুখানি,
দ্বিভুজা কৃপী করে, অভয়া সভয়া বরে,
আশুতোষ-হৃদি-পরে বিহারকারিণী।
মাভৈ মাভৈ রবে, হুহুঙ্কার করে শিবে,
নাচিছে ভবানী ভবে, শিব-সিমন্তিনী।
দ্বিজ কালীদাস কয়, মন মা ঐ পায়,
না রহিবে, ভব-ভয়, শিব-বাক্য জানি ॥২৪২৯॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

সজল নয়নে ভাসি, চাও মা তারা মুক্তকেশী,
ঘুচাতে হবে জননী গলদেশে মায়া-ফাঁসী॥
কঠিন শঙ্কটে ফেলে, কয়েদ কল্লি মায়া-জালে,
জালমালায় হয়ে বেষ্টিত, কাঁদব কত দিবানিশি,
ভবে ত্রাসিত জননী, তারা তারা ডাকি আমি, পতিত পাবনী-নাম,
পতিতোদ্ধার কর আসি, কারে দাও ইন্দ্রত্ব পদ, কারে কর তুচ্ছপদ,
এমন একচোকো মেয়ে, শিব লয়ে শ্মশানবাসী।
সৎ কর্ম্মেতে সুখভাগী, পাপ কর্ম্মে চিররোগী,
ভাগ্যং ফলতি কার্য্যে, সঙ্গে ফেরে দাস দাসী।
দ্বিজ নবীন অতি দৈন্য. কি ভাবনা ভারি জন্য,
যদি পাই গো শ্যামাপদ, হই না ধনে অভিলাষী॥২৪৩০॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

জন সমাজে ভবে, আমি পার হব মা কেমনে,
ও গো তারা ব্রহ্মময়ী হাসালি বুঝি শত্রুগণে॥
আমার সময় কঠিন, পর উপাসনার অধীন,
গেল না মা মনের মলিন, দিন গত হয় অদিনে॥
ছিল আমার অন্নাশ্রয়, তাও ত কল্লি নিরাশ্রয়,
দিলি না মা পদাশ্রয়, আশ্রিত পীড়া কি কারণে,
চিন্তার্ণবে কেন রবে, ডাক নবীন উচ্চরবে,
শুনেও যদি না শুনিবে, কি করিবে এ অধমে॥২৪৩১॥

সুরট মল্লার—মধ্যমানের ঠেকা।

সদা কালী কালী কালী বল মন, কালী নাম স্মরণে হয় কালের দমন।
নাহি চাহে কালাকাল, কি সকাল কি বৈকাল,
কিবা সন্ধ্যা রাত্রিকাল, সর্ব্বকালে সে সাধন॥
কিবা বাল্য যুবা-কাল, কিবা বৃদ্ধ অন্তকাল,
আজি কালি বলে কাল, করে আয়ুকে হরণ।
বৃথা গেল ইহকাল. না ভাবিছ পরকাল,
বর্ত্তমান কালে ত্রিকাল. দেখ করিয়ে গমন॥
কালী-নামে মহাকাল. স্থিরতা চিরকাল,
কি সকাল কি অকাল, ভাব সে শ্যামাচরণ॥২৪৩২॥

হাম্বির—মধ্যমান ঠেকা।

শক্তিমান মহামন্ত্র কর রে আশ্রয়,
শক্তিতে হইলে ভক্তি মুক্তি হইবে নিশ্চয়
ব্রহ্মা বিষ্ণু লয়কারী, সকলের সংহারী,
মহাকাল ত্রিপুরারি, অন্তেতে শক্তিতে লয়॥
শক্তি পূজা শক্তি ধ্যান, শক্তি জ্ঞান রে শক্তি অজ্ঞান,
শক্তি ভিন্ন নাহি ত্রাণ, শক্তি যোগে কালে জয়,
শুচাশুচি কালাকাল, ত্যজ এই ভ্রমজাল,
উপাসনা সর্ব্বকাল, ভাল মন্দ অনিশ্চয়॥
নাহি তায় নিষেধ-বিধি, অবিধি সেই সুবিধি,
বিধি অপ্রাপ্তে বিধি, শ্যামাচরণ সে চিন্ময়॥২৪৩৩॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

নীলবরণী কে কামিনী, কন্দর্প-দর্পহারিণী,
নবঘনে সুশোভিত জিনি কোটি সৌদামিনী॥
কি কাজ ঘরে নগরে, ডোব সে রূপ-সাগরে,
নাম-সুধা ধর অধরে, ভাব রে দিবা যামিনী।
কিবা ধর্ম্ম কাম অর্থ, মহাদেব যায় উন্মত্ত,
যোগীর যোগে পরম তত্ত্ব, নিত্য চিন্মেন চিন্তামণি॥
অন্তর্ব্বাহ্য শাস্ত্র তর্কে, আধারাদি ষটচক্রে,
দেখ চন্দ্রানন অর্কে, সহস্র দল স্বামিনী।
যাঁর মায়ায় মুগ্ধ জীব, যাঁর কৃপায় মুক্ত শিব,
যে নামে নাশে অশিব, শ্যামাচরণে তরণী॥২৪৩৪॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

এমন দিন মোর কবে হবে কালী বলে প্রাণ যাবে।
বন্ধুবর্গে আসি মোর কর্ণে তারানাম শুনাবে॥
অন্তে স্বজ্ঞান গৌরবে, ঘেরে যাবে বন্ধু সবে,
হরি হরি কালী রবে, উচ্চারিবে প্রেম ভাবে।
গিয়ে জাহ্নবীর জলে, গঙ্গানারায়ণ বলে,
শুনাবে নাম কুতূহলে, সংকীর্ত্তনে গুণ গাবে॥
মনেতে হয় নিষ্কাম, বলে কালী ব্রহ্মনাম,
প্রাপ্ত হব মুক্তিধাম, মগ্ন হয়ে জ্ঞানার্ণবে।
দেখে কাল পরাজয়, শ্রীশ্যামাচরণাশ্রয়,
সারতত্ত্ব সুধাময়, প্রাপ্ত সদ্গুরু-প্রভাবে॥২৪৩৫॥

ললিত বিভাস—একতালা।

মন তার কি পুণ্য পাপ আছে, ওযে কালী-পদে প্রাণ সঁপেছে।
সন্ধ্যা পূজা জপতপ, সে ত জলাঞ্জলি সব দিয়েছে॥
হৃদি সরসিরুহদলে, কালীরূপ ধ্যান কর্ত্তেছে।
মিত্র শত্রু শুভাশুভ, ও তার মান অপমান কি আর আছে,
নিন্দা প্রশংসাতে সমান সুখ দুঃখ সে এক করেছে॥
অহর্নিশি জ্ঞানহীন ও সে মৃত্যুকে জয় করিয়াছে।
কালীনামামৃত রস সদা পান করিতেছে॥২৪০৬॥

দেবগিরি ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

আয় দেখি রে শমন একবার দুজনে পরীক্ষা করে।
শক্তি থাকৃতে লেগে দেখি বুদ্ধি বলে কেবা বাড়ে॥
যখন শক্তি হয় গত, তখন এসে হও আগত,
তাইতে তোমার প্রতাপ এত, সে প্রভাব আর থাকবে না রে।
অন্যায় করে গেলে পরে, তারাপদে নালীশ করে,
ওয়ারেন্টে আনব ধ'রে বেন্ধে রাখব কারাগারে॥২৪০৭॥

বাগেশ্রী কানেড়া—আড়া।

ওগো মুক্তি-প্রদা মুক্তকেশী করাল বদনী,
শবে শিবে হবে ভবে, ভবনিস্তারিণী,
তারা কে জানে তোমারি কর্ম্ম, তুমি তারা তুমি ব্রহ্ম,
ইচ্ছাসুখে কর কর্ম্ম, ইচ্ছারূপিনী।
কমলাকান্তের এই, শুন দীন দয়াময়ী,
চরম কালেতে দিও চরণ দু'খানি॥২৪০৮॥

বাগেশ্রী—তিওট।

কাল হারালাম কালের বশে, আমার মন মজিল স্ত্রীরঙ্গ রসে॥
অন্তিম কাল হবে যখন, আসিবে তখন বন্ধুজন,
ছেঁড়া চেটা ধরে মুড়ে, বাঁধবে আমায় আশে পাশে,
স্থির কর রে আপন মন, ভাব শমনের শমন,
কালী-নামে ভেলা বান্ধো, নিরুদ্বেগে থাকবে বসে॥
দ্বিজ নবীনচন্দ্রে বলে, দেহ মিশাবে ভূতলে,
মাটির দেহ মাটি হবে, যাবে ছেড়ে অনায়াসে॥২৪০৯॥

বেহাগ—জলদ তেতালা।

ও মা পরমেশ্বরী। কখন পুরুষ হও মা কখন ষোড়শী নারী॥
অনাদ্যা শক্তিরূপিনী, ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী, তারিণী।
কৃতান্ত উপাধি দিয়ে, কোন মতে তারিয়ে,
নিস্তার ভব-সাগরে, দিয়ে শ্রীচরণ-তরী॥২৪৪০॥

পুরবী—একতালা।

দিন যায় দীনতায়, ভাবনা মন তায়, কর না তার উপায়।
দিনের দিন হয় তনু হীন ক্ষীণ, কবে হবে আর এ দীনের দিন,
মানে না দিন ক্ষণ শমন প্রবীণ, কবে নিয়ে যায়।
পরিবারের প্রতি সদা টানে মন, কেশে ধরে আবার টানিছে শমন,
কোথা যাই বল একা রাজমোহন, কব কায় হায় হায়॥২৪৪১॥

ললিত—আড়াঠেকা।

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণারজোরূপিণী।
না সরে নিশ্বাস পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী॥
চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিনলোক,
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমোরজোতে ব্যাপিনী।
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ, শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি।
দিয়া সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে দুর্গতি রোধ,
এবার জনমের শোধ মা বলে ডাকি জননি॥২৪৪২॥

গৌরী—কাওয়ালী।

হর দুঃখ হর-মন্মামোহিনী
কলুষবারিণী, তব সুত রবিসুত-ভয়ে ভীত ভবরাণী,
কি হবে উপায় নিরুপায় মা, পদ বিতর কাতর জনে আপনি॥
হ'লে অবসান দিবা, নয়ন মুদিলে কি বা, যদিও অভয় দিবে ভবানী;
ডাকি বারে বার, মন প্রতি কেনে প্রতিকূল আর,
হও মা পাষাণসুতা পাষাণী; তুমি ঈশানী ঈশ-হৃদয়বাসিনী;
আসি আশু তোষ আশুতোষ-রমণী॥
কি আছে মা মম বল, আর কারে বলি বল, কেবল সম্বল তুমি শিবানী
যদি তার নিজ গুণে, ব্রজমোহন নির্গুণ জনে,
দিয়ে মা বাঞ্ছিত পদ দুখানি; এ ভববারি তরিবারে তরণী,
হও বারেক কর্ণধার আপনি॥২৪৪৩॥

খাম্বাজ—একতালা।

দীনতারিণী দুরিতহারিণী, সত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণধারিণী;
সৃজন-পালন নিধন-কারিণী, সগুণা নিগুণা সর্ব্বস্বরূপিণী।
ত্বংহি কালীতারা পরমা প্রকৃতি, ত্বংহি মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি,
ত্বংহি জলস্থল অনিল অনল, ত্বংহি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী,
সাঙ্খ্য-পাতঞ্জল-মীমাংসক-ন্যায়, তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধায়,
বৈশেষিক বেদান্ত, ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত, তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারিনি
নিরুপাধি আদি অন্ত রহিত, করিতে সাধক জনার হিত,
গণেশাদি পঞ্চ রূপে কাল পঞ্চ, কাল ভয়হরা ত্রিকালবর্ত্তিনী।
সাকার সাধকে তুমি সে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয়, ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়, সেই তুমি নগতনয়া জননি।
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরমব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয়, অনীর্ব্বচনীয়,
সকলি মাতা তারা ত্রিলোক ব্যাপিনী ॥২৪৪৪॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কিঙ্করে কর দয়া দয়াময়ী দাক্ষায়ণী।
দয়া যদি না করিবে কলঙ্ক রবে জননী ॥
আমি অতি মূঢ়মতি, ভজন বিহীন গতি;
গতি ত্বংহি গতি ত্বংহি, অগতির গতিদায়িনী।
ভেবে ভেবে হলেম সারা, অভয় পদ দে মা তারা,
সম্বল হইলাম হারা, কিসে তরিব জননি।
নবীনের সময় এমন, রাহুগ্রস্থ চন্দ্র যেমন, পাপগ্রস্থে দেহ মলিন,
(ওগো) মুক্তি-পদ প্রদায়িনী ॥২৪৪৫॥

মুলতান—একতালা।

তারা কোন অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাকি বল।
পশিল ছয় দূত, তশিল করে কত, দারা সুত পায়ের শৃঙ্খল।
দিয়ে মায়া বেড়ি পদে, ফেলেছ বিপদে, সম্পদে হারালেম মোক্ষফল।
এবার হল না সাধনা, ওমা শবাসনা, সংসার বাসনা প্রবল।
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি, ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল।
হয়ে অর্থ অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি, সর্ব্বনাশী জানিস্ কতই ছল।
আনি ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে, নীলাম্বরের জ্বলে দুঃখানল।
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই, ফণী ধরে খাই হলাহল ॥২৪৪৬

পরজ—কাওয়ালী।

তার শিবের নয়ন ভুলেছে। নিরুপমারূপ চিকণ কালা হেরিয়ে।
তা নইলে ত্রিলোচন, পরম যতনে কেন, শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে।
চাঁদ ভ্রমে চকোরিণী, ঘন ভ্রমে চাতকিনী,
নলিনী ভরমে ভ্রমরিণী এসেছে (গো),
হারাইয়া নিজমণি, ব্যাকুল হইয়া ফণী, রূপ নিরখিয়া রয়েছে।
হেরিয়ে কুসুম ধনু, অভিমানে ত্যজি তনু, বিরহিনী হৃদয়ে শরণ লয়েছে
ও রূপ আনন্দ নিধি, কমলাকান্তের হৃদি, কমল প্রকাশ করেছে ॥২৪৪৭॥

রামকেলী আড়া—তেতালা।

তীর্থে কি হইবে ফল ভোলা মন তোর ভ্রান্তি কেনে।
কোটিকল্প তীর্থের ফল শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে ॥
জ্ঞান-গঙ্গাতে কর স্নান, দেহ-কাশী কর ধ্যান,
বিশ্বসংসার-তারিণী আত্মারূপ ভাব মনে।
ষোড়শদল উপরে, বিশ্বেশ্বর বিরাজ করে,
মূলাধার হ'তে তারা, হের সহস্রার পানে ॥২৪৪৮॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুমি খেলাও না পাশা। এম্নি ত্বরান্বিত ফেলবি পাশা,
যেন ঘুচে যায় যমের আশা ॥
দুর্গা নামে বেঁধে পাটী, চারি পাটীর ঘরে বসিয়ে ঘুটী,
সতেরো আঠারি দান মেরে ভেঙ্গে দাও যমের বাসা।
ছকুড়ি পঞ্জুড়ি ফেল্লে পরে, বাজি তলাড় হয়ে যাবে,
আছে আমার ঘরে ছ'জন রিপু, করবে তারা হাসি হাসা।
অদানেন দিনং নষ্ট, দানেতে দুর্গতিভ্রষ্ট,
তারা দান মেরে নবীন, তুলে ধরে ঘরে পাশা ॥২৪৪৯॥

আলিয়া কাওয়ালী—আড়া।

শঙ্কর মনোমোহিনী তারা, ত্রাণকারিণী,
ত্রিভুবন দুঃখ নিবারিণী ভবজননী।
ভবানী ভয়ঙ্করী ভীমে বাণী ভয় হারিণী তারিণী ॥
অপর্ণা অপরাজিতা, অন্নদা অম্বিকা সীতা,
অসীতা অভয়া নিত্যানন্দ দায়িনী। বৃন্দাবন রস রসিক বিলাসিনী,
ব্যাস ভাষ খলু রাস প্রকাশিনী,
কমলাকান্ত হৃদি কমল তিমির হর বরদায়িনী ॥২৪৫০॥

বিভাস—মধ্যমান আড়া।

কোথায় গো মা ভবদারা ভবদারা ভবার্ণবে ডুবে মরি।
দয়া করে দেও মা তারা তোমার ঐ চরণতরী॥
তুমি মা ভগবদ্দুর্গা, ভীমাকারা ভীমবর্গা,
ডাকি গো মা দুর্গা দুর্গা, দুর্গমে উপায় না হেরি।
দয়াময়ী নাম ধর, কটাক্ষে সঙ্কট হর,
হর গো মা দুঃখ হর, ক্ষমাগুণে ক্ষেমঙ্করী॥২৪৫১॥

খটভৈরবী—খেমটা।

নব সজল জলদকায়, কালো হেরিলে আঁখি জুড়ায়।
কপালে সিন্দুর কটিতে সুন্দর রত্তম নূপুর পায়,
মৃদু মৃদুহাসি দনুজ নাশিছে রুধির লেপিয়ে গায়।
চরণ যুগল অতি সুশীতল প্রফুল্ল কমল প্রায়।
কমলাকান্তের মন ও চরণে ভ্রমর হইতে চায়॥২৪৫২॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কর গো দক্ষিণে কালী আমার হৃদয়ে বাস,
চতুর্দ্দোলে শম্ভু সহ পুরাও মন অভিলাষ॥
তুমি ত মা জগদ্ধাত্রী ত্রাণ কর ত্রাণকর্ত্রী,
মুক্তিপদ প্রদায়িনী, ঘুচাও আমার ভবের ত্রাস।
যোগেন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র, ধ্যানে না পায় পূর্ণচন্দ্র,
তা জানিয়ে পদতলে পড়ে আছেন কৃত্তিবাস।
তত্ত্বজ্ঞান হয় না কেন, কুসঙ্গে নবীনের মজিল [illegible]
ভবদারা ওগো তারা, শ্রীচরণে কর দা[illegible] [illegible]র্ণ,
[illegible]ন॥২৪৫৩॥

জংলা [illegible]—একতালা।

[illegible]ার করেছি আমি শ্যামাপদ।
[illegible]বের উক্তি, ডাকলে মুক্তি, চায় যদি পায় দেয় মোক্ষপদ।
কালী নাম অমৃত তুল্য মন, রসনাতে দিয়ে করবে পান;
অসীম মহিমা নামে ও নামে কি হয় বিপদ॥
যে করেছে কালীর নাম সাধন, সার্থক হয়েছে তার জীবন,
শিব আরাধিত ধন, সে ধনে হবে না বাদ॥
দ্বিজ নবীন দীন হীন জন, দিলে না দিলে না মা দিন,
দীনের দিন দে মা এক দিন, পুরাই আমি মনের সাধ॥২৪৫৪॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

কে রে বামা নিবিড় নীরদ বরণী, পদনখে কোটী চন্দ্র তিমির হারিণী॥
দেব দেবাদি পতি, মানসে পূজিতে মতি,
অপার মহিমা জেনে, পদতলে ত্রিশূল-পাণী।
জগত দুর্লভ তুমি, পুরাণে শুনেছি আমি,
অসার সংসার, সারাৎসার, হয়েছ আপনি।
দ্বিজ নবীন ভাবে তাই, শ্রীচরণ কবে পাই,
পাইলে জনম সফল, মোক্ষপদ সামান্য গণি ॥২৪৫৫॥

বিভাস—একতালা।

পার কর মা আমায় শ্যামা,অপারে পড়েছি দুর্গে,চরণ দিয়ে কর ক্ষমা
অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়ে, আবার আন্‌লি মানব দেহে,—
পাপে দেহ পূর্ণ হল আমার গতি বল গো উমা।
দ্বিজ নবীনের মন, মিছে ভাব অকারণ,
ঐ পদে হবে মোক্ষপদ, পদাঙ্কেতে রাখবেন বামা ॥২৪৫৬॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ইচ্ছা আছে মা মনে, দুর্গা নামে দীক্ষা হব, যা থাকে সাধনে॥
কালী নামে দিয়ে গণ্ডী, মধ্যে করবো পঞ্চমুণ্ডী,
যোগে এনে উগ্রচণ্ডী থোব হৃদি পদ্মাসনে॥
বাম নাসা শোষনেতে, উঠিবে আসন শূন্যেতে,
স্থিরবে কুম্ভকেতে, রেচকে স্বস্থানে॥
কুণ্ডলিনী সহযোগে জীবাত্মারে লয়ে যোগে,
পরমাত্মায় স্থান গেলে, রাখবো সমাধি করণে॥
দ্বিজ নবীনচন্দ্রে কয়, সেওতো সামান্য নয়,
যদি কালী কুলে দেয়, আর যাবনা পতনে ॥২৪৫৭॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ভয় কি শমন তোরে এলোকেশী শ্মশানবাসী, যার হৃদে বিরাজ করে॥
কালী কালী বল্‌বো সদা, পার্ব্বি না তায় দিতে বাধা,
কালীনামে মেরে ডঙ্কা, যমের শঙ্কা রাখবো দূরে।
যমের তলব আসবে যখন, কালী সহি চিঠি দেখাব তখন,
চিঠির মর্ম্ম পেলে পরে, আস্তে আস্তে যাবে ফিরে।
দ্বিজ নবীন কালীপুত্র, মা হয়ে মা হৈও না শত্রু,
মায়ের কোলে থাক্‌বো বসে, লয়ে যেতে কেবা পারে ॥২৪৫৮॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তোর এত ভাবনা কেনে। একবার কালী বলে বস রে ধ্যানে ॥
জাঁক জমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে;
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে না রে জগজ্জনে।
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে;
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি-পদ্মাসনে।
আলচাল আর পাকা কলা, কাজ কিরে তোর আয়োজনে;
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে।
ঝার লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কিরে তোর সে রোশনাইয়ে;
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে, দেও না জ্বলুক নিশি দিনে।
মেষ ছাগল মহিষাদি, কাজ কিরে তোর বলিদানে;
তুমি জয় কালী, জয় কালী বলে, বলি দেও ষড়-রিপুগণে।
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল, কাজ কি তোর সে বাজনে;
তুমি জয় কালী বলি দেও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে ॥২৪৫৯॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ওমা বর্গে বর্গে তব নাম আছে গাঁথা,
যোগে জাগে থেকে যদি নাহি কহি কথা।
খাও যে তুমি বেটার মাথা, বারে বারে খাওয়া মাতা,
নাই তব স্নেহ মমতা, ঐ কথা যথা তথা ॥
রাখ গুরুর একটী কথা, চাইন মা তোর ঝুলি কাঁথা,
থাকে না যেন কপটতা, ভক্ত বাক্য নয় অন্যথা ॥২৪৬০॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

শ্যামা পদে রাখ রে মন, অনায়াসে যাবে তুমি কৈলাস ভুবন ॥
অনিত্য সংসারে আসি, গৃহকর্ম্মে দিবানিশি,
বিষয়-তত্ত্বে মত্ত হয়ে, না ভাবিলাম ও চরণ;
দ্বিজ নবীনচন্দ্র ভণে, বাসনা এই মনে মনে,
অন্তিম কালেতে যেন, দেখি গো রাঙ্গা চরণ ॥২৪৬১॥

পরজ—জলদ তেতালা।

বামা বয়সে নবীন, মা জানি এমন মেয়ে সমরে প্রবীণ।
সুচারু অঙ্গের শোভা কটীতট ক্ষীণ, সুরাসুরগণ মাঝে বসন বিহীন ॥
বুঝি এল দয়াময়ী হইয়া কঠিন, চরণে ত্যজিব তনু আজি শুভদিন ॥
তনু দিয়ে তরে কত শত ক্রিয়াহীন, কমলাকান্তের হবে মনে মলিন ॥৬২

ভৈরবী—একতালা।

আমার মন মজিলো ভবমায়ায় কেন ওগো তারা।
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু ঐ প্রবৃত্তিতে হলেম্ সারা॥
সামান্য ধনের জন্য, অনর্থক কেন ভ্রমণ,
হর হৃদি শ্যামাধন ঐ ধনে বাদ হয়ে হারা।
বিষয়েতে মত্ত মন, তত্ত্ব পথে হয় না জ্ঞান,
না করিলি কালী স্মরণ, কিসে রক্ষা হয় সুতদারা॥
তুমিগো রজরূপিণী, সৃষ্টিস্থিতি লয়কারিণী,
অশেষ পাপ বিনাশিনী, উচিত নবীনে দয়া করা॥২৪৬৩॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আমি কি করিব আর, ভব ভার দিয়েছ গো মা হয়েছে অভাব॥
অন্ন চিন্তা করে ফিরি, জঠর জ্বালায় জ্বলে মরি,
দিনান্তে হয় তা অন্ন, ডাকি মা তোর বারে বার।
অন্ন বিনে চর্ম্মদড়ি, বেড়াই লোকের বাড়ী বাড়ী,
জিজ্ঞাসা করে না কেহ, কি হইল আজ তোমার।
দ্বিজ নবীনের ভাব, যদি তোমায় হয়েছে ভার,
তবে চরণতলে রেখে মাগো, ঘুচাও তুমি মনের ভাব॥২৪৬৪॥

বিভাস—একতালা।

ভাল সুশয্যায় সুনিদ্রায় আছ মন, হবে তোর ভৌতিক দেহ পতন॥
তোর সুশয্যা কুশয্যা হবে, তৃণশয্যায় পড়ে রবে,
শীঘ্র কররে মন তৃণশয্যার আয়োজন।
কালবশে ভুলে হারাইলে পরম্ ধন, জানিস্ নারে রবিসুত
দূত ফিরে পিছে অনুক্ষণ, এখন ভ্রান্তি ত্যজি ভজ সেই পরম রতন॥
যার নাম শ্রুত মাত্র ত্রিনেত্র, রবিপুত্র হয় রে দমন॥
গুরুদাসের ভরসা কেবল ভবানীর শ্রীচরণ॥২৪৬৫॥

বাউলের সুর—একতালা।

মোক্ষধন তুই বন্ধ কর মন বাক্সেতে, জগৎ আলো হবে যাহাতে,
অচিরাৎ তুই পাবি ফল রে ইহাতে! ভুলালে ভুলবি না, যাতে তাতে॥
যেমন তাঁতির সুতা, তাঁত কাটিলে তাঁতিতে।
গুরু বাক্য ধর, অভিমান ত্যাগ কর,
সতের সঙ্গে কর, পরিণামে তরবি অবহেলেতে॥২৪৬৬॥

মল্লার—একতালা।

সমর আলো করে কার কামিনী।
সজল জলদ জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী॥
এলুয়ে চাঁচর চিকুর পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে, দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী।
কিবা শোভা করে শ্রমজবিন্দু, ঘনতনু ঘেরে কুমুদবন্ধু,
অমিয়া সিন্ধু, হেরিয়া ইন্দু, মলিন এ কোন মোহিনী॥
একি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শব সদৃশ নীরব,
কমলাকান্ত করে অনুভব, কে বটে গো গজগামিনী॥২৪৬৭॥

ললিত—একতালা।

কেন রে আমার শ্যামা মাকে বল কালো।
যদি কাল বটে তবে কেন ভুবন করে আলো॥
মা মোর কখন শ্বেত, কখন পীত, কখন নীল লোহিত রে,
আমি বুঝিতে না পারি জননী কেমন, ভাবিতে জনম গেল।
মা মোর কখন প্রকৃতি কখন পুরুষ, কখন শূন্য,মহাকাশ রে।
ওরে কমলাকান্ত ও ভাব ভাবিয়া, মহেশ পাগল হলো॥২৪৬৮॥

মুলতান—আড়া।

বামা কে রে এলো চিকুরে, বিহরে আনন্দময়ী শবহৃদি পরে।
বসন নাহিক গায়,পদ্মগন্ধে অলি ধায়,চলে যেতে টলে পড়ে আসবভরে
যে ঠেকেছে রাঙ্গা পায়, হতদিতি সুতচয়,
স্পর্শমাত্র শিব হয় সমর মাঝারে॥
কমলাকান্তের ভাবি, সর্ব্বনাশী ধরে অসি,
করিলি সব কাশীবাসী জনমের তরে॥২৪৬৯॥

জংলা—একতালা।

মন ভ্রমে ভুলেছ কেনে।
তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে,শ্রীনাথ দত্ত প্রধান তত্ত্ব,দাঢ্য কর সেই চরণে।
যখন যারে ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে,
তোমার দৈত্য ভাবে দিবস গেল, চিদানন্দ রয় কেমনে॥
তন্ন তন্ন করি মনে, কি পেলে ছয় দরশনে,
তুমি বিদ্যা অবিদ্যারে জান মহাবিদ্যার আরাধনে।
কমলাকান্ত কালীর তত্ত্ব অনুমানে কিবা জানে,
তার আদি অন্ত মধ্য নাই নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে॥২৪৭০॥

পরজ্ জলদ—তেতালা।

কেরে বামা হর হৃদি পরে মগনা, নাচিছে আনন্দভরে বাজিছে বাজনা।
ভুবন আলো নীলচাঁদে, মুক্তকেশ নাহি বাঁধে,
আপনার রঙ্গরসে আপনি মগনা।
কে কোথা দেখেছ ভাই, নবরস এক ঠাঁই,
চঞ্চলা কি ধীরা কিছু বুঝা গেল না;
কাল কি নির্ম্মল তনু, শশী কি উজ্জ্বল ভানু,
ও রূপ হেরিয়া দিব কিরূপে তুলনা,
বিধুমুখে মৃদুহাসে, সদা সুধানন্দে ভাসে,
হেরিলে না রহে মম তনু যাতনা।
ও রূপ নয়নে রাখি, হৃদয় মাঝারে দেখি,
কমলাকান্তের এই মনে বাসনা ॥২৪৭১॥

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা।

মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে।
মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম্ তুলে ॥
মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল;
সুজন কুজন আছে যারা তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে।
কমলাকান্তের, নেয়ে, নঙ্গর তোল দুর্গা ক'য়ে,
পড়িবি তুফানে যখন, স্যারি গাবি সবাই মিলে ॥২৪৭২॥

ইমন—একতালা।

কে রে রণ-মাঝে, এ কার বামা রণ-সাজে।
আলুলিত কেশী বিবসনা বামা, নরশিরমালা গলে অনুপমা,
শিব শিব করে নাচে শবোপরে, শ্রুতিমূলে শবশিশু শোভিছে ॥
রক্তজবা জিনি শোণিতাক্ত আঁখি, সুশাণিত অসি শোণিতে মাখি,
বিদ্যুৎ আকার শোণিতের ধার, জলদ বরণী সাজে ॥২৪৭৩॥

বাগেশ্রী—আড়া।

কেহ কি আপনার আছে রে, শ্যামাধন মিলায়ে দেয় আমারে।
ত্যজিয়ে তনুর আশা, প্রাণ দিয়ে তোষিব তাঁরে ॥
আমিত ইন্দ্রিয় বশে, ভুলে আছি মায়াপাশে,
এমন সুহৃদ কেবা মনোদুঃখ কব কারে।
মন রে ইন্দ্রিয়রাজ, ঐ নহে অন্যের কাজ,
কমলাকান্তের ভার সাধিতে উচিত তোমারে ॥২৪৭৪॥

ইমন—আড়া।

রে নিরুপমা রূপ অনুপশ্যামা তনু হেরি হেরি নয়ন জুড়ায়।
সজল কাদম্বিনী জিনিয়া কুন্তল,
তার মাঝে কামিনী সৌদামিনী খেলায়॥
অঞ্জন অধর আতসে মুকুতাফলং, নীলকমল ভ্রমে অলিকুল ধায়,
ক্ষণে ক্ষণে হাস্য, কটাক্ষ করে কামিনী, শিবের মন সহজে ভুলায়।
মৃগাক্ষ অরুণ চরণ-নখ কিরণ, রক্ত উৎপল দুটী পদতল তায়,
কমলাকান্ত অনন্ত না জানে গুণ, শ্রীচরণ মানবে কি পায়॥২৪৭৫॥

কালাংড়া—ঠুংরী।

আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ না দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, এস তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে ডাকে।
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, তারে নিকট হতে দিও নাকো,
জ্ঞানের প্রহরী রাখ, সে যেন সাবধানে থাকে॥
কমলাকান্তের মন, ভাই আমার এক নিবেদন,
দরিদ্র পাইলে ধন, সে কি অযত্নের স্থানে রাখে॥২৪৭৬॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন! চল শ্যামা মার নিকটে, মা মোর অগতির গতি বটে।
যার যে বাসনা, মনেরি কামনা, সেখানে সকলই ঘটে॥
অল্প পুণ্য ভরা, সাজিয়ে পশরা, এনেছ ভবের হাটে,
যা কর উপায়, পাঁচে সে মিলি খায়, কলঙ্ক তোমার রটে।
কার রাজ্য লয়ে, আনন্দিত হয়ে, রাজত্ব কর রে পাটে॥
আছে একজনা, লইতে খাজনা, জমি যে বিকাবে লাটে।
কমলাকান্ত কি ভাবনা ভাব দাঁড়ায়ে নদীর তটে,
দেখ অকুল পাথার, না জান সাঁতার, তরণি নাই যে ঘাটে॥২৪৭৭॥

বেহাগ—আড়া।

মা হেরম্ব-জননী। হরহৃদি মণি হৈমবতী হেমবরণী॥
হিমকর-ভালে, হিমগিরিবালে, হর মায়াজালে গো তারিণী।
হীরকাদি মণি, হিরণ্য রচিত হারিণী হলাহল ধর পবিত্রিণী;—
হসিত বদনী, হিতকারিণী, মা হের অকিঞ্চনে দীন জাননি॥২৪৭৮॥

সিন্ধু কাফি—ঢিমে তেতালা।

আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন! কারু ঘরে,
যা চাবে এই খানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন পরশমণি যে অসংখ্য ধন দিতে পারে,
এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥
তীর্থ-গমন দুঃখ-ভ্রমণ, মন! উচাটন হয়ো না রে,
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে।
কি দেখ কমলাকান্ত মিছে বাজি এ সংসারে,
ওরে! বাজি করে চিনলে না সে,তোমার ঘটে বিরাজ করে॥২৪৭৯॥

সিন্ধু—আড়া।

চিন্ময়ী সনাতনী, নির্গুণা চৈতন্য রূপিণী,
কে বুঝিতে পারে তত্ত্ব অতি গহনা॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, নিরন্তর করি ধ্যান,
না পায় সন্ধান অহমাদি কি গণনা॥
সগুণ রূপ সাধন, আগম নিগম প্রমাণ,
হর মনোমোহিনী রূপ মনেতে ভাবনা॥
সদা করি এই অবলম্বন, লভিবে নির্ম্মল জ্ঞান,
হবে প্রাপ্ত অন্তে অকিঞ্চন সে কামনা॥২৪৮০॥

সিন্ধু—তিওট।

কি শোভা মহিষমর্দ্দিনী।
হেরি ত্রিভুবনজন, আনন্দিত মন, পুলকে করে জয়ধ্বনি॥
দশভুজে, নানাবিধ আয়ুধ সাজে, কটিতে বাজিছে কিঙ্কিনী।
পরিধান বিচিত্র বসন, অতি সুশোভন,অঞ্চলে দোলে গজমুক্তা শ্রেণী॥
শিশু শশী ভালে, চাঁচর কুন্তলে, মণিতে গ্রথিত সুবেণী,
অরুণোপর, অবিবাদে রজনীকর, চরণ শুণ গো এমনি;
অকিঞ্চন মন, প্রকাশ কারণ, ভবাধি তরণে তরণী॥২৪৮১॥

সোহিনী—কাওয়ালী।

তার গো তারিণী এ মা আমারে।
আমি মূঢ়মতি গতি রহিত, যদি বিতর করুণা গো এ জনে।
তবে সে মহিমা জানিবে জগজ্জনে কৃপাবতারিণী,
গিরি রাজনন্দিনী, দয়ানাথ গৃহিণী, গণপতি জননী হয়ে;
কৃপণতা করিছ কেন, কৃপা বিতরণে অকিঞ্চনে॥২৪৮২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালি সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখবি কিনা রাখবি সেটা॥
তোমার যারে কৃপা হয়, তার সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা;
তার কটিতে কৌপিন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা।
শ্মশান পেলে সুখে ভাসে, তুচ্ছ বাসে মণিকোঠা॥
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচলো না তার সিদ্ধি ঘোঁটা।
দুঃখে রাখ সুখে রাখ, করবো কি আর দিয়ে খোঁটা॥
আমি দাগ দিয়ে পরেছি, আর কি পুঁছতে পারি সাধের ফোঁটা।
জগত যুড়ে নাম দিয়েছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার, ইহার মর্ম্ম জানবে কেটা॥২৪৮২॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কোথায় ওরে ভ্রান্ত মন শ্যামা মাকে ডাক দেখিরে,
যাঁর মনেতে ভোলানাথ, কৈলাসেতে বিরাজ করে।
যদি দেখা পাই রে মারে, মনের কথা বলি তাঁরে,
নিজগুণে কৃপাময়ী যদি দাসে রক্ষা করে॥
দ্বিজ কেদার বলে মন, মা নয় সামান্য ধন,
ভক্তিভাবে ডাকলে পরে, তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে॥২৪৮৩॥

ভৈরবী—যৎ।

কোথা গো দক্ষিণে কালী কালভয় নিবারণী।
বারে বারে এত ডাকি মা দয়া নাহি ত্রিলোচনী॥
যদি ভক্ত জনে মুক্ত না করিবে নিস্তারিণী।
(তবে) দুঃখহরা তারা নাম, কেউ লবে না তারিণী॥
দ্বিজ কেদারের এই বাণী, ওগো শিব মনোমোহিনী,
বারেক কটাক্ষ কর মা মোক্ষ রূপা কাত্যায়নী॥২৪৮৪॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

কেরে বাম-করে অসিধরা, রুধির পড়িছে ধারা,
কণ্ঠদেশে শিরধারা, মায়ের চরণেতে শিব ধরা।
একি গো তোর জেতের ধারা, প্রাণ-পতিরে প্রাণে মারা,
দেখিয়ে তোর ক্ষেপার ধারা, অস্থির হতেছে ধরা॥
কেদারনাথের এই নিবেদন, কেদারনাথকে কর মা মোচন,
তুই হলি মা রণে মত্ত, কেদারনাথ তোর গেল মারা॥২৪৮৫॥

হাম্বির—একতালা।

মা যোগমায়া, যোগেশ জায়া, যোগযুক্ত বিনে;
কে হয় যোগ্য বল, দুর্গে ত্রি-তত্ত্ব সাধনে ॥
আমি দীন মূঢ় হয়ে মত্ত কুসঙ্গে করি মা ভ্রমণ,
তব তত্ত্ব শ্রুতি হারায়ে, হয়েছি অজ্ঞানান্ধ কূপেতে মগন,
যদি স্বীয় গুণে অকৃতি দুর্জ্জনে, প্রসন্না হও মা কৃপাবলোকনে;
তবে অকিঞ্চন, পায় পরিত্রাণ, নিজ দুষ্কৃতি বন্ধনে ॥২৪৮৬॥

আলাইয়া—মধ্যমান।

ওমা কৃপণতা করো না মা এক্ষণে,
গুরোগুরো বাক্য শোন শিববাক্য সত্যজ্ঞানে, লয়েছি শরণ শ্রীচরণে,
আমি শুনেছি তোর পদ, সে নয় সামান্য পদ,
হয় কত ইন্দ্রপদ, ও পদ ধ্যানে।
আমার প্রার্থনা যে পদ, সে অতি সামান্য পদ,
নয় গো মা ব্রহ্মপদ, পদ আপদ নাই যে স্থানে ॥
আমি নিরন্তর ডাকি তুমি শোন না কাণে,
আছে শেষ কল্পে শিববাণী, মা নাই মা মনে জানি,
(ওগো জননি) যা থাকে অদৃষ্টে আমার,
করবো যত্নে আত্মশ্রাদ্ধ তিলকাঞ্চনে ॥২৪৮৭॥

ঝিঝিট—আড়া।

হে ভগবতি সতি, প্রজাপতি দুহিতে।
কোটি উড়ুপতি জিনি, শ্রীমুখের জ্যোতি,
গুণাতীত গুণবতী প্রধান শকতি।
ওমা আমি জড়মতি, কিবা জানি স্তুতি,
গতি হীন অকিঞ্চনে তুমি মাত্র গতি ॥২৪৮৮॥

টোরি—আড়া।

হের মা এ দীনে প্রসন্ন অধীন জনে,
তোমা বিনে, কে আছে তারিণী ত্রিভুবনে।
দুর্গে দুর্গতিনাশিনী অম্বে, জগদানন্দদায়িনী জননী জগদম্বে,
তনয়ে তার কৃপাবলম্বনে।
উমা ত্রিপুরহর জায়া, সুরেশ্বরী হরপ্রিয়া, অসীম তব মহিমা কে জানে
অমল কমলে, শশধর ভালে, গৌরী গিরীশ গৃহিণী গিরিবালে,
ভবভয় ভঞ্জনে, ত্রাহি অকিঞ্চনে ॥২৪৮৯॥

ভৈরবী—একতালা।

রিপুবশে, কুরনাভিলাষে গো, মুগ্ধ হয়েছে মন আমার।
হিতাহিত কিঞ্চিৎ না করয়ে বিচার॥
মত্ত করীবর যেন কুপথে ভ্রময়ে মন,
বিবেক অঙ্কুশ বিনে, উপায় নাহিক আর।
দুর্ম্মতি দুর্গতি হরা, তুমি ব্রহ্মময়ী তারা,
তব কৃপা কটাক্ষ কিরণে, নাশে অজ্ঞান আঁধার॥
কর যদি অকিঞ্চনে, করুণা করুণা-গুণে,
ঘোষে ত্রিভুবনে মা, অসীম মহিমা তোমার॥২৪৯০॥

ভৈরবী—আড়া।

ভৈরবী ভবভাবিনী।
ভারতী ভবানী ভবরাণী, ভবসীমন্তিনী, ভবেশী ভীষণ রূপিণী।
তামসী ভূভার হারিণী, ভবভগভঞ্জিনী, ভবানী ভবরাণী॥২৪৯১॥

যোগীয়া—একতালা।

অভয়ার অভয়পদ কর মন সার।
ভয় অভয় পেয়ে দূরে যাবে রে তোমার॥
অকর্ম্ম জনিত ভয়, যদি ভোগাধীন হয়,
ভয়হরা তারা নামে পাইবে নিস্তার।
ভ্রান্তিযুক্ত শ্রান্তি হয়ে, হেলায় হারালে দিন,
অধুনা বিহিত বচন, শুন রে আমার;
অচঞ্চল হয়ে চিন্ময়ী শক্তির ধ্যান কর রে,না হইও অকিঞ্চন বদ্ধ আর৯২

ভৈরবী—ঠেকা।

এই বলি চরণে তোমার। জঠর যন্ত্রণা আর দিবে কত বার।
মনের মতে হয়ে মত্ত, অপরাধ করিয়াছি কত,
নিকটে শমনাগত, ভরসা তোমার॥২৪৯৩॥

ভৈরবী—তিয়ট।

শুন হরদারা, কৃপা কর ত্বরা, পাপী তাপিকে পশুপালিকে গো।
নাহি পুণ্যবল, কি হইবে বল, হইয়ে বিকল, ভাবি কালিকে।
কামাদি ষট, তারা অতি শঠ, ঘটায় অঘট, রিপুনাশিকে।
করুণাময়ি ত্রাণ, দেহি পদে স্থান, তোষ এ সন্তান, জগদম্বিকে॥২৪৯৪

ভৈরবী—ঠেকা।

ভৈরবী ভববন্ধন বিনাশিনী। ভীমা ভগবতী ভবসীমন্তিনী ॥
ভবজায়া ভয়হরা বিশ্বের জননী, ভ্রূভঙ্গে ভয়হর ভয়ঙ্করী ভবানী ॥২৪১৫

ভৈরবী—আড়া।

কালী নাম অগ্নি লাগিল মম পাপ কাননে।
প্রবল হতেছে অতি রসনা পবনে ॥
কামাদি তরুবৃন্দ, দগ্ধ হলো পরস্পর,কুমতি কুরঙ্গী তারা বাঁচিবে কেমনে
অবশিষ্ট মায়া যত,হইয়া বিহঙ্গমত,পলাইতে শূন্যপথে আছে আরাধনে,
কালী নাম লইলে মুখে, উঠে যে শিখে,
অমনি হইবে ভস্ম মহিমা গুণে ॥২৪১৬॥

ইমন—আড়া।

কেমনে হব পার গো, এ ভব জলনিধি,
তোমার করুণা বিনে, তারিণী এবার।
বিবিধ পাপে অতি ভার মম কলেবর,
নিমগ্ন হয়েছি দুর্গে কর গো উদ্ধার।
অষ্টাঙ্গ যোগে সাধিয়ে, বিবেক নির্ম্মল হিয়ে,
হয় যার, সে কি আর তোমায় দিবে ভার।
অকৃতি নির্গুণ দীন, ক্রীয়াহীন অকিঞ্চন,
তার তারে তবে জানি মহিমা তোমার ॥২৪১৭॥

সিন্ধু—ঠেকা।

ভৈরবী—ঠুংরী।

ভয় কি রে ভ্রান্ত মন তুই দুর্গা দুর্গা বল।
অমরে অভয়দাত্রী হন্ত্রী দৈত্য বল ॥
শমনেরি বলহরা দুর্ব্বলেরি বল, শুনেছি দুর্লভ নামে চতুর্ব্বর্গ ফল।
প্রাণ ভরা নাম করে মরণ মঙ্গল ; প্রমাদ বিষাদ রে মন সতত চঞ্চল ॥
স্থির নহে দাবানল কর হে শীতল ॥২৪১৮॥

টৌড়ী—তেওরা।

রণে মত্তা দিগম্বরী, নাচিছে শবোপরি ; হিহি অট্টহাসে আমরি মরি।
এলোকেশী ভালে শশী, অসিধারিণী, রণমাঝে কে নাচিছে,
তাধিক তাধিক ধিক ধিক ধিক বাজিছে ভেরি ॥২৪১৯॥

কালাংড়া—ঢিমে তেতালা।

কেও গজেন্দ্রগামিনী বামা যোগেন্দ্রমোহিনী।
মগনা নগনা গলিত কুঞ্চিত কেশ-ধাইয়াছে ধরণী॥
রবি শশী দহন,জিনিয়ে ত্রিনয়ন,অট্ট অট্ট হাসে যেন,ঘনে সৌদামিনী।
কিঙ্কর নখর বালা, অরি ছিন্ন করি বালা,
কণ্ঠে পরে শিরমালা, এ কালকামিনী ॥২৫০০॥

দুর্গে দুর্গতি হারিণি তারিণি। অনুগত প্রণত ভকত হিত কারিণী।
চিন্ময়ী নিগুর্ণানন্ত গুণধারিণী।
অপার মহিমা, বেদাগমে তব নাহি সীমা,
আমি মূঢ় জ্ঞানহীন, তত্ত্ব কি জানি ;
মা স্বগুণে করুণা দানে, হইও গো চরমে, অকিঞ্চন চিত্তচারিণী২৫০১॥

ভৈরবী—তেতালা।

যদি বাঁচি রে মন,সংসার চিররোগে। সুবিচার মহৌষধি কর রে সেবন
ভস্ম কর অহঙ্কার, চূর্ণ কর মমতার, বিবেক রসেতে সাধুশীলে ঘর্ষণ।
অনুপান শুন বলি, জগতে তুমি হবে বলী,
গুরু নামাবলী আশু কররে লিখন ॥২৫০২॥

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

কি হবে উপায় তাই বল মা তারা।
ভবভয়, কাতর অতিশয়, বিষম বিষয় ফাঁদে,
মন রইল বদ্ধ, কি অন্ধ তত্ত্বপথ হারা।
জনম অবধি করিয়ে, তব পদ না আরাধিয়ে,
দিনগত কলেবর, পাপে হইল ত্বরা, ভরসা কেবল ভবদারা ॥২৫০৩॥

সোহিনী—কাওয়ালী।

কিবা নাচিছে, সিংহাসুরে রাণী।
লক্ষ্মী গজানন গুহ, সুচারু চারুকেশী,
ভালেতে ভানু শশী শোভিছে রণে নাচিছে॥
কোটি যোগিনী লয়ে, জিতারণ বেশা হয়ে, হাসিতে রজনী খেলিছে।
কত শতারুণোদয় ত্রিলোচনে, গাইছে নারদাদিগণেতে আর পূজিছে।
বিধাতা ধরয়ে তাল, ফু ফু করয়ে ব্যাল, বম্ বম্ বম্ গাল বাজিছে॥
ভৈরব কি ভীতিতে, ঈশ্বরে দয়া কর ভবেতে, এই নাচিছে ॥২৫০৪॥

বিভাস—একতালা।

জাগ জাগ কুলকুণ্ডলিনী।
চতুর্দ্দল যুতে, স্বয়ম্ভু সহিতে, নিদ্রিত কি রবে জননী॥
পদে পদে পৃথক মূর্ত্তি, সিতাসিত নানা জ্যোতি,
চাও গো ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী, জ্ঞাননেত্রাবলোকনে।
এসো গো শিরসি সরজোপরে, বিরাজ কর গো শ্রীনাথ উরে,
থাক গো আনন্দা আনন্দ ভরে, সদা সিন্ধু-রসপায়িনী॥২৫০৫॥

আলাইয়া—চৌতাল।

শিব শম্ভু সদানন্দ শূলপাণী সর্ব্বেশ্বর।
ব্যোমকেশ বৈদ্যনাথ, বৃষভবাহন বক্রেশ্বর॥
বামদেব বহু নারদ বাসনা প্রিয় বিশ্বেশ্বর ভবভয়ভঞ্জন।
ভক্তবৎসল দীননাথ দুঃখমোচন, দক্ষদলন দিগম্বর॥
পরমযোগী পরমাত্মা পশুপতি পরশুকর, গিরিজাপতি গঙ্গাধর॥
গিরিশচন্দ্র গোপেশ্বর,আদিনাথ অম্বুজাক্ষ,আশুতোষ ভুবনেশ্বর॥২৫০৬

বেলাওল আলাইয়া—হরি।

ওরে মন নীলবরণী চরণ কেন ভাব না।
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমেতে ধারণা,
মিছা জন্ম দেহ ভেবে দেখ না॥
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে, মণিপুরে সাধ ধ্যানে, অনাহতে বিশুদ্ধে বিলম্ব;
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ দেখ না, কুণ্ডলিনী কালী কালে মিশায় না॥
ঈড়া সুষুম্না পিঙ্গলা, যোগপথ করি আলা,
আছে মন আমারো কেন পাইতেছ জ্বালা;
নিরবধি তাহে কেন-লুকাইয়ে থাক না,
কালে কোন কোন খুজে পাবে না।
ইহা বই আরো নাহি, যোগপথের উপায় এহি,
ভাব পরাৎপর সেই কালী ব্রহ্মময়ী;
থাকিলে প্রবৃত্তি ভাবে নিবৃত্তি হবে না,
রামচন্দ্র স্থির হৈলে ফের আশা হবে না॥২৫০৭॥

আসোয়ারি টৌড়ী—তালহরি।

কেরে হর উরসি।
শ্যামা মনোরমা গুণধামা, হাসিছে ভাসিছে সুধারাশি॥
নবজলধর-আভা,মুনি মনোশোভা; পদযুগে শোভে ভানু শশী॥২৫০৮॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

অজ্ঞান ভাবেতে দিন তো গেল বহিয়ে, মা চরমে কি হবে শিবে।
মানস তামস অতি কুরসাভিলাষে কৃতি, না চিন্তয়ে জনম মরণ দেখিয়ে,
নিয়ত অবিদ্যা বশ, পরনিন্দা পরিহাস,
অকিঞ্চনে ত্রাহি দুর্গে জ্ঞানদা হইয়ে ॥২৫০৯॥

বেহাগ—আড়া।

কি কর দরশন! (রাজরাজেশ্বরী)!
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে শশী সুশোভনন॥
কমলজ কমলাক্ষ, রুদ্র ঈশ বিরূপাক্ষ,
পঞ্চ-প্রেত-নিরমিত বসিবার সিংহাসন॥
শোভা করে চারি করে, পাশাঙ্কুশ ধনুশরে,
প্রতি অঙ্গে প্রভা করে বিবিধ ভূষণ।
সৃজন পালন লয়, রাজকার্য্য এই হয়,
প্রজাপতি প্রজা, তবু ভিখারী শিবের ধন ॥২৫১০॥

বাহার—যৎ।

ভুবনেশ্বরী মা রূপে নাই সীমা।
রক্তবর্ণা পদ্মাসন, ত্রিলোচনী সুভূষণা,
প্রভাকরে উত্তমাঙ্গে অর্দ্ধভাগ চন্দ্রমা॥
পাশাঙ্কুশ বরাভয় চারি করে শোভয়,
মণিময় অলঙ্কার, নাহি তার উপমা।
মহাবিদ্যা আরাধিতে, সদাশিব সমাধিতে,
করতল ইষ্ট-সিদ্ধি, অষ্টসিদ্ধি অনিমা ॥২৫১১॥

পরজ—একতালা।

একা কে কাকের ধ্বজরথ আরোহিণী;
ধূমাবতী ভগবতী ধূমা বরণী।
বিষ খাইতে নাহি কুলায়, বামা করে করি কুলায়,
হেলায়ে দক্ষিণ কর, হেলায়ে সুবিস্তার বদনী।
জীর্ণ শীর্ণবপুঃ অবয়বা, বৃদ্ধ বিধবা কতই বয়ঃ বা,
পবন হিল্লোলে স্তনদ্বয় দোলে, জগত জননী॥
অন্নদায় এ যে দেখি অন্নদায়, মৃত্যুঞ্জয় জায়া বৈধব্য দশায়,
পাগল হল শিব (এই) অভিপ্রায়, গৃহিণী পাগলিনী ॥২৫১২॥

ভৈরবী—ঠুংরী।

হৃদি পদ্মাসনে কেরে মা ভৈরবী।
চতুর্ভুজা অক্ষ পুথি মালাবর মা ভৈরবী।
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, মুণ্ডমালা সুভূষণা,
ভালে খণ্ডশশী প্রতিপদে প্রভাকর রবি।
মনে মনে মনোযোগ, করি এই মনোযোগ,
যদি হয় যোগাযোগ শিব হয়ে পদে রবি ॥২৫১৩॥

গুজ্জরি—তেওতা।

কাল ভয়বারিণী, কপালিনী কালরূপিণী, কালকামিনী।
শম্ভু ভামিনী, শুম্ভঘাতিনী, সমরবাসিনী সুরবন্দিনী।
স্মর-হর-মন-মোহ-কারিণী ; সত্যবাদিনী এ।
তত্বদায়িণী ত্রাসনাশিনী, ত্রাণকারিণী তিমিরবরণী,
ত্রিগুণধারিণী ত্রিদেব জননী, এলোকেশী তেজরূপিণী।
অন্নদায়িনী অমরপালিনী, অসুরদলনী আদিকারিণী,
আশুতোষ হৃদিবিলাসিনী, আত্মরূপিণী এ ॥২৫১৪॥

খাম্বাজ—একতালা।

তোর কি শমনে ভয় মা যার শ্যামা।
শ্রীহরেন্দ্র ভুপে কয়, ভবে কি আর আছে ভয়,
অন্তে যাব তাঁর ধামে বাজাইয়ে দামা ॥২৫১৫॥

পরজ—আড়াঠেকা।

তাই তারা তোমায় ডাকি।
পাছে শিববাক্য মিথ্যা হয়, শেষে দেও মা ফাঁকি।
তন্ত্রেতে শিবের উক্তি, তারা নাম নিলে মুক্তি,
তারিণী ব্রাহ্মণী বাণী, শুন ওগো ও ভবানী,
অন্তকালে ও রাঙ্গা চরণ যেন দেখি ॥২৫১৬॥

মূলতান—একতালা।

কালী বল মন আমার, ভয়ানক ভব নদী নির্ভয়ে যদি হবে পার।
সামান্য সরিতে নরে, না চেপে তরণী পরে,
পার না হইতে পারে, দেখ প্রমাণ তার।

সে নদী সামান্য নয়, নৌকা নাই নিরাশ্রয়,
পাছে কোন বিঘ্ন হয়, কর প্রতিকার ॥
কাল-কুমীর আছে কূলে, গেলে জোরে ধরে গেলে,
কার শক্তি কে যাবে জলে, কে হইবে পার।
দয়াময়ীর দয়া যারে, সেই জন যেতে পারে,
পদতরী দেন তারে, কালী হয়ে কর্ণধার ॥
শয়নে স্বপনে, কালী জাগে যার মনে, কি চিন্তা মরণে, শিববাক্য সার
দ্বিজাধম প্যারী বলে মা আমার আসন্ন কালে,
জিহ্বা যেন বিল্বমূলে কালী বলে অনিবার ॥২৫১৭॥

ললিত—একতালা।
আনন্দময়ী হয়ে গো আমায় নিরানন্দ করো না।
ডুটি অভয় চরণ বিনা আমার মন অন্য কিছু জানে না ॥
ভবানী ভাবিয়ে, ভবে যাব চলে, এই ছিল মনে বাসনা,
ভবের মাঝারে ডুবালি আমারে, স্বপনেও ইহা জানি না।
আমি অহর্নিশি, দুর্গানামে ভাসি, তবু দুঃখরাশি গেল না।
আমি যদি মরি ও হরসুন্দরী, দুর্গানাম কেহ লবে না ॥২৫১৮॥

টৌরী—আড়া।
মন নয়ন অন্তরে সদাই লুকাও গো।
ভাবিলে না পাই দেখা এই কি সম্ভবে গো ॥
দেখিতে যতন করি, তোমার ভুলে অন্যে হেরি,
থাকিয়ে অন্তরে শ্যামা কর গো চাতুরি;
তুমিতো বিষম মেয়ে কে তোমারে জানে গো ॥
যেন সূর্য্য প্রতিবিম্ব, প্রকাশয়ে যথা অম্বু,
অন্যথা অদৃষ্ট বস্তু দেখা নাহি যায়;
রামচন্দ্রে দর্পণেতে দেখাও রাঙ্গাপদ গো ॥২৫১৯॥

খট ভৈরবী—যৎ।
এখনো কি ব্রহ্মময়ী হয় নাই মা তোর মনের মত,
অকৃতি সন্তানের প্রতি যন্ত্রণা আর দিবি কত।
জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি, মসিল দিয়ে তশীল করিলি,
হিসাব কোরে দেখ দেখি মা, আমার দুঃখের বাকি কত।
ভুলাইয়ে ভবে আনলি, বিষয় বিষ খাওয়াইলি,
বিষের জ্বালায় সদা জ্বলি, দুর্গা বলে ডাকব কত ॥২৫২০॥

কেদারা—ধামাল।

রতন গৃহে কেরে রতন সিংহাসনোপরে, ষোড়শী সুরেশী শিবানী;
পীতাম্বরা পীতবর্ণা, যার না সে রূপ বর্ণা,
স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা বালা চন্দ্র ভালিনী।
কে রে দনুজ রসনা ধরি, মুদ্গরের ঊর্দ্ধ করি,
রবিশশী অনল সে ভীত ত্রিনয়নী॥
তবার্চ্চনা করে দুঃখ বিমোচন শিবের,
অভীষ্ট সিদ্ধি অচিরে প্রদায়িনী॥২৫২১॥

হাম্বির—একতালা।

কালীপদ পঙ্কজে মতি যার, ভব ঘোরে সে ঘোরে না আর।
তার মনের মলা বিনাশেন বিমলা, অন্তরে থাকে না অজ্ঞান অন্ধকার
রণে রাজদ্বারে, শ্মশানে মশানে শূন্যাগারে,
শূন্যমার্গে হুতাশনে, অস্ত্রাঘাতে উল্কাপাতে,
বিষপানে, বিষস্ত্রী গমনে, বিঘ্ন নাইকো তার।
হস্তী দন্তে শৃঙ্গী শৃঙ্গে নখী নখে, নদী নদে হ্রদে শৈলে সমুদ্রকে,
রাক্ষসে কি খগে, পিশাচে পন্নগে, প্যারী বলে সে পায় পারাবার॥

মুলতান—আড়া।

মদন-মথন মনোহারিণী, অতসী কুসুমসম সুবর্ণ বরণী;
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত, করীকরে বেষ্টিত,
রতন ঘটে অমৃত, অভিষেকে শিবানী;
শোভে চারি করবরে, পদ্মদ্বয়ে অভয় বরে,
পাদপদ্ম পদ্মোপরে, পদ্মসদ্ম বিহারিণী॥২৫২৩॥

মধুকানের—সুর।

এই বেলা মন নেরে ডেকে নীলাব্জবরণী মাকে;
নিলাম নিলাম কচ্ছে শমন, কখন নেবে নিলাম ডেকে॥
কাল নিলে নিলামে ডেকে, কার শক্তি কে রাখবে ডেকে,
লয়ে যাবে ডাকে ডাকে, তখন আর কি হবে ডেকে।
জ্ঞাতি বন্ধুগণে ডেকে, কায়াটা কাপড়ে ঢেকে,
কাঁদবে সবে ডেকে, সাড়া কেউ পাবে না ডেকে।
চুল পেকেছে দাঁত পড়েছে, পরমায়ুর মেয়াদ গিয়েছে,
পরোয়ানা দেখ এসেছে, অতএব বলি তোকে॥২৫২৪॥

রামপ্রসাদী—সুর।

আর কত কাল ভুগ্‌বো কালী, হয়ে আমি কূয়োর ঘড়া।
এই ভবকূপে কোনরূপে, নিবৃত্তি নাই ওঠা পড়া॥
আশীলক্ষ পাটে ঠেকে সর্ব্বাঙ্গে পড়েছে কড়া।
আবার গলায় কশা, শক্ত ফাঁসা, মায়ামোহ দড়ী দড়া॥
যুগে যুগে মলেম ভুগে, কিছুতে নাই নড়া চড়া।
শীতে কাঁপি জলে ভিজি রোদেতে হই বেগুণ পোড়া॥
রোগে-ছিদ্রতে, কাল নিদ্রাতে, যখন থাকি হয়ে খোঁড়া।
জীবাত্মা কাঁসারি বেটা, অমনি এসে দেয় মা জোড়া॥
কি অপরাধ করেছি মা, এত কেন শাস্তি কড়া।
কবি কয় তোর পায় পড়ি, আর করো না ফড়াছেড়া॥২৫২৫॥

জঙ্গলা—একতালা।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি, আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালী নাম মহামন্ত্র, আত্মশির শিখায় বেঁধেছি,
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি,
কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি,
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে, দেখাব তাই ভেবে আছি,
দেহের মধ্যে ছ জন কুজন, তাদের ঘরে দূর করেছি,
রামপ্রসাদ বলে, যাত্রা করে বসে আছি॥২৫২৬॥

মল্লার—একতালা।

কে ও রমণী নীরদ বরণী, স্মরহর হৃদে সমরে নাচিছে॥
চরণ তরুণ অরুণ কিরণ, নখরে নলিনী প্রকাশ হতেছে।
শ্রীচরণ গুণে, ত্রিতাল ত্রিগুণে, সুধীরে মধুর নূপুর বাজিছে।
শুনিয়ে সে ধ্বনি, কনক কিঙ্কিনী, ছলে সুরশ্রেণী শরণ লইছে।
নাভি সরোবর সলিল আশয়, ত্রিবলীত্র ছলে করিকর ধায়,
কুচ কুম্ভবর বিশ্বমূলাধার, যাঁর পয়োধর ব্রহ্মাদি যাচে।
নরশির হার গলে সুশোভন, বরাভয় অসি শ্রীকরে ধারণ,
করাল বদন করি দরশন, দেব হৃষ্ট মন, দানব কাঁপিছে।
হেরি বামার বাম ঊরু, জিনি রাম রম্ভা তরু, কাজে করি লাজে লুকায়েছে
কটিতট হেরি, সুচারু কেশরী, চির বনচারী বিধি করেছে।
সুচারু চাঁচর চিকুর কান্তি, চাহিতে চাতক জলদ ভ্রান্তি,
এ রণ শ্রান্তি, কর মা শান্তি, শ্রীশ মানস, আসম আছে॥২৫২৭॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

শ্যামাঙ্গভঙ্গী, সুরঙ্গিমা দরশনে, মাতঙ্গী নব-ষোড়শী রত্ন-পদ্মাসনে;
রক্ত অম্বর পরা,গলিত সুচারি করা,পাশ অঙ্কুশ ধরা,চর্ম্ম খড়্গোর সনে।
অর্দ্ধ শশী ভালিনী, সুবিশাল ত্রিলোচনী,
কাল ব্যালিনী জিনি বেণী বিশেষণে;—
সকলগুণ সাধিকে, অমর আরাধিকে,
ত্রাহি অপরাধিকে, শিবতত্ত্ব উপাসনে॥২৫২৮॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে, অনন্ত যাঁহারি অন্ত না পায় ধ্যানে॥
বাঙ্মন অগোচর, নিরূপণ নাহি যার,
বোধে না হয় প্রবেশ কেবল অনুমানে।
মা কি তব বিচিত্র মায়া, যার বশে মহামায়া,
পখাদি কীট পতঙ্গ মা ভ্রমে অচেতনে।
সুরাসুর কিন্নর, গন্ধর্ব্ব অপ্সর নর, মায়ায় মুগ্ধ চরাচর কেবা সচেতনে।
আগম স্মৃতি বেদান্ত, সে মর্ম্ম জানিতে ভ্রান্ত,
অচিন্ত্য পরমতত্ত্ব অব্যক্ত ভুবনে।
চিন্ময়ী হয়ে প্রসন্ন, শ্রীশে দে মা চৈতন্য,
যেন মন মগন সদা থাকে শ্রীচরণে॥২৫২৯॥

খট ভৈরবী—যৎ।

নির্ব্বাণ গেরাবু খেলায় গির্ব্বাণী দেখি সংশয়।
শত্রু সঙ্গে বসে আজি হই বুঝি মা পরাজয়॥
যুগে যুগে তাস ভেসে, খেল্‌তে হয় মা দশা দোষে,
বদরং ঘুরে এসে, পাপ-পঞ্জা ছক্কা হয়।
ভক্তি হন্দর হাতে এলে, পাছে বাজি জিতি বলে,
হাতের পিট দেয় ফেলে, সাধ করে সাত তুরূপ কয়॥
দেখালে বিবেক-বিন্তি, বলে কি জন্মেছে ভ্রান্তি,
খেলাতে না দেখে শান্তি, ভবানী পেয়েছি ভয়।
চিত্তশুদ্ধি রঙ্গের কেরাই, যোগে যাগে যদি ফেরাই,
বাসনা পঞ্চাশ হেঁকে, হাতের পাঁচ কেড়ে লয়,
মন ছিল যে রঙ্গের গোলাম, সে হলো বিপক্ষ গোলাম,
দেখে শুনে হাবা হলাম, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
প্যারী কয় তোর কৃপাবলে, তত্ত্বজ্ঞান রং পেলে,
ডঙ্কা মেরে যাই মা চলে, রিপুদলে করে জয়॥২৫৩০॥

প্রসাদি সুর—একতালা।

রসনায় কালী কালী বল, আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে॥
সুরাপান করি নেরে, সুধা খাইরে কুতূহলে,
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ মাতালে মাতাল বলে;
খালি মদ খেলেই কি হয়, লোকে কেবল মাতাল বলে,
যা আছে কর্ম্ম, কে জানে মর্ম্ম, জানে কেবল সেই পাগলে।
দেখা দেখি সাধয়ে যোগ, নিজে কান্না বাড়য়ে রোগ,
ও রে মিছে মিছি কর্ম্মভোগ, গুরু বিনে প্রসাদ বলে॥২৫৩১॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি, আমি তোমা বিনা নাহি খেলি।
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাম্পাকলি ধুলাধূলি
আমি কালীর নামে মারব বাড়ি, ভাঙ্গব যমের মাথার খুলি,
ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি, তাইতে পাগল ভুলে গেলি,
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙ্গলি, গলে দিলি কাঁথা ঝুলি॥২৫৩২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী।
শিব ধন্য, কাশী ধন্য, ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী॥
ভাগীরথী বিরাজিত হয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি,
উত্তর বাহিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশি॥
শিবের ত্রিশূলে কাশী, বেষ্টীত বরুণা আসি,
তম্মধ্যে মরিলে জীব শিবের শরীরে মিশি॥
কি মহিমা অন্নপূর্ণার, কেউ থাকে না উপবাসী
ও মা রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার চরণ ধূলার অভিলাষী॥২৫৩৩॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা হওয়া কি মুখের কথা, (কেবল প্রসব কল্লে হয় না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥
দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা,
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না, এল পুত্র গেল কোথা,
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, বলে সারে পিতা মাতা,
দেখ কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয়না ব্যথা।
দীন রামপ্রসাদে বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধর মা জগন্মাতা॥২৫৩৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী সব ঘুচালে লেটা।
আগম নিগম শিবের বচন, মান কি না মানবি সেটা॥
শ্মশান পেলে ভালবাস মা, তুচ্ছ কর মণি কোটা।
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচল না আর সিদ্ধি ঘোঁটা॥
যে জন তোমায় ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার কুলের ছটা,
তার কটীতে কৌপীন মেলে না, গায় ছাই আর মাথায় জটা;
ভূতলে আনিয়ে মা গো, করলে আমায় লোহা পিটা।
আমি তবু কালী বলে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা॥
জাকলা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা,
এবে মায় পোয়ে এমন ব্যবহার, ইহার মর্ম বুঝবে কেটা॥২৫৩৫॥

টোরি—কাওয়ালী।

কিবে রূপ জগত-মোহিনী।
জগদম্বে প্রপন্ন-যমভয়-বারণ-কারণ, কারণ হরে মহিষ মর্দ্দিনী॥
সৌদামিনী জিনি উজ্জ্বল বরণী, বদনে ঝলকে কত বেসর মণি,
বিবিধ আয়ুধ করে, পদভরে কাঁপিছে ধরণী।
(এ মা) একরূপে কত গুণ প্রকাশ করেছ তারা, মহেশ মনোহরা,
রিপুগণ ত্রাস করা, সুরভয় ভঞ্জিনী, সাধকজন-মন-উন্মাদিনী।
অনন্ত মহিমা বেদে শুনি কহে অকিঞ্চন,
তৃণ মহিষ নাশিতে এত আড়ম্বর কেন,
কটাক্ষেতে বিশ্ব লয় হয় গো তারিণী॥২৫৩৬॥

বেহাগ—একতালা।

কেরে বামা বারিদবরণী, তরুণী, ভালে ধরেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুরূপ নাহি স্বরূপ,
মদন নিধন করণ কারণ, চরণ শরণ লয়॥
বামা হাসিছে ভাসিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে বিপক্ষ নাশিছে, প্রাণিছে বারণ হয়।
বামা টলিছে, চলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়॥
কেরে ললিত রসনা, বিকট দশনা, করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়॥২৫৩৭॥

প্রাসদী সুর—একতালা।

কালী এরূপে আর গত হবে কত কাল।
কি সকাল কি বিকাল, সেত নাহি মানে কালাকাল;
কালদণ্ডে নিয়ে কাল, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে চিরকাল॥
জননী জঠরে ছিলেম যতকাল,
আশা ছিল ভবে এসে, সাধনে কাটাব কাল,
প্রতিবাদী হলো তাহে রিপুকাল, অজ্ঞানে বিফলে গেল বাল্যকাল।
গেল যুবাকাল যুবতী সঙ্গে, কাল কাটালেম রস রঙ্গে,
জড়ায়ে পীড়াতে গেল বৃদ্ধকাল॥২৫৩৮॥

জংলা—একতালা।

মন যদি মোর ভুলে, তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।
এ দেহ আপনার নয় রিপু সঙ্গে টলে (চলে)
আনরে ভোলা জপের মালা ভাসাই গঙ্গাজলে॥
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে;
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি থাট কি আছে কপালে॥২৫৩৯॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

এই সংসার ধোঁকার টাটি; ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি।
ও রে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটি,
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটী॥
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটী;
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলেম মাটী,
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি।
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী,
আগে ইচ্ছা সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটী,
ও মা যা ইচ্ছা তাই কর মা, তুমি গো পাষাণের বেটী॥২৫৪০॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

সকলের প্রাণ তুমি বেদাগমে শুনি, তবে কেন মত ভেদ হও গো জননি
কেহ হয় ধনেতে রত, কেহ নারীর অনুগত,
কেহ হিংসাপরায়ণ, কেহ তত্ত্বজ্ঞানী॥
সর্ব্ব স্বরূপিণী তারা, সর্ব্বে সর্ব্ব রুচি করা,
সর্ব্বভাবে ব্রহ্মসারা, দুলালের বাণি॥২৫৪১॥

পূরবী—একতালা।

ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে
সে যে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে, কালী কথা বিনা না শুনে কানে,
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে, যা করেন কালী ভাবে সে মনে ॥
যে জন কালীর চরণ করেছে স্থূল, সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সে কুল, বল সে মূল হারাবে কেমনে ॥
রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জানে, লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে,
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে, কালী নামামৃত পীযুষ পানে ॥২৫৪২॥

কেদারা—ঢিমে তেতালা।

দুর্গে দুর্গতি নাশিনী, দুস্তারে নিস্তার তারা দনুজ দলদলনী ॥
দয়াময়ী দুঃখ হরা, দাক্ষায়ণী ভবদারা,
দুস্তারে নিস্তার তারা, দুরূহ দূরকারিণী।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে, দুর্গে গো দহিছে হিয়ে,
দয়া কর ভবপ্রিয়ে ধূর্জ্জটি মনোহারিণী।
দ্বেষাদ্বেষ ছয় জনে, এ দাসে ছয়দিকে টানে,
দাক্ষীর্য্য গাম্ভীর্য্য হীনে, দুর্গে গো কম্পিত প্রাণী।
কহে দীন খগপতি, কি হবে দীনের গতি,
দীনতারিণী দেও সুমতি, দরিদ্র দুঃখহারিণী ॥২৫৪৩॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

কালী-কল্পতরু-মূলে মন পাখী করবে বাসা।
ঘুচিবে ভব পিপাসা, রবে না আর যাওয়া আসা ॥
ক্ষুদ্র উদরেরি তরে, উড়িতেছে শূন্য ভরে,
আধার আধার করে, না পূরে প্রত্যাশা।
এখন উপায় কর, কালী পাদ সার কর,
স্মর সেই মুরহর, সফল হইবে আশা ॥২৫৪৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

এই সংসার সুখের কুটি;
যার যেমন মন তেমনি ধন, মনের কররে পরিপাটি।
ও হে মন অল্প জ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি ॥
ও রে শিবের ভাবে ভাব না কেন, শ্যামা মায়ের চরণ দুটী,
জনকরাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিল না ত্রুটি;
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেতে পেত দুধের বাটী ॥২৫৪৫॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা; আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা;
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা বৃথা॥
তুমি না করিলে দয়া, যাব মা বিমাতা যথা,
যখন বিমাতা আমায় কোলে লবে, দেখা নাই আর হেথা সেথা।
প্রসাদ বলে এই কথা বেদাগমে আছে গাঁথা;
ও মা যে জন তোমার নাম করে, তার হাড় মালা আর ঝুলি কাঁথা॥২৫৪৬॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

যে হয় পাষাণের মেয়ে, তার হৃদে কি দয়া থাকে।
দয়াহীন না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে॥
দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাই মা তোমাতে,
গলে পর মুণ্ডমালা, পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা মা বলে থাকি, শুনেও ত মা শুন নাকি,
সবাই এমনি লাথি খেকো, তবু দুর্গা বলে ডাকে॥২৫৪৭॥

বসন্ত বাহার—ঢিমে তেতালা।

আমরি সুন্দরী ভুবনমোহিনী;
কিবা রূপ অপরূপ শ্বেত সরোজবাসিনী, শ্বেত বরণী বীণাপাণি
রূপের তুলনা ভবে নাই আর, যাকে অতুল্য শোভা করে,
অমূল্য মণিহারে, মুনির মনোহারী মনো হরের মনোহারিণী।
বেদ প্রকাশিনী বাণী বরদে বাক্য বাদিনী, জয়দে জননী জগবন্দিনী
তুমি সুখদা মোক্ষদা সংসারের সার,
কুরু কটাক্ষ নারায়নি কালভয় নিবারিণী,
এ দ্বিজ ব্রজমোহনের রসনা উল্লাসিনী॥২৫৪৮॥

বেহাগ—ঢিমে তেতালা।

ভুবন ভুলালেরে কার কামিনী ঐ রমণী;
বামার করে করাল শোভিছে, ভালে করবাল যেন দামিনী।
সজল জলদ শোণিত অঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে তাল বিভঙ্গেরে;
মায়ের শিরে শিশু-শশী ষোড়শী রূপসী, শশীমুখি কাশীবাসিনী॥
অট্ট অট্ট অট্ট হাসিছেরে, নাশিছে দনুজ মাভৈ ভাসিছেরে,
শ্রীহরেন্দ্র কহিছে, হৃদি প্রকাশিছে, তব রূপে ভবজননী॥২৫৪৯॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা! আমি কি আটাসে ছেলে? আমি ভয় করি না চোক রাঙ্গালে;
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদকমলে॥
আমার বিষয় চাহিতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে;
আমি শিবের দলিল সৈমোহর, রেখেছি হৃদয়ে তুলে,
এবার করব নালিশ বাপের আগে ডিক্রী লব এক সওয়ালে।
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে,
তখন শান্ত হব ক্ষান্ত করে, আমায় যখন করবি কোলে॥২৫৫০॥

ভৈরবী—ঠেকা।

কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে,অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে।
উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব॥
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে।
জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে, পরমাত্মা আত্মতত্ত্বে,
তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে।
শীতল হইবে প্রাণ, আপনে পাইব প্রাণ,
সমান উদান ব্যান, ঐক্য হবে সংযমনে।
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় তঞ্চ,
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে।
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে।
করি শিবা শিবযোগ, বিনাশিবে ভব রোগ,
দূরে যাবে অন্ত ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার সনে।
মূলাধারে বরাননে, ষড়দল লয়ে জীবনে,
মণিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে।
কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমা দে হরি নিস্তার,
পার হবে ব্রহ্মদ্বার, শিবশক্তি আরাধনে॥২৫৫১॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এ মেয়ে সমরে এলো কে, হবে ত্রিলোক পালিকে।
মরি কিবা আভা,কোটিচন্দ্র প্রভা,মুনির মনোলোভা, নবীন বালিকে॥
মরি হায় কি রূপসী বয়সে ষোড়শী; বিগলিত কেশী; মন্দ মন্দ ভাসি;
তাহে অট্টহাসি, প্রকাশিত শশী, করে ধরে অসি অসুর বিনাশিকে॥
মায়ের চরণ কমলে কত মধুকরে, গুন্ গুন্ স্বরে মধুপান করে;
বলে রামকুমার দেখরে শ্যামারে,নাচে ভবোপরে ভব আরাধিকে॥২৫৫২

টৌরি—আড়া।

মৃগরাজোপরে কেরে বিহরে, বামা বিবিধ আয়ুধ ধরে অরি প্রাণ হরে।
নবীনা হেমবরণী, ত্রিগুণ-তারিণী ত্রিনয়নী,
কোটি রবি শশী শোভে চরণ-নখরে ॥২৫৫৩॥

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

এ নারীকে নারি চিনিতে, কার বনিতে।
শিরশ্ছেদ স্বয়ং করি, ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী, রক্তবর্ণা নগনা মগনা শোণিতে
পদ্ম মধ্যে কর্ণিকার, কিবা সাধ্য বর্ণিবার,
তিনগুণে শোভিত ত্রিকোণ বহ্নিতে।
কণ্ঠোত্থিত রুধির ত্রিধার,
তার একধার ধরে নিজ অধরে, কি মাধুরী জানিতে॥
আরোহণ শবোপর, রুধির পানে তৎপর,
দুই ধার পিয়ে পাশে দ্বিযোগিনীতে॥
বিপরীত সুরতে সুরত রতি পতি, তদুপরি মূরতি কৃপাহি পাণিতে।
ছিন্নমুণ্ড করতলে, অস্থি মুণ্ডমালা গলে, সুশোভিত যজ্ঞ উপবীত ফণীতে,
কলানাথ ফলিত কপালমালে দিনমণিতে॥
আধকলা চন্দ্রাননে কি শোভিত,
তন্ত্রে তুমি স্বতঃসিদ্ধি, শিবে দে মা ইষ্টসিদ্ধি,
অন্তে যেন যায় প্রাণ সুরধুনীতে ॥২৫৫৪॥

গারা ভৈরবী—যৎ।

তীর্থবাসী হওয়া মিছে, তীর্থবাসী হওয়া মিছে।
শ্যামাচরণ বিনয়ে মন কোন্ তীর্থ কোথায় আছে?
শুনেছিরে লোকে বলে, অযোধ্যা নগরে গেলে,
দেখিলে সে রামলীলে, সকল পাপ ঘুচে;
পুন মুনি লিখেন বেদে, সেই রাম পড়ে বিপদে,
দিয়ে রক্তজবা কালীপদে, তবে তো রাবণ বধেছে।
দ্বারকা মথুরাপুরী, শ্রীবৃন্দাবন আদি করি,
কৃষ্ণ যথা লীলাকারী, লীলা করেছে।
সেই কৃষ্ণের জন্ম যখন, কংস রাজা বধে জীবন,
মায়ারূপা হ'য়ে তখন কৃষ্ণের জীবন বাঁচায়েছে।
শিবের কৃত কাশীক্ষেত্র, সকল তীর্থের সার তীর্থ,
যে দেখেছে সেই তীর্থ, মুক্তি পেয়েছে।
শম্ভুভাবে দিবানিশি, যার কৃত সেই কাশী,
আপনি হয়ে শ্মশানবাসী, শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে ॥২৫৫৫॥

বাহার—যৎ।

মহারাজ! কে কাল কামিনী সমরে, শবোপরে না দেখি এমন কাল,
শোণিতাক্ত অঙ্গ কাল, যেন কাদম্বিনী কাল, তড়িত ঘেরে॥ (মায়ের)
রক্তাবৃত পদকর, রক্তাবৃত কলেবর, রক্তোথিত মুণ্ডমালিকে, মা;
নয়নে আরক্ত শোভা লোলিত আরক্ত জিহ্বা,
চন্দনাক্ত রক্তজবা, চরণোপরে। (মায়ের)
প্রচণ্ড কৃপাণ করে, করে মুণ্ড অভয় ধরে, করে খণ্ড অসুর মরে, মা;
গ্রাসে গজ-রথীদল, গ্রাসে রথীমহাবল,
ত্রাসে ক্ষিতি রসাতল, চরণভরে॥ (মায়ের)
নীলকণ্ঠ পরে ধরা, শিরে সুরধুনী ধরা, তৎপদ হৃদয়ে ধরা তার, মা;
হলধর হেরে অশান্ত, ঘুচাও কালী মনের ভ্রান্ত,
হয় যেন মা জীবনান্ত, ও পদ হেরে॥ (মায়ের)২৫৫৬॥

মল্লার—কাওয়ালী।

করালবদনী, কালী কপালিনী
কালীকে করুণা করিতে, কেন কৃপণতা কর সুতে।
জগত-জননী জগদীশ্বরী মা কর, যতেক জীবের জীবন রূপে বিহরে
অখিল ভুবনে যত চরাচর সুর নর,
কে জানে মহিমা তব, তুমি সব, সব তোমাতে॥
দনুজদলনী দয়াময়ী দাক্ষায়ণী
অশরণ জনের শরণ পরমেশ্বর মোহিনী, হেম ভূধর দুহিতে।
চতুরানন পঞ্চানন গুণ গায়;
ঈষৎ তব মায়ায় শচীপতি হয় যার, দশশত বদন প্রণত যার পায়,
কি ভয় তোমার দ্বিজ রামশঙ্করে হেরিতে॥২৫৫৭॥

পারা ভৈরবী—যৎ।

নেংটা মায়ের এত আদর, জটে বেটা তো বাড়ালে।
নহিলে কেন ডাকিতে হবে, দিবানিশি মা মা ব'লে॥
শ্রীরাম জগতের গুরু, জটে বেটা তাঁর গুরু,
আপনি বেটা বুঝলে নাকো, রইল শ্যামার চরণতলে॥২৫৫৭॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

দুর্গতিনাশিনী দুর্গে করুণা কর না, সহে না সহে না আর সহে না যাতনা
দুঃখে দুঃখে হলেম সারা, আর কত দুঃখ দিবে তারা,
কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাতে, ভুবনে বারেক হের মা॥২৫৫৮॥

গারা ভৈরবী—যৎ।

কপালে যা আছে কালি তাই যদি হবে,
শ্রীদুর্গা, জয়দুর্গা বলে, কেন ডাকা তবে।
ললাটে লিখেছে বিধি, তাই বলবান যদি,
শিব তবে সত্যবাদী, কেমনে সম্ভবে ॥২৫৫৯॥

সোহিনী বাহার—জলদ তেতালা।

নিস্তার তারিণী তারা ভবেরি বন্ধন।
স্নেহ-মেঘে অন্ধকার হেরি সর্ব্বক্ষণ ॥
মায়া-বিন্দু বরিষণে, ওষ্ঠাগত হয় প্রাণে,
কৃতান্তের পরশনে, কুম্ভীর যেমন।
বিপ্রদাস এই ত্রাসে, পড়েছে চরণ আশে,
যেন পাই অবশেষে, ও রাঙ্গাচরণ ॥২৫৬০॥

ভৈরবী—ঠেকা।

এই সময় তারিণী তোমায় নিবেদন করে রাখি (গো মা)।
অকৃতি অধম দে'খে, অন্তিমে দিও না ফাকি ॥
তাতে না থাকিলে জ্ঞান, পাছে হই মা অপমান;
কণ্ঠগত হবে প্রাণ, যখন তখন বলে ডাকি ॥২৫৬১॥

দেশমল্লার—আড়া।

চরমে পরমপদ পাইবে কি কর আশা?
তত্ত্বজ্ঞান পরিহরি মদমত্তে আছ ঠেসা
মায়া মোহ এ সংসার, স্ত্রীপুত্র পরিবার,
(তবু) সব্যস্ত জন্যে তার, হয়ে একি দুর্দ্দশা।
মহাকাল মহাখল, ধরে লবে কুন্তল,
তাই বলি ভজ কালী, যেন ভুবন না হয় নিরাশা ॥২৫৬২॥

জংলা—একতালা।

মাই মন বিদেশ তোমার, দেখ ত্রিভুবন হয় যে শ্যামার;
জলে স্থলে শূন্যে বনে, শ্যামা মা যে তোমার সনে,
ও তুই রাজার মেয়ের ছেলে হয়ে, কি ধার ধারিস্ রে ভাবনার।
যেথানে সেখানে রবি, মায়ের অঞ্চল ধ'রে চাবি ॥
ও তুই যা চাবি তাই খেতে পাবি, ভবানী ভাব আপনার ॥২৫৬৩॥

বেহার—আড়াঠেকা।

কবে এ হৃদয়, নাথ! একেবারে তোমার হবে,
তব ইচ্ছায় মন ইচ্ছা, সমভাবে মিলে যাবে?
অবাধ্যতা অবিশ্বাস, নিঃশেষে হবে বিনাশ,
ঘুচিবে ভবের ত্রাস, পাপ-তৃষা দূরে যাবে।
ক্রুশরূপ সর্ব্বক্ষণ, করিব গো নিরীক্ষণ,
ভুলে এ পোড়া নয়ন, পাপ-মূর্ত্তি না দেখিবে॥
শুনিবে তব বচন, নিরন্তর এ শ্রবণ,
তবপদ আলিঙ্গন করে প্রাণ সুখী হবে॥২৫৬৪॥

দেশকার—তাল লোফা।

ভোলানাথ পঞ্চমুখে গায়। হরি নাম প্রেম ভরা হরি বলি আয়?
নাচ ভাই হরি বলে নামে রস উথলে চলে
কর নাম বদন ভরে নামে মন মাতায়॥
হরি নাম করবি যত, সাধের তুফাণ উঠবে তত,
সাধে সাধে সাগর হয়ে উজান বয়ে যায়॥
হরি নাম যে জানে না, রস জানে না তার রসনা,
নামে কারো নাইকো মানা, যে চায় সেত পায়॥২৫৬৫॥

বিবিধ ধর্ম্ম—সঙ্গীত।

সঙ্কীর্ত্তন।

বল, ভাই হরি হরি, প্রেম করে ভাই হরি বল।
নামে প্রাণ উথলে, পাষাণ গলে, প্রেমরসে নাম ঢল ঢল॥
অনুরাগে বলরে হরিনাম, প্রেমরসে প্রাণ ভাসবে অবিরাম,
হৃদয় মাঝে উদয় হবে ত্রিভঙ্গিম শ্যাম,
ছার বাসনা যাবে দূরে, করবে না আর ছল।
নামের গুণে প্রাণ হবে শীতল, হরিনাম কেন ভোল॥২৫৬৬॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

ওরে বৃন্দাবনের লোক।
দেখারে আমাকে তোরা আলোকের আলোক॥
যদুপতি ব্রজপতি, কভু নহে সে মুরতি,
দেখারে সে হৃদিপতি, ভূলোক, দ্যুলোক॥২৫৬৭॥

মুলতান—যৎ।

ওগো শিবে, অশিব নাশিবে কবে পতিতে বিষম দায়।
দারা সুত ধন জন সকলি অনিত্য, নিত্যমাত্র চরণ তব,
তব সদা হৃদে ধ্যায়॥
মাগো জন্ম নিয়ে ভুবনে কুকর্ম্মে রত সদায়,
সুকর্ম্মে বিরতি মতি, রতি নাহি তব পায়,
পতিত পাবনী নাম ধর, দীন নিস্তার,
দীন নিস্তারিণী গো মা দিনে দিন যায়॥২৫৬৮॥

ললিত—আড়াঠেকা।

জাগরে নিদ্রিত জীব, ঘুমাইবে আরও কত।
চেতন হয়ে দেখ চেয়ে, শিয়রে কাল সমাগত॥
পেয়েছ মনুষ্য কায়া, ত্যজরে বিষয়-মায়া,
লয়ে মিথ্যা সুত জায়া, দিনে দিনে দিন গত।
কুবসনা পরিহরি, সদা বল হরি হরি,
বহিবে প্রেম-লহরী হৃদে অবিরত॥
পূর্ণ হবে সব কামনা, রবে না আর ভব যাতনা,
পাবে না যম যাতনা, হরি গুণ গাও সতত॥২৫৬৯॥

ভাঁয়রো—একতালা।

জাগ মাতা জানকী, জগমগ জগমগ মন্দিরমে;
দেওতান সব দুয়ারে ঠারে, চৌকী হনুমানকী।
লছমন্ ভাইয়া চাঁওর ডুলাওয়ে, সাজিয়া সীতারামকী;
কাণনকী কুণ্ডলকী শোভা, কোটি উদয় ভনুকী।
তুলসী দাস, তোঁয়ারি দরশনকো, টুকরা সাম সামকী॥২৫৭০॥

দেশ মিশ্র—একতালা।

চল যাই দেশ বিদেশে ঘরে ঘরে করি গান;
কে কোথায় আয়রে ত্বরা নিবি যদি নূতন প্রাণ।
ঘুচলো ভব ভয়! শুন ভাই জরা মরণ নাই;
নাহিক ভ্রান্তি, হৃদে শান্তি বিরাজে সদাই॥
এস বুদ্ধদেবের দিই সবে দোহাই, জয় জয় সবাই মিলে গাই;
দিয়েছে পরম রতন করুণা নিধান,
ধরে না প্রাণে সুধা বইছে কাণে-কাণ, ঘুচলো ভব ভয়! ॥২৫৭১॥

বাউলের সুর।

মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াই, পাই না তার অন্বেষণ
মনের মানুষ বিনে রাত্র দিনে, (গো) আমার ঝরে দুনয়ন ॥
মনের মানুষ যদি পাব, হৃদকমলে বসাইব,
নয়ন জলে ধোয়াব চরণ।
(ওগো) প্রেম-সুধা নিধি দিয়া (গো) তারে করাব ভোজন
মনের মানুষ পাবার লাগি, শিব হয়েছে সর্ব্বত্যাগী,
করে সে শ্মশানে গমন (গো) (ওগে) সে অধর ধরা যায় না ধরা,
তারে ধর্চ্চে গোপীগণ ॥
মনের মানুষ কোথায় পাব, পেলে মনের কথা কব, জুড়াব তাপিত জীবন
আমার দেহ আত্মা, মন, প্রাণ গো তারে করবো সমর্পণ ॥
মনের মানুষ শচীর গোড়া, নদেতে পড়েছে ধরা, কত তার করঙ্গ ধারণ,
(ওগো) দ্বিজ গঙ্গাধর কয়, গুরুর পদে(গো) যেন থাকে আমার মন২৫৭২

বাউলের সুর।

(এ) জীবনের নাইরে আশা, কর শ্রীগুরুর চরণ ভরসা।
দেহের গৌরব কর মিছে, নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে,
কাল শমনে জাল পেতেছে, ভাঙ্গবে রে তোর সুখের বাসা ॥
ভাই বন্ধু দারাসুত, কেবল পথের পরিচিত,
যখন প্রাণ হবে গত, কে তোরে করবে জিজ্ঞাসা।
আপন আপন বল যারে, কেই তো সঙ্গে যাবে না রে,
চারি জনাতে কাঁধে করে, নদীর কূলে দিবে বাসা ॥
গোঁসাই সদানন্দে বলে, গুরুর কৃপা না হইলে,
গুরু ভজন হইল নারে, কেবল ভবে যাওয়া আসা ॥২৫৭৩॥

বাউলের—সুর।

গুরুদয়াল হইবে হবে কি, আমি যে ভক্তিহীন।
গুরু দয়াল বটে সত্য, আমি হইলেম কৃপদার্থ, হয়েছি পদার্থ বিহীন॥
আমার গুরু দয়াল বটে সত্য, আমি নিজে যে কঠিন;
ওগো আমি মন-ফুলে নয়ন জলে চরণ ভজলেম না একদিন,
যদি ভজতেম গুরুপদে, তবে যেতেম নিরাপদে, বিপদে হইতো শুভদিন,
(ওগো) জন্মাবধি গেল না আমার মনের মলিন।
একদিনও রইলেম না শান্তে, শ্রীগুরুর চরণ চিন্তে, কুচিন্তায় গেল রাত্রদিন
(ওগে) আমি বিষয়-জ্বালায় জ্বলে মলেম, সোণার তনু হইল ক্ষীণ২৫৭৪

আলেয়া বিভাস—একতালা।

স্বপনে, মন যে কেমন মানুষ রতন দেখিয়াছে।
সে যে, অধর মানুষ দেয় না ধরা, ধরিতে মন হার মেনেছে॥
হাওয়ায় আসে, হাওয়ায় বসে, হাওয়ায় মজে আপন রসে,
হাওয়ার মাঝে লুকায়ে সে, বিরাজিছে।
তারে ধরে ধরে ধর্‌তে নারে, মন আমার পাগল হইয়াছে॥
দূর হতে মোহন বেশে, কখন বা কাছে এসে, অপরূপ হেঁসে ডাকিতেছে
যে তার ডাক্ শুনেছে, সেই মজেছে, আপনায় সে হারায়েছে॥
সে মানুষ ধর্‌বে বলে, গেল সব বলে চলে,
তেতালায় পবন তুলে বসে আছে।
তবু না পেয়ে তত্ত, তাদের চিত্ত, ভেবে ভেবে মারা গেছে॥
মন তুমি ভাব বৃথা, সে তো নয় কথার কথা,
জলে স্থলে কে কোথায় তাঁর পাইয়াছে—
পরিব্রাজক বলে প্রেম বিনা সে কার কাছে ধরা দিয়াছে॥২৫৭৫॥

নট মল্লার মিশ্র—খেমটা।

প্রাণ কেমন কেমন করে স্বজনি। কেন এলনা গুণমনি॥
ভুলে ত থাকেনা সই, শুকালো কমল মালা বল এলো কই,
কোমল প্রাণে কত সই,—কেন এলোনা বলনা আনিগে চলনা,
কিসে রমণী বাঁচে ধনী বিহনে হৃদয়মণি॥২৫৭৬॥

বাউলের—সুর।

চাল দিয়ে মুড়ি খাওয়া নয়, মানুষ উড়তে গেলে মরতে হয়।
যেমন তিলে তৈল দুগ্ধে ঘৃত, বপু তেমনি আলোময়॥
(আর) ইক্ষুদণ্ড, বিনে দণ্ডে রস পেয়েছে কে কোথায়।
যে বুজেছে সে মজেছে, সেতো কভু জেন্ত নয়,
আর মরার কর্ম্ম মরায় বুঝে জীবে কি তার খবর পায়॥২৫৭৭॥

বাউলেরসুর কীর্ত্তন।

তরী লেগেছে ঘাটে; তরাতে জীব ভব-শঙ্কটে॥
অটল তরণী তায় কাণ্ডারী হরি,
যত পাতকী পার কর্‌তে এবার এনেছেন তরী;
কর কাঙ্গালে পার, বলে যে একবার,
অমনি দীনবন্ধু, ভবসিন্ধু করেন তারে পার;
একবার হরি বলে (বাহু তুলে) ভবের কূলে,
কে যাবি পার আয়রে ছুটে॥২৫৭৮॥

আলেয়া বিভাস—একতালা।

এই কি মা তোর অন্নপূর্ণা নামের মহিমা (ওগো)
নামের মহিমা গো কাশীধামের মহিমা;
আমি ক্ষুধানলে মলেম জ্বলে, দেখ্‌লিনা কি মা॥
আমায় ভবের ক্ষুধা মিটিয়ে দে মা. চেতন-প্রতিমা।
দীনে দয়া করে মুছিয়ে দে ঘোর মনের কালিমা
ও শিব, ভিক্ষা করে মা তোর দ্বারে কণ্ঠনীলিমা।
তাঁরে অষ্টসিদ্ধি ঝুলি ভরে সবকি দিলি মা॥
আমি, কাঙ্গাল হলেও ঋদ্ধিসিদ্ধি চাই না গো উমা।
পরিব্রাজক বলে ভিক্ষা কেবল চরণ দুটি মা॥২৫৭৯॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রাণনাথ কব কত, ভাল তোমায় বাসি যত,
তব রূপে হরেছে মন, হৃদয়ে জাগে অবিরত;
হেরে তব রূপের ছটা, হোয়েছে জ্ঞান বেধেছে লেটা,
করছে আমায় নটাপাটা, জ্ঞানহারা পাগলের মত;
তব রূপে মজেছে মন, আত্মপর নাহিক জ্ঞান,
কতক্ষণে হয় মিলন, নিশিদিন চিন্তান্বিত;
ভালবেসে হল এ দশা, ঘুচিল না প্রেম-পিপাসা,
বারি বারি বলে ডাকি, তৃষ্ণাযুক্ত চাতকী মত;
তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, বুঝি এ হইবে হত,
দরশন বারি দানে, কর নাথ সজীবিত;
কালী কহে করিলে যত্ন, কে পায় সে পরম রত্ন,
অদৃষ্টে যে আছে বন্ধন, ঘোচে না যত্ন কর যত॥২৫৮০॥

আড়ানা বাহার—ঠেকা।

নাচে ক্ষেরে দিগম্বরী দিগম্বর হর-হৃদি পরে।
একি অপরূপ রূপের সিন্ধু অর্দ্ধ ইন্দু শোভে শিরে॥
চপলা জিনি ত্রিনয়নী, চপলা জিনি দন্তশ্রেণী,
চপলা যিনি শীঘ্রগামিনী, চপলা রূপে আলো করে॥
অমিয়া জিনি মুখশোভা তায়, অমিয়া সম শ্রম জল তায়,
অমিয়া সম পিকভাসে গায়, অমিয়া রূপে সুধাক্ষয়॥
কেশরী যিনি বিক্রম জ্ঞান, কেশরী জিনি কঙ্কালী ক্ষীণ,
কেশরী যিনি নাদ সঘন, গৌরমোহন হেরি হেরে॥২৫৮১॥

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

তুহি ভজ ভজরে মন কৃষ্ণবাসুদেব;
পরম নাম পরম পুরুষ পরমেশ্বর নারায়ণ।
যুগে যুগে জপতপ করে ব্রহ্মা, দেবনারদ মুনি বশিষ্ঠ সেবকাদি,
কর সুথর সুর গাওত ধ্যাওত অষ্ট জাম, পর হেরাও ত পরায়ণ;
মাধব মুরারে বামন পদ্মনাভ চক্রপাণি,মধুসূদন পরমানন্দন বনোয়ারি,
বংশীধারী পদপঙ্কজ গরুরবাহন,
কেশব ভক্তবশ ভগবান, প্রভু দীন তানসেনকা নারায়ন ॥২৫৮২॥

গৌরী—একতালা।

পাগলী মেয়ে এলি মাগো পাগলেরে রেথে বাসে।
পাগল ভোলা জামাই আমার, শিথরেতে আছে বসে॥
আর তোরে ছেড়ে দিব না, আর তুই যেতে পাবি না,
দিব ছেড়ে দশমীতে, শঙ্কর যদি নিতে আসে॥২৫৮৩॥

রামকেলী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

প্রেমের দাগ মাথা রাগ অন্তরে যায় তার তুলনা কৈ।
নয়ন মন তার কাছে সে বিনে প্রাণ বাঁচে কৈ॥
আছে কিনা আছে যেন এদেহে জীবন,
ও তার মনে মনে রূপের সনে হয়েছে মিলন।
মন করে আকর্ষণ সেইরূপ ছায়া তার নয়ন কৈ॥
ঘুচেছে তার লৌকিক আচার বিচার লোকের মাঝে,
ও তার হৃদয় মাঝে প্রেমের প্রচার সদয় আছে কাযে,
ঐ হাহাকার এ ভবে তার সে বিনে কে আছে কৈ॥
লেগেছে দাগ দাগের মত তব অনুরাগ,
ও তার রাগের কারণ মনের কাছে দিন যামিনী জাগে,
সেরূপ রাখে অন্তরে ভাইরে লোকের কাছে বলে কৈ॥
গোঁসাই চিন্তামণি কয় তোর ছিল না কপালে,
কান্তরে তুই মানব জনম কাটালি বিফলে;
হারালি দিন এথনো রাগের অনুগত হলি কৈ॥২৫৮৪॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

নবমীর নিশি বুঝি যায়, দুরন্ত দশমী বাতে, বাজে যে হৃদয়;
সপ্তমী অষ্টমী দিনে, সুখে ছিনু নিশি দিনে,
ঘরে যাবে উমা আমার, কাঁদায়ে আমায়॥২৫৮৫॥

আড়ানা বাহার—ঠেকা।
কাল ভয়ে কি ভয় আছে আমার, কাল নিবারণী কাল হৃদয়েজাগিছে,
পদতলে চিরকাল, পড়ে যাব মহাকাল,
কি করিবে তুচ্ছ কাল কালান্ত কালীর কাছে॥
শ্যামাপদে পঞ্চানন, করে আত্ম সমর্পন,
সমনে জ্ঞান করে তৃণ, মরণে জয় করিয়াছে॥২৫৮৬॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।
সাধু সাধু বলে করি প্রশংসা তাহারে।
আগম নিগম জানে যেই এ ভব সংসারে॥
পূর্ব্বাপর জন্ম বৃত্তান্ত, কহে যেই আদি অন্ত,
একান্ত সে নহে ভ্রান্ত, ধন্য দি সে সাধুবরে॥
মন সাধে সুখ দুখে, দুয়ে যে সমান দেখে,
ভোগে কষ্ট নাহি থাকে, ভ্রূক্ষেপ নাহি করে॥
প্রাণকান্তে ভালবাসে, নিজের অন্তর বাসে,
থাকে মহারঙ্গ রসে, শান্তভাবে নিজ মন্দিরে॥
কালী কহে জানি জানি, রমণী-পেলে গুণমণি,
সুখেতে কাটে যামিনী, মিলন হইলে পরে॥২৫৮৭॥

মুলতান—আড়া।
তার দীনে নিজগুণে শ্রীমধুসূদন, শুনেছি ত্রিভঙ্গ তুমি পতিত পাবন।
আমি অতি দুষ্কৃতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
গতি হীনে দেহি গতি, দুর্গতি হরণ।
তুমি ত্রিলোক তারণ ভব ভয় নিবারণ,
দারিদ্র্য দুঃখ ভঞ্জন, শমন দমন॥২৫৮৮॥

পঞ্চম বাহার—ধামাল।
হর শির বিহারিণী, সুরধুনী, তরল তরঙ্গে, গঙ্গে, সুরাসুর বন্দিনী।
অসীমা, তব মহিমা, মাত মন্দাকিনী,
বিষ্ণু পদে উদ্ভব তব, ওগো ভব ভাবিনী॥
শতেক যোজন থেকে, যদি গঙ্গা রটে মুখে,
তরে পাপ তাপ শোকে, বসে গিয়ে ব্রহ্মলোকে,
সগর রাজার বংশ, ধ্বংস ব্রহ্ম সাপে জননী,
পরশি বারি, গেল তরি, কহে দীন খগমণি॥২৫৮৯॥

রামকেলী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

যারে মন দিলে মন পাইতে পার তারে দিলে কৈ।
আমি হলেম আমার মত তার মনের মত হলেম কৈ॥
মনের আগুন মনে জ্বলে বল্‌ব কার কাছে,
এমন বুঝে, আগুন করে বারণ এমন বা কে আছে।
যে বুঝিবে মন তারি কৃপার ভাজন যোগ্য হলেম কৈ॥
দিলেম না মন রইলেম সদা বনিতা নিবাসে,
হৈল প্রায় কাল শেষ দেখ মন শেষ মন শেষ মজেছ কি রসে,
যে দেশে গেলে আশা পোরে, সে দেশে যাওয়া হলো কৈ॥
সাধু যে জন দিয়াছে মন তারি চরণ পাশে,
ও সে রসের পাথার, দিয়ে সাঁতার প্রেম-তরঙ্গে ভাসে;
এমন হয়েছে যে জন তার তুলনা আছে কৈ॥
দেখি ভেবে দিবে কবে, দেও যায় দিন কি আছে,
চিন্তামণি বলে কাতরে দেখ কৃতান্ত তোর পাছে;
ও তোর আপন দোষে সব হারালি, আমার দেশে এলি কৈ॥২৫৯০॥

খেমটা।

সাইরে প্রাণবল্লভ আমার এ ঘরে।
ওরে, তাই বলি বিরহরে, তুমি রহ হৃদিমন্দিরে॥
ওরে প্রাণ ফেটে বয় চোখে বারি, আমি শূন্য ঘরে রইতে নারি,
(আয়রে);—তুই যার বিরহ তারে ডাকি, তোরে রেখে হৃদি পরে॥
ছিল ভালবাসা যেজন আমার, ওরে তুমিও বিরহ তাঁহার,
(আয়রে) তোরে ভালবেসে কাছে বসে, আমার হিয়ার ব্যথা কইরে॥
অনাথ কইরে প্রাণসখা, আমারে ফেলে গেছে ঘরে একা,
(আয়রে);—আমার কাছে থাকবে, অমন করে,
তুই আর ফেলে যাসনে মোরে॥
কাঙ্গাল কয় তুই যার বিরহ, সে ত কাঁদায় আমায় অহরহ, দেখরে;
যদি তুমি থাক, তবে আমি, একদিন নাগাল পাব তাঁরে॥২৫৯১॥

ইমন—খেমটা।

কোথায় গো মা কালী, ঘুচাও মনের কালী।
জঠরে যন্ত্রণা যে কালী, বলেছিলাম ভজব কালী,
এখন তাতে দিয়ে কালি, বসে আছি মেখে কালী॥
ভাবছি বসে মা ত্রিকালী, হলো আমার কি না কালি,
যেতে হবে আজ কি কালি, চিরজীবি নহে কেহ চিরকালি॥২৫৯২॥

ললিত—আড়া খেমটা।

জানি হে জানি হে হরি, তুমি বিপদ-কাণ্ডারী।
তুমি যদি বধ প্রাণে, কি আছে উপায় তারি॥
যত আছে চরাচর সকলি তোমার কর।
ইন্দ্র চন্দ্র আদি হয়, ঐ চরণে আজ্ঞাকারী॥
আমি অতি মূঢ়মতি, কি জানি মিনতি স্তুতি;
তোমার চরণে গতি, এই ভিক্ষা মাগি হরি॥২৫১৩॥

কালেংরা—ঠুংরী।

তন্‌মন্ সে যো ঈশ্বরকো জানে, মুখে প্রেমকে বাণী,
কহে কবীরা শুন ভাই সাধু ওহি সাঁচ্চা জ্ঞানী।
মানকা ফিরাকে জনম গোঁয়াই না গোয়া মনকা ফের,
হাতকে মানকা ডারকে আব মনকে মানকা ফের।
মাথা ফেরাকে হরিকো পাওয়ে, মায় ফেরাওঁয়ে ঝাড়,
জেড়া পাথল পূজকে হরকো পাঁওয়ে, হাম পূজে পাহাড়
গাই দোহাকে কুত্তা পালে, বাছুর ময়র ভুঁকা;
কসবিওঁকে কোরমা পোলাও, বাপকে নিয়ে রুখা।
গোরক্ষ গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠে বিকায়;
সতীকো না মিলে রুটী গস্তানী আচ্ছা খায়।
সতীকো না মিলে ধুতি, গস্তানী পরে থাসা;
কহে কবীরা দেখ ভাই সাধু দুনিয়াকি তামাসা।
বেহারি হোকে মাকো মারে, ঠাঁহারে পুত নেহারে;
পুত পুত বলি মা ফুকারে, (ফের) পুত দোহাতে মারে।
যেহ কোলা পিমাকো মারে, সে আর অভিলাষী,
ধন্য কলিযুগ তেরে তামাসা দুখ লাগে আর হাসি।
ঘরকি জরু প্রেম না পাওয়ে, পিত লাগাপয়ে দাসী;
ধন্য কলিযুগ তেরে তামাসা, দুখ লাগে সার হাসি॥২৫০৪॥

জংলা—একতালা।

শমন মিছে আশা কর, পাশা পালাইতে কি আমায় পার;
ছক্ রেখেছি বাধ্য করে, সাধ্য নাই হারাইতে পার।
জয় দুর্গা বলে পাটি ফেলে, দান মেরেছি কচ্চেবার॥
রোখ করে রয়েছি বসে, দুর্গানাম লয়ে মূলাক্ষর,
কেমনে মরিবি হেরি, যারে ফিরে, জিনিবে বাজি নীলাম্বর॥২৫১৫॥

রামকেলী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

অন্তিমের সে দিনের উপায় কি হবে।
দেহ ছেড়ে আত্মা-পাখী যবে উড়ে যাবে॥
ধমনী হইবে স্তব্ধ, কণ্ঠে ঘর ঘর শব্দ,
চক্ষু হবে দৃষ্টিহীন, চস্‌মা পড়ে রবে;—
গৃহে রোদনের রোল, স্বজনের হরিবোল,
সবে বাক্য কবে, তুমি শুন্‌তে নাহি পাবে॥২৫৯৬॥

লুম খাম্বাজ—ঠুংরী।

ভক্তিভরে গান কর, শুদ্ধ কর মন, হরি যদি পেতে যাও
এই সে সাধন, নম্র হও, থাক সদা সাধুপদচ্ছায়,
কাণ পাতিও না কভু পর চরচায়॥২৫৯৭॥

ললিত—আড়াঠেকা।

ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে,
ঘুমন্ত প্রকৃতিপানে চেয়ে আছে কুতূহলে,
চরণকমলে লেখা, আধ আধ রবি রেখা,
সর্ব্বাঙ্গে গোলাপ-আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।
যোগে যেন পায় স্ফূর্ত্তি, সদয়া করুণা মূর্ত্তি,
বিতরেন হাসি হাসি, শান্তিসুধা ভূমণ্ডলে।
হয় হয় প্রায় ভোর, ভাঙ্গো ভাঙ্গো ঘুম ঘোর,
সুস্বপ্ন-রূপিনী উনি, উষারাণী সবে বলে।
বিরল তিমিরজাল, শুভ্র অভ্র লালে লাল,
মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে।
তরুণ-কিরণাননা জাগে সব দিগঙ্গনা,
জাগেন পৃথিবী দেবী সুমঙ্গল কোলাহলে।
এস মা উষার সনে বীণাপানি চন্দ্রাননে,
রাঙ্গাচরণ দুখানি রাখ হৃদয় কমলে॥২৫৯৭॥

লুম খাম্বাজ—ঠুংরী।

সাধু সজ্জন কো সৎসঙ্গ মিলে, যব সচ্চিদানন্দকি কৃপা ভ্যায়ে।
সাধু বিনা রাগ কোনে বাতাওয়ে, যোহি খবর নাহি গ্রন্থন মে॥
সাধু সম হিতকারী ন কোয়ী, মাতর পিতর মিতর কি ভায়ী;
আঙ্কা কো খোলে, চোর সমুজে, প্রভুচরণাম্বুজে, কো মিলায়ে॥২৫৯৮

লুম খাম্বাজ—ঠুংরী।

হে ঈশ্বর, এই কর তোমারে না ভুলি, তব গুণগান যেন করি প্রাণ খুলি,
আর কিছু নাহি চাই, এই এক আশ, ধন সম্পদের তরে না রাখি প্রয়াস,
নির্ব্বাণ করিতে লাভ বাসনা যে নাই, দুর্ল্লভ জনম হতে মুক্তি নাহি চাই,
বেঁচে থেকে করি স্বধু তব গুণগান,
সাধুসঙ্গ ভোগ করি এই চাহে প্রাণ ॥২৫৯৯॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

কিবা জল কিবা স্থল আকাশ অনিলানল ;
স্বভাবে এ ভবে সদা শোভে সমুদয়।
প্রকৃতির কার্য্য সব, স্বভাবে উদ্ভব ভব,
ভেবে ভব ভাবী ভব পরাভব হয়॥
ভবের ভাব বোঝা ভার, মাস পক্ষ তিথি বার,
যথাক্রমে বার বার হয় আর লয়।
কত ভূত হল ভূত, কত ভূত আবির্ভূত,
ভেবে ভূত অভিভূত, হতেছি বিস্ময়॥
ভূতে ভুক্ত ভূত অংশ, ভূতে ভূত হয় ধ্বংস,
ভূতে ভূত অবতংশ, হেরি বিশ্বময়;
সে ভূতের পতি যেই, ভূতাতীত হয় সেই,
অতএব ভূতনাথে কর রে প্রত্যয় ॥২৬০০॥

দেশমিশ্র—ঠংরী।

বন ফুল ভূষণ শ্যাম মুরলী ধর গোপিনী রঞ্জন বিপিনবিহারী।
বিভূতি ছাদন বিষাণ বাদন ঈশান ভীষণ শ্মশানচারী।
দুকুল চোরা রাস রসিকবর, উলঙ্গ ভৈরব ধূর্জ্জটী স্মরহর,
রুণ রুণ ঝুণু ঝুণু মঞ্জির গুঞ্জন, ডমরু ডিমি ডিমি তাণ্ডব নর্ত্তন
মানোন্মাদিনী, রঙ্গিনী গোপিনী মোহন মান ভিখারী।
মুড় চন্দ্রচুড় হাড় মাল গল জটা তরঙ্গিত জাহ্নবীবারি ॥২৬০১॥

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

যাচি হে হরি ও পদ-রাজীবে তব।
দেহি সুগতি সুমতি দৈবী, সুখসম্পদ সব॥
দেহ বিমল ভকতি, জ্ঞান মুকতি, বৈরাগ্য বিবেক ন্যায় সুকৃতি,
খণ্ডি পাপচয়, নাশ কালভয়, পার কর দীনে মোহময় ভব ॥২৬০২॥

পাহাড়ী—আদ্ধা।

মোকোঁ কাঁহা ঢুঁড়ো বন্দে; মায়তো তেরে পাশ মো,
হোঁয়ে মো ঝগড়ি বিগড়ি, ন ময় ছুড়ি গড়াস মো,
ন হোঁয়ে মো থাল রোমমে, ন হাড়্ ডি ন্ন মাস মো।
ন দেবাল মো ন মাসজদমো ন কাশী কৈলাসমো,
ন হোঁয়ে ময় আউধ দ্বারকা, মেরা ভেট বিশ্বাস মো।
ন হোঁয়ে মে ক্রিয়া করম মো, ন যোগ বৈরাগ্য সন্ন্যাস মে,
খোজেগা তো আ মেলোঙ্গা, পলভরকে তলাস মো।
সহরসে বাহার ডেরা হামারি, কুটিয়া মেরি মৌয়াস মো,
কহত কবীর শুন ভাই সাধু (শান্ত) সব সন্তান কি সাধমো ॥২৬০৩॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ভবের বাঁশবাজি করে, ও মন সাবধানেতে, যাও রে তরে।
পরমায়ু-দড়ির উপর পা ফেল রে ধীরে ধীরে,
কর অঙ্গ চালন, লোক ব্যবহার, বিচার-বাঁশটা করে ধরে।
কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে নাচ, উৎসাহেতে বারে বার,
যেন মাথার কলসী ও রে মন—
যেন ধর্ম্ম-কলস যায় না পড়ে, পাপ-পিছলে পাটা সরে ॥
আত্মারামের দোহাই দিয়ে, বাজিকর ঘুরে ফিরে,
ও মন এড়াবি মরণ-ভয়ে, ভেল্কি লাগবে শমনেরে ॥২৬০৪॥

ময়ুরপঙ্খীর সুর—খেমটা।

যায় মারা বাসনা জলে, মন-তরি আমার, ভবকাণ্ডারী হে কর পার।
হে লোভ-মেঘে, কুমতি-ঝড়, হইয়ে সঞ্চার,
প্রবল ইন্দ্রিয়-ঢেউ করিছে বিস্তার, তাহে তরি টলে বারে বার ॥
হে স্বার্থরূপ-পাষাণ-চড়াতে, ঝাউয়ে আছাড়,
বারে বার ছেড়ে গেলে নৌকারি মাঝার, জল উঠে ছিদ্র দিয়ে তার।
হে ভাঙ্গিল বিচার-হাল, ছিঁড়ে ধৈর্য্য-পাল,
পাপরূপ পাকনা জলে ঘুরায় অনিবার, তাহে ভগ্ন তরি বাঁচা ভার ॥
হে শোচনা-কুম্ভীর ক্ষোভ-হাঙ্গর-আকার,
ধরি তরি অঙ্গ তারা করিছে আহার, হই সারা তাহে একেবার ॥
হে করুণা-বাতাসে নাথ করে হে উদ্ধার,
ক্ষমা-কুল দেও প্রভু চরণে তোমার, ভবকাণ্ডারী হে কর পার ॥২৬০৫॥

ভয়রোঁ—কাব্‌ণা।

গুরু ভজলে মন, হরি ভজলে মন, ওরে দেহে গুরু ভজলে মন।
য্যাছা গুরু ত্যায়ছা চেলা, ত্যায়ছা হ্যায় সঙ্গ।
ঘটমে রয়কে সব ঘট ব্যাপে, চিন্তে সেই কোন জন॥
থোড়া দিনকি জিন্দিগীরে মনা, ভবে আয়া একা।
ইয়ে জিছিমকা কুছ নাই ভরসা, আয়া কি না আয়া॥
উলটা বাঁশের বাঁশী কিরে মনা, ওছিমে আজব রং।
কি না বাজান বাজে রে মনা, জানতা সাধুজন॥২৬০৬॥

রামকেলী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে ও গৌর হয়েছে।
তারে ধরবে বলে, ঝাঁপ দিলে, থাই পেলে না নদে উঠেছে॥
কারে জানি বাসতো ভাল, সে মনের মত ছিল,
সদা ওর মন ঝিল সেই রূপের কাছে;
ও তার পেলে না কূল, তাইতে বিকল, অন্তরে ওর দাগ লেগেছে॥
সদা ওর মন পুড়ে যায়, নয় স্থির ভ্রমে বেড়ায়,
তাপিত প্রাণ শীতল হয় স্থান কোথায় আছে;
তার প্রেমানলে দগ্ধ হৃদয়, নয়নে নিশানা আছে।
নাইকো ওর দুখের অন্ত, হয়েছে পথ শ্রান্ত,
সদা তার ভ্রান্ত নয়ন ঝুরছে আছে;
কৃষ্ণকান্ত বলে শান্তি নাই তার, যাবজ্জীবন তাবৎ আছে॥২৬০৭॥

কালেংরা—ঠুংরি।

হরিষে লাগি রহো রে ভাই। তেরা বনত বনত বনি যাই॥
আরে, তেরা বিগড়ি বাত বনি যাই, অন্ধা তারে বন্ধা তারে সুজন কশাই॥
সুয়া পড়ায়াকে গনিকা তারে, তারে মিরা বাই॥
দৌলত দুনিয়া, মাল খাজানা, বানিয়া বয়েল চরাই॥
এত বাতকে টাণ্ঠ্যা লাগে, খোঁজ খবর নেহি পাই,
য়্যায়সি ভক্তি কর ঘর ভিতর, ছোড় কপাট চতুরাই।
সেবা বন্দী আওর অধীনতা; সহজে মিলি গোসাঞি॥২৬০৮॥

ভৈরবী—চৌতাল।

ময়ুর মুকুট পীতাম্বর সোহে। কেশর তিলক লাগায়ে হো॥
কাণমে কুণ্ডল গল বিচমালা, কোটীতা ছবি ছায়ে হো॥২৬০৯॥

কালাংড়া—খেমটা।

যদি চাস মন জগতের ভালবাসা পেতে।
খুলে দে রে প্রেমদ্বার জগত-মাঝেতে ॥
বিতরি প্রেম-রতন, শাক্য যীশু চৈতন্য।
দেবতা বলিয়ে গণ্য, হলো ভুতলেতে ॥
পর্শিলে-পরশমণি, লোহা সোণা হয় অমনি,
প্রবাদ-বচন শুনি, লোকেরি মুখেতে—
প্রেমমণি হৃদে যার, পরশেছে একবার,
রূপের কি হয় তার, তুলনা চাঁদেতে ?২৬১০॥

রামকেলী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

যার যার যে রূপ উদয় হয় মনে, সময়ে সে রূপের দেখা মিলে কই।
সদানন্দ রূপ, রূপেরি স্বরূপ, সে রূপ বিহনে সদানন্দ কই ॥
আমার আঁখির বাসনা ঐ রূপ হেরি পলকে পলকে,
মনেরি বাসনা ঐ রূপ মনে মনে থাকে, রসনার বাসনা সদা
তারে চাকে, শ্রবণের বাসনা শুনে শোনে কই ॥
অতি দূর কূল, আশা পারের পার, সে রূপ রহিল আশা পারাপার,
বিনে নাবিক তরী, কিসে পাবি পার,
আশা পারাবারের নাবিক রৈল কৈ ॥
অগ্ন সুখ যেমন অগ্নি জলচয়, কর্ম্মপাশে জীব সদা বদ্ধ রয়,
সে জন কেমন করয়ে দাহন, বুঝিবে কেমন কেবা আছে কই ॥
চিন্তামণি বলে কৃষ্ণকান্ত তোরে বলি, এ বার ভবে এসে কে বল
কয়ে কয়ে গেলি, সকলি করিলি, কাজে শূন্য হলি,
শ্রীরূপের চরণে স্মরণ নিলি কই ॥২৬১১॥

পরজ—আড়া।

তারা এবার আমারে কর পার।
তরঙ্গে পড়েছি শ্যামা না জানি সাঁতার ॥
একে দেহ জীর্ণতরী, তাহে পাপে হইল ভারি,
কি ধরি কি করি ভব-জলধি অপার ॥
ভেবেছিলাম যাব কাশী, হয়ে রব কাশীবাসী,
কাম-সিন্ধু-নীরে আসি, পশিলাম আবার।
একূল ওকূল হারা আমি, মাঝামাঝি মঝি তুমি,
কালীর ভরসা কেবল কালী কর্ণধার ॥২৬১২॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

বিপাকে পড়িয়ে হরি ভাব কার দ্বার।
অসহায় অন্ধকারে কে করে নিস্তার॥
তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা,
তোমারই আশ্রিত আমি, তুমি হে ভরসা আমার।
মোহময় পাপ নাশি বিরাজ হৃদয়ে আসি,
আঁধার জগতে দীপ, তুমি হে সবার॥
অন্তর বাহিরে যার, ভ্রমে রিপু দুর্নিবার,
কোথায় নিষ্কৃতি শান্তি দুখ তার অনিবার;—
যাচি নাথ পদাশ্রয়, ত্রাহি ত্রাহি দয়াময়,
সংসারসঙ্কটে বিভু তোমারই চরণ সার॥২৬১৩॥

বাউল—একতালা।

আর কত দিন রবে, মা গো আর্শির যারে বসে আর।
না দেখিয়ে কেমন করে হিয়ে, ও মা আমায় দেখা দাও একবার।
ও মা না চাহিতে দিচ্ছ তুমি আপনা হতে,
আমার প্রয়োজন যাতে, (মরি হায় রে)
লুকায়ে দাও দেখিনে চক্ষেতে, ও মা এই বড় দুঃখ আমার॥
যেমন অন্ধ বালক মায়ের কোলে স্তনের দুগ্ধ খায়,
মাকে দেখিতে না পায়, (মরি হায় রে)
আমি সেই রূপ দেখিনে তোমায়, সদায় দেখিতে প্রাণ কাঁদে আমার॥
এ মা অবোধ বালক কভু যদি আর্শি হাতে পায়,
তাতে আপনায় ধরতে চায় (মরি হায় রে)
ধরতে আপনায় না পায় কেঁদে গড়ায়, মা সেই দশা হয়েছে আমার॥
কাঙ্গাল বলে ভেঙ্গে মা আর্শির আড়াল,
একবার কোলে নে ছাওয়াল (মরি হায় রে)
মায়ের স্বরূপ কেমন দেখুক কাঙ্গাল, সে যে জনমে দেখে নাই মায়২৬১৪

ভৈরবী—চৌতাল।

(পিয়ারে) প্যারে তুহি ব্রহ্মা, তুহি বিষ্ণু, তুহি রুদ্র, তুহি শক্তি,
তুহি গণেশ, তুহি সোর (সুর) তুহি জল, তুহি থল,
তুহি পবন, তুহি আকাশ, তুহি অধুরা, তুহি পুরা॥
তুহি শৈল, তুহি আলবেল, তুহি রোভ তুহি হাঁসত
তুহি উঠত বৈঠত, চলত তুহি ঢ়ুর॥
তানসেনকে প্রভু একহি, অনেক ভোয়ত, জগমে ব্যাপ রহে হুজুর২৬১৫

পরজ—আড়া।

ছ'জনা ডুবালে আমায়।
লুটিল সর্ব্বস্ব ধন মা, বাকি জন্যে প্রাণ যায়॥
ছ'জনা তসিল করে, আপনি সারে,
বাকি জন্য বাঁধে মোরে, তেঁই মা ডাকি তোমায়॥২৬১৬॥

ভৈরবী—চৌতাল।

সব দিন নাহি বরোবর যাতি হো।
সুদিন কুদিন, বিপদ সম্পদ, কভু স্থির নাহি রহতে হো॥
দেখ লঙ্কাপতি, দৈব হরল মতি, ছলকে সীতা হরি, লইন হো॥
কনক মুকুট পর বনচর বানর, চরণ ঘাত কত কৈল হো॥২৬১৭॥

সিন্ধু ভৈরবী—পোস্তা।

অনাথিনী দীন দুখিনী দ্বারে দ্বারে কেঁদে যায়।
উদরে নাহিক অন্ন বলশূন্য অপ্রসন্ন,বিবর্ণ হয়েছে বর্ণ জীর্ণ বস্ত্র শীর্ণকায়,
থাকতে ধনী ভাই ভগিনী, কেহই না হয় দুঃখভাগিনী,
কষ্টে কাটে দিন যামিনী, একি চক্ষে দেখা যায়॥
যার আছে তার আরো দাও, যার নাই তায় না ফিরে চাও,
কোন বিচারে একলা খাও সবাই ভাগী আছে যায়॥
ধিক ধনে ধিক মানে, ধিক মনে ধিক জ্ঞানে,
ভগ্নী বেড়ায় বনে বনে তুমি রাজ-অট্টালিকায়॥
আছে যার দয়াশীলতা, দানে কর সার্থকতা,
পরিতুষ্ট হবেন পিতা সন্দেহ কি আছে তায়॥২৬১৮॥

তাল—তিওট।

করে দেও হে নাথ! সংসার ধর্ম্মের সম্মিলন।
করি একত্রে সংসার আর ধর্ম্ম সাধন॥
যখন সংসারে করব বাস, হয়েছি তোমার দাস, এই করে বিশ্বাস,
সংসার-মাঝারে,হেরব তোমারে,করব অন্তর বাহিরে তোমায় দরশন২৬১৯

জংলা—ঠুংরী।

প্রেমসিন্ধু হে! প্রেমময়! এই ভিক্ষা চাই।
যেন হে নাথ! প্রেমার্ণবে, আমি ডুবে সাঁতার ভুলে যাই॥
যাঁরা ডুবে তলিয়ে গেছেন, যেন তাঁদের কাছে যেতে পাই।
যেন দিবা বিভাবরী আমি নিমেষের মত কাটাই॥২৬২০॥

সিন্ধু ভৈরবী—পোস্তা।

শুন শুন এ ত জ্ঞান ভেয়ের চেয়ে বন্ধু নাই।
মুখ তুলে তার পানে ভুলে কেহ নাহি ফিরে চায়॥
অধিক কি বলিব বল প্রাণের অধিক ভাই॥
হঠাৎ কোন বিপদ হলে, ডাক ও ভাই রাখ বলে,
সবাই সেই এক পিতার ছেলে তাইতে মুখে আসে তাই।
সঙ্গে যাবে না যে ধন, হলে তারি উপার্জ্জন,
ভাই বলে আর সম্ভাষণ কর, না কর বড়াই॥
অন্নাভাবে ভাই তোমার, করিতেছে হাহাকার,
কোন পরাণে দাও বদনে লয়ে সুধা ভাই সুধাই।
দীনহীন ভাই সকলে, যত্ন করে লয়ে কোলে,
তাকেই উপাসনা বলে, আদর পাবে পিতার ঠাঁই॥২৬২১॥

সিন্ধু—ঠেকা জলদ।

যেন মন ভুলে না, আমার অন্তে যেন কালী কালী বলে রসনা।
মা ও চরণ করেছি সার, যা কর মা এই বার,
ভবনদী হইব পার, কি হইবে তার বল না॥
মা এ দেহ সঁপেছি আমি, যা জান তা কর তুমি,
কালিদাস কালী বিনে অন্য কিছু জানে না॥২৬২২॥

বদনের তুক্ক—ঠুংরী।

জয় নারায়ণ বিঘ্নবিনাশন, জয় মুরারি কেশব বিশ্বম্ভর বামন।
জয় কালীয়দমন, বিরাট ভীষণ, দেবকী নন্দন, দনুজদলন;
জয় বিষ্ণু জগন্নাথ, রাম বিশ্বনাথ, কংশদৈত্য নিপাত, মধুসূদন।
জয় গোবিন্দ রমেশ, কৃষ্ণ হৃষীকেশ, নটেন্দ্র সুরেশ, স্মরমোহন;
জয় যজ্ঞেশ গোপাল, মুকুন্দ নৃপাল, ব্রহ্ম সুরপাল, পীতবসন॥
জয় গিরিচক্রধারী, বিপিনবিহারী, শার্ঙ্গপাণি হরি খগবাহন;
জয় শ্রীনন্দসুত, যশোদাসুত, পরম পূত হাস্যবদন।
জয় বসুদেবজায়, ত্রিভঙ্গকায়, অদ্ভুতমায়, জগরচন;
জয় কল্কি হলধর, নবরসসাগর, বুদ্ধ অবতার, লক্ষ্মীরমণ॥
জয় কৌস্তুভভূষণ, শঙ্খধারণ, পূতনাঘাতন, কেশীমর্দ্দন;
জয় শ্রীনাথ শ্রীবাস, জাহ্নবী প্রকাশ, পুর অভিলাষ, যাচি শরণ,
জয় স্থির পদ্মাসন, গরুড় কেতন, বিশ্ববিমোহন, গদাধারণ,
রোগ শোক ঘোর, নাশ কর মোর, করি করযোড়, মাগি চরণ॥২৬২৩॥

ইমন—কাওয়ালী।

সুধামাখা নাম তোমার।
ঐ নাম যখন মনে পড়ে সুধাময় হয় হৃদয় আমার॥
নাম ধরে যখন ডাকি, প্রেমানন্দে ঝরে আঁখি,
সুধাময় ব্রহ্মাণ্ড দেখি, দেখি তোমায় সুধার আধার।
প্রেম করে যে যা বলে প্রেম-সিন্ধু সেই তোমার নাম,
শ্যাম বলুক শ্যামা বলুক অথবা বলুক শিবরাম ;—
যে জাতি বলুক যে ভাষায়, বঞ্চিত হবে না সে আশায়,
সকল ভাষার গুরু তুমি তোমার কাছে নাই জাত বিচার॥
তোমার কি আর পিতা আছে নাম রেখেছে শিশুকালে,
সকলের পিতা তুমি সবাই পালিত তোমার কোলে,—
তোমার ভক্ত যে সেই তোমার পিতা, সেই তোমারি জন্মদাতা,
নাম রাখে সে মনের ভাবে, সেই ভাবে হও নবকুমার॥২৬২৪॥

রামপ্রসাদী সুর ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

প্রেম বিনে কি সে ধন মেলে, জগৎ সৃষ্ট পুষ্ট প্রেমের বলে।
জ্ঞান-আলোকে দেখবে যদি প্রেমের তৈল দাও রে ঢেলে,
আছে ঘরের মধ্যে পরম নিধি, কোল আঁধারে ঘুরে মলে।
প্রেম বিনে তা মিলবে ত না, কি ধন মিলে প্রেম না হলে,
তোমার ভাই বন্ধু কোথা থাকে, প্রেমের বাঁধন কেটে দিলে।
প্রেমে হাসায়, প্রেমে কাঁদায়, প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে,
এ সব প্রেমের রাজ্য, প্রেমের কার্য্য, প্রেম আছে সকলের মূলে।
প্রেম আছে তাই জগৎ আছে, প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে,
ও রে প্রেম লয়ে যায় তাঁরি কাছে, এই প্রেম পবিত্র হলে॥
প্রাণ ছাড় ত প্রেম ছেড় না, প্রেমের গাছেই সে ফল ফলে,
তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন, ধরা পড়েন প্রেমের কলে॥২৬২৫॥

রামকেলী—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন সুখকর, আধ নীরে গঙ্গাতীরে পাতকী হীন নর
কাটায়ে সংসার মায়া, আশীর্ব্বাদী পুত্রজায়া,
নিরমাল্য বিল্বপত্র মাথার উপর।
চিন্ময়ী ধরেছ বুকে, কালী কালী নাম মুখে,
কালী নাম সবে ডাকে করি উচ্চৈঃস্বর॥
কালীনাম অবিচ্ছেদ, স্বর্গে মর্ত্তে নাহি ভেদ,
ব্রহ্মরন্ধ্র করি ভেদ উঠে দিগম্বর॥২৬২৬॥

থাম্বাজ—খেমটা।

জীব কেন রে অচৈতন্য।
দ্বৈত জ্ঞান ত্যজ, শ্রীঅদ্বৈত ভজ, নিত্যানন্দে মজো পাবে চৈতন্য।
শ্রীবাস গদাধরের অতুল মাহাত্ম্য, প্রভু তুল্য কিন্তু নাহি প্রভুত্ব,
প্রভুতে দাসত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব,
যে করেছে তত্ত্ব সেই তত্ত্বজ্ঞানী, স্বস্বত্বেতে ধন্য।
প্রভুর পিয়োত্তম, ছয় গোঁসাই গুণবন্ত,
দ্বাদশ গোপাল চোষট্টি মহন্ত, শান্ত মহাদান্ত;
ভক্তের আদি অন্ত, কে করিবে অন্ত, অনন্ত ভ্রান্ত জীব সামান্য।
প্রভু শ্রীনিবাস, পূরাও অভিলাষ, ঘুচাও অভিলাষ,
হৃদয়ে কর বাস, দেহ শ্রীপদে বাস;
দাসের এই আশ্বাশ,তব দাসের দাস,কর গোবিন্দ দাসের বাসনা পূর্ণ॥

মনোহরসাই—সুর।

আমায় বাঁধিস নে মা নন্দরাণী,
তুচ্ছ ননীর তরে বন্ধন কল্লে, আহা মরি যায় গো প্রাণী।
(ছেড়ে দে মা নন্দরাণী)
তুচ্ছ একটু নবনীর কারণ, যুগল করে জননী গো করিলে বন্ধন,
বন্ধন জ্বালা সহে না মা যায় জীবন,
মাগো আমি যদি মরি প্রাণে (ওগো মা নন্দরাণী),
তোমায় কাঁদতে হবে বনে বনে,
তুমি ননী দিবা কার বদনে (মা গো), কে তোমায় বলবে জননী॥
যত রাখাল এই ব্রজপুরে, চুরি করে ননী খায় মা সব ঘরে ঘরে,
মাগো কার মায়ে কারে মারে বন্ধন করে;
(মাগো)পুত্র শত্রু হলে পরে,(ও গো-মা নন্দরাণী)কি তারে বেঁধে মারে
তোর চরণে এই ভিক্ষা চাই, ধড়াচূড়া পরায়ে দেও বনে চলে যাই,
মাগো, যমুনা পার হয়ে যাব, (আমি) এই দেশে না মুখ দেখাব,
আমি পরের মাকে মা বলিব ভিক্ষা করে খাব ননী,
(ছেড়ে দে মা নন্দরাণী)
তুই তো গো মা বড়ই পাষাণ,পরের কথায় বেঁধে মার আপনার সন্তান
(মাগো) ত্রিভুবনে পাষাণী নাই তোর সমান॥
(মাগো)আমার বড় দুরাদৃষ্ট, সহে না মা এত কষ্ট,
মাগো এখন বিদায় দেও আমারে, আমি ধরি তোর চরণ দুখানি॥
(ছেড়ে দে মা নন্দরাণী আমায় বাঁধিস্‌নে মা নন্দরাণী) ॥২৬২৮॥

মনোহর সাই—সুর।

আহ্বিতে শান্তি আমার, আবাহনে বিসর্জ্জনে ক্ষতি কিবা কার।
সর্ব্বত্র পুরিত রায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়,
বলি বায়ু আয় আয়, জীবন-সঞ্চার!
জগমাতা জগময়ী, যখন কাতর হই, বলি এস ব্রহ্মময়ী কর গো নিস্তার
জড়জীব জড় করি, যাহার সাধন করি,
ধ্যান জ্ঞান জপ ফল, সকলি তাঁহার ॥২৬২৯॥

জঙ্গলা ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

কালী কল্পতরু উদয় কর হৃদয়-কন্দরে,
মম মানস সতত পদকমল বন্দ রে।
মম মানস-জবাদলে, দিয়ে ভক্তি-চন্দন,
পূজিলে পদ, যাবে বিপদ, রবে না মায়াবন্ধ রে॥
অবশ্য তারিবে তারা পূজিলে পদদ্বয় রে;
স্ত্রীপুত্র বান্ধব যত পথের সম্বন্ধ রে।
দেহ কার নৈবেদ্য আগে, বাদ্য কর বুদ্ধি রে,
ছয় রিপুকে দেহ বলি, জ্ঞান-তীক্ষ্ণ অসি ধরে,
বৈরাগ্য দিবে জ্বালিয়ে দীপ, দেহ না আনন্দ নীরে;
আশা অগ্রে ভোজ্য দিয়ে, শ্রাদ্ধ দিবে গন্ধ রে॥
তবে সে তারিবে তারা পূজিলে পদদ্বয় রে,
তিলার্দ্ধ ক্রম হয় না ভ্রম বলিছে রামসুন্দরে ॥২৬৩০॥

বারোঁয়া—একতালা।

দিন বন্ধু হে;—সেই দিন দেখবো তোমায় কেমন পরম বন্ধু তুমি।
যে দিনে শমন রাজা মোরে, শমন জারি করে, কোন ফেরে,
ঘোরে দ্বারে বন্দ হৈ আমি।
হরি তুমি অকপট, আমি হে কপট, কপট প্রেমে তুমি নও হে প্রেমী॥
যদি অকপট প্রেমে (একবার) ডাকিতাম তোমায় ভ্রমে।
তবে এমন কপট প্রেমে ভ্রমে কি ভ্রমি॥
হরি তুমি অতি সৎ আমি হে অসৎ, অসৎসঙ্গে বসত, অসৎগামী;
এখন যেরূপ নিরন্তর, হতেছে অন্তর, জান সর্ব্বান্তর, অন্তরযামী।
তুমি অগতির গতি, তোমা বিনে গতি, নাহি অন্যগতি ভারত ভূমি;
কর যা ইচ্ছে তোমার, রাখ কিম্বা মার,
দাস গোবিন্দ তোমার, তুমি হে স্বামী॥২৬৩১॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

মা আমার আমি তাঁর, তাঁরে বলিরে আপন,
মহামায়া মায়ে আমি দেখিরে স্বপন।
রজ্জুতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন, অহি মিথ্যা,
রজ্জু মিথ্যা, বল কি তখন। নিশিতে বিহরি সুখে,
যায় পাখি দিকে দিকে, আবার ফিরিয়া আসে আমারি মতন।
যাতায়াতে সমাচার, নিত্য নিত্য এ সংসার,
চিন্ময়ী-চরণ-চিন্তা, সংসার বন্ধন ॥২৬৩২॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

রঘুবর রাম কহ ভাই, এ জগতে আর কেহ নাই।
এ কলি কলুষ ঘোর, ক্যা করগো ভাইয়া তোর,
সজোরসে কর সোর, কহ রঘুরাই ॥
বিশ্বামিত্রকে চিত, কর দিয়ে মোহিত,
তারকা রাক্ষসী মারি, পাঁও পরশি তোরি,
কাঞ্চন কাঠ তরী, পাষাণ মানমি ভাঁই ॥
জনক জীউকে কোদণ্ড, কর দিয়ে খণ্ড খণ্ড, ভুরদণ্ড পাষণ্ড ভাগাই;
শ্রীসীতা জীউকর করি, বর-মাল্য গলে ডারি, নারীকুল মঙ্গল গাই ॥
পিতা সত্য কারণ, চৌদ বরষ বন, পঞ্চবটীমে পুন, সীতা খোকাই;
পক্ষিবর জটায়ু, সন্দেশ বাতায়ু, মরকট ঠাট ভিড়াই ॥
পবনকে নন্দন, ভেজি অশোক বন, সীতাকে দরশন পাই;
ধন্য ধন্য ধনুধারী, রাবণ-নিধনকারী, সুর নর তেরে গুণ গাই ॥
সদা কহ রাম রাম, তারক ব্রহ্মকে নাম, দেহজি তুলসী দাস,
পিঞ্জার বানাই, পাঁচ রঙ্গ ফুল আকে, ঝালর বনায়েকে,
খাড়ে হিলাও সুখে, পক্ষি বাতাই ॥২৬৩৩॥

আলাইয়া—যৎ।

আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে।
যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতর প্রাণে ॥
দিবা নিশি জেগে থাকি, আমায় কখন কে ডাকে তাই দেখি,
শুনিলে ক্রন্দন আর থাকিতে পারিনে।
কে কোন ভাবে চায় আমারে, আমি জানি সব থেকে অন্তরে,
কপট বিলাপে অনুতাপে ভুলিনে।
অহঙ্কারী পাপী যারা, ওরে আমার দেখা না পায় তারা,
দীনজনের বন্ধু (ওরে ভগ্ন হৃদয়বাসী) আমি সকলে জানে ॥২৬৩৪॥

ধ্রুপদ খট—ঝাঁপতাল।

বেদাধর রে বেদাবর গুনিয়া না সেঁ,
কারিয়ে গুণা চরণকে লরায়ে লরিয়ে।
যো গুনি গারিদেতা,কুছু আনা কহিয়ে, দওরে গুনিকে চরণ গাহিয়ে।
মেরো তেরো দেওয়া নিরঞ্জনকে আগে,
চতারা ভাঁওয়ারা ওরি ঠোরা ধরিয়ে,
গুণা কওনা আগে গুনিকো জী লাগে,
কাহে প্রভু জানসেন তান মেরে ॥২৬৩৫॥

ইমন—কল্যাণ।

নমো নমো শশাঙ্কশেখর, নমো, নমো নমো বৃষভ বাহন।
নমো গদাধর, নমস্তে শঙ্কর, নমো নমো বিভূতি ভূষণ ॥
শিব শম্ভু হর, নমো যোগীশ্বর, নমো নমো মদন শাসন।
রজত ভূধর, জগত ঈশ্বর, ফণীভূষা শবাসন ॥
নমামি ঈশান, বাদন বিধান, নীলকণ্ঠ নমো নমঃ।
অতি দীন দাস, পদে তব আশ, দেখো নাহি জন্মে ভ্রম ॥২৬৩৬॥

বাউলের সুর—খেমটা।

কালী কৃষ্ণ গড খোদা, কোন নামে নাহি বাধা,
বাদীর বিবাদ দ্বিধা, তাতে নাহি টলো রে।
মন কালী কালী গড্ খোদা বলো রে ॥২৬৩৭॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ক্ষীরোদ সিন্ধুনীরে,নিরোদ মাধুরী,নীল জলে,নীল তনু, নীল লহরী।
ফুল্ল বন, ফল দল, দুলছে চারু গন্ধে, চঞ্চলা চপলা যেন,জলদ কোলে,
পীত ধরা, বাঁকা চূড়া, কি শোভা হেরি ॥২৬৩৮॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোম, ছায়া সম, ছবিবিশ্ব চরাচর ॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে,
উঠে ভাসে ডুবে পুনঃ, অহং স্রোতে নিরন্তর—
সেই ধারা বন্ধ হল শূন্যে শূন্য মিশাইল,
অবাঙ মনগোচর বোধে প্রাণ বোধে যার ॥২৬৩৯॥

বাউলের সুর—খেমটা।

স্বরূপের বাজারে থাকি।
শোনরে ক্ষেপা, বেড়াস একা; চিন্তে নারবি ধরবি কি ॥
কালার সঙ্গে-বোবায় কথা কয়, কালা গিয়া শরণ মাগে কে পাবে নির্ণয়,
আর অন্ধ গিয়া রূপ নেহারে, তার মর্ম্মকথা বলবো কি ॥
মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যায়, জেয়ান্তে ধরিতে গেলে হাবুডুবু খায়;
সে মড়া নয়কো রসের গোড়া, অরূপেতে দিয়া আঁখি ॥২৬৪০॥

সুরট মল্লার—একতালা।

বৃথা দিন গেল রে বীণে ডাকরে বীণে মধুর রবে,
শ্রীহরি রব বিনে বীণে, রবিনে আর অন্য রবে।
কররে বীণে উপাসনা, করবিনে আর দুর্ব্বাসনা,
করিলে যে নাম ঘোষণা, রবিতনয় দূরে যাবে ॥
(ওরে) না বলিলি হরিগুণ, তোর গুণে কি হবে গুণ,
ওরে বীণে তব গুণ লোকে গাবে কোন গৌরবে।
ডাকরে বীণে গুণে গুণে, নিজগুণে সে নির্গুণে.
দীন হীন গোবিন্দের যেন, যেতে হয় না ঘোর রৌরবে ॥২৬৪১॥

মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ভব ব্যাধির মহৌষধি, বাবা বৈদ্যনাথ।
অনুপান, গুণগান, নিদান বিহিত মত ॥
যার থাকে কর্ম্মভোগ, সে ভুঞ্জয়ে ভব-রোগ,
হলে তব মনোযোগ, আরোগ্য নিশ্চিত ॥
তোমার স্মরণ মাত্র, রোগীতে হয় পবিত্র;
কৃপা করিলে ত্রিনেত্র, তরে শত শত ॥
ওহে প্রভু কৃত্তিবাস, ঝাড় খণ্ডে তব বাস,
পুরাও জীবের আশ, তুমি বিশ্বতাত ॥
তুমি ধন্বন্তরি বৈদ্য, তব স্বজিত ঔষধ,
তংহি জগত আরাধ্য, কহে খগনাথ ॥২৬৪২॥

খট—ঝাঁপতাল।

ও মা সতী, কুমতি ঘুচাও আমার এই বারে।
আমি হয়েছি পরাধীন; কিসে যাবে দিন, ঘুচাও কুদিন,
এখন দীনের দিন তোমা বই কে নিস্তারে।
এখন পিতার মা, পুত্রের মা, জগতে বলে মা, তুমি আমার মা,
এখন মা বলে ডাকে জগত সংসারে ॥২৬৪৩॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

আমি শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা চলে গেল, রইলো যা, তা কেবল ফাঁকি॥
আমার বলে ছিল যারা, আরতো তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তারা, কোথায় তারা, বারে বারে কারে ডাকি,
বল দেখি মা শুধাই তোরে, আমার কিছু রাখলি নারে,
আমি শুধু আমায় নিয়ে, কোন প্রাণেতে বেঁচে থাকি॥২৬৪৪॥

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

বল কালী কালী বল।
গত হলো কাল, জীবে কত কাল, কাল পেয়ে কাল নিকটে এলো।
কাল ভয়ে কালী হলো এ অঙ্গ, কবে দংশীবেরে সে কাল ভুজঙ্গ,
কর সাধু সঙ্গ, কালী নাম প্রসঙ্গ, কালে হই কাল সাঙ্গ হলো।
কাল দণ্ড লয়ে কাল আসিবে, কালের ভয় তখন কেবা নাশিবে,
কলুষনাশিনী সেই সবে শিরে, কালিদাসে দিবেন চরণ-কমলে॥২৬৪৫॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অসার প্রেমেতে ভুলে কেন হও প্রবঞ্চিত॥
বিপদ কালে দেখিবে কে তব সুহৃদ কত॥
রূপ-গুণ-ধন-যৌবনে শ্রুতি মধুর বচনে,
বিমোহিনী হয় যেই সেই অতি অবোধ চিত।
অদ্য সে প্রেয়সী শোকে, করাঘাত হানে বুকে,
কল্য সে বিবাহ তরে হইতেছে সুসজ্জিত॥
নয়নান্তরাল হলে, কে কাকে আপনার বলে,
সরল হৃদয়ে ভালবেসে হয় আনন্দিত।
প্রেমের আকার যিনি, তাঁরে ভালবাস তুমি,
পাইবে অক্ষয় শান্তি, নিত্য সুখ অবিরত॥২৬৪৬॥

গৌড় সারঙ—আড়াঠেকা।

কেন প্রভু দীনজনে হইলে নিদয়।
না দিলে ভকতি হরি, কি দিয়ে তুষি তোমায়॥
জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বলে, তনু-তরী সাজাইলে,
পাপ পুণ্য ছুটা, সৃজিল সাগর;—মোহপাল আশা-পবনে,
ছুটা দাঁড়ির মিলনে, ডুবালে পাপ সলিলে, পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়॥২৬৪৭॥

রামপ্রসাদী—সুর।

তোর দুঃখে মা আমি দুঃখী, মা তোর অবসর নাই তিলেক দেখি॥
অনন্ত আকাশ ভরা ভুবন কত গো আলেখী,
এ সকলের ভার তোমার উপর, তুমি বটে মা? একাকী,
লোকে সবাই ডাকে, সবাইর ঘরে তুই রক্ষমী,
মা তুই বড় বাপের বেটী কঠিন, তাই সে সহে এত ঝুকি।
অচেতন চায় পরিবর্ত্তন, ফল, ফুল, পাতা চাহে শাখী,
ওমা জীবের তো অশেষ যন্ত্রণা, দিবা রাত্রি যায় না বাকি।
সকল গড়াও সকল সাজাও, কোথা কিছু রয় না বাকি,
কেবল প্রসন্নের মন গড়াইতে মা তোমার অবসর হয় নাকি॥২৬৪৮॥

বেহাগ—জলদ তেতালা।

কি বুঝিবে জীবে তব লীলার কৌশল, ওহে নিত্য নিরমল।
মহামোহ মদ্যপানে, জগত বিহ্বল।
শ্রুতি স্মৃতি মীমাংসায়, চতুর্ব্বেদ বিধাতায়,
অন্ত নাহি পায় ন্যায়, সাংখ্য পাতঞ্জল।
অঙ্কুশ আঘাতে করি, মানুষে চালায় করি, বিষধর করে ধরি,
খেলে মালদল;—দিবাকর নিশাকর, ভূলোক আলোক কর,
রাহু ভয়ে থর থর, কম্পিত দুর্ব্বল।
দেব দানব মানব, জীব জন্তু সব, ভবে উদ্ভব পতনে এক বিন্দু জল;—
তোমার লীলার লেশ, যোগে না পেয়ে উদ্দেশ,
দারুময় হৃষীকেশ, মহেশ পাগল॥২৬৪৯॥

মুলতান—ছোট চৌতাল।

জয় গঙ্গে জয় জয় গঙ্গে। ত্রিজগত জীবন জীবনভঙ্গে॥
বলি কলিমল হর নিরমলভঙ্গে। নির্ভর ভ্রমি ভব ভীমতরঙ্গে।
বিধি করকমলজ কমল-করঙ্গে। হরিপদচারিণী বিপদ বিভঙ্গে॥
মদন হৃদয় ভয় পরিভবদঙ্গে॥২৬৫০॥

ঘট—যৎ।

কোথায় আজ গো শঙ্করী। (মা) পড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়,
বন্ধন-জ্বালায় প্রাণেতে মরি।
তরী লয়ে যখন আসি মা সিংহলে, যাত্রাকালে মুখে দুর্গা দুর্গা বলে,
দুর্গানামের ফল এই কি মা ফলে, কূলে আসি শেষে ডুবালে তরী॥৫১

গৌরী—একতালা।

কোথায় সে জন, জানে কোন জন, যে জন সৃজন লয় করে।
নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে, মসীদে কি চার্চ্চে মন্দিরে॥
শূন্যমার্গে স্বর্গে, সাগরে সলিলে, ভূধরে ভূগর্ভে অনলে অনিলে,
বনে প্রস্রবণে, শব্দে ভূমণ্ডলে, আলোয় কি অন্ধকারে।
পাতে পোতে পথে ঘাটে, ঘোঁটে ঘটে তপে জপে যোগে যাগেযোগীরটে
সরলে কি শঠে, হোটেলে কি হাটে পটে কি পাথারে প্রান্তরে॥
লণ্ডনে মার্কিনে, ফ্রান্সে কি চীনে, বর্ম্মা বেঙ্গলে বোম্বে হিন্দুস্থানে;
নেপালে কি ভোটে, কাবুলে গুজরাটে, ব্রহ্ম-অণ্ডে কি অণ্ড-বাহিরে
গয়া গঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবন, ঘোষপাড়া পেঁড়ো নদীয়ার মদীনে,
রিভার্ জর্ডেনে, গার্ডেন অব্ ইডেনে, শ্মশানে সমাজে কবরে॥
ভারত অশক্ত সে ভাব ধারণে, সাধ্যে হয় না সংখ্যা অদর্শন দর্শনে,
বাইবেলে মিল্টনে, কোরাণে পুরাণে, বেদে কি তন্ত্র অন্তরে।
তিনি কর্ত্তা কি গৌরাঙ্গ, নানক আল্লা যীশু,
কালী কি কানাই বসু-শিশু বাসু,
কোন্ নামে কোন্ ডাকে,সাড়া দেন কাকে,স্বরূপ বলিতে সেই পারে॥
ব্রাহ্মে বলে ব্রহ্ম নিরাকারাকার, সহস্র শীর্ষ সাকারে স্বীকার,
সে যে কিমাকার, বর্ণে সাধ্য কার, ওকারে কি আছেন ওঁকারে।
কে বলিতে পারে পারেন কোন বাস,
তাঁর কোঁচা কি পেণ্ট্‌লনে ইজেরে উল্লাস,
ঘ্যালে কি বাকলে গুধুড়ি কম্বলে, কৌপীনে কি বাঘাম্বরে॥
ব্রাণ্ডি কি জিনে শেরি স্যামপিনে রুটী বিস্কুটে পলাণ্ডু রশুনে,
মালপো মালসাভোগে, মোষে ছাগে, পাকা পাতা বাত আহারে।
স্বপু বীণা বোলে,খমকে কি খোলে,তোপে কিতাউসে জয়ঢাকে ঢোলে,
নেড়া নেড়ী দলে, বাউলের পালে, শিঙ্গে কাড়া কাঁসী কাঁশরে।
কিরীটে কি ক্যাপে, বেণী বেণা, ঝোপে, কটা জটাজালে,
গাল পাটা গোঁপে,চৈতন ফুরফুরে,থামা খোদাসুরে,কিম্বা চাঁচরচিকুরে
শক্ররূপে স্বর্গে শক্রাণী সম্ভোগে, নরক নিকরে শূকরী সংযোগে,
মহাদুঃখে মহাসুখে রাগে রোগে, সমভাবে ভেবে পাই যাঁরে।
পণ্ডিতে পামরে সন্ন্যাসী শবরে, কাঁকরে কি আছেন রত্নের আকরে,
প্যারী বলে এমন কে আছে সংসারে, যে নিগূঢ় নির্ণয় তাঁর করে॥

ভৈরবী—ঠেকা।

যমে ফাঁকি দিতে, জাগাব জীবে চিতে, জাগাব রচিতে কবিতা গান।
তাই জীবে প্রাণে,সকল জীবের প্রাণে, উথলি উঠিবে হরিনাম॥২৬৫৩॥

রামকেলী—কাওয়ালী।

জয় নারায়ণ ব্রহ্ম পরায়ণ শ্রীপতি কমলাকান্তং।
নাম অনন্ত কাঁহা লাগবর্ণ শেষ না পায়ো অন্তং॥
শিব সনকাদি আদি ব্রহ্মাদি নারদ ধ্যান ধরন্তং।
রামরূপ ধর রাবণ মারে কুম্ভকর্ণ বলবন্তং।
বাসুদেব গৃহে জনম লিয়ো স্থায় নাম ধর যদুনাথং।
কৃষ্ণরূপ ধরে অসুর সংহারে কংসকো কেশ গহন্তং॥
জগন্নাথ জগমগ চিন্তামণি বৈঠ রহে মেহি চিন্তং।
দশমস্কন্ধ ভাগবত লাওয়ে সুরদাস ভগবন্তং॥২৬৫৪॥

তাল খেমটা।

ওরে মৃগ আমায় বল।
স্বাধীন মনে চর বনে এত পুণ্য কিবা ছিল।
খেয়ে লতা পাতা ঘাস বনেতে কররে বাস।
নাই বিলাস বারমাস স্বচ্ছল;—
ওরে, যোগী তোরা মৃগ সবাই, তোদের দ্বেষ হিংসা প্রভুত্ব নাই,
জাতীয় দল বেঁধেছ তাই আছে পরস্পর মিল।
প্রয়োজন হলে পরে নাহি যাও ধনীর দ্বারে,
খাও প্রান্তরে চরে কেবল;——
ওরে ধন্য তোদের স্বাধীনতা সদয় আছেন বিধাতা,
শুনে ধনীর বাঁকা কথা চখে নাহি পড়ে জল॥
ভূমির নাই খাজানা স্বামীর নাই তাড়না,
কাণধরে আন বলে না প্রবল——
ওরে তাড়া দিলে ব্যাধগণে, তখন বন ছেড়ে যাও অন্য বনে,
প্রাণ গেলেও কোনজনে ধর্ম্মাবতার নাহি বল।
যদি মৃগ, বধে বাণ দিয়ে অকারণে, মৃগদল বধে প্রাণে চণ্ডাল;—
কাঙ্গাল বলে কাতরেতে, প্রাণ গেলেও মৃগ ব্যাধের হাতে,
ধনীর বাক্যবাণ হতে ব্যাধের বাণ বরং ভাল॥২৬৫৫॥

মুলতান—খয়রা।

(সেই) প্রেম কি চাইলে মিলে।
সেই প্রেম আপনি উদয় হয় শুভ যোগ হলে॥
হয় ভাবেরি উদয়, সেই ভাবে ডুবে রতে হয়,তবে দয়া হয় সময় হলে,
নৈলে পাওয়া ভার,দৌড়াদৌড়ী সার,কনকধারী গোঁসাই বাউলে বলে
তুলার আশ্বিন মাসে,তিথি অমাবস্যে,স্বাতি নক্ষত্রের জল পড়ে যাহাতে
হয় বাঁশে বংশলোচন,গজে গজমতি, না হয় কেন অন্য মেঘের জলে॥

রামপ্রসাদী—সুর।

তোরে প্রাণ খুলে ডাকে নমাজ ডাকে। শরীর রোমাঞ্চ হয় অই হাকে॥
আল্লাহো আকবর বলে, ফিরে উচ্চে ডাকে উর্দ্ধমুখে,
যেন বাইরের কথায় ধ্যান না ভাঙ্গে,তাই কাণে আঙ্গুল দিয়ে,রাখে।
(একবার) অইমত প্রাণভরা ডাক, ওমা! ডাকতে শিখা না আমাকে,
যেন অমনি করে উচ্চস্বরে মা মা করে ডাকি তোকে।
ওমা আর এক দৃশ্য যখন বেইর হয়, নগর কীর্ত্তন দিতে লোকে,
তোরে সমস্বরে সবাই স্মরে, শিহরে শরীর পুলকে।
কিবা গায় তোমার নাম খোল কর্ত্তালে মিশাইয়ে সোমে ফাকে,
কেহ বাহুতুলে নৃত্য করে, কেহ ধুলায় পড়ে অশ্রুমুখে।
অই মত ঢলাঢলে, রাখবি কি মা প্রসন্নকে?
যেন একবার নাচি, একবার পড়ি, একবার ডাকি উচ্চস্বরে॥২২৫৭॥

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের—সুর।

পুণ্য পাপের বিষম বিবাদ লোকসমাজে।
লোকসমাজে লোক সমাজে বিশ্বমাঝে, লোক সমাজে॥
পাপ বলে আমি রাজা প্রতি ঘরে ঘরে।
পুণ্য বলে রাজা আমার সাধুর হৃদনগরে, পাপ যেতে নারে॥
পাপ বলে রাখি আমি জীবসকলে সুখে।
পুণ্য বলে দুদিন বাদে শোকে তাপে দুঃখে, পড়ে ঘোর নরকে॥
পাপ বলে মায়ামোহ আমার সেনাপতি।
পুণ্য বলে রণস্থলে হরি আমার গতি, যিনি ত্রিলোকপতি॥
পাপ বলে আমি ছাড়া কেবা হরি আছে।
পুণ্য বলে তোমার দণ্ড হইবে যার কাছে, সময় আসিতেছে॥
পাপ বলে এই বেলা যাও সরি মানে মানে, আমার কথা শুনে॥
মিটে গেল পাপ পুণ্যেরে বিবাদ বালাই।
পরিব্রাজক বলে হরি হরি বল ভাই, সুখে থাকরে সদাই॥২৬৫৮॥

নারায়ণী—যৎ।

নমামি মহিষাসুর-মর্দ্দিনি। নমামি নমামি কপালিনী॥
মহিষ-মস্তক-নটন-ভেদ, বিনোদিনি মোদিনি মালিনি মানিনি,
প্রণতজন-সৌভাগ্য জননি।
শঙ্খ-চক্র-শূলাঙ্কিত-পাণি, শক্তিশেল মধুর-বাণি;
পঙ্কজ-নয়না পন্নগ-বেণী; পালিত-গিরি-গুহাম্পু রাণী;
শঙ্করার্দ্ধ-শরীরিণি, সমস্ত দৈবত-রূপিণি;
কঙ্কনালঙ্কৃতাব্জ করা, কাত্যায়নি নারায়ণি॥২৬৫৯॥

স্বরট মল্লার—একতালা।

আমার এমন দিন কি হবে।
হইয়ে সন্ন্যাসী, হব কাশীবাসী, বারাণসী ধামে জীবন যাবে।
ষড়রিপু ভয় নাহিক তথায়, হবে জয় যথা আছে মৃত্যুঞ্জয়;
রবির উদয় যেন তেজোময়, পাপ তিমির তায় বিনাশিবে॥
ত্যজ সুখ বাসনা, শিব উপাসনা, পুরাব তথায় মনের বাসনা,
অন্নপূর্ণা মাকে ডাকিবে রসনা, যন্ত্রণা সব ঘুচিবে——
বসি আসি ঘাটে, জাহ্নবী নিকটে, শিবপূজা যেবা করে করপুটে,
কালিদাস কহে কাশীখণ্ডে রটে, বিষমসঙ্কটে ত্রাণ পাইবে॥২৬৬০॥

তাল—একতালা।

(শ্যামা পূজা) (কালী পূজা) শক্তি পূজা কথার কথা নয়।
যদি কথার কথা হতো, চিরদিন ভারত শক্তি পূজে,
শক্তিহীন হতো না॥ (ওরে)
কেবল ডাকের গহনায়, ঢাকের বাজনায়, শক্তি পূজা হয় না।
এক মনো বিল্বদল, ভক্তিগঙ্গাজল, শতদল দিলে হয় সাধনা। (হৃদয়)
দিলে আতপ অন্ন, কি মিষ্টান্ন, মায়ে তাতে ভোলেন না;—
কেবল জ্ঞানদীপ জ্বেলে,একান্তধূপ দিলেব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা(ওরে
বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা, মা সে বলি লন না;—
দি বলি দিতে আশ,স্বার্থ কর নাশ,বলিদান কর বিলাস বাসনা,(ওরে)
কাঙ্গাল কয় কাতরে,জাতি বিচারে, শক্তি পূজা হয় না;—
সকল বর্ণ এক হয়ে, ডাক মা বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না। (ওরে)॥২৬৬১॥

বাউলের সুর।

দেখনা মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারি।
পড়িয়ে কোপনী ধ্বজা কি মজা উড়ালে ফকিরী॥
বড় দরদের ভাই বন্ধুজনা,পরে সাথের সাথী কেউ হবে না,মন তোমারি,
আবার একা পথে খালি হাতে, বিদায় করে দেবে তোরি,সেই দিনে।
তুমি যা কর তা কর রে মন কিন্তু শেষের কথা রেখ স্মরণ বরাবরি;
ও তোর পিছে পিছে ফিরছে শমন ওরে কখন
হাতে দেবে ডুরি॥ মন তোমারে।
বড় আশায় বাসা এ ঘর, কোথায় পড়ে রবে তোমার ঠিক নাই তারি,
সিরাজ সাঁই কয় লালন ভেড়ো,
তুই করিস রে কার এক্তাজারি ভেড়ো তুই॥২৬৬২॥

পাগলা কানাইয়ের সুর।

পাগলা কানাই বলে গড়া রথ নূতন করে।
চালাতাম সাবেক বলে, এই শেষ কালে চলে না॥
আমি ঠেলে ঠুলে চালাবার চাই, যার চলবার সে চলে না,
ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে দিন গেছে আর ঠেলা এসে না, ভাটিরথ চলে না।
চড়নদার ছিল যারা, সব সরে পলো তারা,
হয়েছি দিশেহারা নজরধরা, সেরে যেতে পারলাম না॥
(যার কাছে যাই সেই রাগ করে) ভাটিরথে থাকবো না,
ইন্দ্রিরিপু ছজন তারা প্রবোধ মানে না, ভাটিরথ চলে না।
রথ নূতন যখন গড়া, তখন টনক ছিল দড়া, খুব জোরে চলত ঘোড়া,
রথ দেখতে পরিপাটী (সারথি হয়েছে ভাটি)
জুড়াতে আর নাইক জোর, পাগলা কানাইর হলো মিছে
টানাটানি সার, ও রথ চলবে না আর॥২৬৬৩॥

ভৈরবী—একতালা।

ভজ গোবিন্দ চরণারবিন্দ মন। এ ভব যন্ত্রণা যাবে এড়াবে শমন।
আশী লক্ষ যোনি ভ্রমে, এসেছ মন ক্রমে ক্রমে,
মানব জনম বহু শ্রমে, পেয়েছ এখন।
যদি বল সময় আছে, সে কথা সকলি মিছে,
কাল বেড়ায় পাছে পাছে, সদা সর্ব্বক্ষণ॥
সকল কর্ম্মের ঠিক পাবে, দেখ তুমি ভেবে,
কখন কালাকাল হবে, নাহি নিরূপণ॥
বশ্য আছে এ রসনা, এই সময় বিবেচনা,
নিদানে বলা হবে না, হবে অচেতন।
স্ত্রী পুত্র সকলে আছে, শুনাইবে কাণের কাছে,
শ্রবণ আগে বচন পাছে পলাবে তখন।
গলিত তখন হবে দেহ, ঘৃণাতে ছোঁবে না কেহ,
সেই সময়ে স্নেহ, করিবেন নারায়ণ॥
কুসঙ্গে সদা মজে, রহিলে মন কি বুঝে,
কালাচাঁদ দাসে ভজে, শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥২৬৬৪॥

পাগলা কানাইয়ের সুর।

কি মজার ফুল ফুটেছে ও রঙ্গের মাঝার।
দেখতে ভয়ঙ্কর ভাসছে ফুল নিরাকর॥
মূল রয়েছে তদন্তরে, তদন্তরে নবির দৃষ্টি কার;
লগ্নযোগে লিখা কুষ্ঠি, দৃষ্টি রাখে সৃষ্টিধর
কি চমৎকার সেই অমূল্য ফুল তোলে সাধ্য কার॥

যোগেন্দ্র ইন্দ্র আদি ফুলের চতুর্দ্ধার,
তরঙ্গের মাঝারে দিচ্ছেন তার বাদ,
ফুলে নৃত্য করে ভ্রমর অলি, ফুলে বসে আসে শশধর,
ফুলের পর লিখছেন বিধি, দেবতা আদি, বোঝা ভার,সাধ্য হয় কার!
সেই পাগলা কানাই হয়ে বিচার, মিছে কাট কাছারী সার ॥
গরল ফুলের চতুর্দ্দলে, তাই খেয়ে যে জীর্ণ করে,
এমন সাধু কোথা কারে, শুনে লাগে ভয়;
যে স্থলে বার পুষ্প ফুটে বারমাস, দেখা যায়;
অলগে খেল্লে জুয়া, কতক ফুল পড়ে ভুয়া,
লগ্নযোগে যদি এক ফুল রয়, ফুল যেন সেই চাঁদের
তুল্য অমূল্য ফুল ধরতে যায়।
সে ফুল কে পায় না, হক নজরে দয়া করে দিয়াছেন যারে যেমন॥২৬৬৫

শ্রীরাগ—চৌতাল।

বংশীধর পিণাকধর গঙ্গাধর গিরিধর। জটাধর মুকুটধর রাজিত হরিহর।
চন্দনধর ভসমধর পীতাম্বর মৃগচর্ম্মাম্বর। চক্রধর ত্রিশূলধর নরহর শঙ্কর।
সুধাধর বিষধর,গড়ুরাশন বৃকবাহন। মানধর পরমেশ্বর ঈশ্বর—
কহে মিঞা তানসেন, তোমদো স্বরূপ একবিজে,
কৃপা কর শির পর আভিস্বর॥২৬৬৬॥

বাউলের সুর।

(শোন) মন রে, আমার কপাল মন্দ, পরকে মন্দ বলো না।
অযোধ্যাতে রাম রাজা হইবে, ঐ নামে সে বনে যাইবে,
জানকীর সঙ্গে করিয়ে,
কপালে বিধি লিখিলে, তারে খণ্ডাইতে কেউ পারবে না॥
ধর্ম্ম কার্য্য করে নল রাজা, কপাল গুণে পেলো সাজা,বনে২ ভ্রমণ করে
মন রে, বলি তোমারে, তুমি কুভাবনা ভেব না॥২৬৬৭॥

পাগলা কানাইয়ের সুর।

শোন ভাই আমি রথের কথা বলে যাই,
এক কামিলকর উত্তম ব্যক্তি দীনবন্ধু সাঁই।
দিয়ে তিনশ ষাট যোড়া, রথ করে খাড়া দুই চাকার পর
এমন রথ কভু দেখি নাই,
আছে কুড়ি চন্দ্র আর দশ ইন্দ্র, রথে বিরাজ করেন চৌষট্টি গোঁসাই॥

দয়াময় রথে কি কাজ করেছে, দ্বিদল চতুর্দ্দল অষ্টদল শতদল গঠেছে,
কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র আদি ধ্যানে ধনে রথে বিরাজ করিতেছে;
এমন উত্তম উত্তম ব্যক্তি থাকতে,বিন্দু ছোঁড়া প্রধান হয়েছে॥
আর রথখানি ভাল করি বেশি নাই,
হয় সাড়ে তিন হাত, এর চূড়ার পরে লেখা
আছে হউৎ মউৎ নিজের কত দৌলত;
রথের পর ইহার মধ্যে শতদল, মন হিল্লোলে,
ঘুরছে চাকা বাহবা মজার কল ইহার শতদলে সারথী বসে চূড়োর পরে
আলো করছে দুই মশাল, ও তা বিনে তৈলে জ্বলে,
পাগলা কানাই বলে, বাহবা দীনবন্ধুর কল॥
আর রথ ফেলে যে দিন সারথী যাবে, তখন কি ছুতর দরশন দেবে
রথের ভরসা নাই, পাগলা কানাই বলে ভেবে দেলে,
ভাই সকল এখন ছুতর কোথায় পাই॥২৫৬৮॥

পাগলা কানাইয়ের সুর।

দেখ ভাই রথ গড়েছে দীননাথ ছুতর।
কত বৃক্ষ আদি তরুলতা সেই রথের উপর॥
আবার সারথী এর মধ্যে বসে যখন বলে চাকা ঘোর,
(ও রে চাকা ঘোর) ছুতরের কথায় চলে, বিনে দড়াতে চলে
চাকার এছা জোর॥
আর রথখানি গড়েছে ভাল, ভাবতে দিন বয়ে গেল,
(কি জানি হয়)শেষকালে রথ ভাঙ্গলে দেশী ছুতর তালি দিতে পারবে না॥
ভাই বলে পাগলা কানাই রথখানি বাঁকা,
আমি নূতন রথে চড়েছি ভাই জোর চলে চাকা,
রথ পুরণ হলে জাট নড়িলে হবে না এ থাকা,
রথ ভাঙ্গিলে পুরণ হলে তখন
কি খাটবে তালি সারথী উড়ে গেলে পড়ে রবে রথ॥২৫৬৯॥

বাহার—ঠুংরী।

দেখ ওই দেখ ধেনু দাঁড়ায়ে বৎস সনে,
বৃষভ গজবাজী কুমার আজ যাবে রণে, (জিনবে সমর)
সুন্দরী রজত সোণা, দ্বিজ নৃপ বারাঙ্গনা
ঘৃত মধু ফুলের মালা পতাকা ঐ গগনে (জিনবে সমর)
দেখ ঐ আপনা জ্বলে, শিখা তার ডাইনে হেলে
পূর্ণ ঘড়া দধির ছড়া ধাণের গোছা শ্বেতবরণে (জিনবে সমর)॥২৫৭০॥

বাউলের—সুর।

ঘোর সমর মাঝেরে কে ওরে বামা, নাচিছে দনুজ সমাজে দামিনী সমা
দশদিগ বসনা মগনা সদা রণমদে, দুরন্ত দিতিসুত দলে দলে পদে পদে,
পুরুষ সমাজ মাঝে কে রমণী রণসাজে,
কুলবালা কুলে কালি কালী কালোপমা।
আকুল দনুজকুল হেরে কাঁপিছে থর থরে,
কৃতান্ত সম অসি এলোকেশীর বাম করে, ভীষণ দশন ছটা,
নিনাদে বারিদ ঘটা, প্রকট রসনা জটাজুট মনোরমা॥
হরিণ নয়ন যুগ বদন সিধু সুধা করে, অনন্ত সুধা মাঝে
ডুবাইয়ে কলেবরে, ভীষণ দশন চাপে বিষম রাহুর শাপে
কাঁপাইছে মুখশশী বামা নিরুপমা।
দহন নয়ন ভালে, শোভিছে যাহে আধশশী,
কালান্ত কালে যেন ছুটিছে অনল রাশি:
কি তায় মৃদুল হাসি সিঁথায় সিন্দুর আসি, তরুণ অরুণ ধারাধর ঘোরতমা
কি ভাব লহরী মাঝে কিশোরী ঘন সুধা পানে,
প্রমত্ত পদ ভরে ঢলু ঢলু ত্রিনয়নে;
মাভৈঃ বলিয়ে ছলে, হাসে ভাসে মহাকালে,
হৃদয় সরসে সরোজিনী হর রমা॥
অধরে রুধির ধারা সাদরে ঝরে ঝর ঝরে,
কিদৃশ্য রণমাঝে রণময়ী রণ করে; মরণ বারণ তরে,
চরণ শরণ করে, কর গো মা শিবের যাতায়াত পথ সীমা॥২৬৭১॥

বাউলের—সুর।

যার জন্যে পাগল হয়ে বেড়াস্ বনে, সে যে তোর ঘরের কোণে;
তারে আদর করে আপন ঘরে ডেকে লবে সযতনে।
এনে দেহ ঘরে, হিয়া পরে বসায়ে রাখ প্রেমরতনে;
সে যে রত্নবণিক হীরা মাণিক, বিলায় কত ভক্ত জনে।
(ওরে) যে ধন লাগি সর্ব্বত্যাগী গৌর নিতাই ভক্তগণে;
মহা মোহ বশে কর্ম্মদোষে, হারালি্নে তায় অযতনে।
তারে দিবানিশি কাছে বসি, চেয়ে দেখিস্ প্রেমনয়নে;
একবার চোখে চোখে দেখা হলে, মিশে যাবে প্রাণে প্রাণে।
এমন হারানিধি পেয়ে যদি, ভুলে থাকিস্ সে রতনে;
তবে আঁধার ঘরে, লয়ে কারে, সাধ মিটাবি প্রেম সাধনে।
প্রেমদাসে বলে কোন কালে শান্তি নাই তার এ জীবনে;
(ওসে) রতন ফেলে, করমফলে, জ্বলে পুড়ে মরছে মনে॥২৬৭২॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

দুঃখিনী ভারত মাতার করিতে দুঃখ মোচন।
শুভদিনে অবতীর্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন॥
মায়ের একাদশ দিনে, ব্রহ্মজ্ঞানে রামমোহনে,
ব্রহ্মোপাসনা, করিলেন ভবে স্থাপন॥
প্রাণস্থ প্রণবরূপে, দাঁড়ায়ে দেবেন্দ্র বুকে,
ব্রহ্মজ্ঞান প্রেমরস করিলেন অভিসিঞ্চন।
যুবক কেশবে ধরি, লীলার সমর হরি,
করিলেন ভারতক্ষেত্রে সর্ব্বধর্ম্ম সম্মিলন।
এই তিনটী সুসন্তান, ভারত মাতায় করি দান,
করিলেন ধন্য তারে দিয়ে স্বীয় শ্রীচরণ।
এই তিন জনের প্রিয়ধন, প্রাণেতে করি গ্রহণ,
সৌভাগ্যশালী হইবে ভারত নর নারীগণ।
শুনে মা তোমার কথা, দূরে গেল মর্ম্মব্যথা,
ইচ্ছা করি যথা তথা করি তব গুণ কীর্ত্তন॥২৬৭৩

বাউলের—সুর।

আমি একদিন না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আর্শিনগর এক পরশি বসত করে॥
ওরে গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই কিনারা নাব তরণী পারে;
মনে করি, দেখব তারি, আমি কেমনে সেথা যাই রে।
আমি বলব কি পরশির কথা, ও তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথ নাই রে,
সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপরে, আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে॥
পরশি যদি আমার হত, তবে যম যাতনা সকল যেত দূরে;
আবার সে আর লালন একস্থানে রয়,আবার লক্ষ যোজন ফাঁক যে॥৭৪

ঝিঁঝিট—একতালা।

সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গী লয়ে ধূলা খেলা,
ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা।
কত ছাই মাটি দেখ গায় ভরেছে, গা দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে,
ধুয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পুঁছে দে মা গায়ের মলা।
আমি নাকি অঞ্চলের নিধি, রাখ মা তোর অঞ্চলে বাঁধি,
চঞ্চল ছেলে কাছে রাখিস (মা) ছেড়ে দিসনে রোদের বেলা॥
দুষ্ট ছেলে কষ্ট দেয় মা, মা বিনে কে কষ্ট সয় মা,
তুই বিনে মোর কে আছে মা, কে দেখে মা ছেলেবেলা॥২৬৭৫

বাউলের—সুর।

আমার আপন খপর আপন আর হয় না।
আপনারে চিনলে পরে, যায় অচেনারে চেনা॥
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়,যেমন
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না,
আমি ঢাকা দিল্লী হাঁতরে ফিরি, আমার কোলের ঘোর ত যায় না।
আত্মারূপে কর্ত্তা হরি, মনে নিষ্টা হলি মিলবে তারি ঠিকানা,
আবার বেদ বেদান্ত পড়্‌বে যত, ওরে বেড়বে তত লটনা॥
আপন আপন কে বলে মন, ওরে যে জানে তার চরণ শরণ নে না,
আবার, লালন মলো মনের গোলে, যেমন চোক থাকিতে কানা॥২৬৭৬

বাউলের—সুর।

এমন আজব্ বিষয় ভাব্‌তে যে মন অবাক্ করে!
(ওরে) আকার বিকার নাই কিছু যার সে কেমনে চিত্ত হরে?
কি গুণে সে নিগুর্ণ, মজাস ত্রিভুবন, (বুঝি)
চিৎঘন রূপেতে আছে চরাচরে;
যার আদি অন্ত খুজে না পাই জান্‌ব কি তায় চিন্তা করে।
যে বস্তুর নাই আধার, সে নাকি মুলাধার,
(আবার) অরূপেতে কেমনেই বা জ্যোতি ধরে?
যার নাইকো আকার, করছে বিহার, ভাবলে জ্ঞান বুদ্ধি হরে।
ভাবুকে ভাব যোগেতে, চাহিলে পায় দেখিতে,
(ওরে) যে সে কি তায় দেখতে পারে ইচ্ছা করে,
সেই চিন্তামণি,প্রেমের খনি, (আছে) ভক্ত জনের হৃদ-কুটীরে॥২৬৭৭॥

বাউলের—সুর।

তোমার উপমা কেবল মা তুমি, মুদিলে নয়ন ভুবন মোহন হেরি,
তোমার অসীম, রূপ নিরুপম, চরাচর গামী॥
বেদাঙ্গে বেদন্তে তুমি নিরাকার, নিরাকার উপমা কেবল নিরাকার,
সাকারেতে আবার প্রসার সংসার তোমাতেই তুমি॥
এ মা উপমা সে তোমার কবির ভ্রান্ত চিতে,
উমার আর উপমায়কি ভেদ জগতে, তুমি বিশ্বময়ী শিবে;
শিবের মতে সোহং বেদে অহং ভেদে;
চিন্ময় শরীরে চিন্ময়ী জননী, হিরণ্ময়ীরূপে মহিষমর্দ্দিনী, নিশুম্ভ,
সংসারে নৃমুণ্ডমালিনী, তোমাতেই তুমি॥২৬৭৮॥

প্রসাদী—সুর।

সংসারের কি ধার ধারি মা, তোর সরকারে খাই খরচা বিনা।
সিকি পয়সা উপায় নাহি সরকারে তা আছে জানা,
তাই সদয় হয়ে ব্রহ্মময়ী মাপ করেছ ষোল আনা,
ব্রহ্মাণ্ড যার মায়ের ভাণ্ডার (তার) কিসের অভাব তাই বল না;
তারে পূর্ণ সুখের অধিকারী করেছ গো অন্নপূর্ণা।
বাঁধা খোরাক সরকারে যার, তার কি আছে ভয় ভাবনা;
এমন হাবা ছেলে নইগো মা তোর, ছেড়ে দিব ন্যায্য আনা॥২৬৭৯॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

কি যেন কি ভাবে আসে জানি না, কিছু বুঝি না,
সে ভাব জীবনে প্রায় ঘটে না.
চকিতে চপলা প্রায়, চিক দিয়ে চলে যায়,
হৃদি-যন্ত্র বাজে বাজে বাজে না।
মুদিত করিয়ে আঁখি, বিরলে বসিয়ে থাকি,
দেখি দেখি দেখি আর দেখি না।
রূপ গন্ধ নাহি রস, কিসে যেন করে বশ, নিমেষে নিবায় সব যাতনা।
হায় কি জীবনে মম, হবে হেন শুভদিন,
হৃদি মাঝে আসি আর ফিরিবে না॥২৬৮০॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

এত কে পারে ভাল বাসিতে ?
ভাবিলে হৃদয়, বিগলিত হয়, অবিরল ধারা বহে যে আঁখিতে !
বারে বারে মাগো উপেক্ষি তোমারে,
কিছুতেই ছেড়ে যেতে চাওনা মোরে,
তাড়ালেও দেখি এস ফিরে ফিরে, তোমার মতন এমন কে আছে জগতে
এত ভালবাসা সন্তান উপরে, মা বিনে কি আর অন্যে দিতে পারে,
জননীর প্রেম সন্তানের তরে,, প্রাণরূপে সদা জাগে অবনীতে।
ভয় পেয়ে পেয়ে সন্তান যখন, ব্যাকুল হয়ে করে মায়ের অন্বেষণ,
বাহু প্রসারিয়ে জননী তখন, কোলে তুলি লন আশ্বাস বাণীতে।
নয়নে নয়নে রাখ চিরকাল, পলকের তরে থাক না আড়াল,
আহার যোগাও ইহ পরকাল, প্রেমামৃত দেও যে মুখেতে।
কি দিব তোমার প্রেমের তুলনা, তুলনার কিছু জগতে মিলে না,
অতুল সে প্রেম নাহি তার সীমা, অসীম অপার কে পারে বর্ণিতে॥৮১

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পাশ করা নয় বাঙ্গালীদের নাশ করা কেবল।
পাশের জ্বালায় পাশ ফেরা দায়, এ পাশ ধরায় কে আনলে বল॥
বিশেষ যাদের কন্যাদায়, তাদের পাত্র মেলা দায়,
পাত্রের দায় জলপাত্র বিকায়, না থাকে সম্বল।
মাইনা ছেড়ে মাইনর পরীক্ষা দিয়ে, মুক্তার সাতনর বসে চেয়ে,
প্রবেশিকার ভয়ে চক্ষে, কন্যাকর্ত্তার আসে জল॥
এদের ছেলে নিতে হলে, পলাতে হয় ভয় ভিটে তুলে,
এমের অর্দ্ধ নাভি জলে দিতে হয় জীবনের জলে॥২৬৮২॥

হাম্বির মিশ্র—ত্রিতালি।

এলো তোর প্রাণ বঁধু এলো।
টেনেছ প্রেমের ডুরি লুকিয়ে কোথা থাকবে বল॥
ওলো এত কি মানা, হাতে ধরে কাছে বসানা,
নইলে সই বলবে বঁধু সোহাগ জানেনা;
ওলো গরব কিসের তোর, যার গরবে গরবিনী কর তারে আদর,
থাক থাক মান তুলে রাখ মানে কিলো এলো গেল॥২৬৮৩॥

রামকেলী—যৎ।

মা হয়ে মা মায়ের মনে ব্যথা দিওনা জননী।
সমর সাগর ঘোরে স'পি গো নয়নমণি॥
স্মরি পদ কোকনদে, ঝাঁপ দিছি এ বিপদে
পতিত দুস্তর হ্রদে, তার পতিত-পাবনী।
তুমি মা প্রসন্ন হয়ে কোলে দিয়েছ তনয়ে,
অভয়ে ডাকি মা ভয়ে চাহ প্রসন্ননয়নী॥২৬৮৪॥

বেহাগ মিশ্র—খেমটা।

একে সই ছোটে মলয় বায়।
ফোটে ফুল কোকিল কুহু গায়॥
দেখিস্ দেখিস্ সামলে থাকিস্ প্রাণ নিয়ে না যায়।
চলে যা ফিরিয়ে বদন, নয়নে না মিলে নয়ন
হয়েছে কেমন কেমন তাই বলি আয় চলে আয়।
কেন লো কাঁদবি শেষে, ফেলবে ফাঁসে মুচকে হেঁসে,
কে এলো কি ভাবে ছলতে অবলায়॥২৬৮৫॥

কীর্ত্তন—লোফা।

রাখাল মিলি, ঘন করতালি, কাননে চলিছে কানু।
হেলিছে খেলিছে, ময়ূর পাখা, চুমিছে তরুণ-ভানু॥
উচ্চ পুচ্ছ হাম্বারবে, গোধন দলে দলে,
আগে ছুটে যায়, পুনঃ পাছে ধায়, নেচে নেচে সাথে চলে॥
মোহন মুরলী তান লহরী ধীর সমীরে খেলে।
আমোদ মদ উথলে গোকুলে, ফুল কলি আঁখি মেলে॥
কোকিল কুল কল কল, মধুর নূপুর বোলে।
মঞ্জরী রবে ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে মৃদু রোলে॥২৬৮৬

খাম্বাজ মিশ্র—দাদরা।

ভালবাসি তাই বসি সেথায়।
কাঁপিয়ে পাতা ধীরেযথা, মলয় মারুত বয়ে যায়॥
যেথা নবীন লতা নবীন তরু বেড়ে আদরে,
আকুল হয়ে কোকিল যথা গায় কুহুস্বরে,
ফোটে ফুল সৌরভের ভরে, সৌরভে দিক আমোদ করে
মধুপানে মত্ত ভ্রমর ঢলে পড়ে কলির গায়॥২৬৮৭॥

খাম্বাজ মিশ্র—ঠুংরী।

নাগরী গেঁথে মালা যত্নে পড়ায় নাগরে।
নইলে কিসের কদর ফুলের, আদর তারে কে করে;
অনুরাগে কুঞ্জে জাগে নাগরী নাগর;
না হলে কুঞ্জবনের এত কি গুমর,
শিখতে সোহাগ গুঞ্জে ধেয়ে আস্‌তো কি ভ্রমর,
নইলে কি বয় মলয় বাতাস কোকিল গায় কুহুস্বরে॥২৬৮৮॥

শ্যাম সিন্ধু—দাদরা।

ভুলো না কথায় ভুলো না। হেথায় তো থাকা হলোনা॥
থাক্‌লে হেথা ঠেকবে দায়ে ফিরে চলনা;
এসেছে ছলবে বলে, শেষে কি ভাসব জলে,
চেওনা, চাইলে যাবে নারীর মন টলে; ওলো সরলা ললনা॥
দেখিস লো থাকিস সাবধানে, আঁখি বাণ প্রাণে না হানে,
মনচোরারে ধরা কেন দেব বলনা॥২৬৮৯॥

গ্রীষ্ম ঋতু।

টলে লাল রবি টলে লাল রবি। লাল তোমারি বদন ছবি ॥
লাল আভা নয়নে, গগনে লাল মেঘদল,
রবি টলে, টলে টলে ঢলে জলে, চাহি ফটিক জল চাতক কাতর
থাকি থাকি পাখী সকরুন বোলে দে জল দে কত নিদয় হবি ॥
দে জলদে কত নিদয় হবি।
পাখী কহিছে ছলে, চাহ ফটিকজল দারুণ তৃষা কেম সহ;
চ্যুত লতিকাদল ধীর সমীরে দোলে, ডাকি কহে পাখী ছলে,
পিও পিও বারি মোহন মোহিনী হের মোহিনী মাধুরী মাধবী ॥২৬৯০॥

বর্ষা ঋতু।

গভীর মেঘদল গরজে।
বাজে বাজে প্রাণে, থেকনা থেকনা থেকনা থেকনা দূরে।
চাহি চুমিতে মুখ সরোজে চমকি চাকি চুকি,
চমকি চমকি চুকি চপলা, মন উতলা,
নীরদ ঢালিছে ধারা ভর ভর ঝর ঝর চমকি শিহরে বন,
নয়ননীর ধারা নেহার কাতর কুলিস কঠোর কত বাজে।
বাজে বাজে, না জেনে না বুঝে তোরি প্রেমে মজে ॥২৬৯১॥

শরৎ ঋতু।

মেঘে আর চাঁদ ঢাকে না। বদন খানি আর ঢেক' না ॥
চাও হে চাও দেখি আঁখি ফুটলো কলি ঐ দেখনা।
সোহাগে কইছে কথা তরুলতা, কেন ব্যথা দাও বলনা ॥
ছলনা আর করোনা, রাগের ভরে আর থেকনা ॥
কোরনা পর কোরনা, সাধের শরত বাদ সেধোনা ॥
হাসবে কমল হেরে হাসি শশির মান রেখোনা ॥২৬৯২॥

হেমন্ত ঋতু।

তোরি আশে। হের বেশ ভুষা পরি দাঁড়ায়ে রয়েছে উষা,
হেরিতে সাধ তব রঞ্জিত অধরে,
আদরে এমন দাঁড়ায়ে উষা তোরি তরে, তোরি আশে ॥
প্রাণ মন মম আশে বিলাশে, ভাসে ভাসে ॥
নীহার হার পরি ঝর ঝর ভর ভর ঝরিছে মুকুতা পাঁতি;
রঞ্জিত কুসুমিত রমিত মোহিত বনরাজি
হেমন্ত হিল্লোলে, হেম শীর্ষ দোলে, প্রান্তরে তরঙ্গ মালা,
হেলা দোলা অঙ্গ তরঙ্গিত, হেরিতে পিয়াস বিভোলা;

কপোত কপোতী কত সোহাগে কহিছে কথা,
ব্যাকুল খেলিতে ভাসিতে সমিরে, হেম কিরণ মাখি সাজি;
পাখী জাগে, মাতি তরুণ রাগে গাহিছে; পবন কাকলি বহে,
গাই ও পাখী অনুরাগে; হৃদয়ে তোমারে ধরি,
বদন রাগ হেরি, নয়নে নয়ন অভিলাষে ॥২৬৯৩॥

২৬৯৪

শীত ঋতু।

হের ধূসর দিশা। ধূসর ধূমরাশি নিবিড় কুয়াশা। আদরে করিছে মানা,
যেওনা যেওনা নিশা, যুবক যুবতী সাধ রহিল,
রহিল তোমারি বিধুমুখ সুধাপান তৃষা॥
ঘুরিয়া ইরিষা করি ধূসর রেণু কত উড়িছে ঝরিছে
কিশোর অরুণ কর বারিছে;
লোহিত সিত পীত তরে তরে ফুল কলি, তারকা মেঘ ঢাকা;
না হেরি উষা ব্যাকুল পাখী, শাখী শিরে বসি রহি রহি বোলে,
চ্যুত মুকুল দোলে কিরণ চুম্বন আশা॥
চঞ্চল চিত মম নয়ন কিরণ তব চুমিতে পিপাসা ॥২৬৯৪॥

বসন্ত ঋতু।

ওরে তোর মন মেতেছে কোকিলে ঐ কুহরে।
গাঁদা গোলাপ হার গেঁথেছে, চেয়ে আছে তোর অধরে॥
কিশলয় কাঁপিয়ে মলয়, তোর কথা কয় আমোদ ভরে,
রয় ধীরে সৌরভ বয়ে, গাছুঁয়ে তোর যায় আদরে॥
গুঞ্জরে ঐ ভ্রমরা ফুলে টলে ধায় বিভোরে,
চায় তোরে মন বিভোরা, আঁখি বিভোর হেরে তোরে ॥২৬৯৫॥

দোজপক্ষের ভাতার এটি চমৎকার,
আমার হাফ্‌সেয়ার, আর হাফ্‌সেয়ার পেয়েছে এই মাইডিয়ার সিষ্টার
এম্নি ভাতার পেলে পরে পর, বছর-বছর সাজবো কনে পাব নূতন বর
গুণের নিধি ভাতার খুব জবর,
এমন মুরুব্বি ভাতার আর কি আছে কার
ভাতারের শুধবো কিসে ধার ॥২৬৯৬॥

রিফার্ম্মার আমরা দুজনে, দুজনে প্রথমে দেখা ময়দানে,
তর্ক আর অবসিনীটিনে আর পর কোর্টসিপ করে, বে
আর পর শুনলে প্রতিজ্ঞে শুনলেন তো গুণ এখন মানুন না মানুন,
তথা ধাঁড় ছে আর গরু আছে আমাদের খুব জানে খুব মানে ॥২৬৯৭

কে আসবে আমার স্কুলে যাবে তিন দিনে তার লেজ ঝুলে
আমার এমনি কসে টান একটানে তার লম্বা হবে কাণ,
চলবে চাবুটি থুরে গলাবাজী করবে জোরে
ফুলে ফুলে ঘাড় তুলে ॥২৬৯৮॥

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে।
করে তুলছে তোলাপাড়ী, এবার নাইকো ছাড়াছাড়ী।
মিস্ কার্পেণ্টার্ সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে।
কি মান্দ্রাজ, কি বোম্বাই, সবাই দেখেছে,
এখন এসে কলকাতাতে (এবার) বাঙ্গালিদের!নে পড়েছে।
উত্তরপাড়ার স্কুলে যেতে, বড়ই রগড় হ'ল পথে,
এট্কিন্সন্ উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে।
নাড়াচাড়া দিলে ঘোঁড়া মোড়ের মাথাতে;
গাড়ী উলটে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে ॥২৬৯৯॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

হায় কি হলো রে বিচার, প্রিয় ভাই সুরেন আজি গেল কারাগার।
বলিতে বিদরে হৃদয়, গেল ন্যায় পরাজয়,
এ বিচার কি আইনে কয় ওহে ধর্ম্ম-অবতার ॥
"ইংলিশম্যান" প্রিয়তমে, কি মন্ত্র শুনালে কাণে,
তাতে জ্বলে ক্রোধাগুনে আদর্শ হ'ল প্রচার।
নাহি ক্ষমা ন্যায়বিধি, বসে প্রতিশোধে যদি,
কার কাছে বল কাঁদি, কে করিবে সুবিচার ॥
এ সাধনা কি সিদ্ধি হবে, এ ভাব কি মনে তবে,
নীরব ভারত র'বে, কাঁদিতে নারিবে আর ॥
বলিতে দুঃখ ফুকারি, তা'তে ভয় মনে করি,
পাছে বা অবজ্ঞা বলি বাস হয় কারাগার।
নয়নের জলে হায়, এ আগুন নিভা দায়,
জ্বলিবে সহস্র শিখায়, ভারতের হৃদাগার।
এস বঙ্গবাসী চলে, যেতে হয় যাব জেলে,
কত দহি তুষানলে মরণের কি ভয় আর।
কোথায় প্রভু লর্ড রিপন, কারে বলি এ বেদন,
দেখ মাগো ভিক্টোরিয়ে ভারতে কি সুবিচার ॥২৭০০॥

জংলা—আদ্ধা।

এই কি সেই আর্য্যস্থান আর্য্যসন্তান,
ও যার তপোবলে, যোগবলে, কাঁপিত দেবতার প্রাণ ॥ সদা,
ও যার হেরে বীর্য্য বল, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
সভয়ে কাঁপিত গিরি সাগরের জল,
দিক্ দিগন্তরে শূন্যভরে, উড়িত বিজয় নিশান, (ও যার) ॥
শিল্প আর বিজ্ঞান, যোগ তত্ত্ব আত্ম জ্ঞান,
করেছিল পৃথিবীর এক দিন চক্ষুদান;
ও যার বিদ্যাবলে, আকাশতলে চ'লে যেত পুষ্পবান ॥
ও যার যুদ্ধে যুদ্ধস্থল, রক্তস্রোতে টলমল,
রক্তময় হ'ও যত নদ নদীর জল,
বোসে বৃক্ষোপরে, শূন্যভরে, পাখী করত রক্তপান ॥
বিধির বিধান চমৎকার, এখন সেই আর্য্যকুমার,
শৃগালের রব শুন্‌লে বাঁধে ঘরের দুয়ার;
দেখ্‌লে রক্তজবা, শুকায় জিহ্বা, চমকে উঠে সবার প্রাণ ॥
কাঙ্গাল বলে বিদ্যাবল, দেহবল, কল কৌশল,
ধর্ম্মবল বিনে রে ভাই সকলই বিফল,
সেই ধর্ম্ম বিনে, দিনে দিনে সকল হারায়ে শ্মশান (ভারত) ॥২৭০১॥

জংলাট—আদ্ধা।

ও রে যাদুমণি, কোন্ প্রাণে তোমাধনে,
স'পিব সাগরে, এ হেন রতনে।
মায়ের অন্তরে, এতকি সহে রে, আর না হেরিব, এ পোড়া নয়নে।
আরাধন করে, দেবতার বরে, পেয়ে সে ধনে আমি বঞ্চিত এখনে।
ও রে দারুণ বিধি, এ কি তব বিধি,
দিয়ে এহেন নিধি, ফিরিয়ে নিবি কেনে।
পিতঃ রত্নাকর এই মিনতি ধর,
নাশিও এ পোড়া প্রাণে, প্রাণ-পুতলি সনে।
মানস করিয়ে, সুত সমর্পিয়ে,।
কামনা প্রভু যেন রেখো তব মনে ॥২৭০২॥

ছায়ানট জংলা—একতালা।

ওরে বাপধন, না জানি কখন, হবে যে এমন, কি হ'ল কি হ'ল হায়।
আঁখি-নীর ঝরে, হৃদয় বিদরে; তোরে প্রাণ ধরে, লয়ে যাইব কোথায়।
দুখের কারণ, কাঁদিবি যখন, কি দিয়ে তখন, যাদু ভুলাব তোমায় ॥২৭০৩

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

রূপেয়া সাফ্ করে জঙ্গাল।
(আরে) আরে দুনিয়া ভর্কে রূপেয়া সেরা মাল॥
রূপেয়া ওয়ালা সব্ সে বাড়িয়া সব্‌চে উচা চাল।
রূপেয়া সাফ্ করে জঙ্গাল॥
রূপেয়া লেকে দুনিয়াদারি দিলদরিয়া চাল।
ঝুঁটা আদ্‌মি সাঁচ্চা হোয়ে রূপেয়া কো এ হাল,
রূপেয়া সাফ্ করে জঙ্গাল।
ধর্ম্মী কর্ম্মী সব্‌কোই জানি রূপেয়া কো কাঙ্গাল।
রূপেয়া লেকে বুঢ়্‌ঢ়া লেড়্‌কা জোয়ানি হোই ছাওয়াল।
রূপেয়া সাফ্ করে জঙ্গাল॥
হামার হামার সব্‌কোই বলে, সব্‌কোই হোয়ে লাল।
বাহ্‌বা রূপেয়া কোইকো নেহি, ইয়ে মেরে সওয়াল।
রূপেয়া সাফ্ করে জঙ্গাল॥২১০৪॥

জংলাট—আদ্ধা।

ও রে শোভায় অতুল গোলাপের ফুল, কাছে আয় আমার।
আমি হৃদিপরে তোরে ধরে দেখি দেখি একবার॥
একে রূপ তুলনায় অতুল,
আবার গন্ধে তুমি আমারে যে করেছ বাতুল,
তোরে কে সৃজিয়ে, কেবা দিল,
রূপ গন্ধ চমৎকার। (একাধারে)
সুন্দর কে করিল তোরে,
ও রে গোলাপ কেমন সুন্দর তায় বল মোরে;
যদি তুমি দেখে থাক তাঁরে,
তবে দেখাও রে আমায়। (তোর রূপের রূপ)
গোলাপ রে মোর হৃদয়পরে,
তুমি ব'সে সেই রূপের কথা কও মধুর স্বরে,
আমি তোর মুখে, সুখে সুখে,
সুখে শুনি রে তাই বারেবার। (সেই রূপের কথা)
কাঙ্গাল কয় গোলাপ ফুল হেরে,
ও রে যে জন সেই রূপের স্বরূপ চিন্তা না করে,
ও তার গোলাপ তোলা কেবল জ্বালা,
কাঁটা ফোটা হয় রে সার॥২১০৫॥

মুলতানী—আড়া।

বিনায়ে বঙ্গ-জননী কাঁদি'ছে কাতর স্বরে।
দ্বারকানাথেরি শোকে ব্যাকুল হ'য়ে অন্তরে॥
কেন রে নির্দ্দয় শমন, বাঙ্গলার গৌরব-তপন,
অকালে ঢাকিলি আসি, মৃত্যু-মেঘাচ্ছন্ন করে॥
হায়! কে আর তেমন করি, বিচার-আসনোপরি,
বসিবে উজ্জ্বল করি, সত্যের সন্ধানে—
নির্ভরে তেমন আর, কে করিবে সুবিচার,
মাপিয়ে সত্যেরি ভার, ন্যায়-তুলা ধরি করে॥
হায়! সৌহার্দ্দ উদার গুণে, আদরেরি সম্ভাষণে,
কে আর বান্ধবগণে তুষিবে তেমনি—
জ্বালিয়ে বুদ্ধির আলো, দেশেরি মুখ উজ্জ্বল,
কে আর তেমন বল, করিবে বঙ্গ-ভিতরে॥২১০৬॥

ঝিংঝিট—আদ্ধা।

ও রে ময়ুর বল্ রে মোরে, কেবা তোরে এমন করে সাজায়েছে।
মরি কার এত সোহাগ, এ অনুরাগ, রঙ্গের পোষাক পরায়েছে।
তুমি রে কা'র সোহাগে, অনুরাগে, প্যাকম্ ধ'রে বেড়াও নেচে।
একে অপূর্ব্ব পাখা, পালক ঢাকা চাঁদের রেখা তায় শোভি'ছে,
যে তোরে এমন করে চিত্র ক'রে, সে চিত্রকর কোথায় আছে।
ময়ুর তোরে সর্ব্বরঞ্জন, ক'রে যে জন,
দুটী পা কুৎসিৎ করেছে,
সে তোরে একাধারে, রঞ্জনকারী দর্পহারী গুণ দেখাচ্ছে॥
কাঙ্গাল কয় এ যার ময়ূর, গুণের ঠাকুর,
সে যে আমার জগৎ মাঝে;
ও রে তার গুণের অন্ত, বেদ বেদান্ত,
না পেয়ে নির্গুণ বলেছে॥২১০৭॥

কাফি সিন্ধু—মধ্যমান।

তাই প্রাণ প্রাণধন অনুক্ষণ ভেবেছে।
থাকি থাকি ডান আঁখি অভাগীর নেচেছে॥
যায় যাক রাজ্য ধন, নাহি তাহে প্রয়োজন;
মিলে এ সুত-রতন, সব সাধ মিটেছে॥
কিবা কাজ এ ভবনে, প্রাণধনে লয়ে সনে,
চল যাই ঘোর বনে, এই মন হতেছে॥২১০৮॥

জংলা—আদ্ধা।

ও রে ভাই হিমগিরি, বিনয় করি, বল একবার আমার কাছে।
কেবা রে আদর করে, তোমার শিরে, সোহাগ ঝুঁটি বাঁধিয়াছে।
আবার সেই চূড়ায় চূড়ায়, কেবা তোমায় হিরার টোপর পরায়েছে।
তখন রে পড়ে আলোক, মাঝে ঝলক,
চুণি মণি টোপর মাঝে। ও রে তোর মাথার উপর, এমন টোপর,
কোন কারিগর গড়ায়েছে।
এত যে সোহাগ তোমার, তবু আবার দুটি নয়ন ঝরিতেছে,
তাইতে ঝর ঝর নিরন্তর নির্ঝরের জল পড়িতেছে।
কাঙ্গাল কয় ও রে আঁধা, ও নয় কাঁদা,
প্রেমে গিরি গলিতেছে, অথবা ভারতের দুখ, দেখে রে
বুক ফেটে পাষাণ গলিতেছে ॥২৭০৯॥

দুজনে ছিলাম রেতে দুডালে। হোলো শুভ দৃষ্টি সকালে ॥
দুপুর বেলা এক ডালে বসে, সজনে পাতা ঠুসেছি কসে,
কিচি কিচি দুপুর থেকে ফারখত হলো বিকেলে ॥২৭১০॥

সেম সেম কাওয়ার্ড সেম, রাখবো না আর ভ্যাড়ার পাল।
তোষ দান বাঁধা বন্দুক কাঁধা ভারি মিলিটারি চাল
রাগে ফাটি আমানি খাই বাটী বাটী সাঁজ সকালে
লড়তে এলে বন্দুক ফেলে চার পা তুলে পেরুই খাল,
হরদম হরদম রেলে লাল পুরুছাল ॥২৭১১॥

আজ ভোট দিয়ে কাল ওপারে যেও উঠে
বাজাবো ঠোঁটে ঠোঁটে, লেব লুটে পুটে,
বলি ভালোয় ভালোয় পাল্লাও আলোয় আলোয়,
নইলে মুস্কিল রোজ বসুবে শীল, চাটী ভিটে মাটি, থাকবে না ঘটী বাটী,
পালাতে হবে ছুটে একছুটে ॥২৭১২॥ ২৫৫০

নাচি ঠুমকি ঠুমকি নাচি ঠুমকি ঠুনকি ॥
আমরা চাঁদামুখো আর চাঁদমুখী ॥
পিরীত মাখামাখি, দুজনে মেতে থাকি, জ্বরে ধুঁকি, আর মৌও চাকি,
পিরীত বাধলো যখন আমরা খোকা খুকি,
ভোরে হাওয়া খেতে, পিরীত বাধলো পরাণে,
এখন জানা জানি ছিল লুকো লুকি ॥২৭১৩॥

পৌরাণিক—সঙ্গীত।

কীর্ত্তন—খেমটা।

তালে তালে পা ফেলে হরি বলে নাচি ভাই।
গ'লে গ'লে বা তুলে হরিনামের গুণ গাই॥
হাতে কর তালি দিয়ে, সুরে তালে লয় মিলিয়ে,
হরি নামের ভিক্ষা দিয়ে, হরি নামের ভিক্ষা চাই॥২৭১৪॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

উঠ উঠ প্রাণনাথ অভাগী জীবন-ধন।
ত্বরু ত্বরু করে হিয়া কর আঁখি উন্মীলন॥
হেরি তোমা ধরাসনে, বহে বারি দুনয়নে;
বারেক হে সম্ভাষণে, জুড়াও তাপিত মন।
একাকিনী বিদেশেতে, আমি নারী সুতসাথে,
বসে আছি এই পথে, কর নাথ দরশন॥২৭১৫॥

কীর্ত্তন—খেমটা।

হরি বলে সবাই নাচে, এমনি হরি নামের লীলা,
সাগর জলে হেলে দুলে, লহর নাচে তাল বেতালা।
তুই কেনরে মরার মত, ঝিম্ হয়ে থাকিস এত,
নাচনা রে মন হরি বলে, জুড়িয়ে যাবে প্রাণের জ্বালা॥২৭১৬॥

টোরী জংলা—কাওয়ালী।

তবে যাই নাথ রেখ হে স্মরণ।
অনাথিনী শৈব্য রাণী, তারে ভুল না কখন!
বারেকেরি তরে, মধুমাখা স্বরে,
প্রিয়া বলে ডাক মোরে, জুড়াই জীবন॥২৭১৭॥

বিভাস—কাওয়ালী।

কোথায় চল্লে প্রিয়ে হৃদয়ধাম করে অন্ধকার।
কেন বিচ্ছেদবাণ বিদ্ধ করে হরিবে জীবন-ভার॥
তুমি আমার নয়ন-মণি, জীবনের জীবাত্মা তুমি, দেহের বন্ধনী।
তুমি আমার আলোক, সুখের প্রদীপ, শান্তি-বারি এ অভাগার॥২৭১৮

বেহার—আড়া

বিধাতার লীলা-খেলা বোঝা নাহি যায় ;
মানব-সৌভাগ্য কেবল জলবিম্ব প্রায়, হায় ॥
আজ যিনি সিংহাসনে, পূজা করে জনগণে,
কাল আবার তিনি বনে বৃক্ষেরি তলায়, হায়।
ব্যাকুলিত অন্ন বিনে দারুণ ক্ষুধায়, হায় ॥
হরিশ্চন্দ্র মহামতি, ছিলেন অযোধ্যার পতি,
মরি তাঁর কি দুর্গতি মুনিরাজ ঘটায়, হায়,
রাজ্যপাট ছাড়ি রাজা বনবাসে যায়, হায় ॥২৭১৯॥

বেহাগ—আড়া।

হরিশ্চন্দ্র বিনে অযোধ্যা আঁধার। অকস্মাৎ গ্রাসিল আসি রাহু দুরাচার
প্রতিবাসী প্রতিবাসে, শোক-অশ্রু জলে ভাসে,
ধরণী লোটায় সবে করে হাহাকার।
শোকানল হৃদয়ে জ্বলে, শয্যা ত্যজি ধরাতলে,
পুরবাসী পড়ে আছে সবে শবাকার ॥
নীল পতাকা দুর্গোপরে নীল বসন পরে,
শূন্যে শোক প্রকাশ করে, সৈন্য অনিবার ॥২৭২০॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

শোক-মাখা চারু-চিত্র ভীষণ শ্মশান ;
ভব-রঙ্গ-ভূমে এই কাঁদিবার স্থান !
নীরব ধরা-সুন্দরী, মৃতদেহ কোলে করি ;—
নীরব বিহগ মরি, ভুলে গেছে গান।
বিষাদ বসন তাঁর, কঙ্কাল কুসুম-হার ;
বিভূতি চন্দনসার, ধূলা ধূসরিত কেশ ;—
সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি, সাজি রাণী পাগলিনী,
চিতা জ্বেলে চিতে ধনী, কাঁদিয়ে কাঁদান ॥২৭২১॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন কি কারণ, হেরি প্রিয়ে মলিন বদন।
কেন কমল আঁখি দ্বয়, করিছে বারি বর্ষণ ॥
কেন চারু চন্দ্রানন ; বর্ণহীন অনুক্ষণ ; কেন ভাসে সুবদন, অশ্রুত বচন
হৃদয় উন্নত কেন, হইতেছে ঘন ঘন,
শ্বাস বহে অনুক্ষণ কিসের কারণ ॥২৭২২॥

আলেয়া—একতালা।

আমার কি হ'ল, কি হ'ল, কেন হ'ল গো এমন।
আমি দূর্ব্বাবনে হারালাম প্রাণের রতন ॥
আর কে ডাকিবে ও রে, 'মা' বলে মধুর স্বরে,
কার বা অধর ধরে, করিব চুম্বন ॥
নাথেরে হইয়ে হারা গিয়াছে নয়ন-তারা ;
না শুকাতে আঁখি ধারা, ভাঙ্গা কপালে ভাঙ্গিল ;—
গোপনে আসিল চোর, কাটিল স্নেহের ডোর,
প্রাণের তনয়ে মোর করিল হরণ ॥২৭২৩॥

খাম্বাজ—একতালা।

বলি, যেন স্মরণ থাকে হে রাজন প্রাণধন।
এ অধিনী সঁপিয়াছে তব পদে প্রাণ মন ॥
শুন ও হে মহামতি, ও হে নিষাধাধিপতি,
আপনি হবেন পতি, বাসনা এমন।
বিহনে তাহা নাহি রাখিবে জীবন।
ভাল যাহা হবে কর, করি নিবেদন ॥২৭২৪॥

ভীম পলাশ্রী—আড়াঠেকা।

কপালে আমার বিধি একি বিধি লিখেছিলে ?
ধন মান দিয়ে দান কেন পুনঃ হরে নিলে ॥
তব লীলা লীলাময়, জীবেতে মিলায়ে রয়
শুভাশুভ ফলদ্বয়, অনুক্ষণ তাহে মিলে।
তুমি অগতির গতি, অখিল-ভুবন-পতি,
কি করিলে মোর প্রতি, চির-দুঃখে ভাসাইলে।
অথবা যে যার দোষে, পড়ে বিভু তব রোষে ;
কে বা সবে পরিতোষে, দীনেশ হে, না দেখিলে ॥২৭২৫॥

টোরী ভৈরবী—একতালা।

বলব কি বলব কি প্রাণ দহে অনলে,
নলের বিচ্ছেদানল জলে গেলেও জ্বলে।
যাব আমি যমপুরে, পদরজ দেও মা শিরে ॥
গৃহ লয়ে প্রাণ-পতিরে আসি সত্বরে,
রাজ্য ধন ত্যাগিয়ে, বনে এলেম পতি লয়ে,
বিধাতা বিবাদী হয়ে নলে হরিলে ॥২৭২৬॥

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

হায় বিধি কি হইল দারুণ মনোবেদন।
কেমনে লিখিলে মম কপালে হেন লিখন॥
রাজার নন্দিনী আমি, প্রাণনাথ ধরাস্বামী,
তাহে হই বনগামী, কে আছে মম মতন।
সে দুঃখ ভাবিনে মনে, প্রাণপতি অকারণে;
ত্যজিয়ে গেলেন বনে, সহে না সে অদর্শন॥২৭২৭॥

পাহাড়িয়া—আড়াঠেকা।

উঠ উঠ প্রাণপতি, ধরি চরণে হে,
কেন হে ধূলায় পড়ি, সংজ্ঞাহীন আছে হে।
রজনী আগত হল, অন্ধকারে আচ্ছাদিল,
চল সখা চল চল আশ্রমে যাইব হে।
কি কব আর তোমায়, খেদে হৃদি বিদরিয়,
সব দেখি শূন্যময়, তোমার বিরহে হে।
কি দোষে দাসীর প্রতি, হ'লে প্রতিকূল-গতি,
উঠ হে করি মিনতি চরণে ধরিনে হে॥২৭২৮॥

অহং খাম্বাজ—আদ্ধা।

খর শরাহত মৃগযূথং, কৃতসন্ধানমপিদ্রুতং মৃগয়তি রাজা।
চলতি পততি করোতীহ খলু বাণ-যাজনং সারথি সহিতং সন্ধানমপিশং
ললিতং সুকান্তং পালিত হরিণং কমল-কোমল শরীরং তপোবনাশ্রিতং
তরসা ব্রজন্তি ভয়েন, হরিণ-শিশব ঈক্ষন্তে
মুহুস্তদনুনৃপকর প্রয়োজিত মধিজং খলু বাণভীতিগতা,
ধাবন্তি হরিণাঃ মুনিসাং শরণং, দূরাদিহ দৃষ্টা
মুনয়স্ত্বরয়া মা বধ বদন্তি নৃপতিং সঘনং॥২৭২৯॥

আদ্ধা।

ও বাছা বলরাম রে গোপাল আমার দিলাম তোর হাতে।
সঙ্গে সঙ্গে রেখ গোপাল, দিও না দূর বনে যেতে।
নিকটে চরাইও ধেনু, দু-ভাইয়ে বাজাও বেণু।
রোদেতে ঘামিলে তনু, বসো তমালের তলেতে।
গোপাল আমার কেলেসোণা, দুখের বার্ত্তা কি তা জানে না।
ক্ষির সর নবনী ছানা দণ্ডে দণ্ডে দিও খেতে॥২৭৩০॥

তিলককামোদ—ঢপ।

রমণীর তপোবনে কি ভাব নেহারি, পুণ্য-নিকেতনে শান্তি সহচরী
কানন-পালিত, পশু যত ভাসিছে আনন্দে;
নাহি হিংসা দ্বেষ কার, কেহ নহে বৈরী,
শার্দ্দূল হরিণে সদা সখ্যভাব হেরি।
ধরিয়ে সুতান, পাখী যেন বেদগানে মগন,
হয়ে আছে নিরন্তর মুনি-অনুকারী,
ইচ্ছা রাজ্য ত্যজি হই বনচারী ॥২৭৩১॥

বেহাগ—মধ্যমান।

হায় রে কেমনে, তোমা ধনে, দিবে রে বিদায়।
শীতল শোকানল, সব হল যাদু তোর কথায় ॥
বিমাতা তোমার, বিষাধার বিষধর প্রায়;
কত কথা সয়, সব প্রাণে সয়, মনে এই হয়' হইবে সময়;—
কাঁদায়ে হৃদয়, যাবে রে কোথায় ॥২৭৩২॥

মিশ্র মল্লার—আড়াঠেকা।

যাই যাই জননী গো আর কর না বারণ।
সুখেতে থাকিব আমি কর অশ্রু সম্বরণ ॥
দেশত্যাগী পিতা-তরে, অপবাদ সবে করে,
যাব সে সিংহলপুরে আনিবারে পিতৃধন।
আশীষ এ দাসে তব, বিষম বিপদ সব,
অনায়াসে পার হব, কেন করিছ রোদন ॥
পদধূলি মা তোমার, মাথায় দাও আমার,
লয়ে পিতা পুনর্ব্বার, আসিব ফিরি ভবন ॥২৭৩৩॥

বেহাগ—আদ্ধা।

আহা মরি একি হেরি রূপমাধুরী।
পতিপাশে সতী শোভে হের প্রাণ ভরি। (ও লো সই হের প্রাণ ভরি)
ঝটিকার অবসানে হাসিলেক তপনে,
দেখ চেয়ে কমলিনী নাচিছে তারে নেহারি ॥
জল পেয়ে চাতকীর প্রফুল্লিত অন্তর,
হাসিছে ভাসিছে রসে ডুবিছে নিজ পাসরি!
সহকার পেয়ে আজি দেখ মাধবীলতা,
ভাসিছে আনন্দে আহা তারে আলিঙ্গন করি ॥২৭৩৪॥

লোভা।

ঐ দেখরে দুগ্ধে আমার বসন ভেসে যায়।
শুনেছি নারদের মুখে শতবর্ষ পর,
নিয়ে ক্ষির সর দিব রে তোর চাঁদ বদনে ও রে জলধর।
দুখিনীরে ভুলে রলি রে, মা বলিয়ে একবার কোলে আয় দ্বারকায়।

লোভা।

বলাই ডাকিস্‌নে রে, সিঙ্গা বাজাইস্‌ না রে,
গোপাল গোষ্ঠে যেতে দিব না।
যাবি গোচারণ করিতে, সহ রাখাল সঙ্গেতে,
গহন বনেতে—আমার নীলমণি আজ বনেতে যাবে না।
নিশির শেষে, দেখলেম স্বপ্নাবেশে শোন বলাই বলি তোরে—
দুরাত্মা কংশের চরে, নিবে মোর কৃষ্ণধনকে চুরি করে॥
আমি শোন বলাই তাই বলি যে দুখের নীলমণি
জানে রোহিণী—আমার নীলমণি আজ বনেতে যাবে না ॥২৭৩৬॥

খাম্বাজ—একতালা।

ও হে নৃপতি মা বধ মা বধ হরিণ-শিশু-জীবন।
আশ্রম-পালিত বটে মৃগযূথ না কর হনন।
তব হে শর অনল প্রায়, মৃগ-তুলারাশি দহিলে তায়,
তব সম লোকে শোভা নাহি পায়, বধ না কখন ॥২৭৩৭॥

পরজ—আদ্ধা।

সখি চল চল সবে কাননে যাই, নিয়ে বারি, সেচন করিগে তরুলতায়।
দিবাকর-করে, লতাসহকারে, তাপিত অতি মলিন হায়,
(আবার) বারি দিয়ে চল তুমি তাহায়।
এবে মুকুলিত, অতি সুশোভিত, মাধবীলতা, দেখিবে তায়,
(এখন) বারদিনে তুমি চল ত্বরায় ॥২৭৩৮॥

খাম্বাজ—একতালা।

যায় যাবে প্রাণ কিসেরি সম্মান, দেহে থাকতে প্রাণ দিব না সন্তান।
না হয় কংশ-রাজ্য—এই পাপরাজ্য ছাড়ি অন্য রাজ্যে করিব প্রস্থান,
বনবাসী হব বনফল খাব, নির্জ্জনে দুজনে পুত্র নিয়ে রব।
হেরি চন্দ্রানন, জুড়াবে জীবন, যদি হয় মরণ করবে পিণ্ডদান ॥২৭৩৯॥

বেহাগ—একতালা।

শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ, দেখা দিয়া গোপাল কোথা লুকালে।
যেন সে চঞ্চল চাঁদে,অঞ্চল ধরিয়া কাঁদে,জননি দে ননী দে ননী বলে॥
নীল কলেবর, ধূলায় ধূসর, বিধুমুখে যেন কতই মধুর স্বর,
সঞ্চারিয়ে ডাকে মা বোলে। এ।
কত কাঁদে বাছা বলি সর সর, আমি অভাগিনী বলি সর সর,
নাহি অবসর কেবা দিবে সর, সর সর বলি ফেলিলাম ঠেলে॥
ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাঁদ,অঞ্চলে মুছালেম চাঁদের বদন চাঁদ,
পুন চাঁদ কাঁদে চাঁদ বলে। এ।
যে চাঁদ নিছনি কোটি চাঁদ চাঁদ,সে কেন কাঁদিবে বলি চাঁদ চাঁদ,
"বল্লেম" চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাঁদ,
ঐ দেখ চাঁদ আছে তোর চরণতলে ॥২৭৪০॥

ললিত—আদ্ধা।

সুখে থাক গিয়ে স্বামীসদনে।
মায়ার পুতলি, স্নেহের কমল কলি, তুমি আমাদের মা এ কাননে।
শিশু কোলে নিয়ে, জুড়াইবে তব হিয়ে,
আশীর্ব্বাদ করি গো তোমা ধনে ॥২৭৪১॥

জংলাট—ঠুংরী।

(হায়) কেন এ ভাব, নৃপতি তব, বুঝিতে না পারি।
শ্রীমুখ মলিন, বল বল কেন, তাপিত তনুরুচি॥
শকুন্তলা মনে পড়ে কি এক্ষনে, অনুতাপিত পরাণ,
জানিব তা আজ ভাল করি ॥২৭৪২॥

ভৈরবী—পোস্তা।

হৃদয়-বল্লভে কেন হেরি এ কাননে,:দাসীরে মনে কি হল এত দিনে।
বুঝি মম হারানিধি,দেখাইয়ে বিধি,পুনঃ মোরে ছলিতে বাসনা মনে॥

জংলা—আদ্ধা।

বিদায় হই প্রাণসখিগণ, দেখ দেখ ভুল না আমারে।
ক্ষম অপরাধ মম, সদা রেখ অন্তরে,
কত না যাতনা দিয়েছি বল না, কখন কর না মনেতে স্মরিলে
সে সব কথা সহে না সহে না অন্তরে ॥২৭৪৪॥

শঙ্করা — আদ্ধা।

হায়, হায়, বিধি কেমন দারুণ, রাজার চরিত নিঠুর অতি।
কেমন করে মা শকুন্তলে! মন প্রাণ দিল ইহার প্রতি।
বলব বা কায় দুঃখের কথা, না বুঝে কল্লে প্রেম অযথা,
অদৃষ্টেরি ফল যা হবার তা হল, চল চল এবে নিজ বসতি ॥২৭৪৫॥

আয়রে কানু আয়;

ওঠরে গোপাল, দাঁড়ায়ে রাখাল, পথপানে সবে চায়।
বেলা হলো চল গোঠে খেলা করি,
কদমতলায় বাঁজাব বাঁশরী, দাঁড়ায়ে পায় পায়।
বনফুল তুলে সাজাব তোরে, আয় আয় কানু উঠরে উঠরে,
ব্যাকুল ধেনু, নাহি শুনে বেণু কাননে নাই যায়।
শুন হাম্বারবে তোরে ডাকে ধেনু, বনে যেতে নাই চায় ॥২৭৪৬॥

লুম মিশ্র—একতালা।

বলাই ডেকো না, মা বিদায় না দিলে যাওয়া হবে না।
আমি মায়ের আজ্ঞাকারী, আজ্ঞা নৈলে যেতে নারি,
আমায় নিতে হলে পরে, মাকে কর সান্ত্বনা॥
গোষ্ঠের অতি বেলা হলো, ধেনু সব গৃহে রইল।
আজি গোষ্ঠে গেলে পরে মা তো প্রাণে বাঁচবে না ॥২৭৪৭॥

লুম মিশ্র—একতালা।

বলো বলো নারদ মুনি মথুরায় এই দুঃখের সমাচার,
দিবানিশি ব্রজবাসী করে হাহাকার।
কেঁদে কেঁদে ব্রজের রাখাল ধূলাতে লুটায়,
গোপাল বিনে ব্রজের গোপাল উর্দ্ধমুখে ধায়।
শতবর্ষ কৃষ্ণহারা এ দুঃখিনীর বাঁচা ভার ॥২৭৪৮॥

ভৈরব — আড়া তেতালা।

কি অপরূপ হেরিলাম গিরিরাজ।
গত নিশির স্বপনে, দেখি উমা চন্দ্রাননে,
আশুতোষ হৃদাসনে, বেড়ি যোগিনীসমাজ।
মন মম স্থির নহে, সে মুখ দেখিতে চাহে, কে বুঝিবে মরম-যাতনা,—
শুন হে ভূধরস্বামী, কেমন কঠিন তুমি,
তনয়া ভুলিয়ে আছ, তোমার কি এই কাজ ॥২৭৪৯॥

আলেয়া—খয়রা।

ও সুবল রে! এ দুখিনী নয় কাঙ্গালিনী,এখন আমায় চিনবিনে বাপ॥
তোদের রাখাল রাজার আমি হই জননী।
সবে মাত্র ধন, ছিল কৃষ্ণধন, হায়রে সে ধন, হইলেম কাঙ্গালিনী।
আর কি আছে বল, জানিস নে সুবল,
এ জীবনের বল, কেবল নীলকান্তমণি।
নিশিতে স্বপনে; দেখলাম নীলরতনে,
ননী দে মা বলি করিসে রোদন।
হব প্রভাত রজনী, কৈ সে নিলমণি,
আশা করে আছি দ্বারে, ঐ দেখ নিয়ে ক্ষীর সর ননী॥২৭৫০

যোগিয়া—আড়া।

রাণী গো শুধু তোমারি বেদনা বলে নয়।
দেখ দেখি গিরিপুরে, পশু পক্ষী আদি করে,
উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিরানন্দময়।
উমা তোমার দুহিতা, কিন্তু জগতের মাতা,
লিপিকর্ত্তা যে বিধাতা, তেঁহ মাতা কয়।
বিশেষে তোমার তারা, হরত্রিলোচন তারা,
তেঁই পরস্পর তারা, বিচ্ছেদ না সয়।
অর্দ্ধহীন পশুপতি, তাঁর সর্ব্বস্ব পার্ব্বতী,
দুর্গা বিহনে দুর্গতি, শুনেছি নিশ্চয়।
রমাপতির এই মন, হর-পার্ব্বতীরে আন,
সফল কর নয়ন, হেরিয়ে ভয়॥২৭৫১॥

ভৈরবী—আড়া তেতালা।

ও গো জয়া বল জয়া কখন আসিবে,
মনের বিচ্ছেদ-তম হেরি সে নাশিবে॥
গিরি গিয়াছে আনিতে, বিলম্ব হল আসিতে,
কখন আসি অঙ্গিতে অঙ্কেতে বসিবে।
গৌরী হইয়ে চঞ্চল, ধরিয়ে মম অঞ্চল,
মা বলে এল কুন্তলে কুন্তলা ভাসিবে।
গত যামিনীর শেষে, দেখেছি স্বপ্নাবেশে,
আমার সিওরে বসে, শিব সঙ্গে শিবে।
সে হইতে উৎকণ্ঠিতা, আছি ধূলায় লুণ্ঠিতা,
স্বপন-বাক্য খণ্ডিতা, বিধি কি করিবে॥২৭৫২॥

পরজ—ঠেকা।

কে আলি আমার রতনমণি বল শুনি।
এ মাতা পাসরি ছিলি, পেয়ে মাতা দৈবকিনী ॥
ধর্ম্ম মাতা পিতা পেয়ে ছিলি মথুরাতে,
পরের মাকে মা বলিলি মরি সেই দুখেতে;
মনে ভাবলে ননী দিবে, পিতা বল্লে বসুদেবে,
সে নবনী কোথায় পাবে, ঐ দেখরে রেখেছি ননী।
গোচারণ ভয়ে কিরে এ সব আচরণ, নন্দের বাঁধা এত ভারি হলরে এখন
কুপুত্র হইলে তুমি, কুমাতা না হব আমি,
সূদন কয় কি বল রাণি! কোথায় তোমার নীলমনি ॥২৭৫৩॥

যোগিয়া—তিওট।

সে দিন আমার কবে হবে। আসিয়া সর্ব্বমঙ্গলা মা বলে ডাকিবে।
হয় কি এ সম্ভব, সদয় হইবেন শিব, হয়ে সরল স্বভাব, উমারে পাঠাবে
বাছারে লয়ে বিরলে সাদরে করিব কোলে,
পুরবাসীগণে মিলে, আনন্দে ভাসিবে।
কৈলাসের বার্ত্তা সব, উমার মুখে শুনিব,
তবেই মনের সাধ ও বাসনা পূরিবে।
এই মনে অভিলাষী, সহচরীগণে আসি,
পথে আসিছেন কৈলাসী, আমারে শুনাবে।
দ্বিজ রমাপতির বাণী, শুন গো মেনকা রাণী,
আসিছেন উমা এখনি, বরণ করিবে ॥২৭৫৪॥

ললিত ঝিঁঝিট—ছোট ঝাঁপতাল।

নন্দি গিরি-নন্দিনী ত্রিনয়নের নয়ন তারা।
তারা হারা হয়ে আমি হয়েছি রে তারাহারা ॥
যে দিন তিন দিন বলে গেছে রে সেই দীনতারা,
সেই দিনে তখনি আমি দেখেছি রে দিনে তারা,
তারা-শোকে বহিছে আমার তারাকারা ধারা ॥ (নন্দি রে)
যোগাসনে তারা রূপে, যারা আছে তারা সঁপে,
ও রে নন্দি তারা কি ধন জেনেছে তারা;
তোরা রে এত কাল মিছে কাল ঘরে কাল হরিলি,
জ্ঞান হয় রে জ্ঞানচক্ষে মম তারারে না হেরিলি,
জলাভাবে আকুল সিন্ধুকূলে থেকে তোরা ॥২৭৫৫॥

মধুকানের স্থর।

শুনমুনি নীলমনী যে দিন, আমার মনে হইল সে দিন,
ফিরে কি আর হবে এমন দিন ?
যে থাকে না তিলেক ছেড়ে, জানলে কি রে দিতাম চেড়ে
গোকুল ছেড়ে সঙ্গে যেতেম সে দিন।
ও মা যাই যাই বলে কারে বা সুধায় গো,
নেরে থারে ক্ষীরননী কে তারে বলে গো,
কারে বা বলে জননী কেবা দেয় ক্ষীরননী,
আর কি রে সে ক্ষীরননী, দুঃখিনীরে মনে হয় কি একদিন ॥২৭৫৬॥

আলেয়া—আড়া।

হর কর অনুমতি, যাই হিমালয় ; জনক জননী বিনে বিদীর্ণ হৃদয় ॥
এ জ্বালা কি জানে অন্যে, আমি যার একা কন্যে,
গিয়ে তিন দিন জন্যে, রব পিত্রালয় ॥
গুহ গণপতি লয়ে, সপ্তমী প্রবেশা হয়ে,
আসিব কৈলাসে হলে, নবমী উদয় ;
জানি মা মেনকা খেদে, অন্ধ হলো কেঁদে কেঁদে,
মরেছে কি আছে বেঁচে হতেছে সংশয় ॥২৭৫৭॥

যোগিয়া—আড়া।

কও মা ছিলে কেমন ভিখারী শিবের ঘরে।
শুনি মা সবার ঠাঁই, বসিবার স্থান নাই, জামাতা শ্মশানে ফিরে।
কত বা যতন করে; রাখিতাম হৃদি পরে,
তবু ক্ষণে ক্ষণে মা থাকিতে মানভরে ;
সেখানে কে আছে শিবে তোমার দৌরাত্ম্য সবে,কে রাখিত সমাদরে ;
আর কত কথা শুনি গঙ্গা-নামেতে সতিনী,
তাকে নাকি শূলপাণি, রাখেন শিরোপরে ;
দ্বিজ রমাপতির মন, আর না পাঠাব পুনঃ, বুঝাইব জামাতারে॥২৭৫৮॥

ললিত আড়া।

করি মিনতি উডুপতি থাক থাক ঐখানে।
তুমি গেলে অস্তাচলে হারাইব তারাধনে ॥
দশমীর দিবাকর,প্রকাশ হইলে পর,আসিবে নাকি শঙ্কর লইতে উমারতনে
সদত ভাবি যে তারা, সে তারা আঁখির তারা,
সে তারা হইলে হারা, বাঁচিবে কেমনে প্রাণে ॥২৭৫৯॥

বিভাস — জলদ তেতালা।

আর কেঁদনা প্রাণ-উমা নাহি পারি দুঃখ সহিতে;
এস মা সস্নেহে মম সুখে হাসিতে হাসিতে;
তোমারে কি বিস্মরণ, হতে পারি কদাচন,
কি করি মা পঞ্চানন, নাহি চান পাঠাইতে;
তোমা বিনে অন্ধকার, হয়েছে গৃহ আমার,
একান্ত না পারি আর, অমনি তথা থাকিতে;
তব জননী দুখিনী, তোমা বিনে পাগলিনী,
দিবস কিবা যামিনী, আছি পড়ি ধরণীতে ॥২৭৬০॥

সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল।

ভব-তিমিরনাশা ভবের আশাপথে কবে আসিবে,
কবে দুঃখ নাশিবে শিবে শিবে করুণা প্রকাশিবে।
অসিতবরণী অসিধারিণী, অসাধারণ গুণধারিণী,
আশু দুঃখহারিণী আসি আশুতোষে কবে তোষিবে।
নীলবরণী নিস্তার, নীলকণ্ঠে কত আর,
নিরন্তর নিরানন্দ-নীরে-ভাসাবে;
হরদুঃখ হরণকারণে, আপদ হর পদ প্রদানে,
কবে দুর্গা দাশরথীর ভব-ভাবনা প্রনাশিবে ॥২৭৬১॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

বল মা মঙ্গলা তব সর্ব্বাঙ্গীন সুমঙ্গল।
জামাতা দৌহিত্রদ্বয় সকলে আছে ত ভাল ॥
তোমার তত্ত্ব লইতে, না পারি সদা আসিতে,
দেখ এ বৃদ্ধ দেহেতে শূন্য হইয়াছে বল ॥
তায় তব অদর্শনে, বেঁচে মাত্র আছি প্রাণে,
বাঁছি তব চন্দ্রাননে, হেরিয়ে আনন্দ হল ॥২৭৬২॥

বাহার বসন্ত — ত্রিতালী।

মহিষাসুর-মর্দ্দিনী মহামায়া-আগমনে।
আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে ত্রিভুবনে ॥
করি নানা অনুষ্ঠান, উৎসবে সবে নিমগন,
ভক্তিভাবে ভাবি দশভুজার চরণ, হৃষ্ট চিত্তে পুষ্পাঞ্জলি করিয়ে অর্পণ,
প্রমোদে কাটায় কাল ভবানীর গুণগানে ॥২৭৬৩॥

আলাইয়া—কাওয়ালী।

রাণী দ্বারে তব দাঁড়াইয়ে উমাধন, সহ গুহ গজানন।
আর লক্ষ্মী সরস্বতী, জয়া বিজয়া প্রভৃতি,
করিয়াছে শঙ্করীর সঙ্গে আগমন॥
আয় গো ত্বরায় যেন গৃহে আর, মঙ্গলাচরণ কর আসি সর্ব্বমঙ্গলার,
আজি কি সৌভাগ্য গো রাণি তোমার, বহিছে আনন্দ-স্রোত-পারাবার,
ডাক সব পুরনারী, উমায় বরণ করি,
পুরে লোক ত্বরা করি, করি জয় উচ্চারণ॥২৭৬৪॥

গৌরী—আড়া।

বল বল বল পিতঃ শুনিতে ব্যাকুল মন।
নাহি পাই সমাচার মা মম আছেন কেমন॥
মম বাল্য-সখিদলে, সবে আছে ত কুশলে,
প্রতিবাসিনী সকলে, আছে বল কে কেমন॥২৭৬৫॥

ইমন—কাওয়ালী।

কুরুমে করুণা ত্রিলোচন, দিগম্বর জটাধর নীলকণ্ঠ পঞ্চানন।
ব্যোমকেশ ঈশ বিভূতিভূষণ, ব্যাল উপবীত বপুতে শোভন,
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর পরিধান॥
গলে অস্থিমালা করে পিনাক ডমুরু-ভালে শিশু শশধর ত্রিপুরাসুরসূদন।
দক্ষযজ্ঞান্তক সাধক-তারক কর বিভু কৃপাদান॥
ত্যজি রোষ আশুতোষ, হয়ে মোরে সন্তোষ, মনোহভীষ্ট কর পূরণ॥

কালাংড়া।

ত্রিলোচন-দুঃখ বিমোচন কর হে করুণা করে।
বিদায় দাও আমায় অভয়া লয়ে যাব গিরিপুরে॥
পাষাণী হয়ে অধীরা, অচৈতন্য আছে ধরা,
চৈতন্যরূপিনী তারা বনে কে চৈতন্য করে॥২৭৬৭॥

দেশঝিঁঝিট—দাদরা।

সই লো ওই গোপীর মনচোরা, বামে রাই কাঁচাসোণা প্রেমে বিভোরা
ছোটে বাণ কুটীল নয়নে, জ্বর জ্বর দেখ লো দুজনে,
মনহরা ঐ ঈষৎ হাসি চন্দ্রবদনে,—
ব্রজের এই রসের খেলা প্রেমিক প্রাণভরা॥২৭৬৮॥

কেদারী সম্পূর্ণ—একতালা।

আমি কি ভুলিতে পারি মম প্রাণ-উমাধনে।
উমা উমা করে গো মা কেঁদে মরি রাত্রি দিনে ॥
আর কত ক্লেশ সব, কি করিব কোথা যাব,
হায়! কবে কোলে পাব আমার উমা-রতনে।
উমার মুখারবিন্দ, জিনিয়ে শারদ চন্দ্র,
না হেরিয়ে নিরানন্দ দেখ মম নিকেতনে ॥২৭৬৯॥

ভৈরবী—একতালা।

প্রাণেশ্বর আজ্ঞা কর যাইব পিত্রালয়।
বড় বিচলিত হইয়াছে চিত, ক্ষণ ধৈর্য্য নাহি হয় ॥
পিতার সম্মুখে হলে প্রতিশ্রুত, ষষ্ঠীতে আমারে পাঠাবে নিশ্চিত,
সে ষষ্ঠী ত আজি হল সমাগত, আর বিলম্ব না সয়;
জননী আমার আছেন যে দুঃখে, শুনেছ ত সব জনকের মুখে,
তাইতে বাসনা ত্বরা তাঁরে দেখে, জুড়াই তপ্ত হৃদয় ॥২৭৭০॥

ভৈরবী ত্রিতালী।

রেখ রেখ রেখ বাছা দুখিনীর বাক্য মনে।
বর্ষে বর্ষে এই কালে এস মম নিকেতনে ॥
তুমি মম প্রাণধন, হেরি জুড়ায় নয়ন,অশ্রুধারা নিপতন নতুবা হয় নয়নে
তোমার গমন দেখি, দেখ পৌরজন দুঃখী,
যত তব বালসখী, ভ্রমে মলিন-বদনে ॥
পশু পক্ষী আদি সবে, ক্রন্দন করে নীরবে;
ঐ 'হা হতোস্মি' রবে, এলো প্রতিবাসীগণে ॥২৭৭১॥

বেহাগ—একতালা।

আমার মন ভুলিল, এ বিজন বনে কি হেরি নয়নে,
দেবী কি মানবী করিল এ ছল রে।
চাঁচর চিকুর নবকাদম্বিনী, ধরাতল ধায় ধরিতে ধরণী,
কে কোথা দেখেছে স্থিরা সৌদামিনী, বিচরে ভূতল-তল রে ॥
বদন-কমল সুধার আকর, নয়নযুগল নিন্দি ইন্দিবর,
কটাক্ষে যেন রে কালকূট শর, মরমে বিঁধিল রে ॥
লাবণ্য-সলিলে কনকের লতা, অধর দশন প্রবাল মুকুতা,
লাজ-সমীরণে সতত চকিতা, কেমনে গিরি ধরিল রে ॥২৭৭২॥

ভৈরবী—একতালা।

তবে এস প্রাণপ্রিয়ে বিলম্ব কর না আর।
কার্ত্তিকেয় গণপতি সঙ্গে যাউক তোমার॥
কোথা গো আয় বিজয়া, তুই যা আর যাক জয়া,
দেখিস যেন অভয়া, কষ্ট না পায় আমার।
পান্থমধ্যে বিল্বমূলে থেক সবে সন্ধ্যা হলে;
যেও কল্য প্রাতঃকালে, সাবধানে গিরিপুরে॥২৭৭৩॥

ভৈরবী—ত্রিতালী।

থাক অভিন্ন হৃদয়ে সুখে শঙ্করী শঙ্করে।
বিশুদ্ধ প্রণয় বদ্ধ হোক দোঁহার অন্তরে॥
স্নেহ অনুরাগ যেন, পরস্পরে বেষ্টন,
করিয়ে কর নিমগ্ন, সদা আনন্দ-সাগরে॥
আর দীর্ঘজীবি হয়ে, পুত্র পৌত্রাদি লয়ে,
বিহর স্বচ্ছন্দ হয়ে, রম্য কৈলাস-শিখরে॥২৭৭৪॥

ললিত—আড়াঠেকা।

কেন রে মলিন মুখ হেরি সজল নয়ন।
শ্যাম আভা ইন্দীবর-কেন লোহিত বরণ॥
নন্দনকানন-সার, পারিজাত-পুষ্পহার,
দৈবযোগে অভাগার গলার হল ভূষণ॥
রবির খর কিরণে, ক্ষীণ ভাতি দিনে দিনে,
মলিন ধূলার সনে কুসুম-রতন॥
অমর-বাঞ্ছিত নিধি যদি বা দিলেন বিধি,
প্রাণ কাঁদে নিরবধি রাখিতে নাহি রে স্থান॥২৭৭৫॥

খাম্বাজ—একতালা।

শুনি প্রাণ কাঁপে মরি মা সন্তাপে করো না দারুণ পণ।
মা কি পারে মা সোণার প্রতিমা জলে দিতে বিসর্জ্জন॥
ফণিনীর মণি, ননীর পুতলি, সুধামাখা বাণী, কোকিলকাকলী,
কে তোরে ভুলালে, কি মন্ত্রণা পেলি, কেন মা হলি এমন॥
হায় কি কুক্ষণে, হেরিলি নয়নে, মায়ার নিদান যোগী সত্যবানে,
ক্ষমা দে সাবিত্রী, সবে না প্রাণে, ও অঙ্গে ভস্মভূষণ॥২৭৭৬॥

পিলু—খেমটা।

কেন বসিলে হে বিষণ্ণ বদনে, কেন বহিছে অশ্রুধার নয়নে।
ও হে প্রাণনাথ, চল মম সাথ, লয়ে কার্ত্তিক গজাননে॥
এই নিবেদন তোমার চরণে ॥২৭৭৭॥

খাম্বাজ—লোফা।

সরলা বালিকা, প্রাণের অধিকা, সোণার সাবিত্রী ধনে।
আজ কোন প্রাণে, সঁপিব কেমনে, ভিখারী অল্পায়ু জনে॥
আদরে পালিতা, স্নেহনীর মাখা, এ বিপুল কুলে আশার লতিকা,
কেমনে এমন কুসুম-কলিকা, ফেলে দিব হুতাশনে॥
সত্যপরায়ণা সতীকুল-চাঁদ, ধরিতে পাতিলি কেন সত্য ফাঁদ,
হায় রে বিধাতা সাধিলি কি বাদ দেখাইয়ে সত্যবানে ॥২৭৭৮॥

ললিত—আড়াঠেকা।

না জানি কেন রে আজি অন্তর এত চঞ্চল।
সদা সশঙ্কিত প্রাণ বুঝি বিপদ ঘটিল॥
সকাতরা দীন মনে, হরিণী স্থির লোচনে,
চেয়ে কেন মুখপানে, অশ্রু বহে অবিরল॥
তৃণ জল নাহি খায়, কি যেন বলিতে চায়,
ভাবিয়া আকুল যেন ভাবী অমঙ্গল॥
কে যেন করুণ স্বরে, বলিছে কর্ণকুহরে,
হরি বল প্রাণ ভরে, দিন তোর ফুরাইল ॥২৭৭৯॥

কীর্ত্তনের সুর—আড়খেমটা।

আজকের মতন রেখে যা বলাই, গোষ্ঠে যাবেনা রে প্রাণ কানাই॥
বনে রক্ষা করে বল কে, আমি ঘরে বারে হারাই পলকে,
এমন কানাই-ধনে দিয়ে বনে ঘরে কারে হেরে প্রাণ জুড়াই॥
তোরি অনুগত নীলমণি, তোর কথা ভিন্ন খায় না নবনী,
কানাই তোরি বাধ্য, তোর সুসাধ্য তুই যা বলিবি কানাই শুন্‌বে তাই
মনের কথা শুন রে বলরাম, আজ কান্না এসে শুনলে বনের নাম,
তেঞি ভাবি নিরবধি, তুই বলিস যদি, বরং আমি তোদের সঙ্গে যাই,
কারে বলি না বলি তোরে, গোপাল হেসেছে কালি ঘুমের ঘোরে,
কুলক্ষণের অঙ্গ দক্ষিণাঙ্গ আমার নৃত্য কর্চ্ছে সদাই॥
দ্বিজ রমাপতির এই বাণী, কার জন্যে ভাব যশোদা রাণী,
দেখ গো অন্তরে, এই ধরাচরে, তোমার-গোপাল ভিন্ন গতি নাই॥২৭৮০

যোগীয়া—আড়াঠেকা।

মা গো বিদায় লইলাম তব চরণে, যাই পতি সনে চির নির্ব্বাসনে॥
না দেখিনু তাত মাত, যাই মা জনমের মত, মৃত্যু-কালে খেদ বড় মনে
ঋষির সেই কাল বাণী, ফলিল আজ জননী, ফণিনী হারালে মণি বনে॥
অপরাধ শত শত, করেছি মা অবিরত, ক্ষমা কর স্নেহময় গুণে।
কর এই আশীর্ব্বাদ পুরে যেন মন-সাধ,
পরলোকে পাই সত্যবানে ॥২৭৮১॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

যা কর দেব বলি হে কাতরে, দুটী পায়ে ধরে দাসী ভিক্ষা করে;
পতির চরণ সতীর জীবন, পারিব না দিতে প্রাণ ধরে॥
বিলম্ব সহেনা আর, কর দেব প্রতীকার, মুক্ত কর পাপ প্রাণভরে।
এই করো দয়াময়, দেখো যেন মনে রয়, প্রাণপতি পাই তব পুরে।
যথা রবে সত্যবান, সেই মম সুখ-স্থান, স্বর্গ কিম্বা নরক দুস্তরে ॥২৭৮২

রামকেলী—আড়াঠেকা।

এ কি অপরূপ হেরিলাম কাননে।
ঘোর তমোময় রজনী সময়, জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান হয়,
যেন আদি সতী মূর্ত্তিমতী বিমলা এখানে॥
বাসব-বজ্র সম, সুকঠিন এই প্রাণ, কেঁদে উঠে আজ কেন বালার রোদনে॥
অশ্রুতে অনল গতি, সন্তাপিতা বসুমতী
এ সতীর প্রাণপতি হরিব কেমনে ॥২৭৮৩॥

কীর্ত্তন—লোফা।

হামা দে পালায়, পাছু ফিরে চায়, রাণী পাছে তোলে কোলে।
রাণী কুতূহলে ধর ধর বলে, হামা টেনে তত গোপাল চলে।
পড়ে পড়ে যায় ধূলা লাগে গায়, আবার উঠে আবার পলায়,
হারে আঁচলে, রাণী কোলে তোলে, ব্রজের খেলায় পাষাণ গলায়।
দিনে দিনে বাড়ে, হামা দেওয়া ছাড়ে, মাকে ধরে গোপাল দাঁড়ায়,
কোল পাতে রাণী, ক্রমে নীলমণি, টলে টলে কোলে ঝাঁপায়।
ক্রমেতে বাড়িল গোষ্ঠেতে চলিল, গোপের বালক চরায় ধেনু,
বনের মালায় রাখাল সাজায় মজায় গোপী বাজায় বেণু।
কার বা মাখন, কার হরে মন, মদনমোহন বসনচোরা।
প্রেমের ডোরে কিশোর চোরে, বাঁধবি যদি আয়গো তোরা ॥২৭৮৪॥

দেশমিশ্র—দাদরা।

ঘরে কি নাইক নবনী।
কেন অমন করে পরের ঘরে চুরি করিস্ নীলমণি ॥
ওরে, ক্ষিদে যদি পায়, মা বলে ডেক রে আমায়
সইবে কেন পরে, কত কথা বলে যায়,
ওরে, পথে জুজু আছে বসে যেওনা যাদু মণি ॥
খেতে বসে ছড়িয়ে ফেলে দাও,মুখে তুলে খাইয়ে দিলে কইরে যাদু খা।
নন্দ বলে তবু কেন পরের বাড়ী যাও,
ওরে, ঘরে কি তোর মন ওঠেনা মিষ্টি কি পরের ননী ॥২৭৮৫॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হও রথ যাও রথে, এমন রথে।
ত্যজ্য করে ন্যায্য-পথে, কেন ভ্রম পথে পথে,
পেয়ে সুপথ ভুল না পথ, এখন চল ব্রজের পথে ॥
পথের সম্বল মন হরি-বল, হবে পথের জয়,—
জেন সবাই পথের পথিক পথের পরিচয়,—
ধর্ম্ম-পথে রেখ যতন, যদি পথে হও রে পতন,
হবে তোমার কালের দমন, কালীয়-দমন তার হৃদে ॥
সম্প্রতি দুর্ম্মতি,—তাইতে পাঠাইলে কংস,
যে করে ব্রাহ্মাণ্ড ধ্বংস, তারে করবে ধ্বংস,
হলে হরির কোপের অংশ, কংস যে হইবে ধ্বংস,—
সুদন কয় এমন কুবংশ, কি কাজ থেকে মথুরাতে ॥২৭৮৬

সাউর—আড়া।

রাণী পাঠায় কোন প্রাণে। বিধু-বদন ঘামিয়াছে রবির কিরণে
হর পুজে বিল্বদলে, যে'ধনে পেয়েছ কোলে,
গোচারণে তারে দিলে রাখালের সনে।
ক্ষীরের পুতলী জিনি, অঙ্গের গঠনখানি,
কেমনে পাঠালে রাণী, গহন কাননে ॥
যদি ব্রজের বালক হতাম, রাখাল হয়ে সঙ্গে যেতাম,
ক্ষীরসর হকোলে নিতাম, দিতাম বদনে ॥
তপন-তাপেতে অতি, উত্তাপিত বসুমতি,
সুকোমল পদ দুটী, যাইবে কেমনে ॥
যদুনাথের হৃদাকাশে, দাঁড়াও দাঁড়াও গোষ্ঠের বেশে
মনোগন্ধ প্রেমোল্লাসে, দিব চরণে ॥২৭৮৭॥

সামন্ত সারঙ্গ—খেমটা।

মড়ার হাড়ের ফুলের মালা পরেছি গলায়, নিয়ে মড়ার মথা খেলি আয়।
শ্মশানে নাচলো তাথেই থেই, হাড়ে হাড়ে তাল দেনা লো
কাজ ত বাকী নেই, আয়লো বসি মড়ার বুকে
চিতের ছাই আয় মাখি গায়,
হি হি হি হাসির ঘটায় খেলুক দামিনী,
নেচে নেচে আয়লো যোগিনী রণ রঙ্গনী,
নাড়ীরমালে মড়ারছালে আয় সজনী সাজই কায় ॥২৭৮৮॥

কানড়া—দাদ্‌রা।

ওলো সই, দেখলে কত কাণ।
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়, শুধু কথার প্রাণ
কথায় কথায় যে জন ধরে পায় কেউ যেন না ভোলে তার কথায়,
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায় মজিয়ে চলে যায়।
মন-মজানের মজ্‌লে কথায় থাকে না লো মান।
যেমন আদর তেমনি অপমান ॥২৭৮৯॥

বাহার—পোস্তা।

সুখ নাই উকীল মহলে, ওকালতীর পাঁচ লেগেছে, উকীলের গোলে।
কোর্টে নাই মিছিল মামলা, ভাব্‌চে বসে সকল আমলা,
উকীলেরা বেচ্চে সামলা, কিসে দিন চলে।
এ কাজে আর নাইকো জুত, জুটেছে অনেক ভুত,
হয়েছে ঘোর বেজুত, কাঁদ্‌চে সকলে।
হরিঘোষের গোয়াল যেমন, হাইকোর্টের লাইব্রেরী তেমন,
কেউ ঢুক্‌চে কেউ বেরুচ্চে, নজীর বগলে।
পুর্ব্বে ছিল বিষম আয়, এখন পেট চলা দায়,
কৃষ্ণকিশোর রমাপ্রসাদ রায়ের আমলে।
হাইকোর্ট সামলাময়, উকীল সংখ্যা সহজ নয়,
দলে দলে পালে পালে বেড়াচ্চে হলে।
যাদের পশার হয়ে গেছে, আর তাঁদের সমান আছে,
তাঁদের নাই হাজা শুকো বার মাস চলে।
তার চেয়ে বেশী খাতির পেলে মক্কেলে।
যাদের না অন্ন যোটে, শাইনিং নাইকো মোটে,
জুটছে সব জেলাকোর্টে বোম্বোটের দলে।
কি দুর্দ্দশা কব কায়, কেউবা হচ্চে ব্যবসাদার,
বাসাখরচ চলা ভার, কবিরত্ন ঠিক বলে ॥২৭৯০॥

দেওগিরি—ঢিমে তেতালা।

যাচ্ছ যদি গোকুলে, বল তায় যেও না ভুলে।
পাষাণ চাপা মায়ের বুকে, স্বচক্ষেতে দেখে গেলে॥
যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন,
মনে নাই দুঃখিনীর বেদন,—হয়ে যশোদার ছেলে॥
জনকের যন্ত্রণা বল শুনে হবে সুখজনক,—
পাশরি রয়েছে জনক, গোকুলে পেয়েছ জনক;
ঐ দেখ দারকা পায়ে, আরও প্রহার পায়ে পায়ে,
দিনান্তে না খেতে পেয়ে বাঁচে কেবল কৃষ্ণ ব'লে॥
ব'ল তারে ভাল করে, গিয়াছে খুব ভায় করে,
মাতা পিতা হত্যা পাতক কিছুই না মনে করে,
সূদন বলে ও দেবকী, ও কথা আর বলব কি,
চিরকাল ত এমনি দেখি, পাতকী তোমার ছেলে॥২৭১১॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

প্রহ্লাদ আমার গুরুর গুরু, এমন গুরু আর পাবনা॥
এই গুরুর কৃপায় জগৎগুরুর—নাম জেনেছি আর ভুলি না॥
হরি বল মন! ভক্তি ভরে, বিপদ সাগরে যাবি তরে,
ভবের শ্মশান থাকবে দূরে, পাপে-মরা আর রবনা;—
ইহ লোকেই স্বর্গ পাব, ঘুচে যাবে যম-যন্ত্রনা॥২৭১২॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

গুরো! সাধের স্বপন ভেঙ্গে দিলে—
স্বপন মূরত্তি অতীব সুন্দর, কাল বরণ তব মনোহর,
বল গুরো! এখন কোথা গেলে মিলে? মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ বলে,
এই যে আমায় কোলে নিলে তুলে, নূপুর বাজে তার পায়,
আমায় ছেড়ে শূন্যে চলে গেলে।
বল গুরো! তারে কোথায় মিলে,
কেন আমার সাধের স্বপন ভেঙ্গে দিলে॥২৭১৩॥

ভৈরবী—পোস্তা।

আমার দুঃখ পাশর নয়ন-তারা, আয় মা একবার করি কোলে।
অভাগিনী জননীরে, ডাক মা একবার মা মা বলে॥
কতদিন না দেখি তোমায়, ছিলাম আমি মৃতপ্রায়,
জীবনের জীবন তুই, আমার জীবন দিলি এতকালে॥২৭১৪॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

আহা আয় রে বাছা, আয় কোলে আয়,
একবার চুমিব ও চাঁদবদনখানি। ও হে ভক্ত চূড়ামণি!
আমায় বেঁধেছিস বাপ! ভক্তিডোরে, আমি যাই না কোথা ছেড়ে তোরে
হেরে তোরে ভাসি প্রেমসাগরে। বাছা! তোর মত না হলে পরে,
কোন্ জীব পায় আমারে? মনের সুখে না;ডাকলে,
প্রেমের হরি নাহি মিলে।
যে জন মনে ভুলে, মুখে ডাকে, আমার প্রেম চায় না তাকে,
যে জন তোমার মত,—বাছারে,—তোমার মত ডাকে ভক্তিভরে,
বাঁধা আমি তার দুয়ারে ॥২৭১৫॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

গুরো! কি শিখালে গো আজি আমারে!
যে নামের ভিখারী আমি, আদি যে তার এই অক্ষরে।
যারে বড় ভালবাসি, যার তরে অভিলাষি, সে নামের আদিবর্ণ,
আজ পশিল অন্তরে ॥২৭১৬॥

মল্লার—মধ্যমান।

থাক থাক থাক নয়নধারা, নয়ন ভরিয়ে একবার নিরখি নয়নতারা।
না হেরে যে উমাতারা, বহিছে শ্রাবণের ধারা,
এল সেই নয়নতারা, এখন ধারা এ কি ধারা॥
নিরখিতে উমাধনে, বহুদিনের সাধ মনে,
হেরিতে সে চন্দ্রাননে বাধা দেও এ কেমন ধারা;
একে পলক বাধা চোকে, দেখতে দেয় না অনিমিখে,
তুমি তাতে হলে বাদী, হেরি বল কেমন ধারা ॥২৭১৭॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

কোথায় আছ হে পদ্মপলাশ-লোচন,—
(হরি হে! আমার প্রাণের হরি!)
মরি তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধ পূরিল না হে,—
আমার হরি বলা সাধ পূরিল না হে,—সাধের হরিবলা আধা রয়ে গেল
মুকুল জীবন আজ অকূল পাথারে, ভেসে গেল—ভেসে গেল—হে—
ও কাঙ্গালের নাথ!
যায় যাক্ তায় ক্ষতি নাই, কেবল এই চাই, হরি-এই চাই—
যেন তোমার চরণে শান্তি পাই ॥২৭১৮॥

মল্লার—মধ্যমান।

উমা, এলি কি গো মা, কৈলাস-চন্দ্রমা, হর-মনোরমা, হলি কি উদয়।
মা বলে একবার, আয় কোলে আমার,
তোরে না হেরে সংসার হেরি শূন্যময়॥
নৈশ নীলাম্বর নিরখি যখন, চন্দ্রমার ছবি ভুবনমোহন,
মনে পড়ে আমার উমার বদন, কিরণময়॥
তখন শত ধারে চক্ষে বারিধারা বয়॥
শয়নে স্বপনে উমা তোরে দেখি,
(আমার) সতীর প্রতিমা সদা হৃদে রাখি,
মহা যজ্ঞে নাহি উমারে নিরখি,
কাঁদিল—অ—অ—অ—প্রাণ,সতী তুই মা প্রসূতীর সুখের নিলয়॥২৭৯৯

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

ও মা! হরি হরি বল না? প্রাণের ভয় ভেব না, হরি-পদ ভাব না।
হরি নামে বিপদ ঘোচে, মরণ ছুঁয়েও জীবন বাঁচে,
ঐ না, হরি দাঁড়ায়ে আছে, নয়ন মুদে দেখ না?
হরি হরি হরি বোলে পিতার কাছে চল না॥২৮০০॥

লুম খাম্বাজ—একতালা।

আমার বংশীবদন শ্যাম নেচে নেচে বাজায় বাঁশরী।
ধেয়ে আয় দেখবি যদি, বদন ভরে বল হরি।
মরি হায় কি মোহন সাজে কি মধুর নূপুর বাজে,
দোলে বনমালা নাচে কালা প্রাণ মন মজে;
প্রেমে গ'লে বাঁশী বলে, আয় রে আয় কোলে করি॥২৮০১॥

কাফি—খেৎ।

কি শুনালে গিরিবর উমা কি ভবনে এলো।
ভবেরি ভবানী আমার ভবন করিল আলো॥
উমা শশী না হেরিয়ে, ছিল নয়ন অন্ধ হয়ে,
এবে নয়ন-তারা নিরখিয়ে, আঁখি মম জুড়াইল॥২৮০২॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

পিতা! একবার হরি হরি বল, মনের সুখে হরি বল,
প্রাণের সুখে হরি বল, পিতা, যে মুখে দাও গালাগালি—
আমার হরিকে হে, সেই মুখে একবার হরি বল—হরি হরি হরি বল॥২৮০৩

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

এলো তোর খ্যাপা দিগম্বর, ওলো রাখিস ধরে;
বড় স্যায়না খ্যাপা, প্রাণ চুরি করে, যেন যায় না সরে॥
প্রেমে ভোলা, প্রাণ হাতে নেনা, আগে দিওনা প্রাণ,
তোরে করি মানা, খ্যাপা বেদনা বোঝে না লো—
মজায় যারে তারে, কাঁদায় এমনি করে॥২৮০৪॥

বিভাস—ঝাঁপতাল।

বসিলেন মা হেমবরণী হেরম্বেরে লয়ে কোলে।
হেরি গণেশজননীরূপ রাণী ভাসে নয়নজলে॥
ব্রহ্মাদি বালক যার—সেই গিরিবালিকা শিবদারা,
পদতলে বাল ভানু বাল চন্দ্র বাল তারা;
ভানু জিনিয়ে তনু তনয় কোলে দোলে॥
আমি মনে ভাবি উমাকে দেখি,
কি উমা কুমারে দেখি, মন প্রাণ সঁপে রাখি যুগল চরণে॥
দাশরথী কহিছে বাণী দুই তুল্য দরশনে,
কোটী ব্রহ্ম জিনি রূপ ব্রহ্মময়ী গজাননে।
ব্রহ্মময়ীর কোলে ব্রহ্ম ডাকে মা বলে॥২৮০৫॥

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

একবার উঠ মা গৌরি! পূর্ব্বদিক প্রকাশ হল পোহা'লো শর্ব্বরী;
উঠ আমার প্রাণ-কুমারি, ডাকছে তোমার সহচরী,
মঙ্গল আরতি করি, বিধুবদন হেরি॥২৮০৬॥

ললিত ঝিঁঝিট—তাল ঝাঁপতাল।

বাঞ্ছা কিছু পূর্ণ তবে হয় হরমহিষি।
রয় যদি মা শত যুগ এ সুখ সপ্তমী নিশি॥
মনের মানসে তবে, ও মা সর্ব্বমঙ্গলে,
পূজি পদ বিল্বদলে, জবা জাহ্নবীর জলে,
মরি শেষে মোক্ষ পদ হয়ে অভিলাষী॥
এসো তিন দিনের কারণ, নহে খেদ নিবারণ,
আশু লয়ে যায় গো মা আশুতোষ আসি॥
তুমিতো আপন বশ নও জানি মা অভয়ে,
হরবামে হরবশে হর কাল হরপ্রিয়ে,
শ্মশানেতে লয়ে যাবেন শ্মশান-নিবাসী॥২৮০৭॥

আগমনী—আড়াঠেকা।

যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উমা বড় দুঃখে রয়েছে।
দেখেছি স্বপন, নারদবচন, উমা মা মা বলে কেঁদেছে॥
ভাঙ্গড় ভিখারী জামাই তোমার, সোণার ভ্রমরী গৌরী আমার,
উমার যত বসন ভূষণ, বেটা তাও বেচে ভাঙ্গ খেয়েছে॥২৮০৮॥

আলিয়া—একতালা।

তুই কি এলি মা গৌরী। আয় মা তোরে কোলে করি॥
হৃদয়ে রাখিয়ে বারেক, তাপিত প্রাণ শীতল করি,
কোন ঘাটে ধুয়েছি মুখ, হেরিলাম আজ চাঁদ মুখ,
যার লাগি পঞ্চমুখ, জপে সব পরিহরি॥
পূর্ণ হলো মঙ্গলাচার, মঙ্গলময় আমার বাছার,
আগমনে যায় দুরাচার, পুলকিত গিরিপুরি॥২৮০৯॥

বেহাগ—একতালা।

তুমি গো রজনী।
জগৎ-যন্ত্রণা হারিণী, ত্রিতাপ-বারিণী, প্রভাতা হইও না ধরি পায়॥
প্রভাতা হইলে প্রাণের উমায় দিতে হয় বিদায়;
কত ক্লেশ প্রাণ সইল, তবে উমায় আনে শৈল,
কেমনে বল না শৈল, বিদায় দিব শৈলজায়॥
তারা আমার নয়ন-তারা, সে তারারে হলে হারা,
হব যে জীবন-হারা, ঘটিবে বিষম দায়॥২৮১০॥

আড়খেমটা।

ওহে মন্ত্রীবর, অঙ্গ জর জর, কেমনে সহিব তাই বল না।
সামান্যা এক কন্যা, ত্রিভুবন মান্যা, দৈত্যগণে সব করিছে তাড়না॥
কত সব বল এত অত্যাচার, দৈত্যদল সব হতেছে ছারখার,
দেখিব সে বামা কেমন প্রকার, সহে না আর প্রাণে এ সব যাতনা॥২৮১১

খাম্বাজ—পোস্তা।

কোথা আছ হে কৃষ্ণ এত কষ্ট সইতে নারি॥
পার কর দুঃখিনীরে, দুঃখ-নীরে দিয়ে অভয় চরণ-তরী।
রক্ষ ভুবনের স্বামী, ভবের ধন ভুভার-হারী॥
শুনেছি নাম দীনবন্ধু কৃপাময় কৃপাসিন্ধু,
দাও হে চরণারবিন্দ, পতিত পাবন হরি॥২৮১২॥

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

যেয়ো না, রজনি! আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে, নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
বারমাস তিতি, সতি! নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা ভাবে—
তিনটী দিনেতে, কহ লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এমন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্গ-দীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছে বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ কুহরে?
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা শেষে গিরীশের রাণী॥২৮১৩॥

ললিত।

ও হে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার॥
তব দেহ হে পাষাণ এ দেহে পাষাণপ্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হলো বিদায়॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার॥
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি-রাজ-রাণী
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার॥২৮১৪॥

অহং—একতালা।

একবার জাগ মা, কুলকুণ্ডলিনি, শম্ভু-হৃদয়-বাসিনী।
আমি ডাকি অবিরত, মা বলি নিদ্রিত, শঙ্কর সহিত শঙ্কর-মোহিনী॥
দেখ, তারা সনে শশী, অস্তে গেল নিশি, পোহাইল তারা ত্রিনয়নী।
পূজার সময় হল; উঠ শিবে।
শিব-মনোমোহিনী, শিবপূজা কর শিব-সীমন্তিনি।
দিনে দিন গত, সে দিন আগত; হল কাল গত,শুন হরির বাণী;
কিসে চেতন পাব মা; মায়া-নিদ্রাতে সদা অচৈতন্য
তুমি চৈতন্য না হলে চৈতন্য-রূপিণি॥২৮১৫॥

আলেয়া—আড়া।

এস মা, এস মা ও মা হর মনোমোহিনী।
সংবৎসর আশাপথ চেয়ে আছি গো জননী॥
চিরদিন পরাধীন, আমরা বাঙ্গালী দীন,
সুখ-আশা তিনটী দিন, পুরালো সুখদায়িনী॥
বঙ্গহৃদি উজলিয়া, দশদিশি প্রকাশিয়া,
বরাভয় প্রদানিয়া, তোষ শিব বিলাসিনি॥
ষড়ানন গজাননে, বাণী কমলার সনে,
বলবুদ্ধি বিদ্যাধনে, আন শুভ বিধায়িনি;
রোগ শোক দূর কর, যাতনা সন্ত্রাস হর,
অকাল মরকে তর, ও গো বিপদনাশিনি;
অধীন জীবন-ক্লেশ, দুর্দশার তীব্র শ্লেষ,
সকলি কর নিঃশেষ, অমঙ্গল সংহারিণি॥
আলস্য জড়তা নাশ, বাড়াও উৎসাহ আশ,
সংসার সমরে শক্তি, দেলো শক্তি স্বরূপিনি॥
পাপতাপ নাশ কর, কু-ইচ্ছা দুর্মতি হর,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, মুক্তি-মোক্ষ-প্রদায়িনি॥২৮১৬॥

আলিয়া—আড়খেমটা।

আমার ঐ ভয় মনে, বিজয়া-দশমী-দিনে
অকূলে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে।
নবমীর নিশি হলে অবসান, অন্ধকার করে হবে অন্তর্দ্ধান,
করিবেন দুর্গে স্বস্থানে প্রস্থান নিজ পরিবার সনে॥
তাই করি প্রার্থনা করি জোড়হাত, যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত
আর যেন উদয় হয় না দিননাথ, এই ভিক্ষে চরণে॥২৮১৭॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

রঙ্গে করিছে রণ, কে রমণী হে রাজন, তোমারে নিদয় বামা কি জন্যে
এলোকেশী, করে অসি, ষোড়শী কুলকন্যা॥
বিবাদ ঘটিল কেনে, কি বাদ বামার সনে,
করেছে নিদয়া মেয়ে, সারিলে প্রাণে॥
চলহে রাজন চল, প্রাণভয়ে প্রাণাকুল,
অকূল সাগরে কূল আর দেখিনে।
ধরি চরণে করি মিনতি, যদি হে দানবপতি,
দাশরথী গতি পায় অতি যতনে॥২৮১৮॥

ললিত—আড়া।

বিদায় হলেম গো সজনি, মা রলে কি নিদ্রাগত ?
এত সাধের ধ্রুব তোমার, বিদায় হয় মা জন্মের মত।
পদ্মপলাশ অন্বেষণে, মা আমি চলিলাম বনে,
যদি হয় মা দরশন—তবে হব সমাগত।
বিমাতার বাক্য শুনে—দগ্ধ হয় মা কলেবরে,
কি দোষ দিব মহারাজারে অদৃষ্টেরি ফল যত ॥২৮১৯॥

গাড়া-ভৈরবী—আড়খেমটা।

বল্‌ব কি, ওরে ভাই! তুই আমার জীবন ধন!
কোন্ প্রাণে তোমা ধনে, সেই কালে কর্‌বো সমর্পণ ॥
কোথা হতে এল নারী, কিছু না বুঝিতে পারি,
অনুগত হয়ে তারি, মন হলো উচাটন।
ছিল যত মম গর্ব্ব, সকলি হইল খর্ব্ব,
সেনাপতি-আদি সর্ব্ব, নারী করিছে নিধন ॥২৮২০॥

জয়জয়ন্তী—যৎ।

ওরে শুম্ভ সেনাপতি রণে ভঙ্গ দিও না।
বধে যদি ব্রহ্মময়ী ভবে জন্ম হবে না ॥
অদ্য কি শত বৎসরে, যাবে প্রাণ রবে না রে,
প্রাণ ভয়ে হাতে পেয়ে পরমার্থ হারাইও না ॥২৮২১॥

খাম্বাজ—যৎ।

কে সমরে শবোপরে নবঘনবরণী রূপ নিরখি নিন্দিত যেন নীল নলিন
প্রভাতে ভানুর আভা, কিরণ চরণ শোভা,
রণ শোভা করিছে ঐ রণরঙ্গিনী।
দ্বিজ দাশরথী কয়, সামান্যা প্রকৃতি নয়, করে ধরে নরশির চর ধরণী ॥

যোগীয়া—কাওয়ালী।

বনে যাই আমি মন দুঃখে।
দারুণ বিমাতার কথা শেল হয়ে বিঁধেছে বুকে।
আশীর্ব্বাদ কর আমারে কৃষ্ণ যদি কৃপা করে,
পুনঃ ফিরে আস্‌ব তবে কুটীরে।
নিদয় হলে কৃষ্ণধনে, প্রাণ ত্যজিব বিষপানে,
নতুবা মর্‌বো আগুনে বিদায় হই তোমারে রেখে ॥২৮২৩॥

ললিত—একতালা।

আজি কি সুদিন মন—আজি কিবা শুভক্ষণ,
হরি-প্রেমামৃত-লোভে, করিব গরল ভক্ষণ॥
হরি বোলে বিষপানে, যদি আমি মরি প্রাণে,
এর সম ভাগ্য মম, হবে কি আরো কখন?
অনুক্ষণ পাপে তাপে, জ্বলিতেছি অনুতাপে,
তাহে হলাহল তাপে, যদি আরো অঙ্গ তাপে—
আছে কি সন্তাপ তায়? না হলে সন্তপ্ত-কায়,
কে কবে জানিতে পায়, ছায়া সুখদ কেমন?
যদি হরি পদ ধ্যান, যদি হরি-গুণ-গান,
যদি হরি নামামৃত, পান করে থাকে মন—
তবে আর হলাহল, আমার কি করিবে বল?
সর্প-বিষে, মরে কি সে, সুধাপায়ী যেই জন?২৮২৪॥

খট্—একতালা।

তিলেক দাঁড়া ঘাতুকগণ। বিনয় করি, করে ধরি,
একবার দেখা বাছার চাঁদবদন।
জানিস তো রে কত আদরের প্রহ্লাদ, তার এই দশা একি পরমাদ!
কেন না পুরিতে সাধ,সাধে সাধিস বাদ অপরাধ বাছার হোল কি এমন
রাণী, যারে কোলে করে, বিধু পায় করে,
কেন তায় বেঁধেছিস করে করে করে?
বাছা হেন কি দোষ করে, ক রে তাই ক রে,
আগে ত্বরা খুলে দে রে, হাত পার বন্ধন।
শুনে কুমারের দুঃখের সমাচার, মহিষীর দেহে প্রাণ নাই রে আর,
হ'য়ে, উন্মাদিনী প্রায়, এসেছেন হেথায়,
এক বার দেখা তায় তস্য হৃদয়ের রতন॥২৮২৫॥

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

কোথা থেকে এলো বামা সেই দনুজদলনী।
হবে বুঝি হররমা ত্রিভুবন-মোহকারিণী॥
হেন সাধ্য আছে কার, লীলা বুঝিবে তাঁহার,
অসুরদিগের অত্যাচার, দেখে এলো সে আপনি।
সে অতি কঠিন বামা, কি দিব তাঁহার উপমা,
চতুর্ভুজা হয়ে শ্যামা, সদা থাকে উলঙ্গিনী॥২৮২৬॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

ধ্রুব লাগি কান্দিয়ে আকুল।
বলে এ দুঃখ-সাগরে কে আর কুল দে কুল॥
শুনিয়াছি রামায়ণে, কৈকেয়ী দিল রামকে বনে,
সুরুচি মোর পুত্র ধনে, প্রতি হলো প্রতিকূল॥
নৃপতির পত্নী হয়ে, আছি বনবাসী হয়ে,
ধ্রুব রে তোর মুখ চেয়ে, বুঝি হারাইলাম মূল।২৮২৭॥

বিভাস—একতালা।

মা গো, কেন কর ভয়।
অভয়-চরণ, যে লয় শরণ, ভয় তারে করে ভয়।
হরিবারে প্রাণ বিষের কি শক্তি? হরিপদে যদি থাকে মম ভক্তি,
দীনে দয়া তাঁর হোলে একবার, বিষ হবে সুধা সম।
মা তোমার জঠরে, বিষম কঠোরে যে সময় মম উৎপাদন,
যখন, শক্তি প্রার্থনার, ছিল না আমার, রক্ষিলেন আমায় কে তখন?
না ডাকিতে যেই নিজ গুণে রহে, সদা যে সদয় স্বদানের পক্ষে,
কাতর বচন, শুনে সে এখন, দিবে না কি পদাশ্রয়?
পঞ্চভূত দিয়ে, যতনে গড়িয়ে, মনোহর এই কলেবর।
(যিনি) হয়ে কৃপাবান, দিলেন প্রাণদান, যিনি এই জীবিতেশ্বর,
তাঁর ভজনায়, যদি প্রাণ যায় শ্লাঘ্য গণি মনে, ক্ষোভ কিবা তায়,
আরাধিয়ে হরি, যদি প্রাণে মরি, করিব শমনে জয়॥২৮২৮॥

কীর্ত্তন।

অনন্ত যাতনা ভুগিতে হবে না অনন্ত আনন্দ খেলিবে প্রাণে।
আমা সবার প্রভু, যে সবার মতি, সে সবার গতি সুধু এখানে॥
দূর ধরাতলে, পাপ-তাপানলে, পুড়িস কেনরে জীব,
আমা চারি জনে, স্থান দেরে মনে, স্থান দিলে স্থান পাবি এখানে॥

ললিত—ঝাঁপতাল।

কিবে চন্দ্র-মহিষীগণে যোগেন্দ্র দরশনে, গজেন্দ্র-গমনে চলে রে।
অতুল রূপের প্রভা চরণ-সরোজ শোভে,
অলি তাহে মধুলোভা, ধায় কুতূহলে রে॥
কিবা হৃদি-পুলকিত তারা, নিশানাথের মনোহরা,
তার মাঝে ভবদারা, শোভে তারা পরাৎপরা;
চাঁদেতে যেমন তারা, বেড়া পরে ধরাতলে রে॥২৮৩০॥

আলাইয়া ঝিঁঝিট—একতালা।

হরিনাম বড় ভালবাসি।
তাই বলি পিতা গো আমি দিবানিশি ॥
সে নাম স্মরণে শিহরে পরাণ পুলকে অশ্রুবারি;
নামে সুধা ঝরে, পিয় প্রাণ ভরে, আনন্দ সাগরে ভাসি ॥২৮০১॥

ভৈরবী—একতালা।

হবে কুলক্ষণ তথায় বিলক্ষণ, সতি যেও না প্রজাপতির যজ্ঞে।
শিব অপমান, হবে যজ্ঞ-স্থান, শ্রবণে মর্ম্ম-বেদনে,
ওহে নারিবে জীবনে করিতে রক্ষে ॥
আমি শ্মশানবাসী, শ্মশান ভালবাসী,
দেবের যজ্ঞ ভাগে নহি অভিলাষী;
ত্যজে সোণার কাশী, চিতাভস্মরাশি
মাখি নিশি দিশি করি হে ভিক্ষে ॥
অসহ্য ঐশ্বর্য্য-মাৎসর্য্য ব্যবহার, মান অপমান সমান আমার;
যে যা বলে বলে হরি দিল ভার; ঐ যোগে যোগী করে হে দীক্ষে ॥

অলাইয়া—ঝিঁঝিট একতালা।

পিতঃ, কর এই ভিক্ষা দান; ত্যজ পাপ অভিমান,
হরি নাম লয়ে, জীবন্মুক্ত হয়ে, প্রহ্লাদের বধ প্রাণ।
তুমি পিতা আমার ধরণী-ঈশ্বর, তোমার আমার পিতা অনন্ত ঈশ্বর;
তাঁরি শান্তি কোলে, ইহ-পরকালে, সকলে লইব স্থান।
রত্ন সিংহাসনে নাহি আমার আশা; হরি-পদাম্বুজ কেবল ভরসা;
হৃদি-সিংহাসনে, বসায়ে সে ধনে, করব নিত্য সুধাপান।
করি-পদতলে পাষাণ চাপনে; অনলে গরলে কি ভয় মরণে?
দয়াময় হরি, দিয়ে পদতরী, করিবেন পরিত্রাণ।
সত্য সত্য পিতঃ এ প্রতিজ্ঞা করি, এই স্তম্ভমাঝে আছেন আমার হরি,
দেখ যদি পিতঃ দেখাইতে পারি, "ভক্তের অধীন ভগবান।"২৮০৩॥

ঝিঁঝিট—খেমটা।

বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে,
আয় সবাই মিলে,ডাকি জয় মা বলে।
বাবা পাগল ভোলা, মা পাগলী মেয়ে,কত রাঙ্গা মা,
ওরে দেখরে চেয়ে, ধেই ধেই ধেই,আয় ধেয়ে ধেয়ে,
মা পেয়েছি রে, আমরা মায়ের ছেলে ॥২৮০৪॥

ভৈরবী—ফেরতা।

নাহি চাই রাজা, ধন, জন, ও হে ভক্তের জীবন ॥
দেহি এই বর, ওহে পীতাম্বর। যেন নিরন্তর ভাবি শ্রীচরণ হে ॥
নাহি চাহি ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ, কিছার মিছার ধন রাজ্যপদ,
শিবের সম্পদ, তব যেই পদ, দেহি দাসে সেই পদ কোকনদ—
মম এই আকিঞ্চন হে ॥
ভাগ্যগুণে যেই চিন্তামণি পায়, সে কি নাথ, আর তুচ্ছ কাচ চায়?
তুমি বিভো, হও সুপ্রসন্ন যায়, সেকি ভুলে আর বৈভব-মায়ায়?
তুমিই সাধনের ধন হে ॥
সাযুজ্য, সালোক্য জীবমুক্তি আর, কিছুতেই নাই বাসনা আমার,
ওহে বিশ্বাধার! শ্রীপদে তোমার, থাকে যেন দৃঢ় ভক্তি অনিবার,
দাসের এই নিবেদন হে ॥২৮৩৫॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

কি অমিয়ে আমায় দিয়েছিল, ও রে দৈত্যগণ!
কোরে পান, জুড়ালো প্রাণ আছে কি পেয় এমন ॥
নিয়ে বিষপূর্ণ পাত্র, হরিনাম স্মরিবামাত্র,
হলাহল সুধার বল, করিল রে বিতরণ ॥
হরি কেমন দয়াময়, পেলি ত তার পরিচয়,
গরল অমিয়া হয়, নামের মহিমা এমন ॥
সর্ব্বশক্তিমান্ হরি, তোরা তাঁরে ভাবিস্ অরি,
একি ভ্রান্তি মরি মরি! ভাল হরির বিড়ম্বন ॥
বাহুবলে হয়ে বলী, গণিস্‌নে তার তুচ্ছ বলি,
দেখরে বারেক হরি বলি, জুড়াবে তাপিত জীবন ॥২৮৩৬॥

বেহাগ—ধামাল।

কুবের-ভূষণে কি কাজ রে আমার।
নিত্য ভিক্ষা ভবন বসন নাহি আসন যার ॥
নিস্ব আমার বিশ্বনাথ ভস্ম মাখেন গায়;
আভরণ প্রয়োজন কি আছে রে আর ॥
সবাই বলে সতীর পতি ক্ষেপা মহেশ্বর;
শ্মশানে মশানে ফিরে কেহ না মানে তাঁর ॥
হরি কহে সবিনয়ে সতীর ব্যবহার;
পতি কেবল সতীর গতি পতি অলঙ্কার ॥২৮৩৭॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

কোথা হে অনাথের জীবন, আজি বুঝি মোর জীবন গেল॥
ও হে জীবনের জীবন, জীবন-মাঝে ভক্তের জীবন রাখতে হল॥
শত্রু-সঙ্কটে উত্তরি, হরি এ দাসে-কৃপা বিতরি,
দেহ চরণ-তরি তবে ত তরি এ সাগর সলিলে॥
গুণসাগর আজি আমারে ডুবায় যদি এ সাগরে,
তব কলঙ্ক-সাগরে তোমার ভক্তের হরি নাম ডুবিল॥২৮৩৮॥

ভৈরবী—আড়া।

যেও না যেও না সতি বারে বারে করি মানা,
ভাবনা-সাগরে শিবে তব শিবে ভাসাইও না।
পাঠাইতে দক্ষালয়ে, নাহি লয় এ হৃদয়ে,
ভয়ে যে কাঁপিছে অঙ্গ অমঙ্গলের এ সূচনা॥
তাই বন্ধু মাতা পিতে, কেউ নাই আর এ জগতে,
সাধনের ধন সতী জেনেও কি তা জানমা;
সতী-মন্ত্রে ব্রহ্মচারী, (আমি) সতীরূপ ভুলিতে নারি,
সতীধ্যান সতীজ্ঞান, সতী যে পরম সাধনা,
কি শ্মশানে কি অরণ্যে, কি শয়নে কি স্বপনে,
সতীগতপ্রাণ শিব সতী বিনে বাঁচিবে না॥২৮৩৯॥

মুলতান—আড়া।

যাই যজ্ঞ দেখিবারে জনক-ভবনে। অনুমতি দেহ পতি মিনতি চরণে
ভগ্নীগণ যজ্ঞ-আশে, গেছে সব সে আবাসে,
এখন আমি কৈলাসে, থাকি হে কেমনে?
যাইতে বাপের ঘরে, সদা সাধ এ অন্তরে,—
দীনেশ দিনেক-তরে, আদেশ গমনে॥
বিবাহের দিন থেকে, দেখি নাহি কভু যাকে;
নিবেদি তাই তোমাকে, বিষাদিত মনে॥
আর শুনিলাম নাথ, মহর্ষি নারদের মুখে,
আমার লাগিয়ে মাতা পাগলিনী প্রায় অনশনে দীনমনে ভূতলে পড়িয়া,
হা সতি! হা সতি! বলে করিছে রোদন॥
আমার এ কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিছে দেখিতে মায়েরে;
তাই নাথ বারে বারে করি অনুরোধ,
দিবসেক তরে, আদেশ আমারে, যাই পিতার সদন॥২৮৪০॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সতী কেন যজ্ঞে এল না।
না দেখে ও বিধুবদন জীবন ধৈর্য্য ধরে না॥
জানি সতীর মতিগতি, বিনা পতি-অনুমতি,
কোথাও করে না গতি, বুঝি অনুমতি পেল না॥
মম কন্যা যত তারা, যজ্ঞেতে এনেছে তারা;
তারা বিনা নয়নতারা, জলধারা ধরে না॥২৮৪১॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

কাঙ্গালিনী করে মোরে কোথা গো মা গেলি চলে।
দয়া কি না হল প্রাণে দুঃখিনী জননী বলে।
হেন যদি ছিল মনে, কেন এলি এ ভবনে;
হেরি তোমা ধরাশনে, ভাসি যে মা আঁখি জলে।
আমি পাপ-যজ্ঞ-স্থানে, পতিনিন্দা শুনে কাণে,
নিজ প্রাণ অভিমানে, ত্যজিলে মা মায়াবলে।
স্বপনে দেখিনু যাহা, সকলি ঘটিল তাহা;—
সতী-দেহ তাই আহা, লুটাতেছে ধরাতলে।
উঠ মা উঠ মা সতী প্রাণের নন্দিনী, ত্যজ মান মানময়ী ধরি তব কর।
বারেকের তরে নয়ন মেলিয়ে, মা বলিয়ে ডাক একবার।
কাতর অন্তরে ডাকে বারে বারে, অভাগী জননী তোর;—
জুড়াক তাপিত প্রাণ তোরি কথা শুনে॥২৮৪২॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আজ একা কেন এলি নন্দি কৈলাসভবনে।
কার কাছেতে রেখে এলি রে সেই ভিখারীর ধন তারা-ধনে॥
সুহৃদ কুরীত কি বিবরণ, স্বরূপে সব বল রে এখন,
অস্থির হতেছে যে মন, না দেখে সেই সতীধনে॥২৮৪৩॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

জননি! আমি আর, আর গো, তোমার কোলে যাব না।
দুঃখিনী বলিয়ে যত কর স্নেহ সকলি জেনেছি জানাতে হবে না॥
আদরিণী মেয়ে ছিল মা যত, সকলি যজ্ঞে হলো নিমন্ত্রিত,
কি দোষের দোষী আমি মা এত,
কথার কথা একবরে আমায় বল্লে না॥২৮৪৪॥

বিভাস—মধ্যমান।

নন্দি! কি শুনালি রে সতী ছেড়ে গেল!
আমার এ পাষাণ প্রাণ কেন না বেরুলো॥
একে দক্ষ করে অপমান, সতী ত্যজিলেন আপনার প্রাণ
আমার এ দেহেতে প্রাণ রৈল॥
আমার সর্ব্বস্বধন দক্ষের কন্যে, সেই নয়ন-তারা তারার জন্যে,
কি করিব কোথায় এখন যাই,—
আবার বুঝি কৈলাস ছেড়ে শ্মশানবাসী হতে হলো॥২৮৪৫॥

ভৈরবী—একতালা।

(মরি) হরবামে হরি বসি। হর-দুখ হরে, রজত-শেখরে,
আলো করে যেন শরদশশী॥
হর-গৌরী-মিলিত অঙ্গ কি সুন্দর, আধ ধবল গিরি আধ শশধর,
আধ বেণী আধ জটা মনোহর, আধ আঁখি জবা আধ যে সরসী॥
দক্ষিণ শ্রবণে ধুতূরার ফুল, বামকর্ণে স্বর্ণ-কুণ্ডল অতুল,
খগ-চঞ্চু নাসা। আধ তিলফুল, অধরে না ধরে মধুর হাঁসি॥
বলয়া কঙ্কন কর শোভা করে, অক্ষমণিহারে, মুনি মনোহরে;
দ্বিভুজ সজ্জিত ত্রিশূল ডম্বুরে; অন্য ভুজদ্বয়ে চক্র করাল অসি।
বাঘাম্বর-সনে নীলাম্বরী সাজে, যুগল চরণে স্বর্ণ নূপুর বাজে,
হরিহররূপ হৃদয়-সরোজে; হরি দরশন করে দিশি নিশি॥২৮৪৬॥

খাম্বাজ—যৎ।

তোরা কেউ ধর্ত্তে কুলো যাস্‌নে ওলো কুলবালা।
মহেশের ভূতের হাটে, এ সব ঠাটে সন্ধ্যা বেলা॥
যে রূপ দেরেছিস্ তোদ্দা. চিত্ত উন্মত্ত করা,
চাঁদ যেন ধরায় ধরা, খোঁপার ঘেরা বকুলমালা॥২৮৪৭॥

আলাইয়া—আড়া।

কেঁদে কহে নন্দী কি বিপদ ঘটিল।
স্বর্ণময়ী মা আমার কেন রে বিবর্ণ হলো॥
লঙ্ঘি আসি শিব আজ্ঞে, আসিয়া অশিব যজ্ঞে,
অকস্মাৎ কিমাশ্চর্য্য হেরি প্রাণ না হয় ধৈর্য্য,
হর-হৃদি করি ত্যজ্য, শয্যা মায়ের ধরতলে॥২৮৪৮॥

ললিত-বিভাস—একতালা।

শ্রীচরণে স্থান দাও হে প্রাণ যার প্রাণকান্ত।
পিতা দক্ষ হয়ে রুক্ষ, দহে বক্ষ আজ নিতান্ত॥
তব আজ্ঞে, আজ অবজ্ঞে, আমি যজ্ঞে হল মানান্ত।
ক্ষমা কর, হে শঙ্কর, সে পাপ হর, ত্রিপাপান্ত॥
নিষেধিলে সদানন্দ, তাইতে আমি করি দ্বন্দ্ব,
বলিলাম তোমায় কত মন্দ, হয়ে ভ্রান্ত;
তার প্রতিফল, হল সফল, পতি অযশ-গরল, একান্ত;
হয়ে নারী, সইতে নারি পতিনিন্দা অবিশ্রান্ত॥২৮৪৯॥

সুরট—কাওয়ালী।

আয় রে বেতাল, সাজ তাল, বাঘছাল, হাড় মাল,
এনে দে রে উমাকান্তে।
আয় রে তোরা যাব ত্বরা করে গিরিবর-বাসে,
বরবেশে বরদারে আন্তে॥
আর কালবিলম্ব কেন, কাল ভুজঙ্গ আন,
শুভ কাল হলো রে কালান্তে।
যাহার জন্যে তনু জরা, জনম-যন্ত্রণা হরা,
নারদ-বদনে পেলেম শুন্তে॥
বিনে তারিণী ভয়হারিণী, আছি যে দুঃখে দিবা রজনী,
পার না কি জান্তে॥২৮৫০॥

বিভাস ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

সতী-শোকে পতিত-পাবন, পশুপতি পতিত ধরা
সুন্দর রজত-গিরি ধরা লোটায় না যায় ধরা॥
জীবনতারা বিনা তারাপতি, হল রে আজ জীবনতার।
অন্য ধ্বনি নাহি শুনি, ধ্বনি কেবল তারা তারা,
ত্রিনয়নের ত্রিনয়ন-তারায়, তারাকারা ধারা॥
ও রে নিরানন্দে সদানন্দ, নন্দীকে বলেন ত্বরা,
কি বলিলি ও রে নন্দি, তারা কি হলেম হারা;
ভবের আপদ যায় যে দূরে, চিন্তা করি যে তারাপদ;
তারাপদ দক্ষযজ্ঞে দিলি নন্দি কি সংবাদ;
কোথা আপদ-ভঞ্জিনী হৃদি-রঞ্জিনী তারা॥২৮৫১॥

পরজ—একতালা।

ভিখারীর নারী বলে তাচ্ছিল্য কল্লে মোরে,
পিতা আমায় কথার কথা বল্লে না!
আর যত ছিল মেয়ে, আনিলে সব পত্র দিয়ে,
আমি কি কথার পাত্রী হলেমনা।
তাই বলি ও জননী, আমি যে হই দুঃখিনী,
দুঃখিনী বলে মান্য কল্লে না ॥২৮৫২॥

ললিত—আড়া।

ত্যজে মণি-মন্দির চতুর্দ্দোল রত্ন-আসন।
কি বিষাদে ও মা সতী, করেছ আজ ধরায় শয়ন॥
কি দুঃখে হরিলে জীবন, ও মা তারা জগৎজীবন;
হর-হৃদে হর সর্ব্বক্ষণ; (তুমি) সর্ব্বজয়ের সর্ব্বস্বধন॥
যখন আমি বক্ষস্থলে, ত্রিলোচন ভাসি ত্রি-লোচনের জলে,
ত্রিলোচনী ধর বলে, দিলেন ত্রিলোচন;
মাতৃহীন হয়ে এখন, কেমনে যাই শিবের সদন;
শুধালে দিক্-বসন হরি! (হরি) করিবে কি নিবেদন ॥২৮৫৩॥

পিলু—কাওয়ালী।

চলিল বীরভদ্র বীর দক্ষযজ্ঞ বিনাশনে।
সঙ্গেতে অদ্ভুত ভূত, ভূতনাথের আজ্ঞা পালনে॥
যজ্ঞকুণ্ড লণ্ড ভণ্ড, দেখিয়া প্রচণ্ড কাণ্ড, তুণ্ড কাঁপে পলায় দ্বিজগণে;
(ও রে) ভূতে ছাড়ে হুহুঙ্কার, ধরা আসনে॥
ভয়ঙ্কর গালবাদ্য, নিবারে কাহার সাধ্য, দেবারাধ্য শিবসৈন্যগণে;
(ও রে) তালে তালে নাচে তাল, বেতাল ধরিছে তাল
উপস্থিত প্রলয়কাল দক্ষভবনে ॥২৮৫৪॥

ঝিঁঝিট—খেমটা।

মুনি এলো বর, পরিধান বাঘাম্বর, মাথা ভস্ম কলেবর।
সাধের গিরিবর-নন্দিনী, ছি মা এই বরে কেউ বরে।
রূপ দেখে সই মলেম্ হেসে, অস্থিমালা গলদেশে,
বর এসে কি বলদে বসে, দোষের সাগরে॥
বুড়ার কপালে আগুণ, কেবল মাত্র একটী গুণ,
মুখে রামগুণ গান করে ॥২৮৫৫॥

ললিত ঝিঁঝিট — ঝাঁপতাল।

কৈ হে গিরি কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী।
সঙ্গে, তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী॥
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী
কক্ষে লয়ে গজানন গমন গজগামিনী॥
মা বলে মা ডাকে মুখে আধ আধ বাণী।
এ যে করি অরিতে করি ভর, করে করিছে রিপু সংহার,
পদভরে টলে মহী মহিষনাশিনী॥
প্রবল প্রখরা মেয়ে তনু কাঁপে দরশনে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোকধন্যা ত্রিলোকজননী॥২৮৫৬॥

ললিত বিভাস—আড়া।

এই দশা হল ভাই নন্দী, মাকে এনে যজ্ঞস্থলে।
কার কাছে দাঁড়াব আমরা, কে খাওয়াবে ক্ষুধা পেলে॥
ভাই আমরা কি করিলাম, কেন দক্ষালয়ে এলাম,
স্নেহময়ী মা হারাইলাম, এই ছিল কি এই কপালে॥২৮৫৭॥

মালশ্রী।

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে,
শুনিয়া এ শুভ বাণী,এলো চুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে॥
গদ গদভাবভরে ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে॥
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ-অধরে।
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে এসে ধরে করে॥
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা খুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে॥
করি কৃপা রামপ্রসাদ দাসে,মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দ-সাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে আনন্দ পাশরে॥২৮৫৮॥

বাউলের সুর।

যার গুরুপদে ঠিক আছে মন,তার সুখের ভাবনা কি ? ভাবনা কি।
সে যে সদানন্দে সদা থাকে নিরানন্দের জানে কি ॥
করে না অন্য যোগ, হয় না তার অন্য রোগ,
সে যে ঐ রোগেতে রোগী হয়ে, সামান্য রোগ দেয় ফাঁকি।
করে সে অনুরাগ, ভুলিয়ে বনের শাক,
অলবণে পাক করে খায়, তাই হয় ভাল তার মুখে ॥
দেখ রাগ করে শাক খেয়ে ফকির রূপসনাতন হল কি ॥
যার আছে মনে ঠিক, শ্রীচরণ করে ঠিক,
তার মনকসা ঠিক দিয়ে বসে মনকে বলে তোদের ধিক ॥
নারাণে দিনকণা তাতে ঠিক মিলে না,
তার ঠিকের ঘরে হোগল বোগল পান্তাভাতে ঢালে ঘি।
তার গুরুপদ ঠিক হল না পরকালের হবে কি ?২৮৫৯॥

ললিত ঝিঁঝিট – ঝাঁপতাল।

পঞ্চ বদনেতে একবারে দিতে বরমালা।
গিরিপুরে দশভুজা হল দুর্গে গিরিবালা ॥
দাঁড়ালেন উমেশ সম্মুখে ঊর্দ্ধ কর করি,
রাকা চন্দ্র ঢাকা রূপধারিণী হরসুন্দরী,
নিরখি রূপ গগনে চঞ্চল চপলা ॥
কিবে কাঞ্চন-করবী আর, কমলাদি কুসুমহার
কমল করে করি বিমলবদনী বিমলা।
দশ কর-আভায় দশদিক অন্ধকার হরে,
প্রতি করনখরে কত শরদ-ইন্দু শোভা করে,
নখর হেরি চকোর সুধাপানে উতলা ॥২৮৬০॥

বাউলের সুর—খেমটা।

মন রে দিনান্তরে গৌর বলে ডাকলে না রে।
চেয়ে দেখ রে মন শমন এসে ঘেরলো তোরে ॥
গৌর তন্ত্রের নয়, মন্ত্রের নয়, বেদের নয়, বিধির নয় ;
যে জন তাঁর জন্য মাতাল হয়, নয়নে ধারা বয়,
দয়াল তারে দয়া করে।
গৌর ধনীর নয়, মানীর নয়, জ্ঞানীর নয়, গুণীর নয় ;
যেমন মদ খেয়ে মাতাল হয়,
তেমনি প্রায় হলে গৌর তারে দয়া করে ॥২৮৬১॥

সাহানা—ধামাল।

কৈলাসে ভূধরোপরি, হায় আজ একি হেরি—
বিরাজিত হরগৌরী—কি যুগল মাধুরী!
রজতে কনকোকান্তি মিলিল, আর মরি!
আধ অঙ্গে বিভূষিত, আধ চুয়া কস্তুরী!
একাঙ্গে ভুজঙ্গগণো, একাঙ্গে মণি কাঞ্চনো;
আধ বাগাম্বরখানি আধ কৌম বসনা;
আধেই জটা জুট, আধ শিরে কবরী!
আৰ্দ্ধনয়নে অঞ্জনো, মরি কি আঁখি রঞ্জনো।
ঢলু ঢলু ঢলিতেছে, কিবা আৰ্দ্ধ লোচনো।
কপালে শশধরো, অনলো কোলে করি ॥২৮৬২॥

বাউলের সুর।

এতদিন কার বেগারে ছিলাম, এখন কি ধন নিয়ে যাই।
বসে রাত্র দিনে (মনে মনে) ভাবিছি তাই ॥
এ দেহ পতন হবে, দেহের মালিক চলে যাবে, উপায় কি হবে।
একে একে চলে যাবে দেহের পঞ্চ ভাই!
ভেবে ভেবে হলেম সারা, ভজনহীনের কপাল পোড়া, ডুবলো রে ভরা।
এ দেহ পতন হলে পুড়ে করবে ছাই (যত বন্ধুগণে।)
এসেছিলাম ভবের হাটে,
গেলাম ভূতের বেগার খেটে, ছিলাম কার যুটে;
ভবনদী পার হইতে কিছু সম্বল নাই ॥২৮৬৩॥

ললিত—একতালা।

ওগো নিদ্রাদেবি! কেন বঞ্চনা করিলে মোরে।
মিলাইয়ে উমা-ধনে পুন কেন নিলে হরে ॥
যে অবধি তারা-হারা, মুদি না আর আঁখি-তারা,
দুনয়নে শতধারা, বহিছে সদাই—
আজি নিদ্রে এলে যদি, মিলাইলে হারা-নিধি,
শেষে সুখে হয়ে বাদী, কেন লুকাইলে তারে।
পুনঃ আমি মুদি আঁখি, শয়ন করিয়া থাকি,
উমা এনে মেলাও দেখি, হেরি সে চাঁদমুখ—
আমার সে স্বর্ণলতা, না বলিতে দুটো কথা,
দিয়ে আমার প্রাণে ব্যথা, নিলে তারে কোথাকারে ॥২৮৬৪॥

ভৈরবী—একতালা।

ও তুই ঘরে যাইয়ে দেখলে নারে (ও মন), কত রত্ন আছে থরে থরে ॥
মাল ভরা তোর সিন্দুকেতে, চিনলে না মন পরোক্ষেতে,
চাবি তোর পরেরই হাতে।
একবার খুঁজলে পরে মিলবে চাবি, যদি ডুবতে পার রূপ সাগরে ॥
সহজ মানুষ আছে ঢাকা, সাধন হইলে পাবে দেখা,
সে মানুষ ত্রিভঙ্গ বাঁকা;
সে মানুষ উলট কলে সদাই চলে, সে যে ত্রিবেণীতে উজান ধরে২৮৬৫॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ঘরের মাঝে অনেক আছে।
কোন ঘরামী ঘর বেঁধেছে. এক পাড়ে দুই থাম দিয়াছে ॥
সেই ঘরের ছাউনি আছে, চামের এক বেড়া আছে,
আর একটী বাতি আছে, নিবায় বাতি কু বাতাসে।
ঘরের মাঝে খুপরি আছে, তার খোপে খোপে মানুষ আছে;
তার কেহ না যায় কারো কাছে যার যার ভাবে সে সে আছে ॥২৮৬৬॥

বাউলের সুর।

ও যার হবার হয় তার প্রেম উথলে দুর্ব্বাঘাসে।
প্রহ্লাদ হ বলে নয়ন জলে ভাসে, হরিনামের হ বলে নয়ন-জলে ভাসে
প্রেমে নদেবাসী গৌর. ভুলাইল চৌরি, মাতাইল গৌর, সেই বয়সে;—
ও রে বেলা গেল বাসনায় আগুণ দে, তাই শুনে,
লালা আমার আর রইল না দেশে।
কথা কত শুনি এমন. চেতে নাক মন সদাই অচেতন, মোহ-বশে;—
আমার হয়েছে রে প্রাণ, অশান পাষাণ ভেজে না সহস্র উপদেশে২৮৬৭

খট ভৈরবী—একতালা।

গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, চৈতন্যরূপিনী কোথা লুকালো ॥
কহিছে শিখরি কি করি অচল, নাহি চলাচল হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল, অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো ॥
দেখা দিয়ে কেন এত মায়া তার, মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো ॥২৮৬৮॥

মনোহর সাই—লোফা।

ও রে মন পাখী চাতুরী করবে বল কত আর।
বিধাতার প্রেমের জালে পড়বে না কি একবার॥
সাবধানে ঘুরে ফিরে, থাক বাহিরে বাহিরে,
জাল কেটে পালাও উড়ে, ফাঁকি দিয়ে বার বার।
তোমার একদিন ফাঁদে পড়তে হবে, সব চালাকি ঘুচে যাবে,
অন্ন জল বিনে যখন করবে দুঃখে হাহাকার॥
যে দিন ব্যাধের বাণে, কাল সাপের দংশনে,
জ্বলিয়ে মরিবে প্রাণে, দেখবে চক্ষে অন্ধকার।
তখন আপনা হইতে পোষ মানিবে, তাড়াইলেও নাহি যাবে,
পিঞ্জরে বসে হরির গুণ গাইবে নিরন্তর॥২৮৬৯॥

বাউলের সুর—খেমটা।

শুধু, ঘটে পটে কাটে ধর্ম্ম হয় না ভাই।
তীর্থাশ্রম মনের ভ্রম তাতে কিছু নাই॥
কেউ বা করে কালী কালী, কেউ বা বলে বনমালী,
কেউ খাড়া, কেউ ধরে ঝুলি, তায় না মেলে ভাই,—
ফলিতার্থ না জানিলে ফল হবে না ফলে ফুলে,
প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নহিলে, ছাই মাখিলে হবে ছাই।
কামনায় কামনা বৃদ্ধি ত্যাগ বিনে নাই তত্ত্বসিদ্ধি,
কার কার ফেরে বুদ্ধি দেখিবারে পাই;—
ঘটে কিছু না থাকিলে, ছোটে না চড় চাপড় কিলে,
কথায় লোকে বলে, মুলে সুধা হলেও ক্ষুধা চাই॥২৮৭০॥

বাউলের সুর।

দেখ জহুরা নয়ন খুলে ভগবান কি করে রে।
কেমন আজব মলি আজব নলী, আজব গড়ন গড়ে রে॥
(ও মন) জল থাকে রে নিম্নভূমে, কাষ্ঠ লোহা পাহাড়ে;
(দেখ) সেই দুজনে (রে মন) নৌকা গড়ে সদাগরি করে রে।
(দেখ) ভারতের বরাত খাটে মাঠে, ক্ষুধার বরাত পেটে,
(দেখ) সেই দুজনে পীরিত গুণে কত বেগার খাটে রে॥
(ও মন) সূর্য্য দেয় রে দিন করিয়ে, জোনাক দেয় রে চাঁদ,
বাতাস বয়, মেঘ বরষে, জগৎ ভাসায় জলে রে॥
(রে মন) শূন্যেতে বেড়ায় রে জল, মেঘ বিনা কে জানে রে,
ওরে এই জহুরা তুচ্ছ করি কোন জহুরা মান রে॥২৮৭১॥

বাউলের সুর।

সংসারের উজান স্রোতে যাও বেয়ে।
ওরে ও ভাই, ওরে ও ভাই, ও ভাই প্রেম-রসিক নেয়ে॥
চল কিনারা ঘেঁসে, হাল ধর রে কেসে,
দেখ যেন উল্টো স্রোতে যায় না কো ভেসে;
চালাও দিবানিশি জীবন-তরী, আর থেক না অলস হয়ে।
তুলে প্রেমের বাদাম, বদনে বল হরিনাম,
আনন্দে ক্ষেপণী ফেলে চল অবিশ্রাম;
যখন ভক্তি-জোয়ার আসবে বেগে, তখন সহজে যাবে লয়ে;
শুন শুন ও রে মন, কু-সঙ্গে করো না ভ্রমণ,
ভরাডুবি করে তারা, করবে পলায়ন,
থেকো সাধু মহাজনের সঙ্গে, সদা অকপট হৃদয়ে॥২৮৭২॥

সিনকাফি—ঠুংরী।

গৌর পাব কি সাধনে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ছয় রিপু ছয় দিকে টানে।
কেহ বলে কৃষ্ণ রাধা, কেহ বলে আল্লা খোদা,
ইহাতে নাইকো বাধা, যার যেই মনে।
কেউ বলে মানি না মক্কা, পিঁড়ায় বসে পীরের দেখা,
ইহাতে বড়ই বাঁকা, কতই কুমন্ত্রণা জানে।
কেউ বলে গয়া যাব, শ্রাদ্ধ করে পিণ্ড দিব,
পিতৃলোক উদ্ধারিব, এই বাসনা মনে।
গুরুপদে নাইকো মতি, কথা শুনে না তে এ দুর্মতি,
না হইল নিষ্ঠা রতি, বেড়ায় তীর্থপর্য্যটনে॥২৮৭৩॥

বাউলের সুর।

মন-ব্যাপারী তোমার মত দেখি নাই এমন বেদিশা,
তোমায় হঠাৎ লোক দেখলে ভাববে খেয়েছ কতই নেশা।
এই ভবের বাজারে কত রত্নাদি ধন, বিক্রী হচ্ছে মহাজনের ঘরে;
তুমি রত্ন ছেড়ে যত্ন করে নিতেছ দস্তা সীসা।
তুমি হয়ে জহরী, কাঁধা দাঁড়ির ফের বোঝ না, কেমন ব্যাপারী;
তুমি চোখে দেখে আপন খোষে নিতেছ অচল পয়সা॥
সবিল হচ্ছে তোমার নাও,
চেয়ে দেখ মন ব্যাপারী মূলে পেঁটে যাও;
যখন হিসাব দিবে বুঝবে তখন যাবে কত নাক ঘষা॥২৮৭৪॥

বাউলের সুর—খেমটা।

পায় ধরে বলি তোমায়। হরি-চিন্তা কর মন রে, দিন ত বৃথা যায়॥
যখন যমে বাঁধ্‌বে রে কসে, তখন করবি কি উপায়।
(বাদী মন রে আমার) হায় হতাশে প্রাণ রে যাবে,
তখন বলবি হায় রে হায়।
কু-চিন্তা কু ভাবনা রে ভেবে, বসে রলি কার আশায়।
(পাষাণ মন রে আমার,) একবার আঁখি মুদিয়া রে দেখ,
তাতে কেমন দেখা যায় উর্দ্ধ পদে হেট মুণ্ডে ছিলে গর্ভ যাতনায়।
(অজ্ঞান মন রে আমার) ও রে সেখানে কি বলে রে আইলে,
এখন তা তোর মনে নাই॥২৮৭৫॥

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

আচ্ছা এক রঙ্গভূমি এ সংসার। ইহাতে দেখ্‌চি যত চমৎকার॥
আজ রাজা জমীদার, কাল ভিক্ষাপাত্র সার,
এখন আনন্দ উৎসব রঙ্গ, পরে হাহাকার।
আবার এই কান্না এই হাসি, লোকের তবু এত অহঙ্কার।
এই যে সব দৃশ্য মনোহর, থাক্‌বে না দণ্ড দুই পর,
যত গীত বাদ্য রং তামাসা, সুখের আড়ম্বর।
যখন সময় হবে, সব ফুরাবে, তখন দেখবে কেবল অন্ধকার।
পথিক কয় শোন রে আমার মন, পেয়েছিস্‌ ভাল আয়োজন,
এখন সাবধানে খেল খেলা করিয়ে যতন।
নৈলে পটক্ষেপণ হইলে পরে, পাবে অনুযোগ আর তিরস্কার॥২৮৭৬॥

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

বুঝ্‌বে কে পাগলের খেলা।
পাগলে কর্‌চে পাগল, পাগলে পাগলে মেলা॥
এক পাগল গৌরাঙ্গ, আর পাগল তার সঙ্গ,
নাচে গায় সঙ্কীর্ত্তনে বাজায় মৃদঙ্গ।
নিতাই পাগল, অদ্বৈত পাগল রে, পাগল রে তার সঙ্গের চেলা॥
পাগলের কারখানা, পাগল বৈ কেউ বলে না,
এক পাগল রূপসনাতন আদি ছয় জনা॥
তারা স্বর্ণ-শয্যা ত্যেজ্য করে রে, ভূমি শয়ন গাছের তলা।
পাগলে হাট বাজার, পাগল সকল সকল দোকানদার,
কেউ করে দুনো ব্যপার, কেউ হারায় মূলে।
গোঁসাই স্বরূপচাঁদে বলে রে, হেলায় হেলায় গেল বেলা॥২৮৭৭॥

বাউলের সুর।

তোমরা দু-ভাই পরম দয়াল হে প্রভু, গৌর নিতাই।
তোমরা জীবের দশা, দশা মলিন দেখে,
না কি নাম এনেছ গোলক থেকে।
তোমরা যারে তারে নাকি দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরিবোল।
আমরা গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই, কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই।
গৌর আমি ত ভজনে খাট, তুমি ত দয়াল বট ॥২৮৭৮॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ভবের ব্যাপারী ভাই, আমি তোমায় তাই সুধাই।
ওরে কি কিনিলে, কি বেচিলে, হিসাব তার কি আছে রে নাই॥
ওরে কি লালসে আছ রে বসে, করিয়াছ কি কামাই।
ওরে চিটার দরে চিনি বেচে, কি লাভ হইল জানতে রে চাই॥
ও তোর আসল গেল, দেনা হইল, ঠেকলে রে কি বিষম দায়;
ও তুই কিবা জবাব মহাজনকে দিবি, তার কি ভাবনা রে নাই ॥২৮৭৯॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ঐই দেখ রেল-রোডের কল। ভব-পথে কয়ছে চলাচল॥
কোথা জেমস্ ওয়েটের বুদ্ধি, এর অদ্ভূত এম্নি কৌশল।
উদর বয়লারেতে জন্মছে বাষ্প, দিয়ে অন্ন আগুন জল॥
আহারাদি কয়লার গাদি, পড়েছে তাহা অবিরল।
ভাঙ্গা ফুটো সারা, অয়েল করা ডাক্তারের কাজ কেবল॥
সম্মুখেতে লণ্ঠন তার চক্ষু দুটী সমুজ্জ্বল।
ঐ যে শ্বাস পাসে, হচ্চে কলের, খুৎখুতানি অবিরল॥
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা যত, প্রহরী রয় প্রতিপল।
ধর্ম্ম জ্ঞান গার্ড, কাম ক্রোধ, ঐ গাড়ীর আরোহীদল॥
লকমটিভ্ ডিপার্টমেণ্ট এর, জননীর গর্ভস্থল।
আফিস বাড়ী, বাগান হয় ষ্টেশন, করিতে এ কল শীতল॥
জন্ম মৃত্যু টার্মিনাস্ দুই, ড্রাইভার তায় মন প্রবল।
যাহার সদ্‌গুণে, দীন জানে, দ্বন্দ্ব কলিশান কেবল ॥২৮৮০॥

বাউলের সুর—একতালা।

এ ঘোর ভব-সাগরের জলে। বসে আছে জেলে জাল ফেলে॥
ঐ যে জগৎ-বেড়ে, ধর্লো বেড়ে, জগতের জীব এককালে।
এ জালে নাই কারু পরিত্রাণ;

৬৩

যত, বোয়াল কাতল, ছেলং চিতল ঘুচবে সবার প্রাণ।
ও তোর পুঁটীর জীবন, আর কতক্ষণ বাঁচবি ডুবী টান দিলে ॥
যে ছয় বেটা সেই জেলের অধীন ॥
তারা খুঁজে খুঁজে, জালের মাঝে, আনছে যত মীন।
জেলে, সকল জানে, যা যেখানে, রয় না ছাপা লুকালে ॥
যাদের কিছু সাধন-বল আছে,
তারা ছিঁড়ে ছুটে, এ জাল কেটে পাশিয়ে যেতেছে।
ও তোর কোথায় সে বল, আরো কেবল,
বাঁধিয়ে নিলি ফাঁস গলে ॥ বিপদ-কালে ঘটে রে জঞ্জাল,
এ দীন বাউল বলে কলেবলে কাটল না রে জাল।
ও সেই কাল-নিবারণ হরির চরণ, কর স্মরণ এই কালে ॥২৮৮১॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ফকিরী করবি পারবি রে মন;
ছেড়ে সব খুঁটীনাটি ময়লা মাটি, খাঁটি হবি রূপচাঁদি যেমন।
ফকিরী নয় সামান্য, হতে হয় দীনদৈন্য, আদর্শ শ্রীচৈতন্য কররে দর্শন।
পার যদি তেমনি করে, ডুবিতে প্রেমসাগরে,
পাবে অমূল্য নিধি, পরমতত্ত্ব মুক্তিধন ॥২৮৮২॥

বাউলের সুর—একতাল।

কেন দাবা খেলতে এলি বল। ক্রমে, কমে যে তোর এলো বল ॥
ছি ছি না জেনে চাল, হবি বেচাল রে, ও তোর বিপক্ষ হল প্রবল ॥
যে তুই বড়ের লোভে চাল্লি দুই ঘোড়া,
ও তোর কপাল পুড়ে চাপায় পড়ে গেল রে মারা।
পড়ে উঠ্‌সা কিস্তী, মলো কিস্তী রে, ঐ দেখ হাসছে তোর বিপক্ষদল ॥
যে ঘোর ছয় চক্করে মন্ত্রী পড়েছে,
এসে খল্ল যেতে ঘার যেতে, আর কি পথ আছে।
শেষে না পেয়ে পদ একি বিপদ রে, দাবা পিলের সঙ্গে হয় বদল ॥
হায় হায় গজ দুটি তোর বিপক্ষের ঘরে,
সহায় কেউ হল না, জোর পেলে না, এল না ফিরে।
কেবল কিস্তী কিস্তী নাই সোয়াস্তি রে, ও তোর রাজা যে হল পাগল ॥
এবার বাঁচবি কিসে পঞ্চ-রঙের হাত;
যখন শত্রু এসে ধরবে ঠেসে, করবে কিস্তি মাত।
এ দীন বাউল বলে, কল কৌশলে রে,
ও তুই এই বেলা চাল মাতে চল ॥২৮৮৩॥

বাউলের সুর—একতালা।

বৃথা ভবে খেলাতে এলি তাস, ও তোর মন্ত্রী কচ্ছে সর্ব্বনাশ।
এমন কাগজ পেয়ে, অলপ্পেয়ে রে, কেন ডাকলিনে ইস্তক-পঞ্চাশ॥
হাতে রং থাকতে তুই খেল্লি এ কিরূপ,
এসে তোর সাক্ষাতে বিপক্ষেতে মার্চ্ছে তুরুপ,
কিসে বল রে এবার পিঠ পাবি আর রে,
হাতের সকল ফেরাই দিলি পাশ॥
হেসে বিন্তী কাবার কচ্ছে বিপক্ষে,
কিসে রাখবি কাগজ দেখিনে গোচ কিছুই তোর পক্ষে,
হায় হায় এমন খেলায় হারালি হেলায় রে,
করিস হাতের পাঁচের কি আশ্বাস॥
ও যে টেকাতে পিঠ নেয় তুরুপ করে,
ও তুই এমন বেহুঁস, দশ দিলি খুন গোলাম না মেরে।
এখন হাত থাকিতে বশ নে হাতে রে, শেষে পাবি নে আর অবকাশ॥
যখন তিনকুড়ি সাত দেখাতে কবে,
তখন কি দেখাবি থাবি খা-বি চক্ষুঃস্থির হবে।
এ দীন বাউল বলে, হরি বলে রে, শেষে পুরবে যে তোর বুকে বাঁশ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন মাঝি তোর ভাঙ্গা তরী কিনারে ভিড়াইয়া ধর।
নায়ের মাঝি ষোলজন, তারা কেহ নয় আপন,
ছয় জনাতে ঠেকা বায়, গুণ টানে দশজন॥
আলেক মাঝি ডাক দিয়ে বলে, হাল কাঁটা ফিরাইয়া ধর।
নায়ের বান ছুটিল, নায়ের জাকন মরিল,
পাপপুঞ্জে ভরা ভরি ভারি হইল॥
অলেক মাঝি ডাক দিয়া বলে, গুরুর নামটি স্মরণ কর॥২৮৮৫॥

বাউলের সুর—একতালা।

চল ভাই আর দেরি নাই ঐ টিকিটের ঘণ্টা হল।
ত্বরায় যাই এষ্টেশনে, দেখে শুনে তলপী তোল॥
প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে যত, বলছে টাইম ওভার হল;
হুড় হুড় হুড় আসছে গাড়ী, হুড়োহুড়ি লাগল ভাল॥
ঝোলা ব্যাগে যাচ্ছে বেগে, যারা আগে টিকিট পেল;
কেউ বা যেতে টিকিট বিনে, পোলিসম্যানে চালান দিলে॥
কত জন কচ্ছে রোদন, হে গোবিন্দ একি হল;
কি দিয়ে কর্ব্বো টিকেট হায় কে পকেট কেটে নিল॥

দীন দুখী দেখে টিকেট-মাষ্টার যারে সদয় ছিল ;
বিনে মূলে অনায়াসে, পাস পেয়ে সে পাসিয়ে গেল ॥
দীন বাউল ঐ সামিলে, দলে মিলে টিকেট পেল ;
হরি হরি কও সকলে, চারি দিকে অল রাইট হল ॥২০৮৬॥

বাউলের সুর—একতালা ॥

আর কি এবার ভাবনা রে আছে। নথী ফুল-বেঞ্চে পেশ হয়েছে ॥
যাকে লোয়ার কোর্টের হুকুম কেটে রে,আছে যে সহায় আমার পাছে ॥
যারে মাল মহলের কলে'ম ম্যানেজার,
করে, জবরদখল, সোণার মহল, কলে' ছারেখার।
দিল মিথ্যে সাক্ষ্য ছয় বিপক্ষ রে,তাইতে, অন্যায় ডিক্রী পেয়েছে ॥
এবার সদর আপীল করেছি দাখিল ;
আপনি গ্রাউণ্ড, লিখে, দিলেন দেখে, শ্রীশ্রীনাথ উকীল।
কর্বেন মিত্র জজে, বিচার নিজে রে,
কিশের ব্যারিষ্টার আর তার কাছে ॥
হাকিম, দীনদরিদ্র, জানেন আমারে ;
দয়াল নাম যে প্রকার, নালিস এবার চোলবে পাপরে ॥
ও সে যে আদালৎ বুঝবে হালৎ রে, আমার ধর্ম্মসাক্ষী রয়েছে ॥
আছে সব প্রিপেয়ার নৈরে আর বাস্তু ;
ঠুকে আনবো মহল, করে বহল, সত্ব সাব্যস্ত।
শ্রীবি,কৌন্সিলের সে নজীর এসে রে, আমার তমাদি-দোষ কেটেছে ॥
বলে দীন বাউলে ভাবছো কি রে মন,
এবার গবর্ণমেণ্ট আপীলান্ট, নাই তোমার মোচন।
বমাল খরচার দাবী, পয়মাল হবি রে,
আবার দায়মাল চার্জ রয়েছে ॥২৮৮৭॥

বাউলের সুর—একতালা।

মন না হলে সোজা,ফকির-সোজা, কেবল রে ভাই বিড়ম্বনা।
ফকিরের সজ্জা ধরে, নৃত্য করে, করছ ধর্ম্মের আলোচনা ॥
তুমি যে আপন কাজে বেঠিক নিজে, পরকে কি বুঝাও বল না ॥
তুমি যে কত গান গাও, পরকে বুঝাও, নিজে কেন তা বোঝ না।
নিজে না বুঝলে পরে, অন্য পরে, বুঝবে কেন, তা ভাব না ॥
কাঙ্গাল কয় যুক্তি ধর, ভাল কর, ভাল হও রে সর্ব্বজনা,
নিজে না হলে ভাল, পরকে ভাল কর্ব্বে ভাব, তা হবে না ॥২৮৮৮॥

বাউলের সুর—একতালা।

করিছ পরের কারণ, সদাই রোদন, আপন কাঁদন ত কাঁদ না।
টোকাহীন হলে নাড়ী, যুক্তি করি, খুঁজবে খাড়ি পাট বিছানা;
থাম্‌লে তোর ঘড়ঘড়ী বোল, বল্‌বে সকল, শীঘ্র ধরে বাইরে নেনা॥
মন রে তোর আত্মজনে, বাইরে এনে, দেখবে কিছু আছে কি না।
অনুমান মাত্র টোকা পেয়ে ধোকা, বল্‌বে আছে নাম ডাক না॥
কিছুক্ষন কান্না কেঁদে, গামছা কাঁধে, খুঁজ্‌বে কোথা জ্ঞাতি জনা।
আছে সব জাত বেহারা, এসে তারা, দুদণ্ড তোমায় থোবে না।
ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে, এ দিন পেলে, ঘোচে তার ভব-ভাবনা,
অন্তিমে কল্‌সী কাচা, বাঁশের মাচা,
বুঝি এর বা তাও মেলে না॥২৮৮৯॥

বাউলের সুর—একতালা।

দোকানি ভাই দোকান সার না; কত কর্ম্মি বেচা কেনা॥
ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল,
দোকানের সব মাল মশলা চোর ছজন নিল।
(দোকানি) ও তোর ঘরের মাঝে
(ও রে ও ও দোকানি) সিঁধ কেটেছে, তাও কি একবার দেখ না॥
পরেরে ঠকাতে গে নিজে ঠকিলি,
যা ছিল তোর আসল টাকা সকল খোয়ালি,
(দোকানি) ও তোর মহাজনের, (ও রে ও ও দোকানি)
কি করিবি; তাগাদার দিন বল না॥
ফিকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা,
(এখন) মহাজনের শরণ লয়ে জানাও গে ব্যথা,
(দোকানি) তিনি বড় দয়াল- (তাঁর মত আর দয়াল নাই রে)
শুনলে আওহাল, তোরে নিদয় হবেন না॥২৮৯০॥

বাউলের সুর - একতালা।

কার হিসাব লিখছিস বসে মনের খেঁসে,
আপনার কাজ মুলতুবি রেখে।
ও রে তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে,পরের চখে দেখছিস্ চোখে।
তবু তুই পরের বেঠিক,করছিস রে ঠিক,আপনার বেঠিক ঠিক না দেখে॥
লিখছিস পরের বাকীজায়, আপনার দিন যায়,
তোর ঠিকানা নাই সে দিকে।
পাগলেও আপনার ভাল বুঝে ভাল, আপনার ভাল না বোঝে কে॥

শুনেছি লোকে শিখে লোকের দেখে, হাবা লোকে ঠেকে শিখে;
নিকেশে ঠেকবি যে দিন, বুঝবি সে দিন, সরবে না তোর বাক্যমুখে॥
ফিকিরচাঁদ বলে খেদে, দিন থাকিতে, আপনার হিসাব নে রে দেখে।
যদি রে থাকে বেঠিক, কর তা ঠিক, তবেই নিকেশ দিবি সুখে ॥২৮৯১॥

বাউলের সুর—একতালা।

সংসার জ্বালার জ্বলে সবাই মরতে চায়।
মলে এমন রতন কি পায়, তাই মানুষে মরণ চায় রে॥
বল শুনি মন সেই কথা আমায়,
ও রে মানুষ মলে শান্তি পায় রে এমন স্থান কোথায়,
জ্বলে পুড়ে মানুষ তথায় গেলে রে, সকল জ্বালা অমনি নিবে যায় রে,
ভাই বন্ধু সংসারের মাঝে,এ সব বন্ধু হতে বন্ধু আবার এমন কে আছে,
সে কি এত ভালবাসে সবায় রে, মরে তার কাছে যেতে চায় রে॥
এত ভালবাসে রে যে জন, কেন তারে প্রাণের সহিত
ভালবাসিস্ নে রে মন, তারে ভাল না বাসিলে মন রে,
মানুষ মলেও শান্তি নাহি পায় রে, কাঙ্গাল কঁাদে চক্ষে পড়ে জল,
ও মন মরতে চাও যে মরণের কাজ কি করিলি বল,
যে দু-দিন বেঁচে থাকিস্ মন রে, ডাক দীননাথে সর্ব্বদায় রে ॥২৮৯২॥

বাউলের সুর—একতালা।

সেই প্রেম-রতন কি সহজে মিলয়।
যে প্রেম লাগি, বৈরাগী, সর্ব্বত্যাগী, মৃত্যুঞ্জয়॥
যে প্রেম লাগিয়ে নারদ সদাই, মুখে হরি বলে, সুখী শুক গোঁসাই,
যে রতন পেয়ে, বিষ খেয়ে বালক প্রহ্লাদ বেঁচে রয়।
ধ্রুব হয়ে যে প্রেম-অভিলাষী, মায়ের কোল ছেড়ে হয় অরণ্যবাসী,
যে প্রেম লাগিয়ে, ভাবিরে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হয়॥
ওরে যে প্রেমে হইয়ে উন্মাদ, রাজা রামকৃষ্ণের হয় রাজত্ব-প্রমাদ,
ছেড়ে অতুল ধন, পরিজন, লালাবাবু ফকির হয়॥
শঙ্কর আচার্য্য নানক তুলসীদাস, যে প্রেম-মহিমা করেন প্রকাশ,
যে প্রেম-মহিমায়, রামমোহন রায়, এ বাঙ্গালায় হলেন উদয়॥
দবির আর কবির দুটী ভাই ছিল, তারা সংসার ত্যজে বৈরাগী হল,
পাদসা এব্রাহিম, সেজে দীন, যে প্রেমেতে ফকির হয়॥
কাঙ্গাল বলিছে এ প্রেম যার আছে,ওরে সীসা সোণা সমান তার কাছে
বিষয়-অহঙ্কার, নাই রে তার, মান অপমান সমান হয় ॥২৮৯৩॥

বাউলের সুর—একতালা।

কার চোকে দিচ্ছ ধূলি চতুরালী, করে রে মন তাই বল না;
সে যে হয় জগতহর্ত্তা, বিচার কর্ত্তা অন্তর্যামী তাও জান না॥
সে যে তোর হৃদে জাগে, মনের আগে, দেখ্ছে রে সব ঘটনা;
সে যে হয় মনেরই মন, যার যেমন মন, সকলি তার আছে জানা॥
ও রে যার মন নয় সোজা, আঁখি বোজা, কেবল রে তার বিড়ম্বনা॥
তুমি এই ভবে এসে লোভের বশে, যখন কর রে ছলনা॥
সে তোর এ সব দেখেছে, তার কাছে রে ছাপালে ছাপা থাকে না।
আলোক আর আঁধারে স্থান দেখে সমান,সে ত নয় রে ট্যারাকানা॥
তার চকে ধুলা দিয়ে ছাপাইয়ে, যাবে সেরে তা হবে না॥
কাঙ্গাল কয় যা ভেবেছি, যা করেছি, সব জেনেছি সেই এক জনা॥
ভেবে আর নাই রে উপায় সব অনুপায়, দয়াময়ের দয়া বিনা॥২৮৯৪॥

বাউলের সুর—একতালা।

দুনিয়ার আজব গাছে সদা বসে আছে দুই পাখী।
কেহ বাসা ছেড়ে নাহি নড়ে, দুজনে মাথামাখি॥ ভালবাসার
এক পাখী কত ফল বিলায়,
সে ত খায় না সে ফল, আর এক পাখী বসে বসে খায়.
ও যে ফল বিলাচ্ছে. সে না খাচ্ছে অন্যে হচ্ছে ফলভোগী॥ ইচ্ছামত
পাখী নয় কাহারও অধীন, ও যে ফল খায়
সে ফল চিনিতে হয়েছে স্বাধীন, সে ফল দেখে শুনে নাহি চেনে,
ফল খেয়ে হারায় আঁখী॥ নিজ দোষে, মনোদুখে কাঙ্গাল কাঁদিছে,
আমি স্বাধীন হয়ে না পারিলাম ফল নিতে বেছে,
আমি খেলাম রে ফল, এখন সে ফল,
কেবল গরল ময় দেখি, হায় হল কি॥২৮৯৫॥

বাউলের সুর—একতালা।

এ যে বিষম নদী দেখে করে ভয়।
বাছ্ খেলাতে এলাম এবার বাছ খেলান হল দায় রে।
পাঁচ কাঠের জীর্ণ তরণী, ও তার নবছিদ্রে ওঠে বারি দিবা রজনী;
ও সে জলের ভারে তরি গড়ায় রে, বুঝি গড়তে গড়তে ডুবে যায় রে॥
দশখানি দাঁড় পতো আছে রে,
ও তার ছয় দাঁড়ীতে জোরে টেনে লয় ভাটিয়ে রে,
আবার মাঝি বেটা এমন বোকা রে, হাল ধরিতে দিশে নাহি পায় রে॥
আঠার ডওরাতে বসে রে, ঐ যে আঠার জন আছে।

তারা কেবল ঘুমায় রে, তারা জাগে না যে কোন মতে রে,
আমায় বলে না দেয় সদুপায় রে॥
আকাশে মেঘ দেখা যে দিল, ওরে অমনি দারুণ ঝড় বাতাসে তুফান উঠিল
পাঁচ গুণারি টানে পাঁচ দিকে রে, পাকে পড়ে তরি মারা যায় রে॥
ফিকিরচাঁদ কয় মন রে বিনয়ে, কেন এত ভাবছিস্ বসে বিপদ-সময়ে,
এখন কূলে যেতে চাস যদি রে,
তবে বাদাম টেনে দে ত্বরায় রে॥২৮৯৬॥

বাউলের সুর—একতালা।

ভাই রে কে তুমি এই শ্মশান- শয্যায়।
সন্ন্যাসীর বেশে, হায় কে তোমায় দিল বিদায়।
ভাই রে, যদি হও মুলুকের বাদ্‌সা, তবে কে করিল এ হেন দশা,
তোমার সৈন্যবল, কল কৌশল, সে সকল এখন কোথায়॥
ভাই রে, তোমার সেই অতুল ধন রাশি, এখন কারে দিয়ে সাজলে
সন্ন্যাসী, তোমার কৈ বাড়ী সে গাড়ী জুড়ি এখন কে হাঁকায়॥
ভাইরে, যদি হও তুমি মান্যমান, কুল-মর্য্যাদায় নব কুলীন প্রধান,
তোমার সে মান্য, কৌলিন্য, প্রাধান্য এখন কোথায়॥
ভাই রে, যদি হও দীনহীন কাঙ্গাল, তবে ধনীর দ্বারে যত খেয়ে গাল,
ভিক্ষা করেছ, কেঁদেছ, এখন সে জ্বালা নিবায়।
কাঙ্গাল বলিছে, কাঙ্গাল ধনবান, শুলে শ্মশানে হয় সকলে সমান,
জাতি কুল বিচার, অহঙ্কার, কোন বিচার, নাই তথায়॥২৮৯৭॥

বাউলের সুর—একতালা।

সবে হচ্ছে পার যাচ্ছে এক খেওয়ায়।
এ কি চমৎকার, কেহ কার ছোঁয়া পানী নাহি খায়॥
এক খেওয়ারি তুলিয়ে নৌকায়, ও রে সকল জেতের পারে লয়ে যায়
ও রে এক আকার, সবাকার, তবু জাত-বিচার দেখায়॥
এক নদীতে হিন্দু মুসলমান, ও রে খৃষ্টান আদি করিছে জলপান,
সেই জল তুলে, কেউ ছুলে, অমনি ঢেলে ফেলে দেয়॥
এক বাতাসে সবে কচ্ছে বাস, সেই বাতাস আবার নিশ্বাস প্রশ্বাস,
তবু বিশ্বাস নাই, এক সবাই, অবিশ্বাস কথায় কথায়॥
ও রে এক সূর্য্যের আলোক পায় সবায়, আবার আঁধার নষ্ট
এক চাঁদের জ্যোৎস্নায়, তবু অসম্ভব, ভিন্ন ভাব নাই দুনিয়ায়।
কাঁঙ্গাল বলিছে সকলেই সমান, ও তা মুখে বলেন, কাজে না দেখান,
বিনে তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান,- ভেদ-জ্ঞান, কভু না যায়॥২৮৯৮॥

বাউলের সুর—একতালা।

ভেবে ত দেখে না কেউ, কত যে ঢেউ, উঠছে সদা দেল-দরিয়ায়।
কখন হয়ে রাজা মারে মজা, মনেতে মন মনকলা খায়।
কখন পাদসা উজীর, কোটাল নাজীর, আবার ফকির হয়ে বেড়ায়॥
কখন ধনের জাঙ্গাল, কখন কাঙ্গাল, অট্টালিকা বৃক্ষতলায়।
ও রে তার মনের মাঝে হাসি কান্না ঘর-কন্না এই সমুদায়।
ও রে ভাই মনের কথা, যেথা সেথা, বল্লে আবার লোকে ক্ষেপায়।
এ পাগল কে নয় রে ভাই, মনের কথা বল্লে সবাই তা জানা যায়॥
কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, পাগল করে, মনের কপাট ভেঙ্গে ফেলায়।
যদি সেই পাগল করা পড়ে ধরা, তবে সফল পাগল হওয়ায়॥২৮৯৯॥

বাউলের সুর—একতালা।

যার ফুল নকল করে গহনা গড়ে, দিচ্ছ রে মন কত বাহার।
তিনি যে জগৎ গুরু, কল্পতরু, তাঁরে ভুল একি ব্যাভার।
কখন হয়ে অন্ধ, বল গুরু-মারা বিদ্যা তোমার;
ও রে যাঁর আকাশে রং, দেখে বে রং, করতে শিখে জগৎ-সংসার।
আবার তাঁর সং বলিয়ে ঢং করিয়ে, নাচাও তুমি, কি অহঙ্কার॥
কাঙ্গাল কয় যাঁকে দেখে, লোকে শিখে, না করে যে নামটী তাঁহার।
ওরে তার পদে প্রণাম, নেমক-হারাম, তার মত কে আছে রে আর॥

বাউলের সুর।

মনে না বিবেক হলে, ভেক লইলে কেবল রে তার বিড়ম্বনা।
মনে তোর টাকা কড়ি, কোটাবাড়ী কিসে হবে সেই ভাবনা॥
বাহিরের তিলক ঝোলা, জলের মালা, দেখে ত ভাই সে ভুলবে না;
বাহিরে মুড়ো মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, মনের মধ্যে কুবাসনা।
তাইতে মাগীর তরে, ভিক্ষা করে, তাও আসল ঠিক থাকে না॥
কাঙ্গাল কয় কুবাসনা, মনের মধ্যে থাকলে না হয় উপাসনা;
যদি বৈরাগী হতে ইচ্ছা তবে, ত্যাগ কর ভাই কুবাসনা॥২৯০১॥

বাউলের সুর—একতালা।

(বল) তুই কেমন রে যাবি রে তরে।
ও তোর জীর্ণতরি তুফান ভ[illegible], ও রে বুঝি ডুবে যায় রে॥
তরির নয় স্থানেতে ছিদ্র ন'টা ঐ [illegible] উঠছে তাতে বারি সদা ভাই রে
তরি হয়েছে যে ডুবু ডুবু [illegible] দেখে প্রাণ কাঁপে রে॥
যে দশ জন আছি দাঁড়ি, তা[illegible]দের সুখে গাচ্ছে সারি বসে।

ওরে মহাজনের মাল বলে রে,তাদের তিলেক ভাবনা নাই রে ॥
ওরে বড় বোকা মাঝিটে রে,সে ত জলের গতি বোঝে না রে ভাই রে।
আবার হেলে পানি মানে না রে, এবার বুঝি প্রাণ যায় রে ॥
পাগল বলে নাই আর উপায়, বিনে রে সেই দীনদয়াময় ভাই রে।
ভবের নাবিক তিনি চিন্তামণি, ও তুই ডাক রে ত্বরায় তাঁরে ॥২৯০২॥

বাউলের সুর।

যদি ভাই খেয়ে মদ, করবে আমোদ, কাজ কি যেয়ে শুঁড়ির বাড়ী ॥
বিলাতি ব্রাণ্ডি বিয়ার, কাজ কি তোমার, নষ্ট করে পয়সা কড়ি ॥
সহস্রার খোলাভাঁটী, পরিপাটী. গুরু খুলেছেন কৃপা করি;
সোম-রস, সুমধুর-রস, সুরা সরস, হংসযন্ত্রে হয় তৈয়ারী ॥
সঙ্গে লও শম দমাদি, যথাবিধি, বসরে মন চক্র করি;
এই তো ভাই যেমন শক্তি, দিলাম যুক্তি, শক্তি কর ভক্তি নারী ॥
গুরুকে করিয়ে ধ্যান, কররে পান, প্রেমের চষক হাতে ধরি;
নেশা, ভাই, চড়বে যবে, মনে হবে, হাত বাড়ায়ে স্বর্গ ধরি ॥
করেছে ভাই উজান ভাটী, মৎস্য দুটি, ধর তারে যত্ন করি;
ভাজিয়ে ধরে না ঘিয়ে, খেচরী দিয়ে, চ.ট কর মাংস সম্বরি ॥
ও রে ভাই পিত্বা পিত্বা, পুনঃ পিত্বা, ধরায় দিবে গড়াগড়ি;
নেশা, ভাই, ছুটবে যখন, আবার তখন,পান করে ভাঙ্‌বে খোয়ারী
দেখিবে চতুর্দ্দলে, কুতুহলে, ব্রহ্মা, সাবিত্রী সুন্দরী;
ডাকিনী শক্তি তথা, বিরাজিতা, রূপে ভুবন আলো করি।
দেখিবে মুদিত চখে, জীবাত্মাকে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করি,
রেখেছে ত্রিকোণ ঘরে, অধীন করে কন্দর্প-বায়ুতে ঘেরি।
তার পর সুষুম্না মুখে, [illegible]খবে সুখে, সয়ম্ভু লিঙ্গ উপরি;
নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী ভু[illegible]ঙ্গিনী, ব্রহ্মদ্বার রুদ্ধ করি।
পাগল কয় নেশার ঠোকে, [illegible]গাও মাকে, সুষুম্নাতে বায়ু ভরি;
যদি হন জাগরিতা, জগন্মাতা, তবেই জনম সফল করি ॥২৯০৩॥

বাউ[illegible]র সুর।

পাখী মোর [illegible] কথাটি বল না।
মনে বড় আশা, তাই জি[illegible]সা, করব করতে পারি না ॥
অতি প্রভাত কালেতে [illegible]সে গাছের ডালেতে,
তুই ঊর্দ্ধমুখে ডাকি[illegible]রে মনানন্দেতে।
তাঁরে না ডাকিলে, প্রভাত [illegible], সুধা পেলেও গিলিস না[illegible]
শক্তি নাই বলে তো[illegible]খতে দেয় অকাতরে,
তোর এমন দরদি জন [illegible]থা বল না আমারে;

যে জন এমন দাতা বল সে কোথা, শুনব তা আজ ছাড়ব না।
তোর গর্ভ সঞ্চারে, গাছের ডালের উপরে,
তুই এমন করে কর রে বাসা কে বলে তোরে ;
আবার ডিম্ব হলে, তায় তা দিলে, কে বলে হবে ছানা॥
ফিকিরচাঁদ কয় কাঁদিয়ে, অশেষ পাখী বলিয়ে,
বলে না সে কথা পাখী গেল উড়িয়ে।
তবে কোথায় যাব, কায় ডাকিব, কেউ যে কথা বলে না ॥২৯০৪॥

বাউলের সুর।

আজব দুনিয়ার একি দেখি আজব কারখানা।
ও রে ফল খেয়ে যাবি যে গাছ দেখে না॥
হচ্ছে কত গাছের পাতা পড়ছে আবার খসিয়ে,
ওরে আগুনেতে পুড়ছে যদি গোবর উঠছে হাসিয়ে,
মরছে লোকে সর্ব্বদাই, শ্মশানেতে হচ্ছে ছাই,
তবু লোকে করছে মনে আমার মরণ হবে না হবে না॥
ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য্য হয় না সবাকার,
তখন ইচ্ছা পরে ইচ্ছা আছে সন্দেহ আর নাহি তার,
লোকে এমন অবোধ ভাই, হাতের ফল বলে নাই,
অহঙ্কার করি তাই বলে ঈশ্বর মানি না মানি না॥
কেঁদে বলে অতি দীন, বিদ্যাহীন কাঙ্গালে,
ঈশ্বরে কি জানা যায় বিদ্যা বুদ্ধি কৌশলে,
আমি আছি কি রে নাই, আগে ঠিক কর তাই,
পরে দেখবে আছেন তিনি ভাবতে কিছু হবে না হবে না ॥২৯০৫॥

বাউলের সুর।

ও রে ভাই সকল ফাঁকি, শেষ দশা কি, মলে একবার ভেবে দেখলে।
মানুষে করে যখন ধন উপার্জ্জনে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে॥
তখন রে ধনের তরে মধুর স্বরে, সবাই ডাকে কর্ত্তা বলে ;
যদি রে ধন উপার্জ্জন না হয় কখন, নিন্দা করে কথার ছলে।
গৃহিণীর মুখ তলো ছেলে গুলো, নাহি ডাকে বাবা বলে॥
দিয়ে রে ছাই উদরে, সিন্দুক পুরে, ধন দৌলত রেখেও মলে।
শ্মশানে লবে যখন, বাঁধবে তখন, একখান ছেঁড়া চাটাই ফেলে॥
তুমি যে গিন্নীর ঠাটে, খেটে খেটে, সোণার শরীর মাটি করলে;
শ্মশানে লবে যখন হয় ত তখন, তিনি দেবেন গোবর জ্বেলে॥
কাঙ্গাল যে ভবের মুটে, খেটে খেটে, জব্দ এখন এই শেষকালে,
বুড়ো বলদের মত, কষ্ট কত, স্থান না পায় আর কোন স্থলে ॥২৯০৬॥

বাউলের সুর।

চলতেছে আজব ঘড়ী দিবা রাত্তি নাই কামাই।
ও যার ঘড়ী এমন, কারিকর তার কেমন ভাই॥
এক স্প্রিঙ্গের জোরে ঘড়ীর ঘুরছে যে রে সকল কল,
সেই স্প্রিঙ্গের জোর না থাকিলে যত কল সবই বিফল,
বুকের ছুপাশে দোলানা টক্ টটক্ টক্ হয় বাজনা,
বেদম ভাবে চলছে কিন্তু দম দিবার তার চাবি নাই, ও রে ভাই॥
সুতর মত ছোট খাঁট চাকার আলার কত চিজ,
ও তার উপর উপর দেখলে তাতে পায় না কেউ কোন উদ্দেশ;
ছুই কাঁটা চলে বাইরে, এক কাঁটা যায় ধীরে ধীরে,
একটা বাধায় প্যাকেতে গোল ভাল মন্দ ছুই এরাই, ও রোইভ।
ফিকির তেরে ফিকির বলি যদি মোর কথা রাখিস,
তবে প্রেমভরে দিনস্তেরে দয়াময় নাম টাইম দিস,
যে কারিকর বানাইছে, নষ্টের কি কথা আছে,
নিজের দোষে ভাঙ্গবে যখন তখন রাখবার উপায় নাই, ও রে ভাই॥

বাউলের সুর।

বাড়ীর গিন্নি আজ্ চল্লে কোথায় উদাসিনী হয়ে।
এই যে, জাত্ বেহারার কাঁধে চড়ে খাটুলীতে শুয়ে॥
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গৃহস্থালী পাতাইলে.
আহা, হাঁড়ী কলসী পাকাইলে, তেলে আর ঘিয়ে।
সোণা রূপার গয়না গাঁটি, বাসন কোসন, ঘটী বাটী,
এই যে, খাট বিছানা, শীতল পাটী, রেখেছ সাজায়ে॥
রেখে হাঁড়ি, কলসি জালা, ঘরেতে দিয়েছ তালা,
এই যে কুলো ডালা, খৈচালা, রেখেছ টাঙ্গায়ে।
গৃহস্থালীর যত আসবাব্ কিছুরতো রাখ্ নাই অভাব,
আহা ক্রমে ক্রমে করেছ সব, কত কষ্ট সয়ে,
ঘরকন্নার জিনিস যত, রাখতে ধরে সখের মত,
তুমি কাউকে ছুঁতে দিতে নাতো, অপচয়ের ভয়ে॥
কেউ যদি কিছু চাহিত, প্রাণ ধরে দিতে না তো,
তুমি থাকতে বলতে সব "বাড়ন্ত" চক্ষুলজ্জা খেয়ে॥
সদাই বলতে আমার আমার আজ কিছুই তো হলো না তোমার,
আহা, কেবল মলে পণ ছুই চার, চাবির বোঝা বয়ে॥
পাগল বলে হরি হরি, এ সব কেন যাচ্ছ ছাড়ি,
তোমার এত সাধের পাকা হাঁড়ী, যাওনা ছুটো নিয়ে॥২৯০৮॥

বাউলের সুর—খেমটা।

হায় হায় কি মজার দোকান পেতেছে নিতাই।
তোরা কেউ দেখতে যাবি ভাই॥
প্রেমরসে ভেজেছে ঝুরি, যে খেলে সে ঝুরছে তাই॥
কাণে কাণে দোকান ভরা, হরিনাম-মনোহরা,
তাপিত প্রাণ শীতল করা, সুধা পাবা যত খাই;
যাতায়াত সহজ সোজা, বইতে নাম ভার বোঝা,
হরে শমনের সাজা, খাজা গজার মুখে ছাই।
ভাব-রসের কারবারী, না জানে দোকানদারি,
যে খায় একার তারি, প্রেমের বলিহারি যাই॥
সম্মুখে সাজান মাল, ধরতে ছুঁতে নাই বমাল,
দোকানী এমনি সামাল, খুঁজলে হাতে পাতে নাই॥২৯০৯॥

মিশ্র—খেমটা।

সে পুর ঢুকতে ভুর অমনি ভেঙ্গে যায়।
তার নীচের তালায় আছে তালা, খোলা বড় বিষম দায়॥
জারি জুরি কর কি মন, বুজরুকি খাটে না তায়,—
ও তা ধ্যানী জ্ঞানী সিদ্ধিকামী, নামী ধামীর কর্ম্ম নয়॥২৯১০॥

বাউলের সুর—খেমটা।

সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর। ক্ষেপা ভাংলো নাকো ঘুমের ঘোর॥
মিছে দেহের গুমোর করোনা,
কোন্ দিন পাখি পালিয়ে যাবে তাওতো জান না॥
(রে ক্ষেপা)ও রে তখন খাঁচা পড়ে রবে,থাকবে না তার ঠিকানা তোর
যখন খাঁচার পত্তন করেছে, পালাবার পথ রেখে ঘরে বসত করেছে।
(রে ক্ষেপা) ও রে সিঁধ কাটিতে ত্বয়ার কাটে,
ঘরের ভিতর ঢুকবে চোর।
ভাই বন্ধু মাতা পিতাতে,বৈদ্য এসে বসাইবে চারি ভিতেতে(রে ক্ষেপা)
ও তোর ঘড় ঘড় ঘড় করবে গলা, তখন হবে বাজী ভোর॥২৯১১॥

বাউলের সুর—খেমটা।

যা যা যা তেল দিগে যা আপন চরকাতে।
ভোলা মন ভুলিস না তুই কথাতে॥
চরকার আটটী পাখী, দুই ধারে দুই প্রধান খুঁটী,
মাঝখানে চাকি, কতকাল ঘুরচে রে মন,
চরকা ঘোরে কেবল মালের জোরেতে॥২৯১২॥

বাউলের সুর—খেমটা।

আগুন আছে ছেয়ের ভিতরে। আগুন বার কর ছাই নেড়ে।
যদি দৈবযোগে জন্মালে আগুন কেউ কেউ বলেরে ভাই
পোড়া শোলার গুণ, আগুন ইস্পাতে মজুত ছিলরে ভাই,
আগুন মজুত আছে পাথরে।
রয়না আগুন পাকা দালানে, মাটির ঝিঁক তার নড়ে আগুনে
আগুন ব্রাহ্মণের গুরু বটে রে ভাই, আগুন নামে সব হরে ॥২৯১৩॥

বাউলের সুর—খেমটা।

পরমেশের দয়ার লেশে, পেয়েছি পত্র পুষ্প ফলাদি তাঁর আদেশে।
বালিকে গিরির মত, ক্ষুদ্রকে হস্তশত,
বিষ্ময় দৃশ্য যত, তাঁর কৃত প্রকাশে॥
আছি সদা মত্ত তাঁর উদ্দেশে, গগন ভেদ করে যাই উর্দ্ধদেশে,
পেলে সেই ঈশের দিশে, প্রেমাশ্রুতে দেহ ভাসে।
কভু অনিলের সঙ্গে, হেলি দুলি সেই রঙ্গে,
সুখোদয় কত অঙ্গে, ব্যক্ত করি কিসে।
সদা ত্যজিয়ে সুখ-বাসনা, আমি করি ঈশের উপাসনা,
সেই জন্যে যোগী জনা আমার তলা ভালবাসে॥
সদা রই ঈশের আশে, নিযুক্ত নিজাবাসে,
চিন্তা রাত্রি দিবসে, ঈশে পাব কিসে॥
চন্দ্র কয় শুনরে তরু, কোন সিদ্ধি নহে বিনে গুরু,
ভজ শ্রীনাথ গুরু, কূল পাবিরে অনায়াসে ॥২৯১৪॥

বাউলের সুর।

এসেছে এক নূতন মাতাল এই নদীয়ায়, তোরা সব দেখসে রে আয়।
ও সে ভাই হরিনামের সুধাপানে হরি বলে জগৎ মাতায়॥
ও ভাই খায়নাকো সে শুঁড়ির মদ, আপন মদ আপনি বানায়,
ও সে মন ভাটিতে প্রেমগুড়েতে নয়নজলে সে মদ চুয়ায়।
নিতাই চাঁদ অদ্বৈত্য, ইয়ারবাসী এরা সবায়,
তারা খায় আর নাচে, আবার যাচে, যাদিকে সম্মুখে পায়॥
সে মদ খেয়ে খেয়ে অসার হয়ে, যখন পড়ে ভূমে লুটায়,
তখন রাধারি নাম-সুধা চাট, মুখে দিয়ে আবার লাফায়॥
সে মদ খেলে পরে, এককালে ইয়ার সবে জাত ভুলে যায়,
তখন কিবা ব্রাহ্মণ, কি হাড়ি ডোম চণ্ডালাদি সবাই এক ঠাঁই।
সে মদ খেয়ে তারা, চোগের তারা, কপালেতে তুলেছে ভাই,
প্যারিমোহন বলে, মোর কপালে, এক ফোটা না মিলরে হায় ॥২৯১৫॥

বাউলের স্থর।

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে।
আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাত্রি নাই সেখানে॥
যেতে পথে কাম নদীতে, পাড়ি দিতে ত্রিবেণী
(ভোলা মন মন রে আমার)
কত সাধুর ভরা, যাচ্ছে মারা, পড়ে নদীর ঘোর তুফানে॥
যত রসিক যারা, পার হয় তারা, কামনদীর ঐ ধারটী দিয়ে,
দেখ উজান নদী যাচ্ছে বেয়ে যারা স্বরূপ সাধন জানে॥২৯১৬॥

বাউলের স্থর—খেমটা।

গৌরভেতে জগত মেতেছে।
ও ভাই বলরে স্বরূপ, কি অপরূপ, কোন খানে ফুল ফুটেছে॥
আমার গোঁসাই বৃন্দাবনে লীলা করেছে,
ও সে রাখালবেশে গোষ্ঠে গিয়ে রাজা হয়েছে,
ও সেই ফুলের লাগি মহাযোগী সর্ব্বত্যাগী হয়েছে॥
ও সে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়, ফাল্গুনে পূর্ণিমাতিথি জন্মগ্রহণ লয়,
অই নদে এসে কাল ঘুচে, নিতাই গৌর হয়েছে॥২৯১৭॥

কালাংড়া—আড়খেমটা।

এলো প্রেমরসের কাঁসারি; আয় সই ভাঙ্গা ফুটা বদল করি।
একটি নয় সই ছিদ্র নটা, রসবিহনে অন্তর ফাটা,
জল থাকে না একটী ফোঁটা আঠায় যত সারি॥
সকলে ভরে গাগরি, দেখে খেদে ফেটে মরি,
জাগন্ত ঘরে হয় চুরি, সহিতে কি সই পারি॥২৯১৮॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

সে দিন কেমন ভাবলি না মন যে দিন জীবন যাবে রে।
কর যত ধন উপার্জ্জন সে ধন কে তোর খাবে রে॥
তৃণশয্যা ভগ্নবাসে, পড়ে থাকবি পরের বশে,
রঙ্গরসে পালংপোষে, কে আর হেসে শোবে রে;
জ্ঞানশূন্য বাক্য ছাড়া, পড়ে থাক্‌বি বোল্‌বে মরা,
ওরে জপেতে হও আপ্তসারা, যদি যমের হাত এড়াবি রে।
নীলাম্বর আর বল্‌বে কত, যে মুখে খাও পঞ্চামৃত,
সেই মুখেতে তব সুত আগুন জ্বেলে দেবে রে॥২৯১৯॥

বাউলের সুর—খেমটা।

দেখ না মন নেহার করে।
আছে এক বস্তু চাপা রসে ঢাকা, রসিক জনার অন্তরে॥
রসিকের পাগল দশা, দেখে জীবের নেক নজরে না ধরে,—
তাতে রতি মাসা তফাৎ হলে ঠেলে দেয় দূরে॥
ওরে বেদ বিধি পড়ে রত্ন সে দিন দেখিলাম সব তত্ত্ব করে,—
আবার গ্রন্থকর্ত্তা রাখলে কলম সহজ সহজ লিখতে না পেরে॥২৯২০॥

বাউলের সুর—খেমটা।

দেল দরিয়ার খবর কররে মন।
তোর কোথা বৃন্দাবন কোথা নিধুবন,
কোথায় রে তোর গুরুর আসন।
যদি পদ্মা পাড়ি দিবি, তবে ঢাকা দেখতে পাবি,
মুখসুধাবাদ কররে অন্বেষণ।
আছে কলিতে কলিকাতা, তিন সহরে আঁটা,
সাঁতার দে যায় রসিক যে জন॥২৯২১॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ও গো সখি তোরা কি তাই পারবি,
ও যে বড় কঠিন পীরিতি ; শেষে রাস্তায় বসে কাঁদবি।
সে যে তুফানের উপর তুফান রে, শেষে জ্বালায় জ্বলে মরবি॥
সে যে আগে দুঃখ মাঝে সুখ রে,
শেষে অমূল্য ধন পাবি, শেষে আঁচল টেনে মরবি॥
সে যে এক মরণে দুজন মরে রে, দেখ চণ্ডীদাস আর রজকিনী,
কেশব সাঁই সে প্রেম জানে না, কেবল তার চাতুরী॥২৯২২॥

বাউলের সুর—একতালা।

সংসারেরি যত সুখ, সকলি পড়িয়া রবে,
জীবন জলবিম্ব প্রায়, জলে জল মিশাইবে।
তালার উপরে তালা, তেতালায় আর কেবা শোবে॥
যখন শমন ধরিবে চুলে, ধরণী লুটিয়া রবে।
সুদের সুদ গণিতেছ ভাল, আট বছরে দ্বিগুণ হল,
কেবা মাতা কেবা পিতা, কেবা বলে তোর সঙ্গে যাবে॥২৯২৩॥

মুলতান—খেমটা।

দেহ মন কলের গাড়ি ব্যাপার কিবা পরিপাটি;
মূল হতে লাইন খুলে সাত ইষ্টেসন ঘাটি ঘাটি ॥
সাঙ্কেতিক দণ্ডমূলে, কুণ্ডলিনী মুখ তুলে,
কয় ঠিকানায় প্রভু ছলে, চন্দ্র আদি আছেন যুটি।
পথের কথা শোনরে পাছে, সুষুম্নাতে রেল বসেছে,
তার দুপাশে তার চলেছে ইড়া পিঙ্গলা এই দুটী ॥
কৃপা বাষ্প দিয়া ছাড়ি, শ্রীগুরু চালান গাড়ি,
হংস হংস রব ছাড়ি চলে গাড়ি ছুটো ছুটি ॥
শান্তি নিকেতনে যেতে, জীবাত্মা ছাড়েন তাতে,
চলে যান আনন্দেতে তেজে ভবের খাটাখাটি ॥
যথায় পঞ্চ কুণ্ডবারি কলের মধ্যে লয় ভরি,
তার পাশেতে লক্ষ্য করি, দেখরে এক ডাকাত খটী ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম জপ ব্রত, পথের সঙ্গি কত শত,
জীবাত্মা পাইয়া যত, চলে যান রে আপন বাটী ॥
দীক্ষার সম্বল সাথে, নিবৃত্তি টিকিট হাতে,
তবেই যাবে মুক্তি পথে, গোপাল কহিছে খাঁটি ॥২৯২৪॥

বাউলের সুর।

তোর মত মন বোকা চাষী আরত দেখি না।
(তোর) দেহ জমি রৈলপড়ে আবাদ কলি না ॥
শমনের পেয়াদা এসে, (যখন) করবে তশীল ধরবে কেশে,
মালগুজারী করবি কিসে, কিছু ভাবলি না ॥
থাকতে ঘরে ছটা এঁড়ে (তুই) কলি না চাষ ও রে কুড়ে,
সালে তোয় পাঁচজনায় পড়ে, তাওত বুঝলি না ॥
কি দশা হবে তোর শেষে (তুই) সর্ব্বস্ব খুয়ালি চাষে,
কাল কাটালি বসে বসে কথা শুনলি না ॥২৯২৫॥

বাউলের সুর।

এই হরিনাম খাসা অম্বুরি; (ও মন) টান দেখি ধীরি ধীরি ॥
নেশাতে গা উঠবে মেতে পাবিরে মজা ভারী;
কলায়ে প্রবৃত্তি গুড়গুড়ী, গড়গড়ায়ে টানরে তামাক ভক্তি নল যুড়ি,
প্রেমের কলকে লাগিয়ে তাতে, দাওরে দম যতন করি।
বিচার করে দেখ মনে মনে, এমন ধারা মিঠে কড়া আরত পাবিনে,
এ তামাক তুই খেলে পরে, একেবারে যাবি তরি ॥২৯২৬॥

বাউলের সুর।

জীবন প্রদীপ জ্বলছে রে ঘরে; কোন দিন নিবে যাবে দম করে॥
(তখন) অন্ধকারে মহাঘোরে বেড়াতে হবে ঘুরে॥
নটা দ্বার ঐ রয়েছে খোলা, সামাল সামাল জীবন প্রদীপ॥
সামাল এই বেলা, আসবে যখন কালের ঝটকা,
আটকাবি কি প্রকারে॥
দুদিন বাদে দেখবিরে নিশ্চয়,জীবন প্রদীপ নিবলে আঁধার হলে সমুদয়,
থাকতে আলা নে এই বেলা, নিজের আসল কাজ সেরে॥২৯২৭॥

বসন্ত—তেলেনা।

ও রে মন তোর কোম্পানীর কাগজে কেন মন।
ভেবে দেখ সব অকারণ॥
তুই এখনি করবি কুপোকাত শমন পাঠালে শমন॥
সদা ফের আয়ের তরে, চাবি দিয়ে বায়ের,ঘরে,
রেডিমণি ক্যাশে কেবল আকিঞ্চন,শুদ্ধ সুদের হিসাবে আছ অনুক্ষণ।
হলো আয়ু আয়ের ঘরে শন্নি কল্লে নাকো দরশন॥
অর্দ্ধ পেটা খেয়ে পেটে, পোঁদে পরে তসর্‌কেটে,
অহোরাত্র খেটে অর্থ উপার্জ্জন। কার জন্য কর মর কি কারণ;
তোর সম সংসারে আছে আর কে এমন কৃপণ॥
শোনরে মন ইষ্টুপিট, আর করো না ডিপজিট;
আর কিননা কলের ইট, আস্তাবলের কারণ;
দিন হীন দরিদ্র কর বিতরণ;
যে ধনে হলোনা পুণ্য, সে ধনে কি প্রয়োজন,
কোথা রবে বৈটকখানা, তোষাখানা, বালাখানা,
ধরবে নানা খানা যখন করবে রোগে আকর্ষণ;
তখন অন্তরে উঠিবে উদ্বেগ হুতাশন;
হেরে ব্যাকুল হবি বিপুল বিভব কারে করি সমর্পণ॥২৯২৮॥

বাউলের সুর।

মন যদি তুই বাঁচাবি মাথা; তবে শোন আমার কাজের কথা।
(হরি) নামের ছাতা মাথায় দিয়ে যথা খুসি যাও তথা,
এ ছাতা তুই দিলে মস্তকে,
কিছু মাত্র পাপের রৌদ্র লাগবে না তোকে,
বেড়াবি তুই মনের সুখে, পাবি না কোন ব্যথা॥
(কেন) থাকতে ঘরে এমন ছাতা, ভিজে মরিস সর্ব্বদা॥২৯২৯॥

বাউলের সুর।

কৃষ্ণপ্রেমের মশারী, যতন করি, খাটাও রে মন দেহ ঘরে।
শমন মশকের বাসা, সব দুরাশা, ভেঙ্গে যাবে একেবারে॥
পেতে তুই ধর্ম্ম গদি, নিরবধি, থাকরে শুয়ে মজা করে;—
পুণ্য বালিশে মাথা, দিলে ব্যথা, থাকবে না তোর ত্রিসংসারে॥
দেখবি তুই বসে বসে, মশা এসে, বেড়াবে চারিদিকে ঘুরে;—
সাধ্য কি প্রবেশিতে, মশারীতে আপশোষে পালাবে ফিরে॥২২৩০॥

বাউলের সুর।

দেহ গোপীযন্ত্র বাজাও জোর করে।
বাজারে খুব, গুবগুবাগুব, গৌরাঙ্গ প্রেমের ভরে॥
মানস তারে মিহি সুরে, সর্ব্বদা ডাকবে তারে;—
এ ভব ঘোর অকূল পাথার, অনায়াসে যে নিস্তারে॥
রাধাকৃষ্ণ বাজাও স্পষ্ট, সকল কষ্ট যাক দূরে;—
(ওরে) চামের ছাওয়া গোপীযন্ত্র, ভাঙ্গবেরে দুদিন পরে,
এই বেলা তুই জ্ঞান কাটিতে, বাজায়ে নে যতন করে,
অবহেলে তরবি যদি, এ জলধি দুস্তরে॥২৯৩১॥

বাউলের সুর।

ভুগছো মিছে পাপের বিকারে; কোন দিন অক্কা পাবি ফস্ করে॥
ভাল দেখে চিকিৎসকে এই বেলা ডাক চট করে,
(ওরে) ডেকে গুরু-নেটিভ ডাক্তারে,
ঘণ্টায় ঘণ্টায় রোগের ওষুধ খাও যতন করে,
মন্ত্র-ফিরাব মিক্শ্চারে রোগ তিনদিনে যাবে সেরে॥
মিছে কেন মরবি বেঘোরে,
হরিনামের কুইনাইন তোর থাকতে রে ঘরে,
এমন ওষুধ আর পাবি না ভেবে দেখ না অন্তরে॥
দিবানিশি হচ্ছে মনে ভয়, হাতুড়েদের হাতে পাছে মারা যেতে হয়,
(তারা) শুনবে না ধর্ম্মের কাহিনী, পট করে দেবে মেরে॥২৯৩২॥

বাউলের সুর।

দেরে ঘরে কৃষ্ণপ্রেম ছবি; যদি কৃতান্তে ফাঁকি দিবি॥
কোন চিন্তা থাকবে না তোর, নিশ্চিন্তে কাল কাটাবি;
ছজন ডাকাত ফিরছে রে ছলে,
ফাঁক পেলে তোর ফাঁকি দিয়ে, ফেলবেযে গেলে,

এই বেলা সামাল নৈলে হাতে হাতে ফল পাবি ॥
ঘরে হলো পঞ্চভূতের বাস,
(এরা) ফিকিরে তোর করবে ফকির করে সর্ব্বনাশ,
(তুই) এ চাবি না দিলে ঘরে আসল কর্ম্ম কাঁচাবি ॥২৯৩৩॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ভবের তাস খেলায় বসে। হার হল মন খুব কসে ॥
আশী লক্ষ দফা খেলায় কেবল মলাম তাস পিসে ॥
ও কি ঘটিল কাল এম্নি কপাল, সুপীট পেলাম না এসে ॥
ভক্তি রঙ্গের নাই কিছু জোর, কেবল কাটাবার দোষে ॥
ওরে, ধর্ম্ম বুদ্ধি নাই রে ফেরাই, পড়তা ফেরাই আর কিসে ॥
পড়িয়ে কুবুদ্ধি টেক্কা, পাপের ছক্কা হয় শেষে ॥
হাতের পাঁচ না এলো,পঞ্জা হলো পঞ্চ পাতকে মিশে ॥
আর কেমনে টেকি, ঘরের ঢেকি, ছয় জনারি আভাসে,
কোরে সামাল সামাল, হলো বেহাল;
শ্রীরামগোপাল বলে আপশোষে ॥২৯৩৪॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছে মনমতি মনোহরা।
যায়গা হয়না ঘরের মধ্যে থাকে না ঘর ছাড়া ॥
মুল্লুক জোড়া ঘর বেঁধেছে গো, ঘরামী এক ছোঁড়া।
মুল্লুক জোড়া ঘর বেঁধেছে, শুধুই চর্ম্মের বেড়া ॥
বাহান্ন গলি তিপ্পান বাজার গো ঘরের মধ্যে রত্ন পোরা,
মট্‌কাতে মহাজন আছে, নামটি তার অধরা।
ঘরে কেবা ঘুমায়, কেবা জাগে গো, ঘরে কে দিচ্ছে পাহাড়া।
তিন জনা তিন তারে খেলে, পবন আছে খাড়া।
কেশবচাঁদ দরবেশে বলে, ঘরে বাস করা হ'ল সারা ॥২৯৩৫॥

বাউলের সুর।

খাসমহলে গোল লেগেছে।
মানে না আসলনামা, আমায় বাতিল করে তাড়িয়ে দেছে।
মহলের ছজন প্রজা, তারা কেউ নয়কো সোজা,
মানে না বলে রাজা, বেড়ায় কেবল কথা বেচে,—
যেসব জমি ছিল তাজা, তারা সব বলে হাজা,
বলিয়ে দেয় গোঁ সাজা, গায়ের জোরে বেড়ায় নেচে ॥২৯৩৬॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ভবের শোভা ক্ষণিকার।
এ ভবের চটক ভারি ভিতর ফোপরা নাইক সার॥
তোমার বাড়ী গাড়ী ঘড়ি ছড়ি সখের বস্তু কতই আর;
সে সব থাকবে পড়ে, রাখবে কেবা দেখবে কে আর বাহার তার॥
তুমি যাদের জন্যে খেটে খেটে অস্থি চর্ম্ম কর সার;
বৃদ্ধ হলে মরবে জ্বলে দেখলে তাদের ব্যবহার॥
এ ভবে কত এলো, কত গেলো কেবা করে সংখ্যা তার॥
জীবের জন্মে ধিক, এ অলীক সংসারে সং সাজা সার॥
আসবে কত যাবে কত, এই এক খেলা চমৎকার॥২৯৩৭॥

বাউলের সুর—খেমটা।

বানিয়েছে পাঁচ ভূতে এই বাংলা খান।
খাড়া রয় চোদ্দ পোয়া পরিমাণ॥
বেঁধেছে ঘর, কাটকুট তার কে করে গণন,
ঘরের সহস্র বন্ধন; (হায় রে হায়)
আবার দুইখুঁটিতে ঘর তুলেছে করুবে। কত (ভোলা মন) গুণবাখান
এক ছাওনে কাজ সেরেছে এমনি কারিকর,
ও সেই নয় দুয়ারী ঘর, (হায় রে হায়)
গৃহী নয় রে ইতর, ঘরের ভিতর-পরম পুরুষ (ভোলা মন) বিরাজমান।
এমন সাধের ঘরের কিবা শোভা মনোহর, ঘরের কারচুবি বিস্তর;
এ ঘর বাঁধে যারা ভাঙ্গে তারা,
(এ ঘরের) মানুষ যখন পালিয়ে যান॥২৯৩৮॥

বাউলের সুর।

রংমহলে লুট করে ভাই ছয় জনে। ও মন থেকো তুমি সাবধানে॥
ভক্তি কপাট এঁটে দিয়ে, মূলধন রাখ গোপনে।
ঘর চোরেতে যুক্তি করে, বেড়ায় ধনের সন্ধানে॥
অবকাশে রাখিবে ধন, কেহ যেন না জানে।
কেহ নহে মিত্র, সবাই শত্রু লুঠবে পেলে পতনে॥
রবিসুত বশীভূত ঐ ছজনে।
গাঁট কাটা ঐ ছটা, তোমায় ধরিয়ে দেবে শমনে॥
সামাল সামাল, সকল বামাল, রাখবে অতি যতনে।
শুন মন, সকল ধন, রাখ হরির চরণে॥২৯৩৯॥

বাউলের সুর।

হরি বল বল্‌বি আর কোন্ কালে!
বাল্য আর যৌবনকালে, রসরঙ্গে কাটালে॥
বিষয় বাড়ী করে কেবল, গোঁপ দাড়ি সব পাকালে।
পরের জমি লয়ে তুমি, সকল লোককে ঠকালে॥
নানা রকম ভেক ধরিয়ে, অনিত্য কাজ সাধিলে।
শিকড় মাকড় তুলিয়ে সব, টাকার পুটুলি বাঁধিলে॥
যত্ন করে অর্থ দিয়ে, পাপের ভরা কিনিলে।
নালা কাটিয়ে বন জল সব ঘরের ভিতর ভরিলে॥
না জেনে তত্ত্ব, খুঁড়ে গর্ত্ত, কালভুজঙ্গ ধরিলে।
তুমি কলে বলে আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইলে॥
যমের বাড়ী, পিটন বাজী, খাবার কড়ি পাঠালে।
সব বিপরীত, ভাবিয়ে হিত, বড়ই সুহৃত জোটালে॥২৯৪০॥

বাউলের সুর।

গাঁট কাটা, ছয় বেটা বড় যমবেটে;
ওদের লজ্জা নাইক মেয়াদ খেটে॥
মিষ্ট কথায় আগে ভুলায়, পরেতে ভাই সব লোটে;
ওদের কথায় ভুলিস নে মন, ভক্তি কপাট দে এঁটে॥
আপন বলে, কথার ছলে, পথেতে নেয় গাঁট কেটে;
চোকে ধুলা দিয়ে, পলাইয়ে, নিমিষেতে যায় ছুটে॥
জারি জুরি চুরি, সদাই ওরা খায় পেটে।
যতই জমায় ততই চায়, কিছুতে কি খেদ মেটে॥২৯৪১॥

বাউলের সুর।

ঠক বাচতে হয় গ্রাম উজোর; এখন কলি যে হয়েছে ঘোর॥
মনে মনে সঙ্গোপনে, ভেবে দেখ সবাই চোর,
খুজলে পরে দেখতে পাবে, সকল ঘরে নেশা খোর।
দোষ করিলে হয় নাকো দোষ, যাদের আছে টাকার জোর,
হিন্দুতে গোমাংস খাচ্ছে, যবনেতে খাচ্ছে শোর।
জাতি ধর্ম্ম নাইক কর্ম্ম, পাপে সব হয়েছে ভোর,
জাত রাখতে চাচ্চ কি মন, জাত কি আর আছেরে তোর,
হরির চরণ করবে সাধন, যমের আর খাটবে না জোর॥
হরির চরণতলে, স্থানটী পেলে, ঘুচবে জ্বালা সকল তোর॥২৯৪২॥

বাউলের সুর।

ও মন-ময়রা তুই বল না, কেন ভিয়ান কল্লি না,
সখের খুলি রাখলি ফেলে, তাতে হাত দিলি না।
রাখলি তুই থলের ভিতর সকল চিনি,
কার কথাতে ভুলে (বল) তুই ভিয়ান কল্লি না॥
ভিয়ান কল্লে মাল পেতিস্ কত,
(ভাইরে) কেন চেষ্টা করে দেখলি না॥
থাকতে তোর আয়োজন সকল,
কেন অলসে হারালি বল আসল সম্বল,
খাচ্ছে ছয় জনেতে লুটে পুটে,
(ভাইরে) তারা তারাতো কেউ মানে না।
এখন জোরেতে জ্বলতেছে আগুন,
এই সময়ে কল্লে ভিয়ান হতো বিলক্ষণ,
আগুন গেলে নিবে, কাজ হারাবে,
(ভাইরে) রস গরম কর্ত্তে পারবি না॥
ওরে করিস কি দিন অবসান হলো,
হরি হরি বলনা মুখে রজনী এলো,
কেন অন্ধকারে, বৃথা ঘুরে, (ভাইরে) মরবি মালত পাবি না॥২৯৪৩॥

বাউলের সুর।

কলিকালে সবাই হলো নেশাখোর;
(ও মন) ঠক বাচতে হয় গ্রাম উজোর॥
টাকা কড়ি বেশ্যাবাড়ী সকল গে পড়ে, ঘরে অন্ন না যোড়ে,
ঘরের মটকা দিয়ে, কাক গলে যায়,
ঘরের একটা দোর তার নাই আগড়;
বাবুর ছড়ি হাতে, বেরোয় পথে, আতর দে গায়, ও ফিট বাবুটি হয়ে,
মায়ের মাথায় তেল যোটে না, খেতে পায় না যেন চোর॥২৯৪৪॥

বাউলের সুর।

কলিকালের আচার অতি চমৎকার।
কোলে ঝোল মাথে সব আপনার॥
জুয়াচুরি বাটপাড়ি ভিন্ন অন্য কথা নাই, মনের কথা আর না পাই,
প্রবঞ্চনা প্রতারণা কথায় চলে এ সংসার॥
মদ্য মাংস খাদ্যে কিছু বিচার করে না, কেউ কার কথা শুনে না,
সবার ঘরে সবাই করে, কিছুতেই আর নাই বিচার॥২৯৪৫॥

বাউলের সুর।

চিন্তা করে ধনের চিন্তা গেল না;
চিন্তা বাড়ে বই, আর কমে না॥
করে ধনেরি চিন্তে, আমি পালেম না চিন্তে,
ভবে এসে হলো নাকো হরির চিন্তে,
উদর চিন্তে করে আমি, চিন্তামণি পেলেম না॥
এসে চিন্তা পাপরাশি, গলায় দিতেছে ফাঁসি,
হেন শক্তি নাইকো আমার উঠিয়ে বসি,
কারে কল্লে চিন্তে, যায়কো দিন্‌টে, হরির চিন্তে হবে না॥২৯৪৬॥

বাউলের সুর।

অন্ধ হবে শেষ কালে।
কলে বলে নানা ছলে, বিষয় নিলে কৌশলে॥
মোকদ্দমা করে টাকা, খাওয়ালে সব উকীলে।
পরের নিয়ে সুখী হয়ে, আছ এখন হালফিলে॥
ধরে গলার নলি, মাথার খুলি, ভাঙ্গবে যম তোর এক কীলে
টাকার জোরে, অহঙ্কারে, গেছে তোমার গা ফুলে॥
ঠকালে ঠক্‌তে হয় মন, দেখ না তা নেজ তুলে!
বিষয় বাড়ী, টাকা কড়ি, যেতে হবে সব ফেলে॥
তুমি বা কার, কেবা তোমার, ভেবে দেখ কার ছেলে।
যাদের জন্য পরের বিষয়, কেড়ে বিকড়ে সব নিলে॥
তারাই তোমার করিবে কি, দেখলে না তা চোক মেলে।
তুমি মলে, চিতায় ফেলে, দেবে তোমার মুখ জ্বেলে।
তোমায় দগ্ধ করে, আসবে ফিরে, মুখে হরিবোল বলে॥২৯৪৭॥

বাউলের সুর।

মন তুমি আর কর উপার্জ্জন; তোমার সঙ্গেত যাবে না ধন॥
তোমার আহার কারণ, মিছা ভাবা অকারণ,
আহার দিতেছেন যিনি, দিয়াছেন জীবন॥
আহার বিনে কেহ প্রাণে, মরেছে কি প্রাণীগণ,
তুমি ত্যজ অভিমান, তোমার বাড়িবে সম্মান,
সকল সম্বানে মিলবে আহার, পাবে তত্ত্ব জ্ঞান,
তোমার সকল কষ্ট হবে নষ্ট যদি স্তুতি নিন্দা হয় সমান॥২৯৪৮॥

বাউলের সুর।

কলিকালে হরি বিনে উপায় নাই, ওমন হরি হরি বল সদাই।
পুণ্য কর্ম্ম, সর্ব্ব ধর্ম্ম, সকল লোপ হবে, জেতের বিচার সব যাবে,
জমা জোড়া, মোজা পরা, একাকার হবে সবাই॥
পিতা মাতা সুহৃদ ভ্রাতা, অন্ন না পাবে, মেগের বশে সব রবে,
খুড়া খুড়ী, পায়না মুড়ি মেগের বেলা হয় মেঠাই॥২৯৪৯॥

খৃষ্টীয়—ধর্ম্মসঙ্গীত।

নট—চৌতাল।

যীশু গুণ গাও আজি, মন আনন্দ বদনে।
ত্যজি ধন কুল মান, অনিত্য তত্ত্ববিধান,
তাঁর নাম গুণ গান, মন, গাও আকিঞ্চনে।
কর তাঁর গুণ গান, যিনি তারণ নিদান,
কর তাঁর গুণ গান, যিনি তারণ নিদান,
নাহি যাঁর প্রেমপরিমাণ—যে তারে অনাথগণে,
নিজ প্রাণ বলিদানে, গাও মন, তাঁর গুণ, আনন্দে উর্দ্ধনয়নে॥২৯৫০॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

যীশুতে আনন্দ রাখ, নিরানন্দ হবে নাক;
হইবে না পরিতাপ, শোক দুঃখ দুর্ব্বিপাক।
কেন সতত অস্থির, চিন্তামণি চিন্তা কর,
সব চিন্তা যাবে দূর, নিশ্চিন্ত হইয়া থাক।
কেন অনর্থ বিষাদ, যীশুতে রাখ আহ্লাদ,
কাটিবে পাপের ফাঁদ, হৃষ্টচিত্তে খৃষ্টে ডাক।
কর সদা সাধুসঙ্গ, গাও সদা ঈশ্বর-প্রসঙ্গ,
এরূপে জীবন সাঙ্গ হলে পাবে স্বর্গ-সুখ॥২৯৫২॥

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

চির তব অনুগামী হব, ওহে প্রাণেশ্বর।
যথা রবে আমি সেথা হব তব অনুচর।
তোমা ছাড়ি কোথা যাব? কোথা হেন বন্ধু পাব।
কবে এ সুদয় নাথ॥২৯৫৩॥

গীত।

বন্ধু, সর্ব্বাপেক্ষা এক জন, তাঁর কেমন প্রেম!
ভ্রাতৃ প্রেমও নহে তেমন, তাঁর কেমন প্রেম!
পার্থিব বন্ধুর ত্রুটি সম্ভব, অদ্যসদয়, কল্য দ্বেষ ভাব;
তদ্রূপ নয় এ বন্ধুর স্বভাব; তাঁর কেমন প্রেম!
বন্ধুর ইচ্ছা তারিবারে, তাঁর কেমন প্রেম!
নারি চিন্ত কল্যের কারণ, কর তাঁহার অনুগমন,
তোমার কষ্ট শ্রীযীশু লন; তাঁর কেমন প্রেম!
হবে তব পাপের মোচন, তাঁর কেমন প্রেম!
দূরে যাবে সব রিপুগণ, তাঁর কেমন প্রেম!
দিবেন উত্তম বর তোমারে, মঙ্গল হবে সব ব্যাপারে,
লইয়া যাবেন স্বর্গপুরে, তাঁর কেমন প্রেম!
রে মন! ভাল বাস তাঁরে তাঁর কেমন প্রেম!
এ প্রেম ভাঙ্গতে কেহ নারে, তাঁর কেমন প্রেম!
পরীক্ষা, কিম্বা প্রলোভন, ভয় ও সংশয়, কি উৎপীড়ন,
করতে নারে ত্রাণের বারণ; তাঁর কেমন কেমন প্রেম!
প্রেমটী ধ্যান করিব সদাই, তাঁর কেমন প্রেম!
যদিও দুর্ব্বল হয়ে যাই; তাঁর কেমন প্রেম!
ভক্তে করি শক্তি প্রদান, যর্দ্দনের পারে লইয়া যান;
গাইব তখন সদা এ গান;—তাঁর কেমন প্রেম ॥২৯৫৪॥

গীত।

আইস ওহে পুণ্য আত্মন জীবনবায়ু সত্যময়;
সতেজ কর মোদের জীবন, কর নূতন সমুদয়;
জীবনদাতা পুণ্য আত্মা, সবার মনে হও উদয়;
সত্যদীপ্তি প্রদান কর মোদের অন্তঃকরণে;
চিত্তের ভ্রম ও আন্ধার হর তব দিব্য কিরণে;
দীপ্তিদাতা পুণ্য আত্মা, আইস হৃদয় আসনে;
ওহে আত্মা শান্তিকর্ত্তা, পিতাপুত্রের প্রেরিত,
ক্লিষ্ট চিত্তের সন্তাপহর্ত্তা, যাহা শোকে ব্যথিত,
প্রবোধদাতা পুণ্য আত্মা, কর হৃদয় সন্তুপ্ত;
জীবনযাত্রায়, ওহে আত্মন, সদা পথদর্শক হও;
যাবৎ দেহে রহে জীবন, নিত্য মম সঙ্গে রয়,
মম নেতা পুণ্য আত্মা, আমার হস্ত ধরি লও;২৯৫৫॥

গীত।

হে পুণ্য আত্মা শান্তিকর! দেও তব দিব্য জ্ঞান;
হও তুমি জীবন প্রেমাকর, সম্পূর্ণ তেজোবান।
প্রাক্‌কালে দৈববাদিগণ তোমারি আবেশ,
নিগূঢ় বাক্য প্রচারণ করিল সে দেশ।
এ পুণ্য গ্রন্থ খুলিলাম তোমারই গোচরে,
প্রকাশ সত্য অবিশ্রাম সকলের অন্তরে।
হে স্বর্গ-পারাবত এখন! বিস্তার পক্ষদ্বয়;
হোক উজ্জ্বল আমাদিগের মন ও আত্মা ধৈর্য্যময়।
অন্তরে তুমি রহিলে, ঈশ্বরে দেখিব;
ঐশ্বরিক প্রীতি-সলিলে আনন্দে মজিব।
হে পরমাত্মা কৃপাবান, হও আমাতে প্রকাশমান,
হয় যেন প্রস্তুত আমার মন করিতে প্রভুর উপাসন;
দান কর সুবিবেচনা, সারল্য এবং সত্যতা,
ঐ নম্র ভগ্ন আত্মা দেও যাহাতে তুমি তুষ্ট হও;
দীনহীনের বন্ধু যীশুকে, দর্শাইও আমার অন্তরে,
তাঁহার ক্রুশে যেন শান্তি পাই, ও তাঁহার প্রেমে মগ্ন হই; ২৯৫৬॥

বিভাস—মধ্যমান।

জগত জীবন ধনে, কে দিল ক্রুশ উপরে,
তাঁর এ দুঃখ যাতনা, সহেনা মম অন্তরে॥
যাব সেথা আমি যাব, সে ক্রুশ তুলিয়া লব,
যে পথে গেছেন যীশু, যাব সেই পথ ধরে।
তাঁ বিনা ভব সংসার, সকলি দেখি অসার,
ব্যাকুলিত মন আর, রহিতে না পারি ঘরে।
পাপীর বাঞ্ছিত ধন, যীশু পতিত পাবন,
করিয়া অবতরণ, উদ্ধারিলেন ধরারে॥২৯৫৭॥

গীত।

অদ্য যীশু উঠিলেন, ইহা কেমন শুভ দিন;
খৃষ্টের আত্ম-বলিদান, সাধে মোদের পরিত্রাণ।
আইস আমরা হৃষ্ট হই, স্বর্গরাজের কীর্ত্তি গাই;
ক্রুশে যিনি মরিলেন, তিনি জীবন নিত্য দেন;
আহ্লাদ কর, ভক্তগণ, খৃষ্টের নামে সর্ব্বক্ষণ;
মৃত্যুচ্ছায়া হইল নাশ, জীবন-দীপ্তি পায় প্রকাশ।
আমরা যেন সর্ব্বদাই, যীশুর অনুগামী রই;
শেষে মৃত্যু করে জয়, হইয়া উঠি তেজোময়॥২৯৫৮॥

গীত।

আজি যীশু উঠিলেন, ইহা মোদের জয়ের দিন,
ক্রুশ ও কবর সহিলেন, পাপী লোক উদ্ধারিলেন।
দেখ প্রভুর মহাবল ভগ্ন করেন মৃত্যুর হুল,
তৎপর গেলেন স্বর্গালয়, কবর হে কই তোমার জয়?
পাপীর দেনা করেন শোধ শান্তি দেন ও সুপ্রবোধ;
যীশুর সহিত উত্থিত হও, অঙ্গীকৃত রাজ্য লও।
আজি যীশু উঠিলেন, ইহা মোদের জয়ের দিন;
জয়ের কীর্ত্তন কর গান, মোদের হইল পরিত্রাণ ॥২৯৫৯॥

গীত।

অসংখ্য পশুর প্রাণ উৎসর্গ হইল, হায়!
কলঙ্ক-যুক্ত, শান্তিদান করিল নাহি তায়।
খৃষ্ট কেবল স্বর্গ-মেষ, যে বহে পাপের ভার;
তাঁর আত্ম-বলি সবিশেষ গুণযুক্ত এবং সার॥
মনস্তাপ পুরঃসর পাপ স্বীকার করির,
ও বিশ্বাসে তাঁর শিরোপর সমুদয় রাখিব।
আনন্দে হেরে মন শাপযুক্ত বৃক্ষেতে;
হয় আশা পূর্ণ বিলক্ষণ পাপ দেখি ঝুলিতে।
এস হে ভক্তগণ, সে মেষের স্তুতি গাই;
যাঁর গুণে হলো শাপ খণ্ডন, তাঁর প্রেমে মজে যাই ॥২৯৬০॥

গীত।

ফির, ফির পাপি জন, মরিবে হে কি কারণ?
তব সৃষ্টি-কারী যেই, সুধান্ এখন তোমারেই;
যাঁতে তব হয় জীবন, তিনিই কহেন এবচন—
আমার দয়া লঙ্ঘিয়া কেন যাইবে মরিয়া?
ফির, ফির পাপী জন, মরিবে হে কি কারণ?
সুধান্ যিনি তব ত্রাণ; দিলা ক্রুশোপরে;
অরে নিস্ক্রীত জন! শুন যীশুর সুবচন—
কৃপায় করি অনাদর কেন করিবে হে নর?
ফির, ফির পাপী জন, মরিবে হে কি কারণ?
ঈশ্বর আত্মা যেই জন, কহেন সবে এ বচন—
প্রসাদ এবং জীবনে কেন ছাড় এক্ষণে?
ওহে শিথিল পাপীগণ, কেন মরিবে এখন?২৯৬১॥

গীত।

হে পিপাসিত নরগণ। (শুন কি প্রভুর নিমন্ত্রণ)
ক্রয় কর বিনামূল্যে ত্রাণ, দ্রাক্ষারস, দুগ্ধ ও কল্যাণ;
"এস জীবন নদীর তীরে, শুনি স্রষ্টার রব রুচিরে;
তোমরা যে ক্লান্ত, ভ্রান্ত জন, হও ফিরে আসি শান্ত মন,
ঐ শৈল হইয়া বিদারণ, বহিছে দেখ প্রস্রবণ—
শান্তি-স্রোতঃ, হে রোগীজন! নির্ম্মূল্যে তা তব কারণ;
"নাই বিনিময়ে প্রয়োজন, দেও ফেলি মিথ্যা তব ধন;
অমনি লও ঈশ্বরের দান, ক্ষমা ও শান্তি অপ্রমাণ;
"অখাদ্যের জন্যে সর্ব্বক্ষণ কেন ঘুর, হে ক্ষুধিত জন?
খাইয়া ভস্ম, খোচর, সুসময় কেন কর ব্যয়;
জাগতিক সুখের কারণে, কি ফল এ কষ্ট সহনে?
যাও দৌড়ে কোথায়? যাও কোথায়? জীবনের বাক্য মোর হেথায়;
সে বাক্য করি প্রণিধান, হও ভোজের অংশী, হে অজ্ঞান!
ভুঞ্জিলে মম দয়ার দান, সুতৃপ্ত হবে মনঃ প্রাণ;
উত্তমতা ও অঙ্গীকার, রয়েছে কত যে আমার,
তা বুঝি বিশেষ হৃদয়ে, খাও প্রেমের মায়া প্রত্যয়ে;
মন দিয়া শুন এ বচন, সাদরে কর তা গ্রহণ;
বিশ্বাসে বাঁচাও নিজ প্রাণ, অনন্ত জীবন বিদ্যমান;২৯৬২॥

গীত।

পাপি! দৌড়িছ সজোরে সর্ব্বনাশে;
যীশু ডাকি কহেন তোরে প্রেম সম্ভাষে;
যদি আজও তুমি রে তাঁর শক্তি, প্রেম না কর স্বীকার,
শুন শুন তাঁর এ চীৎকার! মরবে কেন?
সিনাই কহে মেঘের রবে, "মরবে কেন?"
স্বর্গ মর্ত্ত চেঁচায় সবে, মরবে কেন?
তুচ্ছ করি প্রভুর ত্রাণে, মগ্ন হইবে অপমানে,
কহেন ঈশ্বর পাপীগণে, করবে কেন?
ক্রুশে যীশুর এ আর্ত্তস্বরে—মরবে কেন?
রক্তাধারে কন প্রাণেশ্বর, মরবে কেন?
রক্তে কৈল নিষ্কৃর প্রদান, পাইবে সবে স্বরগে স্থান,
পাপী হে, লও এ পরিত্রাণ, মরবে কেন?
মৃত্যু পরলোক যে কহে, মরবে কেন?
এ ক্ষীণ শক্তি সদাই কহে, মরবে কেন?
গেলে কিন্তু যর্দ্দন পারে, পারে, পাবে দণ্ড শেষ বিচারে,
সুধাবেন না আর তোমারে মরচে কেন?২০৬৩॥

গীত।

গুরু আসিয়া, ডাকিছেন তোমায়, দাঁড়াইয়া হৃদয় দুয়ারে;
ক্ষমাশীল সুজন বন্ধু নাই তাঁর ন্যায়,— তুমি কি ফিরাইবে তাঁরে?
যতনে ধীরে সাধনা করেন, তব ত্রাতা যীশু অন্তরে;
যতনে ধীরে সাধনা করেন. ও যা দেন তোমারি অন্তরে॥
কত বর লয়ে, গুরু এসেছেন, উঠ, শুন কি সমাচার;
যদি অনুতাপ ও বিশ্বাস কর, পাবে তুমি ত্রাণাধিকার।
এক্ষণে গুরু ডাকেন তোমারে অমনি শান্তি পাইবারে;
প্রফুল্ল মনে প্রসাদ দিবারে, আসিলেন তব দুয়ারে।
এখনও আছেন তব অপেক্ষায়, উল্লাসে প্রেমের লও আশ্রয়;
ঊর্দ্ধে তদ্রাজ্যে তোমার জন্য হায়! রয় প্রস্তুত গৃহ জ্যোতির্ম্ময়॥২৯৬৪॥

পাহাড়ী—একতালা।

যীশু পরম ধন তাঁরে যত্ন কর আমার মন।
প্রভু ছাড়ি সে স্বর্গ সদন, আইলেন এ মর্ত্তাভুবন,
আহা, তোমরি কারণ; তিনি নরের জন্য নরদেহ করিয়াছিলেন ধারণ।
আহা, তোমার পাপের কারণে, গেৎশিমানী বাগানে,
কত দুঃখ তাঁর প্রাণে; ও মন, তোমার মহাপাপের জন্যে তিনি
ক্রুশে হলেন সমর্পণ, আবার বিশ্বাস করে যে জন,
পাইবে সে খৃষ্ট ধন,—সে ধন অমূল্য রতন!
সে ধন অনন্তকাল থাক্‌বে রে মন, তার ক্ষয় নাহি হবে কখন॥২৯৬৫॥

ভৈরবী মিশ্র—আড়াঠেকা।

বাহিরে দাঁড়ায়ে ও কে, আঘাত করিছে দ্বারে,
ভিজিছে মস্তক কেশ তীব্র নিশার শিশিরে।
হাতে পায় ক্ষত চিহ্ন প্রেমে মুখ পরিপূর্ণ,
সহস্রের অগ্রগণ্য, বাক্যেতে অমৃত ঝরে॥
পশিবেন হৃদভূপাল, কেন কপাট নাহি খুল,
এ কেমন ভদ্রতা বল, নিদ্রা যাও অকাতরে॥
মধুর আহ্বান তাঁর, তুচ্ছ করে কত বার,
বলেছ মুখের উপর, নাহি সময় যাও ফিরে;
উঠ খুলে দেহ দ্বার, দূর কর নিদ্রাভার,
পূজ যুগল পদ তাঁর, তনু প্রাণ সহকারে;
যদি তিনি ক্রোধ করে, দ্বার হতে যান ফিরে,
তখন পড়িবে ফেরে, কাঁদিলেও পাবে না তাঁরে॥২৯৬৬॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

তব অন্বেষণে যীশু ভ্রমিছেন সর্ব্বস্থানে
কি পর্ব্বতে নদীতটে, কিম্বা গহন কাননে।
খুঁজিতে হারাণ ধন, সাধিতে তোমার প্রাণ,
ছাড়ি সুখ নিকেতন, সহেছেন দুঃখ প্রাণে।
কাঁটার মুকুট শিরে, পরেছেন তব তরে,
শোণিত সর্ব্ব শরীরে, বহেছে তব কারণে;
দেখিয়া তোমার দুঃখ, ফাটিছে তাঁহার বুক,
পাবেন অসীম সুখ, তব প্রেম আলিঙ্গনে॥
দেখা কি দিবে না তাঁরে, রহিবে কি পাপাগারে,
দুঃখ দিতে সে অন্তরে, হয় না কি দুঃখ প্রাণে?
সুখধামে দূতচয়ে, উল্লাসিবে তোমায় পেয়ে,
গাবে হুলুধ্বনি দিয়ে, চমৎকার প্রেম তানে।
উঠ চল কাছে তাঁর, পাবে আনন্দ অপার,
যাবে সব পাপভার, সে শ্রীমুখ দরশনে॥২৯৬৭॥

গীত।

যীশুর প্রেমের তুলনা দিব কিসে?
খুঁজিলে এমন মিলিবে না কোন দেশে;
করিতে পাতকির ত্রাণ, প্রাণ দিলেন অবশেষে:
পাপীগণে উদ্ধারণে, আইলেন নরের বেশে;
এই যে প্রায়শ্চিত্ত করণ কারণ মরিলেন বিষম ক্রুশে,
জগৎবাসী অভিলাষী তারা রয়েছে পাপের বশে,
এই যে সত্য সেবা না করিয়া মরিবে আপন দোষে;
উত্থান হইয়া স্বর্গে গিয়া পিতার দক্ষিণে আছেন বসে,
অদৃশ্য প্রভুর চরণ বিশ্বাসে ধর কসে,
অধীন কাঙ্গাল বলে ছেড়ে দিলে তুফানে যাবে ভেসে॥২৯৬৮॥

সরফরদা—একতালা।

কেন সেই নর, ক্রুশের উপর, সহিছে বিস্তর, অকথ্য যন্ত্রণা।
দুর্ব্বল নয়নে, মম মুখপানে, চাহিছে সে জনে, না বুঝি মন্ত্রণা।
হইল স্মরণ, না হৈলে মরণ, আমি সে দর্শন কভু ভুলিব না।
বুঝিনু তখন, মরিল সে জন, আমার কারণ, এ সব ঘটনা।
করি নেত্রপাত, তাঁর রক্তপাত, দেখিয়া হঠাৎ, হইল চেতনা।
হেরি আর বার, কহিছে সে নর, হইবে নিস্তার, আমারে ভুল না
মরিলাম আমি, রক্তে ভিজে ভূমি, যেন বাঁচ তুমি, এ মম কামনা॥২৯৬৯

গীত।

চল সকলে যাই যীশুর সদনে
ডাকিতেছেন দয়াল যীশু মধুর বচনে।
ওহে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত সর্ব্ব পাপী জন।
আমার নিকটে আইস, পাবে শস্তেমন।
ঘোর যোয়ালি সহজ ভার লঘুবহনে॥
আমার নিকটে আইলে ক্ষুধা নাহি হয়;
আমাতে বিশ্বাসী হইলে, পিপাসা পালায়
বহে আনন্দ অমৃত নদী সতত মনে।
যে জন সতত যীশুর বচন মানে,
তাঁহার প্রেমের মাহাত্ম্য কেবল সে জানে;
যীশু নিরন্তর করেন স্থিতি তাহার মনে।২৯৭০॥

গীত।

এস সবে যীশুর সদনে,যদি সত্য পথ যাস্তে চাহ,মুক্তি পাবার কারণে।
যীশু সামান্য ত নয় ঈশ্বর তনয়, পাপী নরে তারিবারে ভবেতে উদয়,
তিনি ভবনদী পারের প্রভু, পার করেন কাঙ্গালগণে;
যীশু নামের মহিমায়, অন্ধ দেখে, খঞ্জ চলে বোবায় কথা কয়,
নামে মৃতদেহে জীবন আসে, সুস্থ হয় রুগ্ন জনে।
যীশুর অদ্ভুত ব্যাপার, তুল্য নাহি তার,
নররূপে নরের জন্যে সহেন পাপের ভার,
ও তার বিমল আভায় ভ্রান্তি পালায়, শান্তি পায় ভক্তগণে॥
যীশু সত্য সনাতন, নিত্য সত্যধন,অনন্ত জীবনদাতা বিপদ ভঞ্জন,
তাঁরে ভক্তিভাবে গ্রহণ কর, প্রাণ মন প্রদানে॥২৯৭১॥

গীত।

গেৎ শিমানি বনে, নিকুঞ্জ-কাননে,প্রভো কি কারণে, বসেছ একাকী
কিসের লাগিয়া, নগর ত্যজিয়া, এখানে আসিয়া, মুদিয়াছ আঁখি॥
তিক্ত পানপাত্র; দেখি তব গাত্র, শিহরয়ে সত্য, ওহে ত্রাণপতি।
তাহারি কারণ হৈয়া ক্ষুণ্ণমন, আসিয়া বিজন, ভাবিতেছ না কি॥
মম পাপভরে নিজ কলেবরে, এত কষ্ট ধরে, করিছ ক্রন্দন।
আহা নাথ মম, মম পাপ ক্ষম, আমি তোমা সম,কারো নাহি দেখি॥
ওহে পাপ-হরি, তব দুঃখ স্মরি, চক্ষে বহে বারি, সম্বরিতে নারি।
অভাজন আমি, দয়া কর স্বামী,
মম ত্রাতা তুমি, অন্য সবে ফাঁকি॥২৯৭২॥

গীত।

পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য, সর্ব্বশক্তিমান! প্রত্যুষে তোমারই উদ্দেশে করি গান
পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য, দয়াবান, মহিমার, ঈশ্বর তিন ব্যক্তি, ধন্য ত্রিত্ববান,
পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য! সব সাধু সম্প্রদায়,
তাঁদের কিরীট তৎপদে ফেলি, পূজে তোমায়;
কেরূবীম সেরাফীম সম্মুখে পতিত হয়,তুমি ছিলে,আছ,হবে সমুদায়;
পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য,! তদি অন্ধকারে
তোমায় ঢাকে, নরে হেরিবারে নারে;
তুমিই পবিত্র; আর নাই তব ঋতে সম্পূর্ণ শক্তিতে প্রেমে পুণ্যে॥
পুণ্য পুণ্য পুণ্য ঈশ্বর শক্তিমান।
তোমার সকল কার্য্য করবে তব নামে গান
পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য, দয়াবন, মহিমান. ঈশ্বর তিন ব্যক্তি, ধন্য ত্রিত্ববান।
মরুভূমি মধ্য দিয়া, প্রভু, মম নেতা হও,
বল ও শক্তি শূন্য আমি, আমার হস্ত ধরি লও;
স্বর্গমালা প্রতি দিবসে যোগাও।
জীবনদায়ী জলের উৎস এখন যেন মুক্ত হয়,
স্তম্ভরূপী মেঘ ও অগ্নি, যেন মম পথ দেখায়;
দিবারাত্রি হইও রক্ষক ও সহায়।
শেষে যর্দ্দন নদী-তীরে যখন করি পদার্পণ,
মোরে কর নিরাপদে কিনান দেশে আনয়ন;
সেথা হইবে নিত্য তব সঙ্কীর্ত্তন॥২৯৭৩॥

গীত।

এস দয়াল প্রভুর কাছে, হে পাপে তাপিত জন;
তিনি নিশ্চয় বিশ্রাম দিবেন, মানিলে তাঁর বচন।
যীশুর কাছে যীশুর কাছে, এস এখনি;
তিনি তারবেন, তারবেন তোমায় এখনি।
স্বরযুক্ত যীশু কৈলেন দান, অমূল্য ত্রাণ কারণ;
সেই রক্ত স্রোতে করে স্নান, হও ধৌত হিম বরণ॥
যীশুই তো সত্য পথ বটে, যা বিশ্রামে লওয়ায়;
তাঁয় বিশ্বাসো হে ত্বরিতে, তায় পাইবে ত্রাণোপায়॥
তায় এস পূর্ণ দলেতে, ধাও বিভবের আশায়;
সেই স্বর্গপুরে বাসার্থে, রয় নিত্য সুখ যথায়॥
হে যীশু! প্রিয় মনোমত, যাইতেছি তব পাশ;
কারণ পূর্ণ যুক্তি ও পথ, করেছ সুপ্রকাশ॥২৯৭৪॥

গীত।

এস ওহে দীন ও দুঃখী, দুর্ব্বল, কি, পাপীগণ;
পরাক্রান্ত, দয়াল যীশু প্রস্তুত মুক্তি দান কারণ॥
ধর প্রভুকে মুক্তির জন্যে কর তাঁহার নামের স্তব;
গৌরব, সম্মান ও পরিত্রাণ, যীশু আইলেন রাজত্বে॥
যোগ্য বিষয় আন্দোলন বা বিবেক বাধা মেনো না;
কেবল এই বোধ তিনি চাহেন, "তাঁকেই পাইলে সান্ত্বনা।"
এস শ্রান্ত ভারাক্রান্ত পাপে ভ্রষ্ট নষ্টগণ,
বিলম্ব হলে নিতান্ত আসিবে না আর কখন॥
হের! নরাবতার স্বর্গে, মুক্তির মূল্য করেন দান;
ভরসা করে তাঁহাকেই ধর, ত্যজ অন্য আশ্রয় স্থান॥২৯৭৫॥

তাল—আড় খেমটা।

প্রভু যীশু নাম অশেষ গুণধাম গাই এস সবে মিলে।
যেতে ভব পারে, দয়াল, দয়াল যীশু বিনা, উপায় নাই রে।
পাপী চেয়ে দেখ রে, ঐ যে পাপের বোঝা যীশুর শিরে:
ও তুই চলে আয় রে, ঐ দেখ স্বর্গীয় মেষ পাপ হরে;
এই ভব মাঝে যীশু নাম বিনা আর, কি ধন আছে॥২৯৭৬॥

গীত।

ক্রুশে বিদ্ধ যে, কর তাঁয় নিরীক্ষণ, পাইবে এ মুহূর্ত্তে জীবন;
ত্রাণ লও পাপিগণ, হেরিয়ে তাঁহারে; ঐ দেখ প্রেকে বিদ্ধ কেমন!
দেখ রে দেখ! ক্রুশে বিদ্ধ যে, কর তাঁয় নিরীক্ষণ,
পাইবে এ মুহূর্ত্তে জীবন।
ত্রাণ লও পাপিগণ, হেরিয়া তাঁহারে; ঐ দেখ প্রেকে বিদ্ধ কেমন!
দেখ রে দেখ! ক্রুশে বিদ্ধ যে, কর তাঁয় নিরীক্ষণ,
পাইবে এ মুহূর্ত্তে জীবন।
কি জন্যে এরূপ দোষীর ন্যায় ক্রুশেতে না যদি বহিলা তব দোষ?
মোচনের রুধির কেন বয় শরীরে, না যদি তব ঋণ পরিশোধ?
দেখ রে দেখ, ? ইত্যাদি।
তব খেদাশ্রু ও প্রার্থনা নহে, কেবল রক্ত করে প্রতীকার;
তবে যিনি ক্রুশে কল্লেন রক্তপাত, দাও ফেলে তাঁর'পরে পাপভার
দেখরে দেখ!—ইত্যাদি।
প্রফুল্ল মনে যীশুর নিকটে যাও, লও তাঁর দত্ত অনন্ত জীবন;
জানিবে নিশ্চয় হবে তব মুক্তি যখন যীশুকে করবে গ্রহণ।
দেখ রে দেখ ইত্যাদি॥২৯৭৭॥

গীত।

একবার দেখ তাঁরে যিনি ক্রুশোপরে, তব তরে প্রাণ ত্যজিলেন;
দেখ পাপী দেখ পরিত্রাণ পাইবারে, তাঁহারে যিনি প্রাণ দিলেন
ঐ ঐ দেখ হে, একবার দেখ তাঁরে যিনি ক্রুশোপরে
তব তরে প্রাণ ত্যজিলেন।
দিচ্ছেন যীশু তোমায় অনন্ত জীবন, গ্রহণ কর প্রফুল্লমনে,
বিনামূল্যে পাবে সেই অমূল্য রতন; কেবল পড় হে তাঁর চরণে।
এস পাতকী হে, আসিয়া দেখ হে, আজি অই ক্রুশোপরে কে!
ঐ কি যীশু নহেন যিনি ব্যথা সহেন; বাঁচাইবার তরে তোমাকে!
তব অপরাধ আনি যীশুর কাছেতে, রাখ পরিষ্কার করিবারে;
নিশ্চয় তিনি নিজ পবিত্র শোণিতে, করিবেন বিমল তোমারে।
বহুদিবস করিয়া নয়ন মুদ্রিত, রহিয়াছ ভুলিয়া তাঁরে;
এস পাপী এস থেক না নিদ্রিত, আজি একবার এসে দেখরে ॥২৯৭৮॥

গীত।

দেখ সম্পূর্ণ মুক্ত দ্বার, যা হতে প্রকাশিতে
অপূর্ব্ব প্রেম সে ত্রাণকর্ত্তার, ক্রুশ'পরে প্রতিষ্ঠিত!
হায় দয়ার সাগর! একি হয় সেই দ্বার মোর তরে মুক্ত রয়?
হায় মোর তরেই সম্পূর্ণ মুক্ত রয়!
আবাল, বৃদ্ধ, দুঃখী, ধনী, যে কোন জাত ও বংশে রয়;
সবের জন্যে সে দ্বার, আজি তো সম্পূর্ণ মুক্ত রয়।
হে পাপী হও জাগ্রত এখন, কর দূর মনো-ভ্রান্তি;
ঈশ্বর আত্মা ডাকছেন অদ্য, এস উঠে এখনি।
তোমার জন্যে যীশুর রক্ত বহিল ক্রুশোপরে;
করিতেছেন তিনি অপেক্ষা গ্রহণ করতে তোমাকে।
দ্বার সদা মুক্ত থাকবে না; নিত্য ডাকবেন না আত্মা;
যীশু তব হৃদয় দ্বারে দাঁড়াইবেন না সর্ব্বদা।
হে ধর্ম্ম আত্মা! লও আমায় দিয়া সেই দ্বার মধ্যে;
যীশুর কাছে আমি আসছি, ফেলি প্রাণ'তাঁর চরণে।
হাঁ, তাঁর মহাপ্রেমের চিহ্ন—তাঁর ক্রুশ—আমি বহিব,
প্রচার করব তাঁর মহিমা, ও জীবন মুকুট লইব ॥২৯৭৯॥

গীত।

তোরা আয় আয় নগরবাসী তোরা আয়,
যীশু ক্রুশ বিনে পাপীর নাহিরে উপায়।
তিনি তোদের জন্যে প্রাণ দিয়াছেন আয় আয়।
তিনি নিজ রক্তে পাপী তরাণ আয় আয়।

ঐ যে শমন ভয় তোর দূরে যাবে আয় আয়
আহা তাপিত প্রাণ তোর শীতল হবে আয় আয়
ও তোর মনের ক্ষুধা দূরে যাবে আয় আয়।
ঐ যে মলিন মন তোর নির্ম্মল হবে আয় আয়।
মরি মানর সাধ তোর মিটে যাবে আয় আয়।
মরি আনন্দে মন পূর্ণ হবে আয় আয়।
মহাপাপী হলেও মুক্তি পাবি আয় আয়।
ও তুই ঈশ্বর সহ বাস করিবি আয় আয়।২৯৮০॥

গীত।

ঐ দেখ কিবা মনোহর দেশ, যথা পাপের নাহিক লেশ;
ও সে জগৎ পিতার ভবন, এস করি হে তথায় গমন।
আনন্দে, আনন্দে, এস হেরি সে সুন্দর ভবন, ভ্রাতঃ হে, বন্ধু হে,
কর বিশ্বাস যীশুতে এখন।
কর বিশ্বাস যীশুতে এখন, কর মনের পরিবর্ত্তন"
দুঃখ ঘুচিবে পাবে জীবন, রবে আনন্দিত সর্ব্বক্ষণ।—
আহা কত শত দূতগণ, সেবিছে সে পিতার চরণ;
দিবারাত্র মধুর স্বরে, ধন্য ধন্য কহিছে তাঁরে।—
হেন পরম সুখস্থানে, চল চল যাবে এক্ষণে;
গিয়া হেরিবে পিতার শ্রীমুখ, নিশ্চয় পাইবে আনন্দ সুখ।২৯৮১॥

গীত।

কি মহাবৈদ্য উপস্থিত, করুণা পূর্ণ যেশু,
যাঁর বাক্যে মৃত সঞ্জীবিত—শুন কি বলেন যেশু—
সিরাফ্‌গণের মিষ্ট তান, মর্ত্তের কণ্ঠে কি বাখান;
নিত্য এ আনন্দ গান—যেশু, ধন্য যেশু,!
দুষ্কৃত হল বিমোচন, তাঁর শক্তিমন্ত রবে;
নির্ভয়ে স্বর্গে যায় এখন বিশ্বাসি পাপী সবে!
এক্ষণে আমি আমি মানি তাই, কি প্রিয় নামটি—যেশু!
তাঁর গৌরবাদি সর্ব্বদাই, প্রণমামি হে যেশু!
ঐ নামে দোষ ও ভয় পলায় উৎকৃষ্ট নাম কি, যেশু!
মোর চিত্ত সদা শুনতে চায়, ঐ মধুময় নাম—যেশু।
সুরবে গাও শিশুগণ, মধুময় নামটী—যেশু!
তাঁর জন্য ধর এ জীবন, আর ভজ নিত্য যেশু।
যে কালে দিব্য প্রদেশে, হেরিব প্রিয় যেশু;
তাঁর ঘেরি সবে হরিষে গাইব নামটী—যেশু।২৯৮২॥

গীত।

"প্রায় তো সম্মত," বিশ্বাস করিতে—"প্রায় তো সম্মত," খৃষ্টকে লইতে,
হয় তো কেহ কহে, "এখন যাও, আত্মন্ হে,
একদিন সুযোগ মতে, ডাকবো তোমায়।"
"প্রায় তো সম্মত," অদ্যই এস ; "প্রায় তো সম্মত," নাহি ফির,
"যীশু ডাকছেন তোমায়, দূতগণ রন্ অপেক্ষায়,
প্রিয়দের প্রার্থনায়, এস ভ্রান্তে!"
"প্রায় তো সম্মত,"—গেল সুদিন!"প্রায় তো সম্মত,"—আসছে কুদিন
"প্রায়ে," কি ফল হলে, "প্রায়ে," না তরালে!
হায়, শোকে বলিবে—"প্রায়ে,"—তাও গেল!২৯৮৩॥

গীত।

শুন পরিশ্রান্ত জন, যীশু নিকটস্থ হন।
জানেন তিনি তব ভার, করিবেন উপকার।
তিনি ক্রুশে মরিলেন তোমায় যেন মুক্তি দেন।
দেখ তাঁহার রক্তপাত, নত মাথা, বিদ্ধ হাত।
প্রভুর সেই মৃত্যুভোগ সুস্থ ক'র তব রোগ।
তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা তোমায় দিবে সান্ত্বনা।
যীশু যদ্যপি মহান্ তবু অতি কৃপাবান।
ডাকেন তিনি 'পাপী হে আইস মম শরণে'।
শুন তবে দুঃখি জন, শান্ত কর ভীত মন যীশুর অনুগ্রহ লও,
এবং তাঁহার শিষ্য হও।২৯৮৪॥

গীত।

শুন রে চঞ্চল জন, চিন্তিত হয়েছে কেন?
মুক্তি-পদ চাহ যদি ধন যীশুর শ্রীচরণ।
যদি তুমি অভয় হবে, অভয়-পদ ভাব তবে,
অভয়-পদ এই ভবে, কেবল যীশুর শ্রীচরণ।
তিনি প্রেম সহকারে, দিলেন প্রাণ তোমার তরে,
বন্ধো, এমন প্রেমাধারে, না হইও বিস্মরণ।
অবোধ জন, তোরে বলি, করিও না আজি কালি,
চল যাই শীঘ্র চলি, লইগে তাঁর শরণ।
কেবল যীশু ত্রাণপতি, তাঁহা বিনা নাহি গতি,
অকিঞ্চনকে এই সম্প্রতি, করিবেন পরিত্রাণ॥২৯৮৫॥

গীত।

আমি বারে বারে করি মানা, হইও না হে অচেতন;
দাও দাও যীশুকে মন, পামর জন রে।
পাপী ত্রাণ না দেখিয়া, দয়াতে পূর্ণিত হইয়া, সেই স্বয়ং সনাতন;
তিনি স্বর্গত্যজি, নরপুরে করিলেন আগমন।
ভক্তি ভাবে যে ভজয়ে, অভয় পদ দিবেন তারে, সেই ক্রুশে হত জন;
তিনি মহাপ্রেমী, অন্তর্যামী, দিতেছেন হে মোক্ষধন।
পাপী হইয়া যারা যাইবে, অবশ্য তারিবেন তারে, সেই প্রেমসিন্ধু জন;
এখন তাঁরে ভজি, পাপত্যজি, কর স্বর্গ আরোহণ॥২৯৮৬॥

গীত।

তোরা কে যাবি রে আয় রে ভাই, সবে মিলে যীশুর কাছে যাই।
তিনি কাঙ্গাল শরণ, অধম-তারণ চল সবে তাঁর পায়ে লুটাই॥২৯৮৭॥

গীত।

তোমার পাপের কে কর্বে মার্জ্জনা।
দয়াল যেশু বিনা নরকদায়ে তরায় কোন্ জনা।
তুমি করেছ অশেষ পাপ বেড়েছে যন্ত্রনা;
বুঝ মনের দোষে যাইতে হইল বিষম নরক থানা।
হায়! শুন, রে পাপিষ্ঠ জন তোরে করি এ সাধনা,
এখন সকল ছেড়ে যেশু খৃষ্টে কর রে ভজনা।
বন্ধো, শুনে বিশ্বাস কর, যাইবে সান্ত্বনা;
নহিলে নিজ কর্ম্মের ফল ভুগিবে অনন্ত যন্ত্রণা।
যত সব জগৎবাসী দেখ পাপেতে মগনা,
বন্ধো, তোমার পাপের জামীন এমন নাহিক কোন জনা।
বন্ধো, মরণ তারণ বল্যে তোমার নাহিক কিছু ভাবনা,
দেখ, তোমার কারণ দারুণ মরণ করিছে আনাগনা।
হায়! শুন, রে পাপিষ্ঠ জন, তুমি আর ভুলে রইওনা,
এই যে যেশুর গুণে ত্রাণধন, খেদ বিনা পাইবে না॥২৯৮৮॥

গীত।

ভাই, দেরি কোরো না, ভাই দেরি কোরে না,
ভাই দেরি কোরো না, দেরি কোরো না,
ক্রুশ তলে আছে স্থান, তোমার তরে আছে স্থান,
ক্রুশ তলে আছে স্থান, দেরি কোরো না॥২৯৮৯॥

বাঁরোয়া—আড়াঠেকা।

ধর যীশুর চরণ, বিনামূল্যে পাবে তুমি অনন্ত জীবন।
মুক্তিপদ ওহে মন, এখন কর গ্রহণ, বিলম্ব করিলে পর, পাবে না কখন।
যদি চাহ সত্যধন, নিত্য করহ অর্চ্চন, নিত্যানন্দ মহাধন সদা আলাপন
যীশু নাম সুধাসিন্ধু, পান কর মম বন্ধু,
বিশ্বাস ভক্তি হলে রে, ধৌত হয় মন।
শ্রীযীশুকে ধরে কসে, নিরাপদে থাক বসে,
আনন্দেতে যাবে ভেসে, ঐ রম্য কাননে।
দীনবন্ধু উদ্ধারিতে, আসিয়াছেন জগতে,
দয়াল যীশুর রক্তে, পরিষ্কার প্রাণ।
খৃষ্টবর আসৃছেন বলে কুতূহলে, রঙ্গ ফেলে সভাই চল।
ঐ শুন গুড় গুড় করি বাজ্‌ছে তুরী কি মধুরই শোতে আলো,
দূরে দিচ্ছেন্ দেখা প্রাণের সখা বসে থাকা আর কি ভাল।
লয়ে সব তৈল বাতি দিবা রাতি নিরন্তর অন্তরে জ্বাল,
তবে সেই বরের সাতে নিয়মমতে বিবাহেতে হবে মিলন।
নিবে না কোন মতে সধুম শল্‌তে ভাঙ্গবে না তোর খেৎলামল,
আর যারা পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত বিশ্রাম পাবে অবিরল।
খেদেতে চক্ষের ধারা ফেল্‌বে যারা মুছেন তাদের আঁখির জল,
অন্তরের ময়লা কালি-ধুয়ে ফেলি জ্বালিয়ে
দেন রে শান্তির আলো—॥২১১০॥

গীত।

ওহে পাতকী জন, লও তাঁর শরণ, পাপী তাপী কারণ যাঁর অবতরণ॥
যিনি গৌরব-যুত, পরমেশ্বর সুত, দিব্য দূত অযুত, পূজে যাঁর চরণ॥
যিনি স্বর্গত্যাগী, নরদুঃখভোগী, নরমুক্তি লাগি, হন ক্রুশে নিধন।
যিনি কত অজ্ঞান, মৃত নর সন্তান, করি দীপ্তি প্রদান, দেন নিত্য জীবন।
যীশু প্রেম সাগর, যীশু পুণ্য আকর, যীশু ত্রাণভাস্কর, সুখ শান্তি নিদান॥১

গীত।

ধন্য ঈশ পাপীর তরে, নিজ পুত্র কৈলেন দান;
হেন প্রেম নাহি করে, কদাচ অন্য জন।
আঃ কি প্রেম! অপূর্ব্ব প্রেম! প্রভু প্রকাশিলেন;
স্বর্গ হতে এ ধরাতে, আসি প্রাণ দিলেন।
এস হে, তাঁর রক্তে সবে হই আজি পরিষ্কার;
নহিলে আর নাহি হবে কভু তোদের নিস্তার।২১১২॥

গীত।

এস, হে সর্ব্ব পাপিগণ, খৃষ্ট যীশুর নিকটে এখন!
হয়েছে প্রাণের ভোজ প্রস্তুত,—তাঁর দয়া, দেখ কি অদ্ভুত!
মোর প্রভুর এই নিমন্ত্রণ, ভারতের কাছে হয় প্রেরণ—
এস, হে জগৎ সমুদয়, খৃষ্টেতে তাবৎ প্রস্তুত রয়!
এস হে সর্ব্ব-ক্লিষ্ট জন! করিছ শান্তির অন্বেষণ;
হে নুলা, খঞ্জ, অন্ধ, দীন! হও আসি, খৃষ্টে রোগ-হীন।
এ শুভ ভোজের অংশী হও, তায় পাপের মুক্তি শান্তি লও
পাও যাতে জীবন, মুক্তি-দান, তায় দিলেন খৃষ্ট নিজ প্রাণ।
অই, দেখ চক্ষু গোচরে অমূল্য বলি হত, রে!
তায় হইল দয়া চমৎকার, লও এখন মুক্তি হে অপার!
এই কাল, কেন বিলম্ব আর? আজ ত্রাণের দিন, জানাও সার,
সব এস হে এ মুহূর্ত্তে, ত্রাণ প্রাপ্ত হও তাঁর মৃত্যুতে।২১১৩॥

গীত।

সেনা সমবেত হবে সে দিনে সে দিনে,
পাপী তুমি যে ভাবিবে সে দিনে সে দিনে,
কেন না নিলে যীশুকে সে দিনে সে দিনে,
বিফল হইবে তাপ সে দিনে সে দিনে,
তুমি তা ত জানিবে সে দিনে সে দিনে,
বিদায় হও যে গিরি সে দিনে সে দিনে,
বলে তুমি কাঁদিবে সে দিনে সে দিনে,
আমরা দেখিব তাঁরে সে দিনে সে দিনে,
মহিমার গৌরবে সে দিনে সে দিনে।২১১৪॥

গীত।

এস সকলে যীশুর নিকটে, আমি যাচ্ছি তাঁহার নিকটে,
এস সকলে যীশুর নিকটে, তিনি ডাকছেন তোমাকে ॥২১১৫॥

গীত।

ভুলিতে কি পারি তোমারে,
তুমি বিনে আর কে তারিবে আমারে!
প্রভু হে সব দেখি অসার, তুমি মাত্র সারাৎসার, এই ভব সংসারে;
তার হে দীন দুরাচারে, প্রকাশি প্রেম অপার, অকূল পাপ পাথারে।
দিয়েছ প্রাণ ত্রাণতরে, তব পদ পূজিব, রাখি হৃদয়াগারে ॥২১১৬॥

(পৌরাণিক।)

—০—

কীৰ্ত্তন।

আয় রে আয় কানাই বলাই; আয়না রে ভাই ব্রজে যাই।
তিন দিন মা দেখে তোদের; বুঝিবা মা যশোদা বেঁচে নাই।
সবাকার প্রাণ হরণ করে, কেমন করে পরাণ ধরে,
এ ছার মথুরা পুরে, সব ভুলে রয়েছে ভাই॥
গোষ্ঠের খেলা কদমতলা কিছুই কি আর মনে নাই।২৯৯৭॥

ছায়ানট—একতালা।

এসেছে এসেছে কানাই।
বৃন্দাবনে বনে বনে কানু নিয়ে চল যাই॥
দাঁড়াবে কদমতলায়, সাজাব বনমালায়,
প্রাণের কানাই, কানাই বিনে, রাখালদের তো কেহ নাই॥
আবার গোঠে বাজবে বেণু, আবার গোঠে নাচবে ধেনু,
আবার গোঠে খেলবে কানু, কানাই নিয়ে খেলব ভাই॥২৯৯৮॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

আজ গোঠে যেও না গোপাল, প্রাণ কাঁদে নীলমণি, ও ব্রজদুলাল।
যারে রে বালক তোরা, দেখে যা মোর ননীচোরা,
এ নীলরতন ভিক্ষা আজি দেরে রাখাল॥২৯৯৯॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

দিব না গোষ্ঠে বিদায় মোর, নীলমণি ধনে;
কপাল মন্দ তাইতে সন্দ, বলাই হচ্ছে রে মনে।
কুস্বপন দেখেছি ভারি, যেন হারায়েছি হরি,
বলাই রে তোর করে ধরি, মন মানে তো নয়ন না মানে।
আজকের মতন যারে তোরা, ঘরে থাক মোর মাখনচোরা,
পলকেতে হইরে হারা, নয়নতারা দিয়ে বনে॥৩০০০॥

নামের সুর।

ঐ দেখ গো কে দাঁড়ায়ে বাঁকা বিনোদিয়ে,
বিনোদ ছাঁদে, বদন চাঁদে, বিনোদ বংশীধারী হে॥৩০০১॥

(ঐতিহাসিক।)

—o—

সাহানা বাহার খং।

নমি আমি কবিগুরু তব চরণ-কমলে ;
স্মরিতে তোমার নাম অজস্র প্রেম উথলে।
আর্য্যদের শিরোমণি তুমি শত রত্নমণি ;
জগত মোহিতে কিবা কাব্যশক্তি প্রকাশিলে॥
শুভক্ষণে কবি-গুরু রোপিলে যে কল্পতরু ;
ভরিল ভারত হায় তার কত ফুল ফলে॥
ভবভূতি কালিদাস, মধু আদি কীর্ত্তিবাস,
সেই পুষ্পে গাঁথি মালা পূজ্য হন ভূমণ্ডলে ;
পুণ্যের ভাণ্ডার সম, তব চিত্ত অনুপম ;
অপূর্ব্ব স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছ ধরাতলে ;
জগতের অভিরাম, হেন গুণনিধি রাম
সতীত্ব-রূপিণী সীতা বিরচিলে কি কৌশলে।
ভাল শিক্ষা দিলে তুমি গাইছে ভারতভূমি—
জয় বাল্মীকির জয় জয় সীতারাম বলে॥৩০০২॥

বসন্ত বাহার—তেতালা।

ধন্য ধন্য শাক্য-সিংহ পুরুষ প্রধান ;
কোটী কোটী নারীনরে করিছে অভিবাদন।
রাজ্যধন ত্যজিয়ে, যৌবনেতে যোগী হয়ে,
জীবের দুঃখ নিবারিতে করিলে সাধন ;
দয়ারূপে অবতীর্ণ তুমি হে সুজন ;—
ধরার দুঃখ ঘুচাইতে করলে আত্ম-বিসর্জ্জন॥
প্রেমের প্লাবনে তুমি ভাসাইলে আর্য্যভূমি,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করিলে প্রচার,
স্বার্থনাশে খুলে দিলে স্বর্গের দুয়ার ;—
সাম্যমন্ত্র উচ্চারণে কাঁপাইলে ত্রিভুবন॥৩০০৩॥

ধনেশ্রী—কাওয়ালী।

কি আনন্দ উদয় আজি অযোধ্যা-ভবনে ;
রাজ্যেশ্বর হয়ে রাম বসাইলেন সিংহাসনে॥
দুঃখ গেল অস্ত,পুরজন ব্যস্ত,আনন্দ-উৎসব আর মঙ্গল আচরণে॥৩০০৪॥

থট—কাওয়ালী।

হায় কি হইল, এই মনে ছিল, ও হে বিধি তোমারো।
কি দোষ পাইলে, সমূলে নাশিলে, আশালতা আমারো।
পলকে প্রলয়, যেন জ্ঞান হয়, নাহি হেরিলে যারে,
কেমনে সে ধনে, পাঠা'য়ে বনে, রব ভবনে আরো।
কে আর যতনে, মধুর বচনে, ডাকিবে বলে মা মা,
তাপিত, হৃদয় হইবে শীতল, হেরে মুখ কাহারো।
বাঁচিয়ে কি ফল, খাইব গরল, অথবা অনলে পশি,
অথবা জীবনে জীবন ত্যজিয়ে, জুড়াব জ্বালা এবারো ॥৩০০৫॥

সাহানা—ঢিমে তেতালা।

অযোধ্যা নগরে আজু আনন্দ অপার।
রাম রাজ্যেশ্বর হবে, শুভ সমাচার ॥
মধুর মঙ্গল গীত, শুনি অতি সুললিত,
মঙ্গল বাজনা কত, বাজে অনিবার।
পল্লব-কুসুম-হারে, কিবা শোভা দ্বারে দ্বারে,
প্রতি ঘরে সবে করে মঙ্গল আচার ॥৩০০৬॥

ঝুরির—সুর।

এ কি হল রে আমার রামকে দিলেম বনে,
কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেম কৈকেয়ীর কথা শুনে।
হাতে নিয়ে ধনুর্ব্বাণ বধেছিলেম মুনির প্রাণ,
অন্ধ মুনির অভিশাপ ফলো বুঝি এতদিনে।
রাজবরণ কেড়ে নিলেম জটা বাকল পরাইলেম,
হস্ত ধরে বনে দিলেম ধিক রে আমার এ জীবনে ॥৩০০৭॥

মল্লার - একতালা।

নব জলধর রাম-রঘুবর বিরাজে অযোধ্যা-মাঝে
কিবা, বিরাজে অযোধ্যা-মাঝে ॥
হর-শরাসন করিয়ে ভঙ্গ, মিলিত হেমাঙ্গী জানকী-সঙ্গ,
পরম পবিত্র প্রণয়-প্রসঙ্গ, অপরূপ রূপ সাজে ॥
আজানুলম্বিত, বাহু সুললিত, কোদণ্ড শোভিত তাহে।
লোকাভিরাম, গুণ অনুপম, জগজন-মন মোহে।
অতি গভীর ধীর শান্ত, সুশীল সরলচিত্ত একান্ত,
অনুজগণ প্রিয় নিতান্ত, বিজয়ী সমর কাজে ॥৩০০৮॥

কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর—একতালা।

ও রে রাম কেমনে দি বিদায় এ প্রাণে।
একবার আয় রে কোলে, সাধনের আমার সর্ব্বস্ব ধন,
ও বাপ তোর শোকে তার পিতা পড়ে ধরাসনে।
কত যাগ যজ্ঞ করে,পেয়েছি বাপ তোরে রাজা হবি বসবি সিংহাসনে;
কে সাধিল বাদ, হল হরিষে বিষাদ,
বুঝি অন্ধমুনির শাপ ফল্লো এত দিনে।
তোর কুণ্ডল হার মণি, কৈ রে রঘুমণি, নূপুর দুখানি কৈ চরণে ;
ছিন্ন ভিন্ন বেশ, ছিন্ন ভিন্ন চাঁচর কেশ,
ও বাপ কেমনেতে যাবি সে কঠিন কাননে।
তোর জটা বাকল হেরে, মন প্রাণ বিদরে,
এমন করে অঙ্গে দিলে কোন প্রাণে ;
তোর বিদায় শুনে, আমার বক্ষে শেল হানে,
ও বাপ তুই কেন রে যাবি আমি যাই সে বনে।
মায়ে দিয়ে মনস্তাপ,যেও না রে বাপ,দিব জলেঝাঁপ কাজ কিএ প্রাণে
তুই গুণের নিধি, বুঝি বাম হল বিধি,
হল সুদিনেতে কুদিন যদুদাসে ভনে ॥৩০০৯॥

জংলা-সারঙ্গ-গৎ—ঢিমেতেতালা।

বনবাসে যাবি রে রাম তুই শুনে জ্ঞানশূন্য হয়ে আছি যাদুমণি।
বহু আরাধনাতে, বিধি দিয়েছিল, তোমা তুল্য নন্দন,
ভাগ্য-দোষে বুঝি তোরে হারাই বাছাধন।
কাল সতিনীর মনে যা ছিল, হায় বিধি পুরাইল,
শোকে বুক ফেটে গেল ॥৩০১০॥

দেবগিরি বিভাস—খয়রা।

নিয়ে জানকীরে, আর কি ঘরে ফিরে,
যাবি নে রে বাপ দুঃখিনীর জীবন ॥
আমি তোদের থুয়ে বনে, যাইব ভবনে,
সে যে আমার বড় অসহ্য বেদন।
আর কি রে বাছা দেখবো না তোমারে,
আর কি রে মা বোলে জুড়াবি নে মাকে,
তাকি জান না রে জগত মাঝারে, তোমা বিহনে,
আমার আর কি ধন আছে ও রে বাছা ধন ॥৩০১১॥

মিশ্র ভৈরবী—আড়াঠেকা।

বিদায় দেওনা রামধনে আমার, কেকৈ তোমার করে ধরি।
উপবাসী রামকে আমার করো নাকো বনচারী ॥
আমি থাকিব না আর অযোধ্যাতে, রাজ্যধন দেও ভরতে,
রামধনকে নিয়ে কোলেতে, হব আমি দেশান্তরী ॥৩০১২॥

ঝিঁঝিট—খয়রা।

কোথা রৈলি রে দুঃখিনীর তনয়, দুঃখিনীর এই দুঃখের সময়,
চাঁদবদনে একবার আমায় মা বোলে বাপ কোলে আয়!
আমি অনাথিনী হয়ে, তোদের মুখ না হেরিয়ে;
দুঃখের উপর দুঃখের দিয়ে, দুঃখানলে জ্বলে যায় ॥
আমার সাগর সেচা ধন, যাছাধন রে তোরে,
কত আরাধন কোরে পেয়েছিলেম ॥
আমি কারে কব মন্দ, কপাল আমার মন্দ,
দৈব প্রতিবন্ধ হলো রে, ও তাই যতনের ধন,
তুই যে রাম রতন অযতন কোরে হারাইলেম ॥
একবার এসে অভাগীরে, জন্মের মত দেখে যা রে;
আর রে মায়ে দেখবি না রে, মা যদি তোর মোরে যায় ॥৩০১৩॥

বিভাস মল্লার মিশ্রিত—খয়রা।

কি শুনালি ও ভাই ভরত রে।
পিতার প্রাণান্ত সময়ে একবার দেখলেম না রে॥
মুনি পেয়ে মনস্তাপ, দিয়েছিলেন শাপ,
সে শাপ কাল সাপ হয়ে দংশিল কি তাঁরে॥
আমার অন্তরে বলে, পিতা আমার শোকানলে,
চিরদিন আর জ্বলবেন না বেলে, ত্বরায় ত্যজিলেন জীবন,
না জানি রে তখন, কত রাম রাম বোলে ডেকেছেন আমারে॥
পিতাকে প্রণাম করে, যখন আসি বনান্তরে,
তখন তিনি ধরাতে পোড়ে, শোকে ছিলেম অচেতন;
সে বেদন রে যেমন, আমার শেল সম হয়ে রয়েছে অন্তরে ॥৩০১৪॥

জংলাট—একতাল।

সুধাও কি গো ভগ্নী, সুধাংশুবদনী, দুঃখের কাহিনী, বোলবো কি।
বিধি দুঃখ আহরিয়ে, দারুণ, বিধি দুঃখ আহরিয়ে, বিষ বিশাইয়ে,
গড়েছিল দুঃখের মুরতী জানকী।

কোরে হরধনুভঙ্গ জনক প্রতিজ্ঞায়,পরে শ্রীরাম আমায় কোল্লেন পরিণয়
পথে পরশুরামে যুদ্ধে করি জয়, অভাগীরে নিয়ে এলেন অযোধ্যায় ॥
ও গো আমায় এনে ঘরে,প্রভু, ওগো আমায় এনে ঘরে, রাম রঘুবরে,
এক দিনের তরে হলেন না কো সুখী ॥
যখন ক্ষিতিপতি হবেন রাম রঘুমণি, আমি অভাগিনী হব রাজরাণী ॥
কপালের লেখা স্বপনে না জানি, রাজমহিষী হতে হলেম কাঙ্গালিনী ॥
দেখ তরুতলে বাস,ত্যজে রাজবাস,কেবল বনফল খেয়ে এ জীবন রাখি
আমি দেখি নাই জন্মে জননীকথন,আমার ধরণী জননী জানে সর্ব্বজন
বিধাতার বিধি না যায় খণ্ডন, না জানি কপালে কি আছে লিখন ॥
দেখে প্রভুর শ্রীচরণ, দেবর-বদন,
আমার সকল দুখ আমি নিবারিয়ে থাকি ॥৩০১৫॥

দেবগিরি বিভাস—খয়রা।

ও রামশশী হবি কাননবাসী,কে আমারে ডাকবে "মা" বলে।
ক্ষিরসর নবনী রে বাপ দিব কার বদন কমলে ॥
জটা বাকল পরে যাবি রে বনে, তাই কি সহে মায়ের প্রাণে,
আমি হেরব কেমনে, মণিহারা ফণীর মত হব রাম তুই বনে গেলে ॥১৬

যোগিয়া – একতালা।

এই ছিল কি মোর কপালে লিখন (রাম রে)
কোথা রাজমহিষী আমি রাজার মা হইব,
সাধ করে বসেছি মনে, কোথা রামধন দিয়ে বনে,
অযোধ্যাভবনে, হতে হলো কাঙ্গালিনী এখন ॥
(হতে হল এখন ; সেই ধন হারাইয়ে,
আমার কতই আরাধনের ধন রামধন হারাইয়ে ,
আমার কতই আরাধনা; কত যাগ যজ্ঞ, কঠিন ব্রত,
কোরে তোরে পেয়েছি বাপ, সেই ধন হারাইয়ে,
হতে হল,——এখন আমার কতই আরাধন ;
ও যার রক্ষা লাগি আপন বক্ষ চিরে,
ও সেই রুধির দিয়ে কত দেব দেবী পুজেছি,
সেই ধন হারাইয়ে, হতে হল এখন)।
দণ্ডে দশ বার না দেখিলে যায়, জ্ঞান হয় যেন বুক ফেটে যায়,
চৌদ্দ বৎসর তায়, না দেখে তোমায়, কেমনে বাঁচিবে এ দুঃখিনী মায়।
তোমার শোকে যদি মরণ না হয়, কেঁদে কেঁদে অন্ধ হব যে নিশ্চয়,
একবার এস বাছাধন ও বিধুবদন,জন্মের মত হেরি থাকিতে নয়ন৩০১৭

বিভাস—একতালা।

প্রাণের ভরত রে, তুমি আমার মাকে দেখো;
মা যেন না মরেন প্রাণে সদা সাবধানে রেখো॥
মা যখন বোসে বিরলে, কাঁদবেন রে ভাই রাম রাম বোলে,
তখন তুমি যেয়ে মায়ের কোলে, চাঁদমুখে মা বোলে ডেকো;
আমি মায়ের এমনি কুসন্তান, দূরে থাক মায়ের সুখসম্প্রদান;
জনম অবধি কেবল নিরবধি, হইলেম তাঁর দুঃখের নিদান॥
যদি তাঁর গর্ভে আমি অভাজন, নাহি করিতাম ভাই জনম ধারণ;
তা হলে কখন থাকিতে জীবন, ও তাঁর পুত্রশোকনলে দহিত না প্রাণ
চৌদ্দ বৎসরের পরে, যদি ফিরে আসি ঘরে,
তবে তখন মায়ের সেবা কোরে, করিব জীবন সার্থক॥৩০১৮॥

যোগীয়া—ঢিমেতেতালা।

কি সাধে বিষাদ ঘটিল, হায় কি হইল!
অযোধ্যা-জীবন রাম দেখ বিপিনে চলিল;
সঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণ, ত্যজিয়ে রাজভূষণ,
কটীতে চির বসন, মস্তকে জটা বাঁধিল;
জনক রাজনন্দিনী রূপে স্থির সৌদামিনী
হইতে পতি সঙ্গিনী, সবসুখ তেয়াগিল;
রাজরাণী কি পাষাণ, কেমনে ধরিয়ে প্রাণ,
এমন অমূল্য ধন, বনে বিসর্জ্জন দিল;
মনের বাসনা যত, সমূলে হইল হত,
সুখ-রবি অস্তগত, দুখ-যামিনী আইল,
আর অযোধ্যাধ্যা-নিবাসে, রহিব কি সুখ-আশে,
এই সঙ্গে বনবাসে, যাই সবে চল চল॥৩০১৯॥

আলাইয়া—আড়া।

তুই কি আসি রে রামধন; তুই কি আসি রে রামধন॥
তুই বিনা আর কেটা বুঝে মর্ম্ম-ব্যথা,
কৈকেই দুঃখের কথা শুন রে বাপধন॥
ভুবন-জীবন তোরে বনে দেই নাই আমি,
অন্তরেরই ভাব জান অন্তর্যামি, রাবণ-বধিবারে বনে গেলে তুমি,
আমায় করে বিড়ম্বন। বিধির চক্রে বাছা বনে গমন তোমার,
কুল বধূ কাঁদে কোলে নিয়ে কুমার,
পাপিনী মা বলে দেখে না আমায় পুত্র ভরত শত্রুঘ্ন॥৩০২০॥

কালেংড়া—আড় খেমটা।

কেন ও হে প্রাণনাথ, গৃহে থাকিতে বল আমায়।
কখন কি তোমায় ছাড়ি, একাকিনী রইতে পারি,
না করিলে সহচরী, দুঃখ কেবল প্রাণ রাখায়;
বনবাসে বহুতর, কষ্ট পাবে প্রাণেশ্বর,
এ দাসী থাকিতে কেন, বিঘ্ন হবে তোমার সেবায় ॥৩০২১॥

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

দেখিও লক্ষ্মী মম লক্ষ্মণে, আর লক্ষ্য নাই লক্ষ্মণ বিনে ॥
আমার অভাবে তুমি মা হবে, নিত্য এই ভাবে তুষিও মনে।
ছাড়ি ধন সংহতি, বনেতে চলিলে সতী,
ধন্য সীতে সতী জগতমাঝে ॥৩০২২॥

বিভাষ—আড়াঠেকা।

উঠ উঠ মহারাজ! বারেক সম্ভাষ কর;
শ্রীমুখ মলিন তব, দেখিতে না পারি আর ॥
আমরা চিরসঙ্গিনী, নিতান্ত তব অধিনী,
তবে কেন অনাথিনী, করে গেলে প্রাণেশ্বর ॥
অকূল দুঃখ পাথারে, ভাসাইয়ে অবলারে,
পুত্র-শোক-পারাবারে, আপনি হইলে পার;
কি করিব কোথা যাব? কোথা গে প্রাণ যুড়াব?
আর কার মুখ চাব? হেরিব অন্ধকার ॥৩০২৩॥

দেবগিরি বিভাস—খয়রা।

এই লয় মনে বাছা রামধনে, পেলেম নাকো আমি বুঝি যেন আর।
পাব বলি আশা, করি যে দুরাশা, নাশার বাসা বিধি, ভেঙ্গেছে আমার
বাজে অঙ্গ যার, কুসুমের সেবে, এ দারুণ পথে কেমনে বা সে যে
করিছে গমন, ভাবি অনুক্ষণ ও তাই বল রে,
হায় কত যাতনা হবেরে বাছার ॥৩০২৪॥

মল্লারমিশ্রিত—মনোহরসাই।

যত দিন দাদা আমার না আসিবেন ঘরে।
তত দিন শোব আমি কুশের উপরে ॥
জল কিম্বা ফলমূল ভোজন করিব। চিরবাস কিম্বা বৃক্ষ-বাকল পরিব ॥
শক্রঘ্ন বটক্ষীর কর আরোহণ, এখনি করিব আমি জটা বিরচন ॥৩০২৫॥

মনোহরসাই—লোভা।

এখন আমায় যোগী সাজাইয়ে দে রে ভাই (যোগী);
আর যে আমার রাজবেশের কাজ নাই রে (যোগী সাজাইয়ে)
আমার রাজবেশের কাজ নাই রে (যোগী সাজাইয়ে)॥
যদি যোগী হলেন রঘুবর, তবে আমাকেও ভাই যোগী কর।
(আমার রাজবেশের কাজ নাই রে সাজাইয়ে দে)॥৩০২৬॥

খট—ঝাঁপতাল।

কি দোষ করেছি তোমার, কেন গো হানিলে বাণ।
একি বাণে বধিলে যে, দুটী অভাগার প্রাণ।
শিশু বনচারী আমি, কিছু নাহিক জানি,
ফল মূল তুলে আনি, করি সাম-বেদ গান।
জন্মান্ধ জনক মম, তৃষায় কাতর হয়ে,
রয়েছেন পথ চেয়ে, কখন যাব বারি লয়ে॥
মরণান্তে নিয়ে যেও, এ দেহ তাঁর কোলে দিও,
দেখো দেখো ভুলো না কো, কোরো তাঁরে বারি দান।
মার্জ্জনা করিবেন পিতা, তাঁর যে দয়ার প্রাণ।৩০২৭॥

বসন্ত বাহার—একতালা।

ও রে যোগী চোর, মরণের তোর, বিলম্ব দেখিনে আর।
হরিলে আমারে, পেয়ে একা ঘরে, চোর তোর হবে প্রতীকার।
ও রে দশানন, এই আচরণ, কেবল রে তোর পতন কারণ,
শ্রীরামের নারী, যোগীবেশে হরি, সবংশে হরি সংহার।
ও রে দুষ্টমতি, স্বামী ভিন্ন সতী, কভু অন্য প্রতি করে না মন;
কৌশল্যা-নন্দন, বিনে অন্য জন, ভ্রমেও মনেতে হবে না সীতার৩০২৮

গৌরী—আড়া।

(আমার) প্রাণের সীতে না দেখে রে—হেরি সব শূন্যময়।
সীতা বিনা জীবন যাবে, ফিরে যাব না আলয়॥
পেতেছিলাম ছত্র দণ্ড, কৈকেয়ী মা দিল দণ্ড,
কখন কি ও রে লক্ষ্মণ, দণ্ডের উপর দণ্ড সয়;
হায় রে সে জানকীরে, একাকিনী পেয়ে ঘরে,
কে হরিল ও রে ও ভাই, হইয়ে নিদয়॥৩০২৯॥

সিন্ধু—চৌতাল।

এতক্ষণে বুঝি এলি রে! হৃদি মাঝে আয় রে, বাছা রে!
কোথা ছিলি বনে, এ ঘোর রেতে, এ দুর্যোগে, অন্ধ পিতারে ভুলি।
আছি সারা নিশি হায় রে, পথ চাহিয়ে, আছি তৃষায় কাতর,
দে মুখে বারি কাছে আয় রে।৩০৩০॥

টৌরী—ভৈরবী।

আছে অসুখে অশোক-বনে সে রমা,
ষড় মরমে মরিয়া আছে রামের মনোরমা।
বাছা তরণী রে না জান কি মা জানকী তোমার মার সমান॥
বাছা বলিস রে তোর পিতাকে, বলিতে তার মিতাকে,
সীতাকে করিতে রে উদ্ধার;
সীতা ক্ষণে পড়ে, ক্ষণে ধায়, ক্ষণেক চৈতন্য পায়,
মৃত্যু-প্রায় পড়িয়ে ধরায়।
বলে ধরা গো বিদীর্ণ হও, ত্বরা করি মোরে লও,
সহেনা সহেনা দুঃখ আর, আমি প্রবেশিব মা তোমার,
করুণা কর আমায়, কর ত্রাণ ঘুচাও যাতনা
সীতা নাহি খায় অন্নজল, বলে এনে দে গো হলাহল,
তারে প্রবোধ দিতে নাহি পারে সরমা।৩০৩১॥

ভৈরবী—একতালা।

শুন প্রাণধন,—আমার বচন; সামান্য মানব নহে রাঘব কখন॥
ভূভার হরিতে হরি, ত্যজিয়া গোলকপুরী,
অবনীতে রামরূপ করেছেন ধারণ॥
লক্ষ্মীরূপা তাঁর সীতে, রক্ষঃকুল বিনাশিতে,
করিয়াছ রক্ষপতে, তুমি হে বরণ;
গুণাকর রঘুবরে, সীতা সমর্পণ করে,
তাঁহার চরণে কর, শরণ গ্রহণ॥৩০৩২॥

টৌরী—ভৈরবী।

কোথায় হে এ সময় রহিলে দয়াল রাম।
কাঁদে জানকী দুঃখিনী, রাজাধিরাজ-গৃহিণী॥
দুরন্ত চেড়ীর দাপে, সদা মম হিয়া কাঁপে;
রাখ রাখ এ বিপাকে কোথা ওহে গুণধাম॥৩০৩৩॥

খাম্বাজ—একতালা।

আমার কি ফলের অভাব, তোরা এলি বিফল ফল যে লয়ে।
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল, মোক্ষফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে॥
শ্রীরাম-চরণ-কল্পতরুমূলে রৈ, যে ফল বাঞ্ছা মনে সে ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কৈ, ও ফল গ্রাহক নৈ,
যাবো তোদের প্রতিফল বিলায়ে॥৩০৩৪॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

শুন শুন ও রে মারীচ আদেশ আমার।
হিরণ্য হরিণ হয়ে হর মনঃ সীতার॥
ছলিতে রামের নারী, এইরূপ মায়া করি,
যাইতে হইবে ও হে নিশ্চয় তোমারে;
হায় একি প্রাণে সয়, লক্ষ্মণের নাহি ভয়,
ভগিনীর নাশা কর্ণ কাটে দুরাচার।
মম আজ্ঞা পালন, করিলে বাঁচিবে প্রাণ,
নতুবা অবশ্য তুমি হইবে সংহার॥৩০৩৫॥

বাহার বাগেশ্রী—একতালা।

জীবনে কি প্রয়োজন।
বিহনে প্রিয়জন, জীবন-জীবন, সীতা-প্রাণধন॥
পশিব সলিলে, অথবা অনলে, সীতা-শোকানলে জলে দেহ প্রাণ মন॥
কনক-লতিকা, মম প্রাণাধিকা,
নিশাচর-করে আহা, হয়েছে নিধন॥৩০৩৬॥

খাম্বাজ—একতালা।

মরি কি শুনালি রে সুফল রামনাম সুধামাখা।
কবে সে দিন হবে, দেখিব রাঘবে, সেই আশ্বাসে কেবল জীবন রাখা॥
সর্ব্বদা অসুখ অশোকবন-মাঝে, যে করে পরাণী বলিব কার কাছে,
অবশেষে আমার আরো বা কি আছে,
কর্ম্ম-ফলাফল কপালে লেখা॥৩০৩৭॥

বসন্ত বাহার—একতালা।

কি ভিক্ষা আজ দিব হে তোমারে, (ও হে যোগীবর)
আমি অতি দুখিনী, ভিখারির ঘরণী, বৃক্ষমূলে থাকি পত্রের কুটীরে।

যখন দেহে প্রবল হয় ক্ষুধানল, দেবর লক্ষ্মণ আনেন দুটী ফল,
কিছুমাত্র নাই সম্বল।
আমি জানিনে চাতুরী, ও হে জটাধারী,
বারে বারে লজ্জা দিও না আমারে ॥৩০৩৮॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

বল কি করে শোক বারি, নিবারি নয়ন-বারি, বিনে বাসবারি ॥
বিহনে জীবন-ধন, কেমনে ধরি জীবন,
আকুল পরাণ মন, সে ধনে না হেরি।
ত্রিভুবন পরাজিত, সুরাসুর যারে ভীত,
লয়েছে আজি বিধাতা, সে রতন হরি ॥৩০৩৯॥

পুরবী—আড়খেমটা।

যোগী এসেছে দ্বারে ভিক্ষা দেও গো সীতা সতি।
উপবাসে দিন যায় আমার শীঘ্রগতি,
ও গো সীতে ভিক্ষা দিয়ে বিদায় কর এ অতিথি ॥
দেখে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী, নির্ভয়েতে ও গো নারি,
ভিক্ষা নিয়ে নিজ হস্তে, দয়া ধর্ম্ম রাখ আজি দয়াবতি।৩০৪০॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

বল কি কাজ ছার প্রাণে; অবলা-জীবনধন প্রাণেশ বিহনে ॥
আর কি সুখের লোভে, থাকিব বল এ ভবে,
ভূষণে সখি কি হবে, বিধবা-জীবনে ॥
(চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে)
এ পাপ দেহ থাকিতে, পাব না নাথে দেখিতে,
পোড়াব এ ছার তনু আজি হুতাশনে ॥৩০৪১॥

কালাংড়া—ঢিমে তেতালা।

ও হে ভূপ বধ করেছ পুত্রধনে।
আজ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করব মোরা আগুনে ॥
শুন রাজা দশরথ, হয়ে তুমি পাপে রত,
বিনা দোষে সন্তানেরে করেছ নিধন;
পুত্রশোকে আমরা যেমন, মৃত্যু করি আলিঙ্গন,
তব মৃত্যু হবে সেই পুত্রশোক-কারণে ॥৩০৪২॥

আলেয়া—আড়া।

আমার নিকটে মরণ ; তাই মায়ামৃগ হতে বলিছ রাজন।
কখন এই খলভাব রবে না গোপন ॥
রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য, সাধিতে যাই তব কার্য্য,
মৃত্যু মম অনিবার্য্য, চিন্তা অকারণ ;
শুন ও হে লঙ্কাপতি, হয়েছে হে দুর্ম্মতি,
তাই পরনারী প্রতি করিয়াছ মন।
শেষে এই বলে যাই, রক্ষঃকুলের রক্ষা নাই,
যখন হয়েছে ইচ্ছা জানকী-হরণ ॥৩০৪৩॥

ভৈরবী—একতালা।

কেন অকারণ—রাজীবলোচন। চিন্তে চিন্ত চিন্তামনি চিন্তানিবারণ ॥
আমার বচন ধর, অন্তর শীতল কর, মনের উদ্বেগ হর, জানকীরমন॥
ভবানী ভবভাবনা, ভাব না তাঁর ভাবনা,
রবে না তব ভাবনা, ভাবনা-বারণ।
অশিব-নাশিনী শিবে, নাশিবে তব অশিবে,
সুখ-শশী প্রকাশিবে, মরিবে রাবণ ॥৩০৪৪॥

পরজ—একতালা।

ভূষণে হয়ে ভূষিতে, ভূলে তা যাও রাম তুষিতে।
দেখ দুখে মরিবে রামের বিষ-নয়নে পড়িবে সীতে ॥
চল্লে বধে আমার পতি, দেখো মোর শাপে তোমায় সতী
দিবে না বৈকুণ্ঠপতি, বাম হয়ে বামে বসিতে ॥
শুন গো সীতে রূপসি, সুখে যাও কি চতুর্দ্দোলে বসি,
বিমুখ হবেন গোলকশশী, কলঙ্ক দিয়ে শশীতে ॥৩০৪৫॥

ললিত—আড়া।

বিদায় দাও গো মাতঃ! আমায় যাইব আমি আজ রণে।
মহারাজার আজ্ঞা বল লঙ্ঘন করি কেমনে ॥
যেয়ে সেই রণস্থল, হেরবো রামের পদযুগল,
লক্ষণের চরণ কমল,নিরখিব দু নয়নে ॥
হইয়ে প্রসন্ন মন, কর মাতঃ! বিদায় দান,
রণে যেতে মম মন, হয়েছে চঞ্চল ;—
যদি মরি রামের শরে, যাব আমি স্বর্গপুরে,
কিছু ভেবনা অন্তরে, চলিলাম সমরাঙ্গনে ॥৩০৪৬॥

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

প্রাণ থাকিতে, তোরে যেতে দিব না শ্রীরাম-রণে।
সে রাম সামান্য নয় রে, হেন জ্ঞান হয় রে মনে॥
ছিল লঙ্কায় বীরপূর্ণ, রামশরে হল শূণ্য,
মকরাক্ষ কুম্ভকর্ণ, সকলেই মরিল প্রাণে।
শুন রে বাপ রে বলি তোরে, যেয়ে বল তোর লঙ্কেশ্বরে,
সীতা ফিরে দিয়ে তারে শরণ লও গে তার চরণে॥৩০৪৭॥

আলিয়া—একতালা।

প্রাণান্ত হলো আজি আমার কমল-আঁখি!
একবার হৃদকমলে দাঁড়াও দেখি॥
ইন্দ্র বেটা হার যোগালে অশ্বশালে কালকে রাখি।
পাছে কালবেটা কাল পেয়ে ধরে ঐ ভয়ে রাম তোমায়॥
ঐহিকের ঐশ্বর্য্য করা, রাম কিছু মোর নাই হে বাকি!
একবার বন্ধু হলে পরকালে কাল বেটাকে দেখাই ফাঁকি॥৩০৪৮॥

ললিত বিভাস—একতালা।

বৃথা রে লক্ষ্মণ, করিয়ে যতন, জলধি বন্ধন করিয়েছিলেম,
মায়ামৃগ বনে হ'য়েছিল কাল, সীতা হরে নিল রাবন মহীপাল,
এসে লঙ্কাপুরে, এত যুদ্ধ করে, অবশেষে বুঝি প্রাণ হারালেম।
যে সীতার তরে, কপির ঘরে ঘরে,আমরা দুটী ভাই কতই কেঁদেছিলেম
আমরা দুটী ভাই কতই কেঁদেছিলেম, এখন সে সীতারে,
এ জনমের তরে, রাবণ-সাগরে বিসর্জ্জন দিলেম॥৩০৪৯॥

মোল্লার—আড়া।

ও মা জানকি শুন আমার বচন।
আমি যে জন্য এলেম এথায়, নিবেদি তব পায়,
পাঠালে আমারে রাজীবলোচন॥
কাল শ্রীরাম সম্মুখে, বলেছ শ্রীমুখে, করিবে মুনিপত্নী দরশন।
হেন সাধ থাকে মনে, এস মোর সনে, যাবে যদি মুনির তপোবন॥
ও মা দ্বারেতে ল'য়ে রথ, সুমন্ত্র চাহে পথ, অব্যাজ কর পর আভরণ।
ওমা যাইবে গোপনে,যেন কেউ না জানে,প্রভুর আজ্ঞা যেতে তিন জন
শুন রাঘব-ভামিনী, হও অগ্রগামিনী, যামিনী হবে আসিতে ভবন।
বল ফল কি বিলম্বে, চল জগদম্বে,
রাম নব কাদম্বে করে স্মরণ॥৩০৫০॥

বিভাস—একতালা।

গা তোল ও হে প্রাণেশ এ কি বেশ হায়।
কি কারণে প্রাণধন পতিত ধরায়॥
রাক্ষস-কুলভূষণ, তুমি রাজা দশানন,
এ দশা তোমার কেন, বল হে আমায়।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, নহে তব সমকক্ষ,
কেবা হও প্রতিপক্ষ, বধেছে তোমায়—
ভূষিত হয়ে ভূষণে, বসিতে রত্ন-আসনে,
ধূলাতে কি ধরাসনে, তব শোভা পায়॥৬৪৫১॥

মোল্লার—আড়া।

হেন কেন হে দেবর লক্ষ্মণ;
নাচে দক্ষিণ ভুজাঙ্গ-আঁখি, দক্ষিণে ভুজঙ্গ দেখি,
প্রদক্ষিণ করি হেরি সকলি কুলক্ষণ॥
অনেক অশিব এ সব কিবে, দিবাভাগে কান্দে কাননে শিবে;
ফাটে মোর বুক, বুঝি প্রভুর মুখ, না করিব নিরীক্ষণ॥
না হেরিলাম আসিবার কালে রাম, না করিলাম শাশুড়ি প্রণাম।
স্থির নহে দেখ দহে অবিশ্রাম, জ্ঞান হয় যেন না আসিব ধাম॥
যেতে তপোবনে ভয় হয়, গৃহ পথ পানে ফিরাও রথ হয়;
নহে যাত্রাসিদ্ধি, এই বুদ্ধি শুদ্ধি আলয়ে চল এক্ষণ॥
কপালে কি আছে না যায় গণন, বুঝিতে না পারি প্রভুর মনন;
কিবে ভেবে আমায় পাঠালে কানন, বুঝি না হেরিবে আমার আনন,
যদি গুণনিধি হয়ে থাকে বাম, এক বার চল ফিরি হেরে আসি রাম,
হয়ে বিদায় শ্রীনাথের ঠাঁই, বলে যাই সে বিলক্ষণ॥৩০৫২॥

বিভাস—একতালা।

ও হে হৃষিকেশ। এ জনমের শেষ, কৃপা করি হরি দাঁড়াও সম্মুখে।
আমি অতিদীন, ভজন-বিহীন, সুদিন কর আমায় অধীন দেখে
শঙ্খ চক্র হরি ধর গদাপদ্ম, দেখে প্রফুল্লিত হউক আমার হৃদিপদ্ম,
মুনি নয়নপদ্ম, ধ্যান করি,পদ, শ্রীপাদ-পদ্ম আমার দেও হে মস্তকে।
ভুলেছিলে হরি জন্ম-জন্মান্তরে, শত্রুভাব ভাবলে দয়া করবো তোরে,
(তাই) মা জানকী হরে আনলেম লঙ্কাপুরে
(এখন) মুক্ত কর আমায় রক্ষদল থেকে।
ভজন সাধন আমি না জানি হে হরি,পার কর আমায় দিয়ে চরণ-তরি,
মুখে বলে হরি হরি,মুকুন্দমুরারী,যেন প্রাণ গেলেও নাম রসনায় ডাকে৫

ললিত—আড়া।

ধৈর্য ধর মা সরমা রোদন করো না গো আর।
অনিত্য সংসার এই কেহ নহে কার॥
দেখ গো মা দেহ তত্ত্ব, এ-প্রাণে কি সম্পর্ক
তবে কেন অবিরত কর গো আমার।
মিছে মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আমারি আমার॥৩০৫৪॥

ললিত—আড়া।

ও রে লক্ষণ একি হেরি এসে রণস্থলে।
তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই করো আমি ভাই ব'লে॥
অগ্রে আমি জন্ম নিলেম, অগ্রে ধনুর্ব্বাণ শিথিলেম,
অগ্রে রণে যাত্রা কল্লেম ও রে ভাই লক্ষণ;
অগ্রে জটা বাকল পরি, হয়েছি রে বনচারী,
পশ্চাতে আসিয়ে কেন অগ্রে প্রাণ ত্যজিলে॥৩০৫৫॥

বেহাগ।

কেমনে দি বিদায় তোরে এ কাল সমরে,
না জানি রাঘব বৎস কি মায়া ধরে,
বারে বারে পরাজয় করিলি রে তারে,
তবুও দুরন্ত রিপু মরে কি না মরে।
জানি আমি বাছাধন, তুই রে বীররতন,
তবুও পোড়া পরাণ কেন এমন করে॥৩০৫৬॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কোন্ প্রাণে জানকী রতনে রাখিয়ে আসিব আমি নিবিড় কাননে॥
পতিব্রতা সীতা সতী, পঞ্চমাস গর্ভবতী,
তাঁর প্রতি রঘুপতি, কঠিন হলে কেমনে॥৩০৫৭॥

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

বল মিত্রবর কি করি উপায়, কোন প্রাণে পাঠাই লক্ষণ সমরে।
প্রাণের লক্ষণ, হৃদয়-রতন, সংগ্রামে পাঠাতে না লয় অন্তরে॥
লক্ষণ আমার প্রাণের সমতুল্য ভাই, বল মিত্রবর, ইহার উপায়,
তরণীর রণে পাঠাব কারে॥৩০৫৮॥

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

দেখ মৈত্র বিভীষণ! রণস্থলে এল হে কোন জন॥
ঐ যে যাচ্ছে দেখা, রথে রাম নাম লেখা,
ধ্বজ পতাকা, রাম নামে শোভন।
দেখ মৈত্র দেখ তুমি চেয়ে, রামনামাঙ্কিত সর্ব্ব সৈন্য-গায়ে,
রামনাম হস্তী হয়ে;—(ও) এমন যে ভক্ত, ভক্তির উপযুক্ত,
ভক্তসনে কেমনে করি বল রণ॥৩০৫৯॥

মোল্লার—আড়া।

ভিখারীর রত্ন মিত্র স'পিলাম তব করে,
দেখিও দেখিও মম প্রাণাধিক লক্ষ্মণেরে॥
এই যে রাক্ষসালয়, যেন যমপুরী-প্রায়।
তাহে দুরন্ত রাবণী মহাপরাক্রম ধরে॥৩০৬০॥

ভৈরবী—আড়া।

কেমনে ভবনে আমি রাখিব রে জানকীরে।
অকলঙ্ক রঘুকুল ডুবিল কলঙ্ক-নীরে॥
জানি সীতা পতিব্রতা, পতিপ্রাণা পতিরতা,
তবু প্রজাদের তরে কাননে দিব অচিরে॥৩০৬১॥

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

কি হেতু এমন ভাব নিরখি তোমার রে।
বহিতেছে দুনয়নে শোক-নীরধারে॥
বল তব ধরি করে, প্রাণ যে কেমন করে,
ভাল তো আছেন প্রাণেশ আমার রে॥
হেরি তব ম্লান মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
উথলিয়ে উঠিতেছে, শোক-পারাবার রে॥৩০৬২॥

পিলু—কাওয়ালী।

দেবি, কেমনে কহিব সেই দারুণ বচন,
বলিতে বিদরে বুক, বরিষে নয়ন॥
কি খণ্ডাতে পারে বল, বিধির লিখন, সরস শরদ-চাঁদে, কলঙ্ক-ভূষণ॥
লোক-অপবাদে রাম কমল-লোচন,
তোমা ধনে বনবাসে করেছে বিসর্জ্জন॥৩০৬৩॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

আহা রে একি হ'ল রে আমার, এই ছিল কপালে।
যত আশা করেছিলেম সকল গেল বিফলে, রাজনন্দিনী রাজরাণী
আমি জনমদুঃখিনী,তোদের মুখ চেয়ে লক্ষ্মণ সকল দুঃখ আমি ভুলে
বাঁধিয়া সাগর-জলে, যে সীতারে উদ্ধারিলে,
অবশেষে বনবাসে তারে বিসর্জ্জন দিলে।
ভিখারিণী বনে রব, রামরূপ ধ্যান করিব,
সেই মুখ নিরখিব এই প্রাণ যাবার কালে।
জন্ম জন্মান্তরে আমি পাইব রাঘব স্বামী,
এ জীবনে হেরব না রে মরি এই শোকানলে।
ও রে লক্ষ্মণ ধরি হাতে, লয়ে আমার রঘুনাথে,
সুখে থেকো অযোধ্যাতে (কভু) ভেব না জানকী বলে॥৩০৬৪॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

দেবর দাঁড়াও হে বারেক দাঁড়াও।
ওহে লক্ষ্মণ ধানুকী, শ্রীরামের জানকী
কার কাছে স'পে যাও তা বলে যাও।
তুমি তা ভেব না, সঙ্গে আর যাব না,
রামের কিরে একবার ফিরে চায়॥
দাঁড়াও দাঁড়াও দেবর লক্ষ্মণ, ডাকিলে শুন না,
ভয় কি হে আমি তোমার সঙ্গেতে যাব না।
বারেক দাঁড়ায়ে শুন গুটি দুই কথা,
সীতানাথের সীতা তুমি ফেলে যাও কোথা?
এই বুঝি তোমাদের ছিল অভিলাষ,
ছলে তপোবনে এনে দিলে বনবাস॥৩০৬৫॥

ভৈরবী মধ্যমান।

বলো রে লক্ষ্মণ তাঁরে, বিনম্র বচনে,
দিনান্তে এ দুঃখিনীরে, করে যেন মনে॥
এত যদি ছিল মনে, আমারে দিবেন বনে,
তবে কেন ভত কষ্ট, রাবণ নিধনে॥
জন্ম দুখিনীর ভার, এত হয়েছিল তাঁর,
তবে কেন উদ্ধারিয়ে আনিলে ভবনে॥
অভাগীর নির্ব্বাসন, অপবাদ বিমোচন,
এখন নিযুক্ত রোন, প্রজা-রঞ্জনে॥৩০৬৬॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

লক্ষ্মণ বল আমায়, করি কি উপায় আমি একাকিনী কোথা যাই রে।
হলেম অচল, উপায় কি বল, অঙ্গে কিছুমাত্র বল আর নাই রে॥
এ বনে নির্জ্জনে আমি কেমন করে প্রাণ বাঁচাই রে॥
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর রে লক্ষ্মণ, জন্মের মতন একবার করি নিরীক্ষণ।
কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন, অকস্মাৎ বজ্রাঘাত রে;
মৃত্যু নাই কোথা যাই দেখি যতক্ষণ তোরে পাই রে॥
কলঙ্কিনী অকারণে, এ দুঃখ কি সয় রে প্রাণে;
ইচ্ছা মৃত্যু নাই এক্ষনে কোথা যাই রে।
গর্ভবতী যদি না হতেম লক্ষ্মণ, এ মুহূর্ত্তে আমি ত্যজিলাম জীবন,
এ ছার জীবনে ক্ষণেক বহনে, কিছুমাত্র সাধ আর নাই রে।
ইচ্ছা হয় এ সময় আমি বিষ পেলে বিষ খাই রে॥৩০৬৭॥

পাহাড়ী আড়াঠেকা।

হায় রে দারুণ বিধি, কি বিধি তোমার হে।
লিখেছিলে এত দুখ, কপালে সীতার হে॥
আহা আহা মরি মরি, সোণার প্রতিমা হরি,
করিলে কি একেবারে জগৎ আঁধার হে॥
এই জনকের কন্তে, রূপে গুণে মহী ধন্তে,
এঁর সমা পতিব্রতা কোথায় কে আর হে॥৩০৬৮॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

গা তোল ধরণী-সুতা কেন মা পড়ে ধরায়।
মূর্চ্ছিতা দেখে তোমারে, হৃদি বিদরিয়া যায়॥
হা রে বিধি নিদারুণ, কি দোষে হলি বিগুণ;
এত দিনে রঘুকুল-পূর্ণশশী অস্ত যায়॥
ধিক্ রে প্রজারঞ্জনে, সাক্ষাৎ কমলা-ধনে,
বিসর্জ্জন দিয়ে বনে, জীবন কি ধরা যায়॥৩০৬৯॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

দেখো রে লক্ষ্মণ তাঁরে, রেখ অতি সযতনে;
আমার লাগিয়ে যেন, ব্যাকুল না হন মনে॥
দুখিনীর কথা রেখো, নিকটে নিকটে থেকো,
নিতান্ত ব্যাকুল হলে, তুষো অন্য আলাপনে॥৩০৭০॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

বনবাস শুনে যখন যায় নাই প্রাণ রে।
তখন জেনেছি, দেহ পাষাণে নির্ম্মাণ রে॥
দুঃখিনীর মাথা খাও, অযোধ্যায় ফিরে যাও,
তিনি যেন মম তরে, যাতনা না পান রে॥
মৃণালে কণ্টক-ভার, সৃজিত যে বিধাতার,
তিনি করেছেন মম, কানন-বিধান রে॥৩০৭১॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কোথা এ সময় হরি মরি করুণা-নিধান,
হরিগণ এলো হরিতে জানকীর প্রাণ॥
ব্যাঘ্র হরি সিংহ হরি, বিষময় ভুজঙ্গ হরি,
সব ভয়ঙ্কর হেরি, কর হরি পরিত্রাণ॥
হরিময় হেরি হরি, হের কৃপাময় হরি,
হরিভয় হর হরি, কর করুণা প্রদান॥৩০৭২॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

অবধান কর মহামুনি।
আমি জনকদুহিতে, শ্রীরামের বনিতে,
আমার নাম সীতে জনমদুঃখিনী॥
মর্ম্ম কথা কই মম কর্ম্মদোষে, রাম বাম মম প্রতি হয়ে রোষে,
বনবাসে দিয়েছে রঘুমণি, আমি ভ্রমি এ কাননে একাকিনী॥
রামের কামিনী, কানন-গামিনী; পাপিনী তাপিনী মম সমান নাই।
তাহে গর্ভবতী, বনে দিলে পতি, এমত দুর্গতি কার বল তাই॥
চাহি মরি, না পারি করি ভয়, গর্ভে প্রভুর সুত পাছে নষ্ট হয়,
কি ফেরে ফেলেছে চিন্তামণি, আমি না মরি না তরি সংশয় প্রাণী॥৩০৭৩॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কেন মা বিরস বদনে; শরদ চন্দ্রমা যথা মলিন গ্রহণে॥
বল গো মা রামপ্রিয়ে, সকাতরা কি লাগিয়ে,
বিষাদে বিদরে হিয়ে, তব রোদনে॥
বিরস মুখ-কমল, কমল-নয়নে জল,
বহিতেছে অবিরল, কহ কি দুখে;—
তোমার সন্তাপভার ধরায় ধরে না আর,
তাই কি নীরব ধরা, তব কারণে॥৩০৭৪॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ধন্যে কার কন্যে কি লাবণ্যে মরি হায় হায়,
একা কি জন্যে,এ ঘোরারণ্যে, রাম রাম বলি উঠে পড়ে ধায়।
তড়িতজড়িত-গড়িত রূপ, শশধরাধরে সুধার কূপ,
আসিয়ে পশিল মৃগশিশু সুপ্ত, তত্র মাত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়।
ইন্দু ধরে বিন্দু সিন্দূর ভালে, বেশর কেশর নাসায় দোলে;
তাহে কর্ণমূলে, স্বর্ণ কর্ণফুলে শোভে, লোভে ভুলে কাম, মোহ যায়।
করিকুম্ভ যিনি বক্ষ বাখানি, হরিকক্ষ হরি কক্ষখানি;
রামরম্ভাতরু যিনি উরু গুরু, তরুণ অরুণবরণ চরণকিরণ প্রায়॥
বুকে কর হানে মুখে রাম রাম, স্থির নাহি বাঁধে কাঁদে অবিশ্রাম,
জানিলাম রাম জানকীরে বাম,বিনা দোষে বনবাস দিলে তায়॥৩০৭৫

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

ও মা জানকী, বল মা একি ধরাতনয়া পড়ে ধরা।
সঙ্কট কি হলো, কেন পঙ্কজনয়নে ধারা॥
কেন বিধি হইল বাম, ভাঙ্গিল তব সুখধাম,
বদনে ধ্বনি অবিরাম,রাম রাম গো রামদারা।
ও মা বল ব্রহ্মস্বরূপিনী, কি ধন হারা আপনি,
সাপিনী যেন তাপিনী, গো মা শিরোমণি হয়ে হারা॥
নিরখিয়ে মা তব মুখ, বিদরিছে আমার বুক,
ভানুতাপে ঘেমেছে মুখ, অনুতাপে তনু জরা॥৩০৭৬॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

কে শিখালে বীণাযন্ত্রে রামায়ণ, তোরা বল্ রে মুনির নন্দন।
তোদের বীণার স্বর শুনে, আমার হেমাঙ্গিনী পড়ে মনে,
ধৈরয না মানে প্রাণে কোথায় ধনুক ভাঙ্গা-নন।
তোদের বীণার মধুর স্বরে, জলে মীন্ ভাসে চাঁদ-বদন হেরে,
মৃত প্রাণ সঞ্চারিল বীণার গান করে শ্রবণ॥৩০৭৭॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কোথা মা ধরিত্রে দেবী দ্বিধা হও মা ত্বরা করে।
সকল কষ্ট পরিহরি, আজ তবে গর্ভে প্রবেশ করে॥
আমি মা বড় দুঃখিনী, পাষাণ চেয়ে পাষাণী,
নতুবা এ মহাপ্রাণী, আছে কেন শরীরে॥৩০৭৮॥

জয়জয়ন্তি—একতালা।

জননী, বিদীর্ণা হও, তোমাতে প্রবেশ করি।
কাহার লাগিয়ে আর, এ পাপ জীবন ধরি॥
দুখিনীর মুখ চাও, শ্রীচরণে স্থান দাও,
নতুবা এখনি আজি, এ শরীর পরিহরি।
বনে বনে অবিরত, যাতনা পেয়েছি কত,
তুমি হলে অনুকূল, যাতনা-সাগরে তরি॥৩০৭৯॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আজ এত বিলম্ব কেনে,
ও রে লবকুশ তোরা গিয়েছিলি কোন গহন বনে।
মা বোলে আয় রে মায়ের কোলে নিদয় ছেলে,
এতক্ষণ কোথা ছিলে মা ভুলে;
আমার পয়োধরে পয়ঃ অধরে স্রবয়ে, অধরে ধরিয়া খা দুজনে॥
বনে গেলে মনে থাকে মা মা বলে,
এত বেলা খেলা করে ছিলে মা ফেলে;
আমার ধনজন নাই,ও রে লবাই কুশাই,তোরা দুই ভাই বিনে ভুবনে।
নির্ভয় কি রবে সর্ব্বদা মনে, কবে হবি তোরা জীবনহারা রণে,
কেবল আছি বনে করে বাসা, ঘুচাবি সে আশা,
মন্দ দশাই সন্দেহ হয় মনে॥৩০৮০॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

লক্ষ্মণ কাজ নাই ভাই রণেতে।
এক দিন রাবণ বধেছিল প্রাণ, কত করে বাঁচাই তাহাতে,
ও রে আমার সেই ভয় হয় মনেতে,কেহ শক্তিশেল মারে পাছে বুকেতে
ভাই শত্রুঘ্ন বধিয়ে লবণ, মৈল শত্রু-শিশুর হাতে।
ও রে তুমি নারবে বুঝিতে শিশুর-সাথে;
কেমন করে কোন প্রাণে কব যেতে॥৩০৮১॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

সে ধনে কাননে, করিয়ে বিসর্জ্জন।
এখন রয়েছে দেহে নির্লজ্জ জীবন॥
যাও ত্বরা করি, দেহ পরিহরি, যথা একাকিনী, সে প্রাণ-রতন।
বিজন কাননে, বিরস বদনে, অভিমানে কত করিছে রোদন॥৩০৮২॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

রাম রঘুপতি, অনুজের সনে; লভিলেন মিথিলায় জানকী-রতনে॥
পরে রাম জনকের প্রতিজ্ঞা পালনে; লক্ষ্মণ সীতার সহ প্রবেশিলা বনে
একাকিনী জানকীরে বিজন কাননে,
পাইয়ে রাবণ, হরি আনিল ভবনে;
হারাইয়া প্রাণসমা প্রেয়সী-রতনে,
কেঁদে কেঁদে রঘুবীর ভ্রমেণ কাননে॥৩০৮৩॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আমায় আর মের না রে বাণ, ওরে নিদয় হৃদয় দুটী মুনির সন্তান।
সম্বর গাণ্ডীব শর, তিলেক দেহ অবসর,
না সরে আমার স্বর, শরে শরে সরে প্রাণ।
না সরে যাহার স্বর, তারে কি রে মারে শর,
ধনুঃশর লয়ে শর পুর না শরসন্ধান।
না দেখি আর দোসর, হেন ধনুঃশর ধর তোরা,
দোঁহ সমশর-শর শমন সমান॥৩০৮৪॥

ললিত—আড়াঠেকা।

সাধে কি আজ কাঁদি আমি যে দুঃখ আজ আমার মনে,
কি দিয়ে পালিব শিশু ক্ষুধার সময় দুগ্ধ বিনে॥
রাজমহিষী রাজার কণ্ঠে, তাহে আমি এ অরণ্যে।
কাঁদে শিশু দুগ্ধের জন্যে এ দুঃখ কি সয় না প্রাণে!
একটী পয়সা নাই সংগস্থ, তাতে আমার দুটী বাছা।
কি দিয়ে বাঁচাব বাঁচাব বাছা, উপায় না দেখি এখনে॥৩০৮৫॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

কে আছে অবোধ আর আমারি মতন।
হেন গুণবতী সতী সীতায় কি দোষে কল্লেম বর্জ্জন॥
ফুটে না পারি কহিতে, হায় না পারি সহিতে,
হৃদয় আজি দহিছে (আমার(সীতা-বিরহ-দহনে।
রজক-বাক্যে ভুলিয়ে, জানকীরে বনে দিয়ে,
এখন কেন তাই ভাবিয়ে করিতেছি রোদন,
হায় আমি কি করিব, কিসে প্রাণ জুড়াইব,
কেমনে বা পাশরিব, দেহে থাকিতে জীবন॥৩০৮৬॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

সত্য বল না, করো না ছলনা, প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ গুণমণি রে।
শূন্য রথ লয়ে, আইলে আলয়ে, কোন বনে রেখে চন্দ্রাননীরে॥
মূঢ় মম মতি, পতি হয়ে সতী, বিনা দোষে দিলেম বনবাস;
না ভাবিলাম ত্রাস, গর্ভ পঞ্চমাস, হলে গর্ভ নাশ ফলে সর্ব্বনাশ।
শুনিয়া কুজনজনের বচন, হিতাহিত চিত্তে না করি সূচন,
ত্যজিলাম জনক-নন্দিনীরে।
তারে নিরীক্ষণ, না করে লক্ষ্মণ, প্রাণ যায় না যায় রক্ষণ;
ইচ্ছা হয় এইক্ষণ গরল ভক্ষণ করি মরি;
বরং সেই বিলক্ষণ, আর না করিব ও মুখ ঈক্ষণ;
বিনা দোষে করিলাম উপেক্ষণ, কাননে দিলাম একাকিনী রে॥৩০৮৭॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

সীতার বিরহে রাম,কাননে; (কাননে)ভ্রমিছেন নিরবধি ম্লান বদনে॥
বিনে সীতা শশীমুখী, কিছুতে না হন সুখী,
নিরাধারা শোক-নীর বহে দুনয়নে॥
কিবা জলে কিবা স্থলে, নিরন্তর দেহ জ্বলে,
প্রেয়সী-বিয়োগরূপ শোক-দহনে॥
বারিধি বন্ধন করি সুগ্রীবের সনে, বধিলেন সবংশেতে রাক্ষস রাবণে
সীতার পরীক্ষা লয়ে জ্বলন্ত দহনে-রাজা হইলেন আসি অযোধ্যা-ভুবনে
পরেতে নিদয় রাম খলের বচনে,
গর্ভবতী জানকীরে দিলেন কাননে॥৩০৮৮॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

শত্রুঘ্ন গর্ব্ব করো না, খর্ব্ব হইবে নিশ্চয়।
তুমি আমাদের না চিন আগে কর রণ, এখনি পাবে পরে পরিচয়।
আমরা বেঁধেছি তোমারি বিজ্ঞ রামের যজ্ঞ-হয়।
কেমন ধনুঃশর ধর, যদি থাকে সাধ্য,তবে কর যুদ্ধ,গালবাদ্য বৃথা কর
ও হে তুমি সেই রামের ভাই, কর বড় বড়াই,
আমরা কি রাখি তোমার রামের ভয়।
অভিপ্রায় বুঝা যায়, শিশু দেখে তুচ্ছ অতিশয়।
মোরা লবকুশ নাম ধরি, নারে অমরে সমরে,
গণি কি তোমারে, তৃণ হেন জ্ঞান করি।
কিন্তু আজিকার সমরে বাঁচ না না মরে,
এখন মেরে পাঠাই যমালয়॥৩০৮৯॥

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

ও গো এস মা রামপ্রিয়ে ভেস না নয়ননীরে।
থাকতে হবে কিছু দিন অতি দীন মুনি-মন্দিরে॥
ভবভাব্য-ভাবিনী সীতে তুমি ভাব কি অন্তরে;
সহজে কি এসেছ আমার সাধ পুরাতে সাধ করে?
বেন্ধে এনেছি পদ নিজ সাধনের ডোরে॥
তোমায় বনে দেন পীতাম্বর, সে সব দুঃখ সম্বরে,
সম্প্রীত বিতর, ধন্য কর মুনিবরে॥
রাজভূষণ রাজবাস ভালবাস গো রাজরাণী,
আমি কোথা পাব, দিতে কেবল দিব গো জগদ্বন্দিনী
চন্দন তুলসী চরণাম্বুজোপরে॥৩০১০॥

ভৈরবী—অড়াঠেকা।

ধর হে নাথ ধর ধর তোমার বংশধর কোলে লও।
আমার বিমুখ হলে হলে, পুত্রে বিমুখ কেন হও॥
দেখ হে নাথ নয়ন মেলে, সোণার কমল দুটী ছেলে
অকূল পাথারে পড়ে ভাসতেছে।
এত সাধের কুশিলব, কারে দিব এ বৈভব?
তোমারি ধন তোমায় দিলেম তুমি এখন বুঝে লও॥৩০১১॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

চিন্তা কি চিন্তামণি রাম, আমি যাব শিশুর সনে করিতে সংগ্রাম।
তোমার প্রসাদে জীতে, কে মোরে সমরে জিতে,
ইন্দ্রজিতে ইন্দ্র জিতে তারে জিতিলাম।
অহঙ্কার করি কই, ত্রিভুবন করি জই,
রণে কভু উন নই, তোমার অনুজ হই;
পঞ্চ বৎসরের বালক মারি আঁখির পলকে,
তুরঙ্গ লয়ে কৌতুকে আনিব শ্রীরাম॥৩০১২॥

মূলতান—কাওয়ালী।

ছি ছি ধর্ম্মরাজ এ কি কাজ করিলে, জীবনভয়ে স্বধর্ম্ম পাশরিলে,
যদি এত ভয় যুদ্ধ দানে, তবে কেন যুদ্ধস্থানে আসিলে;
করে ধরি শরাসন, অসংখ্য রিপুগণ হাসালে, ক্ষত্রকুলে কলঙ্ক রাখিলে।
মম প্রতিজ্ঞা শুন হে রাজন, তোমারে করিব বন্ধন যুদ্ধস্থলে,
অদ্য নাহি রক্ষে, স্বয়ং ধর্ম্ম তব পক্ষে আসিলে, বাঁধিব তোমারে বাহুবলে

ভৈরবী—মধ্যমান।

ধীরি ধীরি বহে মলয় বায়, ধীরি ধীরি ফুল দুলিছে তায়,
ধীরি ধীরি চাঁদ ভাসিয়ে যায়, হাসিয়ে হাসিয়ে গগণ-গায়
ঝুরু ঝুরু ঝরে চাঁদের হাস, ভুরু ভুরু উড়ে ফুলের বাস,
চাঁদের কিরণে কোকিলার সনে রাম-গুণ-গান কোকিলা গায়॥
ছোট ছোট ফুল ফোটে ফোটে মুখে, গলে গল রাখি খেলা করে সুখে;
রাম লছমন ভাই দুইজন গলা ধরাধরি করিয়ে যায়;—
আকাশের চাঁদ সরসে ভাসে, যেন দুই চাঁদ দুদিকে হাসে,
রাম লছমন ভাই দুই জন, দুই চাঁদ-হাসি বিলায়॥৩০১৪॥

অহং—একতালা।

হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি!
ভেব না কঠিন, যদি নাহি তাহে পরকাশি॥
কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনার,—
অন্তরে অন্তরে জ্বলে জান কি অনলরাশি?
জান কি তোমার লাগি কত চিত্ত অনুরাগী।
জান কি রাছে এ ভস্ম কি স্ফুলিঙ্গ আবরিয়ে?
তুমি আপনার নয়, একথা কি প্রাণে সয়,
কি করি বিমুখ বিধি কাঁদি তাই লুকাইয়ে,
বিষাদে একাকী সদা নয়ন-সলিলে ভাসি;
হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখে কত ভালবাসি॥৩০১৫॥

আলেয়া—কাওয়ালী।

এই ধরাতলে, ধন্য ধন্য ক্ষত্রিয়-ললনা!
যবন-প্লাবন-কালে, পড়িয়া জঞ্জাল-জালে সহিলে কতই যন্ত্রণা॥
পরশিলে দুরাশয়ে, সতীত্ব যাইবে ভয়ে,
অনলে জীবন ঢালিয়ে ভয় ভাবনা॥
জ্বালিতে সমরানল, করিতে দেশের কুশল,
দিলে ভূষণ সকল, হয়ে প্রসন্নবদনা॥
স্বদেশের অনুরাগে, বিরাগে আর মনোরাগে,
পাঠালে যবনের আগে সুতে করি উত্তেজনা;
যত দিন রহিবে ক্ষিতি, তত দিন রহিবে খ্যাতি,
তোমারাই প্রকৃত সতী, সাধ্বী পতিপরায়ণা॥৩০১৬॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

(ও রে) কি শুনালি লবকুশ তোরা মোরে অকস্মাৎ,
জ্ঞান হেন যেন হলো বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।
এই লেগে কি এত দুঃখে, তোদের ধরেছিলেম কক্ষে,
অনাথিনী করে মাকে, মেরে এলি রঘুনাথ ॥
গর্ভে এসে পঞ্চমাসে, দিলে আমায় বনবাসে,
বাকি বুঝি ছিল শেষে বধিবারে খুল্লতাত।
হেন দুই কাল উদরে, ধুয়েছিলেম তোদের কি দে,
তনয় তাতেরে মারে, কে করে হেন আঘাত ॥৩০৯৭॥

পিলু বাহার—খং।

চল চল প্রাণেশ্বর সমরে করি প্রস্থান;
একাকী যাইব বলে বধো না দুঃখিনীর প্রাণ।
একাকী সমরে যাবে, এ দাসী কি গৃহে রবে?
তা হলে যে হবে নাথ পৃথীরাজের অপমান ॥
দেহ শূল দেহ অসি, সমর-সাগরেভাসি,
কটাক্ষে শত্রু যত, যবনে করিব হত;
মরিলেও নিত্যধামে তব পদে পাব স্থান ॥৩০৯৮॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

ও রে জীবন ধন, কেন ধরায় করিয়ে শয়ন।
উঠ রে বাপ যাদুমণি, হেরি তোমার চাঁদ বদন ॥
তুই রে বংশের ভূষণ, অর্জ্জুনের প্রাণধন,
সুভদ্রার হৃদয়রতন, উত্তরা-শিরোভূষণ।
হেরে তোর মুখশশী, আঁখি নীরে সদা ভাসি,
কেমনে কব প্রকাশি, তোমা ধন বিসর্জ্জন ॥৩০৯৯॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

করি প্রণিপাত শুন পিসা মহাশয়।
বলি তোমায় করিতে পরীক্ষা আমায়,
শরাসন করে ধরি যাও কুরু সমুদয়, পাবে মম বাহুবলের পরিচয়।
তব পক্ষে অকুল জলধি হয়; পাণ্ডবের পক্ষে কুরু গোষ্পদের তুল্য হয়,
পাণ্ডব বারণ, কুরুগণ কদলীনিচয়,
শিবাগণ দেখে কোথা সিংহশিশু করে ভয় ॥৩১০০॥

ললিত—মধ্যমান।

জননী! জন্মের মতন যাই, বিদায় দাও শ্রীচরণে।
লয়ে সপ্তরথী কুরুপতি, বাদ সাধিল এ জীবনে॥
মম প্রতি যত করিতে গো স্নেহ, বিফলেতে আজ সব গেল সেহ,
এ সময়ে এসে একবার দেখা দেহ,মা মা বলে ডাকি আমি এই বদনে॥
এখন মম সদা নয়নের জলে, বক্ষ ভেসে যায় যেন স্রোতজলে,
আমার অন্তিম কালে, কে করে গো কোলে,মনদুঃখ মম রহিল মনে॥

ভঁয়রা—কাওয়ালী।

দুখিনীরে আরো কি ডুবাবে বিধি!
দুখ নিরবধি, নীরে নিরবধি, দুখিনী তো ভাসে জন্মাবধি,
যন্ত্রণার নাহি অবধি! অভাগিনীর সুখ-সাধ সদা বিসম্বাদি,
যৌবনে পতি-ধনে হলে প্রতিবাদী,
যৌবনে হারায়ে পতি, বনে বসি কাঁদি!
পঞ্চদেবের বরে পঞ্চ অঞ্চলের নিধি,
ভাবিতে তাঁদের দুখ বিদীর্ণ হয় হৃদি।
(পাল্টা) মনে হলে তাদের কষ্ট বিদীর্ণ হয় হৃদি।
সদয় হয়ে সম্পদের মুখ দেখাইলে যদি,
অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত এই কি তোমার বিধি? (পাল্টা)।
হৃদয়নিধি হরে নিলে এই কি তোমার বিধি?৩১০২॥

টৌরী ভৈরবী—চৌতালা।

কি ভাবে কিসের অভাবে গৌর আমার কোথায় গেল!
নবদ্বীপচন্দ্র বিনে, নবদ্বীপ অন্ধকার হলো॥
আমি অতি দুঃখিনী রে! আমায় ভাসাইয়ে দুঃখনীরে,
সে হেন গুণমণিরে কেন বিধি হরে,নিলে॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের উদ্দেশে, যাব আমি কোন দেশে,
কৌশল্যার দশা কি শেষে আমার কপালে ঘটিল॥৩১০৩॥

কাফি—যৎ।

গোরা সন্ন্যাসী নবীন অবনীতে উপনীত,
ভক্তের অধীন, গুণের সাগর-তুল্য রূপেতে প্রবীণ।
হা রে বিধি হেন নিধি কে পরালে ডোর কৌপীন,
কিবা শোভা নিত্যানন্দ,ভাবিয়ে সচ্চিদানন্দ, কালী অতি দীন॥৩১০৪॥

মুলতান একতালা।

রণে ভঙ্গ দিও না পাণ্ডব সেনাগণ।
কর রে স্মরণ ক্ষত্রিয়-সন্তানগণ,
দেহেতে থাকিতে জীবন, প্রতিজ্ঞা না করিব পলায়ন।
(ও রে) কুরুসেনাপতি দ্রোণ, সমরে আসিছে যেন সাক্ষাৎ শমন,
ব্যাকুল হও না কেহ, সাবধানে নিজ দেহ কর রক্ষণ;
করেতে করি ধারণ শরাসন (ও রে) কি ভয় আছে মরণে,
মরিব মারিব রণে, এইতো পণ;
রিপুগণ করে যদি সম্মুখ সমরে হয় মরণ, দিব্য রথে স্বর্গে করিব গমন॥৫

ভঁয়রো—একতালা।

পণ করি পার্থ চলে রণস্থলে জয়দ্রথ বধের তরে।
ক্রোধে গাণ্ডীব করিল করে, ও রে নর কিবা ছার,
শুনি হুহুঙ্কার অমর সভয়ে মরে।
কদলীর বন দলিতে বারণ চলিল, বারণ কে করে,
হয়ে ভীষন মূরতি, কুরুসেনাপতি স্থিতি না করে সমরে,
পার্থ অগ্রসর হেরি, শোক পরিহরি।
জয়ঢাক তুরী মধুর বাঁশরি, নানা যন্ত্র ধরি, রণবাদ্য করি,
আবার রণবাদ্য করে, ও রে চতুরঙ্গ দল, হইয়ে প্রবল, সবলে চলে সমরে
মিশাইয়ে তান লয়, বলে ধর্ম্মেরি জয়, সবে মিলি উচ্চৈঃস্বরে।৩১০৬॥

কালেংড়া—আড়খেমটা।

কেন বৃথা ভাব রাজা ভীমসিংহ রায়।
প্রাণের পদ্মিনী তোমার, আমারে যে চায়॥
এখন পদ্মিনী সতী, আমাকে করিবে পতি,
তোমার কি হবে গতি, বুঝা নাহি যায়।
নারী কভু নিজ নয়, জেনো রাজা সুনিশ্চয়,
পদ্মিনী তার পরিচয় দিলে জানা যায়॥৩১০৭॥

বিভাস—আড়া।

ওহে মহারাজ আর, যুদ্ধ করা অকারণ।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিয়ে, রাখিব জাতি-কুলমান॥
দুষ্ট আলাউদ্দিন, হইয়াছে জ্ঞানহীন, পরনারী বলে নেবে করিয়াছে পণ
এই দেহে প্রাণ থাকিতে, সাধ্য কার আছে ছুঁইতে,
নারীধর্ম্ম না যাইতে পদ্মিনী দিবে হে প্রাণ॥৩১০৮॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।
পালা অভিমন্যু রণে দিয়ে ভঙ্গ।
ওরে কুমার সুচারু মুখ-চন্দ্রমা তোমার,
নবীন বয়সে রণে কে পাঠালে তোমায়,
অনলে পশিতে এলি হইয়ে পতঙ্গ।
কুরুসৈন্য সামান্য জলধি নয়,
লঙ্ঘিতে এ জলধি তোর পিতা পার্থ করে ভয়,
লঙ্ঘিতে উপদেশ কে দিল হইয়ে নিদয়,
আতঙ্কে মরিবি দেখে সমরতরঙ্গ ॥৩১০৯॥

কাফি—আড়া।
নবীন সন্ন্যাসী আসি নদীয়া নগরে।
কিবা রূপ তেজঃপুঞ্জ, হরে পাপ তাপপুঞ্জ, যে নয়নে হেরে।
অবনীতে অবতরি, ভবেতে তরিতে তরী,
হরিনামে পরিণামে জীবেতে উদ্ধারে॥
কহিতেছে কালিদাস, করুণা কর প্রকাশ,
মম সম নরাধম কে আছে সংসারে॥৩১১০॥

ললিত—আড়া।
জরায়ুনিবাসী কুমার বল রে তোর এ কি ব্যবহার,
এখনো গর্ভে আছ শুনি পিতৃহত্যা-সমাচার?
পূর্ণ কর মায়ের ইষ্ট, ত্বরা করি হও ভূমিষ্ঠ,
পিতৃ-বৈরি করি দষ্ট, তর্পণ কর সাক্ষাতে আমার।
ওরে সন্তান বলি তোরে, তুই না থাকলে পাপ উদরে,
প্রাণপতির চিতানল'পরে, প্রাণ দিতাম এবার।
নাহি পারি জীবন দিতে, না পারি জীবন ধরিতে,
উভয় সঙ্কট, হৃদি ফাটে শাঁখের করাতের ধার॥৩১১১॥

পরজ—ঝাঁপতাল।
কি দেহ-জ্যোতি, ভূতলে দিনপতি, গতি যূথপতি, অতি মত্ত বারণ।
লাবণ্য নব কিশোর, অথচ ভুজ কঠোর, কি চঞ্চল নীলোৎপল যুগল নয়ন
দোলে শ্রবণে বীর-কুণ্ডল বদন বিধুমণ্ডল,
ওষ্ঠাধরে ধরে কিবা রাগ রঞ্জন!
বিশাল ললাট-পাট, বিশাল হৃদয়-ঠাট,
সুকোমল সমুজ্জ্বল সুন্দর গঠন।

সভ্য সুধীর সভামণ্ডলে, পাবক সম ক্রোধ কালে,
ধৈর্য্যে ধরা শৌর্য্যে সুরপতি সমান।
অনায়াসে ভুবন জয়ে, পারে হেন জ্ঞান হয়।
তেজে ভীষ্ম, এ অবশ্য মম প্রাণধন ॥৩১১২॥

পাহাড়ী—আড়া।

ও রে নিদারুণ বিধি এই কি করিলি রে,
নয়নের মণি আমার অকালে হরিলি রে,
যত আশা ছিল মনে, ফুরাইল এত দিনে,
জীবনের সুখতারা আঁধারে ঢাকিলি রে।
অকারণে-পাপরণে বধিলি দুঃখিনী-ধনে,
হাতে ধরে দুঃখিনীরে সাগরে ভাসালি রে।
কোথা পিতা ধনঞ্জয়, কোথা কৃষ্ণ নিরদয়,
অভাগীর প্রতি বুঝি বিমুখ সকলি রে ॥৩১১৩॥

খাম্বাজ—একতালা।

ধন্য হে গৌর তোমারে, প্রেমিক ভকতের শিরোমণি ;
আহা! কি দেখালে কি নাম শুনালে,দেখে শুনে দুনয়নের বারি ঝরে,
আপনি মাতিয়ে মাতালে সকলে হরিনামরসে উন্মত্ত করিলে,
হইলে বৈরাগী, (গৌর হে তুমি) যোগী, সর্ব্বত্যাগী,
বিলাইলে ভক্তি বঙ্গবাসীর ঘরে॥
মরুভূমি হল প্রেমসরোবর, কঠোর হৃদয় ভক্তির আধার,
শিখালে বিনয়, (গৌর হে তুমি) ত্যজে অহঙ্কার,
প্রচারিয়ে প্রেম দেশদেশান্তরে ॥৩১১৪॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

বুঝিব আর কেমনে হায় কেমনে,
কারে কি কর হে বিধি অনন্ত লীলা-গুণে॥
আজি রাখি সিংহাসনে, কালিকে পাঠাও বনে,
সহসা মধুর হাসি পরিণত রোদনে॥
এক মাত্র পুত্র,যার, তাকেও হরিলে তার,
সুমতি যুবতী জায়া জীবনমৃত জীবনে।
নবদ্বীপ-সুধানিধি, অকালে হরিলা বিধি,
স্মরিতে বিদরে হৃদি ধারা বহে নয়নে ॥৩১১৫॥

লক্ষৌ—ঠুংরী।

কপালে কি আমার, ছিল রে হায়, মিরণের হাতে আজি প্রাণ যে যায়
বেঁধে দিল ফকির বঙ্গ-অধীশ্বর, কি করি নিজ দোষে এবে নিরুপায়।
পেয়ে রাজ্য-ভার, বহু অত্যাচার, করেছি বলে কেহ হলো না সহায়।
যে মিরজাফর, হয়ে যোড়-কর, থাকিত নিরন্তর আমার সভায়;
আজ তার সন্তান, বধিছে মম প্রাণ,
অবশ্য এই দণ্ড মোর বিধির ইচ্ছায় ॥৩১১৬॥

খট ভৈরবী—একতালা।

নিমাই কোন প্রাণে আমায় ছেড়ে হবি সর্ব্বত্যাগী,
উদাসীন বৈরাগী—নিদারুণ কথা শুনে প্রাণ বিদরে।
একে বিশ্বরূপের বিরহ-অনলে, চিরদিন আমার
শোকে অঙ্গ জ্বলে, তোর মুখ চেয়ে আছি ভূমণ্ডলে,
তুই গেলে সন্ন্যাসে, বাঁচব কেমন করে॥
বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া বল কোথা রবে, সোণার সংসার মোর ছার খার হবে,
অনাথিনী মারে, পাথারে ভাসায়ে যেও না রে বাপ বলি হাতে ধরে॥

কালেংড়া—আড়খেমটা।

ছাড় ছাড় রাজ্য-আশা ভূপতি লক্ষ্মণ, অবশ্য বিজয়ী হবে দুরন্ত যবন।
শাস্ত্রের লিখন ভূপ, হবে তার অনুরূপ, বৃথা কেন যুদ্ধ করে হারাবে জীবন
রত্নভূমি বঙ্গদেশ, অত্যাচারে হবে শেষ,
সুখের রবে না লেশ, কেবল পতন।
ও হে নৃপ লক্ষ্মণ, কর শীঘ্র পলায়ন,
নতুবা যবন-হস্তে হইবে নিধন ॥৩১১৭॥

রামকেলী—যৎ।

কেন মিরজাফর আজি যুদ্ধে তোমার মন নাই?
দেখিয়ে তোমার ভাব মনে বড় শঙ্কা পাই॥
অন্যতর সেনাপতি, মোহনলাল মহামতি,
করিছে বিষম যুদ্ধ দেখিবারে পাই।
শুন ও হে বীরবর, বীরধর্ম্ম রক্ষা কর,
তুমি হলে অবিশ্বাসী, হব কারাগার বাসী,
রাজ্য-ধন সব যাবে, ভেবে মরি তাই ॥৩১১৮॥

আলাইয়া ঝিঁঝিট—একতালা।

দীনে দয়া কর ভগবান; কর আশীর্ব্বাদ দান, দিয়ে পদতরী,
হে ভবকাণ্ডারি, কর দাসে পরিত্রাণ।
নিজ কৃত পাপে আছি ম্রিয়মাণ, ধরার দুঃখে পুনঃ কাঁদে হে পরাণ;
আর এ যাতনা সহে না সহে না কর দুঃখ অবসান।
যে আশা দিয়েছ গৌরাঙ্গের প্রাণে, উদ্ধারিবে পিতঃ মানব-সন্তানে,
তোমার প্রেম-রাজ্যে তোমার সেই কার্য্যে, যায় যেন দাসের প্রাণ।
গৃহে শচীমাতা জনম-দুঃখিনী, সতী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিহারা ফণী
ও হে প্রেমসিন্ধু দিয়ে কৃপাবিন্দু কর দোঁহে শান্তিদান ॥৩১১৯॥

সুরট—ঝাঁপতাল।

বণিক্-বেশে, এসে দেশে, শেষে এই ঘটাইল।
সেনাপতি, রাজমন্ত্রী, সকলেরে ভুলাইল॥
লোকের দোষ কেবল, বলে কিবা হবে ফল,
ভাগ্য মম প্রতিকুল, ফলে তাহা দেখাইল।
যাতনা দেখিবার তরে, বধিয়াছি বহু নরে,
জাতি মান কত জনে, মম লোভে হারাইল;
বণিকের কি সাধ্য হয়, বঙ্গেশ্বরে করে জয়,
আমারে করিতে ক্ষয়, বিধি বণিক পাঠাইল ॥৩১২০॥

ঝিঁঝিট।

কোথা আছ দেখ এসে মহামতি রামমোহন,
তোমার জন্ম-ভূমি ভারত-ভূমি হয়েছে কি সুশোভন॥
যে বৃক্ষ রোপিলে তুমি, ছাইল তাই বঙ্গভূমি,
ফল পুষ্প পত্র তার হইয়াছে অগণন॥
আশা তব ছিল মাত্র, বুঝিবে লোক সত্য-তত্ত্ব;
কিন্তু কিবা পরিবর্ত্ত হয়েছে এখন;
তোমায় যারা করিত পীড়ন, তাদের সন্তানগণ,
কৃতজ্ঞতা-উপহার তোমায় করিছে অর্পণ ॥৩১২১॥

আলাইয়া ঝিঁঝিট—একতালা।

ঘুমাস নে ঘুমাস নে রে আর।
দেখ রে কে লয়ে গেল প্রতিমা সোণার॥
নিশীথে নিদ্রার কোলে, ছিলি শুয়ে সব ভুলে,
পেলি নে দেখিতে চুরি স্বর্ণ-প্রতিমার।

দেখ রে নয়ন মেলি দেখ দেখ একবার!
যাদিকে প্রহরি-বেশে, রেখেছিলি দ্বারদেশে,
করহে প্রমত্ত হয়ে ছেড়ে দিল দ্বার;
দেহ রে হরিল তোর প্রতিমা স্বাধীনতার।
যাহারে ভকতি ভরে, পূজিতিস সমাদরে,
হেরিতে সে গৃহলক্ষ্মী পাবি কি রে আর।
হায় রে প্রতিমা গেল গৃহ করি অন্ধকার ॥৩১২২॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

কোথা গেল রামমোহন ও হে ভারতভূষণ;
স্মরিতে তোমার গুণ বিষাদে আকুল মন ॥
ধর্ম্মবীর শুদ্ধচিত নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
জ্ঞান-প্রেমে বিভূষিত সুকবি তুমি সুজন;
সতী-দাহ নিবারিতে, অবলারে উদ্ধারিতে,
ভারতের দুঃখ নাশিতে করেছিলে প্রাণপণ।
ধর্ম্ম সাধনের আশে, পার হলে অনায়াসে,
পদব্রজে হিমগিরি করে অসাধ্য সাধন।
করিতে ধর্ম্ম প্রচার, গেলে সপ্ত-সিন্ধু পার,
দেশান্তরে অকাতরে দিলে প্রাণ বিসর্জ্জন।
এক দিন প্রেমভরে, জগতের ঘরে ঘরে,
করিবে সকলে তব প্রিয়নাম উচ্চারণ ॥৩১২৩॥

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

ছিল ভ্রান্ত-ধর্ম্মে তমোময় ভারত-ভুবন।
যেমন অস্তাচলে রবি গেলে নিশির আগমন ॥
হেরে দেশের দুর্গতি রামমোহন মহামতি,
মোচন করিতে তাহা করিলেন প্রাণপণ।
সর্ব্ব-জাতি-পিতা-মাতা পূজিয়ে সকল ত্রাতা,
করিতে উপায় তার ভাবিলেন মহাত্মন্।
হলো ব্রাহ্ম-ধর্ম্মোদয় পবিত্র অমৃতময়,
খুলিল মহীমণ্ডলে আনন্দের প্রস্রবণ।
ধন্য মহাভাগ তুমি! ধন্য হে ভারতভূমি,
শুভক্ষণে প্রসবিলে পুরুষ-রতন ॥৩১২৪॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কাণপুর হয়েছে যমপুর আজ দেখতে পাই।
বাল বৃদ্ধ নর নারী, সব খৃষ্টান ভূতলশায়ী॥
মাতার সম্মুখে সুতে, খণ্ড করে খড়্গাঘাতে, কি রূপে এই ঘোর পাপে
ক্ষান্ত হইবে সিপাই। তৈমুর সীরো নাদির, নিষ্ঠুর বলে ছিল স্থির,॥
এখন নানা সাহেব হলো তাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী।
দুষ্ট নানাসাহেব তুমি, কলঙ্কিত ভারতভূমি,
করিলে শিশুর রক্তে, কভু তোমার রক্ষা নাই॥৩১২৫

পরজ বাহার—কাওয়ালী।

চল বৃটনের যত সুতগণ! রণে বীরত্বের আজ প্রয়োজন॥
বৃটিশেরা প্রাণভয় রণকালে করে না;
দেখো সেই নাম ধ্বংস যেন আজ হয় না॥
জয় বা মরণ সবে আনন্দেতে কর আলিঙ্গন।
আজিকার রণে পুনঃ দিল্লী অধিকার;
করিয়ে দেখাব সবে কত চমৎকার॥
তাই হে উৎসাহে সবে শীঘ্র যেতে বলে নিল্‌কসন॥৩১২৬॥

মালশ্রী—একতালা।

ও হে পক্ষীরাজ রাখ বাক্য আজ দুখিনী সীতার।
দেখা হলে রামসনে, বলো তাঁর ঐ শ্রীচরণে,
লয়ে যাব লঙ্কাধামে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর॥
জিজ্ঞাসিলে প্রাণপতি, বলো তাঁরে শীঘ্রগতি,
দুষ্ট দমন করে শীঘ্র করিতে উদ্ধার॥৩১২৭॥

অহং সিন্ধু—যৎ।

সঙ্গী কর রঘুবর ত্যজ না রাম নিজ দাসে।
এই যে বল ভালবাসি একাকী যাও বনবাসে॥
পীতবসন পরিহরি, বাকল পরিলে হরি,
মরি মরি কাজ কি আমায় এ ছার আবরণ বাসে॥
রবির কিরণে সুখ, ঘামিলে পাইবে দুঃখ, ছত্রধারী হবে কে এসে;
ক্ষুধাতে হলে আকুল, কে যোগাবে ফলমূল,
এ দাসে হও অনুকূল, রবে হে হরি হরিষে॥৩১২৮॥

মালশ্রী—একতালা।

দীননাথ, এ কি বজ্রাঘাত, কেন আমাকে অনাথ করিলে।
সুখ সম্পদ বিভব, দেবে দুর্লভ, দিয়া হে জানকীবল্লভ,
আমার প্রাণের বল্লভে কেন বা হরিলে॥
করিতেন জানি লঙ্কার রাজন, তোমার সাধন, তোমারি ভজন,
তোমারি প্রসাদে পেয়ে লঙ্কার সৃজন, এবে বিসর্জ্জন আপনি দিলে॥
বলে মহাবলী ছিলেন দেবর, পেয়েছিলেন তব আশীর্ব্বাদে বর,
কেন নিদ্রাভঙ্গ অকালে করিলে।
যুচাইলে নারীর আয়ু অলঙ্কার, মুহূর্ত্তে শ্রীভ্রষ্ট হইল লঙ্কার,
স্বর্ণ লঙ্কাপুরী দিনে অন্ধকার, দাসীর প্রতি কেন হেন বিচারিলে॥
নতুবা ত্যজিব চরণে জীবন, কহে রমাপতি রাজীবলোচন,
রাবণেরে আজি ছলে উদ্ধারিলে॥৩১২৯॥

আলেয়া—একতালা।

নাথ! রাম কি বস্তু সাধারণ?
ভূভার হরিতে অবনীতে অবতীর্ণ সে ভবতারণ।
ছি ছি তার সনে কি রণ সাজে, রণসাজ অকারণ;
যে রামপদ পূজেন ব্রহ্মা তুলসীতে,
আনিলে তার সীতে বংশ বিনাশিতে,
কাটিলে সুখের তরুর তরু স্বীয় কর্ম্মাসিতে না শুনে কারো বারণ।
একবার নয়ন মুদে দেখলে না নাথ চিতে,
তোমারে কুপিতে, শ্রীরাম জগৎপিতে,
জগৎমাতা সীতে তোমারে কুপিতে, (তাইতে) কপিতে করে মানহরণ॥৩০

সিন্ধু খাম্বাজ—ধামাল।

হায় কি শুনিলাম আমি, শুনে বুক ফেটে যায়।
প্রাণের রামমোহন ছেড়ে গিয়েছে আমায়॥
ও ওরে বাপ রামমোহন, তোর শোক নিবারণ,
কি রূপে হবে এখন, দেখি না কোন উপায়।
বিশ্বেশ্বর কৃপা করে বহু শত বর্ষ পরে, তোর তুল্য সন্তানেরে
দিয়েছিলেন দুঃখিনীরে, ও রে বাছা রে।
কিন্তু ভাগ্যদোষে মৃত্যু, অকালে হরিল তোমায়॥
সকল ভ্রাতার ভরে, জননীরে ত্যাগ করে, গিয়াছিলি দেশান্তরে,
নানা ক্লেশ সহ্য করে, ও রে বাছা রে! বিদেশে হারিলি প্রাণ,
কেবল পরের মায়ায়॥৩১৩১॥

মালশ্রী—একতালা।

(ও রে) অবিলম্বে কর তোরা চিতা সজ্জার আয়োজন।
এমন দিন কি আর হবে যাব লক্ষ্মণের সহমরণ॥
আমি প্রাণের ভাই করিয়ে কোলে, প্রবেশিব চিতানলে,
(ও তার) অঙ্গে অঙ্গ আচ্ছাদিয়ে করব ভাইর তাপ নিবারণ॥
আমার এই কপালে ধার্য্য লক্ষ্মণ করব অগ্নিকার্য্য,
একি সহ্য রে—(আমি) এখনও অযোগ্য প্রাণ দিব,
রাখব না কখন॥৩১৩২॥

ভৈরবী—একতালা।

আয় বসন্ত আয় রে ভাই যাই অন্য দেশে।
কাজ নাই আর এ পাপরাজ্যে থেকে পিতার দ্বেষে॥
ভাই তোরে করে কোলে, চলে যাই আমরা সকলে,
ডাক্‌বো দুর্গা দুর্গা বলে, ক্ষুধা কি পিপাসা হলে॥
আমাদের মা অন্নপূর্ণা, অন্ন দেবেন দেশে বিদেশে॥৩১৩৩॥

মালশ্রী—একতালা।

যাব না আর অযোধ্যা-ভুবনে, (ও রে সুমন্ত্র।)
রাজ্যের কার্য্য নাই, ফিরে বনে যাই;
আমি রাম সীতার নাম না শুনি যেখানে।
আমার মরণ ভাল ছিল, বেঁচে এই লাভ হলো,
উদ্ধারিয়ে মাকে (পুন) রেখে এলেম বনে॥৩১৩৪॥

মালশ্রী—একতালা।

পরিচয় কি দিব হে তোমারে (ও হে ও রঘুবর।)
আমরা দুটি ভাই, অরণ্যে বেড়াই, মা বিনে আর কেহ নাই এ ত্রিসংসারে
পিতার নাম কভু শ্রবণে না শুনি, মায়ের নাম জানকী, জনকনন্দিনী
তিনি জনম-দুঃখিনী।
মায়ের সদত্ত নিরখি, ঝরে দুটি আঁখি,
কেবল রামনামের ধ্বনি সদায় অধরে।
স্থানাভাবে করি বনে অবস্থান, বস্ত্র বিনে করি বাকল পরিধান,
করি কর-পাত্রে বারি পান;
দুঃখ বলব কি হে আর, বনফল আহার,
শয্যা বিনে শয়ন মৃত্তিকা-উপরে॥৩১৩৫॥

মালশ্রী—একতালা।

(ও রে) এত দিনের পর লক্ষ্মণ হারালেম।
আমি অকিঞ্চিৎকর ভার্য্যার তরে সঞ্চিত ধন খোয়ালেম ॥
বিধির কোপে গেলাম বনে, কৈকেয়ী মাকে অকারণে,
চিরদিনের কলঙ্কিনী করিলেম;
(আমার) রাজ্য গেল, ভার্য্যা গেল, তাও প্রাণে সহ্য হলো;
(ও রে) প্রাণাধিক ভাই লক্ষ্মণ মল, আমি বেঁচে রহিলেম।
সোণার পুতুলি ভাই, জীবনের তুল্য নাই, সে ভাই মোর ধূলমাঝে রয়েছে
(ও হে) আমার যদি থাকে কেহ, (প্রাণের) লক্ষ্মণকে বাঁচায়ে দেহ।
(আমি) নতুবা ত্যজিব দেহ, এই প্রতিজ্ঞা করিলাম ॥৩১৩৬॥

মালশ্রী—একতালা।

ওহে প্রাণপতি, করি এই মিনতি, জীবন-রামকে বনে দিও না।
জীবন-রামকে বনে দিলে, জীবনে জীবন রবে না ॥
রামকে নিয়ে দেশান্তরে খাওয়াইব ভিক্ষা করে, যাব অযোধ্যা ছেড়ে,
ভরতকে রাজ্য দিয়ে পুরাও মনের বাসনা ॥৩১৩৭॥

মালশ্রী—একতালা।

উঠ রে প্রাণাধিক ভাই লক্ষ্মণ।
(ও রে) শুনে তোমার জীবনান্ত মম হৃদি হয় দাহন ॥
জিতে ইন্দ্রজিতের সনে, (ও হে ভাই) প্রাণ ত্যজিলে শিশুর রণে,
আমি লাভের তরে ব্যাপার করে, সঞ্চিত ধন হারাই এখন।
যখন মা বলবেন আমাকে, কোথায় লক্ষ্মণ দেও আমাকে,
(তখন) কি দিয়ে মার প্রাণ জুড়াব, কি আছে এমন ধন ॥৩১৩৮॥

মালশ্রী—একতালা।

(ও রে) কুসন্তান কি কথা শুনালি।
তোরা বজ্রসম বাক্যবাণে মায়ের প্রাণ বধিলি।
ওরে নিষ্ঠুর অনিবার্য্য, এ কি রে তোর পুত্রের কার্য্য,
সোণার রাজ্য ছারখার করিলি।
কোন্ বনে প্রাণেশ্বরে, বধে এলি তীক্ষ্ণ শরে,
এ অভাগীরে একেবারে অবমান করিলি।
সকল সম্পদ হারাইয়ে, ছিলেম রে এয়োত্ব নিয়ে,
তোরা দুভাই শত্রু হয়ে তাও কি ঘুচালি ॥৩১৩৯॥

মালশ্রী—একতালা।

বলব কি হে কমলাক্ষ বলতে বক্ষ বিদীর্ণ হয়,
রাজমহিষী দোষী বলে দোষী লোকে কত না কয়।
শ্রীরামচন্দ্র জগতপতি, জগতলক্ষ্মী সীতা সতী, হরেছিল লঙ্কাপতি দুরাশয়
সীতা নিয়ে রাখে অশোকবনে, অসতী কয় অসৎ জনে,
সে দুঃখ কি সহে প্রাণে, প্রাণান্ত হলে দুঃখ যায়॥
যিনি হন জগতের মাতা, তাঁর বিরুদ্ধে এ সব কথা,
প্রাণদণ্ডে ঘুচাও ব্যথা, করে দুষ্ট দমন তোমাকে কই॥ ॥
সাধে কি হরেছি সীতে হে, ও রাম সাধে কি হবে[illegible] সীতে হে।
ঘরে আনি সীতে, দিবস নিশিতে, লক্ষ্মী-নারায়ণ হেরি হরষেতে॥
আমি যদি হরে না আনিতাম সীতে, তবে কি হে রাম লঙ্কাতে আসিতে,
আমায় বিনাশিতে, অমরে তুষিতে,
কে দেখেছে শিলে জলেতে ভাসিতে॥৩১৪০॥

ইমন কল্যাণ—কাওয়ালী।

জানকীরে জান কি রে দশানন?
গোলকবাসিনী রমা যাঁরে সেবে সুরগণ॥
ইনি সত্যেতে হন বেদবতী, ত্রেতাযুগে সীতাসতী,
পবিত্র করিতে ক্ষিতি, ক্ষিতিগর্ভে জন্ম লন॥
বংশধর বিনাশিতে, হরে আনলে রামের সীতে,
হরি কহে কুল নাশিতে কুললক্ষ্মীর আগমন॥৩১৪১॥

একতালা।

কেন হে কান্ত হয়েছ ভ্রান্ত, রণেতে ক্ষান্ত হও এখনে।
ও হে লক্ষ্মীকান্ত, হলো সর্ব্বস্বান্ত, লক্ষ্মী দাও হে কান্ত কমললোচনে,
চল চল রামের ধরি গিয়ে পায়, ও পায়ে উপায় বিনে নাই উপায়;
যদি রাখেন পায়ে তবে সে উপায়, নতুবা উপায় হবে না হবে না।
যে দিন হতে সীতা করেছ হরণ, সে দিন হতে লঙ্কা হতেছে দাহন;
নবীন বলে, শুন রাজা দশানন, সামান্যা রমণী ভেব না মনে॥৩১৪২॥

মালশ্রী—একতালা।

এস গো বস গো সীতে, এস গো জনকনন্দিনী।
তব জন্যে স্থান রেখেছেন মম পতি বাল্মীকি মুনি॥
রামায়ণ হয় রাম না হতে, ষাট হাজার বৎসর অগ্রেতে,
এসেছ তাই পূর্ণ কর্তে ও গো পূর্ণব্রহ্ম-নারায়ণী॥৩১৪৩॥

একতালা।

ও হে কোথা পিতঃ ধনঞ্জয় কোথা মাতুল ভগবান,
সপ্তরথী মিলে বধে নির্দ্দোষী বালকের প্রাণ।
আমি পড়িয়ে হেন বিপাকে, ডাকিতেছি হে তোমাকে,
(ও হে) ত্বরায় আসি রণস্থলে রক্ষ করুণানিধান॥
(ও হে) শকুনি দুঃশাসন দ্রোণ, অশ্বত্থমা কৃপ কর্ণ, আর দুর্য্যোধন,
সবে একত্রে হানিছে বাণ, নাহি আর পরিত্রাণ॥৩১৪৪॥

ইমন কল্যাণ—কাটা ধামাল।

নিশিতে দেখেছি সীতে স্বপন,
আমার যেন প্রাণপুত্র রণে হয়েছে নিধন॥
হারা হয়ে তরণীরে, ভাসিতেছি দুঃখনীরে,
দুঃখিনীরে দুঃখনীরে দিয়ে গেল বিসর্জ্জন।
হেত কেন এ অশিব, শিব কি করবেন অশিব,
তা হলে প্রাণ নাশিব, আর রাখব না এ জীবন॥৩১৪৫॥

একতালা।

কোথায় দয়াময়, বিপদ সময়, রাখ হে আমায় দিয়ে পদাশ্রয়॥
দেখ রাবণ-অসিতে, এসেছি নাশিতে,
মরি হে ত্রাসেতে, কি করি উপায়;
অশোকবনে তোমার সীতা পায় নাশ, দাসী বলে নাথ হও হে প্রকাশ,
নবীন বলে ত্রাস, ভেব না আকাশ,
সৃষ্টি স্থিতি নাশ তোমারি ঐ পায়॥৩১৪৬॥

ললিত—আড়া।

রাম-সমরে যেতে আমায় করনা মা আর বারণ।
আমি ভালমতে জানি শ্রীরাম ভবতারণ॥
ছুটেছে মোর মন-বারণ, কি দিয়ে করি বারণ,
ইচ্ছা হয় রামরূপ সদা করি দরশন॥
এক নিবেদন শুন, মম পিতা বিভীষণ, রামকে করে দরশন,
পুলক হৃদয় মা আমারে দেহ দিয়ে,
পবিত্র করিব দেহ, দাস-পুত্র বলে স্নেহ রাম করিবেন বিলক্ষণ॥৩১৪৭॥

ললিত—আড়া।

পুত্র-শোকানলে, দেহ মন জ্বলে, দাবানলে যেন দহে ঘোর বন।
তেমনি জ্বলে হিয়ে, রহিয়ে রহিয়ে,জলে গেলে তাহা হয় না নিবারণ॥
হারা হয়ে, আমি তরণী-রতনে, প্রাণ-হরিণী আমার থাকিবে কেমনে,
নয়নতারা হারা হলেম এত দিনে, তারাকারা ধারা বহিছে নয়ন॥
বন্ধ্যানারী ভাল,পুত্রবতী হতে, পুত্র-শোক-শেল হয় না তার সৈতে,
পুত্র-শোকাতুরা পুত্র-শোকে র'তে,
থাকতে নারে, সদা কাঁপের করে প্রাণ॥৩১৪৮॥

ভৈরবী—একতালা।

বাছা তরণী রে, কভু যেও না রে, ব্রহ্মসনাতন রাম-সমরে।
তার বৈরীপক্ষ. সৈন্য লক্ষ লক্ষ, শত্রুভাবে গিয়ে জীবনে মরে॥
তোর পিতা জ্ঞানী ধর্ম্মেতে তৎপর, জানেন তিনি রাম ব্রহ্মপরাৎপর
শরণ নিয়ে পদে, আছেন নিরাপদে, সম্পদের সুখ কভু না করে॥
রাজ্য ত্যজ্য আর গৃহ পরিহরি, অনিবার ভজে রাম-নরহরি,
মোরা মিছে পাপে গৃহে কাল হরি,কাঁদে গুপ্ত হরি যম-ভয় তরে॥৩১৪৯॥

আড়া জুড়ি।

করিব করিব কুরু-বংশের সংহার,ভীমের ভীম গদা নৈলে ধরিব না আর
কারে মারবো পদাঘাতে,কারে মারবো গদাঘাতে,
মারবো কারে মুষ্ঠাঘাতে কৃতান্তের প্রায়—
দুর্যোধনের উরু ভেঙ্গে দিব যম-দ্বার॥
অন্ধ রাজার মন্দ মতি, তাঁর সাক্ষাতে এ দুর্গতি,
পতিব্রতা মহা সতীর করে অপমান—
হরি কহে সে পাপেতে নাহিক নিস্তার॥৩১৫০॥

ললিত ভৈরবী—ডবল আড়খেমটা।

ও হে দয়াময়, তুঁহি বিশ্বময়, বিশ্বব্যাপ্তি হরি নিত্যানন্দভগবান।
(আমি বিষয়-আশা ত্যজে, ও চরণ ভজে,
কি লাভ আমার হল বল হে বিধান॥
যে জন্যেতে কাঁদি রাম কলানিধি, অমর করেছে আমায় যে বিধি,
তব পদ্ম-হস্তে মরণ হ'ত যদি, তবে আমার হ'ত, গোলকেতে স্থান॥
শত্রুভাবে তারা গেল স্বর্গধাম, মিত্রভাবে রাম আমায় হ'লে বাম,
বল আমায় নব দূর্ব্বাদলশ্যাম,বেদে বলে তোমায় করুণানিধান॥৩১৫১॥

খর্ট ভৈরবী—একতালা।

ও হে রমাপতে! এই বন পথে, দাসীর মনোরথে কর পদার্পণ।
আমি নয়ন-বারি দিয়ে,চরণ পাখা লয়ে,কেশে মুছাইয়ে সেবিব চরণ॥
শ্রদ্ধা-মন্ত্রে তব উপাসনা করি, মনোপুষ্প দিয়ে পূজিব শ্রীহরি,
ষোড়শ উপচারে,নৈবিদ্যাদি করে, জ্ঞান-প্রদীপ জ্বেলে করিব অর্চ্চন॥
দয়াসিন্ধু প্রভো! কৃপাসিন্ধু নাম, ভকতবৎসল নব-ঘনশ্যাম,
হরি নাম দীনে, ভজন বিহীনে, নিজ-গুণে দয়া কর বিতরণ॥৩১৫২॥

ভৈরবী—ডবল আড়খেমটা।

ও হে প্রাণেশ্বর, লঙ্কার ঈশ্বর, রক্ষকুলমণি রমণীভূষণ।
তব নিকেতনে হৃদয়-রঞ্জনে, রেখেছিলেম আনি, কর হে অর্পণ॥
বহু দিন হল নয়নের মণি' না হেরিয়ে আমি মণিহারা ফণী,
তদপ্রায় ভাবে তোমার রমণী চিত্রাঙ্গদা এল হের হে রাজন॥
লাজ ত্যজে আমি এলাম সভা-মাঝ, বিলম্ব সহে না, অহে মহারাজ;
নীরব হয়ে নাথ রলে কেন আজ, কোথায় রেখে এলে দুঃখিনীর ধন॥

ভৈরবী—ডবল আড়খেমটা।

হলে কেন ভ্রান্ত, ও হে প্রাণকান্ত, রাম রমাকান্ত, গোলক-বিহারী।
ব্রহ্মা-আদি ইন্দ্র, যোগেন্দ্র ফণীন্দ্র, চন্দ্রচূর যাঁর লাগি জটাধারী॥
দয়াসিন্ধু রামের চরণ পরশিলে, পাষাণ মানব হয়, জলে ভাসে শিলে,
তুমি নাথ কীর্ত্তি লঙ্কাতে রাখিলে, বংশনাশতরে সীতা করলে চুরি।
নারী হয়ে আমি দেই উপদেশ, রামের প্রতি ত্যজ বিষম বিদ্বেষ,
নলে নাথ তোমার হল আয়ু শেষ,
কালরূপী রাম স্বর্ণ লঙ্কাপুরী॥৩১৫৪॥

ভৈরবী—একতালা।

দিন গত কিন্তু নয় হে রাম তোমার চরণে এ দীন গত;
আমার গত অপরাধ কত,
প্রাণ নির্গত সময়ে দেও হে চরণ, হলেম চরণে শরণাগত॥
সতের সঙ্গে হরি, স্বতন্তর করি, অসৎ ক্রিয়া সতত;
তোমায় শত শত মন্দ বলেছি রামচন্দ্র,(একবার) না ভাবিয়ে ভবিষ্যৎ।
ও হে গুণধাম স্বগুণ-প্রকাশ, গুণহীন জ্ঞানহীন দোষনাশ,
সগুণে তারিলে কি পৌরুষ, সে তো স্বগুণে পাবে সুপথ;
জননী-জঠরে কঠোর-যন্ত্রণা আর দিবে হে রাম কত;
আমার নাহি কালব্যাজ, দশরথাত্মজ, ঘুচাও দাশরথির যাতায়াত॥৩১৫৫

ললিত বিভাস—আড়খেমটা।

আর নাই মোচন, পিতা ত্রিলোচন, বসবেন শরমধ্যে জীবন বধিতে।
এমন সময় কোথা গো মা ঈশাণী
বিপদ নাশিনী মা রাখ সন্তানে শ্রীপাদপদ্মে ॥
কি করি শঙ্করী পিতা শঙ্কর বিরূপ,
ভাই হয়ে চিরকাল কালের স্বরূপ,
বিনে চরণতরি তরি গো মা কিরূপ, ব্রহ্মময়ী বিপদ-সাগর-মধ্যে।
ছিল যে ভাই আমার প্রাণের অনুগত,
হল সে দিন গত সে ভাই আমার গত
মা হতে কাল গত হল কালাগত,
আমি ভেঙ্গেছিলাম ও তার অকাল-নিদ্রে ॥৩১৫৬॥

বিভাস—আড়খেমটা।

কার প্রাণ নাশন, করবি রে ভাই শোন,
মিতের আমার কোন অপরাধ নাই।
প্রেমে আরে ওরে, ও বলে আমারে, আমি ওরে বড় ভালবাসি ভাই।
আরে ওরে বলে জাতীয় স্বভাব, অন্তরেতে উহার বড়ই ভক্তিভাব,
নইলে আমি ধন, সাধুজনার মন জুড়াই রে;
ভাবগ্রাহি আমি ভাবেতে মিশাই ॥৩১৫৭॥

ললিত—আড়া।

ছেড়ে গেলে মেঘনাদ বিধি এ বাদ সাধিল।
লঙ্কার শশাঙ্ক কি রে চির অস্তাচলে গেল ॥
বীরচূড়ামণি যত, অকালে হইল হত,
আহা সে প্রমীলা সতী চিতানলে প্রবেশিল ॥
হা রে নিদারুণ বিধি, এ কি নিদারুণ বিধি,
মেঘনাদকে প্রাণে বধি তোর কি সাধ পূর্ণ হল ॥৩১৫৮॥

ভৈরবী—একতালা।

যা রে যা মগরশাল এই দণ্ডে।
বেঁধে বিজয়-বসন্ত পাষণ্ডে, রাখ কারাগারে দুই ভণ্ডে সমুচিত দণ্ডে।
তারা আমার পুত্র নয়—শত্রু নিতান্ত,
আমি তাদের পিতা নই, হই রে কৃতান্ত, শুন কই রে সে বৃত্তান্ত,
তাদের জীবনান্ত হলে তবে মম-দুঃখ খণ্ডে ॥৩১৫৯॥

ললিত ভাঁয়রো—একতালা।

চিন্তা কি হে চিন্তামণি নারায়ণ।
অমর-আশ্রিত হয়ে সমরে ভয় অকারণ॥
কর দাসে আশীর্ব্বাদ, পুরাইব মন-সাধ,
রণেতে আজ ইন্দ্রজিতে করিয়ে নিধন।
এ বিশাল ভুজ-তেজ দেখিবে অমরগণ,
অকালে কাল-সাগরে করব তারে বিসর্জ্জন;
থরে ভাই কত বল, করব তারে হতবল, যত বল তত বল বাড়ে অনুক্ষণ।
.. ত্র শোণিতে নদী করাব আজ দরশন,
মীনরূপে সৈন্যগণ করিবে তায় সন্তরণ॥
বিনাশিল মায়া-সীতে, চল্লেম মায়া বিনাশিতে,
এ অসিতে মায়াজাল তার করিব ছেদন।
দাশরথি, রথ রথী নাই হে আমার প্রয়োজন,
সঙ্গের সম্বল মাত্র তোমার অভয় শ্রীচরণ॥৩১৬০॥

ললিত ভাঁয়রো—একতালা।

কোথা হে করুণাময় নারায়ণ।
বিপক্ষের পরাক্রমে রক্ষা নাই আর কোন ক্রমে,
এই ছিল কি পরিণামে দাসীর কপালে লিখন।
অন্তর্যামী তুমি নিত্য নিরঞ্জন, দয়া কর এ দাসীরে ও হে বিপদভঞ্জন,
হরি তোমার নামের বলে সলিলেতে ভাসে শীলে,
মানবদেহ ধরে শীলে পরশিলে শ্রীচরণ॥
শিশুমতি প্রহ্লাদ পড়িয়ে বিপদে, করযোড়ে নিয়ে শরণ
তোমার অভয় শ্রীপদে, পড়ে ছিল সিন্ধুজলে,
পেল জীবন রামনাম বলে, শমনভয় তার বিনাশিলে অহে শমনদমন।
সত্যে বদ্ধ আছেন পতি সদাশয়, তুমি বিনে সতীর গতি কি আছে হে
দয়াময়, ডাকি হে অকূলে পড়ি, বিপদে উদ্ধার হরি,
এ দুঃখিনীর জীবন—তরি অকূলেতে হয় মগন॥৩১৬১॥

ভৈরবী—একতালা।

বিজয় বসন্তে, আমি জীবনান্তে, বাঁধিতে পারব না এ কঠিন পাশে॥
দেখে বুক ফাটে, পড়েছি সঙ্কটে, চক্ষের জল দেখে চক্ষের জল আসে॥
মরি মরি মনব্যথায়, এমন ত শুনিনি কোথায়,
কোন প্রাণে কোন খানে পিতায় পুত্রগণে নাশে;
মা-হারা বাঘিনীসুত, হায় কাঁপে রে শৃগালের পাশে॥৩১৬২॥

ভৈরবী—একতালা।

যেও না যেও না তুমি রামের জানকী হরিতে।
হও ক্ষান্ত লঙ্কাকান্ত ফিরে যাও লঙ্কাপুরীতে।
সোণার লঙ্কানাশের কারণ, সীতাকে কি করবে হরণ,
পতঙ্গের গমন যেমন, অনলে পুড়ে মরিতে।
নর নহে রঘুমণি,মুনিগণের শিরোমণি,
নারায়নী তাঁর রমণী, পঞ্চবটীতে (এ-এ-এ)
পঞ্চানন যাঁর করে স্মরণ,পঙ্কজ-কালে যাঁর চরণ,
শমন-ভয় করে নিবারণ, তরি ভবার্ণব তরিতে ॥৩১৬৩॥

ভৈরবী—একতালা।

কি ভাবিলাম হায় কি হল ত্রিভুবন শূন্য দেখি।
এখন অন্তিমকালে, আমায় ফেলে, কোথায় যাও মা জানকী॥
বড় সাধ ছিল মনে, তোমায় সঁপে রাম-চরণে,
যুগলরূপ দরশনে জুড়াব আঁখি,
আমি কোথায়, তুমি কোথায়, কোথায় সে কমল আঁখি ॥৩১৬৪॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

সীতাপতি রাঘবেন্দ্র,সুন্দর মহামতি, সুঠাম অভিরাম,মনোহর মুরতি।
দুষ্ট রাক্ষস বংশ দেব-রক্ষাকৃত ধ্বংস,
ক্ষত্রিয় কুলাবতংস, বীর অযোধ্যাপতি,
দশরথ রাজ সুনু, রং প্রভু বংশ ভানু,
শূর চিহ্ন দৃঢ় তনু, শশাঙ্ক সম জ্যোতি
ধরণী সমান ধৈর্য্য, তপন সমান বীর্য্য,
অদ্ভুত শ্রীরাম কার্য্য, নির্ম্মল সৎ প্রকৃতি॥
লক্ষ্মীরূপা সাধ্বী দারা, কেবল নির্দ্দোষ ধারা;
আসমুদ্র বসুন্ধরা একচ্ছত্র-ভূপতি॥
সজ্জন মনোরঞ্জন দুর্জ্জন অহং ভঞ্জন,
চন্দ্র শ্রীরাম বন্দন, কৃত অদ্ভুত আরতি ॥৩১৬৫॥

বিভাস—একতালা।

(জগৎ!) দেখ রে চেয়ে, যাচ্ছি বেয়ে সোণার তরণী;
তরীর উপর শ্যাম কলেবর রামরঘুমণি, (যিনি) ভবের জলে অবহেলে,
করেন জীবে পার, আজ্‌কে তাঁরে, নিচ্ছি পারে, হয়ে কর্ণধার
পারের কড়ি ধোরে নিবো চরণ দুখানি ৷৷

রামকেলী—দাদরা।

রামনাম গাওরে বনের পাখী, প্রাণ ভরে আয় রাম বলে ডাকি ॥
রামনাম গাওরে বীণে, নামের গুণে ভাসে শীলে,
রামনাম গেয়েছিল বনের যত বানর মিলে,
গুহ প্রেমের ভরে নাম গেয়েছে, পেয়েছে নীল কমল আঁখি ॥৩১৬৭॥

ভৈরবী—একতালা।

অপরাধিনী আমি বটি পঞ্চবটী বলি তোমায়।
ক্ষম মম অপরাধ জন্মের মত হই বিদায় ॥
আমার রামকে দিও এই সমাচার (স্বর্ণ মৃগ লয়ে আসবেন যখন)
(যখন ডাকবেন কোথা সীতা বলে) (যখন কেঁদে আকুল হবেন নাথ)
সীতায় হরেছে রাবণ দুরাচার, (কপট যোগীর বেশে) (ভিক্ষার ছলে)
সীতায় হরেছে রাবণ দুরাচার ॥
তোমায় বিনয়ে করি নিবেদন, (আমার রামকে রেখো যত্ন করে)
(কান্ত কাঁদলে তাঁরে ক্ষান্ত করো) (নাথের কাননে যে কেউ নাই)
(এ পাপিনী-কারণ) (এ বন-মাঝে) দেখো যেন না যায় রামের জীবন,
জানি লক্ষ্মণ আছে রামের কাছে, (বনে তারেই বা আর কে বুঝাবে)
(হায় রে জীবন কেন রইল দেহে) (সে যে শিশু কিছু জানে না)
(মরে পাছে সে আমার শোকে) (মা কোথা বলে)
(সে যে মা জানে না) সে আমার-শোকে মরে পাছে ॥৩১৬৮॥

ভৈরবী—একতালা।

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুবর রঘুরাই।
রসনা রস নাম লেত, সন্তান কো দরশদেত;
বিহসিত মুখচন্দ্র মন্দ্র সুন্দর সুখদাই।
দশন দমক চঁওা চাল, অষতনবয়ন দৃগবিশাল,
ভ্রুকুটি মন অদনপায়, নাসিকা সুহাই।
কেশরকো তিলক ভাল, মানুরবি প্রাতঃকাল,
শ্রবণ কুণ্ড। ঝলমলাত, রতিপতি সবিশাই।
গলমে শো.ভ মতি-লাল, তারাগণ উরু-বিশাল,
মাধুগিরি মের উপায়, সুর সর চলি আই
শ্যামেরো ত্রিভঙ্গ অঙ্গ কাছ নিকট কাজনি থঙ্গ,
মানুহমারা কি দুবি আপহি বলাই।
সখা সহিত সরযুতীর বৈঠে রঘুবংশবীর,
নিরখ তুলসিদাস, চরণ-রজ পাই ॥৩১৬৯॥

বিভাস—একতালা।

ভাই বলিছে রাবণ করো না আর রণ, লও শরণ নীলবরণ-চরণ-পল্লবে
কেন রণ সাজে, আর কি রণ সাজে,
কে জিনে ত্রিভুবন মাঝে, সে লক্ষ্মী-বল্লভে।
জাহ্নবীর জল চন্দন-তুলসীতে, যে চরণ পুজেন হর হরষিতে,
তার হরণ করে সীতে, সবংশ নাশিতে,
আনিলে হে চল ফিরে দেও সীতে, সেই রাঘবে।
মানব জ্ঞানে অশোক বনে রাখিলে সীতে,
পারেন পলকে সীতে ব্রহ্মাণ্ড নাশিতে, তুমি যাও সীতে অসিতে নাশিতে
জ্ঞান নাই হে ঐ সীতেকে অসিতে যে যা ভাবে ভবে ॥৩১৭০॥

ইমন কল্যাণ—ঠেকা।

শুনালে কি সমাচার, নিশার স্বপন সম।
মরিয়াছে বীরবাহু বলে অনুপম ॥
হায় আমি কি করিলাম, কেন বা সীতা হরিলাম,
নিজ দোষে মজাইলাম স্বর্ণলঙ্কা নিরুপম ॥
একে একে বীর যত, সকল তো হল হত,
এতদিনে শির নত, হলো গেল মান মম ॥
আমি চিরজয়ী রণে, স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে,
বুঝি সে বিপুল মানে, কালী দেয় নর রাম ॥৩১৭১॥

ভৈরবী—একতালা।

প্রাণ তো আর বাঁচে না রে লক্ষ্মণ, হল মরণ লক্ষণ।
সত্য সীতা আমার নাই, ভাই তোমায় জানাই ॥
রাক্ষসে কি ব্যাঘ্রে করেছে ভক্ষণ ॥
আর কোথা যাব চলে না যে চরণ ত্রিজগৎ দেখি তিমির বরণ,
দেখে সীতার এই আভরণ, একবার দাদা বল চাঁদমুখে,
তোরে রেখে বুকে, জন্মের মত ভাই রে বিদায় হই এখন ॥৩১৭২॥

টোরী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

লজ্জা রাখ শিবরাণি, ও মা লজ্জা নিবারিণী।
গর্ভবতী পতিহারা বনমাঝে পাগলিনী,
ঘোরা যামিনী, দুঃখিনী একাকিনী, চিত চমকে মা তমনাশিনী।
বন শ্বাপদ সঙ্কুল, ও মা পরাণ আকুল, রাখ অকূলে তনয়ারে তারিণী।
অবলায় রাখ গো রাঙ্গা পায়, তারা তাপহরা দীন জননী ॥৩১৭৩॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

মন দুঃখ শুন যামিনী। শুন শুন তরুলতা, সীতার দুঃখের কথা,
সমীরণ শুন শুন দুঃখের কাহিনী।
শুনঃ শুন তারামালা তাপিত প্রাণের জ্বালা,
নিদয় বিধাতা শুন কাঁদে অভাগিনী ॥৩১৭৪॥

ভৈরবী—একতালা।

কোথায় আছ হে সীতার প্রাণ রাম দয়াময়।
হরে রাক্ষসে, দাসীরে রাখ এসে, নইলে দুঃখিনী জন্মের মত বিদায় হয়
জানি যে তোমায় করে হে স্মরণ, নীরদবরণ কর আর তুমি বিপদ বারণ
আমি ডাকি তাই অবিরাম, কোথায় রাম রাখ রাম,
(আমি তোমা বই আর জানিনে হে)(জানি বিপদ-কালের সহায় তুমি)
ও হে গুণধাম হয়ো না বাম এ সময় ॥৩১৭৫॥

সিন্ধু—পোস্তা।

চল সবে ভার লয়ে যাই, অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তাঁর চরণে ভার, রাম বিনে ভার আর কে লবে ॥
দিয়ে ভার লয়ে শরণ, বলব তাঁর ধরে চরণ,
এবার ভার লইলাম যেমন, হরি সে ভার আর দিওনা ভবে ॥
পাপেতে হয়েছি ভারি, আর তো ভার বইতে নারি,
না ভজে ভুভার-হারী, ভার হলো ভার বইতে ভবে ॥৩১৭৬॥

ভীমপলশ্রী—একতালা।

সদা মনে হারাই হারাই, কি আছে কপালে ভাবি তাই।
কত কথা পড়ে মনে, কিশোরে সঙ্গিনী সনে,
গিয়াছে সে দিন আর সে দিন তো নাই।
পড়ে মনে রাম সনে, ভ্রমণ বিজন বনে,
মায়ামৃগছায়া হেরি হৃদয়ে ডরাই, তাই প্রাণ শিওরে সদাই ॥৩১৭৭॥

বেহাগ।

চিন্তামণি চরণাম্বুজ চিত, ভুখা ভুখা রহো পিও রামনাম সুধা,
গাও তো রামনাম, জপত রামনাম, বোলত রামনাম, বদন ভরি ভরি।
ধনুধারী পাপতাপহারি, নারায়ণ মদন মান মথন রে ॥৩১৭৮॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ – যৎ।

যাবে অনাথিনী করে কাননে; রব কেমনে ও নে।
প্রাণ যাবে এ দেহ ছেড়ে, শূন্য দেহ রবে পড়ে.
কি সুখ বল পিঞ্জরে বিহঙ্গ বিহনে ॥
নবীন নীরদ তুমি, তৃষিতা চাতকী আমি,
হব হে নাথ সহগামী, যাব সে বনে;
মন দুঃখ নিবারিব তবপদ সেবনে ॥৩১৭৯॥

গারা ভৈরবী—যৎ।

যদি যাবে নাথ আমায় পরিহরি,
তবে কি লাগি জলদ অঙ্গ হর শরাসন ভঙ্গ,করিয়ে আনিলে এ কিঙ্করী।
তুমি হে নাথ মরণ বারণ, তারণ কারণ নীরদবরণ,
জন্মের মতন ঐ চরণে লয়েছি হে শরণ;—
যেমন বিনা বরিষণে, চাতকিনী মরে প্রাণে,
তেমি তোমার অদর্শনে জীবনে শিহরি ॥৩১৮০॥

ভৈরবী—চৌতাল।

প্রভাত হইল, ভুবন গাইল, জয় জয় জয় রাম।
আকাশ ছায়ায়, ঊষা সতী গায়, শ্রীরাম মধুর নাম ॥
শতদল জলে, ফোটে পরিমলে, রাম রাম বলে অলি;
রামনাম শুনে উদ্দেশে নলিনী, রাম পায়ে পড়ে ঢলি ॥
ফোটে শাখে শাখে, ফুল থাকে থাকে, পাখি বলে রাম বুলি;
জাগরে সকলে রাম রাম বলে, ভকতি কপাট খুলি ॥৩১৮১॥

শ্রীরাগ।

জয় জানকী রঞ্জন, জয় রঘুনন্দন, জগজনতারণ, জয় রাবণারি।
জয় বনচারি, জয় ধনুধারি, হরধনুভঞ্জন, দুর্জ্জন শমন,
মধুসূদন দর্পহারি ॥৩১৮২॥

বাহার খাম্বাজ - কাওয়ালী।

কত নেচেছিল ময়ূরী মনে। ফুল প্রাণে মরি মধুর তানে,
কত গাইত শাখী শিরে পাখীগণে।
ফুল ফুল, সখীছলে, হাসি হাসি সম্ভাসি প্রাণ খুলে,
হাসি হাসি আঁখি, আঁখি নীরে ভাসি, কিশোর কথা কত জাগিত মনে
নাথসনে সখি গহন বনে ॥৩১৮৩॥

আলেয়া—একতালা।
রামের তুল্য পুত্র কেবা পায়।
এ সব অনিত্য কুপুত্র, অন্তে কে হয় মিত্র,
বিচিত্র সে দশরথের পুত্র, যার নাম শ্রবণ মাত্র,
ত্রিনেত্র পবিত্র, রবি-পুত্র দূরে যায়॥
ধন্য দশরথ শ্রীরাম-ধনে ধনী, রত্নগর্ভা-রাণী সে কৌশল্যা ধনী,
এমন পুত্র গর্ভে ধরেছিলেন তিনি, জন্মেন সুরধুনী যার পায়॥৩১৮৪॥

বিভাস—আড়াঠেকা।
জানকী জান কি তুমি যন্ত্রণা যত কাননে।
সে দুঃখ বর্ণিতে আমি নাহি পারি এ কাননে॥
তুমি হে রাজনন্দিনী রূপ সরোজিনী জিনি,
কেন বিপিনবাসিনী, হবে সুধাংশুবদনে।
বাজিলে হে কুশাঙ্কুর, কাতর হবে অন্তর, কমল নয়নে নীর সব কেমনে
বনে ফলমুল অশন, বাকল হবে বসন,
ত্যজি এ কুসুমাসন, শয়ন সে ধরাসনে॥৩১৮৫॥

বিভাস—আড়াঠেকা।
কেন কেন রাম আজ তোর এ বেশ ধারণ, কও বিবরণ।
দেখে হলো আমার প্রাণ বিকল, বল কেন অঙ্গে বল্কল,
দুঃখে বুক (ও ফেটে যায় রে, হায় মা হয়ে কি সইতে পারি)
দুঃখে চক্ষে বারি আমার না হয় নিবারণ।
কোথা রে তোর রাজ বসন ভূষণ,সন্ন্যাসীর বেশ কেন করি আমি দরশন
শুন রে আমার কথা শোন, কেন চক্ষে বারি বর্ষণ,
(কেন চাঁদ বদন মলিন বাপ তোর) ওরে কে তোর বসন কল্লে হরণ,
কে দিলে রে নিদ্রাকালে গৃহে হুতাশন॥৩১৮৬॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।
জেনেছি যে পূর্ণব্রহ্ম রামরূপে নারায়ণ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা হেতু ত্যজিব না কভু রণ॥
মহিষী বল জানকী, স্বয়ং লক্ষ্মী মা জানকী,
তাঁর কোপে বলিব কি, দগ্ধ হয় ত্রিভুবন।
কিবা কর অনুমান, রুদ্র অংশ হনুমান,
ছদ্মবেশে লঙ্কাপুরে, করেছিলে আগমন॥৩১৮৭॥

ললিত—আড়াঠেকা।

হায় কি হলো কোথা গেল আমার হৃদিভূষণ।
প্রাণের রোহিত মম নয়ন মনোরঞ্জন॥
হয়ে রাজার রমণী, হলেন পরিচারিণী,
শেষেতে হারাতে হল, প্রাণের তনয়ধন।
কোথা মম প্রাণপতি, অযোধ্যার নরপতি,
কোথা আমি কোথা মম জীবন রতন;
জ্বলিছে হৃদি আমার, প্রবোধ না মানে আর,
এ দেহ করিয়ে ছার, করিব দুঃখ নির্ব্বাণ॥৩১৮৮॥

ভৈরবী—একতালা।

ক্ষুধাতে প্রাণ যায় গো মরি মরি।
সহেনা সহেনা ক্ষুধার যাতনা, (চক্ষে আঁধার দেখি দাদা)
(আমি মলাম আর বাঁচিনে গো) খেতে দেও দেও পায়ে ধরি॥
দাদা বনে প্রাণ যায় পাছে,শাস্তা আম্রির কাছে,রেখে এস ত্বরা করি॥
অঙ্গ যে অবশ, গেল গো দিবস, (সারাদিন উপবাসে)
(দাদা খেতে কি আর দিবে না গো) দেখ এলো বিভাবরী॥
দাদা এলে কি কারণে, এ ঘোর কাননে, সে সব পরিহরি॥
কি আছে অন্তরে, বল বসন্তরে, (কিছুই যখন দিলে না গো)
(দাদা খেতে না দিয়ে মারিলে) রাখ নয় দেও গলায় ছুরি॥৩১৮৯॥

প্রসাদীস্থর—একতালা।

এবার রাবণ রাজা খেলছে দাবা। রাম টিপচে ব'ড়ে সামাল হবা॥
(তোর) দোষে রামের হস্তগত, হয়েছে বিভীষণ দবা;—
তার মন্ত্রণায় রাম চালচে চড়ে, তোর এখন আর মিছে ভাবা।
(ঐ যে) আসচে রুকে অঙ্গদ ঘোড়া, ওর কাছে আর কোথায় যাবা,
ওরে রাম রাজা কি হয় সাধারণ, রাম জগতের বাবার বাবা॥৩১৯০॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

কে তুমি হে জটাধারী বল বল। ভুবনমোহনরূপে কানন করেছ আলো।
হেরে তোমার মুখশশী, হইল মন উদাসী,
করে ঐ চরণের দাসী, তাপিত প্রাণ কর শীতল।
সুধাংশু জিনি বদন, ভস্মে কর আচ্ছাদন,
নবীন বয়সে কেন সন্ন্যাসী হয়েছে বল॥৩১৯২॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

কোথায় আজ হব ভূপালঘরণী, কি কপাল রে।
কোথায় নাথে সঙ্গে হলাম বনগামিনী, কি কপাল রে॥
স্বপনে জানি না আমি নাথ হবেন বনগামী,
এসে কূলের কাছে ডুবল তরণী, কি কপাল রে॥৩১৯৩॥

ভৈরবী—একতালা।

কি কর রে বিজয়চন্দ্র অভাগীর কপাল ভেঙ্গেছে ;
বিমাতা-সাপিনী তোদের অজ্ঞাতসারে দংশেছে॥
আজ্ঞা দিয়াছেন নরপাল, বাঁধবে তোদের নগরপাল,
হায় কি আমার পোড়া কপাল, এখন জীবন রয়েছে॥
বুঝেছি মনে নিতান্ত, পিতা নয় তোদের কৃতান্ত, বিজয়-বসন্ত,
আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ, বুঝি আর নাই রে ত্রাণ,
নইলে পুত্রের প্রতি এমন পাষাণ, পিতা আর কোথা আছে॥৩১৯৪॥

খাম্বাস—আড়াঠেকা।

লক্ষ্মণ রে, কোথা রে এসে রাখ আমার প্রাণ।
এ ঘোর বিপদ কালে দেরে আমায় দরশন॥
মায়াবি পাপ নিশাচরে, সঙ্কটে ফেলেছে মোরে,
দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচারে।
নতুবা জনমের মত জীবনধন আজ হারাইলাম॥৩১৯৫॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

দেহে থাকিতে জীবন, ও লক্ষ্মণ বাপ ধন,
আমি কেমনে বলিব যা তোরা বনে।
নিতান্ত জেনেছি শুনবি নেরে বারণ, রামের আগে বাকল করেছিস্ ধারণ
ও গৌড় বরণ ;—হলে তোদের অদর্শন, নিশ্চয় আমার মরণ,
জন্মের মতন এই হলো দরশন॥৩১৯৬॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

কেন চিত্ত চঞ্চল চল চারু-চাঁদ মুখী। তোমা বিনা কে আছে আমার
সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী।
কেন আর কর রোদন, চাঁদবদনী তুলে বদন, ঘুচাও মনো বেদন,
তুমি আমি ভিন্ন নই কি জন্যে তবে হও অসুখী॥৩১৯৭॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

কও বিবরণ, কেন হে নীলবরণ, মৌন-মেঘ মুখ-শশী করে আবরণ।
আমার হলো প্রাণাকুল, ভেবে পাইনে কুল,
অকূল ভবার্ণবের কাণ্ডারি হে! একি ভাব কিবা ভাবে নারায়ণ
ভূষিত হয়ে রাজভূষণে, কখন বসবেন সিংহাসনে,
দয়াময়! তোমার বিলম্ব দর্শনে মনো হুতাশনে,
দয়াময়! দাসীর প্রাণ যে কাঁদে, জ্বলে মরি হরি না রহে জীবন॥৩১৯৮॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

এ বিপদে কোথা বিশ্ব বিপদ নাশন। ও হে জানকী জীবন॥
মায়াবী পাপ লঙ্কেশে, আসি দুষ্ট যোগী বেশে,
শূন্য বাসে পেয়ে আমায় করিল হরণ।
গিয়ে মৃগ অন্বেষণে,প্রবেশ করি কাননে, কেমনে দাসীরে হলে বিস্মরণ,
তরিতে এ বিপদ-সিন্ধু, দেখা দাও হে দীনবন্ধু,
কৃপাসিন্ধু করে আমায় কৃপা বিতরণ॥৩১৯৯॥

ভৈরবী—একতালা।

যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।
হে রাজন বারণ করি শুন হে বিনয়,
যখন সে সভাতে আছে শকুনি সুবল-তনয়॥
পাশায় তারে পরাভব, করা অতি অসম্ভব,
অমৃতে গরল-উদ্ভব, হবে আমার মনে লয়॥
দুর্য্যোধন অতি অভাজন, কুজন তার সব সভাজন, জান ত রাজন,
জ্ঞাতিবাক্য বিষ-সমান, শেষে বিচ্ছেদ হবে প্রণয়॥৩২০০॥

ভৈরবী—একতালা।

কোথা যাস্ আয়ি ফেলে মশানে। গো—হৃদয় বেঁধে পাষাণে,
আয়ি আমাদের আর কেহ নাই, বড় দুঃখী দুটী ভাই॥
আয় রেখে আয়, মা গিয়েছে যেখানে;
আমার অবশ অঙ্গ সকল ক্ষুধাতে প্রাণ বিকল;
আঁধারময় দেখি সব নয়নে;
এখন আতঙ্কে কাঁপিছে কায়, পিপাসায় বুক ফেটে যায়,
(আয়ি জল এনে দিয়ে যা গো) (আয়ি ফিরে আয় পায়ে ধরি।)
বুঝি এইবার নিশ্চয় মরি গো প্রাণে॥৩২০১॥

ভৈরবী—একতালা।

কোথা যাব বসন্ত রে তোরে একা রেখে বনে।
যদি যেতে হয় যাব আমি ভাই রে তোমার সনে॥
আমি তোরে ছেড়ে রই কেমনে॥
(তুই রে বিজয়ের নয়নতারা) (আমার বন্ধু বান্ধব তুই সব)
আমি বড় অনাথ বনচারী দেখেছি জগজ্জনে॥
ভাই কেন কেন ধরাসনে,
(ও কি অভিমান হয়েছে তোর) (চাঁদ কি ভূমে পড়লে শোভাপায়)
ভাই উঠে কোলে দাদা বলে একবার ডাক রে চাঁদ বদনে॥
ও ভাই একবার উঠে দেখ নয়নে,
(তোর সেই হতভাগ্য দাদার দশা) (হায় রে ফলে কি ফল হল এই)
নয় তোরে নিয়ে দুর্গা বলে ঝাঁপ দিব জীবনে॥৩২০২॥

ভৈরবী—একতালা।

হৃদয় ছাড়া ক'রবো না আর আয় রে হৃদয়ে রাখি।
(ঠেকে খুব শেখা শিখেছি রে ভাই)
এই পিঞ্জর মাত্র ছিল, কিন্তু পিঞ্জরে ছিল না পাখি॥
এই হৃদ-পিঞ্জরে রাখি তোরে, (মধুর দাদা-বুলি বল বসন্ত)
আর দিতে পারবে না ফাঁকি, (ক্ষুধায় মলেম ফল দেও বলে)
আর দিতে পারবে না ফাঁকি॥
ক্ষণেক বিলম্ব হলে, এখনি ত যেতেম জলে, ভাই কোথা বলে ;—
যদি দিলে সে বিধি, হৃদয়ের নিধি,
(যে ধন বনমাঝে হারিয়েছিলেম) হৃদে গেঁথে নিশ্চিন্ত থাকি,
(আমি আর পলক ফেলব না রে ভাই) হৃদে গেঁথে নিশ্চিন্ত থাকি৩২০৩

ভৈরবী—একতালা।

দাদা দিওনা ধর্ম্ম বিসর্জ্জন। জগতে করে পাণ্ডব দুর্জ্জন,
ধর্ম্ম যদি থাকে সহায়, জগতে ভয় করি কাহায়,
(দাদা যথা ধর্ম্ম তথা জয়) (দাদা ধর্ম্মের তুল্য ধন কি আছে)
কি বিলম্ব সামান্য ধন করতে উপার্জ্জন।
জাননা কি কর্ম্ম দোষে ধর্ম্ম যায়, ধর্ম্ম নাশি মর্ম্মে দুঃখ দিও না ধর্ম্মরাজ
মহারাজের কষ্ট মনে, বল তা সবে কেমনে ;
(আমরা সকল দুঃখ সইতে পারি) (এ ছার প্রাণ গেলে হানি কি তার)
যা আছে হরির মনে তাই হবে এখন॥৩২০৪॥

ভৈরবী—একতালা।

(আছে) তোর বিলক্ষণ বীরত্ব লক্ষণ,
কি জানি রে লক্ষ্মণ, ঘটিবে কি দায়।
তাই করি বারণ, কর না রে রণ, (আমার কপাল ভাল নয় ভাল নয়)
পাছে গৌরবরণ হারাই ভাই তোমায়।
কমল হতে জানি কোমল অঙ্গ তোর,
রাক্ষসের বাণে হবি রে কাতর, (ভয় এই পাছে ভাই-হারা হই)
সকল মেলে, ভাই মেলে কোথায় ॥৩২০৫॥

ভৈরবী—একতালা।

যদি একান্ত বসন্ত-ধনে বাঁধিবে, প্রাণে বধিবে।
কর আমার শিরশ্ছেদন, দূরে যাক সকল বেদন,
(আর ছার প্রাণে কাজ নাই রে) (করি বিমাতর ধার পরিশোধ)
এ পাপাত্মার মুণ্ড লয়ে পিতারে দিবে॥
যে পথে মা গিয়াছেন সেই পথে যাই,
মার কাছে গিয়ে মাকে মা বলে জীবন জুড়াই।
মা বিনে পুত্রের কে আছে, আগে যাই মার কাছে,
(আমায় মার কাছে পাঠায়ে দে রে) (মা নাকি যমালয়ে গেছে)
একা ভাই বসন্ত গেলে মা যে কাঁদিবে ॥৩২০৬॥

ভৈরবী—একতালা।

কান্ত হে ক্ষান্ত হও না হস্তিনায়।
(যারা শত্রু ভাবে) (তা কি জান না, ও হে ও মহারাজ)
তারা স্বকার্য্য সাধিতে মিত্রতা জানায়।
নাথ হে সব অলক্ষণ, নিয়ত করি নিরীক্ষণ,
(কেন নাচে দক্ষিণ অঙ্গ) (প্রাণাকুল ভেবে পাই নেই কুল)
বিষম,আতঙ্ক, দুর্ঘটন বুঝি ঘটিবে পাশায় ॥৩২০৭॥

ভৈরবী—একতালা।

একবার উঠে আয় বসন্ত তোর দুরাত্মা পিতার কোলে।
(যখন বন্ধন-দশায় কোলে উঠতে এলি)
আমি ফেলে দিয়েছি রে তোরে দূর হ দুর্ব্বৃত্ত বলে॥
একবার পিতা বলে ডাক, জীবন জুড়াক,
(আমি অনেক দিন শুনি নাই বাপ)
তোরা জল দে রে এই শোকানলে ॥৩২০৮॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

আর কি ফল এ বিফল জীবনে এ-এ-এ। গুণবতী সতী বিহনে ॥
এ কি অশুচিত অনিত্য লোক-ভাসিত,
তাহাতে একান্ত মম চিত্ত অবিরত ॥
অকলঙ্ক শশিসমা প্রিয়ারে আমার,
অনায়াসে বনবাসে করিলাম পরিহার,
দুরাচার মম তুল্য আর কে আছে এমন ভুবনে ॥৩২০৯॥

ভৈরবী—একতালা।

বিজয়-বসন্ত আমার বড় দুঃখের ধন রে।
ও রে কোটাল শুন বিনয়, একে শিশু তায় রাজতনয়,
এদের বাঁধা উচিত নয়, খুলে দে বন্ধন রে ॥
কাঁদে বাছা হয়ে কাতর, দয়া মায়া কি হয় না তোর,
দেখিয়ে ভ্রাতা-যুগলে, দুঃখে যে পাষাণ গলে,
ওরে যারা দুর্গা দুর্গা বলে, তাদের নাই নিধন রে ॥৩২১০॥

ভৈরবী—একতালা।

শুন হে সুন্দরি শ্রীরাম নাম আমার।
সূর্য্যকুলে পূজ্যপাদ দশরথের জ্যেষ্ঠ কুমার।
স্বর্ণ-সরোজিনী জিনি, গৌরাঙ্গিনী সঙ্গে যিনি,
তিনি আমার সীমন্তিনী, সীতা নাম প্রাণ-প্রতিমার।
কি কব দুঃখের বিবরণ, পিতৃ-সত্য-পালন-কারণ,
সন্ন্যাসীবেশ করি ধারণ, বনবাস করেছি সার ॥৩২১১॥

ললিত ভাঁয়রো—একতালা।

ও কি শোভা রে রামরূপ রূপ-সাগর-তরঙ্গ ;
রত্নাসনে সীতাসনে, রাজ-ভূষণে ভূষিতাঙ্গ ॥
চন্দ্রমুখীর মুখ নিরখি, চন্দ্র মুখে পায় আতঙ্ক,
মরি হরির অঙ্গ হেরি, অঙ্গ হারায় রে অনঙ্গ ॥
রামরূপ হেরি নয়নে, প্রেম তরঙ্গ ত্রিনয়নে,
সদা কন ত্রিনয়নে ছেড় না রামরূপ-সঙ্গ ;
চিন্তামণির গুণের বাণী, বলতে বাণীর রাণী সাঙ্গ ;
সীতানাথের তুল্য কে আর আছে অনাথের অন্তরঙ্গ ॥৩২১২॥

ভৈরবী—একতালা।

এ কি শুনি মধুর নাম, কে এমন বন্ধু আছে শুনায় নাম অবিরাম ॥
প্রবেশি কর্ণকুহরে, মনের অন্ধকার হরে,
এক বার সবে কহ রে, বদন ভরে রাম রাম ॥৩২১৩॥

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

সুমন্দ হিল্লোলে আজি প্রেমসমীর বহিল,
খেলিছে মালতী সনে হেরে নয়ন মোহিল।
বিধাতা হইও সহায়, যেন হে লতিকা..,
ছিন্ন ভিন্ন নাহি করে, অনিল হয়ে প্রবল ॥৩২১৪॥

গাড়া ভৈরবী—একতালা।

আমি কেমন করে নারী হয়ে যাইব সভায়।
কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায় ॥
একে আমি কুলনারী, ঘরের বাহির হতে নারি,
হায় কি করিলে হরি, ঘটালে ঘোর দায় ॥
এই কপালে মোর ছিল, লজ্জা মান সব গেল,
বরঞ্চ মরণ ভাল, বুক ফাটি যায় ॥৩২১৫॥

বারোয়া—ঠুংরী।

হরি দয়াময়। চিন্তে পারে চিন্তামনি তবে কি বিপদ রয়;
ভক্তাধীন নাম ধরে, ভক্ত ডকলে রইতে নারে,
ভক্তিভাবে ছাওয়াল হয়ে নন্দের বাধা মাথায় বয়;
বিশ্বনাথের এই বাণী, সবায় ডাক চিন্তামনি, জুড়াবে প্রাণী;—
হরি হরি হরি বলে যেন আমার প্রাণ যায় ॥৩২১৬॥

ললিত—আড়খেমটা।

কোথায় আছ নারায়ণ; অস্ত্রাঘাতে মরি প্রাণে রক্ষ বিপদভঞ্জন ॥
তোমা বিনে নাহি জানি, তুমি সবার অন্তর্যামি,
ঘোর বিপদে পড়ে প্রভু ডাকি তোমায় অনুক্ষণ ॥
ডাকি আমি বার বার, রক্ষা কর গদাধর,
তুমি না রাখিলে মোরে, কে করে রক্ষণ ॥
বিশ্বনাথের এই বাণী, ভয় কি প্রহ্লাদ গুণমণি,
তোমারে করিবে রক্ষা শ্রীমধুসূদন ॥৩২১৭॥

খাম্বাজ—একতালা।

একি হলো মম দেবর লক্ষ্মণ, আমন্তে বিষাদ একি কুঘটন।
নৃত্য করে কেন দক্ষিণ নয়ন, কহ হে দেবর ইহার কারণ॥
করি অনুমান, প্রভু ভগবান, পীড়িত হয়েছেন, হেন করি মন॥
কেন এলাম আজ বাল্মীক নগরে, চল চল মোরা যাই গৃহে ফিরে,
দেখে চিন্তামণি ওহে গুণমণি, আসবো পুনর্ব্বার মুনি তপোবন৩২১৮

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

ধন্য হে প্রতাপ সিংহ ক্ষত্রকুল ধুরন্ধর,
তব নাম নিরবধি রবে ভারত ভিতর।
প্রবল সম্রাট ভয়ে, রাজগণ ভীত হয়ে,
অনায়াসে যবন করে, দিল সবে রাজকর॥
কিন্তু তুমি সে সময়ে, সামান্য সামন্ত লয়ে,
রহিলে অটল হয়ে, করিলে মহা সমর।
তব ভয়ে শশঙ্কিত, সর্ব্বদা আকবর চিত্ত,
কৌশলে করিয়া কত, তোমা বাধ্য করিবার॥
তৃণশয্যা করি সার, বনফল মূলাহার,
তথাপি অধীন হতে, নাহি হলে অগ্রসার॥
যতদিন রবে ক্ষিতি, তব এই যশ খ্যাতি,
ঘোষিবে পৃথিবীময়, ধন্য প্রতাপ বীরবর॥৩২১৯॥

জয়জয়ন্তী—একতালা।

খেল না খেল না পাশা হে ধর্ম্ম রাজন,
পাশায় সর্ব্বস্ব হারি হইবে নিধন।
সময় গুণে সব যাবে, ধন যাবে, মান যাবে,
শেষেতে কলঙ্ক হবে, আছে কপালের লিখন।
নলরাজা দময়ন্তী, পাশাতে হয় কতই শাস্তি,
রাজ্যধন সব খেল করে অরণ্যে ভ্রমণ।
পাশাতে পড়িলে আড়ি, রাজ্যধন সব ছাড়ি,
হতে হবে বনচারী অতি খল দুর্য্যোধন॥৩২২০॥

পিলু খাম্বাজ—খেমটা।

মোহন গুণমণি রতন হারে;
নবীন জীবন নবনলিনী, দিনু তুলিয়া তব করে॥
রেখ সযতনে, এ সতী রতনে, সাজায়ে বনে বনহারে॥৩২২১

পাহাড়ী—লোফা।

আয় আয় আর গুটিগুটি চলি, আয় আয় আয় ধবলী শ্যামল,
ওরে গোলক ত্যজে আসবে হরি ধরাতলে।
হরি রাখ রাঙ্গা চরণকমলে, হরি হে হরি হে;
ধেনু শুনরে ওই ভক্ত ডাকে হরি বলে।
ভক্ত হৃদয় ভরি, শোন বাজিছে বাঁশরী;
ডাকলে হরি রইতে নারি, রাঙ্গা চরণকমল দেয় তারে,
পড়ে বিপদে, শুন ভক্ত ডাকে দ্বারে দ্বারে,
রুণ রুণ রুণ নূপুর বাজে, ভক্ত হৃদয়ে ত'. বাজে,
কানু বিভোর, ধেনু নেহার, কানু চলে ঢলে ঢলে,
বনবালা দোলে গলে, কানাই প্রেমে ভাসে নয়নজলে ।৩২২২।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দিলাম বাঁধিয়ে কবরী। কিবা চাঁচর চিকুর শোভে মরি মরি।
নীলাম্বর মাঝে যেন শরতের শশী,তেমতি আননে তব শোভিছে সুন্দর,
আসিয়ে তোমারি পাশে ও গো জলেশ্বরী,
মোহিত হইবে নাথ হেরিয়ে মাধুরী ।৩২২৩।

ভৈরবী—একতালা।

চিরদিন কখন সমান না যায়।
সুখ দুঃখ দেখ প্রত্যক্ষ সকলি জলবিম্ব জল প্রায়।
অদৃষ্টের গুণে কি জানি কি করে, (কপে)
পাণ্ডবপুত্র পাশা খেলি গেল বনে।
অজ্ঞাতে রহিল বিরাট ভবনে, দাসত্বে কাল কাটায়।
অদৃষ্টের লিপি কে খণ্ডাবে বল, তার সাক্ষী দেখ মহারাজা নল,
রাজ্যভ্রষ্ট হল, দময়ন্তী হারাল, শনির কোপে কষ্ট পায়।
দেখ হে ভূপতি, অযোধ্যার পতি, রাজা হবে রাম, বনে হল গতি,
পঞ্চবটী বনে, দুষ্ট দশাননে, সীতা সতী হরে লয় ।৩২২৪।

টোড়ি ভৈরবী - একতালা।

চল তাঁরে, সবে মিলে করি দরশন।
ভাবেতে বিভোর হয়ে প্রেমে প্রাণ মজাইয়ে,
যে জন আসিছে ধেয়ে, সেই মহাজন।
তাঁহারি করুণা বলে, ভব পারে যাব চলে,
গুরু দেখাইল পথ (দিয়ে) নূতন নয়ন ।৩২২৫।

মুলতানী জলদ—একতালা।

প্রাণ গা রে! মন গা রে!
নিখিল ভুবন, ভাবে মগন, হইয়ে ভাবে যাঁরে।
প্রাণারাম রামনাম, গা রসনা অবিরাম, ধরাধাম স্বর্গধাম পারি একধার,
জ্বলন্ত মরুভূ-মাঝে ভিজিবে সুধাধারে ॥৩২২৬॥

—

ভৈরবী—দাদরা।

রাম নামের প্রেম বল্‌বো কত, রামের প্রেমে ত্রিলোক বাঁচে।
যে রাম বলে বাহু তুলে, সেই যেতে পারে রামের কাছে ॥
(আমার) হৃদয় মাঝে রাম বিরাজে, বীরের সাজে ধনুকধারী,
বীরের সাজ নয় প্রেমের সাজ প্রেমরূপ রাম বসে আছে ॥৩২২৭॥

—

সরফরদা - টিমেতেতালা।

রক্ষ রক্ষ আজ নারায়ণ। এ বিপদে কর পরিত্রাণ ॥
শুন ওহে দয়াময়, তুমি বিপন্ন আশ্রয়, সকলি ঘটিছে
হরি তোমারি মায়ায়, কোন মহাপাপে নাথ কর এত বিড়ম্বণ।
তব নাম উচ্চারণ, করে বিপদে যে জন, তাহার মঙ্গল হয়, বেদের বচন
মরি তাতে ক্ষতি নাই, হাসাও না শত্রুগণে ॥
কোথা হবো রাজ্যেশ্বরী, কোথা সুদেষ্ণা কিঙ্করী,
হইয়ে দুঃখেতে কাঁদি, দিবস শর্ব্বরী,
তবু তব মনোবাঞ্ছা হল না কি পূরণ ॥
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, কোথা বীর বৃকোদর,
আসিয়ে দেখ হে তব দুর্গতি পত্নীর—
মৃত্যুকালে বড় সাধ, দেখি পতি-শ্রীচরণ ॥৩২২৮॥

—

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

কার সাধ্য ও মা সীতে, তব রহস্য বুঝিতে,
তুমি সীতে তুমি অসীতে, তুমি অন্নদা কাশীতে।
অসীতা রূপে অসি-ধরা, দনুজ-কুল নাশ করা,
সীতারূপে এসেছ ধরা, রাবণকুল নাশিতে ॥
দেহি অন্ন দাসে দেহি, বিশ্বমাতা বৈদেহী,
ভব-ক্ষুধা নিবৃত্ত কর, আর দিওনা আসিতে ॥
যদি কৃপা না কর দীনে, অন্নাদি বসন দানে,
দাশরথিরে হবে নিদানে চরণ-দানে তুষিতে ॥৩২২৯॥

টৌরি ঝিঁঝি—একতালা।

কোথা পঙ্কজমুখী, দুঃখিনী জানকী রহিল।
বুঝি এতদিনে সোণার কমল শুকাইল ॥
আমা বিনে নাহি জানে, আছে কি জীবিত প্রাণে,
আর তো জ্বালা সহে না,
অনলে পশিব, সাগরে ডুবিব, তাহে যদি যায় যাতনা;
কেরে হেন নিদারুণ অতি, প্রাণের প্রাণ হরিল ॥৩২৩০॥

খাম্বাজ—একতালা।

ধীরি ধীরি বয় মৃদুল বায়, ধীরি ধীরি ফুল দুলিছে তায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে লতার গায়।
ভৃঙ্গ ভৃঙ্গ উড়ে ফুলের বাস, কোকিল বসিয়ে কোকিল পাশ,
হরিগুণ গান হরিষে গায়।
ছোট ছোট ফুল হাসিয়ে, গলে গল রাখি দুলিয়ে,
চুপি চুপি হরি বলিয়ে, কোটি কোটি চোখে চায় ॥৩২৩১॥

খাম্বাজ মিশ্রিত—যৎ।

বাঁকা হয়ে দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে।
প্রাণ মন কেন মজালে ॥
সাধে কি কাননে আসি, কেন হে বাজালে বাঁশী,
ছলে ভুলাইয়ে প্রাণ, অকূল মাঝে ভাসালে ॥৩২৩২॥

আলাইয়া—জলদ তেতালা।

এস না শমন আর লইতে অধিনীধনে।
হৃদয়ে রাখিব সদা, হৃদয়ের রতনে ॥
কালনিশি নীলাম্বরে, ঘিরেছে তাপসবরে, অভাগিনী অন্তহারে,
ত্যজ অন্তকাল; শোকনীর উপহার দিতেছি তব চরণে ॥৩২৩৩॥

কাফি বারোঁয়া—একতালা।

অপার হরিনামের মহিমা।
প্রাণ কর শীতল, বোল হরি বোল, ঘুচবে মনের কালিমা ॥
হরিনামের রসে পাষাণ গলে, আয় ডাকি আয় হরি বলে,
হরি বলে ভবে যাই চলে;—হরি হৃদয় মাঝে উদয় হবে,
হরি প্রেমের নাই সীমা ॥৩২৩৪॥

আলাইয়া—একতালা।

কি হলো মরি! একি রে নয়নে হেরি,
কি লয়ে কোন্ মুখে ফিরে, যাব আর হস্তিনাপুরী।
ঐ দেখ হে মীনকেতু, এক মাত্র বংশসেতু;
ছিল প্রাণের বৃষকেতু, নাশিল দুরন্ত অরি।
যাত্রাকালে মা আমারে, সঁপে দিয়েছেন কুমারে,
কি বলে জুড়াবে তাঁরে, বিফল আর এ জীবন ধরি ॥৩২৩৫॥

সাওন মিশ্র—একতালা।

দিয়ে করতালি, এস হরি বলি, হরি নাম করি গান,
কাল হরি আর হরি বলে, শীতল করি তাপিত প্রাণ।
অলসে দিন বয়ে যায়, প্রেমের হরিনাম বলি আই,
রাঙ্গা পায় সঁপি মন কায়;
সুধায় ভাসি, দিবানিশি, সুখে সুধা করি পান ॥৩২৩৬॥

ভৈরবী—পোস্তা।

মরি রে প্রাণকুমার আমার, এ দশা তোর কে করিল।
এই বিশ্বমাঝে কোন্ পাষণ্ড ভীষ্ম-জননী নাম ঘুচাল ॥
জানিরে তোর ইচ্ছা-মরণ, এ দশা তোর কিসের কারণ,
ওরে জীবন-ধন, দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি, কোন্ পাষণ্ড হরে নিল।
দেখে রে তোর জীর্ণ দেহ, কার কি হলো না মোহ,
তোর মাতামহ জগদিষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণ,বল দেখিরে কোথায় ছিল ॥৩২৩৭॥

আলিয়া—যৎ।

চর্ম্মচক্ষে রামকে দেখে কি ফল পাব ওহে ভাই ॥
যাচ্ছি মনে করে আশা যদি জ্ঞান নেত্রে পাই ॥
শুনেছি রাম গুণনিধি, হরেন পাপীর পাপ জলধি,
আছে আশা সেই অবধি, আমি পাপে পূর্ণ ভাই ॥
হারায়েছি চর্ম্মচক্ষু, তাহে আমার নাহি দুঃখ,
পাছে আবার জ্ঞান চক্ষু, ভবে এসে হারায়ে যাই ॥
এ ভবের বাজারে ভাই, কেবল গোল শুনিতে পাই,
কেহ ত শুনিতে নাই, তাই রামের কাছে যাই ॥
সূক্ষ্ম চক্ষু হারাই পাছে, ঐ ভয় অন্তরে আছে,
এবার তো হারালেম মিছে, সে পক্ষের সম্বল চাই ॥ ৩২৩৮॥

বিহঙ্গরা—জলদ একতালা।

তুলি যাতি যুতি মালা গাঁথিব সই।
মল্লিকা মালতী, তারকা জিনি ভাতি,
তুলি বেলা, গাঁথি মালা, দিব প্রেমভরে প্রেমময়ী।
পারুলে বকুলে, অঞ্চল ভরি ফুলে যতনে বাঁধিয়া দিব বেণী।
চম্পক টগর, পরিমল তরতর, সারি সারি ফুল্ল নলিনী।
হাসে ফুল ফুল ফুল বাস অবচই ॥৩২৩৯॥

ভৈরবী—একতালা।

উঠ উঠ বীরবর, চল অমর ভবনে।
অমামম চন্দ্রলোক, হায়, তোমার বিহনে ॥
চল হে বিমল বিভা, উজলিতে দেব সভা,
চল হে ত্রিদিব ধামে, আরোহী এ দিব্য যানে।
ষোড়শ বৎসগত, শাপ তব বিমোচিত,
চল চল চন্দ্রলোকে, কেন হে ধরাশয়নে ॥৩২৪০॥

কালনেঙ্গরা—কাওয়ালী

কে তায় সাজাবে জটাধারী,
সোনার অঙ্গে পরিবে বাকল আমরি মরি;
যে রামের পদ সরোজে, কুয়াঙ্কুর ফুটিলে বাজে;
বন মাঝে তার কি যাওয়া সাজে,
ছি ছি এমন কথা আর বলিসনে নিঠুরা নারী ॥
মরি মরি প্রাণ কাঁদে, যে বিধি করিল চাঁদে,
রাহুর আহার সেই বিধি বাদ সাধে,
আমি মরিলে দিস রামকে বনে তোর পায়ে ধরি ॥৩২৪১॥

ললিত বিভাস—আড়া ঠেকা।

এই যে ছিল কোথায় গেল কমলদল-বাসিনী।
লোকলাজ ভয়ে বুঝি, লুকাল শশীবদনী ॥
এই যে দেখি কালীদয়, সকলিত জলময়,
কালী যদি সদয় হয় তবে জীবন রয়;—
কোথায় গেল সে সুন্দরী, কোথা বা লুকাল করী,
এ মায়া বুঝিতে নারি (বুঝি) জাদি হয় হরঘরণী ॥৩২৪২॥

কালনেঙ্গরা—কাওয়ালি।

সখি বিজনেতে যাই ; বাসন্তি কোকিল সনে, মিলাইয়ে লয় তানে,
করিব সঙ্গীত আমি শুনিব তাহাই ;
কি কাজ লো রাজসভা ? বিজনেতে যাই ॥
উষার মুরলী লয়ে, ঘুমন্ত সে প্রকৃতিরে,
জাগাব যমুনাতীরে গাইয়ে সদাই ; কি কাজ লো রাজসুখে ?
বিজনেতে যাই ॥
ছলে ছলে আশে পাশে, শরতে পদ্মিনী হেসে,
নাচিবে নাচাবে জলে চল চল গাই ;
কি কাজ নগরে ? গ্রামে বিজনেতে যাই।
চাঁদমুখ নিরখিয়ে,তপোবন ঘরে গিয়ে নাচাব হরিণী লয়ে মৃদুল নাচাই,
কি কাজ লো রণতালে ? বিজনেতে যাই ॥
ফুটিল মল্লিকা ফুল, করিব কাণের দুল,বকুলের কণ্ঠহার পরিব সদাই ;
কি কাজ রাজ আভরণে ? বিজনেতে যাই।
গোলাপ সীমন্তে দিব, যুথির বলয় পরি,
মালতী কঙ্কন হবে পরিব তাহাই ;
কি কাজ কনকে মম ? বিজনেতে যাই ॥
চাঁপার মেখলা করি, পরিব লো কোটিদেশে
সাজিব বনের মেয়ে, আছিলো যা তাই ,
কি কাজ রাণীর বেশে ? বিজনেতে যাই ॥৩২৪৩॥

সাওন মিশ্র—একতালা।

হরি বল হরি বল হরি বল মন।
ছাড় মোহ মায়া ভ্রম ছায়া সংসার স্বপন ॥
(একবার হরি বল বলরে !) আয় ভক্তি ভরে,
উচ্চৈঃস্বরে, করি হরি সঙ্কীর্ত্তন ॥ (ওরে নেচে নেচে রে)
আমরা প্রেম ভিখারী প্রেমে ..., করে প্রেম বিতরণ ॥৩২৪৪॥

ভুপালী—কাওয়ালী।

উপায় কি করিব এখন।
সংসপ্তকগণ সনে, অর্জ্জুন করে বিগ্রহ,দ্রোণ করি চক্রব্যূহ নাশে সৈন্যগণ
বৃকোদর আদি বীরে, ব্যূহ প্রবেশিতে নারে,
আছে দ্বার রুদ্ধ করে সিন্ধুর নন্দন।
যদি কেহ ধনুর্দ্ধর,পার শঙ্কটে উদ্ধার,
করি রিপু দর্প চুর করিয়ে প্রধান ॥৩২৪৫॥

বেহাগ—একতালা।

(ও ভাই) ভাবিরে মনে,
বিধি কি এমন হবেন সদয় প্রেয়সী বিরহ সন্তাপিত জনে।
হেরে শিশুদ্বয় মম অবয়ব, জানকী কুমার হয় অনুভব,
কিছু মনে কত হতেছে উদ্ভব সম্ভব তা হবে কেমনে।
লয়ে রাজ্যভার তুষিতে প্রজায়, উহু মরি বলতে বিদরে হৃদয়,
পঞ্চমাস গর্ভা বিনা দোষে হায়! প্রিয়াকে দিয়াছি বনে॥
ভারতে এমন কেবা আছে আর, মম তুল্য করে নৃশংস আচার,
অভিমানে বুঝি প্রেয়সী আমার জীবন ত্যজেছেন কাননে॥৩২৪৬॥

যোগিয়া ভায়রোঁ—যৎ।

উমা যাও কি মা হরের নিবাসে;
এলে গিরিপুরে, দিন দিনের তরে, ছিলাম আমি মনের উল্লাসে।
তোমায় নিতে উমাশশি, আজ বিজয়া উদয় আসি,
পুরবাসী নয়ন জলে ভাসে।
মা এ দুঃখ কি জানে অন্যে, তুমি মোর অন্নপূর্ণে,
তোমাকে তিন দিনের জন্যে এনে এ বাসে।
না পূরে মা মন সাধ, সাধ পুরাতে এ বিষাদ,
পূরে কেবল শিবের সাধ শেষে।
দুঃখিনীর মুখ চেয়ে, আর দুদিন রয় হিমালয়ে,
এবার শিবকে বলে কয়ে পাঠাও কৈলাসে।
অভাগিণীর কপাল গুণে, এসেন জামাই দিন গুণে,
পাষাণ গুণে বাঁচি প্রাণে শেষে।
(আমি) মৈনাকের শোকে জরা, তুমি মেয়ে দুখপাসরা,
তোমায় পেয়ে হই মা হারা কপালের দোষে॥
চেয়ে দেখগো ওমা তারা, অচল গিরি পড়ে ধরা,
তারা বলে নয়ন জলে ভাসে॥৩২৪৭॥

বিভাস মিশ্রিত—একতালা।

আমরা রাখাল বালক মাঠে ধেনু চরাই।
খিদে পেয়েছে খেতে দে মাই॥
নেচে নেচে খেলি গোঠে মাঠে, বেণু বাজাই মোরা হাটে ঘাটে,
তোরা ভিক্ষা দিবি মাগো এসেছি তাই॥
দেনা মা যা দিবি আদর কোরে, আদর কোরে দিলে মনে ধরে,
দেরি কোর না মা মোরা খেলিতে যাই॥৩২৪৮॥

হরি নাম সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন।

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

শ্রবণ মঙ্গলং। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং ॥
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথাং ॥
তন্ত্রে কিবা মন্ত্রে জীবনান্তে হরিনাম বিনে সকল বিফলং;
কাল কলুষ নাশন তারণ কারণ, জগত কুশলং।।
দূর কর সর্ব্ব হ. সর্ব্ব কুভাব,—উপসর্গ স্বভাব, ধর স্বর্গ স্বভাব,—
কর যজ্ঞ যাগ, যজ্ঞ নহে যোগ্য যোগেশ্বরের নাম কেবলং;
ভক্তিভরে যেই জন, লয় নাম পায় ত্রাণ,
স্মরণে যন্নাম, গ্রহণে যন্নাম চিত্ত নির্ম্মলং ॥৩২৪৯॥

কীর্ত্তন।

হরি বল হরি বল রে ও মন, দিন গেল বিফলে।
মন রে এখনে না বলে হরি (ও মন), হরি বলবে কি আর দেহ গেলে॥
মনরে এ দেহ জলের বিম্ব (ও মন); বিম্ব ভাঙ্গলে মিশে যাবে জলে॥
মনরে ভাই বন্ধু দারাসুত (ও মন);
তারা কেউ থাকে না নিদান কালে ॥৩২৫০॥

কীর্ত্তন—একতালা।

হরি বল হরি বল হরি মন।
ছাড় মোহ-মায়া, ভ্রম-ধান্দা, সংসার বন্ধন ॥ (একবার হরি বল রে)
আয় ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে করি হরি সঙ্কীর্ত্তন ॥ (ওরে নেচে নেচে রে)
যে জন বাহু তুলে হরি বলে, হরি তারে দেয় দরশন (এম্নি দয়াল হরি রে)
আমার প্রেমভিখারী, প্রেমের হরি, করে প্রেম বিতরণ ॥৩২৫১॥

কীর্ত্তন।

হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই
আমার নিতাই যদি মনে করে, (নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে);
নামে পাষাণ গলাইতে পারে, একলা নিতাই (যদি গৌর থাকতো
কিনা হতো) আমার নিতাই যারে দয়া করে,
(নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে); নামে মহাপাতকী উদ্ধারে,
একলা নিতাই (যদি গৌর থাকতো কিনা হতো) ॥৩২৫২॥

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র, জয় জয় ভব-তারণ।
অনাথ ত্রাণ জীব প্রাণ ভীত ভয়-বারণ॥
যুগে যুগে রঙ্গ, নব লীলা নব অঙ্গ, নব তরঙ্গ, নব প্রসঙ্গ, ধরা ভার-ধারণ
তাপহারী প্রেমবারী বিতর রাসরঙ্গ-বিহারী,
দীন আশ কলুষ নাশ, দুষ্ট ত্রাণ কারণ॥৩২৫৩॥

সুরটমিশ্রিত—একতালা।

চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নমঃ বামন-রূপধারী।
গোপীগণ মনোমোহন, মঞ্জু-কুঞ্জ-চারী, জয় রাধে শ্রীরাধে॥
ব্রজবালক সঙ্গ, মদন-মান-ভঙ্গ, উন্মাদিনী ব্রজ-কামিনী, উন্মাদ-তরঙ্গ,
দৈত্য-ছলন, নারায়ন, সুরগণ ভয়হারী;
ব্রজবিহারী, গোপনারী মান-ভিখারী। জয় রাধে শ্রীরাধে॥৩২৫৪॥

ভৈরবী মিশ্রিত—একতালা।

আমি প্রেমের ভিখারী, কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়।
কে প্রেমের মাতাল, কে প্রেম ঢেলে দেয়, যে যত চায় তত পায়॥
প্রাণে প্রাণে প্রাণে শুনে কথা, তাইত আমি এলেম হেথা,
আমি দেশে দেশে, বেড়াই ভেসে, ঠেকে গেছি প্রেমের দায়॥৩২৫৫॥

ভৈরবী মিশ্রিত—একতালা।

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জুয়ার বয়ে যায়।
বহিছেরে প্রেম শত ধারে, যে যত চায় তত পায়॥
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি, রাধার প্রেমে বলরে হরি;
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়,
রাধার প্রেমে হরি বলি আয়॥৩২৫৬॥

সুরট মল্লার—আড়খেমটা।

শ্মশান ভবনে ভব যাঁর ভাবে; পার ভবের ধন সে রাঘবে।
হবে দীনের প্রতি দীননাথের দয়া, এদীনের কি সে দিন হবে॥
আমি অতি দীন হীন নিরাশ্রয়, করবেন কিহে আমার আশ্রয়ে আশ্রয়,
দিবেন পদাশ্রয়, সেই গুণাশ্রয়, শ্রীচরণ পল্লবে।
বনযাত্রা কালে একদিন মম ধাম, এসেছিলেন অশেষ গুণের গুণধাম,
আর বার দয়া করে আসবেন কি সে রাম, এত দয়া কি সম্ভবে।
ভবে যদি হেতু নির্গুণে নিস্তার, স্বগুণে গুণ-সিন্ধু অবতার,
দাশরথী বিনে দাশরথীর ভার গ্রহণ কে করে ভবে॥৩২৫৭॥

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

নন্দিরে কার মায়ায় বন্দী হয়ে থাকি এ মন্দিরে।
মহামায়া হারালেম কার মায়ায় হয়ে বন্দীরে॥
দক্ষালয়ে গিয়েছিলি, তুইত সতীর সঙ্গে ছিলি,
(নন্দি) প্রাণ ত্যজিতে কেন দিলি আমার প্রাণের উমারে।
আমি ঈশান সন্ন্যাসী, সতত শ্মশানবাসী,
বাস বাসে ভাল না বাসি বাসনা হয় অন্তরে।
তবে গৃহে বসতি করি সতী ভার্য্যারই মায়ায়,
হৃদ বসতি ছেড়ে আমার সে সতী আজ রইল কোথায়,
মিছে মায়ায় কেউ কারো নয় নন্দি দেখ মনে করে॥৩২৫৮॥

সুরট মল্লার—একতালা।

ওরে লব কোথা লুকালি।
জানকী-কুমার জীবন আমার জীবন বুঝি হারালি॥
তোরে এ সে নয়নে না হেরিয়ে সীতে,নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে
জীবন নাশিতে জলে প্রবেশিতে যাবে মনদুঃখে জ্বলি।
একে হয় না সীতের শোক সম্বরণ, নিরপরাধে সে নীরদ বরণ,
পঞ্চমাস গর্ভে দিয়েছেন বন, শোকে সোণার অঙ্গ কালী॥
দৃষ্টিহীন জনের যষ্টিরে যেমন, তেমতিরে তুই জানকীর সবে ধন,
আর আছে কি ধন কিসে সম্বরণ, করিব লব কি বলি॥
(ওরে) দুগ্ধপোষ্য তনু কোমল অতিশয়,তপনের তাপ তোরে নাহি সয়
তপোবন ত্যজে কোন বন মাঝে কি খেলা খেলাতে গেলি॥
বনে বনে তোর না পেলে সন্ধান, হলরে আমার হত থ্যান জ্ঞান,
মরিলে আবার হরিসুত আমার, হরিসাধন ভুলালি॥৩২৫৯॥

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

বনে গেলেমে বলেরে ভাই ভেবে ছিলাম আমি চিতে।
দীনকে বুঝি ভুলে গেছ দিন পেয়েরে রামা মিতে॥
আমারে অগণ্য করে, অন্য পথে গেলে পরে,
নতুবা জীবনে যেতেম জীবন স'পিতে॥
আশা দিয়ে গেলি যে কালে, আসব বলে আশা কালে,
সে আসার আসাতে আছি আশা পথ চেয়ে;
সতত নবঘন রূপ জাগিছে মম অন্তরে,
গগণে হেরি নবঘন 'ক্ষণ ক্ষণ নয়ন ঝোরে',
ভালবাসিরে মিতে তোরে জীবন সহিতে॥৩২৬০॥

সঙ্কীর্ত্তন।

কে রে হরিবোল বলে যায়; তোরা যা রে মাধাই জেনে আয়।
আমি কি বলিব এই হরি-ধ্বনি, এ ধন ছিল কোন ধনীর,
শুনে চক্ষে কেন বহে নীর পুলক শরীর॥
আমি কখনও শুনি নাই এ নাম কে আনিল নদীয়ায়;
আমি কি বলিব এই যে হরিবোল, যেমন অমিয়ার উথল,
আমার শুনে অঙ্গ হয় শীতল বল মাধাই তুই বল।
আমি কখনও শুনি নাই এ নাম, কে আনিল নদীয়ার॥
এ নাম গোলকে গোপনে ছিল, কে আনিল নদীয়ায়;
এ নাম শিব গেয়েছে পঞ্চমুখে, কে আনিল নদীয়ায়;
এ নাম ব্রহ্মা গায় চতুর্ম্মুখে, কে আনিল নদীয়ায়॥৩২৬১॥

কীর্ত্তন।

হরি বল বল জগাই মাধাই, তোরা নেচে নেচে দুটী ভাই।
এ নাম মধুর বড়, ছোট বড়. কারো বলতে বাঁধা নাই॥
তোরা মন প্রাণ খুলে, সুখে দুই বাহু তুলে,
মুখে বল হরি বল বল, রবে না গোল তরবি অকূলে;
হরি সদানন্দ, নিরানন্দ অন্তরে পাবে না ঠাঁই।
শোনরে হরিনামের গুণ, ঐ নাম স্বগুণে নির্গুণ,
(নামে) পালায় শমন, রিপুদমন, নিভে পাপাগুণ,
হরিনামামৃত পান করিলে, ভবক্ষুধা দূরে যায়।
এই হরির নামে হয় ব্রহ্মার ব্রহ্মভাব উদয়,
শিব ত্যজে কাশী. শ্মশানবাসী, হলেন মৃত্যুঞ্জয়,
নামে মুনিগণে নিবিড় বনে, মহাসুখে কাল কাটায়।
প্রহ্লাদ হরি বল ব'লে, পর্ব্বত অনলে জলে,
করীর পদ চাপনে বাঁচল প্রাণে, খেয়ে গরলে ভাই॥৩২৬২॥

সঙ্কীর্ত্তন।

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, (মাধা) তারা দু'ভাই এসেছে রে।
যারা আচণ্ডালে প্রেম বিলায় তারা এসেছে রে॥
আগে মাধা, মাধা মেরেছিল, পাছে তারা কেঁদেছে রে;
জগা বলে (ওরে) মাধা ভাই, এমন রূপ আর দেখি নাই রে,
মাধা বলে জগাই ভাই, আজ হতে ডাকাতির আর কার্য্য নাই,
ইচ্ছা হয় তার সঙ্গে যাই রে॥৩২৬৩॥

কীর্ত্তন।

জীবের থাকতে চেতন হরি বল মন, দিন গেল দিন গেল।
দিন গেল দিন গেল রে মন, দিন গেল দিন গেল॥
ওরে জগাই মাধাই পাপী ছিল, তারা হরির নামে তরে গেল॥
ওরে রূপসনাতন দু'ভাই ছিল, তারা বিষয় ছেড়ে
(তারা বিষয় ছেড়ে) ফকির হল।
(ওরে) রত্নাকর দস্যু ছিল, সে যে হরির নামে
(সে যে হরির নামে) তরে গেল।
ওরে অহল্যা পাষাণ ছিল, সেই চরণ পরশনে
ওরে মনরে তোর পায়ে ধরি, এবার আমায় নিয়ে
এবার আমায় নিয়ে ব্রজে চল॥৩২৬৪॥

সঙ্কীর্ত্তন।

কোন ফুলের সৌরভ রে নিতাই, এনে জগত মাতালি রে।
গাছের নাম তার চম্পকলতা রে, পাতার নাম তার হেম,
ও রে এক ডালে তার রসের কলি, আর এক ডালে প্রেম রে।
গোঁসাই গোরাচাঁদে বলে রে, ও সেই কৃষ্ণ-প্রেমের নিগূঢ় কথা,
ও রে যার হৃদয়ে বস্তু নাই, সে খুঁজলে পাবে কোথায় রে॥৩২৬৫॥

কীর্ত্তন—একতালা।

হরি বল বল ভাই দিন যায় বয়ে।
ওরে দিন যায় বয়ে, তোর সময় যায় বয়ে॥
ওরে এ ভব-সমুদ্র মাঝে নিতাই চাঁদ নেয়ে,
ওরে কি কার্য্য করিলিরে ভাই মানব জনম পেয়ে॥৩২৬৬॥

সঙ্কীর্ত্তন।

(মধুর) হরিনামের নাই তুলনা সদা হরি বল।
ও নামে মহাপাপী তরে গেল রে, ও নামে অন্ধ, আতুর তরে গেল রে,
ও নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল রে।
ভবে অপার নামের মহিমা, সদা হরি বল॥
ও নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে,
তারে যমদূতে ছুঁতে পেলে না, সদা হরি বল;
যদি বিষয়েতে সুখ হইত রে,
তবে লালাজি ফকির হইত না, সদা হরি বল॥৩২৬৭॥

সঙ্কীর্ত্তন।

আমার মন যেন আজ করে রে কেমন আমায় ধর নিতাই।
নিতাই জীবকে হরিনাম বিলাইতে, আমার ব্রজের কথা পলো মনে।
দুঃখের কথা কব কারে, কথা রায় রামানন্দ জানে।
আমার অষ্ট সখি ছিল সাথে;
নিতাই খত দিয়াছি আপন হাতে,সে ধার শুধব কিসে নিতাই রে ৩২৬৮

বাউলের সুর—খেমটা।

হরি-প্রেমে মত্ত গৌর নিতাই মাতঙ্গেরি প্রায়।
পদভরে ক্ষিতি টলে, চক্ষের জলে পাপীকে গলায়॥
(তাদের) দিগ্বিদিগ নাহি জ্ঞান, হরি বলতে হয় অজ্ঞান,
ঐ ভাবে গলে টলে টলে, দুই জনেতে চলে যায়॥
কাছে দেখে যে জনেরে, ঐ তাদের গলে ধরে,
অমূল্য রতন, নাম ধন, যেচে তাদের বিলায়;
অমর সুধা করে করে, চিরমৃত পাপীর দ্বারে,
কাঁদিয়ে ডেকে তাদেরে, অঞ্চল পুরে নাম দেয়;
যে ধনেতে বসুমতী, হয়েছিল পুণ্যবতী,
সে ধনের অভাবে এবে, দেখ ভারত মৃতপ্রায়॥
নিতাই গৌরের মত পাঠাবে কি ধরাতল। (পিতা মোঁ)
(যারা) ছড়াইত ভবধামে নামের বীজ হরি বলে;
কি নামের সুবোল বলে, টলে টলে যেত চলে,
ঘোর পাপীকে দেখলে পরে, কাঁদত তাদের ধরে গলে,
কি মধুর বোল বলতো তারা, (শুনে) পাপী কেঁদে হত সারা,
প্রাণের বেগে ছুটে পড়ত তাদের চরণতলে॥
(আর কিছু নয় আর কিছু নয়, সে প্রেমময়ের দেখবে বলে)॥৩২৬৯॥

বাউলে—কীর্ত্তন।

হরি হরি বলে ভাসাওরে তরণী, ভবের হাটে এই হল বিকিকিনি॥
শ্রীগুরু কাণ্ডারী করি, ভবনদী দেও পাড়ি;
তুমি এই কার্য্য করিও মাঝিরে, তোমার পরকালের ভাবনা কি।
ছয়জন গুণ টেনে যায়, মন-মাঝি তার বৈঠে বায়;
জয়-রাধার নামে বাদাম দিওরে, মাঝি শুকনায় ডোবে তরী॥
মন-মাঝি তোর পায়ে ধরি, কূপ-জলে ডুবাও না তরী,
তুমি এই কার্য্য করিও মাঝি রে, গঙ্গাজলে যেন ডোবে তরী॥৩২৭০॥

একতালা।

হরিনাম-ব্রহ্ম জপ রে তরবি যদি এ সংসারে।
এ বারে এ বারে আমার মন রে! তরবি যদি এ সংসারে॥
মন হে হরি হরি বল বারে বার, যদি ভবে হবে পার,
হরিনাম নিয়ে ভবে দাও সাঁতার মন রে আমার;
মন রে হরির নামে মোক্ষধামে, পাষণ্ড পলায় দূরে॥
যখন শমন এসে বাঁধবে দশদ্বার, তখন দেখবি চমৎকার,
বুকে বসে কসে মারবে, পাপ মন রে আমার॥
তখন সঙ্কটেতে কালের হাতে, মরবে আগুনে পুড়ে;
মন রে ভাই বন্ধু যত পরিবার, কেহ সঙ্গী নয় তোমার,
"আমার আমার" কেবল অহঙ্কার মন রে আমার;
মন রে তুমি বা কার? কেবা তোমার?
আমার শব্দ দূর করে॥৩২৭১॥

বাউলে—কীর্ত্তন।

আমার মন যদি পার হবি, তবে হরিনামের নৌকা ধর।
হরিনামের নৌকা ধর রে, শ্রীগুরু কাণ্ডারী কর॥
অন্য চিন্তা ত্যজ করে রে, চিন্তামণিকে চিন্তা কর;
জগাই মাধাই পাপী ছিল রে, হরির নামে তরে গেল॥৩২৭২॥

কীর্ত্তন।

নিতাই চৈতন্য নামে, এই নামে শমন ভয় আর রবে না রে।
(হয় না হয় লয়ে দেখ)
গৌর যারে দেখে আপন কাছে, তারে হরিনাম যাচে;
মার খেয়ে প্রেম যাচে, এমন দয়াল কে আর আছে,
গৌর জগৎ ডুবিয়ে গেল, আমার হিয়া ডুবলো নারে॥৩২৭৩॥

কীর্ত্তন।

যেমে আয় মাধাইরে নগরে কে যায় হরি বোল বলে;
(আরে গুণের ভাই মাধাই রে)
কত খোড়া যাচ্ছে দৌড়ে দৌড়ে, কাণা যাচ্ছে পথ চিনে;
কত শুষ্ক তরু মঞ্জুরিল এই হরি নামের গুণে;
কত অন্ধ আতুর তরে গেল, এই হরি নামের গুণে॥
আমি কখন শুনি নাই এ নাম কে আনিল নদীয়ায়॥৩২৭৪॥

খাম্বাজ—একতালা।

হেলাতে রতন হারাওনা মন হরি হরি বল বদনে,
হরি বল, হরি বল, বল শয়নে স্বপনে জাগরণে ॥
ঐহিকের সুখ হল না বলিয়ে, তা বলে কি নাম রহিবি ভুলিয়ে,
যার নামে, তার প্রেমে, হলেন শুকদেব সুখী, নারদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী,—বেড়ায় শ্মশানে মশানে যোগ ধ্যানে;
মনে কর সেই দিন ভয়ঙ্কর, অবশ অঙ্গ যে দিন হইবে তোমার,
সেই দিনে বদনে, যদি বলতে পার নাম, হরি পুরাবে মনস্কাম,
তবে যাবি মোক্ষধাম তোকে লবে না ছোঁবে না শমনে;
যেতে হবে যেদিন ত্যজিয়ে সংসার, কোথায় রবে তোমার পুত্র পরিবার
সংসার অসার, আঁখি মুদিলে অন্ধকার,
হরির পদ কর সার, যদি হবি ভব পার, রাখ রতি মতি হরির চরণে;
চরণ বলে গতি নাই হরি বিনে, হরি নাম সুধা পিয়াও রে বদনে,
কলিতে তরাতে, হরিনাম ব্রহ্মময়, যে (জন) জানেরে নিশ্চয়,
তার কি ভবে ভয়, ভবে তরিতে পারবে তুফানে ॥৩২৭৫॥

কাওয়ালী।

হরি বল হরি বল হরি বল ভাই, হরি নাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই।
হরি নামে উদ্ধারিল জগাই আর মাধাই,
হরি নামের নৌকা করে ভবপারে যাই।
হরিনাম মহামন্ত্র এই কর সার, হরিনাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই৭৬

কীর্ত্তন—সুর।

হরি হরি বল ও রে মন, হরি বিনে কে আর আছে শমন-দমন;
ভাবিলি না সে কাল-বরণ, কিসে হবে কাল নিবারণ,
সদা যেমন মত্ত বারণ, করেছ ভ্রমণ;
মত্ত হয়ে রাজ্যসম্পদে, না ভজিলি হরি পদে,
প্রতিফল তোর পদে পদে, দিবে যে শমন;
যে পদে লক্ষীর সম্পদ, ভাবিলি না সে হরিপদ,
ঘটালি আপন আপদ; এ আর কেমন;
কারে বল আপন আপন করহে মন!
কি আলাপন, সে নহে কখন আপদ, যেমন স্বপন;
আপন যে চিন্‌লি না তাঁরে, যে ভব দুস্তরে তারে,
গোবিন্দ কয় ভাবলে তাঁরে, পলাবে শমন ॥৩২৭৭॥

কীৰ্ত্তন।

শুনরে পাষাণ মন আমার, হরিনাম ভুল না ভুল না।
এই না ভবে মানব জনম হয়ে গেল, আর ত হবে না॥
হরিনামের যে মহিমা, বেদে নারে সীমা,
অনন্ত অন্ত পেলোনা গো (নামের অন্ত পেলো না)।
ঐ নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল, ঐ নাম করে সাধনা।
ঐ নামে জগাই মাধাই তরে গেল, ঐ নাম করে সাধনা॥
ভবে এসে কি করিতে, কি কর মন কি করিতে,
ভুলিয়ে মায়ায় ঠেকো না—ঠেকো না॥
ঐ নামে পাষাণ গলিত হইল, আমার মন তো গলে না।
কুকথা কও বদন ভরে, নাম নিতে মুখ চেপে ধরে,
হরির নাম মুখে আসে না।
ওরে আমার আসা যাওয়া সার হইল, গুরু ভজন হইল না॥৩২৭৮॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

শোন রে বীণে! কি শুনবিনে, মোরে শুনা বীণে,
ছেড়ে কু-বোল সদায় কেবল হরিবোল বিনে বলবিনে;
যখন বন্ধন করবে তারে, তারে তারে ডাকবি তাঁরে,
জান না ভব-দুস্তরে, কে তারে তাঁরে বিনে;
যতন করে বীণে তোরে, রেখেছি এই করে ক'রে,
চিনলিনে সে বেণুকরে, যে দীনেরে কৃপা করে;
যাঁরে ধ্যানে না পায় ভব, বীণে তদি তাঁরে ভাব,
সুদন বলে তবে ভবপারে যেতে আর ভাবিনে॥৩২৭৯॥

কীৰ্ত্তন—সুর।

না জানি হরি কেমন, নামটী এমন, মিঠা এত।
দয়ালের নাম শুনে হয় মন উচাটন, দেখলে জানি কেমন হতো।
যে হতে নাম শুনেছি, সে হতে পাগল আছি,
বাঁচি কিম্বা মরি ও সুখ বলব কত;
তারে ধরি ধরি করে হিয়ে, ধরলে জীবন সফল হতো।
শুনেছি লোকমুখেতে, এমন রূপ নাই জগতে,
যে দেখেছে সে হয়েছে অনুগত;
তারে দেখলে অঙ্গ সঙ্গমাগে, নয়ন ঝরে অবিরত॥৩২৮০॥

কীর্ত্তন।

গৌর প্রেমের ভরে মাতিল নিতাই, মাতিল নিতাই ;
নিতাই গৌরব করিয়ে বলে আমার গৌর ছোট ভাই ॥
নিতাই যারে দেখে আপন কাছে, ধর প্রেম বলি যাচে ;
নিতাই কাঙ্গাল বড় ভালবাসে, নিতাইর কাঙ্গাল প্রতি বড় দয়া ॥ ৩২৮১

বাউল—তিওট, রূপক, লোফা, একতালা।

হরি যে ভাবে তোমায় যে ভাবে তারে কৃপা কর সেই ভাবে হে।
তোমায় ভক্তিভাবে, ভক্তে ভাবে,
ওহে গোপীকান্ত, অভাব হওহে অভাবে ॥
হে ব্রহ্মসনাতন, সনক সনাতন, শান্তভাবে পেলে তব চরণ ;
শিশুপাল রাবণ অরি ভাবে, পেলে হে
পতিত পাবন, মম দশার কি হবে,
হরি হে বলিরে ছলিলে, বামনরূপ ধারণ করে হে।
হরি কে জানিবে তব অন্ত, যার অনন্ত না পায় অন্ত।
হরি ত্রিপাদ ভূমি দান নিতে, পদ বাহির কৈলে নাভি হতে।
ও পদপঙ্কজে, ভৃঙ্গ হয়ে রঙ্গে থাকরে, পান কর সুখে,
পরম সুখে চরণপদ্মের মধু (আমি তাই বলি মন)।
বিষয়-কেতকী কণ্টকের বনে, সে বন মধু-বিহীন,
ইথে বিফল ভ্রমণ ভ্রম কেন মন,
অসার সংসারে, কে আপন আছে, ও মন ভেবে দেখ,
শ্রীহরি বিনা সকলি মিছে।
অর্দ্ধ নারায়ণ ক্ষেত্রে, অর্দ্ধ গঙ্গানীরে মগ্ন রহে যেন।
দৃষ্টি করি রবিসুতে, না আসিবে আমায় নিতে,
হয়ে অতি ভয়ে ভীত, দূরে থাকি দিবে ভঙ্গ।
আমার চরমকালে, হৃদয় কমলে, নীলকমল দাঁড়াবে ॥ ৩২৮২ ॥

বাউলের সুর—খেমটা।

হরি বলে ডাকরে রসনা, ও তোর যাবে ভব-যন্ত্রনা।
হরি বলে ডাকরে আমার মন,
অন্তিমকালে জানবি হরি নামের কত গুণ,
আবার হরি বলে যাবে চলে, যমে ছুঁতে পারবে না।
হরি ভব কাণ্ডারী, নিজগুণে পার করিতে রেখেছেন তরি,
আবার দুঃখী তাপী পারে যাবে, তাদের মাশুল লাগবে না ॥ ৩২৮৩ ॥

মারোয়া—ঝাঁপতাল।

হরিনাম সুধা-রসে কেন রসনা রসনা।
বিরস বিষয়-রসে কেন সতত বাসনা॥
দারাসুত আদি সবে, সকলেই পড়িয়ে রবে,
সার মাত্র সঙ্গে যাবে, সেই নামের সাধনা।
বার বার গতায়াতে, নানা ক্লেশ পাও পথে,
(এবার) মোহ মদে অন্ধ হয়ে, হওনা যেন বঞ্চিত।
অতএব বাক্য ধর, হরিনাম মালা পর,
হরিনাম করে কর ঘুচিবে ভব-যন্ত্রণা।
সদা সাধুগণ সঙ্গে, মজ ঐ নাম রঙ্গে,,
অনুলেপ সদা অঙ্গে, নামের সুধা অঙ্ক।৩২৮৪॥

কীর্ত্তন।

আমায় ছেড়ে দেও ছেড়ে দেও প্রাণের নিতাই। আমায় ছেড়ে দেও।
ধৈরয ধরিতে মন স্থির নাহি বাঁধে (আমায় ছেড়ে দেও)
কি উপায়ে বাঁচাইতে আমায় কি করিবে বিধি,
বিরহ-বিকারে আমার কি দিবে ঔষধি। (এ রোগ নিদানে নাই,
কোন বিধানে নাই) (রোগের ঔষধি নাই নিধন বিনা)
দংশিয়াছে কাল-সাপে, কি করিবে ওঝা,
এ জীবন হইল আমার বেগারেরি বোঝা।
(এ ভার বইতে যে পারি না, বৃথা জীবন ভার আর)
তুষের অনলে আমার সদা হৃদি জ্বলে, পতঙ্গ হইয়ে পড়ি,
হরি প্রেমানলে, (যদি জীবন দিলে আমার সে ধন মিলে)
আমার জীবনে আর কি সুখ আছে,
(হরি-ভক্তি বিনা কি সুখ আছে)॥৩২৮৫॥

কীর্ত্তন।

ওরে বল্‌রে আমার মন (একবার) হরিবল।
এ নাম বল্‌বি মুখে যাবি সুখে বল্ হরিবল।
এ নামে সকল দুঃখ দূরে যায় বল্ হরিবল॥
এমন মধুর নাম পাবি কোথা বল্ হরিবল;
আজ কাল বলে দিন গেল বল্ হরিবল॥
দিনান্তে নিশান্তে একবার বল্ হরিবল;
বৃথা জন্ম চলে গেল বল্ হরিবল॥৩২৮৬॥

বাউলের সুর—খেমটা।

হরি বল মন রসনা, মানব জনম আর হবে না।
(হরি বল মন রসনা, হরি বল মন রসনা)
জননী জঠরে যখন, উর্দ্ধপদে ছিলে তখন ;
বলে এলে করবে সাধন. সেই কথা মনে পড়ে না।
যখন শমন বাঁধবে হাতে, কি করিবে মাতা পিতে,
হরি ভজ একচিতে, শমন তোমায় পাবে না ॥৩২৮৭॥

কীর্ত্তন।

তারে মালি কেন ওরে মাধাই, হরিনাম বল্‌তেছিল রে।
হরির নাম বল্‌তেছিল, কইতেছিল, লইতেছিল রে ॥
যে নাম পাপীর সম্বল দরিদ্রের ধন—বল্‌তেছিল রে।
(সে নাম বল্‌তেছিল রে)
যে নাম শুন্‌লে পাপীর পরাণ জুড়ায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে রোগ শোক দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে মহাপাপী তরে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে পাষাণ হৃদয় গলে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নাম শুন্‌লে প্রাণ শীতল হয়—বল্‌তেছিল রে ॥
যে নাম পাপীর ভাগ্যে এসেছিল—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে শমন ভয় দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে পাপ তাপ দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে সংসার জ্বালা দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে শুষ্ক হৃদয় সরস হয়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে জাত বিচার চলে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামের বর্ণে বর্ণে সুধা-ঝরে—বল্‌তেছিল রে।
(সে নাম বল্‌তেছিল রে) ॥৩২৮৮॥

কীর্ত্তন।

বাম করে ধরিয়ে গিরি, ভাসালে গোকুলপুরী ;
এখন কার ভাবেতে (হায় রে) ব্রজ ছেড়ে, ভাব লুকালে নদে পুরী।
প্রেম-ঋণের দায় ঠেকে গোরা, হরি হয়ে বলছে হরি।
(এমন) কি ধন কর্জ্জ করেছিলে, হাল হে বেহাল কর-ধাধারী।
(কানাইরে) বাঁকা আঁখি জোড়া ভুরু,-সেই ভাবে চিনিতে পারি।
সে কালরূপ কি অপরূপ, কটিতে কৌপীনধারী ।৩২৮৯॥

কীৰ্ত্তন।

নবদ্বীপ যেতে হলো; রাই রূপে অঙ্গ ব্যাপিল॥
সঙ্গোপাঙ্গ লয়ে, হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতে হলো;
আমি ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাইব এই ভাবনা হৃদয়ে হলো॥
সুবল গৌরীদাস হয়ে অম্বিকাতে চল চল।
অভিরাম বসলো এসে কৃষ্ণনগর খানাকুল॥
সুরধুনীর শান্তিপুরে, অদ্বৈত হুঙ্কার ছাড়িল;
দাদা বলাই হবে নিতাই, ঘোর কলিকালে কলি কাল এলো।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, মনের কথা মনে রইল;
গোসাই রামলাল বলে রামচন্দ্ররে ব্রজলীলা সাঙ্গ হলো॥৩২৯০॥

কীৰ্ত্তন।

নাচে আয় হরি বলে গৌর নিতাই, গৌর নিতাই, নাচে অদ্বৈত গোঁসাই
হরি বল বলে রে। (প্রেমে ঢলে ঢলে রে) দুনয়নে বহে ধারা।
ওরে গৌর নিতাই নাচে অদ্বৈত গোঁসাই।
ওরে এমন দয়াল প্রভু আর দেখি নাই।
যেচে প্রেম বিলায়, জেতের বিচার করে না॥৩২৯১॥

কীৰ্ত্তন।

তাই তোমারে ডাকি, তোমায় ডাকলে গৌর বড় সুখে থাকি।
যুগে যুগে কল্লে লীলা, জলেতে ভাসল শীলা,
জগাই মাধাই উদ্ধারিলে, গৌর আমায় দিলে ফাকি॥৩২৯২॥

কীৰ্ত্তন।

নাচে শ্রীবাসের আঙ্গিনায় গৌর রায়,
আজ আর আনন্দের সীমা নাই। আনন্দে কে কার গায়ে পড়ে॥
আনন্দে সবে ঢুলু ঢুলু আনন্দে বহে প্রেমধারা,
অন্ধ পঙ্গু নরে নৃত্য করে প্রেমানন্দে॥৩২৯৩॥

কীৰ্ত্তন।

প্রেম কি পায় সকলে, জগাইরে প্রেম কি পায় সকলে।
সে যে সাধনেরি ধন, সাধন বিনে সে ধন, কি অমনি মিলে॥
যত যুবতী শিশু লয়ে কোলে, ডাকে বাহুতুলে আয় চাঁদ বলে,
চাঁদ তাই ভুলে গগন ছেড়ে কি উদয় হয় ভূতলে॥৩২৯৪॥

কীর্ত্তন।

আজ তোদের হরিনাম দিব রে জগাই মাধাই।
নেচে আয় জাহ্নবীর তীরে দুটী ভাই।
মাধাই কান্দা ফেলে মাল্লি নিতাইর গায়,
মাধাই মালি মাল্লি কল্লি ভাল রে (ওরে ও জগাই মাধাই)
একবার হরি বলে কোলে আয়।
মাধাই তোরা দুভাই,আমরা দু ভাই রে, (হরিনামের গুণে)
তোরা খালাস হবি ভবের দায় ॥৩২৯৫॥

কীর্ত্তন।

জাহ্নবীর তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে
নিতাই এসেছে আমার গৌর এসেছে,
নিতাই নইলে প্রেম বিলাইবে কে ?৩২৯৬॥

কীর্ত্তন।

এমন সুন্দর হরির নাম নিতাই কোথায় পেলে;
নিতাই কোথায় পেলি অবধৌত কোথায় পেলি॥
নিতাই আনিয়ে গোলোকের ধন জগৎ মাতালি,
আমারে ভাড়ায়ে ধন জগতে বিলালি।
(আমি তোর কেউ নইরে নিতাই) ॥৩২৯৭॥

কীর্ত্তন।

হরি বলব আর মদনমোহন হেরব গো;
যাব ব্রজেন্দ্রপুর গোপীকার হব নূপুর॥
আমি শ্রীচরণে রুনুঝুনু বাজিব গো; (গোপীর শ্রীচরণে)
তোমরা সব ব্রজবাসী, পুরাও এই অভিলাষী,
আমি নিইত নিইত শ্যামের বাঁশী শুনিব গো ॥৩২৯৮॥

কীর্ত্তন।

দেখরে বাহিরে গোরা হরিনাম বিলায়ে যায়।
সঙ্গে আছে অশেষ পাপী জগাই আর মাধাই,
চল সবে যাই, ধরিগে মাধাই, দয়া করে বলবে জগাই,
এও তোমাদের ভক্ত গোসাঞি ॥৩২৯৯॥

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

—০—

খট ভৈরবী—পোস্তা।

থাকবো না এ সংসারে, প্রেম-ধামে যাব চলে,
প্রেমময়ের প্রেমমুখ, দেখবো প্রেম-নয়ন মেলে।
প্রেমের নিকুঞ্জ বনে, বসে প্রেম-সোপানে,
দিব তাঁরে প্রেমাঞ্জলি, বসাইয়া হৃদ-কমলে॥
হবে প্রেমাকুল প্রাণ, গাবো প্রেম-গুণগান,
আনন্দে করিব কেলি, প্রেম-সরোবরের জলে।
নিরখিব প্রেমোল্লাসে, প্রেমচন্দ্র প্রেমাকাশে,
ঘুচাবো প্রাণের ক্ষুধা নিত্য প্রেম সুধাপানে॥
প্রেমের খেলা প্রেমের রঙ্গ, করবো প্রেমের যজ্ঞ সাঙ্গ,
প্রেমময়ের প্রেমানলে প্রাণাহুতি দিব ঢেলে॥৩৩০০॥

আলাইয়া—একতালা।

নাথ! তুমি সর্ব্বস্ব আমার; প্রাণাধার সারাৎসার,
নাহি তোমা বিনে, কেহ ত্রিভুবনে, বলিবার আপনার॥
তুমি সুখ শান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বুদ্ধি বল,
তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার॥
তুমি ইহকাল তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল তুমি স্বর্গধাম,
তুমি শাস্ত্র বিধি গুরু কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার।
তুমি হে উপায়, তুমিই উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা, তুমি হে উপাস্য,
দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার॥৩৩০১॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

কে তুমি কাছে বসে থাক সর্ব্বদা আমার;
স্বভাব প্রকৃতি রীতি, মিষ্ট অতি, কি নাম বল তোমার?
প্রতিদিন এত করে কেন ভালবাস মোরে,
দয়াতে পূর্ণ হয়ে কর কেবল উপকার॥
রূপে গুণে অনুপম, দেখি নাই কোথা এমন,
মধুর আকর্ষণে, প্রাণ টানে, তোমার পানে বারেবার॥
নাই আলাপ, নাই পরিচয়, দেখলে মন মোহিত হয়,
চিনেও চিনিতে নারি, একি দেখি চমৎকার॥
সম্বন্ধে কে হও তুমি, জনক কিম্বা জননী,
যে হও সে হও, কিন্তু তুমি আমার আমি তোমার॥৩৩০২॥

মুলতান—কাওয়ালী।

জয় দীন দয়াময়, নিখিল ভুবনপতি, প্রেমভরে করি তব নাম।
(আজি) ভাই ভগিনী মিলি,পরাণ ভরিয়া সবে,তব গুণ-গাই অবিরাম,
ভকতি করিয়া প্রভু পূজি তোমারে,
প্রভু গো তোমারেই চাহে সবার প্রাণ॥
হত জুড়িয়া মোরা বিনয়ে প্রণতি করি, আশীষ আশীষ প্রণারাম॥
হায়! অন্ধ সবে মোরা, চক্ষু থাকিতে নাথ, ধুলিতে পড়িয়া অসহায়;
আর কেবা আছে গো হেন, কাছে থাকিয়ে সদা
থাকে "পাপি! আয় আয় আয়।"
রেখো না রোখো না, ফেলিয়ে আঁধারে—
কোথা এ এলেম পথ নাহি হেরি;
হাত ধরিয়ে সদা, সাথে সাথে রেখো, যাব তরে তোমারি কৃপায়॥
(প্রভু) এই জগতে তব থাকি যত দিন মোরা,তব শান্তি-সুধা করি পান
(আর) ভুলিয়া অপর সব, মনের হরষে যেন, করি সদা তব গুণ গান;
শেষে পৃথিবীর যবে ফুরাইবে খেলা,
তোমারি আদেশে ত্যজিব এ দেহ,
ডাকিয়া লইও পিতা, তোমার সুখের দেশে,
চিরশান্তিময় যেই স্থান॥৩০০৩॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

আয় রে যাই সবে শান্তি-নিকেতনে!
বিষাদে ভ্রম কেন সংসার-কাননে॥
কত কাল বল আর রবে হে স্বপনে,
ভুলি সে প্রেমময় পতিতপাবনে॥
তাঁহাকে ছাড়িয়ে আর এ ছার জীবনে,
কে পারে তারিতে বল পাতকী অধমে,
ভক্তবৎসল পতিতপাবন, এস হে ডাকি সবে আজি প্রাণপণে॥৩০০৪॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

তাই ডাকি হে তোমায় বলে দয়াময়।
ডাকিলে কাতর-প্রাণে (সরলান্তরে) শীতল হয় হৃদয়ে॥
নাম গানে প্রেমোদয়, দরশনে কত সুখ হয়,
স্বরূপ-চিন্তনে পাপ তাপ সব দূরে যায়॥
তব প্রেমামৃত রসে, পবিত্র জ্যোতি পরশে,
হৃদয়-উদ্যানে প্রেম-ফুল বিকশিত হয়॥৩০০৫॥

বিভাস—একতালা।

বালক। ভগিনী সকলে, আজ প্রাণ খুলে,
ভাই বোনে মিলে এস সবে গাই।
বালিকা। হৃদয়ে হৃদয়ে, এস রে মিলায়ে,
ভাই বোনে গেয়ে সবারে মাতাই।
বালক। অনেক আশা বোন, করি মনে মনে,
পিতা মাতা মোদের পালেন যতনে।
বালিকা। সেই ভালবাসা, সেই মনের আশা,
পূর্ণ যেন হয়, এই মাত্র চাই।
বালক। বড় ভাগ্যে বোন, অতি শুভক্ষণে,
জন্মিয়াছি মোরা এই বঙ্গভূমে।
বালিকা। সেই ভাগ্যমত, যেন রে নিয়ত,
জ্ঞান ধর্ম্ম পেয়ে সুখী হতে পাই॥
বালক। দেখ সত্য-জ্যোতি, দেখ রে নয়নে,
ভারত-আকাশ উজলে কিরণে॥
বালিকা। এলো সত্যালোক, গেল দুঃখ শোক,
এ সুখের ভাই তুলনা যে নাই।
বালক। নারীর বন্ধন, ঘুচে এত দিনে,
আজ অশ্রুধারা রবে না নয়নে॥
বালিকা। যাঁহার কৃপায়, পেয়েছি উপায়,
এস হে তাঁহারি জয়ধ্বনি গাই ॥৩৩০৬॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

বিমল রজত-ভাসে, পূর্ণ করি নীলাকাশে,
চন্দ্রমা আরতি করে সহস্র-কিরণে, সেই সত্য সনাতনে।
অগণ্য তারকাবলী, চৌদিকে রয়েছে জ্বলি,
মঙ্গল কনক দীপ-গগনে গগনে॥
ফুলের সুরভি-শ্বাস, উঠিছে ধূপের বাস
কানন-কুসুম-ভার অর্পিছে চরণে;
পর্ব্বত কন্দরে গিয়া, শুভশঙ্খ বাজাইয়া,
পবন হরষে তাঁরে চামর ব্যজনে॥
অমৃতের অধিকারী, আছ যত নরনারী,
তোমরা আরতি কর প্রকৃতির সনে;
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি, প্রেমের সৌরভ ঢালি,
শতকণ্ঠে কর গান, সুমধুর তানে ॥৩৩০৭॥

বৈদিক—সুর।

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়, নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যম্, ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ; ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥
ভয়ানাম্ ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্; গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ, ত্বমেকং; পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্,
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপবিনাশিন্, অনির্দ্দেশ্য-সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য-সত্যম্॥
অচিন্ত্যাক্ষর-ব্যাপকাব্যক্ত-তত্ত্বা-জগাভাসকাধীশঃ পায়াদপায়াৎ॥
তদেকং স্মরামস্তদেকং ভজামঃ তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ॥
তদেকং নিধানং নিরালম্বনীশম্, ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ৩৩০৮

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

বাজাও বিবেক-বংশী হরি হে নিশ্বাস-পবনে।
ভুলাও মোহন সুরে মনোবৃত্তি সখিগণে॥
ভক্তি-যমুনাকূলে, প্রীতি কদম্বমূলে,
বিহর আনন্দে সদা হৃদয়-রাধিকা সনে।
নব বেশ ধরি, ওহে রসময় হরি, দেখাও রূপমাধুরী নিত্য চিত্ত-বৃন্দাবনে,
নানা রসে কর কেলি, ভক্তবৃন্দসনে মেলি,
বাজাও মুরলী সুধারবে প্রাণ-কুঞ্জবনে;
যে ধ্বনি করে শ্রবণ, শ্রীচৈতন্য অচেতন,
ঈশা মুষা শাক্য জন আদি যত দেবগণে॥৩৩০৯॥

খেমটা—একতালা।

ধন্য দেব পূর্ণ-ব্রহ্ম, প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু,
দয়াসিন্ধু করুণা নিধি, ব্যাকুল চিত-বারি হো।
ভগবজ্জন-হৃদ-রঞ্জন পাবন জগজীবন,
প্রভু পরম-শরণ পাপীগতি, আশ্রিত ভয়-হারী হো॥
অচ্যুত আনন্দ-ধাম, সত্যাশ্রয় সত্যকাম,
জাগ্রত জীবন্ত দেব সেবক কাণ্ডারী;
জ্ঞানানল দীপ্যমান, হৃদাধার হৃদয়েশ্বর,
ভবতারণ হরি কৃপালু, ভকত-মন বিহারী হো।
অবিনশ্বর পুরাণ-পুরুষ ভগবান ভক্ত বৎসল কল্যাণ অমর বিশ্ব-ভুবনধারী
জীবিতেশ হৃদয়-রতন, পরমাত্মন সত্য পুরুষ,
সদানন্দ জগদ্গুরু, জগজ্জন হিতকারী হো॥৩৩১০॥

খট—ঝাঁপতাল।

আমরা যে শিশু অতি অতিক্ষুদ্র মন, পদে পদে হয় পিতা চরণ স্খলন ;
রুদ্রমুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে,
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি ভীষণ ?
ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিও না রোষ,
স্নেহবাক্যে বল পিতা, কি করেছি দোষ,
শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে,
কি আর করিতে পারে দুর্ব্বল যে জন ?
পৃথ্বীর ধূলিতে দেব মোদের ভবন, পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন,
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে, খেলা করি ধূলি লয়ে,
মোদের অভয় দাও দুর্ব্বল-শরণ।
একবার ভ্রম হোলে, আর কি লবে না কোলে,
অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন ?
তা হলে যে আর কভু, উঠিতে নারিব প্রভু,
ভূমিতলে চিরদিন রব অচেতন ॥৩৩১১॥

আলাইয়া—কাওয়ালী।

অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলনারে তাঁয় ;
থাকিলে তাঁহার সঙ্গে পাপ তাপ দূরে যায়।
হৃদয়ের প্রিয়ধন তাঁর সমান কে,
সেই সখা বিনে সুখশান্তি দিবে কে তোমায় ;
জগ জন জীবন সব তাঁরই করুণা,তাঁহার করুণা মুখে বলা নাহি যায় ;
এত যাঁর করুণা তাঁরে কি ভুলিবে,
তাহারে ছাড়িয়ে ভব-সাগরে ত্রাণ কোথায় ॥৩৩১২॥

ঝিঁঝিট—চৌতাল।

তোমারই মধুর রূপে ভরেছে ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন,
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি, পূর্ণিমা প্রসন্ন রাশি,
রূপরাশি বিকসিত কুসুম বন ॥
তোমা পানে চাহি সকলি সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর, তোমায় হেরিয়া ফিরি নিরন্তর,
তোমারি প্রেম চাহি ;
উঠে সঙ্গীত তোমারি পানে, গগনপূর্ণ প্রেমগানে,
তোমারি চরণ করেছে বরণ নিখিলজনে ॥৩৩১৩॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

তুমি নাহি দিলে দেখা কেহ কি দেখিতে পায়।
তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত ধায়॥
তুমি পূর্ণ পরাৎপর, তুমি অগম্য অপার,
ওহে নাথ সাধ্য কার, ধ্যান কে ধরে তোমায়॥
মনেরে বুঝাই এত, তুমি বাক্যমনাতীত,
তবু সদা ব্যাকুলিত, তোমারে দেখিতে চায়।
দিয়ে দীনে দরশন, কর হে কীর্ত্তি স্থাপন,
ওহে লজ্জানিবারণ, শীতল কর হৃদয়॥৩৩১৪॥

ইমন্ কল্যান—সুরফাঁকতাল।

আদিনাথ প্রণব রূপ, সম্পূরণ দাও হে তব প্রসাদ
শান্তি-সিন্ধু মহেশ, সকল-গুণ নিধান॥
অযুত লোক; অকথিত বাণী তোমারি হে,—
মোহন রব অনুপম পূরে মহাগগন, ভাবে মোহি জগজন।
অনুপম, অবিনাশী অনন্ত, অপার, সুন্দর, অতি অপূর্ব্ব-ভাতি নিরঞ্জন।
সকল রূপ-কারণ, সকল দুঃখ নিবারণ,
তারণ ভয়ভঞ্জন, সুর-নর-মুনি-বন্দন॥৩৩১৫॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

তৎসৎ ব্রহ্মপদ প্রণমি হে দণ্ডবৎ,
শ্রবণ কর করুণা করি, প্রভু এ স্তুতি গীত ত্বরিত॥
শান্তি-সুধা সর্ব্ব ভুবন বিস্তারো, ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে,
অনীতি দুর্ম্মতি করি অপহৃত, পুণ্য-সলিল বরিষ বরিষ অমৃত।
প্রাণের প্রাণ তুমি হৃদয়ের স্বামী,—বিকশিত কর আসি হৃদয় কমল হে,
প্রেমসুধা দেও চিত্ত-চকোরে, প্রসাদ-বিন্দুর তরে প্রাণ তৃষিত॥
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব সাক্ষী পুরাণ, কি আর জানাব জানিছ সকলি হে,
ভক্ত বৎসল তুমি ভক্ত এই যাচে, মোচন কর সর্ব্ব দুরিত দুষ্কৃত॥
কাতর হইয়ে এসেছি তব দ্বারে,
দীনহীন সবে মলিন দুর্ব্বল হে, বিঘ্ন বিনাশন পতিত পাবন
কোথাও দেখাও হে তব পুণ্য পথ;
বিশ্ব নিয়ন্তা বিভু ন্যায়সিন্ধু, ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে,
দিব্য পিতা প্রভু পরম কৃপাময়; বিভুর সবে শান্তি সুমতি সতত ৩৩১৬

ভজন—ছেপকা।

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব,
সুখে দুঃখে শোকে,আঁধারে আলোকে, চরণে চাহিয়ে রহিব ;
কেন এ সংসারে, পাঠালে আমারে, তুমিই জান তা প্রভু গো ;—
তোমারি আদেশে; রহিব এ দেশে, সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব ;
যদি বনে কভু পথ হারাই প্রভু, তোমারই নাম লয়ে ডাকিব ;
বড়ই প্রাণ যবে আকুল হইবে, চরণ হৃদয়ে লইব ;—
তোমারই জগতে প্রেম বিলাইব,তোমারই কার্য্য যা সাধিব,
শেষ হয়ে গেলে,ডেকে নিয়ো কোলে, বিরাম আর কোথা পাইব৩৩১৮

সোহিনী বাহার—ঝাঁপতাল।

জগত বন্দনে ভজ পবিত্র হইবে জীবন,
পাইবে অনন্তফল, লাভ হবে পরম ধন।
অন্ধতম কে এমন তাঁরে যে কভু দেখে না,
ধিক্ সে জীবন তার, পাপে তাপে মগন ॥
পরম করুণাধার সেই পতিত-পাবন,
তাঁর পদে প্রণাম নাহি রবে মোহাবরণ ;
অন্ধকার নিশীথে, চন্দ্র সুন্দর-মধুর,
শোভয়ে যাঁর শোভায় কেমন তিনি মনোহরণ ॥৩৩১৯॥

ইমন্ কল্যাণ—চৌতাল।।

তাঁরে ভজ ভজ রে মন সেই আদি দেব,
ভুবন নাথ পরম পুরুষ পরমেশ্বর একারণে ॥
ভক্তি যোগেতে পূজ অবিরত মোক্ষ সেতু পাপ-দমনে ॥
পবিত্র-হৃদয়ে শোভন সুরে গাও,
সতত সেই জন্ম-মরণ-রহিত সনাতনে ॥৩৩২০॥

আশা—ঠংরী।

দয়াময় তোমা হেন কে হিতকারী।
দুঃখ সুখে সমবন্ধু এমন কে, শোক তাপ ভয় হারী ॥
সঙ্কট-পুরিত ঘোর ভবার্ণব তারে কোন্ কাণ্ডারী,
কাণ প্রসাদে দূর পরাহত রিপুদল বিপ্লবকারী ॥
পাপ দহন পরিতাপ নিবারি কে দেয় শান্তির বারি,
ত্যজিলে সকলে অন্তিম কালে, কে লয় ক্রোড় প্রসারি ॥৩৩২১॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্ব-পিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত॥
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হোয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লোয়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত॥
কিছু নাহি চাহি দেব কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি॥
গাহে যেথা রবি শশী, সেই সভামাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত॥৩৩২২॥

মিশ্র সরফর্দ্দা—একতালা।

হরি হে, এ দেহে, আছ সদা বর্ত্তমান।
নিশ্বাসে শোণিতাধারে করে তব নাম গান॥
তুমি মম বাহুবল, বিদ্যা বুদ্ধি সম্বল;
আশা ভরসা কেবল, আমি ত তৃণ সমান॥
জীবন্ত আদেশ-বাণী, শুনাও দিন যামিনী,
পবিত্র নিশ্বাসে কর মহাবীর্য্য বলবান॥
লয়ে ভক্ত পরিবার, হৃদয়ে কর বিহার,
দেখাও প্রাণমন্দিরে পুণ্যময় স্বর্গধাম॥৩৩২৩॥

কেদারা—সুরফাঁকতাল।

দরশন দাও হে হৃদয় সখা, পূর্ণ কর হে আশ, নয়নেরি আলো তুমি মম।
দেখিলে তোমারে হৃদয় জুড়ায় হে, প্রেমভরে ডাকি ঘন ঘন॥
প্রাণমন দিনু সঁপিয়ে তব পদে, এস এস ওহে হৃদয়ের প্রিয়ধন॥
কাঁদি হে দিবানিশি তোমার পিয়াসে, কর শান্তির বারি বরিষণ॥৩৩২॥

সঙ্কীর্ত্তন।

কীর্ত্তন—তেতালা।

দয়াময় বলে আমরা তাই ডাকি।
তুমি অধম তারণ পতিতপাবন
নামে মহাপাপী তরে যায় হে তাই ডাকি॥
তুমি কাঙ্গাল বলে দয়া কর; তুমি দুঃখী বলে ভালবাস॥
তুমি পাপী তাপীর মুক্তিদাতা;
তোমা বই আর কেহ নাই নাথ তাই ডাকি॥৩৩২৫॥

(এ সংসার মাঝে) তোমায় ছেড়ে রইতে নাই ॥
(একাকী সংসারে) তোমায় ডাকলে হৃদয় শীতল হয় হে ॥
(দয়াল পিতা বলে) পাপী ডাকলে দয়াল, দয়াল পিতা বলে,
(পাপে তাপে কাতর হয়ে হে তুমি স্থান দিও চরণ-তলে।)
তোমার সর্ব্ব জীবে সমান দয়া; তোমার দুঃখী ধনী সবাই সমান।
তোমার কাছে জাতের বিচার কিছুই নাই হে ॥
(তোমার কাছে যেতে) তুমি দুর্ব্বলের বল কাঙ্গালের ধন তাই ডাকি।
যে জন কাতর প্রাণে তোমায় ডাকে,
(ভব সিন্ধুর মাঝে পড়ে হে) তুমি চরণ তরী দাও তাকে ॥
(ওহে ভবের নাবিক) তুমি রাজার রাজা, গুরুর গুরু,
(তোমার তুল্য কেহ নাই হে) তুমি ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু ॥
তোমায় ডাক্‌লে পাপী দেখা পায় হে, তাই তাকি ॥
তোমায় না দেখে প্রাণ কেমন করে;
তোমার তরে প্রাণ কাঁদে তাই ডাকি ॥৩৩২৬

সংকীর্ত্তন—খেমটা।

"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" সবে বল ভাই।
ওহে, ব্রহ্ম-কৃপা বিনা জীবের আর গতি নাই ॥
ওহে, সত্যমেব জয়তে আর চিন্তা নাই;
(সত্যের জয় হবেই হবে হে)
এস ব্রহ্ম-ধর্ম্মের জয়ডঙ্কা নগরে বাজাই ॥
(পরব্রহ্মের কৃপাবলে হে) (নগরের দ্বারে দ্বারে হে)
ওহে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ মনঃ-পীড়া আর রবে না;
(দয়াময় পিতার রাজ্যে) (সব হৃদয় এক হবে হে) ॥৩৩২৭॥

কীর্ত্তন।

তোরা কে যাবি রে আয় রে ভাই, সবে মিলে প্রেমধামে যাই।
তথায় প্রেমময়ের প্রেমমুখ, এস দেখ সবে প্রাণ জুড়াই ॥
পাপের মোহিনী মায়ায়, বদ্ধ হইয়ে সবায়
কতকাল আর থাকব বল ভুলিয়ে হেথায়;
এস প্রেমভরে কেঁদে কেঁদে, এস সবে তাঁর পায় লুটাই;
পাপ তাপ সমুদায়, কিছু নাহিক তথায়,
নিত্য-প্রেম নিত্য-শান্তি বিরাজে যথায়,
ঐ শোন প্রেমময় ডাকিতেছেন, এস ব্যাকুল হয়ে যাই সবাই ॥৩৩২৮॥

কীর্ত্তন।

(লোফা) এই তো হৃদয়েরে, এই তো হৃদয়
আমার প্রাণ-সখা সদা বিরাজিত রে।
আমি যখন ডাকি, (ডাকি) প্রেম ভরে,
(তোমায় দেখব বলে হে—হৃদয়-সখা হে)
দেখি আছেন হৃদয় আলো করে রে॥
(প্রাণের মাঝে প্রাণ-সখা,— ভুবন-মোহন রূপে)
(খয়রা) দেখি এক শাখী পরে, দু'বিহগ বরে, সুখে বসবাস করে রে;
উভে উভয়ের সখা প্রেমে মাখামাখী, দোঁহে দোঁহার নিরখে রে।
(তৃষিত ভাবে, অনিমেষে সদা)
(একজন) সুরস রসাল হইয়ে যতনে দিতেছে, আর সখারে,
(আরজন) লভিয়ে সে ফল, প্রেমেতে বিহ্বল, সুখেতে ভোজন করে॥
সখা দেখেন কেবল, ফলদাতা ফল দিয়ে সুখী নিরশন থেকে
(লোফা) নরাধম আমি তাই দেখি না রে,
শোকে মোহে মুহ্যমান কত শোভা হৃদয় কুটীরে; নখের আগমনে।
(দশকুশী) তুমি আছ নাথ মম হৃদয়ে, আমি দেখি না বারেক চেয়ে
মোহে মগন নিশিদিন, (চেয়ে দেখি না দেখি না)
(সখা তোমার অতুল শোভা)
আমি চাহি দারা সুত পানে, চাহি ধন উপার্জ্জনে,
তাহে নহে তিরপিত মন।
(শান্তি তাহে যে নাই হে—শান্তি নিলয় ছাড়ি)
যদি মধুর পিয়াসা নাথ, জলে নিবারণ হত, (তবে)
ধাইত না অলি মধুপানে, (এত ব্যাকুলিত হয়ে হে,
প্রাণপণ করে) আমার প্রাণের পিপাসা নাথ,
কিছুতেই ঘুচিবে না, তব প্রেম-কন্দর বিনে
(পিয়াস কিছুতে যাবে না—তোমায় না দেখিলে)
(খয়রা) তাই বলি হে প্রভু!
হৃদয়-কুসুম-কাননে, বিহর নাথ নিশিদিন হে।
আমার হিয়া-বন আলো করি প্রেমতটিনী তটে,
ও পদপল্লব নিকটে(আমি)বৈঠিব আনন্দে নাথ,হবে কি হেন সুদিন হে
তুলি সুললিত তান, ডাকিব তোমার হে;
অমনি প্রাণ-সখা দিবে দেখা, হৃদয় মাঝারে হে;
(আমার হিয়া-বন আলো করি)
(লোফা) আমি যখন ডাকব (ডাকব)
প্রেমভরে দেখি যেন আছ হৃদয় আলো করে (ভুবনমোহনরূপে)৩৩২১॥

কীর্ত্তন।

আজ আনন্দে বদন ভরে হরিনাম সুধা পান কর রে,হরিনাম—নামসুধা
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যাবে, প্রেমসিন্ধু উথলিবে সুখসাগর ভাসিবে।
এমন দিন আর হবে না রে; দেবের দুর্ল্লভ সুধা;
নীরব থেক না কেহ, শূন্য হৃদয়ে ঘরে ফিরে যেও না রে;
নাচ গাও বল হরি দু বাহু তুলে;
(হরিনামের মালা গলায় দিয়ে)আজ বহিছে অমৃতধারা সরিৎ সিন্ধুরে;
বহে সমীরণে সুধা, মেঘে সুধা ঢালে রে;
বরষিছে সুধারশ্মি রবি শশী রে, হল দশদিক মধুময় নাম রসে রে;
হরি নামে সুধা, প্রেমে সুধা, গানে সুধা রে;
আজি সুধারসে ভাসে হরিভক্তগণে রে,নরনারীর মুখে প্রেমসুধা ঝরে রে
হৃদয় মাঝে প্রেমের নদী বয়ে যায়;
আর দেখে যারে নগরবাসী করে দেবগণে পুষ্প-বৃষ্টি জয়ধ্বনি রে।
(হরি সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে) শীতল হইল ধরা নাম রসে রে;
হল হরিধ্বনি স্বর্গলোকে প্রতিধ্বনি রে ॥৩৩৩০॥

বিবিধ-সঙ্গীত।

বাহাড়-বাগেশ্রী—আড়া।

মরি কি মোহিনী বীণা শোভে শ্বেতকরে রে।
বাজিছে মোহিয়া বঙ্গ ভারতী-অধরে রে।
উদারা মুদারা তারা তিন গ্রামে সপ্তস্বরে,
বাজে নিনি, ধাপা সাসা ধৈবত পঞ্চমে রে।
বীর হাস্য শোক তায়, উজান বহিয়া যায়,
রবি শশী পড়ে খসি, ভারতী চরণেরে ॥৩৩৩১

প্রভাতী—একতালা।

একি অন্ধকার, এ ভারত ভূমি, বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে, কে তারে উদ্ধার করিবে।
চারিদিকে চাই, নাহি হেরি গতি, নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ-পাথারে কাহার চরণ ধরিবে।
তুমি চাও পিতা, ঘুচাও এ দুঃখ অভাগা দেশেরে হয়োনা বিমুখ,
নইলে আঁধারে বিপদ-পাথারে, কাহার চরণ ধরিবে।
চেয়ে দেখ তব সহস্র সন্তান, লাজে নতশির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান, লাজ মান আর থাকে না ॥

হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া, তোমারে তাই গিয়েছে ভুলিয়া,
দয়াময় বলে আকুল হৃদয়ে তোমারেও তারা ডাকে না।
তুমি চাও পিতা, তুমি চাও চাও, এ পাপ হীনতা, এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও, নহিলে এ দেশ থাকে না।
তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য-ভবনে, কি সৌরভ সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ-গান উঠিত গগনে, কি প্রতিভা জ্যোতি জ্বলিত!
ভারত অরণ্যে ঋষিদের গান, অনন্ত-সদনে করিতে প্রয়াণ,
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া সকলে মিলিয়া চলিত।
আজ কি হয়েছে চাও পিতা চাও,এ তাপ, এ পাপ এ দুঃখ ঘুচাও,
মোরা ত তোমারি রয়েছি সকল, যদিও, আমরা পতিত ॥৩৩৩৩॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

হে অরুণ! যাও ফিরি এস না ভারতে আর!
হেরিলে উদয় তব, হবে ভঙ্গ নিদ্রা মার;
অনাথিনী সুত সনে, যায় নিদ্রা অচেতনে,
হে দেব! তব দর্শনে বাড়িবে যাতনা তাঁর।
মহারাণী ছিলা যিনি, ভিখারিণী আজি তিনি;
হেরি তোমা এ দুঃখিনী, করিবেন হাহাকার;
এই ভাবে প্রতিদিন ভারতে হউক লীন,
ভারত যে পরাধীন শুনিতে হবে না আর।
তাই বলি হে তপন, যাও ফিরিয়া এখন,
কর কালে আগমন, এই মিনতি আমার ॥৩৩৩৪॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

তব পদে লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আর্য্যদের প্রিয় ভূমি, সাধের ভারত ভূমি, অবসন্ন আছে অচেতন হে॥
একবার দয়া করি, দোল করে ধরি;
দুর্দ্দশা আঁধার তার কর হে মোচন।
কোটি কোটি নরনারী ফেলিছে নয়নবারি,
অন্তর্যামী জানিছ সে সব হে;
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে, অসাড় শরীরে পুনঃ দেও হে চেতন।
কত জাতি ছিল হীন,অচেতন পরাধীন,কৃপা করি আনিলে সুদিন হে;
সেই কৃপাগুণে; দেখি শুভক্ষণে,
সাধের ভারতে পুনঃ আন হে জীবন ॥৩৩৩৫॥

খাম্বাজ—একতালা।

তুয়া নাম জপত লোগ জগত মাত চণ্ডিকা ভাঁওয়ানিশিব মহেশ রাণী।
আগম নিগমা ধাওত নেহি পাওত মহিমা সমুহ ব্রহ্মাদি গাওয়ে মুখ চারো শ্রুতি বাণী।
বিশ্ব বিচ প্রকট ভয়ো মহীষাসুর প্রবল বীর, কম্পিত সব দেবগণ ত্রাস অধিক মানি।
হা হা হা কর ফুকার আওয়ে সকল দ্বারে ঠার চরণ শরণ রাখলীজে মহারুদ্রাণী॥
আরতি শুনি ভকতনকো চি ষব কওল ভয়ো,
মহাক্রোধ করি করাল সিংহ রচপলানি।
চলি দেবী গর্জ্জকে আই রণভুম বিচ ভপটি ঝপটি হাঁক দেতা মহাযুদ্ধ ঠানী
ব্যাল ফাঁছ বাঁধে শূল আওর গঁহে কর
ত্রিশূল নয়ন অরুণ যবহি ভয়ো মারহি তহানী।
জয় জয় জয় কর সুর ছব ঝাড়ি লায়ো পুষ্পবৃষ্টি
জ্ঞানদাসকো ত্যরো আপনা অধীনা জানি॥৩৩৩৬॥

রামকেলী—যৎ।

কোথায় তারিণী, বিপদ হারিণী, একবার হের আসি পদ্ম-চক্ষে।
করে তোমার সাধন, পেয়ে ছিলাম যে ধন,
কৃষ্ণধন অতুল্যধন, সে ধন নিধন হলে, কি ধন আছে ত্রৈলোক্যে॥
আর কি অর্থ আমার আছে,
বল মা যে বিনে অমুল্য ধন রাজত্ব কি সাজে,
কৃপা করি দে মা সে নীল সরোজে,
ও চরণ সরোজে দাসের এই ভিক্ষে॥
দাশরথি বলে ওহে অবোধ নন্দ, ত্যজ নিরানন্দ পাবে শ্রীগোবিন্দ,
কল্লেন বিজয় নিরানন্দ, সদানন্দ সনানন্দে যে ধন রাখিয়ে বক্ষে॥৩৩৩৭॥

প্রসাদী সুর।

এ সংসার সুখের কুটি।
যার যেমন মন তেমনি ধন, মনের কররে পরিপাটি॥
ওহে সেন অল্পজ্ঞান বুঝো কেবল মোটামুটি;
ওরে শিবের ভাবে ভাবনা কেন, শ্যামা মায়ের চরণ দুটী॥
জনক রাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিল না ত্রুটি;
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেতে পেত দুধের বাটি॥৩৩৩৮॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ও কে ডাঙ্গায় তরি বায় বেয়ে; কোন রসিক নেয়ে;
আছে দাঁড়ী মাঝি দশ জনা, ছয় জনা তার গুণটানা,
সে কে তা জেনেও জানিলে না।
আনন্দেতে যাচ্চে বেয়ে, যত অনুরাগী সারি গেয়ে,
এ কোন রসিক নেয়ে; আছে ডিঙ্গা ভরা বস্তু ধন,
বসগে প্রেমের মহাজন, তার চৌকি পঞ্চজন॥৩৩৩৯॥

ঝিঁঝিট—যৎ।

কেমনে হব যোগী আমি হে পাপে মলিন।
(লাখ) লোভে দুরাশায় চিত লালায়িত, ভোগ বিলাসের অধীন॥
ভজন সাধনে অলস, ষড়-রিপুর পরবশ,
বিষয় বাসনার দাস, হয়ে আছি চিরদিন;
(আমি) হিংসা দ্বেষ অভিমানে, স্বার্থসুখ প্রলোভনে,
জীবন কলঙ্কিত অবিনীত প্রেম অনুরাগ হীন॥
বৈরাগ্য সমাধি ধ্যান, মোহে হৃদয় ম্লান,
নাহি জ্ঞান, পাষাণ সমান কঠিন॥
এখন এই অভিলাষ হয়ে তব দাসানুদাস,
যাঁরা পেয়েছেন তোমায়, থাকি যেন তাঁদের অধীন॥৩৩৪০॥

বাউলের সুর—খেমটা।

খেপা তোর গেল বেলা (হায়)
তোর সোণার ঘরে কল্লি রে তুই ভূতের খেলা।
ঘরে বসে দেখলি না রে মন, ও তোর অন্তঃপুরী,
কল্লে চুরি অমূল্য রতন, ওরে অমূল্য রতন॥
কখন আসবে শমন; করবে বন্ধন, দেখলি না তুই কোরে হেলা॥
ওরে একটি মাণিক সাগর সেঁচা ধন,
সেই মাণিক তোর ঘর হতে যায় রে অকারণ, খ্যাপা যায় রে অকারণ,
তোর ঘরে ঢুকে লাভে মূলে লুটলে রে তোর ভেঙ্গে তালা॥
দেহের মালিক যখন বাবে মন, ঘেন্না করে কেউ ছোঁবে না,
বলি তোরে শোন, খ্যাপা বলি তোরে শোন;
যখন ধরবে শমন করবে বন্ধন, ঘটবে রে তোর বিষম জ্বালা॥
ওরে দাসে বলে শোন রে মন ভোলা,
দয়াল হরির চরণতলে বাঁধগে ভেলা, খ্যাপা বাঁধগে ভেলা;
আবার সায় করে তাঁর শ্রীচরণ, নাম কর রে জপমালা॥৩৩৪১॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ও চাঁদ গৌর হতে বাকি আছে অনেক দিন।
আমি কেমনে লুকাব কাল অঙ্গ, লুকারে শ্যাম অঙ্গ,
কেমনে হব গৌরাঙ্গ, আমি কেমনে ধরি করঙ্গ,
কেমনে পরি কৌপীন॥
শিব যাবে অদ্বৈত হবে, করে যোগ ভঙ্গ,
বলাই দাদা নিতাই হবে করে খেলা সাঙ্গ,
সুবল গৌরদাস বলে যে দিন হইবে ঐ রঙ্গ,
ত্রিভঙ্গ ছাড়িয়ে হয় শ্রীগৌরাঙ্গ উদাসীন॥
চৌষট্টি মহান্ত হবেন চৌষট্টি সহচরি,
ছয় গোস্বামী হবেন রাধা ছয় জনার ছয় মঞ্জরি,
গদাধর হবেন তিনি প্রেমের গুরু কিশোরী,
তব দিন ঘুনায়ে আমরা হব হে দীনের অধীন॥৩৩৪২॥

বাউলের সুর—খেমটা।

আমার ঐ নিতাই চাঁদের দরবারে, এক মন হলে সেই যেতে পারে।
দুমন হলে পড়বি ফেরে পারবিনে যেতে॥
ওরে চার দশে হয় চল্লিশ সেরে মন,
ওরে রত্তি মাসা কমি হলে লয়না মহাজন॥
(আবার) সদর হুকুম আছে ব্রজে, রাধারাণি পার করে॥
ঐ কাঠুরেতে মাণিক চেনে না, ময়রার বলদ চিনি বয় স্বাদ জানে না,
(আবার) সোণার বেনে সোণা চেনে, পরখ করে হয় তারে
যে জন চাক্তি গুড়ের ভিয়েন জানে না,
(আবার) কাঁচারসে ভিয়ান করে ওলা বাঁধবে কি করে।
ওরে সদর আমিন শ্রীরূপ গোঁসাই সনাতন,
ও মন আনন্দ-বাজারে তারা প্রেমের মহাজন,
(ও) প্রেম দাঁড়ি ধরে ওজন করে, কসে মেজে লয় তারে॥৩৩৪৩॥

বাউলের সুর—আড়াখেমটা।

হেসে খেলে নেও রে যাদু মনের সুখে, কে কবে যাবে সিঙ্গে ফুঁকে॥
তখন কোথা রবে বাড়ী, কোথা রবে জুড়ি,
(তোমার) কোথা রবে ঘড়ী কে দেবে টাঁ্যাকে॥
জ্ঞাতি বন্ধু মিলে, চিতে শয্যায় ফেলে,
তখন নুড়ো জ্বেলে দেবে ও চাঁদমুখে॥৩৩৪৪॥

বাউলের সুর—একতালা।

এবার ভাঙ্গলো ভবের বাসা—
বাসা ভেঙ্গে যায় চিরদিনের (এ জনমের মত)
নৈলে হবে সবার পয়মাল, (ও ভাই) কোন দিনে হবিরে ফরসা।
নয় দিকেতে সেল ফেটেছে, গের সকল কেটে গেছে,
ঘরের ছয় জন নয়কো সুজন, (ও ভাই) তারাই তোমার কর্ম্মনাশা।
কোন সাহসে আছ বসে, ধরেছ ঘুণ মটকা বাঁশে,
যারা সাহস দিচ্চে এসে (ও ভাই) তারাই দেখবে রং তামাসা॥
গুড়িয়ে নে তোর কাঁথা ঝুলি, ছাড় মুখে বিষ বুলি,
মুখে হরি হরি বলি, কর যাবার পথ খোলসা। (ও ভাই)৩৩৪৫॥

বাউলের সুর—খেমটা।

বাউলের সঙ্গে পড়ে, ঘুরে ঘুরে ভবের মাঝে ভেবে মরি।
দেখে এদের রঙ্গভঙ্গ, জ্বলে অঙ্গ, কিছুই ব্যাপার বুঝতে নারি॥
একতারা আছে ধরে, হস্ত নাড়ে, এই বুঝি ওর হাতে খড়ি;
জানে না এ সব তত্ত্ব, মদে মত্ত, করে বেড়ায় ছল চাতুরী॥
বাঁয়া বাজাচ্চে যেটা, ঐ বেটা, ভুলেও ভাবে না হরি;
তালেতো দেয় না রে তাল, বড় বেতাল, তাল বেতালে বাজায় জুড়ি॥
গুপিযন্ত্র যে ধরে, ঝিমিয়ে পড়ে, মৌতাত লেগেছে ভারি;
খঞ্জনি বাজয় যে জন, বুঝি সে জন, দম দিয়েছে আহা মরি॥
দেখি তোর এম্নি বেহাল, যেন ইন্দ্রজাল, দীর্ঘফোঁটার কারিকুরি;
গলাতে কণ্ঠি পরে, মাথা নেড়ে, গাচ্ছে সবে আহা মরি॥
আনন্দলহরী করে, আনন্দভরে, নৃত্য করে বলে হরি;
নয়নে চিনে নেনা, কেলে সোণা, সে ধন হরিনামের তরি॥
দেখি সব ছল চাতুরী, কি ঝকমারি, খাটবে না আর ভারিভুরি;
মনু বলে, ভবনদী যাবি যদি, নিরবধি বল হরি॥৩৩৪৬॥

ভৈরবী—একতালা।

মনোযোগে মনোযোগ কর হে সাধন, এ নয় অসাধ্য সাধন।
কি প্রয়োজন আসন, কি প্রয়োজন বন্ধন,
রেচক পূরকে নাহি কিছু প্রয়োজন॥
অনুতাপ-অগ্নি জ্বালি, চিত্ত মধ্যে দেহ ঢালি,
শ্রদ্ধা ভক্তি হবি দিয়া কর হে দাহন॥
মন আছে সমল, কর তারে নির্ম্মল,পাইবে হে বিমল অমূল্য রতন৩৩৪৭

বাউলের সুর।

গা খা গা তেল দিগে যা আপন চরকাতে।
ভোলা মন ভুলিস না তুই কথাতে॥
চরকার অষ্টটা পাখী, দুই ধারে দুই প্রধান খুঁটী,
মাঝখানে চাকি, কত কাল ঘুরচে রে মন,
চরকা ঘোরে কেবল মাগের জোরেতে॥৩৩৪৮॥

বাউলের সুর।

মিছে পরের ভাবনা ভেবে আমার পরাণ গেল।
কিছু হল না রে ভবে, আসা যাওয়া কেবল সার হল॥
ঘৃতকুম্ভ লয়ে শিরে, যায় কত আশা করে,
মুরগী বেচে বকরী কিনব রে, বকরীর বাচ্ছা বেচে কিনব গোরু,
দুধ বেচে তার করব জোরু, লেড়কা ডাকবে খানা খেতে,
নেহি খাঙ্গা বাতে, মাথা নাড়তে কলসি ভেঙ্গে গেল॥
পিতাপুত্র উভয়ে মরে, পিতা ব্যস্ত পুত্রের তরে,
ঔষধ আনতে পথেতে মরে ও যার রোগ হইলে দেখায় বৈদ্য,
নিবারিতে দেয় ঔষধ (ও দেও কবিরাজ);
আপনি চিন্তায় জ্বলে মরে, চিকিৎসা না করে,
ভেবে ভেবে তনু-জরা হল॥৩৩৪৯॥

বাউলের সুর—খেমটা।

তুমি কেহে বট উপুড় হয়ে ভাসছ গঙ্গাজলে।
তোমার মা দুঃখিনী কাঁদচে বসে ধূলাতে লুটায়ে॥
তোমার প্রাণ-প্রেয়সী কাঁদছে বসে হাতের শঙ্খ ভেঙ্গে;
তুমি বলে ছিলে সঙ্গে লব একলা যাচ্ছ চলে॥
তুমি ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছ কোথা দুঃখিনীরে ফেলে;
তোমায় চোরের মত পুড়িয়ে মারবে ঝিলের উপর তুলে॥
তোমার মুখে দিবে অগ্নি জ্বেলে সুরধনির কূলে॥৩৩৫০॥

মিশ্র—ভরতঙ্গা।

অরি কি সুন্দর শোভা হইল; কিশোর গিরিধারী গিরি-ছত্র ধরিল।
গরজে ঘন ঘন, পবন শন শন, তড় তড় বরখা বুঁদ বরখল॥
চক চক চকে, বিজলি চমকে, ঠনা ঠনে শিলা ঠন্ ঠনকে;
অশনি ঝনঝনে তালা ধরল; ভিত, ভীত, শীত,
অবহি বিদূরিত, নন্দনন্দনে ঘোর আনন্দ নাচাওল॥৩৩৫১॥

ভৈরবী—একতালা।

দীনবন্ধু হে আমি সেই দিনে হে, দেখব কেমন বন্ধু তুমি।
কে পার করিবে হে আমারে, শমন রাজার দ্বারে,
যে দিন গিয়ে বন্ধনে পড়িব হে আমি।
যদি তুমি হে মাধব, হও দীনবান্ধব, হতে হবে সে দিন অগ্রগামী
একবার সেই দিনে হে যদি না দাঁড়াও ওহে শমন দমন!
শমন যা কর্‌বে তা জান হে অন্তর্যামী, হরি তুমি বন্ধু বট,
আমি কিন্তু শঠ, শঠের প্রেমে পাছে না হবে প্রেমী।
কিন্তু ও দীননাথ? তোমার শঠ ও সরল সমান,সংসার-স্বামী ॥৩৩৫২॥

বোনাটী একতালা।

আর কি থাকে কুল, এসেছে গোকুল ডুবাইতে কুল অকূল সাগরে।
একবার দেখিলে কালশশী, আর কি যাবি কাশী,
দাসী হবি বাঁশী শুনিলে পরে॥
আমরা নারী করি অন্তঃপুরে বাস, অন্তরে প্রবেশ করেন শ্রীনিবাস,
স্বামী-সহবাস,—ঘুচায় গৃহবাস,
বাসনা গো শ্যামের বাঁশের বাঁশী বনবাসিনী করে।
বংশীরবে সতীর সতীত্ব দমন, হরে লয় সতীর পতি প্রতি মন,
মত্ত জগজ্জন, যমুনা উজান, বেগে ধায় গো;
যখন বংশীধর বংশী ধরেন অধরে ॥৩৩৫৩॥

মিশ্র বাউল — আড়খেম্‌টা।

ব্রজে এস হে শ্রীহরি। ব্রজের জীবন বাঁকা বংশীধারী॥
ব্রজে হতে তোমায় নিতে, আমারে পাঠায়েছেন রাইকিশোরী।
ব্রজের দশা যত, বল্‌ব আর কত, নীরবেতে রয় পশু পক্ষী যত,
হায়! ধেনু বৎস সব করে হাম্বারব, উর্দ্ধ পানে সব মুখ করি॥
তোমার মাতা যশোমতী, পড়ে আছেন ক্ষিতি,
নিরানন্দে সবার এ দুর্গতি।
একবার চল হে কেশব, শুন হে মাধব, আমি তোমার দুটী পায়ে ধরি।
তোমার পিতা নন্দ, কেঁদে হ'ল অন্ধ, দুনয়নে সদা বহে বারি।
এই শ্রীরাধিকার দশা, হল দশম দশা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ধুলায় পড়ি॥৩৩৫৪॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

পীতবসন বনচারী। সুললিত নটবর রাসবিহারী হরি।
রমণী-মত-কৃত মুরলী কুজিত, গোপি-গোপ-সুত প্রেম-বিচারী ॥৩৩৫৫॥

তিরোতা।

সখি হে, মন্দ প্রেম পরিণামা।
বল কে জীবন, করল পরাধীন, নাহি উপকার এক ঠামা॥
ঝাপন কূপ, লখই না পারনু, যাইতে পড়ল হুঁ ধাই॥
তখন লঘু গুরু, কিছু না বিচারিনু, অব পাছু তরইতে চাই।
মধু সম বচন, প্রেম সম মানুখ, পহিল হুঁ জানলু ন ভেলা
আপন চতুর পণ, পর হাতে সোঁপনু, হৃদয় গরব দূরে গেলা॥
এত দিন আন, ভানে হাম আছিনু, অব বুঝিনু অবগাহি।
আপন শূল, আপহি চাচনু, দেখি দৈয়ব অব কাহি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন শুন যুবতি চিতে নাহি গণবি আনে,
প্রেম কারণ, জীউ উপেখয়ে, জগজন কো নাহি জানে॥৩৩৫৬॥

টৌড়ী—মধ্যমান।

তাই বলি রে ভাই সুবল, তুই ত কানাই পেয়েছিলি;
না বুঝে তার চতুরালি, হারাধন পেয়ে হারালি॥
যখন শ্যাম সুধাকরে, নয়ন ভোরে ছিল করে,
তখনি তার ধোরে করে, মোদের কেন না ডাকিলি॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণে দেখা দেয় কমলেক্ষণে,
যতনে করি রক্ষণে জানাবি তৎক্ষণে।
কেউ ধর্‌ব তার কমল-করে, কেউ থাকবো তার চরণ ধরে,
তবে আর আমাদের ছেড়ে যেতে নারবে বনমালী।৩৩৫৭॥

আলাইয়া—একতালা।

গৌর নিতাই এস হে হরিনাম রস পরকাশে।
গাহিব অবিরাম, হরিনাম, মুক্ত যাহে ভবপাশে॥
ললিত মধুর বিশদ-ছাঁদ, গাও হে আসিয়া গৌরাচাঁদ,
পাবে আনন্দ, ভকতবৃন্দ, নাচিবে প্রেম-উল্লাসে॥
তানপুরে তান মিলায়ে রঙ্গে, বাজায়ে মৃদঙ্গ তাল-তরঙ্গে,
ভাসিবে অম্বরে হরি যশো-গাথা জলে কমলিনী যেন বিকাশে॥
ভাবে ভাবে সবে হইবে ভোর, ভাঙ্গিবে ভবের ঘুমের ঘোর,
হৃদি মাঝে হরি নবনী চোর হাসিবে সুখ-বিলাসে॥
রবে না কলির পাতক ভার, হরিনামে সবে পাবে নিস্তার॥
হরি হরি নাম পাতকী-উদ্ধার, জনম মরণ নাশে॥৩৩৫৮॥

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী আমি কৃষ্ণ বিনে রৈতে নারি।
করে ধরি বিনয় করি, এনে দে মোর বংশীধারী॥
বলে গেল যাবার বেলা, ভেবনাকো কুলবালা,
এলো না সে চিকণ কালা, আমার দুনয়নে বহে বারি।
শয়নে স্বপনে হেরি, আঁখির পলক নাহি নারি,
জীবনের জীবন আমার, তার মরণে আমি মরি॥
এবার যদি পাই তারে, করের উপর দিয়ে করে,
বাঁধবো আমি প্রেমডোরে, রাখবো আমি নয়ন প্রহরী॥৩৩৫৯॥

কলঙ্কভঞ্জন।

হায় দুখে পায় হাঁসি, সবাই চলো শ্যাম প্রেয়সী,
অকলঙ্ক শশী ভজে কলঙ্কে ভাসি, যে পদ আশ্রয় করে,
ভবকলঙ্ক যায় দূরে, সেই পদ হৃদয়ে ধরে হয়েছি দোষী।
যেথা সেথা হরি কথা শুনি জগতে,জ্ঞানে হরি ধ্যানে হরি হরি কর অন্তে
আমি যদি বলি হরি,ননদি হয় বিষঐরী নিতে প্রাণের হরি ধরিয়ে অসি,
যে পদ ভবরাণী, চৈতন্যকারিণী, সেই পদ হৃদয়ে ধরে অপবাদিনী,
সুদন কয় কি কর ব্যঙ্গ কলঙ্কের আশঙ্কার পর,
হরি নামে ডঙ্কা মার শঙ্কারে নাশি॥৩৩৬০॥

কলঙ্কভঞ্জন।

কেহ ত সতী হল না, উপায় বল না বল না।
কি করি কি করি মরি বুঝি গোপাল আমার পেলেম না।
হায় আমি কি করিব, কোথায় গিয়ে প্রাণ জুড়াব,
আর কি নীলমণি পাব, দিলে বিধি এ যন্ত্রণা।
গোপালের কাছে যেয়ে বল নন্দরাণী,
জন্মের মতন মা বলিয়ে জুড়াবে পরাণি।
একাকিনী অনাথিনী আর কেহ নাই,
সকলি পাশরিলাম গোপাল তোর মুখ চেয়ে॥
তোমা বিনে আমার ঘরে, মা বোলে কে ডাকবে মোরে,
শেল হয়ে আমার অন্তরে রহিল কেবল ঘোষণা॥
এতেক বলিয়ে রাণী ভূমেতে পড়িয়ে,
কাঁদিতে লাগিল গোপাল গোপাল বলিয়ে॥
দেখে বৈদ্য রতনমণি, বলে কেঁদ না মা নন্দরাণি,
মোহনের এই বাণী, পাবে তোমার কেলেসোনা॥৩৩৬১॥

প্রভাসবজ্ঞ।

দেখরে খত, এনেছি দাসখত, দুহুই খত বলা নয় খত,
দেখনা চেয়ে রাধার পায় তোদের রাজার দস্তখত ॥
জাননারে খতের সন্ধি, হইয়ে বিপদে বন্দি,
করেছিলেন কিস্তিবন্দি, হবে দুজনে শোধবোধ ॥
খত লয়ে যাই রাজার হুজুরে, তবে আমরা পাব ডিক্রী,
তোদের রাজার দফায় হবে ডিক্রি, যদি করবি আদালত ॥
খত দিতে যে সাধি সাধি, সুদন তায় আছে ইশাদি,
কপালক্রমে তোদের সাধি, যদি পথ পাবি তো দেরে পথ ॥৩৩৬২॥

আলাইয়া—আড়খেমটা।

কত আদরের ধন, জ্ঞানরতন তায় চেন না রে মন।
যাহাতে অনন্ত জ্ঞানের দরশন ॥
ত্রিজগতের লোভ থাকে না তায় ভাল বাসলে ;
হয় ইচ্ছা শূন্য তবু রাজা প্রজায় করে পদার্চ্চন ॥
এ চোক দেখতে নাহি পায় জ্ঞান-চক্ষে দেখা যায়,
সে চোক যে দিয়েছে তারে ভালবাসতে হয়,
আর অবচ্ছেদে ভালবাসা এইতো উত্তম সাধন ॥৩৩৬৩॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

হেরি নবীন নিরদ নীল-নিভাধর, বপু বঙ্কিম বিনোদ বিভাকর।
সখি চিত্ত বিচঞ্চল বংশীস্বরে, সখি মদন-বাণেতে জর জর।
ইঙ্গিতে আমরি কি ভঙ্গী করে, সখি অঙ্গ বিকম্পিত থর থর।
ধরম করম মম সব গেল, মরি সরমে মরমে সখি ধর ধর ॥৩৩৬৪॥

প্রভাস—কীর্ত্তন।

মা মা, কৈ মা, কেন মা, কোথায় মা।
এই যে মা আমায় ডাকিল, আবার কোথা চলে গেল,
ওগো তোমরা বল বল, আমায় ডেকে কোথা গেল ॥
ওগো বল, বল কোথায়, আমার মা দুঃখিনী ॥
তোমরা যদি দেখে থাক দেখিয়ে দাও গো,
কোথায় আমার মা কাঙ্গালিনী ॥
করে ধরি দাদা বল বল, আমার মা দুঃখিনী কোথা গেল ?
এই যে মা মোরে ডাকিল, যদি থাকে মোরে নিয়ে চল,
মাকে ভেবে পাগলিনী কে তাড়ায়ে দিল ॥৩৩৬৫॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মলেম ভূতের বেগার খেটে; আমার কিছু সম্বল নাই কো গেঁটে॥
নিজে হই সরকারী মুটে; মিছে মরি বেগার খেটে॥
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চ ভূতে খায় গো বেঁটে॥
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে;
তারা কারও কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার গেল কেটে॥
যেমন অন্ধজনে হারা দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁটে॥
আমি তেম্নি ধারা ধর্ত্তে চাই না, কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে;
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্ম্মডুরি দে মা কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে॥৩৩৬৬॥

জয়জয়ন্তী—একতালা।

মুনি ঐ ভয় মম মানসে; জীবনান্তে পাই জীবন কিসে॥
বল কে বাঁচাবে আমায় হয়ে ধন্বন্তরি, শমন-তক্ষক-বিষে॥
মন্ত্র শুনে ক্ষান্ত হয় সামান্য ফণী, সে তো নয় মণি-মন্ত্রে বশ মুনি,
কাল পেয়ে অমনি, দংশিবে কাল-ফণী, হৃদয় মন্দিরে এসে।
জন্মাবধি আমার কুপথে ভ্রমণ, সে রাধারমণ প্রতি হত মন,
কিসে হবে কাল কালীয় দমন, কাল গত কালবশে॥
ভজিত দাশরথি বিষয় পরিহরি,
করিতে কি অন্তকাল বিষহরি, বিষহরির বিষ হরি,
হরি জীবন দিতেন এই দাসে॥৩৩৬৭॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আয় রে শ্রীদাম আয় বলি বিরলে রে।
এ জনমের মতন আমি আর যাবনা গোকুলে রে॥
আমারে না দেখে চক্ষে, মা যশোদা মনের দুঃখে,
করাঘাত করি বক্ষে, হবেন কাতরা,—
তখন তুমি ভাই অঞ্চলে ধরে ডেকো মা বোলে রে,
করে ধরি কথা রেখো, মায়ের কাছে থেকো,
দেখো দেখো দেখো শ্রীদাম ভুলনা রে ভাই;
করে লয়ে ক্ষীর ননী, ব্যাকুল হয়ে নন্দরাণী,
কোথায় রইলে নীলমণি বলে ডাকিলে,
তখন তুমি ভাই এই এলাম বলে, যেও মায়ের কোলে রে॥৩৩৬৮॥

বিভাস—একতালা।

জয় যজ্ঞেশ্বর জগদীশ্বর, জগজ্জন জগৎপালন।
হৃষীকেশ হরি রাসবিহারী রমানাথ রাধামোহন॥
হরি বিশ্বম্ভর, বংশীধর, শ্রীধর গিরি-ধারণ;
তুমি অনাথের নাথ, শ্রীপতি শ্রীনাথ, দীননাথ দীন-তারণ॥
ত্রিলোক পালক বালক-বেশেতে, কর বসুদেব দুঃখনাশন;
তুমি নরকান্তকারী, নর-কান্তিধারী, নরকুলে জন্মগ্রহণ;
হরি ভকতবৎসল, ভবতারণ, ভানুজ-ভয়-ভঞ্জন;
তুমি গোলোকের পতি, অগতির গতি গোকুলচন্দ্র, গোপীমোহন,
ব্রজেন্দ্র-নন্দন, ব্রহ্ম-সনাতন, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ঐ চরণ,
ও হে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র, ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র, চরণেতে লয় শরণ;
হরি দামোদর দ্বারকানাথ, দৈত্যকুল-নাশন,
তুমি হর হৃদি, নিধি নিরবধি, বিধি করে পদ সেবন;
মুনিগণ-শিরোমণি, তুমি চিন্তামণি নারদাদি মুনির ধ্যানের ধন,—
করুণা কটাক্ষে, অকিঞ্চন পক্ষে, কর রক্ষে ভববন্ধন॥৩৩৬৯॥

কীর্ত্তন—খয়রা।

কবে রে এ পাপ সংসার ত্যজিয়ে বসিব নন্দন বনে।
নাচিব গাইব দেব দেবী সনে বিমল সরল মনে॥
অলকার তীরে বসিয়ে বসিয়ে হেরিব পল্লবদল॥
শান্তি-নদীজলে ভাসিয়ে ভাসিয়ে ডুবিব সুখের মোহে।
ভয় বিস্ময়েতে নমিব রাজারে হইব স্বর্গীয় প্রজা,
ভক্তিভাবে মাতার চরণকমলে লুটাইব পাপ শীর॥
অনুতাপানলে দহিয়ে আত্মারে করিব হীরক সম,
প্রাণের ভিতরে প্রেমের ফোয়ারা উঠিবেরে অনুক্ষণ॥
ভাব মন সেই জ্ঞান-প্রেমাগুনে শুদ্ধ কর দেহ মন,
এ নশ্বর দেহে স্বরগ লভিবে সুধা পিবে অনুক্ষণ॥৩৩৭০॥

কীর্ত্তন—খয়রা।

তোদের যিনি রাজা দ্বারী। রাখাল-রাজ সেই বংশী-ধারী।
(বনে ধেনু চরাত রে) (আমাদের আমাদের আমাদের সনে)
—সর সর সর ছাড় ছাড় দ্বার হেরিগে প্রাণের হরি॥
(একবার শুধু দেখে যাব) (তারে লয়ে যাব না আর বৃন্দাবনে)
কোথারে কানাই, আয়রে বলাই, পড়েছি বিপদে রাখ সবে ভাই,
তোরে স্মরি সকল বিপদে তরি, দ্বারী-করে বুঝি প্রাণ হারাই॥৩৩৭১॥

কীৰ্ত্তন—আড়াঠেকা।

চরণ দাও শ্রীহরি বঙ্ক-বিহারী, নির্ধনের ধন তুমি ভব-নদীর কাণ্ডারী;
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
দয়া কর আমায়, এই বাসনা করি॥
রাম রূপেতে তুমি বলি উদ্ধারিলে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে দুই পদ দিলে,
আর এক পদ নাভি হতে বহির্ভূত করি,
বৃন্দাবলি উদ্ধারিলে তার মাথে ধরি॥
রামকৃষ্ণের পদতলে পড়িল অক্রুর,
পুষ্পাঞ্জলী করি স্তব করেন সুমধুর,
যে চরণে জন্ম নিলেন গঙ্গা গোদাবরী,
সিন্ধু সরস্বতী আর যমুনা কাবেরী॥
নরসিংহ রূপ তোমার অসুর নাশিতে,
বলিরে করিলে কৃপা বামন রূপেতে,
বেদ উদ্ধারিলে তুমি মৎস্য রূপ ধরি,
কচ্ছপরূপে ধরা পৃষ্ঠে ধরিয়া মুরারি॥৩৩৭২॥

কীর্ত্তন—খয়রা।

নামরসে না মাতিলে, প্রেমে পাগল না হলে.
ও ভাই কিছুতেই কিছু হবে না রে।
ও ভাই কথায় কিছু হবে না রে (প্রাণ দিতে যে হবে)
(সামান্য সাধনে হবে না রে)॥ আমি দেখিলাম অনেক করে,
কিছুতেই পাপ যায় না রে, (প্রেমে মত্ত না হইলে)॥
আমি দেখিলাম প্রেমে মাতিলে,পাপের জ্বালা যায় চলে (বহু দিনের)

জয়ন্তী—যৎ।

শ্যাম জলদ-বরণ-বামে, রাম রজত গিরি দক্ষিণে;
দেখে যশোদার যুগল কক্ষে যুগল রূপ যুগল নয়নে॥
পদতলে তরুণ অরুণ কিবা শোভা করে,
নখরে পতিত কোটী সুধাকরে, ঐরূপ হেরিতে সাধ ত্রিলোচনে।
দাশরথি কুমতি অতি, ভক্তি-স্তুতি বিহীনে,
কি হবে আর ভবে গতি সঙ্গতি ও ধন বিনে,
তার হয় কি দৃষ্ট রামকৃষ্ণ যুগল নয়নে॥৩৩৭৩॥

বিভাস—একতালা।

মানব জনম পেয়ে, কৃষ্ণ না ভজিয়ে, অনিত্য বিষয়ে ভুলে রৈল মন;
ও তোর হলো না শ্রীকৃষ্ণ ভজন ॥
যত দৃশ্য হয়, শত বিশ্বময়, যবে লয়, সবে হবে লয়,
যে জন ভাগবত হয়, ও তার দেহ নিত্য রয়,
(ও সেই) নিত্য দেহে করে, শ্রীকৃষ্ণ সেবন ॥
অসার সংসার জ্ঞান করিসার, যাও বারেবার না ঘুচে সংসার,
শেষে হলো মাত্র সার, কৃতান্ত বন্ধন ॥
ভক্তিভাবে ভজ শ্রীনন্দ-নন্দন, ঘুচে যাবে তোর মায়ার বন্ধন,
সাধিলে সে ধন, না থাকে বন্ধন,
(মন রে) যজ্ঞ ব্রত দানে না ঘুচে বন্ধন ॥
আশী লক্ষ পরে মানব জনম, বৃথা গেল বিনে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন,
চিনলি নে সেধন, (ও তুই) করলিনে সাধন,
(কৃষ্ণ না ভজিয়ে হলো) জনম মরণ কৃতান্ত-বন্ধন ॥
চন্দ্রকান্তে কয়, ওরে অবোধমন, দারা সুত ধন কেহ নয় আপন,
(ও তুই) সেই পরমধনে কর রে সাধন ॥৩৩৭৪॥

সাহানা—যৎ।

নগর চেয়ে কানন ভাল, নাইকো হেথায় কোলাহল।
ভক্তি-ভরে মধুর-স্বরে মনরে আমার হরি বল ॥
প্রতিধ্বনি গভীর সুরে, বলবে হরি দূরে ঘুরে,
বনের পাখী বলবে হরি, দুলবে প্রেমে কুসুম-দলে ॥৩৩৭৫॥

বাউলের সুর—কাওয়ালী।

ও ভাই এসো প্রেমের গাঁজা খাবে কে।
ধরবে নেশা ঘুচবে বাসা লহ কলিকে। আশ্রয় ধর্ম্ম লহ কলিকে।
রাগের খরশান দিয়ে, মধুর রসে, জল মিশায়ে,
গোলাপ ভক্তি নিচে থুয়ে কাট রিপুকে, প্রেম কাটারিতে।
কিন্তু কলকের দিও ঠিকরে, নহিলে পরে যাবে ঠিকরে,
ঠিক ছাড়া হইও না রে ভাই, বলি তোমাকে, কাজে ঠিক রেখ ॥
সাপি খানি করে লয়ে, কলিকের তলাতে দিয়ে,
প্রেমের গাঁজা খাও পিয়ে, নিষ্ঠা দম রেখে গুরু-পদে।
দীন পঞ্চানন এই কয়, প্রেমের গাঁজা যে জনা খায়,
তার কি আবার নেশা হয়, অন্য তামাকে প্রেমের গাঁজা ভিন্ন ॥৩৩৭৬॥

কীর্ত্তন—কাওয়ালী

কোথা গোপাল ওরে গোপাল, কোলে আয়রে নিলমণি।
না হেরে তোর চাঁদমুখ অস্থির হতেছে প্রাণী।
খেতে তুমি যে ক্ষীরসর এই দেখ এনেছি সে সব,
কটোরায় রইল সে সব, সব দেখে সরে না বাণি॥
এনেছিরে বলে বলে, কৃষ্ণ তোমায় দেখবো বোলে,
তোর দ্বারীতে কতই বলে, শুনে যে প্রাণ বাঁচে না,—
নন্দের বাক্য হোল স্মরণ, কত করেছিল বারণ,
নিশ্চয় হইল মরণ, এই মনে অনুমানি॥
দ্বারী বোলগে যা তোদের রাজারে, যশোদা এসেছে দ্বারে,
ভ্রমণ কচ্ছে দ্বারে দ্বারে, মনে কি জেনেও জানে না॥
কিঞ্চিৎ নবনির তরে, বেড়াতে অঞ্চলে ধরে,
আর বাঁধতাম যুগল-করে, মনে কর সকলি জানি॥৩৩৭৭॥

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

দিয়ে কিছু সেলামী, দেহ জমির লইব মৌরুসী পাট্টা।
করিয়ে উঠবন্দি, বিষম ফন্দি, পদে পদে ঘটে লেঠা॥
শুক আদি যত বৈষ্ণব, তাঁহারা সব মৌরুসীতে নিল পাট্টা;
নাই তাদের নূতন চিঠা কোন লেঠা, এক কালেতে জমা আঁটা॥
বাজলে পর পুণ্যের বাজনা, দিয়ে খাজনা, নিচ্চে তারা সন সন সাঁটা॥
আমাদের পাইকস্তার জমিন, এসে আমিন,
নিয়ে করেছে নূতন চিঠা;
মাপিয়ে করছে জমী বেশী কমী, চড়াচ্চে তার কসুর বাঁটা॥
ঘুষ দিতে যাচ্ছে সকল যত ফসল, হচ্চে কেবল মিছে কাটা॥
পোকামনের নাহি সম্বল, হয় না ফসল, ধরুক মহাজনের পাটা॥
দয়াল ত বটেন গুরু, কল্পতরু, পুরাবেন মনোবাঞ্ছাটা॥৩৩৭৮॥

মঙ্গল বিভাস—কাওয়ালী।

বীণে একবার হরি বল, হরি ভবের কাণ্ডারী, হরি বোলে পারে চল।
বীণায় বল হরিধ্বনি, শমন পালাবে আপনি,
কালনিবারণ চিন্তামণি, প্রহ্লাদ হরি বলে ছিলো॥
শুনেছি পুরাণে, বলে, হরিনামের গুণে মোক্ষ ফলে,
অজামিল তরিল হেলে, নারায়ণ বলে ছিল॥
সুদন বলে কি করিলাম, মিছে মায়ায় বন্দি হলাম,
(এখন) গুরুপদ না ভজিলাম, আসা যাওয়া সার হল॥৩৩৭৯॥

বাউলের সুর—একতালা।

ওগো চল গো সজনি যাব শ্যাম-দরশনে।
ও শ্রীরাধা বলে শ্যামের বাঁশী বাজলো বিমানে ॥
ওগো আয় গো তোরা ত্বরা করে, আমি হেরিগে শ্যাম নটবরে,
কুবের চাঁদের চরণ ধরে, যাদুদাস ভণে।
ওগো শুনে শ্যামের বেণুর ধ্বনি, ঘরে রইতে নারি বিনোদিনী,
কৃষ্ণ আমায় কল্লে অনাথিনী, বধিবে প্রাণে ॥
ওগো শুনে শ্যামের বেণুর ধ্বনি, কত এল থেল পাগলিনী,
বনে ছুটে বেড়ায় গোপরমণী, আকুল পরাণে :
(তোরা কেবা যাবি গো শ্যাম দরশনে)৩৩৮০॥

পুরবী—কাওয়ালী।

আর কি পাব সে নীলমণি ;
মা বলে আসিবে কোলে দিব ক্ষীরসর নবনী ॥
পেয়ে নূতন জননীরে, ভুলেছে এ দুঃখিনীরে,
খেদে ভাসে আঁখি নীরে, হয়ে মণিহারা ফণী ॥
শ্রীদুর্গা-কমলপদ পূজিয়ে কমল দলে, সেই নীলকমল কোলে
পাইয়াছি সেই ফলে, আসিবে আমার নীলকমল,
হেরিব চাঁদ বদন কমল,প্রফুল্ল হবে হৃদয় কমল,কমলমুখে মা বোল শুনি
সাধনের ধন কৃষ্ণধনে হরি লইল বিধি, পুন সদয় হয়ে
দিবেন আমারে সেই নিধি. কৃষ্ণ গোকুলে আসিবে,
মা বলে কোলে বসিবে, সুখ ভানু প্রকাশিবে, নাশিবে দুঃখ রজনী।
যে হতে গিয়েছে কৃষ্ণ ক্রুর অক্রুরের সনে,
সেই হতে জননী বাণী আমি শুনি নাই শ্রবণে,
আছে ভুলে যদুকুলে, ভাবনা আর এ গোকুলে,
সূদন বলে শোকাকুলে, মরে জনক জননী ॥৩৩৮১॥

ললিত—আড়া।

মজিলে মজালে মন নব অনুরাগ ধরি।
ছজনারে সঙ্গে লয়ে ভ্রমে ভ্রম রঙ্গ করি ॥
উপদেশ বিনে সাধক, ভেবেছ হয়েছ ভাবক
সেটা মাত্র সেটা সক, যথেচ্ছা আচারি ॥
মরি কি তোর অপার লীলে, কালী নাম ভুলে না নিলো,
গিরিশ বলে পরকালে, কালী দিলে ভাল করি ॥৩৩৮২॥

মঙ্গল-বিভাস—কাওয়ালী।

সামান্যে কি রাধারে পায়, বিনা আরাধনে কি পায়,
ভক্তিভাবে ডাকিলে পায়, মুক্তি শক্তি আছে যার পায়॥
ত্যজ বিষয়-বাসনা, বাস করে সে বাসনা,
করিলে তার উপাসনা, হৃদিপদ্মাসনে পায়॥
রাধা-আকাঙ্ক্ষিত হয়ে, ত্যজিলাম গোলক অধিকার॥
গোকুলে গোপবাদ নিলাম, পরিচয় কি দি অধিক আর॥
কাননে করি গোচারণ, করে কৈলাম শৈল ধারণ,—
মদন বলে রাধার কারণ, বাঁধা গেলাম নন্দের পায়॥৩৩৮৩॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

বিফলে দিন যায়রে বীণে, শ্রীহরির সাধনা বিনে,
অসার কলুষ সংসারে, সারাৎসার নাম শুনা বীণে॥
বৃথা গুণ গুণ রবে, কি গুণ গাও সগৌরবে,
নির্গুণে আর কে তারিবে, গুণাতীত শুনা বীণে॥
তুমি বীণে অনুরাগী, জান কত রাগিণী রাগ,
ভক্তিরাগে যুক্ত কর, সে রাগে যেন ঘটে বিরাগ॥
মূল কথা শুন মন দিয়ে, মূলমন্ত্র মিশাইয়ে,
মূলতানে আলাপ করিয়ে মজ বিশ্ব-মূল তানে॥
দীপক বাসনা জ্বলে, যেন জ্বলে প্রেমানলে,
নির্ব্বাণ পাইবে মুক্তি, মল্লার আনহ জলে॥
ত্যজিয়ে জীবের ভ্রান্তি, মিশাইয়ে জয়জয়ন্তী,
যখন জয় জলদ-কান্তি, জয় হবে যম নিদানে॥৩৩৮৪॥

বাউলের সুর—খেমটা।

স্নান করো না আঘাটায়, ওরে পা পিছলে গেলেসে উঠা দায়।
মরবি খেয়ে হাবুডুবু তখন করবি কি উপায়;
যদি নেচে উঠিস বেঁচে, পড়বি কেঁচে পুনরায়॥
ভবনদীর কোথায় কেমন সহজে কি জানা যায়,
কোথায় গড়ে হাঁটু পানি, কোথাও হাতি তলিয়ে যায়॥
নাবলে পরে বাঁধাঘাটে আছে কত মজা তায়,
কত সাধু শ্রান্ত হয়ে ভ্রান্ত, বে-টক্কোরে মারা যায়॥
সে জনা বলে, ঘোলা জলে, ঘাট কি আঘাট চেনা দায়,
জেনে শুনে নাবলে পরে নাইকো ক্ষতি তায়॥৩৩৮৫॥

বাউলের সুর—খেমটা।
তোরা চাঁদ নিবিত আয়।
চাঁদ দেও বলে কত খোট করেছিস,
আজ বাপে কত চাঁদ এনেছে, চাঁদের ছড়াছড়ি কটোয়ায়॥
কলঙ্কী বই অকলঙ্কী চাঁদ দেখেছিস কোথায়,
কোটি অকলঙ্ক চাঁদের উদয় হেথায়, (কত চাঁদ ধরেছে)
(তরুতে কত চাঁদ ধরেছে)
আজ যার যত সাধ নে তত চাঁদ, আঁধার যদি ঘুচাবি ত্বরায়,
(মনের আঁধার যদি ঘুচাবি ত্বরায়)।
শচী-গর্ভ-ক্ষীর-সিন্ধু তা হতে উঠেছে ইন্দু,
ক্ষয় নাই তার বিন্দু, সমান জ্যোতি ধরায়
(চাঁদ কি বলিহারি) (পদ্ম-কোটরে চাঁদ কি বলিহারি)
আজ রবির দর্প দূরে গেল, সপরিবারেতে পালায়,
সন্ন্যাস অস্তাচলে, এখনি চাঁদ যাবে চলে,
পুনঃ এ অঞ্চলে আর হবে না উদয়, (চাঁদ ঢলে পড়েছে)
(সন্ন্যাস অস্তাচলের দিকে চাঁদ ঢলে পড়েছে)
আর ক্ষণেক পরে আঁধার করে চাঁদ চলে যাবে রে হায়,
(সুধা কোথায় পাবি) চাঁদ চলে যাবে রে হায়॥৩৩৮৬॥

কালাংড়া—আড়াখেমটা।
এল প্রেমরসের কাঁসারি, আয় সই ভাঙ্গা ফুটা বদল করি॥
একটি নয় সই ছিদ্র নষ্টা, রস-বিহনে অন্তর ফাটা,
জল থাকে না একটি ফোঁটা, আঠায় যত সারি॥
সকলে ভরে গাগরী, দেখে দেখে ফেটে মরি,
জাগন্ত ঘরে হয় চুরি, সহিতে কি সই পারি॥৩৩৮৭॥

বাউলের সুর—খেমটা।
সৌরভে তার জগত মেতেছে, সে ফুল ভাসছে কোন সরোবরে।
এখন বলরে স্বরূপ, কি অপরূপ, কোনখানে ফুল ফুটেছে॥
খুঁজে পাই না সে কানন, খুঁজে পাইনা সে কানন,
কোনখানে সেই পুষ্পেরই বন, চলরে আমার মন॥
আবার ফুলের লাগি মহাযোগী সর্ব্বত্যাগী হয়েছে॥
ওরে আমার গোঁসাই বৃন্দাবনে লীলা কর্চ্ছে,
ও সে গোষ্ঠে গিয়ে রাখালগণের রাজা হয়েছে,
আবার ফুলের লাগি নন্দের বাধা মাথায় কোরে হয়েছে॥৩৩৮৮॥

বাউলের সুর—খেমটা।

চুল হলো তোর শোণনুটি।
কবে আর বলবি রে ভাই, অধম-তারণ নাম দুটি?
এ দিকে হলো তলপ, গোঁফে কলপ, পান খেয়ে লাল ঠোঁট দুটি॥
আবার মুচকে হেসে, ফচকে বেসে, বেড়াও নবীন ছোকরাটি;
গিয়েছে দাঁত শুকিয়ে আঁত, ধরেছ ভাত এক মুটি॥
চিত্রগুপ্ত আবার, দণ্ডে দুবার দিচ্চে উকিলের চিঠি;
গাল খেয়েছে টোল, ভুঁড়িটি লোল, খেতেছে দোল তনুটি॥
এখনো গেলো না সক ভুগবে নরক, বলব যে হক কথাটি;
নাম কর রে সার, খেয়ো না আর উইলসনের পাঁউরুটি;
চিত্রগুপ্ত এসে, বাঁধবে কসে, হস্ত পদ আর গলাটি॥
এবে দিন ঘুনিয়ে এলে, অশ্রু ঢেলে, মুদবে রে নয়ন দুটি;
তখন বন্ধুজনে চন্দ্রাননে, দেবে জেলে পাঁকাটি॥
সেনজা বলে, হরি বলে, ছাড় রে সব ভিরকুটি;
এখন জিব এড়িয়ে যাবে, খাবি খাবে, এসেছে সে সময়টি॥৩৩১৯॥

বিভাস—আড়া।

ভুলেছ কি আরে মন যে দিন যাইতে হবে,—
ভবের বাজার এই সকলি আঁধার হবে!
ধন জন ঘর বাড়ি, সকলি যাবেরে ছাড়ি,
প্রিয় সুত সুতা নারী, কে কোথায় পড়ে রবে!
ভুলেছ কি আরে মন! যে দিন যাইতে হবে॥
এই দেহ এই প্রাণ, প্রিয় বলি যাহা জান,
সবই রে অনিত্য অনিত্য মন! শেষে কৃমী কীটে খাবে॥
শিকলী কাটা তোতাপাখী, সে তোমায় দিবেরে ফাঁকি,
দেহ-পিঞ্জরেতে থাকি, আচম্বিতে উড়ে যাবে॥
ভুলে আছ মায়া-মোহে আত্মহারা পাপদ্রোহে,
ধ্যান কররে আপন গৃহে, দিন থাকিতে, সে ধন-লোভে॥
ভুলেছ কি আরে মন! যে দিন যাইতে হবে॥৩৩২০॥

মিশ্র—খেমটা।

সে পুর ঢুকতে ভুর অমনি ভেঙ্গে যায়।
তার নীচের তলায় আছে তালা, খোলা বড় বিষম দায়॥
জারি জুরি কর কি মন, বুজরুকি খাটেনা তায়,—
ওতা ধ্যানী জ্ঞানী সিদ্ধি কামী নামী ধামীর কর্ম্ম নয়॥৩৩২১॥

বাউলের সুর—আড় খেমটা।

ও মন ভাঙ্গলো রে তোর শিরখুঁটি।
এই বেলা বলে নে রে রাধাকৃষ্ণ নাম দুটি॥
তোর নাইকো কাল, তুবড়েছে গাল, গিয়েছে দাঁত দুপাটি;
ও তোর ধরেছে ঘুণ মটকায় আগুন, চুল হয়েছে শোণনুটী,
তুমি তিনটি মাথায় বসে আছ তালব্য শর মতনটি।
উঠ যষ্টি ধরে তুকি করে ঠিক যেন রামধনুকটি;
গেছে চক্ষু দুটো, কর্ণে খাট, বাকি কেবল হেঁচকিটি;
তবু ঘুচল না ভ্রম, নিকটে যম, খাটবে না তোর ভিরকুটি;
গোঁসাই বলে মায়াজালে, ঘেরেছে তোর দেহটি;
হরি বলবি কখন, বিষয় রক্ষণ, ঢেকেছে সেই ভাবনাটি॥৩৩১২॥

মুলতান—যৎ।

সে পথের কি করলি তা বল।
যে পথে তোয় যেতে হবে সে পথের সম্বল।
ছাড়বে নাকো কোন মতে কলে কোন ছল॥
বাছবে নাকো কাদা কাঁটা জল কি জঙ্গল,
ধনী বলে ডরাবে না দেখে ধনবল॥
বলী-সম বলী হলে খাটবে নাকো বল,
সুজন সরল-পক্ষে সে পথ সরল, কুটিল কপট পক্ষে সে পথ গরল॥
সে পথ লক্ষ-যোজন তরাই বলে, মনে যাদের মল;
পলকে পৌঁছিতে পারে মন যাদের নির্ম্মল,
পথের মাঝে বৈতরণী, সে নদীর জল অনল;
তার নাই তরণী মাঝী যাবি একাকী কেবল,
যাবে সঙ্গে যমদূত ভয়ানক অদ্ভুত সকল;
তারা ধমকে বলবে, গরম জলে সাঁতার দিয়ে চল।
নির্ব্বাণ-প্রদীপে তৈল প্রদানে কি ফল;
কি হেতু তুই বাঁধবি সেতু বহে গেলে জল;
প্যারী বলে শোন সে পথের আছে একটা কল।
এ বেলা কেবল খালি কালী কালী বল॥৩৩১৩॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

নলিনী-দলগত চঞ্চল জীবনম্, মা কুরু ধনজন-যৌবনাভিমানম্॥
বিষম-বিষয়-বিষপান বিমোহিতং, চিন্তয় আত্মনোহিতম্;
হরিপদ-সরোজে বিহর মন মধুকর, সকলং কুরু মানুষজননম্॥৩৩১৫॥

বাউলের সুর—একতালা।

চিত্তে গিয়ে অহঙ্কার।
যত ভণ্ডে বলে অং সোঽহং, কোঽহং তত্ত্ব নাই কো কার।
যত সব ভক্ত-বিটেল বিষম খটেল, কেবল বলে সার বিচার,
পড়ে গোলোক ধাঁধায় মায়ার বাঁধায় বেরিয়ে পড়ে অহঙ্কার॥
(আমায়) যত খলে পাগল বলে, এর চেয়ে কি অবিচার ;—
তারা জানে না যে পাগল ভাবে আমি কেটা তুমি সার॥
দেখ বারি হতে উঠে বিষ বিম্ব আমি ভ্রম সবার ;—
(ক্রমে) বারিতে মিশাবে বিম্ব, বারিই তুমি মূলাধার॥৩৩৯৫॥

মুলতান—একতালা।

আমায় ছজনায় মিলে, পথ দেখায় বলে পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে, নানান মুনি বলে, সংশয়ে তাই ছুলি হে॥
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ, তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কাণের কাছে সবাই করিছে বিবাদ, শত লোকের শতবুলি হে ;
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি,
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছা কাছি,
ধরণীর ধূলো তাই নিয়ে আছি, পাই নে চরণ ধূলি হে॥
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়, আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব এ কি হল দায় একা যে অনেক গুলি হে।
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁধার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে, চরণেতে লও তুলি হে॥৩৩৯৭॥

কালীয় দমন—একতালা।

রাধিকা সামান্যে নারী নয়।
ওহে অন্য জনে, কেবা জানে, রাধার গুণের পরিচয়॥
রাধা নামে যে মহাত্ম্য, যে শুনে সে হয় কৃতার্থ,
তার হয় একুল পকুল দুকুল পবিত্র ;
শ্রীকৃষ্ণের রাই অঙ্গ আধা, সেই জন্য নাম বলি রাধা,
রাধা নামে কত সুধা, অন্যে কে জানে পরিচয়।
সংসার ঘোরতরঙ্গে, ত্বরায় তরি ভ্রূভঙ্গে চিরদিন থাকি সঙ্গে,
না পেলাম তার পরিচয়॥৩৩৯৭॥

বাউলের সুর—খেমটা।

মাঝি বুঝে নৌকায় চড়,
শুকনো গাঙ তুফান ভারি আছড়ে তরি করবে গুঁড়।
দেখচ যত লম্বা দাড়ি, ওরা বাঙ্গাল মাঝি সব আনাড়ি,
দেবে না ওরা পাড়ি ভয়ে হবে জড় সড়।
দাঁড়ির ভরসা কর বৃথা, কর্ত্তা সাধ্য দেয় রে মাথা,
মাথার উপড়ে মাতা, নাইকো সেথা বাবা খুড়ে ॥৩৩৯৮॥

নাম সঙ্কীর্ত্তন—একতালা।

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন। জয় শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন ॥
(গোবিন্দ বিলাসের স্থান রে) জয় কেশীঘাট, বংশীবট,
রাধার নিকুঞ্জ কানন। জয় শ্রীযমুনার ধারে কেলী কদম্বেরি বন ॥৩৩৯৯॥

নাম সঙ্কীর্ত্তন—একতালা।

হরি বল বল ভাই দিন যায় বয়ে।
ওরে দিন যায় বয়ে, তোর সময় যায় বয়ে।
ওরে এ ভব সমুদ্র মাঝে নিতাই-চাঁদ নেয়ে,
ওরে কি কার্য্য করিলি রে ভাই মানব-জনম পেয়ে ॥৩৪০১॥

কীর্ত্তন—খয়রা।

তোমায় দীনহীন সন্তানে ডাকে নাথ, (পাপে কাতর হয়ে)
(ওহে দয়ারপিতা) এসে তাপিত হৃদয় শীতল কর।
(ওহে শান্তিদাতা এক বার দেখে জীবন সফল করি।
(অপরূপ রূপ) এসে পাপীরে পবিত্র কর।
আমার বড় সাধ আছে মনে, তোমায় হেরিব প্রেমনয়নে।
একবার হৃদয়মাঝে উদয় হও, হসে দীনহীনের পূজা লও।
তোমায় পাবার আশে আমরা ডাকি সবে,
দাসের বাসনা পুরাতে হবে (বাঞ্ছাকল্পতরু) ॥৩৪০১॥

কথকের পদাবলী।

কেশব নাশয় মে মনোবিষয়াভিলাষং।
কলুষ মোচয় ছেদয় মম মরণপপাশং ॥
সুমতিসঙ্গতি হীন, নিয়তকুকৃতি-লীন, ক্ষীণমলিনসুদীন দুরাশং ॥
সদয় ভবসূদন মম হৃদয় উপর, দেহি নিজজনসহবাসং ॥৩৪০২॥

কীর্ত্তন - একতালা।

গেল দিন দীনবন্ধু বলে ডাক্‌রে রসনা,
যদি পেয়েছ মানব-জনম হেলাতে হারাও না।
মিছে কাল কয়না গত, সন্নিকটে কালগত, হওরে জাগ্রত;
ওরে নামামৃত অবিরত পান বিনা প্রাণ পাবি না।
ভাই বন্ধু সুতদারা, সকল সুখের সুখী তারা না দেখলে সারা,
যে দিন হবিরে ভাই ভবছাড়া, সঙ্গেতে কেউ যাবে না ॥৩৪০৩॥

মল্লার—তেতালা।

ও মন কেরাণী উচিত উপদেশ বলি শোন।
কার তরে ধন করচো উপার্জ্জন,ধল্লে পরে উলোর জ্বরে হবি রে নিধন
ছুটো ছুটি হুটো হুটি করে কেন যাচ্ছ কুটী,
কুটি নয় সে পাপের কুটী, কাল কুভক্ষণ॥
মজিলি বিষয় বিষে ভাবলি না কি হবে শেষে,
শিয়রে কালসর্প বসে করিছে গর্জ্জন।
ডেভেল সব ডাক্তার এসে, খাইয়ে আরক শিশে শিশে,
বিলেস্তার বসিয়ে শেষে, করবে পলায়ন।
পালঙ্গপোষের আশে পাশে, বাড়ীর লোক থাক্‌বে বসে,
তুই হবি কর্পূরের শিশে, উবে যায় যেমন॥
মানবে না কুইনাইনের গুড়ো, নিয়ে যাবে দিয়ে হুড়ো,
বসে দেখবে বাবা-খুড়ো, কে করে বারণ।
গোপাল বোসের গরম নাশে, যে নাশেতে বিকার নাশে,
সে তুফানে যাবে ভেসে, হবে অকারণ।
ভোজের বাজী জেনো সব দারা সুত সবান্ধব,
শব নিয়ে শ্মশানে গিয়ে করাবে শয়ন।
চিৎ করে চিতাতে ফেলে, মুখে দিবে আগুণ জ্বেলে,
একলা রেখে আস্‌বে চলে ফিরায়ে নয়ন।
সম্বন্ধী বাবুরা এসে, আনন্দে অন্দরে বসে,
ক্ষীর গোল্লা গোলাপী করিবে ভক্ষণ
শ্রাদ্ধের হইবে শ্রাদ্ধ, তিলকাঞ্চন প্রায় বরার্দ্ধ,
গুরু পুরোহিত হেরে করিবে ক্রন্দন।
কবিরত্নের যুক্তি ধর, কসে দুর্গা পূজা কর
দণ্ডপাণির দণ্ডভোগ হইবে খণ্ডন, এনে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে,
নিযুক্ত কর চণ্ডীতে, চণ্ডীর চরণে বিষয় দাও রে বিসর্জ্জন ॥৩৪০৪॥

তেওট।

আজ আমাদের প্রেম-গাঁথা নিতাই এসেছে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে ॥
যারে মাধাই জেনে আয়, আমাদের নিতাই যায় কি গৌর যায় রে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে, সুরধনির তীরে হরি বলে কে।
শান্তিপুরে সীতানাথ সেই কি এসেছে,
প্রেমের হিল্লোলে গোরা জগৎ ভাসাইছে।
নাম শুনে প্রভুর শ্রীচৈতন্য দুটি বাহু তুলে নাচিছে ॥৩৪০৫॥

বাউলের সুর—খেমটা।

মন তাঁতি কি বুনতে এলি তাঁত, এসে প্রথমেই হারালি আঁত।
ও তোর শানায় সুতো মানায় না তো রে,—
পোড়া পোড়েনে হলো না জাত, কয়ে আনা গোনা তানা কাড়ালি।
হায় হায়, ছল্লি কি খেই, ঘুচলো না খেই, কোঁচকা পড়ালি।
যত, আনা গোনা যায় না গোণা রে, হল, সকলি তেরে ভস্মসাৎ
পেয়ে এমন তারা জাহ্নবি তামন।
কিসে, তাই ভাবিরে, ভাবিরে মনের হুতাশন ॥
ঐ যে কটনী টানা, আর খাটেনা রে, যে তোর পাছে লেগেছে নরযাজ্ঞৎ
যত আপা করে তুলতে গেলে ঝাঁশ।
দিলি এককালে চিরকালে পাপসলিলে ঝাঁপ।
ভেবেছিনু কি এবার, উঠবি আবার রে, ক্রমে ক্রমেই হল অধঃপাত।
হাতে গাছে সুতো জড়ালি কেবল।
এলে রবিসুত, এ সব সুতো, কোথায় রবে কহ।
ভজ নন্দসুত কই আশু তোরে, যদি যাবি দীন বাউলের সাত ॥৩৪০৬॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ফুল ফুটেছে গোলাপ বাগানে।
হায় গো দিনের গোঁসাই বই আর কে জানে ॥
দেহের মধ্যে বাগান বসেয়ে মল্লিকা মালতি যাতি পুষ্প ফুটেছে,
ফুলে সুধা ফলে মৌ, স্বরূপ বই আর কে জানে।
জলের ভিতর ফুল বাগিচা হয়, মধু খেয়ে মাতল ভ্রমর কথা মিথ্যা নয়,
আবার মধু খেয়ে উড়ে গেল, সেই বা ধর্ম্মের কি-জানে ॥
কি কব ভাই ফুলেরই কথা, লাল নীল শ্বেত জরদ চার রঙ্গে গাঁথা,
যে জন অনুরাগী জানতে পারে, অরসিকে কি জানে ॥৩৪০৭॥

কুকুভ—লক্ষ্ণৌঠুংরী।

শ্বেত-সরোজে বিরাজে শ্বেতবরণী, নবীনা প্রবীণা কে বীণা ধারিণী ॥
বিধু লজ্জিত হেরিয়ে বিধু-বদনী, পদ-নখরে আসি উদয় অমনি ॥
নর কিন্নর অসুর সুর-শরণী, শরণাগতে সকল সম্পদ দায়িনী ॥
অজ্ঞান-তিমিরে দীপ-কারিণী, কালিদাস কবির কণ্ঠ-বাসিনী,
এ ভবার্ণবে দেমা হরি-ঘরণী, গুরুদাস তরিতে পদ-তরণী ॥৩৪০৮॥

বেহাগ—একতালা।

জীবন ও যৌবন জলের প্রায় কাল-রবি করে সদা শুকায়।
প্রবাহ রূপেতে নিয়ত ধায়, নাহি জানে কোথা চলিয়া যায় ॥
অবিরাম গতি বিরাম নাই, দেখি যবে আঁখি ফিরায়ে চাই ॥
তথাপি মানস বিমূঢ় অতি, না দেখে জীবন যৌবন গতি ॥
চেতন কেন হে চেতন-হীন, হক সচেতন যেতেছে দিন,
সময়ে বিভুর আশ্রয় লও, কেন ভব ভ্রমে ভুলিয়ে রও ॥৩৪০৯॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

হরি বিরাজ মম অন্তরে, চাহি নিরন্তর হেরিবারে।
শয়নে স্বপনে রব. সদা তব ধ্যান করে,
আমি কাটাব দিবা যামিনী, আনন্দে স্মরি তোমারে ॥
তুমি মম হর্ত্তা কর্ত্তা, তাই জানাই তব গোচরে,
দেখ অন্তিমে যেমন প্রভু, থেকো মম হৃদি, পরে ॥৩৪১০॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ডাকার মতন ডাক দেখি মন হৃদয় খুলে, দয়া ময় দীনবন্ধু বলে ॥
ডাকিলে পাবি দরশন, অভয় চরণ, জীবন-মুক্ত হবি অবহেলে ;
যে জন কপটাতা ছেড়ে সরল অন্তরে,
ডেকেছে তাঁহারে ভাসায়ে নয়ন-জলে ;
সেই দয়াল অবতার, শুনি কান্না তার, অধিষ্ঠান হয়েছেন হৃদকমলে।
যে জন তৃণ হতে হীন, অহঙ্কার বিহীন, দিনে হরে এই ধরাতলে।
যে জন ভক্তিতে ডেকেছে, কত কেঁদেছে,
সেই স্থান পেয়েছে তাঁর চরণতলে ;
আর শুনি পুরাণেতে, অল্প বয়সেতে, ধ্রুব প্রহ্লাদ নামে দুইটী ছেলে ॥
ডাকার মতন ডেকে পেয়েছে,
তিনি কি থাকতে পারেন ডাকলে ছেলে ॥৩৪১১॥

বাউল—আড়খেমটা।

আছিস চুপ করে তুই কি বলে!
এই বেলা সে হরি বলে, ভাসনা প্রেমসলিলে॥
ও তোর অন্তরেতে ঘুন ধরেছে, পাক ধরেছে সব চুলে,
আবার অন্ত দন্ত সার হয়েছে, মাংস সব গেছে ঝুলে॥
ও তোর শিয়রে কাল, বিষম জঞ্জাল, সে যাবে তোর এককালে।
তখন সাধের এ সব, ভবের বিভব থাকবে কে তোর আগুলে॥
ও তুমি ভয়ে সারা দৃষ্টি-হারা ভাসবে নয়ন-সলিলে;
তখন হেঁচকি তুলে, যেতে হবে সব ফেলে;
ওরে যারা এখন কচ্ছে যতন, আপন আপন বলে,
তারা পড়িয়ে কাচা সাজিয়ে মাচা অনায়াসে নিবে তুলে॥
দিয়ে নূতন বসন ওড়ন পাড়ন দগ্ধ করবে অনলে;
আবার সাঙ্গ হলে হরি বলে, জল ঢেলে যাবে চলে॥৩৪১২॥

বাউলের সুর—খেমটা।

কও হে কি কাজ করেছ আফিসে; আফিস ফেল কোন দিবসে।
ভেঙ্গে রোকড় তবীল করেছ বিল, ঠেকতে হবে নিকাশে॥
এতো সামান্য পাঁচ কোম্পানির আফিস;
বিবাদ বাদলে পরে, দুদিন পরে, হবে এবলিস।
সাহেব, বিলাত যাবে, হায় কি হবে, তুমি রবে কোন দেশে॥
যখন জানবে তুমি প্রধান আফীসার;
অমনি সর্ব্বনেশে, সার্জ্জন-এসে, করবে গেরেপ্তার।
কে আর করবে তল্লাস, আর কি খালাস, পাবে সে কালের পাশে।
হায় হায়, বিচার যখন করবে মাজিষ্টের;
এ যে বাবুগিরি কি ঝকমারি তখন পাবে টের॥
ঘোরে দাগাবাজ সে বাবাজি অমনি ধরবে ঘাড় ঠেসে;
এ দীন বাউল বলে ও কাজে কাজ নাই;
এ সো দয়াল হরি আফিস ভারি সেই আফিসে যাই,
কোন নিকেশের দায়, নাইরে সদায়(তথায়)থাককে সুখে স্ববশে৩৪১৩

খাম্বাজ—একতালা।

ভুল না মন, বিশ্বময় সেই বিশ্বেশ্বরে।
বিশ্বজন সহ তব, পালন যে করে।
বিশ্বব্যাপ্ত বিশ্বাধার সেই বিশ্বে দেয় আহার।
না কর সন্ধান তাঁর, আছ মত্ত অহঙ্কারে॥৩৪১৪॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভুবন ভুলাইলি গো ভুবন-মোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য বিনোদিনী॥
শরীরে শারীরী যন্ত্রে, সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে,
গুণ-ভেদ মহামন্ত্রে, তিন গ্রাম সঞ্চারিণী।
আধারে ভৈরবাকার, ষড় দলে শ্রীরাগ আর,
মণিপুরেতে মল্লার, বসন্তে হৃৎ-প্রকাশিনী॥
বিশুদ্ধ হিল্লোল সুরে কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে,
তাল মান লয় সুরে, ত্রিসপ্ত সুরভেদিনী॥
মহামায়া মোহ পাশে, বদ্ধকর অনায়াসে,
তত্ত্ব লয়ে দৃভ্যাকাশে, স্থির আছে সৌদামিনী॥
শ্রীনন্দ কুমার কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,
তব তত্ত্ব গুণত্রয়, কাঁকিমুখে আচ্ছাদিনী॥৩৪১৫॥

মুলতান—খেমটা।

বিষয় ফুলে ভ্রমা করে মজনা মজনা মন।
দেহ-সরোবরের মাঝারে ভ্রম গিয়ে পদ্মবন॥
মুলাধারে চল চল বাদি সান্ত চারি দল,
হরিদ্বর্ণ সে কমল তাহে কর বিচরণ।
স্বাধিষ্ঠান বাদি সান্ত, চারু ষড় দলবন্ত,
শোভার নাহিক অন্ত যেন রে তপ্ত-কাঞ্চন॥
কুণ্ডলিনী সহ মিলে, নাভিতে বদন মেলে,
ডাকি কান্ত দশ দলে নীলাঞ্জনেরি বরণ।
সেই মণিপুরে জান জলময় ব্রহ্মস্থান;
বিদ্যুদাভ হৃদমাঝার, আদি অন্ত দ্বাদশার,
বালার্ক-বরণ তার বিষ্ণুরূপেরি সদন।
বিশুদ্ধাখ্য কণ্ঠপুরে শোভিত ষোড়শ স্বরে,
শম্ভুস্থান ধূম্রাকারে, চন্দ্র বিন্দু বিভূষণ;
আজ্ঞাচক্র গুরু স্থলে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে,
হাদি ক্ষান্ত দুইদলে, শুক্লবর্ণ সুচিকণ॥
ছয় পদ্ম বিচরিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে দেখ গিয়ে,
সহস্রার কি দেখিয়ে, যেত রে নিম্ন বদন;
তারি মাঝে কর তত্ত্ব, নিত্য জ্ঞানময় সত্য,
জিনিয়ে সহস্রাদিত্য, পরম-পুরুষ-রতন।
তাহাতে হে সুধা পাবে, পান করি ভোর হবে,
সর্ব্বরূপ ক্ষুধা যাবে, গোপাল বলিছে শোন॥৩৪১৬॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কেবা জানে পারে গুণ তুমি ত্রিগুণ-ধারিণী।
আশ্বিনে হও অম্বিকে, কার্ত্তিকেতে হও কালিকে,
অগ্রহায়ণেতে তুমি, গণেশ-জননী ॥
পৌষে লক্ষ্মী বরদা, মাঘে বাক্‌বাদী সারদা,
ফাল্গুনেতে হও মা তুমি রাধা-বিনোদিনী ॥
চৈত্রে হও বাসন্তী, বৈশাখে প্রখর চণ্ডী,
জ্যৈষ্ঠেতে মঙ্গল চণ্ডী, আষাঢ়ে রথ-বাহিনী ॥
শ্রাবণে ঝুলনোতে দোল, ভাদ্রমাসে জন্ম হলো,
সেই হেতু নাম্ তব, যশোদা-নন্দিনী ॥৩৪১৭॥

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

অনুমতি পশুপতি চাহি তব শ্রীচরণে।
বিদায় দাও তিন দিনের তরে, যাইতে পিতৃ ভবনে ॥
কাল দেখেছি স্বপনে, জননী আমা বিহনে, কাঁদিতেছে নিশি দিনে,
যেন পাগলিনী প্রায়;—বলে কোথা আছ গৌরী,
তোরে না হেরে প্রাণে মরি, আয় মা তোর চাঁদ-বদন হেরি,
নিবাই শোক হুতাশনে। সপ্তমী অষ্টমী, পরে, বঞ্চি নবমী-বাসরে,
পুনঃ কৈলাস শিখরে, আসিব দশমী দিনে ॥
দ্বিজ রাখালের হর, সঙ্গে দেহ গঙ্গাধর,
আসিব ত্রিদিন পর; নবমীর নিশাবসানে ॥৩৪১৮॥

গৌরী—আড়া।

প্রদোষ আগত হেরি কনক-প্রদীপ ধরে,
পশ্চিমে দাঁড়ায়ে রবি, তারারে আরতি করে ॥
মরি সে প্রদীপালোকে, কি শোভা হ'ল ভূলোকে
অপার স্বরগ-শোভা মাঝে হিম-মহীধরে,
প্রদোষ হরিষ চিতে, বিশ্বরূপ ধুমাচিতে,
ঢালিতেছে ধুলারাশি আঁধারিয়া চরাচরে—
ফুল-পরিমল-মাখা, সমীর শীতল পাখা,
বীজনিছে ধীরে ধীরে শিবানীর কলেবর ॥
শ্রবণ-বিবরে সুধার সু ধার ঝরে ॥
লতিকা পাদপকুল, অঞ্জলি ভরিয়ে ফুল,
বরষিছে উমাপদে অটল ভকতি-ভরে
প্রপাত, ঝরণা, ধুনি করিছে বাদন-ধ্বনি ॥৩৪১৯॥

আলাইয়া—আড়া।
উমা আমার কেমন ছিলো হরেরি ঘরে;
শুনেছি ঈশান নাকি শ্মশানেতে বাস করে॥
পরে সদা বাঘাম্বর, ভস্ম মাখা কলেবর,
অহি সদা শিরোপর, থাক গৌরি কেমন করে॥
সত্য কি মা অন্ন বিনা; উপবাসী থাক উমা,
দিনান্তে অন্ন জোটে না জামাই তাই ভিক্ষা করে॥
গঙ্গানামে সতা নাকি, সতত মস্তকে রাখি,
শুনেছি পিনাকী নাকি, অধিক যতন করে
রাজার নন্দিনী তুমি, কেন ক্লেশ বহ শুনি,
শুন গো ঈশানী বাণী, আর না পাঠাব তোমারে॥৩৪২০॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।
চঞ্চল হতেছে মন যাও গিরি হর-ধামে;
দেখে এস উমা আমার কেমন আছে কৈলাসে,
গত নিশায় স্বপনে, দেখিয়াছি উমা ধনে,
শ্মশানে-ভৈরবী বেশে ভ্রমিছে ভৈরব-পাশে;
ত্যজিয়া বসন ভূষণ, মৃগ-ছাল পরিধান,
করে ত্রিশূল ধারণ, জটা বাঁধিয়াছে কেশে॥৩৪২১॥

বাঙ্গালী—কারফা।
হো হো হো এল রামা মিত্তে, বাজা দামামা দগড়া দুড়্ দুড়্ রে॥
নাচ ধামা নাচ, নাচ মামী নাচ;
আয় রে মাগী আয় নাচে মাগী, নাচি তুড়্ তুড়্ তুড়্ রে॥
রামা মিত্তে বলে নেচে কোলে, ঝোড়ে ঝাড়ে যারা ডালে ডোলে॥
পালে পালে তারা আয় রে-চলে, আয় গুড়্ গুড়্ গুড়্ রে।
এল রামা মিত্তে গুড়্ গুড়্ গুড়্ রে॥৩৪২২॥

চিতেন।
চতুরালি বনমালি খাট্‌বে না এবার!
রাধা জেনেছে কপট প্রেম যেমন্ হে তোমার!
ভেবেছ কি ছাই মেখে ভুলাবে? তোমার বাঁকা নয়ন বাঁকা ভঙ্গীচরণ
ভৃগু-চিহ্ন ধারণ, কিসে লুকাবে? হেরে তোমারে সমক্ষে,
চিন্‌বে রাই কটাক্ষে, পরীক্ষে করে কেন লোক হাসাও॥৩৪২৩॥

চিতেন।

এত বাধা, এত কাঁদা, এত ভয় যদি।
তবে মজিলে মজালে কেন, হে গুণনিধি ?
আমি মরি, তায় ক্ষতি-নাই হরি, ব্রজের বংশীধারী, হলো জটাধারী,
ওরূপ নৈতে নারি, বল্ কি আমি, তোমারি বিভূতি বিভব,
এ নহে সম্ভব, এ সব শব-সাধনেরি প্রায় ॥৩৪২৪॥

মহাড়া।

প্রাণ রে আজ মনের কথা আমায় খুলে কও,—
দিবসে সরসে থাক, মধুদানে সুখে রাখ, কেন নিশিতে মুদিতা হও?
কেন লো প্রাণ কমলিনি, স্বভাবের বশ নও ?
হয়ে রসবতী যুবতী, পিরীতি কি রীতি জান না ;
নিশি-যোগে, রয় সুখ-ভোগে, সবে দেখ না।
হয়ে খণ্ডিতা তাহে বঞ্চিতা, আছ প্রাণ !
কেন সুখের সময় দুখে রও ?৩৪২৫॥

চিতেন।

যদি উভয়ে যতন করে, তবেই পিরীত হয় ;—
সুখোদয় নৈলে দুখোদয়—সদাই জ্বলতে হয় !
ওলো সুলোচনা ললনা, বলনা, ছলনা, করো না ;
সাধে সাধে, কও কি বিবাদে, ঘটাও যন্ত্রণা ?
প্রেম প্রভাবে, সরল ভাবে, নাহি নও, পতির মর্ম্মে ব্যথা কেন দাও ?

মহাড়া।

হায় রে চোর চোরা পিরীত, তপনের সনে ! ভোগা দিতে আমায়,
সুধু যেতে দাও প্রাণ মুখের মধু. কিন্তু প্রাণের বঁধু গগনে !
পদ্মি লো, আর সতীপনার বড়াই করিস্‌নে।
দেখে দিনমণি, তখনি, অমনি, হও ধনি, সুখিনী—
বসন খুলে, চাঁদবদন তুলে, চাও তখন জানি !
অস্তে গেলে সে, অমনি বিরলে ঢাকিস মুখ ;
ছিছি ধিক্ অসতীর জীবন ॥৩৪২৭॥

ভৈরবী—খেমটা।

আজি সুন্দর সলিলে নব-নলিনী, পুন হাসিল রে মনোমোহিনী ॥
সরলা সতীত্ব অনল জ্বলিল, দেবতা মানব মানস মোহিল।
জয়ে সুকুমারীরে, হাসি মধু অধরে, রবে দিবস যামিনী ॥৩৪২৮॥

চিতেন।

ওলো, পুরুষ পরশমণি, তাকি জান না?
সে রতন, করে পরশন, নারী হয় সোণা।
পুরুষ, পাঁচ ফুলেতে বসিলে, তার ফুলে, কোন্ কালে, জাংরা হয়?
সে ছল তুলে, আপনার দোষ ঢাকিলে, ঢাকা পড়বার নয়?
ওলো সুন্দরি, তোর সব চাতুরী, বুঝেছি;
আর কি চিরকাল রয় গোপনে?৩৪২৯॥

বিভাস ঝিঁঝিট—ছপকী।

ধরবি যদি অধর মানুষ ধরাতে ধররে মন।
ওরে মনফুলে নয়ন-জলে পূজ গিয়া গুরুর শ্রীচরণ॥
ধরার উপরে ধরা সে মানুষ জীয়ন্তে মরা,
মরা হয়ে পূজ গিয়া মরা কররে সাধন,
ষোল আনা ঠিক রাখিয়ে, গুরুর পদে নিষ্ঠ হয়ে,
ওরে তা না হইলে পাবি না রে, অধর চাঁদের দরশন;
আপন দিল দরিয়া বুঝ, জেনে শুনে প্রেমে মজ,
তবে পাবে ধরার খোঁজ, কররে সাধন;
ত্রিবেণী ঠিকানা কর, তবে ওপারে যাইতে পার,
ওরে না না হইলে পারবি না রে, কাঙ্গাল যেয়ে কয় মদন॥৩৪৩০॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

নয়ন কমলনাল করিয়ে তাহে আশ্রয়।
দ্বিদল কমলে গিয়ে দেখি দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময়॥
ক্রমেতে দ্বিদল হতে, সহস্রারে চাই যেতে,
নানা বাদ্য বাজে পথে, বলিবার সাধ্য সে নয়॥
কে বুঝে কালী ছলনা, নিত্রাছিদ্র বিড়ম্বনা,
রহিল মনোবিমনা যাবত না করুণা হয়॥৩৪৩১॥

বাঙ্গালী—কারফা।

গুটী গুটী ফিরবো বনে ছুটি, লতা ছিঁড়ে তোর বাঁধবো ঝুঁটি॥
তোর কাণে ঝোলাবো লো ঝুমুক ফুল, কত ডাকে বুলবুল:
কোয়েলা দোয়ে মুটি মুটী।
তোর কাছে বলি বড় নেচে চলি, মিনুষেকে বলিনি ষোয়ে ফুটি,
হেথা থাকনা মিতিনি তোর পায়ে লুটি॥৩৪৩২॥

আলাইয়া—একতালা।

তুই ফিরে এলি রে রামধন ;
আমার অন্তরের কথা, তুই বিনে কে জানে তা,
আমি রে তোর কৈকেয়ী অভাগিনী মাতা,
কই কই রাম তুই কোথা, আয় দেখি রে দেখি চাঁদবদন ॥
ভুবন-জীবন তোমায় বনে দিই নাই আমি,
অন্তরের কথা জান অন্তর্য্যামী, রাবনে বধিতে,
বনে গেলে তুমি, আমায় করে বিড়ম্বন ॥৩৪৩৩॥

আলেয়া—কাওয়ালী।

ও নীল-বরণ জানিনে শ্রীচরণ কি দোষে দেব এমন।
আদেশ করে আনিতে, জনম দুঃখিনী সীতে, দেখে যে ফিরালে বদন ॥
তুমিতো অন্তরের অন্ত জান রাম, অনন্ত দুঃখে নাথ রাম,
বলে দিন হারালাম, আশা ছিল আজি বিপদে তরিলাম,
শিবের সম্পদ পদ হেরিলাম, না দিয়ে আশ্রয় পদে, আমার কেন পদে,
বিপদ কর হে বিপদ-ভঞ্জন ॥
আমি হে তোমার চাতকী জানকী,
সজল জলদ আমার তুমি হে কমলাখি,
সয় হে আমার এ যন্ত্রনা প্রাণে কি, ঘন বই চাতকী, আর জানে কি,
বাঁচাতে চাতকী প্রাণ, না দিয়া তায় বারি দান,
বজ্র দিয়া করিলে প্রাণ হরণ ॥৩৪৩৪॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

কারে বল অপবিত্র, ত্রিলোক পবিত্র,
যে পবিত্র পুত্র পেয়েছ কোলে।
ওর গুণ বেদে আছে শোনা, রাণী গো কাষ্ঠতরি হল সোণা,
পদ-সরোজে মানব হল শিলে।
ফণীন্দ্র মুণীন্দ্র রবি ইন্দ্র চন্দ্র, আশ্রিত ও চরণ-যুগলে ॥
ও পদ ধরিয়ে ত্রিনেত্র, মুদিয়ে ত্রিনেত্র,
পবিত্র হলো দেছে হৃদকমলে।
যার ব্রহ্মাণ্ড উদরে, তারে ধরে উদরে, ধন্য হলে রাণি এই ভূতলে।
তোর পুত্র স্মরণ মাত্র, জয়ী রবিপুত্র, হয়ে যায় ভবে জীব সকলে।
ও পদ না করে ভাবনা, রাণি গো দাশরথির ভাবনা,
পড়ে অপার ভবসিন্ধু-কূলে ॥৩৪৩৫॥

বিভাস—একতালা।

আয় কাছে আয়, নিকটেতে আয়,
জন্মের মত আমি বিদায় হলাম ভাই।
পিতৃসত্য পালন,আমি যাব বন,মা কৌশল্যা রইল,দেখ প্রাণের ভাই ॥
সীতাসনে চল্লাম নিবিড় বনেতে,
চৌদ্দবৎসর অন্তর আসব আযোধ্যাতে,
নতুবা এই দেখা ভাই তোমার সঙ্গেতে,
জন্মের মত আমি বিদায় হলেম ভাই ॥৩৪৩৬॥

জয়জয়ন্তী—মধ্যমান।

দেখলাম বনে কার এক রমণী রোদনে।
কাতরা অধীরা অতি কথা নাহি তার বদনে ॥
অবিরল ধারা বারি বিগলিত নয়নে,
বন শোভিত তার করেছে ধরা-শয়নে ॥
লাবণ্যে কমলা-সমা, মানবে না হয় উপমা,
মুখের জ্যোতি চন্দ্রমা, মুক্ত জ্যোতি দরশনে ॥৩৪৩৭॥

সুরট—ঝাঁপতাল।

দেখিছেন দেবকী চিতে, রামকৃষ্ণ যুগলেতে,
অমর-পুরবন্দিত রজত-মণি মরকত ॥
ইন্দ্র-নীল-নিন্দিত, নীল-নলিনী-দলগত,
জল জলদরুচি রুচির হরি হর যেন মিলিত।
কিবা শিঙ্গা শোভে রাম-কর, বাঁশীতে শোভে শ্যাম-কর,
রামের বামে বিপরীত করে শোভে শ্যামকর,
রেবতী-মনোরমণ রাম, রাধামোহন-রাধানাথ ॥৩৪৩৮॥

কবির সুর।

মহড়া—নব যৌবন জ্বালায়, মলেম গো সহচরী;
নাথ নিবাসে এল না, কি করি।
বয়স প্রথমে, সপ্তম অষ্টমে, বালিকা ছিলাম যখন,
তখন বলিতাম সজনী কাল মদন সেই কেমনে।
এখন প্রাণনাথের বিরহে জানিলাম সজনি,
দহে বটে মদনে, হলো কলিকাকদম্ব,
এ কুচ দাড়িম্ব, দিনে দিনে দ্বিগুণ ভারি ॥৩৪৩৯॥

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা।

ডাকরে সঘনে, হর পঞ্চাননে।
দেবের দেব মহাদেব, পিনাক-পাণে,
রজত-গিরি, ত্রিশূল-ধারী, বৃষ-বাহনে ॥
অসার খলু সংসার, ভাবনা মনে, সব অনিত্য শিবসত্য লিখে পুরাণে ॥
ঘুচাও ভ্রম, বলে ব্যোম. জীব সঘনে, মূঢ় জীব, ভাব শিব, শয়ন স্বপনে
মজরে মানস,আশুতোষের গানে, কহে খগ কর যোগ যোগী-চরণ ॥৪০

সখী সম্বাদ গীত।

(মহড়া) রাধে চন্দ্রমুখি! তোল চন্দ্রবদন।
(সওয়ারী) দুর্জ্জয় মান, সমাধান, কর মানময়ি রাই প্যারি,
তব মান দাবানলে মলেম জ্বলে,
কর বাক্য-জলে শীতল তাপিত মন
(তেহরণ) ওগো রাই রাই রাই গো, মান ত্যজ ও মানময়ি,
রাই গো, ওগো রাই রাই রাই গো।
(মেলতা) হও হে কৃষ্ণ-পক্ষে সদয়া এখন।
(চিতেন) সাধিলাম তব পদে বাদো, রাই রাই গো ভক্তেরো কারণ
(পর ঐ) তাতে লাঞ্ছনা, নিষেধ কতই করিলেন রাই তোমার সখিগণ।
(ফুকো) যাহোক অপরাধ আর লইও না, নিশ্চিত আমি নিন্দিত,
কর দোষ মার্জ্জনা।
ভেবে পদাশ্রিত জন ক্ষমিতে এখন, রাধে বঞ্চনা কোরো না।
(ডবল ঐ) স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং শ্রীমতি দেহি
পাদপল্লব-মুদারং আমারে দুর্ল্লভ ধনো।
ও পদ-কমলো-পরশে খণ্ডিবে মদনো গরল।
(মেলতা) হও হে কৃষ্ণ-পক্ষে সদয়া এখন।৩৪৪১॥

মল্লার—দাদরা।

আমরা চার রকমের চার বিরহিনী;
বিচ্ছেদে প্রেমের খেদে ঘুরি দিবা-যামিনী ॥
কারুর বুকে ছার পিরীতের দমা ধরেছে;
কেউ পিরীতের কমুনিতে জ্যান্তে মরেছে,
কারুর লজ্জা সরম ধরম করম সকল গেরেছে;
কেউ পিরীতে উঠি পড়ি তবু পিরীতে উঠি পড়ি তবু পিরীত ছাড়েনি ॥
প্রেম করে কেউ আড় নয়নে চায়; কেউ ধুলা মাখে গায়;
পিরীত তোরে বলিহারী যায় ॥
কেউ নয়ন-জলে গাঁথি মালা, কেউ বা প্রেমে মানিনী ॥৩৪৪২॥

হাফ আকড়াই—মোহড়া।

কি ভাবেতে যেতে বল শান্ত হওয়া দায়,
আমরা কেমনে যাব ঘরে, প্রাণ না ধৈর্য্য ধরে;
রহিগো সকলে মজি এস কৃষ্ণের পায় ॥৩৪৪৩॥

অন্তরা।

কালরূপে ভুলাইব সব গোপিকায়,
কৃষ্ণ হবেন অনুকূল, যত গোকুলে গোকুলে,
গোপী গোপকুল, হল হল প্রতিকুল ॥৩৪৪৪॥

চিতেন।

ভেবেছ কি মননে, গোপনে ভাবিবে কৃষ্ণে,
শ্রীকৃষ্ণের ভাবে হয়ে নিবিষ্টে, একি কথা শুনি রাধে,
শুধু শ্রীকৃষ্ণ তোমার নয়, সকলের দয়াময়, যে মজে শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গাপদে,
মরে ভাবিব কৃষ্ণ ভাব, শ্রীকৃষ্ণের দাসী হব, শ্রীকৃষ্ণ পাব এই যমুনায় ৩৪৪৫॥

বাগেশ্রী—কাওয়ালী।

হরি হে কমললোচন স্থান দিও চরণে চরমে নারায়ণ।
ওহে পাণ্ডব জীবন, নাহি অন্য বল, আছে মাত্র বল
ও পদ-কমল, ওহে কমললোচন ॥
ওহে পাণ্ডবের নাহি সম্বল, ভক্তি গঙ্গাজল,
শ্রদ্ধা-বিল্বদল পতিত পাবন ॥৩৪৪৬॥

বিভাস—আড়খেমটা।

তোর রাজার কি রাজা, করিস তায় কি মাৎসর্য্য,
আমার মায়ের ঐশ্বর্য্য জাননা ॥
বিধি যাঁর আজ্ঞাকারী, কুবের জন যাঁর ভাণ্ডারী,
ত্রিপুরারি করেন মায়ের সাধনা ॥
চরণে দিলে ভর, ধরা হয় রসাতল, তলাতল কম্পে ভয়ে মগনা ॥৩৪৪৭॥

বাগেশ্রী—কাশ্মিরীখেমটা।

(নাথ) তোমারি ভালবাসা প্রাণ, জানা গেল বোঝা গেল।
কাল আসি বোলে গেলে, আর নাহি দেখা দিলে,
অবলারে মজাইলে, করিয়ে ছল মান ॥৩৪৪৮॥

বেহাগ—আদ্ধা।

যাও যাও ফিরে যাও মন বাঁধা যেখানে,
পরেরই প্রাণ তুমি, কেন এলে এখানে;
তুমি যে এলে এখানে সে যদি তা শোনে কানে,
সাধের প্রেমে বিচ্ছেদ হবে, সে মরিমে প্রাণে ॥৩৪৪৯॥

বেহাগ—কাশ্মিরী খেমটা।

প্রেমনীরে ধীরে ধীরে ডুবে যায় লো দিনমণি।
এলিয়ে দিয়ে সাধের বেণী, চল লো ওলো প্রাণসজনি।
সৈ লো সৈ সাঁজের বেলা, করবো না আর জলখেলা;
কে জানে কে লুকিয়ে থেকে দেখবে সই হৃদয়খানি ॥৩৪৫০॥

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

কেন বল দেখি বিধুমুখি ভাব অকারণ।
যেথা পাব মিলাইব নাগর মনোমতন ॥
বাতাসে পাতিয়ে ফাঁদ, ধরি গগণের চাঁদ;
কি ছার নাগর ধনে, ভুলান রমণী মন ॥
ত্বরিতে মিলাব আনি, সে নাগর গুণমণি:
তবে সে জানিবে ধনি হীরে মালিনী কেমন ॥৩৪৫১॥

বিভাস—কাওয়ালী।

কার উপরে মান করলো মৃগ-নয়নী।
আমি তব প্রেমাধীন, তুমি কি জাননা ॥
সাজা দেহ সাজাইয়ে যাহা লয় তব মন,
ভুজপাশে বদ্ধ করে, হৃদয়ে কর দংশন ॥
সব ভার সহা যায় দুখ ভার সহেনা ॥৩৪৫২॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

সে আমায় পাগল কোরেছে প্রাণে।
আর কি পাইব আমি সে বিধু-বদনে ॥
যদি কোন ক্রমে দেখা হয় তারি সনে,
বলিব হাতে ধরি, মিনতি বচনে,
যদি না শুনে তায়, ধরিব তাহারি পায়,
রাখিব না এ জীবন তখনি মরিব প্রাণে ॥৩৪৫৩॥

বাগেশ্রী—আড়াখেমটা।

আশা পূর্ণকর রে প্রাণ কহি কাতরে।
দিওনা আর দুঃখ ধরি হে তব করে॥
যদবধি মন প্রাণ, চাহেনা আর কাহারে॥
তোমারে না হেরিলে মরি প্রেমানলে জ্বলে,
নিবারি আঁখির জলে, ভাসি দুঃখ-সাগরে;
তব অধর সুধা পানে, বাসনা হতেছে মনে,
সুখেতে রহি জীবনে হৃদে রাখি তোমারে॥৩৪৫৪॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

মন যে আমার নিলে আর ফিরে দিলে না,
জনম ফুরায়ে গেল আর দেখা হল না।
তাহারে হেরিলে সই, মুখপানে চেয়ে রই,
বলি বলি মনে করি, আর বলা হল না॥৩৪৫৫॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

দেখলে তোরে আপন হারা হই,
গেলে পরে আসতো ফিরে, আসবে না লো সই।
প্রাণে সই পাষাণ বেঁধে, এনেছি কাঁদিয়ে কেঁদে,
বলবে কত সে মনের খেদে,
কি বলে বল আসব চলে, জানে না সে আমা বই॥৩৪৫৬॥

বারোয়া—খেমটা।

আমারে আসতে বলে, এত অপমান করা,
মনে কি নাহি হে নাথ দুহাত দিয়ে পায়ে ধরা।
মনে মনে ভাব তুমি, বড় সুচতুর আমি,
বলিহারি যাই তোমারি, এই কি রে তোর প্রেম করা॥৩৪৫৭॥

ঝিঁঝিট—আড়াখেমটা।

ক্ষান্ত দিয়েছি এবার দেখে শুনে;
আমি চোর দায়ে পড়েছি ধরা, প্রেম করে তোমার সনে।
যার নদীর কূলে বাস, তার ভাবনা বারমাস,
হয় তো ভাল নয়তো মন্দ, নয়তো সর্বনাশ,
আমার এই কানমোচড়া নাকে খত,
প্রেম করবো না তোমার সনে॥৩৪৫৮॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াখেমটা।

এ যৌবন জোয়ারের বারি, তার বড়াই কি করিস এত।
মাটীতে পা পড়ে না লো,—আবার ধরা দেখিস সরার মত॥
শুনলো বৃন্দে তোরে বলি, বুকের মাঝে কমল-কলি,
শুকালে জুটবে না অলি, কাঁদতে হবে অবিরত॥৩৪৫৯॥

শঙ্করা—আড়াখেমটা।

রাখি তারে হৃদমাঝারে, পাই যদি সই সেই নাগরে।
নয়ন ঠেরে মন হরেছে, প্রাণ কি সরে থাকতে ঘরে॥
বাঁচিনে আর মদনশরে, ঢলে পড়ি যৌবনভরে;
প্রাণসজনি তারি তরে, ঝাঁপ দেয়েছি প্রেমসাগরে॥৩৪৬০॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

আর কার কাছে জুড়াব, এমন মনোমত ধন কোথায় পাব॥
আমার এ নব যৌবনে, প্রতিবাদী কত জনে,
ভেবে আর বাঁচিনে প্রাণে, মনাগুণে,
অরসিকে প্রাণ দিয়ে কি মান খোওয়াব॥৩৪৬১॥

খাম্বাজ—একতালা।

কাজ কি লো তোর ফুলে,
মালিনী, ও ধনি, মালা রাখগে দিবি বধূর গলে;
নিয়মিত কর্ম্ম যত, সকলই হইল হত,
করি যদি শিবব্রত, আপনি কুসুম আনব তুলে॥৩৪৬২॥

কালাংড়া—যৎ।

কতকাল আর জ্বালাবে বিরহানলে অধিনীরে,
একবার দেখা দাও হে নাথ অধিনী ডাকে কাতরে॥
যদি কোন অপরাধ করিয়ে থাকি হে নাথ,
মরণ সময়ে যেন দেখা দিও ঘধিনীরে॥
কেন কালার প্রেমে মজে, ও তুই কলঙ্ক রটালি ব্রজে।
তুই তো অনর্থের মূল, নিরমল গোকুল, ভাসালি কলঙ্ক-মাঝে।
তোরে আমি ভাল জানি, বৃন্দাবনের ঢাকবাজানি,
ঘর-মজানি, পর-মজানি, ওলো ধনি,
ভাঙিয়ে কুলকামিনী দিস্ কুকাজে॥৩৪৬৩॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বল তারে কথায় রাখিব কত ঠেলে
সে যে অবশের বশ নয় পরের ছেলে।
সুখ আশে সদা ধায়, যে দিকে তার প্রাণ চায়,
পুরুষ ভ্রমর-জাতি নানা ফুলের মধু খায়,—
মানে না কো অপমান, নাহি দিগ্বিদিক জ্ঞান,
ভুলে যায় তত্ত্বজ্ঞান, মদনে মত্ত হলে ॥৩৪৬৪॥

মহাড়া।

ধিক্ লো ধিক্! কালামুখ আর কারুকে দেখাস্‌নে!
পরপতি রসোল্লাসে ভেসে বেড়াস্ কেনে?
এমন ধিক্ জীবন আর রাখিস্ নে!
কি দশা তোর হোল, একবার ভেবে দেখিস্ নে!
ছিলি কুলেশ্বরী, সুন্দরী অপ্সরী, কিন্নরী, হেরে যায়;
মজার আশে, তুই অবশেষে, ধল্লি ব্যাঙের পায়!
বুকে তুলে ব্যাঙ, ডাকে গাঁওর গ্যাঙ, কোলা ব্যাঙ,
মুখে মুৎলে তাওতো ছাড়িস্‌নে ॥৩৪৬৫॥

চিতেন।

পদি, তুই যেমন, তোর দিদি তেমন, সমানি দুই সতী!
নিশাচর, সেই নিশাচর, তার উপপতি,
দিয়ে কুলে কালী, চন্ডালি, মজিলি ছি ছি লো ছি।
লজ্জা শরম, তোদের নাইকো ধরম, অধিক বল্‌বো কি,
পতির কুচ্ছতে, মিছে নিন্দাতে, মেতেছে,
আপনার মুখ পুড়েছে জানিস্‌নে ॥৩৪৬৬

আলাইয়া—একতালা।

যুবক যুবতী জাগ, যামিনী যে যায় রে,
মদন-শাসনে কেবা নিশীথে ঘুমায় রে।
শুক তারা প্রকাশিলে, বিভাবরী প্রভাতিলে,
সুখ-হারা হবে পুনঃ বিরহের দায় রে।
আজি যে গোলাপ ফুল, সৌরভে করে আকুল,
কালি সে শুকায়ে যাবে, কেবা তারে চায় রে ॥৩৪৬৭॥

মধ্যমান।

দিন যাবে রবে না (দীনবন্ধু হে)।
দুখে সুখে যাবে দিন রবে কেবল ঘোষণা ॥
যে দিন ইন্দ্র করে ছিল ঝড় বরিষণ, গিরি-ধরে রক্ষা কল্লে ব্রজবাসিগণ,
সে দিন অনাসে সইল, সে সব তোমার সইলো।
ত্রিজগতের ভার সইল, রাধার ভার কি সইল না ॥৩৪৬৮॥

পাহাড়ী-পিলু—খেমটা।

যখন প্রাণ ছিলে প্রাণে কত মসলা দিতেম পানে।
এখন কাছে গেলে পরে, সদা কর পানে পানে ॥
আর কি আমার সে দিন আছে, চুণের ভাঁড় শুখায়ে গেছে,
তাল পুকুরের নাম রয়েছে, তার উবু জল নাই মাঝখানে।
খয়ের কোরে কেয়া ফুলে, বাঁধিব সে ফুলে ফুলে,
ক্রমে অঙ্গ গেল ফুলে, মলেম বুঝি এত দিনে ॥
সু মনে সুপারি দিয়ে, সুখের তরণি ভাসাইয়ে,
প্রেমের বাদাম উড়াইয়ে, ডুবি বিচ্ছেদ-তুফানে।
যতনে দিয়ে যোয়ান ধোনে, পেয়ে ছিলাম তোমা ধনে।
এখন এ নব যৌবনে, হান্‌চে মদন পঞ্চ বাণে।
যে দিনে দিলাম দালচিনি, সে হতে প্রাণ তোমায় চিনি,
এখন আমি বালি তুমি চিনি, চেনাচিনি নাই দুজনে ॥
ছোট এলাচ লয়ে সুখে, দিতাম যাদু তোমার মুখে,
এখন দেখ না ত চেয়ে, ফিরে অধিনীর পানে ॥
শিশি ভরা কর্পূর ছিল, কপাল ক্রমে উবে গেল,
লবঙ্গ বিবর্ণ হল, গন্ধ হয়েছে জাফরাণে।
যখন আমার ছিল বাহার, দিয়ে থাকৃতাম কত বাহার,
গুণ গুণ করে গেয়ে বাহার, উড়ে বোস্‌তে মধুপানে ॥৩৪৬৯॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মিষ্টি-ভাষী, দৃষ্টি-হাসি অবিশ্বাসী নারী,
সোহাগের সামগ্রী বটে, বিচ্ছেদের কাটারী।
নারীর অন্ত পাওয়া ভার, উন্মত্ত এ ত্রিসংসার,
নারীর পদতলে পড়ে আছেন ত্রিপুরারী;
মান ভাঙ্গলেন ভগবান নারীর পায়ে ধরি;—
নারীর জন্ত কীচক মলো, রাবণ নির্ব্বংশ হলো,
আমি কি আর বুঝিব বল, নারীর ছল চাতুরী ॥৩৪৭০॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

কে চিনিবে রে! প্রেম-ধনে। প্রকৃতি পুরুষ ভাবে বিহরে ভুবনে॥
কিবা রূপ অপরূপ, বুঝি বা আপনি রূপ, ধরিল যুগলরূপ,
লীলার কারণে। কি কব তাহার শোভা, মুনিজন-মনোলোভা,
অনুরূপ কোথা পাবে ভেবে দেখ মনে।
নিশিথিনী সুধাকর, সৌদামিনী জলধর,
কিছু তুলা হতে পারে থাকিয়ে গগনে।
সে ভাব যাহার সার, অভাব কি তার আর,
সেই নিধি থাকে যার, হৃদয়-ভবনে॥৩৪৭১॥

থাম্বাজ—মধ্যমান।

ভুলি ভুলি ভোলা নাহি যায়, মন যারে চায়,
ভুলিতে সরে না মন, ভাবিতে যে চায়।
সে যদি ভুলিতে পারে, ভুলুক না কেন সে আমারে,
আমি ত তিলেক-তরে, ভুলিব না তায়॥৩৪৩২॥

গীত।

আমার যাবার সময় হলো, আমায় কেন রাখিস ধরে।
চোকের জলে বাঁধন দিয়ে, বাঁধিস না আর মায়া-ডোরে।
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি, ফিরিয়ে নে তোর নয়ন ছুটি,
নাম ধরে আর ডাকিস নে ভাই, যেতে হবে ত্বরা করে॥৩৪৭৫॥

ইমন-ভুপালী—একতালা।

প্রেম নিকেতন, জন-মানস-রঞ্জন-কারণ।
রসিক ভাবুক চিত্ত-চিনোদন, প্রেমিক জন সাধনের ধন,
হরিলীলা গাব আজি হয়ে সবে এক মন।
প্রেম-নদী যাহে সদা নিরমল বহিছে, সুখ-লহরী বিকাশি
প্রেম-ছবি উঠিছে, সুধী-জন-বাঞ্ছিত যে ধন॥৩৪৭৬॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কাঁদ রে নয়ন, কাঁদ রে প্রাণ;
বাজোরে মরম-তার গাও রে বিজয়া গান;
কাঁদ রে নির্ঝর সনে, নিরবধি এক মনে,
একেলা আঁধার ঘরে, দিয়ে প্রতিমা-ভাসান॥৩৪৭৭॥

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

কেন তাপিত কর সখি প্রাণ মন;
ধৈরজ ধর মনে, চারুবদনে, কেন লো বিষাদ-নীরে হতেছ মগন;
কমল-বদন-ভার সহিতে না পারি আর,
অন্তর বিদরে হেরে ও মুখ মলিন ॥৩৪৭৮॥

খাম্বাজ—আড়াতেতালা।

হরিষে বরিষে আঁখি এ আর কেমন, বিচ্ছেদ বিষাদে এক করিতে রোদন
যদি বহু দিনান্তরে, পাইলাম প্রাণেশ্বরে,
তাহাতে সজলে হল দৃষ্টি আচ্ছাদন;
আমি তৃষিতা-চাতকী, আছি নীরদ নিরখি,
তুমি ত তা নহ কেন, কর বরিষণ ॥৩৪৭৯॥

মূলতান—কাশ্মিরী খেমটা।

যার লাগিয়ে হৃদি (ও) কাঁদে অহরহ রে।
হইলে পাষাণ দহিয়ে যেত ফেটে রে॥
পরেরি আশা, মিছে ভালবাসা,
আমারি দুঃখ দেখে, তারি দুঃখ কেন হবে রে ॥৩৪৮০॥

সাহানা—খেমটা।

মনমথ মনোরমা মরি মরি মিলিল, মিথুন মিলনে মন
মহামোদে মাতিল মনোরমা মনোমত, মিলিয়াছে মনমথ,
মধুমাখা মধুর মিলনে মন মজিল।
মানস-মোহন মিলনেতে মন মোহিল ॥৩৪৮১॥

ভৈরবী—আড়াখেমটা।

এই মালা যে গলে পরে, এমন রসিক দেখিনে।
অরসিকে ফুল বেচি নে, আমরা রসিক দেখলে ফিরাই নে।
যারা থাকে প্রেম-বাজারে, তাদের মালা বেচি ধারে,
নইলে কি প্রাণ চায় রে তারে, আমরা ভস্মে ঘৃত ঢালি নে ॥৩৪৮২॥

বেহাগ—যৎ।

শশী বুঝি ভূমে উদিল, তারে হেরে এ যন্ত্রণা হলো;
ও বদন চাঁদ, মৃগ ধরা ফাঁদ, নারী হয়ে নারীর মন মোহিল ॥৩৪৮৩॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

তুমি ভাল বাস না বাস রে প্রাণ।
তবু তব আসার আশে রেখেছি পরাণ।
তুমি প্রিয়ে নবঘন, আমি লো তৃষিত জন,
তোষ এই অভাজনে, করে বারি দান ॥৩৪৮৪॥

ভৈরবী—পোস্তা।

সারা হলেম প্রাণ আমি সারা নিশি জাগিয়ে।
আছি যে প্রাণ ও তোমার মুখ চাহিয়ে ॥
অনেক দিনের অভিলাষী, সুখেতে বঞ্চিব নিশি,
কপালক্রমে দুদিন আছি, উপবাসী হইয়ে ॥৩৪৮৫॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

পাষাণ-প্রাণে পাষাণ হয়ে, পাষাণীরে তেয়াগিলে।
পাষাণের আসান প্রাণে, প্রাণ তুমি প্রাণ দিয়েছিলে।
পাষাণ প্রাণ ফুলের মত, রেখেছিনু অবিরত,
তাইতে তুমি প্রাণনাথ, পাষাণীরে কাঁদাইলে।
পাষাণ হয়ে পাষাণ প্রাণে, পাষাণের দাগ দিলে ॥৩৪৮৬॥

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

প্রাণ তোমার কি বিবেচনা, চিনলে না সে রাং কি সোণা।
পাঁটার মাংস কুকুরে খায়, এ কথা কি কহা যায়,
গুবরে পোকায় মধু খায়, ভ্রমর করে আনা গোনা।
হীরে ময়না আর টিয়ে, এ সকলে ফাঁকি দিয়ে,
কাকাতুয়ার ঘাড় মট্‌কিয়ে, পুষেছ কাল-পেঁচার ছানা ॥৩৪৮৭॥

খাম্বাজ মিশ্র—খেমটা।

এসেছে নবীন সন্ন্যাসী।
আঁখিতে দেয়লো ফাঁকি, হাসিতে পরায় ফাঁসি।
ছিছি লো হল একি দায়, ঘন ঘন কেন যোগী মুখের পানে চায়;
কে জানে কি আছে মনে, কাজ কি সরে আয়;—
উদাসী নাগা নিয়ে অকূলে কেন ভাসি।
শেষে ছাই মাখবো কি ছাই? ভাল না ত এ হাসি ॥৩৪৮৮॥

ভৈরবী—আড়াখেমটা।

(আমি) জানতাম যদি নিরবধি কাঁদাবে আমায়।
তবে কি রে মন প্রাণ স'পিতাম তোমায়।
ভেবেছিলাম পরেশ-পাথর, কপালগুণে হল পাথর
এখন আমার নিশার স্বপন, প্রকাশ করা দায় ॥৩৪৮৯॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

অবলায় মজিয়ে পিরীতে প্রাণ যায়।
মানস চাতকী, যাহার পিপাসী, সে জনে ফিরে নাহি চায়।
রমণী অবলা, স্বভাব-সরলা, পুরুষ পুরিত শঠতায়,
যত দিন যৌবন, পর হয় আপন, ক্রমে ভাব অভাবে লুকায় ॥৩৪৯০॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

রূপ হেরে আঁখি নাহি ফিরে; এরূপ স্বরূপ বুঝি নাহি ভুবন-মাঝারে॥
তিল তিল করে বিধি, লয়ে রূপ নিরবধি,
গঠেছে রমণী-নিধি, অতুলনা করে;
প্রিয়ার বদন-শোভা, মুনি-জন মনোলোভা,
শশী হয় ক্ষীণপ্রভা, সে শোভা হেরে।
নীলোৎপল জিনি আঁখি, প্রফুল্ল সরোজ-মুখী,
রূপ হেরে মন-পাখী, না রহে হৃদি পিঞ্জরে।
অরোষ্ঠ সুবিমল, জিনি পক্ক বিম্বফল,
দশন মুকুতা ফল, সম শোভা পায়,—
নব নিতম্বিনী ধনী, গমন মরাল জিনি,
গতি দেখি মাতঙ্গিনী গিয়াছে কান্তারে;
বচনে অমিয় রাশি, ক্ষরিতেছে দিবানিশি,
ভাবুক মন উদাসী, করে রে কটাক্ষ-শরে ॥৩৪৯১॥

শঙ্করাভরণ—আড়খেমটা।

এখন কিহে নাগর তোমার আমার প্রতি সে মন আছে।
নূতন পেয়ে পুরাতন তোমার সে যতন গিয়েছে॥
যা হবার তা আমার হবে, তুমি তো প্রাণ সুখে রবে,
বল দেখি শুনি তবে, কোন নূতনে মন মজেছে॥
তখনকার ভাব থাকতো যদি, তোমায় পেতাম নিরবধি,
শুন ওহে গুণনিধি, বিধি আমায় বাম হয়েছে ॥৩৪৯২॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সখি কি জন্যে যোগী সনে হব যোগিনী।
যে করেছে পণভঙ্গ, বাড়াইয়ে প্রেমতরঙ্গ,
রঙ্গরসে থাক্‌বো আমরা দিবস রজনী॥
ছাই দিয়ে যোগীর মুখে, আমরা রব পরম সুখে,
শারী শুক যেমন থাকে, সঙ্গের সঙ্গিনী॥৩৪১৩॥

সুরট খাম্বাজ—টিমেতেতালা।

অতি ঘোরতর মেঘে ঘেরিল গগন, ওলো বিধুমুখী নিজগুণে রাখ আমায়,
অতিথি তোমারই শরণ চায়। পয়োধর হেরিয়ে প্রাণ আকুল,
বিদ্যুতের সমরূপে নয় ভুলিল, এখন অন্যত্র আমি যাই কোথা বল,
পথিক তোমারই শরণ চায়॥৩৪১৪॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পিরীতি যে জানে সে কেন করে না।
সে বিনে আমার প্রাণ আর তো চাহে না
আঁখিতে পরখিতে পারে যেই জন,
তার মনে মন দিতে সদা মনে আকিঞ্চন,
যতন করিয়ে তারে পাই যে যাতনা॥৩৪১৫॥

লক্ষ্ণৌ—ঠুংরী।

যদবধি প্রাণ আমি সঁপেছি তোরে, তদবধি নাহি হেরি অন্য কারে।
প্রাণ! মনে হলে তব বিম্বধরে, কত অপ্সরী কিন্নরী লাজে মরে॥
প্রাণ বলি তোমায়, ভালবেসো আমায়,
তোমার পিরীতে পড়ে আছি রে মরে॥৩৪১৬॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

পিরীতি কাননে সইরে যাওয়া কি হয় কথায়,
বেষ্টিত তাহাতে আছে লজ্জা কণ্টক-লতায়।
বিচ্ছেদ ব্যাঘ্রেরই ডরে, প্রবেশিতে নাহি পারে;
পথ হারাইয়ে পরে, ফিরিয়ে আসিতে চায়;
আর যে কলঙ্ক করী, কুযশ শুন্ডেতে ধরি,
গঞ্জনা পর্ব্বতোপরি, ফেলিয়ে বধে তাহায়॥৩৪১৭॥

ছায়া নট—একতালা।

আও আও অলি করি জল-কেলি, সব সখি মিলি যমুনা উছলি।
বঁধুয়া বিহনে, নিশি জাগরণে, মদন-দহনে, তনু যায় জ্বলি··· —
জ্বলন জুড়াতে তাই জলে উলি;
কাঁচলি ফেলেছি খুলে দুকূল রেখিছি কূলে,
সরম গিয়াছি ভুলে, আও সখি দলে দলে কালজলে খেলি ॥৩৪৯৮॥

জয়জয়ন্তী—তিওট।

ভাঙ্গিয়ে গেল ভারি ভুরি, না খাটে আর জারি জুরি ॥
হইল জানা জানি, রে। কাণাকাণি, করিছে সবে ঠারা ঠুরি ॥
মনের অভিলাষ, হইল পরকাশ, করিছ মিছে কারিকুরি;
মদন কবি ভাষে, মুচকি মৃদুহাসে, ও কথা করে চারা চুরি;
আইল সখি সবে, আর কি হবে ভেবে, উঠিয়া বস সারি সারি ॥৩৪৯৯॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

নারী নাশক বিশ্বাস-ঘাতক পুরুষ কুটিল প্রাণ;
স্নেহহীন পুরুষের দেহ পাষাণে নির্ম্মাণ ॥
প্রথমে মিলন কালে, ভোলায় দুটো কথা বলে,
পরে যে সে থাকে ভুলে, স্বকার্য হলে,—
নারীর ধন সর্ব্বস্ব হরে কলে কৌশলে,—
শেষে দোষী করে পলায় ফেলে, তুলে কলঙ্কের নিশান,
তেমন হলে নারীর প্রাণ ভোলেনা পুরুষের ধ্যান,
গর্ভবতী সীতায় রাম দিলেন বনবাস;
দময়ন্তীর দুঃখের কথা বেদেতে প্রকাশ;—
মহারাজ ইচ্ছা করি, পথশ্রান্তে কাতর প্যারী,
এসে স্কন্ধে করি বলে হরি হলেন অন্তর্দ্ধান ॥৩৫০০॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পোড়া প্রেম করে কি প্রমাদ হল সই। এ দুঃখ কারে কই।
মনে মনে মনাগুণে, মরমেতে মরে রই;
কলঙ্ক গুরুগঞ্জনা, ঘরে পরে কি লাঞ্ছনা,
অবলার প্রাণে বল আর কত সয়,
ধিক্ কুকর্ম্ম নারীর জন্ম ভাল নয়,
পরাধীন হতে হলো পরেরই বোঝা বই ॥৩৫০১॥

সোহিনী—একতালা।

কেঁদেছি পরের প্রাণে, আপন প্রাণে হাসি নাই।
এস সই চাঁদের পানে, চেয়ে চেয়ে প্রাণ জুড়াই।
জ্বলে ঐ জ্বলে তারা যামিনী মাতুয়ারা,
কুসুমে লো ভোমরা গুন্ গুন্ গুন্ শুনতে পাই ॥৩৫০২॥

কালাংড়া—আড়াখেমটা।

কার কাছে জুড়াব (আমি)। এ যৌবনের জ্বালা কতই সব।
তার মতন কে করবে যতন, ভেবে আপন,
রসিক নাগর মনোমত ধন, কোথায় পাব।
আমার এ নব-যৌবনে, প্রতিবাদী কত জনে,
ভেবে আর বাঁচি নে প্রাণে, মনাগুনে—
অরসিকে প্রাণ স'পে কি মান খোয়াব ॥৩৫০৩॥

কাফি-সিন্ধু—আড়াঠেকা।

আজি প্রেম অভিমন্যে সপ্তরথী ঘিরেছে।
এ প্রেমে ভরসা নাই হে আশা কর মিছে।
কর্ণ কুল, কৃপ শীল, ভয় দ্রোণ লজ্জা শৈল,
ধর্ম্ম অশ্বত্থামা বীর মনোরথে চড়েছে।
ক্ষমা দুঃশাসন রথী, শান্তি দুর্য্যোধন ভূপতি।
জয়দ্রথ-রথীপতি ব্যূহদ্বারে রয়েছে ॥৩৫০৪॥

চিত্রাগৌরী—জলদ একতালা।

কলি কাঁপলো লো বুঝি অলি এল লো,রাঙ্গা হাসি কলি হাসিল লো।
নীরবে নাগরে আদর করে, দোলে সোহাগ-ভরে,
মধু উথলে অধরে নাহি ধরে, কুসুম-সঙ্গিনী, ঊষা বিনোদিনী,
রাঙ্গা হাসি হেসে রাঙ্গা চলিল লো ॥৩৫০৫॥

খাম্বাজ—তেতালা।

তুম তানানা দেরেনা দেরেনা প্রাণ তো বাঁচে না।
ধাকিটি ধাকিটি বাজিছে রে তাল, একি হলো কাল, প্রাণ বাঁচে না॥
গাইছে রে ধনি, ধ্বনি মৃদঙ্গের ধ্বনি শুনিতে ভাল;
বাজে ধাধা ধাকুট, ত্রেকুট, ত্রেকুট বাজে তেলেনা;
আলাপের রীতি আছে নানা, হয় ত মাটি নয়তো সোণা ॥৩৫০৬॥

কালাংরা—খেমটা।

কি বলিলি মালিনি, ফিরে বল বল। রসে তনু ডগ মগ, মন টল টল॥
সিহরিল কলেবর, তনু কাঁপে থর থর;
হিয়া হৈল জর জর, আঁখি ছল ছল।
তেয়াগিয়ে লোকলাজ, কুলের মাথায় বাজ,
ভজিব সে ব্রজরাজ, লয়ে চল চল।
রহিতে না পারি ঘরে, আকুল পরাণ করে,
চিত্ত না ধৈরজ ধরে, পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যামরায়, বিকাইব রাঙ্গা পায়,
ভারত ভাবিয়া তায়, ভাবে ঢল ঢল॥

সোহিনী-বাহার—কাওয়ালী।

বসন্ত নিতান্ত সখি সুখকর সে জনে।
যে যুবতী পতিসহ আছে সুখ-মিলনে।
পতি যার পরবাসে, কে তাহারে ভালবাসে
সদা নেত্রনীরে ভাসে, মদনেরি তাড়নে।
প্রফুল্ল-কুসুমচয়, জ্ঞান হয় বিষময়,
বিরহিনী কত সয়, প্রাণপতি বিহনে॥৩৫০৭॥

ঝিঁঝিট—খেমটা।

নাইকো আর কমলকলি অলি কি আর জোটে রে।
ডাঁটা-সার হয়েছে আমার নাইকো মধু মোটে রে॥
ছোটে তারা যেথানেতে, নূতন কলি ফোটে রে,
নূতন পেলে, বাসি ফেলে নূতন মধু লোটে রে॥৩৫০৮॥

খাম্বাজ—খেমটা।

যায় ডুবি যৌবনের তরি অকূল তুফানে।
মদনের ঢেউ লেগেছে রাখতে পারি নে।
প্রেম-নদী তুফানে ভরা, নাইক তার কুল কিনারা,
পাল তুলি কি হাল ধরি, তার উপায় দেখিনে॥

সিন্ধু খাম্বাজ—খেমটা।

সখি হাস হাস চারু-বদনে. পাইবে তব প্রাণ-ধনে॥
কোমল কপোলে আর, ফেলনা নয়নাসার,
দুঃখ নিশা মিশাইবে সুখ-তপনে॥৩৫০৯॥

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সে মোহন রূপে কেন ভুলিল প্রেমনয়নে।
চারুহাসি ভালবাসি, প্রাণ উদাসী কি কারণ।
সখী-সনে বনে বনে, শিখেছি কুসুম-খেলা,
সে খেলা খেলিতে প্রাণে, বাড়ে যে বিরহ-জ্বালা,
কে নিবারে কোথা তারে, পাব আজি দরশন ॥৩৫১০॥

সাহানা—কাশ্মিরী খেমটা।

ওলো ও সখি, যায় বুঝি প্রাণ কোকিল স্বরে।
ত্বরায় এনে দে লো তোরা প্রাণপতিরে।
একেতো যৌবন ভার, সহিতে না পারি আর,
তাহে মদনের শর, দহে অবলারে ॥৩৫১১॥

মাঝ—কাওয়ালী।

এস এস প্রাণধন করিব যতন। রাখিব হৃদয়ে তোমায় করি সুদিধন॥
যতনে প্রসূন তুলে, গেঁথে মালা দিব গলে,
আমোদে উভয়ে মিলে, রব অনুক্ষণ;
উড়িয়ে গগনে মোরা, করিব প্রণয়-ক্রীড়া,
ভাসিব সাগরে সুখে, উল্লাসে কখন।
প্রণয় সাগর মাঝে, কত যে তরঙ্গ আছে,
একে একে সব মোরা করিব গণন ॥৩৫১২॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—টিমেতেতালা।

সাধে সাধি প্রিয়জনে সযতনে সজনি, জীবনের জীবন-ধন, সেই গুণমণি।
তার মিলনে, হয় মনে, সুখ দিবস রজনী,
হই তার অদর্শনে, যেন মণি-হারা ফণি ॥৩৫১৩॥

খাম্বাজ—আড়াতেতালা।

এ বেশে বসিয়া কেন, চিন্তারূপ তরুতলে।
মনেরে ভুলালে বুঝি, প্রাণ, কলহ কৌশল ছলে।
রোষ কেশর চন্দন, সব শরীরে লেপন,
ললাটে অলক-লতা, শ্রম বিনা শ্রমজলে।
নয়নে রোদন ঠার, হিল্লোল সলিল ধার,
লম্বিত মৌন হার, বিমনীর মনোগলে ॥৩৫১৪॥

মল্লার—যৎ।

মন প্রাণ হরে নিয়ে আর আমায় কাঁদায়োনা,
আর বুঝি হে প্রাণনাথ আমায় সদয় হবে না।
মদন-জ্বালায় জ্বর জ্বর, সয়ে কত থাকি আর,
জ্বলিতেছি প্রেমানলে আর আমায় জ্বালাও না ॥৩৫১৫॥

খাম্বাজ —আড়া খেম্‌টা।

আমাতে কি আমি আছি সই,
কালার প্রেমে জ্বর জ্বর, আমি যেন আমি নই।
যে দিন দেখা কালার সনে, মন ভুলেছে বাঁশীর গানে,
কার কিছু লাগে না মনে, মরমেতে মরে রই ॥৩৫১৬॥

বেহাগ—দাদরা।

সুখের লহর, যায়লো ছুটে, প্রাণগুলি সই পাগলপারা।
চাঁদ ধর সই, তান তোল সই, আয়লো খুলি প্রাণ-পসরা॥
প্রাণের প্রাণ আসবে ছুটে, প্রাণের ফাঁদে পড়বে লুটে,
ভাড়া হাওয়া যাবে টুটে, বইবে মলয় সুধার ধারা ॥৩৫১৭॥

টৌড়ী—আড়াখেমটা।

এলাম সই তোদের পাড়াতে।
প্রেমজ্বরে জ্বরেছে যে জন তারে বাঁচাতে॥
ঔষধের এমনি গুণ, পরশে রোগ নিবারণ,
যোড়া লাগে ভাঙ্গা মন, ছুঁতে না ছুঁতে ॥৩৫১৮॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আদরে আদরে ভালত ছিলে যাদরে,
যে তোমার করে আশা, তার দশা কি করিলে।
সজল জলদ তুমি তৃষিত চাতক আমি,
আমারে বঞ্চনা করে, কোথা বিন্দু বরষিলে ॥৩৫১৯॥

লুম ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কপট অন্তরে এত দুঃখ দেওয়া ভাল নয়,
মনে দুঃখ দিলে পরে, প্রাণে দুঃখ পেতে হয়।
কথায় কথায় প্রবঞ্চনা, (প্রাণ) ভালবাসা গেছে জানা,
যে যাহারে ভালবাসে ব্যাভারে তা জানা যায় ॥৩৫২০॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কেমন করে বল যাই সজনি ধনি।
একাকিনী অনাথিনী হইয়াছি পাগলিনী॥
ধৈর্য্য ধর সখি ভেবনা অন্তরে,
আসিবেন প্রাণনাথ, তুষিবেন তোমারে,
ঘুচিবে বিরহ-জ্বালা, পোহাবে দুঃখ রজনী॥৩৫২১॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কেমনে সে জনে এ জীবনে ত্যজিব।
মিলনে বিচ্ছেদ হল তা বলে কি ভুলিব!
বিচ্ছেদ মিলন জ্ঞানে, তারি জ্ঞানে তারি ধ্যানে,
সংগোপনে মনে মনে, মনানল মনে করিব;
বিচ্ছেদ মিলন সার, চাহি তাই অনিবার,
হৃদয়ে বিচ্ছেদ রাখি, সদা সেরূপ নিরখিব॥৩৫২২॥

মিশ্র কাফি—আড়খেমটা।

এস যাদু আমার বাড়ী তোমায় দিব ভালবাসা,
যে আশায় এসেছ যাদু পূর্ণ হবে মনো আশা।
আমার নাম হীরে মালিনী, কড়ে রাঁড়ী নাইক স্বামী,
ভালবাসেন রাজনন্দিনী, করি রাজবাটীতে যাওয়া আসা;৩৫২৩॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিদ্যালো তোর এ নব যৌবন, গেল অকারণ,
আর কবে হলো ধনি সুখ-সংঘটন।
রমণী সুখের তরি, পুরুষ তাহে কাণ্ডারী,
কাণ্ডারী বিহনে তরি কে করে যতন॥৩৫২৪॥

ললিত—যৎ।

ব্রজের গোপাল আজ কি তুমি দ্বাদশ গোপাল হয়েছ;
ব্রজ রাখাল ছেড়ে কি শেষ কচকে ছোঁড়ায় পেয়েছ॥
ধন্য হে তব মহিমে, তোমার গুণের নাহি সীমে,
মাহেশে কি ব্রজ ভ্রমে, বার দিয়ে আজ বসেছ;
বুঝি ব্রজের রাখাল মরে, আজ নবা বাবুর মূর্ত্তি ধরে,
আসছে যাচ্ছে ঘুরে ফিরে, তাই কি বসে দেখতেছ;
ওলটম শ্যামপেন শেরী, হয়েছে গোবর্দ্ধন গিরি,
ব্রজাঙ্গনার পদ কি হরি, বারাঙ্গনায় দিয়েছ॥৩৫২৫॥

কুকুভ—ত্রিতালী।

সয় বলে কি এতই প্রাণে সয়।
প্রাণ মন সমর্পণে এতই কি সে দোষী হয়।
ছিছি সখি কি লাঞ্ছনা, কেন সব এ যন্ত্রণা,
জীবন থাকিতে সখি যাতনা তো যায় না।
ছিছি সখি ছার বাসনা, বৃথা তার উপাসনা,
আশা বিসর্জ্জন দিয়ে তব পথ চেয়ে রয় ॥৩৫২৬॥

বাউলের সুর—খেমটা।

কলিকাতার বেশ্যাদের লীলা অতি চমৎকার,
মায়া বোঝে সাধ্য কার।
হাটখোলায় আছে যারা বলি তাদের ধারা,—
কাপড় পোরে রাস্তার ধারে নেয় বাহার তার।
আবার ধোপাপাড়া যেমন তেমন, দরমাহাটায় চলা ভার।
যেতে নাথেরবাগানে, ভয় লাগে মনে,
চাইলে পরে তাদের পানে হাত ধরে টানে,
কেউ বা দিনান্তরে পায়না খেতে, খোঁপা বাঁধার কি বাহার।
জোড়াবাগানে গেলে, মিষ্টকথা বোলে,
আগে ভুলায় শেষ কাণেতে দেয় ফাঁসি গলে,
তারা লাভে মূলে সব কেড়ে নেয়, কপ্নি পরা করে সার।
ও সেই মালাপাড়াতে যেতে হয় প্রাণ করে হাতে,
কত খেলা খেলে তারা দিনে রেতেতে—
কেউ মেখে খড়ি, হয় গো ছুঁড়ি, আলতা গালে দেয় আবার।
আছে মনসাতলার গলি, শুন তার কথা বলি,
হাড়কাটে মাথা গলায়ে দেয় নরবলি,
গিলটির গহনা পোড়ে, নোলক নেড়ে, বেড়ায় করে অহঙ্কার।
আগে রামবাগান ছিল, এখন রূপোগাছি হলো,
তাদের কথা আজকে হেথা বলবো সকল,
কিছুতে কিছু না কর্ত্তে পেরে, যাত্রার দল করলে সার।
মেছবাজারের ধরণ, কামরূপ কামিক্ষের মতন,
ত্রিসংসারে কোন খানে দেখি নাই এমন,
আবার সোণাগাছি থাকে যারা কশায়ের মতন ব্যাভার।
দেখে শুনে লাগে ভয় পরে বা কি হয়,
সকল নষ্ট হচ্চে দেখ নারীর মায়ায়,—
তাইতে বলছে হরি, বিনয় করি, বেড়াও হয়ে হুসীয়ার ॥৩৫২৭॥

বিভাস একতালা।

মাতঙ্গি তুই যেমন সুরূপা, তেমনি বর জুটেছে নেংটা খেপা।
যুবতী বালিকা কালে, গঙ্গাজল আর বিল্বদলে,
পুজলি পশুপতি পতি পাবি বলে, সন্ন্যাসীর জন্যে কি করেছিলি পঞ্চতপা।
মনোমত ধন ব্রহ্মচারী জটাধারী, রজত-গিরির কোলে দোলে স্বর্ণ-চাঁপা॥
দেশ বিদেশে লয়ে যাবে, সিদ্ধির ঝুলি বইতে হবে, সোণার অঙ্গে
ছাই মাখাবে, (ওলো ধনি) বাঁধবে বেণী এলায়ে খোঁপা ॥৩৫৩৬॥

বিভাস—কাওয়ালী।

মানুষকে ভালবাস ভালবাস ভালবাস।
ভালবেসে মনের আশে পুরাও তোমার মনের আশ
হৃদয় ভরে ভালবেসে পূর্ণ কর অভিলাষ ॥
দ্বেষ হিংসা পরিহর মানুষকে যতন কর,
সেই নর ভাগ্যধর, যেই হয় সকলের দাস ;
সর্ব্বজনে প্রেম যার, সার্থক জনম তার,
সুখভরা প্রাণ তার, সাধুরা ত প্রেমদাস ॥
যে জন পবিত্র-ভাবে, মানব হিতের তরে ভাবে,
তাহার পুণ্য-প্রভাবে, শান্তির হয় পরকাশ ॥
যখন মানুষ করে পাপ, দিও না তার অভিশাপ,
শিখাও তারে অনুতাপ, ধর্ম্ম পথেতে বিশ্বাস ॥
মানুষ আমার প্রাণের পাখী, ইচ্ছা হৃদপিঞ্জরে রাখি,
নয়নে নয়নে দেখি, প্রাণে প্রাণে পরাই ফাঁস।
জাতিভেদ পরিহর গুণের আদর,
ভ্রাতৃত্ব স্থাপন কর, পিতা এই অভিলাষ ॥৩৫৩৭॥

বাউলের সুর—খেমটা।

আজব সহর কল্‌কাতা।
রাঁড়ী বাড়ী জুড়ীগাড়ী মিছে কথার কি কেতা।
হেথা ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে, বলিহারি ঐক্যতা,
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসির ফাঁদ-পাতা।
পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুঁড়ী সোনার বেণের কড়ি,
খেমটা খেমটির বাসাবাড়ী, ভদ্র-ভাগ্যে গোলপাতা।
হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানী, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ংখানি,
পথে হেগে চোকরাঙানি, লুকোচুরির ফের গাঁথা।
গিল্টী কাজে পালিস করা, রাঙা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাবে, তফাৎ থাকাই সার কথা ॥৩৫৩৮॥

তাল—খেমটা।

তুমি তার কোথায় লাগ যাদুমণি, ঘুঘু দেখছ চাঁদ, ফাঁদতো দেখনি।
ডুবে ডুবে জল খাও তার প্রতিফল পাও, তরঙ্গেতে কুট দিলে হয় দুখানি
মনেতে করেছ আশা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,
আসুকে খেয়েছ যাদু, ফোঁড় ত গণনি ॥৩৫৩৯॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াখেমটা।

কথা শুনে মরমে মরে যাই, ছিছি একিলো বালাই,
এসেছে সন্ন্যাসী নাকি, হবে নাত জামাই।
করেছিলে যেমন পণ, সুখে কর কালযাপন,
মিলেছে বর মন মতন, সন্ন্যাসী গোঁসাই ॥৩৫৪০॥

খাম্বাজ—একতালা।

কব কি তার রূপের তুলনা, বিনোদিনী ধনি ও কথা তুলনা ॥
—সে যে রূপবান্ হেরি সে বয়ান্, লাগে ফুলবাণ, জ্ঞান থাকে না ॥
হেরিয়ে সুবর্ণ সুবর্ণ লুকাব, হরিতাল যত হারিয়ে পলায়;
হরিদ্রা চম্পক আছয়ে কোথায় এ সব হেরিতে মন চাহে না ॥
নয়নের শোভা হেরে শতদল লজ্জিত হইয়ে লয়ে নিজদল,
জলে করে বাস স্থলের নিবাস অভিলাষ করে না ॥
সুধাকর জিনি বিমল বদন সেরূপ হেরিয়ে বিষাদে মদন,
অনঙ্গ হইয়ে করয়ে রোদন তনু প্রকাশিতে তাই পারে না ॥৩৫৪১॥

ভৈরবী—একতালা।

বুড় বয়সে সুখ-অভিলাষে, বিবাহ গ্রহ যে করে,
বুদ্ধি মোটা, যোনাকাটা, তার সমান নাই এ সংসারে ॥
বিয়ে হলে বৃদ্ধকালে, কাজ দেখে না কাজের কালে,
যুবতীর যৌবনকালে, পতি কালগ্রাসে যান;
খেয়ে কলা, গেলো শালা, ভোগে জ্বালা, শেষে পরিবারে;
দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ, শাস্ত্রে বলে গলগ্রহ,
সুখভোগী হয় না কেহ, উভয়ে পরস্পরে;
হাতীর গলায় ঘণ্টা দিলে, কাজেই কামিনী ঘৃণা করে,
পেয়ে জ্বালা কুলবালা, শেষে গৌতমের ধারা ধরে;
শেষাবস্থায় পাণিগ্রহণ, প্রান্তরেতে বৃক্ষ রোপণ,
পরে সে ফলভোগ করে ॥৩৫৪২॥

বাহার—ঠুংরী।

কতক আফিসার পামর ঘোর পাতকী নারকী নচ্ছার,
আধুনিক অন্তজের ছেলে, চটে যান পরিচয় নিলে,
কেউ মালা কেউ জেলে বইত জলের ভার;
(সহরে) কাল বুট ষ্টকীং পায়, আলপাকার চাপকান গায়,
কড়া মেজাজ হঠাৎ বাবু হঠাৎ অবতার;
জ্যাকেট প্যান্ট্ লেন আঁটা কোঁকড়া চুলে বাঁকরা কাটা.
এলেন যেন বিলাত থেকে চিনে উঠা ভার।
গলে চেন, রুমাল হাতে. নীল আংটী সব আঙ্গুলেতে,
পা পরে না পৃথিবীতে, এমনি অহঙ্কার;
বজ্জাতি সব হাড়ে হাড়ে, মনে মনে কাতলা পাড়ে
জেল হয়েছে মামার বাড়ী মাসে মাসে যান দুবার,
সে কেলে মানুষ পেলে ডাকেন পাস নেওলে বলে,
পয়সা সব পকেটে ফেলে অমনি কামরা পার;
আহার শুনে হেসে মরি রোচেনা বেঙ্গলী কা
অক্সটং ফাউলকারি, দুগন্ধো আহার;
বাপ দেশেতে খেতে খাটে, মা বোনেতে চরকা কাটে,
রাঁড়কে শোয়ান ছাপার খাটে, পরান গুলবাহার;
বদমায়েশ নেশাখোর দিবানিশি নেশায় ভোর,
জুত ছাতি ব্যাগ চোর, চোরের সদ্দার;
পড়ে দুপাত এ বিয় বই, বলেন না অলরাইট বই,
হাত কাঁপে নাম করতে সই, বিদ্যা চমৎকার;
পা ফেলে ইংলিস ঢঙ্গে, কথা কন ইংলিস টঙ্গে
ধরা পড়ে যান রঙ্গে, আবলুসের আককার
দ্বিজ করিরত্ন বলে এ দেশে না জন্ম হলে,
চলতো নাকো এ বাবুদের ডান হাত ব্যাপার ॥৩৫৪৩॥

বাউলের সুর—খেমটা।

সময় যত বয়ে যায়, (ভাই) কতই শুনিতে পাই,
কাল সাগরের ঢেউয়ে সদা হাবুডুবু খাই॥
নাই আর কুলবতীর লাজ, সদাই বিবিয়ানা সাজ,
রান্না বাড়া ছেড়ে দিয়ে ছুঁচে দড়ি কাজ,
(আবার) গাউন কোমে দেশ বিদেশে, গেয়ে বেড়াই যাচ্ছে তাই;
নাই আর সে পুরুষের বল, তাঁরা গৃহিণীর অঞ্চল,
ঘরে বাহিরে রোজকারে সব রমণী-মণ্ডল,
(আবার) পুরুষ ভেড়ুয়ার রকম সকম, দেখে শুনে মরে যাই॥৩৫৪৪॥

বাহার—পোস্তা।

বেঙ্গলে হাই এজুকেশন দেবে না শুনে হয়েছে মহাভাবনা,
লণ্ডনে প্রিজুডিষ্ট লোকে করেছে কু-কল্পনা।
ক্রমশ ভারতে লোক, হয়ে উঠছে বড় লোক,
সবাই পেলে জ্ঞানালোক, মুলুক পাছে হয় স্বাধীন।
অন্ধসম অন্ধকূপে যাতে থাক কোন রূপে,
ভাবছে বসে প্রতিদিন, রাখতে পরাধীন, চেষ্টা নিশি দিন,
চক্ষু না ফোটে প্রজার, ঘটাচ্চে সেই ঘটনা।
গোটাকতক বোকা ছেলে, শাইনিং নাইকো মূলে,
অনায়াসে একজামিন দিলে গিয়ে তারা বিলাতে;—
দেখে উপদ্বীপ-বসী, সভ্য ভব্য গুণরাশি, হয়েছে বিষম হিংসা মনেতে,
তাতে কেশব সেন ঝাড়ছে ব্রহ্মজ্ঞান,
ইণ্ডিয়ায় ইংরাজীভাষা কেন করবে চালনা।
মহাত্মা স্যার মান্যবর, দেশ-হিতৈষী গুণাকর;
যাঁ হতে স্কুল এ দেশে স্থাপন।
রাজ্য সুনিয়মে রবে, প্রজারা রাজ-প্রিয় হবে,
.ত এ ভাষা হলে চালনা শুনে হয় শোক, গেছেন পরলোক,
কালে মিলে না আর সে সব লোক, যারা দেয় সুমন্ত্রণা।
রতবর্ষবাসিগণে, এ প্রস্তাব হুতাশনে, কখন সম্মত হস্ত দিওনা।
এ বিষয়ে আলস্য দিলে, মূর্খ হবে দেশের ছেলে,
পরিণামে ভুগতে হবে যাতনা।
খেয়ে আদা জল, লাগ লোক সকল,
সর্ব্বনাশ সম্ভব যাতে বাবাজীদের বাসনা।
এডেড স্কুল উঠিয়ে দেবে, লেখাপড়ার টেক্স নেবে,
এবার একজামিন দেয়া গরীব লোকের সহজ নয়।
বিদ্যালাভের গেল আশা, প্রজা মাত্রে হবে চাষা,
মাষ্টার পণ্ডিতে যাবেন যমালয়।
কবিরত্ন কয়, শুনে হচ্চে ভয়,
সোণার মুলুক হয় মা মাটী, কর কুইন করুণা ॥৩৫৪৫॥

কেদারা - কাওয়ালী।

কি আছে তোমার মনে, তাহা জানিব কেমনে।
ভালবাসি তাই আসি, দেখা নয়নে নয়নে।
আশা না পুরাতে পার যন্ত্রণা দিও না আর,
পায়ে ধরি ক্ষমা কর, বলে যাও মানে মানে ॥৩৫৪৬॥

ভারত প্রচলিত পঞ্চাননের মত, মাইনারিটি মতে যে মত ভাল মত,
মেজরিটি মতে সে মত অমত, কোলব্রুকের মত ধরে।
কলেজ অধ্যাপক অনেক সুবিদ্বান্, জজেদের সম্মুখে হয়ে বিদ্যমান,
প্রচুর পরিমাণ দেওয়াতে প্রমাণ, অপ্রমাণ জ্ঞান করে।
সতী বলে বিষয় পায় যে গুণবতী, পরে সে রমণী হইলে অসতী,
দুষ্কৃতি কারণে ভোগেন দুষ্কৃতি, দায়ভাগ প্রহারে,
সে দায়ভাগ মত সমূলে সংহার, ফুলবেঞ্চে সাত শ্বেত অবতার,
বিচারপতিগণে করেছেন বিচার, শুনে প্রাণ সিহরে।
আমান্য জজ কেম্প গ্লোবর, মহামতি বিচারপতি মিত্রজার,
তিন জজের রায় আছে এক প্রকার পিণ্ডদাতা ধন হরে।
বাঙ্গলি কুলের শিরোমুকুট ইনি, মহামান্য জজ দ্বারি গুণমণি,
প্রতিকূলে কলম ধরেছেন তিনি, আছে সেই সাহস অন্তরে;
দেশহিতৈষী বহুদর্শী বিজ্ঞবর, কি ঘটনা এতে ঘটবে এর পর,
মনে মনে সে ভাব ভেবেছেন বিস্তর, হাত নাই কি করে।
বিলাতি বিচারে হল সর্ব্বনাশ, সতীত্ব ধর্ম্মের ভাঙ্গিল আবাস,
গৌরব-রবি রবে অপ্রকাশ ভারত ভিতরে।
আর্য্যকুলের এতে অপার অবনতি, কলঙ্কের নদী ক্রমে বলবতী,
বারাঙ্গনা বৃক্ষ হবে ফলবতী, এ বিধি-প্রচারে॥
ভদ্রাসনে বসে করবে উপপতি, বিধবার হবে সন্তান উৎপত্তি,
জ্ঞাতিদের মুখে ধরে মারবে লাথি, অন্য দেশে যা করে;
বৃদ্ধ হলে পতি অশেষ দুর্গতি, অল্প অপরাধে কত কুলবতী,
বিষ খাওয়াইয়ে মার্ব্বে নিজ পতি, মনে যদি না ধরে॥
বহুদিন বাহিরে বেরিয়ে গেছে যারা, বিষয় পাবে বলে কেঁচে বসবে তারা
জ্ঞাতি-বন্ধুগণে ভেবে হল সারা, ঘরে যদি আসে ফিরে;
বিলাত আপিলের রয়েছে সুযোগ, এই শুভযোগে সবাই দাও যোগ,
এ যোগে না যোগ দিলে গোলযোগ, মৃত্যুযোগ এবারে॥
ঘরে বসে যদি হলো কবিরত্ন কয় বেঁচে কি সুখ বল,
কসে চাঁদা ফেল বিলাতে যাই চল, নৈলে কি আর ফেরে॥৩৬০৩॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

অক্ষয় অমর ধরায় খ্যাতি,—কবি-গুরু বাল্মীকি গুণধাম।
প্রাণতিপদে, জ্ঞান কিরণ, কর দান দীনে কেন বাম?
কাব্য-বিশারদ আর্য্যনায়ক, উদার-প্রকৃতি ধর্ম্ম পালক,
কালিদাস আদি তব সেবক, সকলের সবে হবে হল পূর্ণকাম॥
রচি রামায়ণ চারু কৌশলে, সতীত্ব সীতার ভাল দেখালে;
—[illegible]র পূজা জগতে হলে, স্বজাতি বিজাতি ঘোষে নাম॥৩৬০৪॥

উড়িয়া সুর।

মতে ছাড়ি দে বাট মোহন,
ছাড়ি দেলে জিবিত মথুরা হাট, মোহন রাধামোহন,
মাতঙ্ক শপথ পিতাঙ্ক বাণ, নেউটামি দেবি পিরীতি দান, মোহন,
বাট ছাড়ি দিও নন্দ কাহ্নাই, তু মোর ভনজা মু তোর মাই মোহন,
বাট ছাড়ি দিও নন্দকিশোর, আশ্বিল হেউচি গোরসমোহন ॥৩৬০৫॥

রাগ—ভৈরবী।

মণ্ডিত হল্লীশক মণ্ডলাম্, নটয়ন্ রাধাঞ্চল কুণ্ডলাম্;
নিখিল কলা সম্পদি পরিচয়ী, প্রিয়সখি পশ্য নটতি মুরজয়ী॥
মহুরান্দোলয় রত্ন বলয়ম্, মনয়ং চলয়ন্ করকিশলয়ম্;
গতি ভঙ্গিভিবুবশীকৃত শশী, স্থগিত সনাতন শঙ্কর বশী ॥৩৬০৬॥

ভৈরবী—একতালা।

আভা যায় নিরখিয়ে নিশাপতি লাজ পায়,
এ হেন গ্যাসের আলো হেরিনু তব কৃপায়॥
নিশাগম্য পথচয়, এবে গো আলোকময়,
চাঁদের চাঁদনী-ছটা, এবে আর কেবা চায় ॥৩৬০৭॥

আসাবরী—গৌরী।

কেলিবিপিনং প্রবিশতি রাধা, প্রতিপদ-সমুদিত মনসিজ বাধা;
কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতম, পঙ্কজমিব মৃদুমারুত-চলিতম্;
বিনিদধতি মৃদু মন্থর পাদম্, রচয়তি কুঞ্জর গতি অনুবাদম্;
জনয়তি রুদ্র গজাধিপ মুদিতম্, রামানন্দ রায় কবি ভণিতম্ ॥৩৬০৮॥

কবির-সুর—আড়খেমটা।

আজ গোলোকনাথ গোলোক ত্যজে উদয় নন্দালয়;
যত সব গোপের নারী চলেছেন সারি সারি,
আহ্লাদে মত্ত হয়ে, যশোমতীর ভাগ্যোদয় ॥৩৬০৯॥

কবির সুর—খেমটা

পূর্ব্ব পুণ্য-ফলে পেয়েছ রাণী নীলমণি-ধন কোলে;
করেছ কতই পুণ্য, তাই গোলোকনাথ অবতীর্ণ,
আবার ভৃগুমণির পদচিহ্ন, ছিন্ন ভিন্ন বক্ষঃস্থলে ॥৩৬১০॥

দরবারি-কানাড়া—আড়াঠেকা।

বিষ্ণু অংশ অবতাংশ বুদ্ধদেব অবতার।
জীবের দুর্গতি হেরি আকুল হৃদয় তাঁর॥
ত্যজি রাজ্য সিংহাসন, মাতা পিতা পরিজন,
ধরার দুঃখ-কারণ তাপস রাজকুমার॥৩৬১১॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

জয় জয় রীপণ! বিদ্যাদীপন ধর্ম্মসমুজ্জ্বল জীবন হে।
দুর্জ্জন-শাসন, দুর্ণয়-নাশন, ন্যায় বিধান বিকাশন হে॥
জয় জয় রীপণ কীর্ত্তিনিকেতন, রাজপুরুষ-কুল-কেতন হে;
শান্ত সুশোভন, নৃপগুণ-ভূষণ, ভারত-জনগণ-তোষণ হে॥৩৬১২॥

বাউলের সুর—খেমটা।

গঙ্গাতে পোল হল অতি চমৎকার, এমন দেখিনাই কখন আর॥
গঙ্গার জোয়ার ভাঁটাতে, থাকে সমান তাতে,
কমি বেশী হবে নাক পোল নাবে আর ওঠে—
ছাগল ভেড়া, গাড়ী ঘোড়া, ইন্দুর কুকুর হল পার—
শুক্র মঙ্গল বারে, পোল খুলিলে পরে,
মানয়ারি জাহাজ সকল যাতায়াত করে,
দুদিক ঘেরা লোহার বেড়া, তাতে গ্যাসের আলো কি বাহার॥
পোলের মধ্য স্থান দিয়ে, যাচ্ছে গাড়ি চলিয়ে,
মানুষ মরার ভয় নাই কো (গারী) চাপা পড়িয়ে;
এক দিক্ যাবার, একদিক্ আস্‌বার বড় সুখ হয়েছে বলিবার॥
যত কুঠিওলাগণ, করে নির্ভয়ে গমন;
মেঘ ঝড় তুফানের ভয় সব হল নিবারণ—
সকল সময় আসে চলে, দিবা রাত্রি নাই বিচার॥৩৬১৩॥

বেহাগ পরজ—খেমটা।

ভাঙ্গা মন যোড়া দিতে কার আছে, আয় লো ছুটে।
বার মাসের আড়া আড়ি এক্ নিমেষে যাবে পটে॥
এম্নি মোর গাছ গাছড়া, তেল পড়া আর ঝাড়ি ঝাড়া,
সতীন হয়ে ভাতার ছাড়া, মরে বেটী মাথা কুটে।
এ অষুদ মেরে ছুঁত্তোছুঁতে, হুড় কো বো যায় আপনি শুতে
দারফট্কা পুরুষ যারা আঁচল-ধরা হয়ে উঠে॥৩৬১৪॥

খাম্বাজ—চৌতাল।

অস্থায়ী—বংশীধুন সোমঝার বাজত শ্রীবৃন্দাবন,
রঙ্গ ঘুমড রহো সঘন গরজত বাদর বিমান ॥
অন্তরা—রহস রহস বরখত, গোপীগণ দামিনী দমকত;
নয়না রতনা রে পর ভোহে মোহে ধনুধমান ॥
সঞ্চারী—চমর চারি চিকণেশ কাঞ্চন-বরণ বিরাজিত তনু
প্যারীও রে প্যারে দেউ শোভিত ছবনকী ছটা ॥
আভোগ—কুন্দন বেহার দেউ বিহরত মুখমো দেখোলে;
যে সে বরখা রিতুমে নিকষত ওরে; ছপত তান ॥৩৬১৫॥

সারঙ্গ—কাওয়ালী।

মে বাদর বা দেখে ডরানি; ঘন গরজতি ঘন ঘোর সোরস,
ঝুম ঝুম বরখতে পানি ॥
সা রে গা মা পা ধা নি, নি সা রে গা,
বিজলি চমকে ঘন, পিয়া, ঘড়ি পলছিনু,
কণ্ঠ লাগায়ে পিয়া মোরে রাখ, মেহ নিপটে আয়ানি ॥৩৬১৬॥

মুলতানী—মধ্যমান।

অস্থায়ী—তুম সম পিও লাগি, লাগিরে মানুষ;
অন্তরা—ইরাদ তুমারি, দিল্ বিচ্ মোরা, প্রেম প্রাত
রস পা গে লাগিরে মানুষ ॥৩৬১৭

ভৈরবী—মধ্যমান।

আস্থায়ী—তু কোঁ্যা বোদিয়া নীরবে; রাজনু কর চাকরী তেরে;
তু কোঁ্যা, তান,—বোদিয়া ॥
অন্তরা—তন ফুকদা মুখদা গহর, গুলা মনবী চুপ রহো ধীরে ধীরে ॥১৮

রামকেলী - কাওরালী।

অস্থায়ী—জিনে চুয়া মেরে বাঁহিঞা লগ বোওা,
জিনে চুত্তা মেরে বাঁহিয়া নগর লোগ সব আত জাত
হেঁ কাহে করত লরকইঞা ॥
অন্তরা—হামারে তোমারে সোঁ প্রীত না গেইলি, তন মন মোহন
প্যারে বাট ঘাট মোহে এসেঁ ন করিয়ে. পরহে তরি পাইঞা ॥৩৬১

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

অস্থায়ী—আবা মরি রাম্, আবা মরি রাম্, কহিও কহিও রে বাল মা সোঁ যাবে গলি এ, পতিঞা পতকাহো;
অন্তরা—বহুত দিন ন বীতগেএ মোরে রাহাপরি হু পাএলা; আও মোয়ে ধাম্ ॥৩৬২০॥

বাগেশ্রী-কানেরা—মধ্যমান।

অস্থায়ী—গীত লাগলী রে সুরে যান সো;
অন্তরা—মানু চাহুঁ পর তেঁ বিজুরি কুধাড রে পাওনি লাগে নগরি রয় নামই জগলি রে পী ॥৩৬২১॥

পরজ—চৌতাল।

অস্থায়ী—ঋতু অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গরাণী এত হিঁ সি আনি পিয়া জিয়ে মন মানি॥
অন্তরা—সুখ হে কল্যানি ধনি বোলত মৃমুবণী তেরে সুখ দেখে চন্দ্র জোত ভুল জানি ॥৩৬২২॥

লুম—মধ্যমান।

অস্থায়ী।—মাথে পর মুকুট শ্রুতিকুণ্ডল বিশালে লালে অলক কুটিল সোহলী মদগঞ্জনী।
অন্তরা।—কহ নিকলিত কটী কিঙ্কিনি বিচিত্র তট পীতাম্বর অঙ্গমে বিরাজ হুঃতি বৈজনি।
অন্তরা।—দিএ গলে বাহ পিয়া পীত নবিহার, করে অতি অনুরাগ ভরি আই নই দউজনি।
অন্তরা।—কহে যয়্ দয়াল শুনি মের মন হরি লিন মন্দ মন্দ বাজে গোবিন্দ পাএ পয়্জনি ॥৩৬২৩॥

কলিঙ্গড়া—একতালা।

অস্থায়ী।—রাজাজি থাঁড়া জোর্ বিন্ দেশাবে।
অন্তরা—পাএলা মোরি রুনুঝুনু বাজে, শাস ননদি ঘর জাগে মে কেশে আউ ॥৩৬২৪॥

খাম্বাজ—ঠুংরী।

তেরি পালংগ পরে কঙ্কণ টুটা। কর নেহি টুটা মেরি কঙ্কণ টুটা।
কঙ্কণকো শোচমে, ভয় ভয় বাওরি, শাশ ননদীকো, মিলন ছুটা ॥৩৬২৫॥

খেয়াল।

গোপিচাঁদ স্নান করতে মাতা তেরি কহনে লাগি বেটা যোগী হো যা,
বেটা যোগী হো যা কহি মান লে মেরি।
তেরে পিতা কি এয়সি কায়া, জল বল হো গেয়ি ঢেরি।
বাসে কোক মে থাল পছন্দর, উঁহা বি কালনে খায়,
মাতা কহনে লাগি তেরি, যোগী হো যা বেটা, কহি মান লে মেরি ॥৩৬২৫

ঝিঁঝিট—তেলেনা।

আলুর সমান জিনিস কিছু নাই, জগৎ সংসারে ভেবে দেখ ভাই,
সুমিষ্ট বিধির সৃষ্ট বালাই লয়ে মরে যাই।
আলুর নাইকো ছোবড়া আঁটি আঁস, ছাড়ালে সকলি শাঁশ,
শীতবর্ষা বার মাস পাওয়া যায়; ঝালে কি ঝোলে অম্বলে,
যাতে দেবে তাতেই মেলে, দেবা মাত্র গলে যায়;
মরি কি সুতার, তার কি কব তার, এমন আলু যে না ভালবাসে,
তার ভালবাসার মুখে ছাই।
গোল গোল কি সুঠাম, যেন সাদা শালগ্রাম,
রাম নাম বিলাতি আলু বলে; তরকারী দলে,
যত আছে ভূমণ্ডলে, আলুর নীচে সকল শালাই ঝোলে,
দেহে বাড়ে বল, বাহ্যে হয় সরল,
রক্ত সাফ এক হপ্তা খেলে, বিনাশে কফ পিত্ত বাই;
ভেজে খেলে যায় জলকাশী, বর্ণে হয় শশী দোশী,
বারমাস টাটকা থাকে, ভাই রে— মাগ-মরা পুরুষের পক্ষে,
এমন জিনিষ ত্রৈলক্যে, ভেবে দেখ আর কিছুই নাই রে,
খেয়ে ভাতে ভাত, করে কুপোকাৎ,
প্যারী হেসে বলে, আলু যেন বিদেশে তোমায় পাই ॥৩৬২৬॥

পুলিন্দিকা—পোস্তা।

হেন সুখ-লাভ অসম্ভব অন্ন ভোজনে, যে সুখ পাই বশামাংস-রসাস্বাদনে
রুধিরে যে সুধা আছে, ক্ষীররস কি তার কাছে,
হৃদয় আনন্দে নাচে, দেখি নয়নে।
গলিত শবের ঘ্রাণে, কোমল অস্থি-চর্ব্বণে,
যে সন্তোষ হয় মনে, বিধি তা জানে।
এই যে সব পচা মড়া, আহা কিম্বা পোকা পড়া,
ইহাতে ভাজিয়ে বড়া, খাব দু জনে ॥৩৬২৭॥

কুকুভ-বেলাবেলী—একতালা।

হিরণ্যকশিপু লাগি হরি হয়েন নরহরি,একিভয়ঙ্কর রূপ মস্তক গগনপরি
পিঙ্গল-বরণ জটা, শতভানু জিনি ছটা,
যেন সৌদামিনী ঘটা, শোভিতেছে মেঘোপরি।
অতি বিকট-দশন, করিছে সদা ঘর্ষণ,
হতেছে অগ্নিবর্ষণ, অকালে প্রলয়-করী॥
কুলাল-চক্র সমান ঘূর্ণিত রক্ত নয়ন,
সতত লোল-রসন, সম্মুখে দেখিয়া অরি।
কোলে করি দৈত্যবরে, নখে জঠর বিদরে,
চতুর্ভুজে শিরা ধরে, গলে পরেন মাল্য করি॥৩৬২৮॥

ভূপালী—ঢিমেতেতালা।

তোমার কটাক্ষে নাথ হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়।
পরাৎপর পরমাত্মা তুমি কর বেদ চয়॥
চারিমুখে পদ্মাসন, পঞ্চাননে পঞ্চানন;
করি তব গুণ গান, হয়েন আনন্দময়॥
দুরাত্মা দেবেন্দ্র-ছলে, সতীত্বরত্ন হরিলে,
গৌতমের কোপ-বলে, হয়েছি পাষাণ-কায়;
একবার পদাম্বুজ, পরশে অর্দ্ধ মনুজ,
হয়েছি অহে রঘুজ, দেহ পদ পুনরায়॥৩৬২৯॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—খেমটা।

ছি ছি কি পোড়াকপাল, কথা শুনি মরি লাজে।
কেমনে প্রবৃত্তি হলো বল্‌দেখি রে এমন কাজে?
ভাগ্নে বৌ মন্দোদরী, কি করে তার করে ধরি,
প্রিয়-সম্ভাষণ করি, রাখবি রে হৃদয়ের মাঝে,
তাই বুঝি মনের সুখে, হাসি ধরে না মুখে,
এম্‌নি লাথি মার্‌বো বুকে, ভাঙ্গবে রে তোর বুকের কলিজে॥৩৬৩০॥

খাম্বাজ—খেমটা।

বড়া মজেদার দরিয়ামে মিঠা পানি লিয়া॥
হায় আসল খাটী, উজান ভাটী, মিঠা গাঙ্গের পানি,
যো খায়া পস্তায়া যো না খায়া পস্তানে গিয়া,
হায়! রসিয়া হয় ত রস মিলাওয়ে, যোগ মিলাওয়ে যোগী,
যেসি পিয়া উসি রহা, বুড্ঢাকে জোয়ানী কিয়া॥৩৬৩১॥

বৃন্দাবনী-সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

প্রখর তপন, ইহার আসন, জলন্ত অনল বসন।
তপ্ত সমীরণ, চামর ব্যজন, রণভূ মরুভূ ভীষণ॥
ধরা কাঁপে ভয়ে, ইহারে দেখিয়ে, নির্ঝর তটিনী যায় শুখাইয়ে
তরু ছাড়ি পড়ে লতিকা লুটিয়ে, জীবের আকুল জীবন॥৩৬৩২॥

তিলক কামোদ—ধামার।

চাঁদের মুকুট শিরে নবধান্য শির ধরে,হরিত বসন পরে,শরত ঋতু সাজে
সরসে কমল ফোটে, মধু-লোভে অলি জোটে,
মধু-মক্ষি রত হ'ল মধু-চক্র কাজে॥৩৬৩৩॥

শুক্লবেলাবেলী—চৌতাল।

নিবিড় অরণ্য মাঝে, হিমকুম্ভ লয়ে সাজে,
চতুর্থ হেমন্ত ঋতু হরিত বসনে।
ঝরিছে শিশির-ধার, গাঁথিয়ে মুকুতা হার,
তৃণ গলে দোলাইছে প্রকৃতি যতনে॥৩৬৩৪॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

তেরে নয়ন যাদু ঠারা—এজি দিন দে সাহা মারা রে—
পাসে কেনা, তেজা তেজা করে, আনামা মারে,
ভাতা না পালটী দিনু মারা॥৩৬৩৫॥

গজল—কাহারবা।

তা দিল মান প্যারেজি মা ট্রিসে মিলযানা।
সোনা পিনা চাঁদি পিনা, পিনা মলমল কাঁসা,
লাখ রূপেয়াকা জীবন গিয়া জঙ্গল মে কর বাসা॥৩৬৩৭॥

খাম্বাজ—দাদরা।

মরি, কুঁচ-নয়নে খোঁচ মারে প্রাণে।
তাতে সই ঠুমকি মাচে রগ বাঁচে কি কে জানে॥
রসকে বঁধুর রূপের চোটে, লেগে গেছে ঠোঁটে ঠোঁটে,
প্রাণের বঁধু গাছে বা উঠে;
করে যদি এ ডাল ও ডাল নাবিয়ে তখন কে আনে॥৩৬৩৮॥

ভৈরবী—তেতালা।

চতুরাং হরিগুণা গায়. গায়োনিকা আমান আর মহাজন,
গুণক জিয়েলী জিয়েকী সুর সঙ্গত সপ্ত নিচং।
ত্রত্রতু ত্রত্রতু তন মন নারে নারে তারে,
দানী তদার দানী, ধাকিটি তাক্ তাকিটী তাক্,
ধুমকিটি তাক্ ধেলাং গিদিগণ ধাদানী।
পপ ধধ পপ ধধ ধনি, সানি ধপম গারে সারে সারে,
সা সারে গম পধনি সাসানি ধপ মগরেসা ॥৩৬৩৯॥

উড়িয়ার গান।

কর মন নিত্য ধ্যান নীড়াদ্রি ডোড়া
কমড়মুখী কমড়া, নারেক বদন কোড়া।
কম্বু রথাঙ্গ জড়জ সঙ্গ, সোহই গদা,
দেই বিস্তারি, ডাকন্তি হরি শ্রীভুজ সদা।
অভয় পদ, দেই বরদ, নাশন্তি বিপদ খড়া।
নীড় পর্ব্বতে, গীড়া সেকতে, কাড় প্রকাশি;
নীড় জড়তা চদন চিতা, বাসিদে শশী,—
কলে দ্রশন, দুরিতমান, নাশি হইবে উদ্ধড়া।
শুক সনক, সে বিশ্বগুরুক, যা যাম ঘুষি,
দাস বশিষ্ঠ যে তপনিষ্ঠ বচনে হাসি,
করি ন ধ্যান সে পঞ্চানন, বিনাশি বিষয় জাড়া।
বৈজয়ন্তী শ্রীঅঙ্গে স্থিতি তুলসী মাড়া,
অতি সুন্দর, কি মনোহর কৌস্তভ গড়া,
শ্রীপদ টেক, দেখয়ে লোক, মধোর উদ্ধার পীড়া।
সবিত্তবর নাম সাগর, নক্রর মেড়া,
কুঞ্জরবর, অতি বিস্তার, খেলা গড়া।
চক্র কু পেশী, নক্রু বিনাশী, গজ করিছ মুকুড়া,
বোলাই দয়ানিধি না পাই ভেড়া,
এ ভব-বারি হেড়াকু পারি, করি সখোড়া।
রথ উদ্ধারি, হে বংশীধারি, নিন্দানিছ নাম মোড়া ॥৩৬৪০॥

আলাদ—ঝুমুর।

খাবার দাবার বেলা হল, তলের বালি তাতা হল।
আর সীতে চলিতে না পারি, দাল ভাঙি ছায়ায় করিবে (রো,
চল সীতে যাব ধীরে ধীরে ॥৩৬৪১॥

মুসলমানী—সুর।

মাণিকপীর ! ভবপারে যাবার না।
জয়নাল ফকিরি নেলে ভেনি থালে না ॥
আল্লা আল্লা বলরে ভাই, নবি কর সার,
মাজা দুলিয়ে চলে যাবা ভব-নদী পার।
সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ের কুবুদ্ধি ঘটিল ;
বেসালির ভিতর দুগ্ধ রেখে পীরকে ফাকি দিল।
কত কীর্ত্তি আছেরে ভাই, কওয়া নাইকো যায় ;
দেখ সর্দ্দির সনে দোলার বিধি ডুলি চেপে যায়।
ওরে কদু কুমড়ো রাখলে ফেলে, তুচ্ছ নেরেল ব্যাল ;
আজগবি দুনিয়ার খেলা, সর্ষের মধ্যি ত্যাল।
মুসলমানের মোল্লারে ভাই হাঁদুর মধ্যি সাধু ;
কদু কুম্‌ড়ো ছেড়ে দিয়ে আকের মধ্যি মধু।
আস্‌মানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহনাদ ;
আর দিনের বেলায় সূর্য্য ওঠে রাত্তির বেলায় চাঁদ।
পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতী শিক্‌লি বাঁধা পায় ;
আর ঘরজামায়ে শ্বশুরবাড়ী মেগের নাতি খায়।
কত কেরামৎ জানরে বান্দা, কত কেরামৎ জান ॥
মাজদরিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় বসে টান ॥
দুর্গির ছাওয়াল কাত্তিক রে ভাই, মোরগ চেপে যায় ;
আর পুজো পালি বাঁজা বিবির ছাওয়াল করে দেয়।
রাত্তির বেলায় ভূতের ডরে ডরিয়ে ওঠে ছেলে ;
আর হুড়কো মেয়ে ছমূকে উঠে খসম কাছে এলে।
বিরহিণী বিবি আমার গো বাঁদে নাকো চুল ;
কলজেতে ফুটেছে কাঁটা পঞ্চবাণের হুল।
সায়েরে গিয়েছে স্বামী, হাবলি আঁধার করে ;
পরাণ জ্বলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে।
মুখ ঘামেচে বুক ঘামেচে,
বিবির ভাসে যাচ্ছে হিয়ে ;
খসম যদি থাক্‌ত কাছে রে পুঁচতো রুমাল দিয়ে।
পিঁড়েয় বসে কাঁদ্‌ছে বিবি ডুবি আঁখির জলে ;
মোল্লারে ধরেছ ঠাসে, খসম খসম বল্লে ॥
ষাঁড়ের মাথায় শিং দিয়েছে, মানুষির মাথায় কেশ ;
আল্লা আল্লা বলরে ভাই, পালা কলাম শেষ ॥৩৬৪২॥

বদনার গো-পার্ব্বনের গীত।

সমু বাইতে কার্ত্তিক সময়েতে, কাঁদাও গরুড়িও গেইয়া হো।
কোন সিডে না কান্দ, না কান্দ গরুড় গেইয়া হো,
তোর সিডে মাখাব কুজরিকা তেলা হো ॥৩৬৪৩॥

থ্যাঁদা খেঁদির পালা।

ইডিন-বন-বিলাসিনী খেঁদি আমাদের।
খেঁদি আমাদের, খেঁদি আমাদের, আমরা খেঁদির খেঁদি সকলের॥
শুক বলে আমার থ্যাঁদা কল্কি-অবতার,
সারি বলে আমার খেঁদি কিম্ভুত কিমাকর, নইলে মানবে কেন?
শুক বলে আমার থ্যাঁদা কেমন সাবান মাখে,
সারি বলে আমার খেঁদি, পাউডারে রং ঢাকে, কোথায় সারান লাগে,
শুক বলে থ্যাঁদার বামে টেরি কাটা,
সারি বলে খেঁদির মাথার মাঝখানেতে ফাটা, সিঁতের বাহার কত?
শুক বলে আমার থ্যাঁদার ফ্রেঞ্চকাট তেয়ার,
সারি বলে আমার খেঁদি করে নাকো কেয়ার, কারণ কুঁকড়ে পড়ে।
শুক বলে আমার থ্যাঁদার পমেটম চুলে,
সারি বলে খেঁদির চুলে, কত শালা ঝোলে, কোথায় থ্যাঁদা লাগে॥
শুক বলে আমার থ্যাদা হ্যাটকোট পরে,
সারি বলে আমার খেঁদি আড়ঘোমটা মারে, ঘোমটার বাহার কত!
শুক বলে আমার থ্যাঁদা তান ধরিয়ে দেয়,
সারি বলে আমার খেঁদি গাহনাতে মাতায়, সে যে মিঠে আওয়াজ।
শুক বলে আমার থ্যাঁদা কোর্টসিপ করে,
সারি বলে সেতো কেবল আমার খেঁদির তরে, নইলে কিসের লাগি।
শুক বলে আমার থ্যাঁদা বড় চাকরি করে,
সারি বলে আমার খেঁদির সুপারিসের জোরে,থ্যাঁদায় চেনে কেরে!
শুক বলে আমার থ্যাঁদা খবরের কাগজ লেখে,
সারি বাল আমার খেঁদি প্রেমের নাটক লেখে, দুয়ের কোন্‌টা ভাল?
শুক বলে আমার থ্যাঁদার রূপের ঘর আলো,
সারি বলে আমার খেঁদির চোখেই জগৎ মলো, রূপের ভ্রমর কি লো।
শুক বলে আমার থ্যাঁদাকে লোকে 'মিষ্টার' বলে ডাকে,
সারি বলে খেঁদিকে"মাইডিয়ার"বলে থ্যাঁদা ডাকে,মধুর কোন্‌টা হলো
শুক বলে বোকানা থ্যাঁদা খেঁদির ভাতার,
সারি বলে "ডাইভোর্স" বোঝ? কি জারি থ্যাঁদার,
খেঁদিকে চটামনেকো ॥৩৬৪৫॥

জংলা—একতালা।

কব বেগুণের গুণ যে কত,
গুণে সবাই বশীভূত উচ্ছে ঝিঙে পটল-কুমড়ো,
কি কাঁচকলা, কে আছে বেগুণের মত;
এমন আনাজ আর মেলেনা ভূতলে, বার মাস প্রায় সব দেশে ফলে,
ভেবে দেখ কোন্ ব্যঞ্জনে না চলে, কেউ নয় বেগুনে বিরত॥
সপ্ত গুণ মাত্র লিখেছেন নিদান, নিদানের বোধ হয় না জেনে নিদান,
কিবা রূপবান বেগুণ গুণবান ধনের গুণ কত শত;
অল্প দামে অধিক পরিমাণে মেলে, পীড়াদায়ক নয় পেট ভরে খেলে,
এক গৃহস্থ কাবার একটা বেগুণ পেলে, কিন্তু মেলে যদি মনের মত॥
কাবাব হয় বেগুণে অতি চমৎকার, সুধা লজ্জা পায় এম্নি তার সুতার,
এ জন্মে ভোলে না, খায় যে একবার, হয়ে থাকে অনুগত॥
দেবতার দুর্লভ শীতে বেগুণ পোড়া,কে নয় জগতে বেগুণ পোড়ার গোঁড়,
যে না খায় সে থাক্ বাপের কলা পোড়া,খায় না বোধ হয় পশু যত॥
আলু মটশুঁটীর সঙ্গে হলে যোগ, ডান্লা নাম ধরেন ভগবানের ভোগ,
ঋষির মন রসে যোগীর ভাঙ্গে যোগ, হয়ে থাকে পদে নত,
ঘিয়ে ভেজে যখন বেগনী রূপ ধরে, গরম গরম যদি তোলা যায় অধরে,
লুচির ফুক্কো রুটির সর্ব্বনাশ করে, দিলে পর্ব্বত পরিমিত॥
ব্যসনেতে হলে তিল পিটুলি ভাজা, গোল গোল যেন চাঁদ সই খাজা,
সাধ করে খায় কত রাজা প্রজা, কিনে আনে ক্রমাগত॥
গোটা চারি গাছ যার ভিটেয় হয়, বার মাস বার্ত্তাকু তার গৃহে সঞ্চয়,
কল্প-বৃক্ষবৎ ফুরাবার নয়, ফলে ফল ভূতগত॥
কবিরত্ন কয় ওহে ভগবান্, এ বর আমারে কর হে প্রদান,
বেগুণ গৃহে যেন থাকেন অধিষ্ঠান, সুখে ঝুরো লুসি নিরত॥৩৬৪৬॥

অড়িয়ল।

লোভ লোগ পচ সরে কহো কো খোজ লাগাবে;
ইন্দ্রী রস সুখ স্বাদ ভোগ নীকে কর ভাবে;
রাম রাম কী টেক ভেয সব জক্ত পুকারা;
অরে হাং রে তুলসী জীবত মিলে ন মুক্তি মুয়ে কী কহে লবারা॥৩৬৪৭

ঝুলনা।

ইস জগ মে বুঝ বিচার লেরে নহি সীথ তেরে কুছ জাবতা হৈ;
অরে দেখ উলফত কা মত ঝুঠা যহী খাব কা খেল তহবেতা হৈ।
লসীদাস যহ দুম সে খ্যাংস হৈ রে সোঙ্গ গম কে গোল চলাবতা হৈ॥৪৮

খট্—ঝাঁপতাল।

বিদ্যাধর রে বিদ্যাধর গুনিয়া না সোঁ।
কারিয়ে গুণা চর চাকে লয়ার লরিয়ে।
যো গুণী গারি দেতা, কুছু আনা কহিয়ে;
দওরে গুণীকে চরণ গহিয়ে।
মেরো তেরো নিরঞ্জন কে আগে ছতারা ভঁওরারা ওয়ি ঠোরা ধরিয়ে।
গুণা কওনা আগে গুণীকো জীলাগে,
কাহে প্রভু তানসেন তান তেরে॥৩৬৪৯॥

শব্দ।

জাগ রে মেরি সুরত সোহাগিন জাগ রে (টেক);
ক্যা তুম সোবত মোহ লোভ মেং উঠ কে ভজনিয়াঁ মেঁ লাগ রে,
চিত সে শব্দ সুনো সরবন দে উঠত মধুর ধুন রাগ রে।
দোনো কর জোর সীস চরনন দে ভক্তি অচল বর মাঁগ রে।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো জগত পীঠ দে ভাগ রে॥৩৬৫০॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

কোথায় হে মাছধরা নাগর, মিছে আমায় টোপ দেখালে।
এতো নহে চুনা পুটি, ধরবে তুমি গুটি গুটি,
ধরলে পরে ছিঁড়বো গুটি, গোটা দুই হাঁপালে;
আমি থাকি গভীর জলে, পড়ি না ধীবরের জালে,
সামান্য বঁড়শীর ছলে, কার সাধ্য আমায় তোলে॥৩৬৫১॥

মিশ্র—আড়াখেমটা।

দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাত পোয়ান হল ভার।
পূর্ণিমাতে অমাবস্যা, তের প্রহর অন্ধকার॥
বৃন্দাবনে বলে গেছে বামী বৈষ্ণবী,
এবার একাদশীর দিনে হবে জন্ম-অষ্টমী,
ভাদ্রমাসে সাঁতই পৌষে চড়ক-পূজার দিন এবার॥
সাপতে শ্যামী, ধোপা বামী, হাঁসতেছে কেমন,
এক বাপের পেটে তারা, জন্মেছে দুজন,
কামরূপেতে কাক মরেছে, কাশীধামে হাহাকার॥
রাজার বাড়ীর টাটু ঘোড়া শিং উঠেছে দুটো তার,
বৃষ্টিজলে সৃষ্টি ভেসে; পুড়ে হল ছারখার॥৩৬৫২॥

পারসী—গজল।

আয় চেহরেয়ে জিবায়েতু, রিশকে, বুতানে আরবী।
হরচন্দ অসফৎ মিকুনম, দরহুসনে জাঁ বানো তারি ॥
তু আজ পরী, চাবুক তরী, ওজ বরগে, গুল নাজুক্ তরী,
ওজ হরচে গুরচে, গুরম্ বর্ তরী হক্কা আজাইব দিলবরী।
আলম্ হামা, এগমাএ, তু খল্কে খোদা সয়দাএ তু।
ইনরগিসে রোগাএতু, আওয়াদা, রস্মে দিলবরী ॥
আফাক্হা গর্দিদা আম্ মেহরে বুতাঁ ওরজিদা আম্,
বিশিয়ায় খুবাঁ, দিদা আম্ বয়ক্‌কিন্ তু, চিজে দিগরী;
যম্ তু, শুদম্, তু মন্, শুদন্ মন্ তন্ শুদন্ তুজাঁ শুদি,
তা কস্ ন গুয়া দবাদ্ আজিঁ মন্‌গিরম্ তুদিগরি;
খসরু গরব আস্ত, ওগদা উফ তাদাদর শহরে শমা।
বাশদ্‌কে আজ বহরে খোদা সোয়ে গরিবাঁ বিন্ গিরি ॥৩৬৫৩॥

দারঙ্গী—ঝাঁপতাল।

রে ভ্রান্ত নৃপ অধম, মত্ত হয়ে বিষয়ে, জ্ঞান-ঈক্ষণ-রহিত একেবারে
কেন রে দুর্ম্মতি হয়ে প্রতিকূল, করিলি আমার আশা নির্ম্মূল,
কাল-ফণী ধরিলি নিজ করে;
মম কোপানল শান্তি কর্ত্তে, ইন্দ্র হরিহর আইলে মর্ত্ত্যে,
তাঁদেরও মান কভু রহিবে না রে;
কুশিক-সুত আমি, আমারে না জান, বলেতে যে জন হইল ব্রাহ্মণ,
অচিরে প্রতিফল দিব তোরে ॥৩৬৫৪।

দেবশাখা—ঝাঁপতাল।

মনে স্থির করেছিলি চিরদিন সুখে যাবে।
জীবন-যৌবন-ধন-মান রবে সমভাবে ॥
এই আশা মনে করে, পাঞ্চালীরে কেশে ধরে,
বলিলি কঠোর-স্বরে, উলঙ্গিনী হতে হবে,
রে দুরাত্মা দুঃশাসন, না মানি গুরু-শাসন,
ভীষ্মে করি হতমান, বনে পাঠালি পাণ্ডবে ॥
আজি প্রতিফল তার, এখনি দিব বর্ব্বর,
যক্ষ রক্ষ সুরাসুর, রাখিতে নারিবে ভবে।
কোথা কর্ণ কোথা দ্রোণ, কোথা-রাজা দুর্য্যোধন,
আজি তোর রক্ত পান করি রে দেখুক সবে ॥৩৬৫৫॥

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ-ঠুংরী।

(কহইনি) নেমক হারামি মুলুক বিগাড়া হজরত যাঁতি হি লণ্ডন কো।
অহলে মহলে মে বেগম রোয়ে। গলি গলি রোঁয়ে পাথুরিয়া ॥৩৬৫৬॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

পোড়ার মুখে নাড়ার আগুণ তোর,
একবারে ভুলেছিস কি মুড়ো খ্যাংরার কত জোর;
মেরে তোরে মেরে নাতি, ভেঙে দেবো বুকের ছাতি,
জ্বালায়ে মদনের বাতি, সুখে করবো নিশি ভোর;
সাধে কি তোর ওপোর চটা, কিছু নাই তোর রূপের ছটা,
দেখে তোর ঐ দীর্ঘকোঁটা, তাতে কি মন ভোলে মোর ॥৩৬৫৭॥

মিশ্র ঝিঁঝিট—খেমটা।

আমি সাধে কি কাঁদি গো, হাউ হাউ হাউ হাউ করে,
কটটা মহাশয়, শুন দুখের পরিচয়;
ভুলে ভাটে এক ডিমের টরে, পাইনে আমি যেটে ঘরে,
বৌটি কটো দুঃখু করে, শোবারি সময়;
যে কোল্লাম যা এঁচে এঁচে, সে আঁচা গিয়েছে কেঁচে,
গুটো বেটা ঠাকুটে বেঁচে, বংশ বিডডি নয় ॥৩৬৫৮॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—খেমটা।

ধোবানীকে একলা রেখে যেতে পারিনে,
সে যে আমার প্রাণের পাখী, হৃদয়-পিঞ্জরে রাখি;
যখন ভাই ঘুমায়ে থাকি, দেখি স্বপনে॥
ধোবানী পূর্ণিমের শশী, প্রাণের অধিক ভালবাসি,
বিধু মুখে মধুর হাসি, সদা হয় মনে ॥৩৬৫৯॥

মিশ্র ঝিঁঝিট—খেমটা।

বাপের জন্মে ক, খ, কেমন তা চক্ষে দেখিনে,
দোয়াত কলম কারে বলে তাও জানিনে;
গুরুমশাই ডাকতে এলে, পগারে পাত্তাড়ি ফেলে,
দৌড়ে গিয়ে লুকাইতাম পাইখানার কোণে;
বাবা ব্যাটা মারতো যে দিন, গুঁড়ো করে ফেলতো সে দিন,
ধুকড়ি মন্ত্র জানতাম বলে তাইতে মরিনে ॥৩৬৬০॥

ঝিঁঝিট জংলা—আড়াখেমটা।

তারিণী গো মা কেন হাতীর উপর এত আড়ি,
মানুষ মেলে টেক্সটা পেতে, তোমায় যেতে হতো হরিণ-বাড়ী;
সুর্কি কুটে সারা হতে, তোমার মুকুট যেতো গড়াগড়ি;
পুলিসের বিচারে শেষে, স'ন্তো তোমার গ্র্যানঘুড়ি,
সিঙ্গি মামা টেক্সটা পেতেন, ছুটতে হতো উকিল-বাড়ী ॥৩৬৬১॥

সিন্ধু জংলা—খেমটা।

বল কি হবে মিছে ভাবিলে এখন,
ভাবিতে উচিত ছিল বিবাহ যখন।
অষ্টরম্ভা বাপের বাড়ী, দুবেলা চড়ে না হাঁড়ী,
তাইতে আসি শ্বশুরবাড়ী, করি কালযাপন ॥৩৬৬২॥

বাউলের সুর—একতালা।

মার দম্ কসে দম্ গাঁজার কল্কে তুলে,
না খেয়ে রয়েছে আমার পেটটা ফুলে।
গাঁজা সেজে খাই, কত মজা পাই, কেহ নাই মোর বাপের কুলে;
অভাগা কপাল, কাস্তা যেন কাল,প্রহারে পয়জার ধরিয়ে চুলে ॥৩৬৬৩

সাপখেলা।

ওরে ভোলা মন রে দুর্গানাম বল বদনে।
নম গো নম গো দুর্গা নম নারায়ণী,
প্রথমে বন্দিব তব চরণ দুখানি।
তিন লাখ পাঠাইলাম কেহ নাহি তার এলো,
নরম পাইয়ে নাগ দেখা না করিল।
প্রথম পহরে চলে নামে বঙ্করাজ,
কে আলে কে আলে নাগ খুড়া এলে তুমি।
তোমারে না দেখে খুড়া নিতি কাঁদি আমি ॥৩৬৬৪॥

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

তোর নাম রেখেছি মদ্ বোতলা,
মনের সাধে ও আমার মন, খেল না মদের ঢালা গেলা ॥
মদে মেখে চাটের রুটী, গড়ন' শুঁড়ির চরণ দুটি,
আর দুজনে,-সেই চরণে, পরিয়ে দি নোট টাকার মালা ॥৩৬৬৫॥

শীতলা-মঙ্গল।

যজ্ঞেতে উদ্ভবা দেবী শীতলা সুন্দরী, দক্ষিণে বিজনী বাম-করে-কুলা ধরি
ভক্তের পুরাও আশা ওগো মহামায়া, কাহারে কর বঞ্চনা কারে কর দয়া
তোমার অসীম মায়া বুঝিতে কে পারে,
বঞ্চনা না করো মাগো, বলিবারে বারে॥
আমি অতি হীনমতি কি জানি স্তবন,
বারেক কর মা দয়া, কবিবর কন॥৩৬৬৬॥

সাপুরের গীত—ঠুংরী।

সাপে বাঁদরে খেলা করে, ওগো নয়া নয়া সাপ।
ঢোড়া বোড়া ঘোড়া ঘোড়া, বিশ হাত লম্বা চক্র-ছাড়া,
ফোঁস ফোঁস্ গোখরো, ফোঁস্ ফোঁস্ কেউটে,
দু মুখো সাপ, তে মুখো সাপ, ছ মুখো সাপে তিনুটে;
খোয়ে গোখরো গোয়ে গোখরো ফলারে গোখরো,
রঙচেৎরা ওগো দেখে যা গো, দেখে যা॥
আমার সাপের পাঁচ পাঁচ পা; রং বে রঙের হিলি মিলি গা।
ওগো সাপে বাঁদরে খেলা করে॥৩৬৬৭॥

ময়ূর পঙ্খীর সুর।

(মরে ঐ!) ভাসিয়ে প্রেম-তরি হরি যাচ্ছে যমুনায়।
গোপীর কুলে থাকা হলো দায়।
(মরে ঐ) একে ত ত্রিভঙ্গ-বাঁকা আড়-নয়নে চায়,
চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা বাঁশরী বাজায়॥৩৬৬৮॥

জংলা—আড়াখেমটা।

ওকি মজা বেঁধেছে!—দেদার আধার এসে জুটেছে!
ওরে লাক্ লাক্ মানুষ লাক্ লাক্ হাতী, লাক্ লাক্ ঘোড়া এয়েছে!
লোলা কর্চ্চেছে লক্ লক্, বেরিয়ে ঝুলতেছে লক্ লক্,
পেটের আগুন জলতেছে ধক্ ধক্, (ঠোঁট) কর্চ্চেছে চক্ চক্!
ওরে ধর্ব্বো মার্ব্বো চির্ব্বো নখে, আগে চর্ব্বি ঘি খাই, মাস্ পিছে!
মিলে দুই শাশুড়ী বৌ, খাব হাঁড়া হাঁড়া বৌ;
জালায় পুরে রাখবো, ঘরে-টের পাবে না কেউ!
রাখবো মাচায় তুলে, যকৃৎ পীলে;
রাখবো হাতীর ঠ্যাং গাছে গাছে।৩৬৬৯॥

বাগেশ্রী - আড়াঠেকা ।

আমায় কোথায় আনিলে ; পাড়িয়ে জলধি-মাঝে তরি ডুবালে ॥
কোথা রইলে মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণ প্রিয়ে রইলে কোথা, বন্ধু সকলে ;
দশ দিক অন্ধকার, তীর নাহি হেরি আর,
প্রাণ বুঝি যায় এবার ঘূর্ণি-জলে ॥৩৬৭০॥

কৃষকের গীত ।

দুধের তরে যতন করে, কত ঘাস জল গাইকে দাও।
বছর গেলে, গাই বিয়োলে, হাতে যেন স্বর্গ পাও।
যদি এক দিন যত্ন না হয় দুধ কমে যায়, সেরে সেরে।
আবার তখন করে যতন, কত খৈল কুঁড়ো খাওয়াও তারে ॥
এখন শুধাই, বল দেখি ভাই, জমির বেলায় কেন হেন।
জমি তোমায় শস্য দেয়, তার খোরাকী দেওনা কেন ?
জমি হতে বছর বছর শস্য তুমি দুইয়ে নিবে ॥
কিন্তু তার জলটিও হায়! আশমানেতে বরাৎ দিবে।
দুধের তরে গরুর সেবা; ভাত কাপড় যে জমি দেয় ॥
তবু তুমি তায় দেখ না, কি যে দুঃখ হায় রে হায়!
তাই বলি রে—ওরে ও ভাই!
গোরুর মতন কর যতন, সার মাটী জল দেও রে ক্ষেতে ;
তবে দেখবে তখন, জমি কেমন, রাখবে তোমায় দুধে ভাতে ;
আসল কথা বল্‌ছি তোমায়, এই কথাটি রেখ মনে ॥
ক্ষেতের উপর ঢাল্‌বে যত, পাবে তাহার হাজার গুণে ॥৩৬৭১॥

(স্বামী বিবেকানন্দের রচিত।)

খাম্বাজ—চৌতাল।

একরূপ অরূপ নাম বরণ অতীত আগামী কালহীন,
দেশহীন, সর্ব্বহীন, নেতি, নেতি বিরাম যথায়।
তথা হতে বহে কারণ ধারা, ধরিয়ে বাসনা বেশ উজলা
গরজি গরজি উঠে তার বারি, অহমহমিতি সর্ব্বক্ষণ।
কোটী চন্দ্র, কোটী তপন, লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহা ঘোর রোলে ছাইল গগন, করি দশ দিকে জ্যোতি মগন।
তাহে বসে কত জড় জীবন প্রাণ, সুখ দুখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য্য তারি কিরণ, সেই সূর্য্যই সেই কিরণ ॥৩৬৭২॥

বাউরীদিগের ভাদু গীত।

গঙ্গা জল মাটি ঘাটি ; ও ভাদু ! আমি করি নিবেদন,
বিপত্তি কালেতে, ভাদু ও মধুসূদন গো ! ও ভাদু !
অশোক বনে পাতের কোঁড়া রাম কি পাসা খেলেছে,
ওগো যোগীর বেশে রাবণ এসে সীতা হরে নিয়েছে ॥
ও ভাদু ! সীতা হরে নিলি রাবণ, খুল গায়ের আবরণ,
ওগো মায়ের সত্য পালতে হবে চোদ্দ বছর যাওরে বন ॥
ও ভাদু ! রাম লক্ষ্মী রে যাবিরে বনে মায়ে ফেলে বলনা,
আমার মা দুখিনী ও ভাগিনী এল কুঞ্জে রবনা। ও ভাদু ॥
রাম ছেড়েছে যগগের ঘোঁড়া অশোক বিনের কাননে,
আবার লবকুশ ঘোঁড়া সীতা বলে দাও ছাড়েরে। ও ভাদু !
বাড়ীর নাম ধান বুনিলুম, ধানের খুঁটি ফেলে না,
ওগো বুনে অভিমান করেছে তায়ে নিতে এল না ;
ও ভাদু ! ভারে বলে আন্‌ব বুনকে, ভাজে বলে কি দিব,
আমি রাণীগঞ্জের ঢাকাই শাড়ী বুনকে বিদায় করিব ॥
ও ভাদু ! রাণীগঞ্জের ঢাকাই শাড়ী পরেছি আর পর্‌ব না,
তুমি দিলে শ্যাম ভবের বাজার বিষয় পেয়ে ভুল না।
ও ভাদু ! মাছ রাঁদিলুম চাকা চাকা শ্যাককে কল্লুম নিমন্তন,
আমি বিরলে পায়েছি শ্যামকে ছায়ড়ে দিবার নাইক মন,
ও ভাদু ! আমি করি নিবেদন ॥৩৬৭৩॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

ক্ষমা কর দীন-জনে।
I don't know how to please গুণীজনে।
Now ninteenah century সব ফকিকারী,
আইন বাঁচিয়ে জুয়াচুরি, কর ভবনে ভবনে।
হাম যো তামসা কিয়া, কুছ নেহি হুয়া, সব বরবাদ গিয়া ;
ক্ষম দোষ, ত্যজ রোষ, সভাজনে ॥৩৬৭৪॥

দরবারি-কানেড়া—ক্তাওয়ালী।

নাতনী তোর জন্যে ভেবে ভেবে বাঁচিনে,
আমার নাত-জামাই আসবে কত দিনে।
ফুল যোগাই পাড়া পাড়া, তোর কথা তোলা পাড়া,
পায়ে ধরে কত ছোঁড়া, আমি খাতিরে আনিনে ॥৩৬৭৫॥

মুলতান-খাম্বাজ—খেমটা।

তোরা কে যাবি আয়, শ্যামের বাঁশরী বাজিল যমুনায়।
ঐ বাজিল বাঁশী, মন হলো উদাসী,
ওগো বাঁশী কুলনাশী, দুকুল মজায়ে যায়।
বাঁশী রব শুনে, গৃহে থাকি কেমনে,
কালা কি গুণ জানে প্রাণে মজায় ॥৩৬৭৬॥

পরজ—আড়খেমটা।

মালিনি তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়।
মিছে কান্না কেঁদে আর জ্বালাসনে আমায়।
কেন ধনি কিসের জন্যে, পূজা হয় না ফুলের জন্যে,
উপবাসী রাজকন্যা, মরে পিপাসায় ॥৩৬৭৭॥

ঝিঁঝিট—আধ্যা।

কেশব তোমার কাল অঙ্গে, রং ভাল সেজেছে।
রং ভাল সেজেছে, তোমার কি শোভা হয়েছে।
আবিরেতে অঙ্গমাথা, কাল রং গিয়েছে ঢাকা,
কেবলমাত্র নয়ন বাঁকা, তাইতে চেনা গেছে ॥৩৬৭৮॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ছোড়ি দে মরি এ বৈইঞা, মিনতি করতুঁ হায়, পড়ি তেরি এ পেইঞা।
বারে বারে সমুঝেইয়া—পায়েলা মরি, রুনু ঝুনু বজি,
জাগত সাসন ননদিয়া ॥৩৬৭৯॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বৈঁইয়া নাপা কারা মুসে মুরাকি কলাইরে।
করপা করত মোরা ছুড়িয়া মুস্‌কারিরী।
আওরজ বরজ মেরি একোহাহানা মানে,
ক্যাদারা পিয়া মরি দেত দোহাইরী ॥৩৬৮০॥

বেহাগ—যৎ।

আভোগ।—তুমি হে দীননাথ অকিঞ্চনের ধন,
বিপত্তে নাহি দেহ পদাশ্রয়, কেমন ধর্ম্ম তোমার,
ওহে ভক্তাধীন দয়াময় ॥৩৬৮১॥

বেহাগ—ধামার।

অন্তরা।—হে যদুকুলের বধূগণ, সখে হল উচাটন,
শক্তিহীন সখা ধনঞ্জয়, শ্যাম শক্তিহীন সখা ধনঞ্জয় ;
আমরা বিপদে পড়ে স্মরণ লব কার ॥
হরি হরি মরি মরি কেবা কার,
এখন আর হরি হরি মরি মরি কেবা কার ॥৩৬৮২॥

বেহাগ—ধামার।

কৃষ্ণ গেছ আছে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণে ডাক অবিশ্রাম,
যে নাম ভবসিন্ধু পারের তরি ; ভেবনা বিনে শ্রীহরি।
শুন গো রাজমহিষি, আমরা কালরূপ ভালবাসি,
এলেন গোলকে গোলক-বিহারী ভেবনা বিনে শ্রীহরি ॥৩৬৮৩॥

বেহাগ—আড়খেমটা।

ফুলে নাই বাহার, ভাঙ্গা বাগান যোগান দেওয়া ভার।
কেউ গেছে কুঁড়িতে মজে, কারো হয়েছে বোঁটা-সার।
সুগন্ধ নাই সুদ্ধ ভ্রমরা উট্‌কে পায় না মধু,
কে আছে রে প্রাণের বঁধু, কে নেবে আর গরজ কার ॥৩৬৮৪॥

বেহাগ—তিওট।

চিম্তল।—অবলা সরলা এ জ্বালা কভু জানিনে ;
কেবলচিন্তামনির ওপদ চিন্তা করি শয়নে স্বপনে।
অতি কাতরে অন্তর জ্বলে, দয়াময় এমন সময়
কোথা হে রহিলে, কি দোষে ত্যজিলে হে ॥৩৬৮৫॥

খাঁটি দুধ।

বাঁটের মুখের খাঁটি দুদ কে নিবি তা বল ;
সের করা আধা-আধি খালি কলের জল।
মাইরি বলছি ভাই, আমার ভগলপুরের গাই,
গইলে বাঁধা কইলে বাছুর এক বিয়েনের ফল ;
টাকাতে ছসের, দিচ্চি এই ঢের,
খেড়ো গাইয়ের গাঢ় দুদে গায়ে বাড়ে বল ;
দুদ চড়ালে কড়ায়, ননী আপনি গড়ায়,
এক বলকে চলকে ওঠে, যেন যৌবন ঢল ঢল ঢল ॥৩৬৮৬॥

বহুভাষী—গীত।

মেরা দিল্ কি মাঝে আগুন জ্বলিল, ও সই পরাণো যে গেলো,
দূর বিপিনে গাইত নাচত, নৃত্যতি কালা বনমালী।
কুরু করুণা, মিনতি করি, দয়া নাহিক কি হে মুরারি;
জানি জানি জানি হে, ব্ল্যাক্ ভেলো ক্যানিং, ফ্লুটে করিয়া সিং,.
মজাইল রাই কিশোরী।
কাম তো বুরা, কালা না হো ভালে, ও সই পরাণো যে গেলো ॥৩৬৮৭

স্ত্রী-স্বাধীনতা।

ফাটকে আটক রব না।
আপন করে যতন করে খুলে দেছ ডানা॥
ঝোড়া বুদ্ধির চোটে, দিয়েছ শেকল কেটে,
এখন গেটের বাইরে পা দিয়েছি, দখল কর জেনেনা
আমরা সব কলেজ যাব, নলেজ পাব,
টপ্পা গেয়ে করবো সুখে বাবুয়ানা॥
এখন তোমরা কুটনো কোটো, বাটনা বাটো,
দাও লক্ষ্মী-পূজার আল্পনা;
আমরা সব ছাড়বো সাড়ি রাখবো দাড়ি, গাড়ী চড়ে আনাগোনা;
(গুণ-পুরুষ) গাড়ী চড়ে আনাগোনা,
ছাড়বো না আড়-নয়ন, আর মোহন বেণী,—ঐটি নারীর নিশানা;
(গুণ-পুরুষ) ঐটি নারীর নিশানা;
প্রেমের বন্দর, রইলো অন্দর, গুছিয়ে কর গিন্নিপনা ॥৩৬৮৮॥

টোরি ভৈরবী—দাদরা।

যত্নে তুলে বনের ফুলে হার গেঁথেছি মনের সাধে,
ভোমরা এসে কাছে ঘেঁসে গুঞ্জরি ফুলসুধা সাধে;
মৃদুল মৃদুল বহিছে বায়, ফুলের সুবাস উড়িছে তায়,
লও গো রাণি, ফুল সাজনি সাজাও সাধের বালকচাঁদ ॥৩৬৮৯॥

কারিকরের গান।

মুরকি সামাল সামাল চিড়ে ভিজে গেল।
এত রাত্রে দই কোথা পাওয়া যায় বলো।
ওরে জিলাপি গজা, খেতে বড় মজা,
এক রসগোল্লা তাতে ঘিয়ে খাজা ফেল ॥৩৬৯০॥

মদন বিভাস—খেমটা।

ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠ্যাছে কত্তিছে গোঁ গোঁ, ওরে ডিঙ্গা বেঁধে থো,
হ্যাদে দ্যাক চাকচিকুনি, দেহিবি হ্যানে ঝরের যানি,
ঝড়ো দাদা উফ করে আসতেছে সোঁ সোঁ ॥৩৬১১॥

দোভাষী গীত।

আমরা কি ডরি অরি, নয়ন-বাণে ভুবন জয় করি ;
আমরা হয়েছি Volunteer, আর কারে করি care,
পরেছি এ uniform হয়েছি Military.
আসে যদি রুসিয়া, তাড়াইব ঘুষিয়া, কাবুল দখল এক দিনে পারি।
March ! march ! quick march !
Search ! search ! enemy s earch !
On ! on ! to the fronteer.
কটিতটে তলোয়ার বুকে বেড়া জরি।
Right left left right, Balance, step হবে fight,
Coat fit, trouser tight, in war, volunteer, never sorry !
নারীর ভুজবল, কে জিনিবে তারে বল,
পুরুষে যা বলে করে, আমরা ইসারায় সারি॥
Charge ! charge ! present fire !
Fly ! fly ! vile fear !
রমণী এসেছি মোরা রণসজ্জা করি।
তরবারি টানিয়া, গাও Rule Brittania !
Today x'mas day ! all of us gay,
sing, sing, sing, Victoria's victory॥৩৬১২॥

সারঙ্গ—আড়া।

ভানুতাপে তাপিত ধরণী।
বিহ্ গসর, হয়ে নীরব হরে কাল অমনি ॥
হইল ম্লানতর, ফুল্ল ফুলদল সুখী কেবল নীরে নলিনী,—
পতি-সোহাগে চারুহাসিনী।
নিভৃত শীতল বনে, মৃগ-নিকর প্রবেশ করে,
কাতর-স্বরে শাখী উপরে ডাকে চাতকিনী
দহিছে চরাচর খরতর কিরণে,
পথিকগণে, ছায়া-বিহনে, বাঁচে কেমনে ;
তাপে তপনে যমসম গণি ॥৩৬১৩॥

ভৈরবী—একতালা।

মাছের মতন খাসা জিনিষ আর কিছু নাই ভূমণ্ডলে।
ঘ্রাণে পঙ্কবৎ অন্ন চলে,
কালিয়ে কাবাব কোপ্তা পোলাও আদি মীন রন্ধে সব কলে।
পঞ্চম'কারেতে প্রধান মীন ম'কার,যা না হলে ভোগ হয় না কালিকার
ভগবান হয়ে মৎস্য অবতার, নিমগ্ন ছিলেন জলে।
ঝোলে বাসুদেবের মন ভোলে,
পুরি কাউলকারি পাঁউরুটী বিষকুট যার নীচে সব ঝোলে,
শ্বেত রক্ত বর্ণ সুন্দর সুঠাম, রুই মিরগেল কাতলা নানাবিধ নাম,
যে না খায় তায় ভগবতী বাম, মলে যায় নরকানলে।
তন্ত্রে স্বয়ম্ভু স্বয়ং বলে, আচার দিয়ে বাসি খেলে ইলিস মাছ,
সশরীরে স্বর্গে চলে;
মদের সঙ্গে পচা খেলে ভেটকি মুরো,
অহোরাত্র সিদ্ধি সমান সাধন হয় পুরো,
তার পিতৃলোক স্বর্গে সুখে নৃত্য করে, আনন্দে দুহাত তুলে।
(বলে) বংশে জন্মেছে কি সুছেলে,
আবার টাটকা এণ্ডাযুক্ত খেলে তপ্সে-ভাজা, চতুর্ব্বর্গ ফল করতলে
মোচা চিংড়ী দিয়ে খেলে ছোলার ডাল,
ভবসিন্ধু-মাঝে বাঁধে পুণ্যের আল,
নির্ব্বাণ-মোক্ষ তার পক্ষে লক্ষ গাল, হরমুক্তের দাবি চলে।
কবিরত্ন কয় কৌতুকে যেতে ইচ্ছা নাই গোলকে,
থাকবো এই ভূলোকে, চিংড়ী বার মাস যদি মেলে।
বিশেষতঃ বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর পক্ষে,
মৎস্য তুল্য দ্রব্য দেখা যায় না চক্ষে,
চক্ষে দৃষ্টি রয়, বংশ বৃদ্ধি হয় দেহ থাকে সবলে।
বাঙলায় তেল না মাখলে, না মাছ খেলে,
চক্ষু হয় কাণা, ঘটে ব্যাধি নানা, যায় অল্পকালে কাল কবলে।
অক্ষয় লেখক যিনি অক্ষয় কুমার দত্ত,
তেল না মেখে মাছ না খেয়ে উন্মত্ত,
বাহ্য-বস্তু ভেবে বাহ্যজ্ঞান শূন্য, কে না জানে কে না বলে॥৩৬৯৪॥

মিশ্র—ঝাঁপতাল।

নাদরূপিনী ধ্বনী সঙ্গীত সুরস বাণি,
পবন তরঙ্গে ভঙ্গে থাক দিবা-যামিনী;
কবিতা নিকুঞ্জ-বনে, ভাব-ময় সিংহাসনে,
বিহার আনন্দ মনে, কবিকণ্ঠ-বাসিনী;

নীরবে চাঁদেরি মাঝে, সাজিয়ে জ্যোৎস্না-সাজে,
বিরাজ কুসুম-মাঝে, থাক অনুক্ষণ ;
সাগরে গভীর বাণী, নদীতে কল্লোল-ধ্বনি,
বিজনে বৈরাগ্য-বাণী, শিখাইছ আপনি ;
ঝঙ্কারিয়া পিকবর, গুঞ্জরিয়া মধুকর,
বাহিরাও নিজ স্বর, স্বভাব-সঙ্গিনী ;
শিশুর মধুর হাসি, প্রেমিকের প্রেমভাষী,
তোমার সে রূপরাশি রসিকেরি জীবনী ;
আদিরূপী মহাশক্তি, জগতেরি তুমি ভক্তি,
ঋষিদের স্তব স্তুতি, বেদেরি ওঁকার ;
শিখালে প্রসাদে কত মা মা ধ্বনি অবিরত,
জয়দেব আদি যত, তব বলে মহামানি ;
সেই বঙ্গ সেই তুমি, সেই এই ভারত-ভূমি,
কোথা মা রহিলে তুমি, স্বরগ-বাসিনী ;
তোমারে হারায়ে ধরা, কুনীতিতে হোল সারা,
ফণি যেন মণি হারা, থাকে পরাধিনী ॥৩৬৯৫॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

অসম্ভব কি সাজালে সাজে।
বাজে লোকের কথা শুনে বাজের অধিক গায়ে বাজে ॥
বক মানায় না হংস মাঝে, মুরগী কি ময়ূর সাজে,
বেতো ঘোড়া পক্ষিরাজে, তুল্য হয় কি ফিঙে বাজে ;
গাধায় কি বয় হাতীর বোঝা, সিংহের বনে শিয়াল রাজা,
কৃষ্ণ তাজে কর্ত্তভজা, শুনি নাই সংসারের মাঝে ॥৩৬৯৬॥

কবির সুর—আড়াখেমটা।

সদা পাপ ধ্বংস পাঁটার মাংসেতে করে।
পাঁটার মাংস যে জন খায় গো বার মাস,তার পাপ থাকে না শরীরে ;
শিবের তন্ত্রেতে বলে, মধুকোষ খেলে,তার করতলে চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে
মলে কালের গালে কালী দিয়ে, সায় কালীপুরে থাকে নিষ্করে।
ক্ষীরোদ-মন্থন-কালে সুরাসুরদলে, সুধা-ভাণ্ড জন্য যখন দন্দ্ব ঘটালে,
এ সুধা-ভাণ্ড ছাগের অণ্ড, ঠাকুর লুকিয়ে ছিলেন ছল করে ;
গাওয়া ঘৃত দিয়ে তায়, গরম মশলাতে মিশায়,
অতি ভক্তি-ভাবে নিবেন করিয়ে কালিশয়,
কশম কশম প্রসাদ যে জন পায়, তার পুণ্য ধরে না চরাচরে।

যারা অর্থ জানে না, করে মাংসেতে ঘৃণা,
যে গুণ অনন্ত অনন্ত মুখে বলতে পারে না,
মোলে গতি হয় না, গঙ্গা পায়না, সে মাংসেতে যে দোষ ধরে।
মহাপ্রসাদে যার দ্বেষ, মহামায়া দেন তার ক্লেশ,
মলে পর মহানরকে মগ্ন হয় শেষ,
সংসারে সে পায় না সুখলেশ, চিরদিন দুঃখে মরে।
পাঁটার মধুকোষের চাম, অতি সুন্দর সুঠাম,
যদি কেউ কুঁড়োজালি করে জপে গৌর নিতাই নাম,
নিতাই তার নিত্য পুরান মনস্কাম, অন্তে অগ্র দ্বীপান্তরে।
এ বচন ছিল গোপনে, প্রচার হল এত দিনে,
টীকে টিপ্পনীতে লেখা বেল্লিক পুরাণে,
কবি বিদ্যাশূন্য বেল্লিক বাগীশ, বচন দিয়েছেন প্রকাশ করে॥৩৬৯৭॥

কীর্ত্তনাঙ্গ।

কাল কেন ত্যজিবি ধনি।
কাল ত্যজে ব্রজের মাঝে, সুখে আছে কোন্ রমণী।
কাক কাল, কোকিল কাল, নয়নের তারা কাল,
আর দেখ ত্রিজগত কাল, ত্যজলে হবি অন্ধকিনী॥৩৬৯৮॥

খাম্বাজ—একতালা।

শ্মশানে কেন মা গিরি-কুমারি, কেন মা তোমারি এমন বেশ।
হর-হৃদি-পরে দিয়েছ চরণ, নাহিক তোমার লাজের লেশ॥
দিয়েছ চরণ হরের উপর, উলঙ্গিনী অঙ্গে না পর অম্বর,
লহ লহ জিহ্বা করিছে তোমার, এলায়ে পড়েছে চাঁচর-কেশ॥
ভৈরবী ভবানী ভবের কারণ, করে করি মাংস করিছ চর্ব্বন,
সুধাপাত্র করে করিয়ে ধারণ, যোগিনী সঙ্গে নাচিছ বেশ॥৩৬৯৯॥

ললিত—আড়া।

পর্য্যঙ্কে অসংখ্য সুখে শয়নে রয়েছে সাধে,
নিশ্চিন্ত অন্তিম-চিন্তা বিষয়ের প্রেমামোদে।
দ্বন্দ্ব-শূন্য দ্বন্দ্বাতীত, আনন্দে হও আশ্রিত,
নিরানন্দ হবে হত, বলি সত্য ভাব হৃদে॥৩৭০০॥

বাউলের সুর।

মন তোরে আর বল্‌বো কি ; ভাল,একবার যুগল নয়ন মেলে দেখ দেখি
ও মন মায়ার কাণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ড বুঝে উঠা সাধ্য কি
(ও মন যে বুঝেছে সেই মজেছে)।
এর আদি অন্ত পায়না ভেবে ব্রহ্মা বিষ্ণু পিণাকী (দেব দানব মানব) ॥
ও মন ভবের মেলা ছেলে খেলা জেনেও তা জাননা কি।
(গুরু তত্ত্ব জেনে বুঝে নে রে)।
ওরে দিনেক দুদিন জারি জুরী নয়ন মুদলে সব ফাকি(সব মায়ার ছায়া)
ও জীব, কোথায় ছিল কে আনিল তার সমাচার জান কি
(সে চৌদ্দ ভুবন ছাড়া দেশে)।
আবার লোকান্তরে কি হয় পরে উড়ে গেলে প্রাণ পাখী
(তাকি কেউ দেখেছে) ॥
ওরে কেউ গুরু হয় কেউ বা চেলা কেউ দুখী বা কেউ সুখী
(এ তো লোকাচারের বিচার বটে)।
আবার,কেহ পিতা কেহ পুত্র কেউ সাধু কেউ পাতকী (অভিমান যে বৃথা)
ওরে, আমার তোমার পর আপনার মিছা বিচার কর কি
(ওরে কেউ কারও নয় সার জেনো রে)।
ছাড় মিছা দ্বন্দ্ব এ সম্বন্ধ আসতে যেতে একাকী (ও জীব ভুলো নারে)
ও মন, ধন্য সে জন যাঁর এ স্বজন ভোজের বাজি সব ফাকি
(পরিব্রাজক সেই তো প্রাণের সখা)
এখন আয় দেখি মন আমরা দুজন তাঁর প্রেমে ডুবে থাকি
(দুয়ে একটী হয়ে) ॥৩৭০১॥

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

এ সময়ে আর্য্যগণ, রহিলে কোথায় হে।
সোণার ভারত ভূমি রসাতলে যায় হে ॥
এসো এসো ব্যাস বশিষ্ঠ, বাল্মিকী তাপস শ্রেষ্ঠ,
এসো শুক ব্রহ্মনিষ্ঠ, ভারত সহায় হে ॥
এসো এসো ভৃগুমুনি, এসো পাণ্ডব চূড়ামণি,
এসো জনক তত্ত্বজ্ঞানী, ত্রাহি বিষম দায় হে ॥
করেছি শাস্ত্রে শ্রবণ, ধর্ম্ম ভারতের প্রাণ,
সেই সার নিত্য ধন, ভারত হারায় হে ॥
পরিব্রাজকের উক্তি, নাই ভারতে সে ভাব ভক্তি,
কপট জ্ঞান যোগে যুক্তি, রত কুচিন্তায় হে ॥৩৭০২॥

বাউলে সুর।

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।
ও যার, বিমল তটে রূপের হাটে বিকাতো নীলকান্তমণি॥
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলক হতেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবোল সুদাম;—
কোথা সে সুনীল তনুর ধেনু বেণু, মা যশোদা রোহিণী।
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণগোবিন্দ,
ধড়া চূড়া পরা কোথা ননী চোরা;
কোথা সে বসন চুরি ব্রজনারীর পূজিতা মা কাত্যায়নী।
কোথা চন্দ্র চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলী,
কোথা ললিতা সখী সুহাসিনী;—
কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী।
কোথা সে নুপুর ধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিনী,
মধুর হাঁসি মধুর বাঁশি, নাহি শুনি;—
ও যার মোহন স্বরে উজান ভরে বইতে তুমি আপনি।
তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,
তোমারি নিকটে কই সে ধনী;—
ও যার মানের লাগি মোহনচূড়া লুটাইল ধরণী॥
দেখাইয়া দেও আমারে, যমুনে সেই বামারে,
অনাথের নাথ হৃদ মাঝারে পা দুখানি;—
পরিব্রাজক বলে চরণ তলে লুটাই শির দিন যামিনী॥৩৭০৩॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—আদ্ধা।

যে ফুটিল ফুল কুসুম-কাননে, কুসুম-কাননে সখি প্রমোদ-কাননে
মধুকর প্রেমভরে, বসিয়া কমলোপরে,
পরিমল পান করে, কত প্রেমপূর্ণ মনে॥৩৭০৪॥

বাউলের সুর।

ঝোপ বুঝে কোপ মার সদা ভাই,
তোমার একাদশ বৃহস্পতির পালা তাই।
এখন তোমার খেলায় রাং রূপা হয়,
ও তোমার গোবরে শালুক ফোটায়॥
সবে সাবাস কলির বেটা বলে বলিহারি দেয়,
চোকে ধুল দিলে যাহক কল্লে মজা ভাই॥
পোঁটাচুন্নির চন্নবিলাস, বলবে তোমায় যে বেটা, ও তার
(ভোলা মন!) পুড়িয়ে তুমি একদিনেতে কর ছাই॥

কীর্ত্তনাঙ্গ।

শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীচণারবিন্দ, মকরন্দ পান কর মনভৃঙ্গ।
বিষয়-কেতকী-কাননে ভ্রম কি, সে বনে ভ্রম যে বনে ত্রিভঙ্গ।
বৃন্দাবন-প্রেম্‌-সরোবর মধ্য, অনন্ত-রূপের কোটি গোপী পদ্ম,
পদ্ম মধ্যে নীলপদ্ম রাকাপদ্ম, ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যাঁর মৃণাল সঙ্গ।
ব্রজের মধুর কৃষ্ণ মধুর মুরতি, মধুর শ্রীমতি বামে বিহরতি,
(যদি) রাখ রতিমতি, ঐ মধুর ভাব প্রতি,
মন মধুপুরে (যেন) দিও না ভঙ্গ॥
গুন্ গুন্ স্বরে গাও রাধা কৃষ্ণের গুণ, মধু পাবে যাবে ভবের ক্ষুধাগুণ,
বাড়িবে সদ্‌গুণ, ত্যজিবে বিগুণ,
নির্গুণ গোবিন্দ গায় গুণ-প্রসঙ্গ॥৩৭০৯॥

কবির সুর।

দেশ মজালে ছেলে বকালে, মাগীর লাজ খেলে।
(যত) খ্যাদান ছেলে মিলে জুলে, থিয়েটার খুলিলে॥
কেলে বুড়ী হতভাগী, যারা সব মস্ত মাগী,
চূণ মেখে সেজে পরী, ছোঁড়াদের মন ভুলালে।
(যত) বাঙ্গাল কাপ্তেন আর বাপখেকো ছেলে মজালে।
ছোঁড়াদের বুদ্ধি বেশ, মাগীদের সাজায় সরেশ,
কাউকে সাজায় "কৃষ্ণ" "বিষ্ণু" কাউকে সাজায় মহেশ।
তিনকুলখেকো বেশ্যা যারা, দেবতা সাজে বেশ॥
বামনা এবার নারদ সেজে, ভক্ত হয়ে ভক্তিতে মজে,
মাগীদের পায়ে পড়ে, দণ্ডবৎ করে সবিশেষ;—
এর চেয়ে মজা আর কি আছে সরেশ!
দুনিয়ার চিড়িয়াখানা, সেথা ভুলে মন আর যেওনা॥
সব আপদ ঘুচে যায়, এ সব ছোঁড়া গেলে,
এমন সুখের দিন ভাই! বল কবে মিলে?৩৭১০॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

যাইব সাগরে, আশা-নগরে, তোমারে আশিষ করিতে রায়।
দেশে দেশে আমি করি শ্রবণ, তোমার কন্যা করেছে পণ,
আন হে রাজন, দেখিব কেমন, রাজাগণ নাকি হারি পলায়।
বিচারে যদ্যপি জিনিতে পারি, ঘুটাব সিদ্ধি করিব নারী,
আমি যদি হারি, দাস হব তারি, জটা মুড়াইব তাঁহারি পায়॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

জগত জীবন জগবন্ধু।
কৃপাময় করুণাসিন্ধু, শুনেছি পুরাণে কয়, পুনর্জ্জন্ম নাহি হয়,
হেরিলে তোমার মুখ ইন্দু॥
এ ঘোর ভবাধি বারি, হেরি হরি ভয়ে মরি,
ত্যজ ছল বল বল, কিসে তরি সিন্ধু।
তোমার কটাক্ষ হলে, তরি বারি অবহেলে,
বাহুতুলে যাই চলে, বোধ করি বিন্দু॥
লীলা করেন নারায়ণ, নীলাচলে অনুক্ষণ, সঙ্গে ভদ্রা বলভদ্র সুদর্শন;
বসে বিভু শ্রীমন্দিরে,রতন'পরে,মোক্ষধাম,ক্ষেত্রধাম,দক্ষিণেতে সিন্ধু॥
ধন্য সে অক্ষয় বট,ধন্য সে উড়িষ্যা মঠ,নাহি তথা খল শঠ,লম্পট কপট
ধন্য সে আঠার নালা, পুরী মাঝে লক্ষ শিলা,
আনন্দ বাজারে মেলা, মিলি ভাই বন্ধু॥
ধন্য সে উড়িষ্যা দেশ, নাহি তথা দ্বেষাদ্বেষ,
বর্ণভেদ নাহি করে সকলেতে বন্ধু;
চণ্ডালে আনিলে অন্ন, বিপ্রেতে করে গ্রহণ,
জগবন্ধু ধন্য ধন্য, দরিদ্রের বন্ধু॥
কখন বা বৈকুণ্ঠে, কখন কালিন্দী তটে,
কভু যশোদা নিকটে, যুগল করপুটে;
কখন বা কুরুক্ষেত্রে, কখন বা শ্রীক্ষেত্রে,
কখন বা বটপত্রে ক্ষিরোদ সিন্ধু॥
কৈবল্য অমূল্যধন, ব্রহ্মা পাইয়ে কারণ,
কুকুর বদন হতে লইলেন এক বিন্দু;
আপনারে ধন্য মানি, আপনি সে পদ্মযোনী,
জগবন্ধুর কাহিনী, কহে খগ ইন্দু॥৩৭১২॥

বাউলের সুর—আড়াখেমটা।

চল দেখি মন দু-জনে যাই হরি তল্লাসে।
সোজাপথে না গেলে মন পস্তাবি শেষে॥
সনাতনের এমি ধারা, খুঁজে খুঁজে হবি সারা,
পথশ্রান্তে হলে আলা, হরিনাম শেষে।
যদি এ পথ ধর্‌তে পারো, তবে ভয় করিনে কারো,
শমন বেটা দমন কালে, ভাবিবি রে বশে॥
দ্বিজ কেদার এই ভণে, মিছে মায়ার বশে কেনে,
হরিনামের ঝুলি নে রে, বেড়াই প্রবাসে॥৩৭১৩॥

ফকিরের গান।

হি হি হি হি হাসে ফিক্ ফিক্ ফিক্!
মা বাপের কোক্ষে বেটা ঘর করেছে আলো।
সেই যে ভাজন, বেটা পেয়েছে যে জনা;
নিরবধি মার অঞ্চলে বাঁধা কাঁচা সোণা।
মা রোজ আনে রোজ ভাঙ্গায় রোজ বসিয়ে খায়,
বেটা হতে ধনের নেওয়া ঘরে বসে পায়;
যে নেওয়ার যে বস্তা ঘরে বসে মেলে,
মলে দেবে থান কাপড় ছেল্‌কা নেদে গলে।
থান কাপড় করবে দাপন সেই বেটীর কাম।
মৃত্যুকালে কর্ণে শুনায় কেবল হরি নাম॥৩৭১৪॥

দেশ মিশ্র—একতালা।

ভাঙলো না তোর মায়ার ঘুম।
বিষয় মদে, চক্ষু মুদে, শুয়ে আছ বেমালুম॥
ঐশ্বর্য্যের মাৎসর্য্যে তুমি মনে কর বাদ্‌শা রুম;
এ প্রপঞ্চ এক সাজ সেজেছ, ঠিক যেন ভাই হাতুম্ থুম্॥
তোর সঙ্গের ছটা, বড় ঠেঁটা, ওদের চটা বেমালুম;
জ্ঞান অনলে, দে না জ্বেলে, করে হরি পূজার হুম্॥
(গোলা) পায়রার বাচ্ছা, পূষে বাছা, শুক ভেবে তায় খাচ্চ চুম্;
ও না বলবে কৃষ্ণ, শুনবি স্পষ্ট, ডাকবে বলে বাকুম্ কুম্॥
(এখন) দারা পুত্র জ্ঞাতি গোত্র সকলে শুনছে হুকুম্;
শিব নেত্র হবা মাত্র, আপনি হ'বি রে নির্ঘুম্॥
রবিসুতের দূতে ধরবে, হবে রে মজা মালুম্;
কৃমি হদে, দেবে গেদে, দ্বিপদে দিয়ে তুড়ুম॥
সুর ব্রহ্ম, না জেনে মর্ম্ম সাধ বসে তাহুম্ তুম্;
রাগেতে তোর, নাই অনুরাগ, কে শোনে তোর ঝিঁঝিট লুম্।
কপট ভক্তির, বিষম জ্যোতি, বাহ্যাড়ম্বর বড়ই ধূম;
খগ ভণে, সাধন বিনে, দেহ গেহ শ্মশান ভূম্॥৩৭১৫॥

টপ্পা—অড়খেমটা।

বাহোয়া কি বাহার,সৌরভে গা উল্‌সে উঠে লাগলে গায়েফুলের হ
যারা ছিল উচু ডালে, নাগাল পাইল হাত বাড়ালে,
মুচকে ডাল ভেঙ্গে দিলে, ঘুরে গেল নাওয়া খাওয়া॥৩৭১৬

বাউলের সুর—খেমটা।

শক্তিপূজা কথার কথা না। যদি কথার কথা হত, চিরদিন ভারত,
শক্তি পূজে শক্তিহীন হত না।
কেবল ঢাকের গরনায়, ঢাকের বাজনায়, শক্তিপূজা হয় না,
একমনোবিল্বদল, ভক্তিগঙ্গাজল, শতদল দিলে হয় সাধনা।
দিলে আতপ অন্ন, কি মিষ্টান্ন, মা যে তাতে ভোলে না;
কেবল জ্ঞানদীপ জ্বেলে, একান্তধূপ দিলে, ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা
বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা, মা সে বলি লন না;
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থকর নাশ, বলিদান কর বিলাস-বাসনা।
কাঙ্গাল কর কাতরে, জাত বিচারে শক্তিপূজা হয় না;
সকল বর্ণ এক হয়ে, ডাক মা বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না (ও ভাই) ॥৩৭১৭॥

কালাংড়া—দাদরা।

নিশি হলো ভোর, ডাক্‌চে ভোঁদড়, প্রাণনাথ কেন এলো না,
এত সাধের পড়ে রৈল ঘেটু ফুলের বিছানা।
ফর্সা হলো পূর্ব্বদিক, গেলা যায় না পানের পিক,
আস্তাবেতে দিচ্ছে চিড়িক, হিড়িকে প্রাণ বাঁচে না ॥৩৭১৮॥

বিভাস—আড়াখেমটা।

তোর রাজার কি রাজ্য, করিস্ তার কি মাৎসর্য্য,
আমার মায়ের ঐশ্বর্য্য জাননা।
বিধি যাঁর আজ্ঞাকারী, কুবের হন যাঁর ভাণ্ডারী,
ত্রিপুরারি করেন মায়ের সাধনা।
চরণে দিলে ভর, ধরা যায় রসাতল,
তলাতল কম্পে ভয়ে মগনা ॥৩৭১৯॥

পিলু-ভৈরবী—খেমটা।

আমি দুঃখিনী মালিনী, আর আমার কে আছে।
সাজায়ে সাজি ডালা, রাজ-ভবনে দুবেলা,
যাওয়া আসা করি সদা, রাজ-নন্দিনীর কাছে।
মল্লিকা মালতি জাতি, শেফালি বকুল যুঁথি,
সুগন্ধ গোলাপ কত, বাগানেতে শোভিছে ॥৩৭২০॥

ভৈরবী—খেমটা।

মান করোনা কমলিনী, করি তোর পিরীষের আশা,
শুবরে পোকার কমল তুমি আমায় কল্লে বাদুড়-চোষা।
চাকরি করি, ছ'পোণ কড়ি, তুমি চাও প্রাণ ঢাকাই সাড়ি,
তোমার জন্যে করে চুরি, জেলখানা কি করবো বাসা॥৩৭২১॥

মুলতান—আড়খেমটা।

তোর পিরীতে সব পোয়ালাম, বাকি কেবল টুকনী নিতে।
পাতা লতা কুড়িয়ে মলেম, পারলেম না আগুন পোয়াতে॥
তোর পিরীতের এমনি মজা, ঘর থাকতে হয় বাবুই ভেজা,
যেমন মজা, তেমনি সাজা, দিলি রে তুই বিধিমতে॥৩৭২২॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ছেপকা।

ভালা, তেলাকি, মাসকি লে'ইয়া গাগরিয়া।
জটধারিণী যোগিনী, কামিনীয়া॥
বাগমে যাতি, এ ফুল চুনি চুনি লাতি,
ভালা হার গাঁথে, ওরে মালেনীয়া॥৩৭২৩॥

সারং-মিশ্র—পটতাল।

দ্যাখ্‌, দ্যাখ্‌, দ্যাখ্‌, দ্যাখ্‌, দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌, গেল মাগী মারা
ছেলে ছেলে করে হলো দিশেহারা;
দ্যাখ্‌ না দ্যাখ্‌ না, বোঝনা বোঝনা, ধিক্ ধিক্ ধিক্!
খেলে খেলে খেলে, খেলে ওরে ছেলে, বাঁচে না বাঁচে না এ কথা ঠিক্,
তাই তাই তাই, তাই বলে যাই, কথা যদি শোনে তবু বাঁচে ছাই;
যাই যাই যাই, তাকাই তাকাই,
মিছে—একি বাঁচে, আর কাজ নাই;
ঐ যমদূতে, এলো ওরে নিতে,৩৭২৪॥

ভৈরবী—খেমটা।

বাবু নগদি রোজগার, সব সে গুলজার,
নকরি ঝকমারি, বাবু পরেস্তাজার।
কাম হামারি, পরেস্তাজারি(বাবু) কাহে বোলাও কেলুয়া ঝাড়ু বরদার।
হরদম হাজির, কাহে বোলাতি,
কাঁহা রয়তে কেলুয়া ঝাড়ু বরদার॥৩৭২৫॥

(তেওট—মহড়া।)

কোথা যাবে হরি, ব্রজশূন্য করি, রথে আজ কেন দয়াময় ?
কেন প্রতিকূল গোকুলে, কি দোষে নিদয় হলে ? রাধানাথ !
অকূলে গোকুল ভাসালে! কেন কি সাধে সাধ বাদ,প্রেমসাধে কালাচাঁদ
এ বিষাদ গোপিকার কি প্রাণে সয় ?৩৭২৬॥

তেওট—মহড়া (খাদ)।

ওহে করুণা-নিধান ! রাখ মান, কেন করহে নিরাশ্রয় ?

তেওট—মহড়া (ফুকা)।

গোপীর আর কেহ নাই, এই গোকুলে, ব্রজনাথ !
রাখ রাখ শ্যাম, একবার ফিরে চাও, যেওনা প্রাণহরি, প্রাণ হরি হে,
বিনয় করি চরণকমলে শ্যাম !

(ছোট চৌতাল ফুকা)।

বৃন্দাবন-বিলাসিনী, প্রেমময়ী কমলিনী,
অনাথিনী পাগলিনী যেন হে ! ঐ পথের মাঝে পড়ে দেখ হে !

(ছুটকিলে ফুকা)।

এ কি প্রমাদ করে কিশোরী ! ঐ দেখ ! শ্যাম শ্যাম শ্যাম ওহে !
কোথায় কৃষ্ণ বলে জ্ঞান-হারা, দুনয়নে বহে ধারা,
ভাসে তাহে বদন-কমল !
স্বর্ণলতা ধরাসনে, মলিনে শ্রীহীনে হে, দেখনা শ্রীহরি।

(তেওট—মেলতা)।

রাধার যে দশা চক্ষে হেরি, বাঁচে না বাঁচে প্যারী,
অকালে হলো হরি, কি প্রলয় !৩৭৩১॥

টোড়ি ভৈরবী—আড়খেমটা।

কেলুয়া তোর পিরীতেরে একি হলো আমারে,
তিলেক না দেখতে পেলে প্রাণ কেমন করে।
নাম ধরে ডাকলে পরে, থাকৃতে পারিনে ঘরে,
দাঁড়ালে মাথা ঘোরে, যৌবনের ভরে ॥৩৭৩২॥

খাম্বাজ—খেমটা।

আরে কি বাণ মারিলি প্রাণ চাইয়া রে।
যেন মক্কা থেকে সেখচে ফকির দাঁত-কপাটী মেরে॥
আমার বাড়ী যাইও বঁধু বসতে দিমু পীড়া;
জলপান করিতে দিমু সরু ধানের চিড়া রে॥
তুমি ত সুন্দর ন্যায়া ফাঁকি দিয়া যাও ভাই রে,
আর তোমার লেগে আমি কেবল মার খাইয়া মলাম রে॥
তুমিত সুন্দর মুখ তোর তরে এত দুঃখ সই রে,
এবার বিচ্ছেদ জ্বরে, প্রেম-বিকারে বাঁচি কি না বাঁচি রে।৩৭৩২॥

বসন্ত-বাহার—কাওয়ালী।

তোম্ তোম্ তা না না না, ললনা নিরাশ হয়োনা।
সতীর সাধনার জয় হয় হয় রে॥
কান্ত কান্ত করি ভ্রান্ত কি হইলে,
প্রশান্ত ভাবটী তব একান্ত তেয়াগিলে,
ধৈর্য্য-তরি, আ মরি, নিরাশানীরে ডুবাইলে।
ধাকেটে তাক্ তাক্ ধুমকেটে তাক্ ধেলাং,
ধা ধা কেটে কেটে তাক্ তাক্ ধেলাং,
সই লো মিলে হবে আশা পূর্ণ, তাক্ তাক্ ধেলাং॥৩৭৩৩॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

যাবে কি পারিবে যেতে—ত্যজি চির বাসস্থান?
তোমার সাধের কুঞ্জ—চিরপ্রিয় লীলোদ্যান;
চিরকাল উষাপিয়ে, এবে যাবে তেয়াগিয়ে,
কাঁদিবে না হৃদয় কি ব্যথিত হবেনা প্রাণ॥
আজি হতে ঘর দ্বার, হল আহা অন্ধকার,
গৃহের উজল আলো হলো আজ নিরবাণ;
তোমার এ গৃহে আর, ফিরিবে কি পুনর্ব্বার,
আবার আসিবে গৃহে তম হবে অবসান॥৩৭৩৪॥

বারোঁয়া—খেমটা।

পায়ে ধরি রাজকুমারি আজকের মত লওনা মালা;
অপরাধ ক্ষমা কর, কাল থেকে হবে না বেলা॥
গোড়া কেটে জল ঢালা, লাথি মেরে পায়ে পড়া, সোহাগ করা॥৩৭৩৫॥

সিন্ধুকাফি—একতালা।

গুলি হাড়কালী, মা কালীর মত রং।
টান্‌লে ছিটে, বেচায় ভিটে, বানায় যেন চুঁচড়োর সং॥
নেলো হুঁকো কাক্ক ভাঙ্গা, পাঁচ পো লম্বা বাঁশের চোঙ্গা,
কলসীর কানায় হুঁকোর নেঙ্গা, মরি কি বৈঠকের ঢং।
হাত পা সরু পেটটা ফোলে, কালী পড়ে ঠোঁটের তলে,
ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পথে চলে, বাতস্বলে জবড় জং॥
মুখে মারে মালশাট, অর্থাভাবে মুড়ীর চাট,
নানা ভঙ্গি ঠমক ঠাট, কথায় কথায় রেগে টং॥
এই নেশাটি সর্ব্বনেশে, ছিল ইহা চীনের দেশে,
চণ্ডু গুলির বড় পিসে, জন্মস্থান এদের হংকং।
খগবরেতে বর্ণয়ে, নেশায় আত্ম বিস্মরিয়ে,
স্বপ্ন দেখেন চেটায় শুয়ে, সা-জাদার সোনার পালং॥৩৭৩৬॥

পরজ-বাহার, তাল—কাওয়ালী।

শারদে বরদে জ্ঞানদে জননী। বেদ মাতঃ বিদ্যা দাত্রী জড় নাশিনী॥
সপ্ত স্বর তিন গ্রাম, একুশ মূর্চ্ছনা নাম, পুরাণে শুনি,
(জননী) বীণাযন্ত্র লয়ে করে, বাজাও মধুর স্বরে,
ড্রাড্রে ড্রারা ড্রারা, ছত্রিশ রাগিণী॥
ধেৎগেৎ্বন্ ধেৎগেৎ্বন্ তাকা থুনা সুনা সুনা, তাক্ কেটে গেদে ঘেনা,
গেদে ঘেনা, তাদেরে দানি (জননী) নাদ্রে দ্রেদ্রে তোম্ দ্রে দ্রেদ্রে,
২ দ্রেদ্রে, ২ তাক্ কেটে গেদে ঘেনা নিনি নিনি, নিনি॥
পুরবী, ভৈরবী, খট, যোগীয়া; বাগেশ্রী, ধনেশ্রী, ইমন পুরিয়া;
বাহার সোহিনী, (জননী) ভৈরোঁ, মালকোশ, শ্রী, হিণ্ডোল,
হেম, দীপক, সহ বাজে বীণাপাণি॥
কহে দীন খগবরে, তব নাম উচ্চৈঃস্বরে, গুণী গণে গান করে;
গো বীণাপাণী, (জননী) সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, সা;
নি, ধ, প, ম, গ, ঋ; সা, সঙ্গীত কারিণী॥৩৭৩৭॥

সোহিনী-বাহার—একতালা।

যদি ছাড়বো বল্লে ছাড়া যায় প্রেম সহজে, তবে কে কাজে মজে,
কে কারে শিখায় প্রণয়তত্ত্ব, যে করে সে আপনি মজে,
শোন্‌রে অলি অজা, এ কি রে তোর শিব-পূজা,
করলি করলি না করলি না করলি, শিকেয় তুলে রাখলি;—
এ যে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, মোয়ো উঠে চেগে॥৩৭৩৮॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—তাল পোস্তা।
লেট মি গো ওরে দ্বারী, আই ভিজিট টু বংশীধারী।
এসেছি ব্রজ হতে আমি ব্রজের ব্রজ নারী ॥
বেগ ইউ ডোরকিপর লেট মি গেট, আই ওয়াণ্ট টু সি ব্লক হেড
ফর হুম আওয়ার রাধে ডেড, আমি তারে সার্চ্চ করি ॥
শ্রীমতি রাধার কেনা সারভেণ্ট, এই দেখ আছে দাসখত এগ্রীমেণ্ট,
এখনি করব প্রেজেণ্ট, ব্রজপুরে লব ধরি ॥
(দাস খত দেখে ঘুচবে জারি)
ময়াল কারেক্টার শুন ওর, বটরথিব ননী চোর,
ব্ল্যাগার্ড রাখাল পুওর, চোর মথুরার দণ্ডধারী ॥
(রাখাল ভূপাল কপাল ভারি)
কহে আর, সি, দি, বার্ড কিং, বেলাক নান্‌সেন্স তেরি কানিং,
ফ্লুটেতে করে সিং, মজায়েছে রাই কিশোরী ॥
(কুল নাশা বাঁশী করে ধরি।)৩৭৩৯॥

দেবদাসীগণের গীত।
টান পোড়েছে আর কি থাকে প্রাণ।
বিকিয়ে গেছি যার পায়ে তার প্রাণ দিয়েছে টান ॥
বিনিসুতোর বাঁধন বড় দায়, বাঁধন খুললে খোলা যায়,
সহজে আর বাঁধা না যায়;—
বাঁধন খুলবোও না বাঁধবোও না রাখবো টানেটান ॥৩৭৪০॥

সরলার গীত।
কই কেউ বলে না আমায়, কাঁদো কাঁদো মুখে কেন ছলছল চায়,
কাঁদে সে এরা কেন কেঁদে ফিরে যায় ॥
আপনার মত আসে, আপনারে ভাল বাসে,
পরেরি মতন শেষে কোথা ভেসে যায়।
আপনি কাঁদিয়ে কেন পরের কাঁদায় ॥৩৭৪১॥

দেব-দাসীগণের—গীত।
মঙ্গল কর শিব সঙ্গিনী গো।
সদা সঙ্গে রহ, রণরঙ্গভূমে, রণরঙ্গিনী গো ॥
রণে অঙ্গ রাখো, রণরঙ্গে থাকো, ভুরুভঙ্গে মারি অরি-রক্ত মাখো;
রাখি বঙ্গবীরে, রাখো অঙ্গনারে; মা-মাতঙ্গিনী গো ॥৩৭৪২॥

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ-ঠুংরী।

নেশাতে ঢ্‌লুঢ্‌লু করে দুনয়ন,
কোথায় রহিল আমার সে বিধুবদন ॥
আগেতে না জেনে শুনে, এমন হবে সুরাপানে,
এখন আমি মরি প্রাণে, দেখে কোন জন ॥
করিয়ে মদেরি নেশা, ছাড়িয়ে প্রেয়সীর আশা,
এখন আমার এ দুর্দ্দশা, দেখে কোন জন ॥৩৭৪৩॥

কমলার গীত।

আমা দুঃখের হাসি দেখ্‌বি যদি আয়।
হাসি পাঁজর ভাঙ্গা বুকের মাঝে—লুকিয়ে রাখা বিষম দায় ॥
হাসি চোখের জলে ঠেলে ফেলে—উথলে ওঠে টোঠের গায় ॥
ও বোন্‌-অফুরন্ত কান্না আমার সয় না।
ও বোন্‌-দুর্ভাবনা ভাবলে ভাবা হয়না।
হোয়ে আশায় নিরাশ আশায় নিরাশ—আশাও শেষে রয় না ॥
হেথা কেউ কাঁদ্‌তে পাবে না।
হাসো এস—বাসবে ভাল—কাঁদবে পিরীত থাক্‌বে না ॥৩৭৪৪॥

কমলার—গীত।

মাজা ঘসা এই মুখখানি আজ—মলিন কেন বোন্‌।
রাঙ্গা টুক্‌টুকে ঠোঁট শুক্‌নো কেন—সজল দুনয়ন ॥
থাকি শূন্যমনে,চাহি শূন্যপানে,মহাশূন্যে শেষে—ভেসে যাইগো মিশে
নাহি অন্য কেহ, নাহি অন্য দেহ, শুধু শূন্য-প্রাণী-মেশা-দশটি দিশে ॥
ও বোন্‌—সইতে নারি কথার কথা—সইতে—পারি সব।
সব যাতনা সবাই সয় সইতে নারি রব ॥
আমার আশার বাসা ভেঙ্গেছে বোন—পাঁজর গেছে পুড়ে।
বনের পাখি মন কেড়ে নে—বনকে গেছে উড়ে ॥
পোড়া প্রাণের কথা শুন্‌বে কি।
আমার সাধের বীণার তার ছিঁড়ে—তান থামিয়েছি।
এই গান-ভরা প্রাণ—প্রাণের দায়ে—হারিয়েছি ॥
আমার মনের মানুষ ভেসে যায়;
ধরি ধরি পাই না ধরা—ওরে—ধোরে দেবে কে আমায় ॥
হেথা যে যায় সে আসে ফিরে—ফিরে আসে যায়;
যার যায় তার আর ফেরে না—তাইতে কান্না পায় ॥৩৭৪৫॥

উপেন্দ্রনাথের—গীত।

কই আরতো সে এল না।
এল—কেঁদে চোলে গেল কাঁদিতে তো রইল না।
দুঃখের দুঃখী সে—বুঝি ভালবাসা লইল না॥
এস—প্রাণ ভোরে কাঁদি যদি দিয়েছো দেখা;
এত দিন কেঁদে সুখ পাইনি সখা॥
সে আমার—আকাশের ধ্রুবতারা কুঞ্জে ফোটা ফুল।
কুটিরের কমলা সে—তটিনীর কুল,তরণীর বুকে গড়া কল্পনা পুতুল॥৩৭৪৬

উপেন্দ্রনাথের—গীত।

কেউ—কান্না কিনে কাঁদ্‌বি যদি যায়, এথা বিনিমূলে বিকিয়ে যায়॥
এ—সাধের কান্না ফুরাবে না সাধের সাথি হোতে চায়॥
আমার—সকলি ছিল হে, সকলি গিয়েছে, আছি তবু নাই হইয়া,
হাসি খুসি সব, হোয়েছে নীরব, আছি আঁখিজল লইয়া;
মানুষের বার, মানুষে কোরেছে, আশে পাশে ফিরি কাঁদিয়া॥
কাঁদি সেথা—কাঁদে যেথা প্রাণ।
হাসি ফেলে, আহা বোলে, শোনে পেতে কান॥
আঁখি নীরে-আঁখিনীর—করে হে প্রণাম॥
সে সুচারুকায় তরে পূজি বিধাতায়;
বিধি-চাঁদ নিঙাড়িয়া, তারায় মাজিয়া, ফোটাফুলে গঠি কায়—
বিধি—নব রবিকরে, জ্যোৎস্না মিশায়ে, রং ঢেলে দেছে তায়—
বিধি—তুলনা না পেয়ে, তুলেছে তুলিতে, তারে তারি তুলনায়॥
সে আমার—স্বপনের মত এল, স্বপনের মত গেল, সরিয়া;
এ ভাঙা পাঁজরে পোরা—পোড়া পরাণী রে সারা করিয়া॥
এই বুকের শোণিত নিয়া, আঁখির ভিতর দিয়া,বাহিরে বহায় দুধারায়,
দেখো সখে রেখো ধরে—সে রুধির ধারা,না ফুরায়—
দর দর ধারে যেন ধায়॥৩৭৪৭॥

উপেন্দ্রনাথ ও কমলের—গীত।

ধন্য সৃজন ধন্য পালন ধন্য নাশন শম্ভু।
ধন্য পূর্ণপরমানন্দ ধন্য খেলন শম্ভু॥
ধন্য ধরণী সলিল ধন্য, ধন্য অনল অনিল শূন্য,
ধন্য পঞ্চভূত বিভিন্ন ধন্য মিলন শম্ভু;
ধন্য পূর্ণমানবদেহ ধন্য গঠন শম্ভু॥৩৭৪৮॥

কমলা উপেন্দ্রনাথের—গীত।

কমলা।—ফেলে—একেবারে চলে গেছে যে।
ফিরে আসিবার আশা না রেখে,
কেন চোখে দেখা পাই না তবু মনে জাগে সে।
উপেন্দ্রনাথ।—ওরে—ভালবাসা ভালবেসে যে
ভালবাসা-বাসি ভাল রয় ভেবে—
তারে চোখে দেখা পায় না তবু মনে জাগে সে॥
কমলা।—ভালবাসা—ভালবাস কে বিরহী তুমি হে॥
উপেন্দ্রনাথ।—ভালবাসে—হেসে শেষে কেঁদে ফিরি আমি হে।
কমলা।—এস বঁধু এস এস, আধো আঁচরেতে বসো,
চিনেছি তোমারে তুমি আমারে হারা—
উপেন্দ্রনাথ।—আমি তোমারে হারা।
কমলা।—আমি তোমারে হারা—
উভয়ে।—এস হারানিধি ধরাধরি করি তুমি আমি হে॥৩৭৪৯॥

রক্ষিদ্বয়ের—গীত।

পুরা—পিয়ালা পিয়ালা সরাব পিয়া,
পুরা হরদম্ দিয়া সাকি ভরদম্ পিয়া।
পুরা জানিকো দেল্‌মেরা মস্‌গুল কিয়া,
পুরা কলেজা খুলকর্ বেলকুল্ লিয়া॥৩৭৫০॥

মধুমোসাহেবের—গীত।

রূপে আপন হারা, সে মধুরাধরে ঝরে মাধুরী ধারা॥
ভালবাসিতে যাচি,ভালবাসিলে বাঁচি,হাসিলে হাসিব হব নয়ন তারা;
না ভালবাসিলে কেঁদে হইব সারা॥৩৭৫১॥

জেলেখার—গীত।

আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা।
জনমের শোধ, ডাকি গো মা তোরে, কোলে তুলে নিতে আয় মা॥
পৃথিবীর কেউ ভাল তো বাসে না এ পৃথিবী ভালবাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি, সেথা যেতে প্রাণ যায় মা॥
বড় জ্বালা সোয়ে বাসনা ত্যজেছি, বড় দাগা পেয়ে কামনা ভুলেছি,
অনেক কেঁদেছি কাঁদিতে পারিনা; বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা।
মরণ হইতে, জ্বালার জগতে, কোলে তুলে নিতে আয় মা॥৩৭৫২॥

সাহানা—ঝাঁপতাল।

জয় দে বরদে বাণি! প্রসীদ জ্ঞান-দায়িনি?
অজ্ঞানান্ধকারে পড়ে, ডাকিতেছি মা তোমারে
জ্ঞানে দানে তার মোরে জীবে জ্ঞান-দায়িনি!
আপন সন্তান জ্ঞানে, দয়া কর এ অধমে,
রমাকান্তে নিজ গুণে জ্ঞান দেহ গো জননি।৩৭৫৩॥

তুলসী লীলা।

কে জানে কি চায়রে এ প্রাণ, অনুমানে মনে মনে না পাই সন্ধান॥
কি যেন কি নবভাব, হইতেছে আবির্ভাব;
বাসনা-সাগরে প্রাণে দিয়েছি ভাসান।
এলায়ে পড়িছে কায়, একি দায় হায় হায়;
অকূলে না দেখি কূল কিসে পাব ত্রাণ॥৩৭৫৪॥

ফুটেছে ফুলটি সাধের রেখেছি সঙ্গোপনে,
পবনায় আছে মালা আসেনি সুবাস হরণে॥
মনের সাধ মনে আছে, জানাইনে কারো কাছে;
পেয়েছি মনের মতন মন্মথ ধন এত দিনে;—
প্রাণ খুলে প্রাণ ফুল দিতে তাই সাধ করেছি শ্রীচরণে॥৩৭৫৫॥

সুজন সনে প্রেমে মিটিল আশ, ফুটিল রসাবেশে সরস ভাষ;
চিত উন্মাদিল, প্রীতি বিভাতিল, সোহাগে বিকশিল ফুল বিলাস;—
মরমে উথলিল উল্লাস রাস॥৩৭৫৬॥

ধর প্রাণ প্রাণনাথ দিনু চরণে, দেখো রেখো যতনে॥
দাসীরে দেখিও সদা কৃপানয়নে॥
মান রেখো মানিনীর, হৃদয় করিও স্থির;
মজিয়া থাকিতে দিও সুখ-স্বপনে,
আজিকার এ দিন যেন থাকে স্মরণে॥৩৭৫৭॥

কারণ পাথারে কাল তরঙ্গ ত্বরিত ধায়,
শিব আপনা হারা বক্ষে ভাসিয়ে যায়;
ভরীরবে মহাকাল, জাগাইয়ে দিক্‌পাল,
উলটি পালটি সদা বহায় প্রলয় বায়॥৩৭৫৮॥

কেন কেঁদে হবি সারা ধারা মুছে আয় মা।
কপালে কল্যাণী তোর সুমঙ্গল ভায় মা॥
যে আঁখি নাচিয়ে চায়, জলবিন্দু কেন তায়;
যে অধরে মাখা হাসি সে কেন শুখায় মা;
কাঁদিয়ে কাঁদাবি কেন মায়াময়ী মায় মা॥৩৭৫৯॥

মোহে মরম বীণা ললিতে মধুর বাজে;
মম প্রাণ উথলে ওঠে ধরতে সোহাগ রাজে॥
কুসুমে ভ্রমর বসেরে, আবেশে রসায় রসেরে;
বিবশা এলিয়ে পড়ে মিশায়ে হৃদয় মাঝে॥৩৭৬০॥

ওলো ব্যাকুলিত মন, অগোচরে ধীরে ধীরে ঝুরে দুনয়ন;
শিহরে মরম তল, হৃদয়ে যাতনানল;
শোণিত শুখায়ে যায় স্মরি কুস্বপন, শূন্য নয়নে হেরি শূন্য ত্রিভুবন৩৭৬১॥

সোণার শরীর কালি করোনালো নলিনী,
জাগিবে তপনবঁধূ প্রভাতিবে যামিনী॥
নিরাশা তিমির যাবে, ঊষার সমীর রবে;
হাসির লহরী পুনঃ উঠিবে বিনোদিনী;
মাতিয়ে মাতায়ো প্রেম মিলনে বিরহিনী॥৩৭৬২॥

গাওরে হরিনাম গান, শীতল হইবে তাপিত প্রাণ;
রাধিকারমণ, কালিয়ে বরণ, সুকোমল তনু সরল প্রাণ;
ভকত বিলাসী, সুধাহাস হাসি, মৃদুভাষে করে পিরীতি দান॥৩৭৬৩॥

কিরণে অপরূপ রূপিণী গো কালকামিনী;
চকিতে চমকে আঁখি ঝকে যেন দামিনী॥
আলু থালু কেশবেশ, হইল সমর শেষ;
শ্যামাঙ্গী শোণিতময়ী দিতিসুতনাশিনী॥
আকাশে মিশিল তান জয়া বিজয়ার গান;
পরমা প্রকৃতি সুরে বরাভয় দায়িনী॥৩৭৬৪॥

প্রেমেরি আসনে আসিয়ে বোস হে, লয়ে যাব প্রেমনিকেতনে॥
প্রেমগীত গেয়ে প্রেম বিলাইয়ে, মাতিব মাতাব প্রেমরণে॥
তৃষিত প্রেমিক ধর ধর প্রেম, জেগে ওঠ প্রেম পরশনে
প্রেমেরি গোলকে, প্রেমেরি পুলকে, মিলাব প্রেমিক প্রেমিকা সনে৩৭৬৫॥

কপালকুণ্ডলার গীত।

ওমা আমার যে তুই মায়ের মত মা।
তোর মহামায়া ছায়া মোর কায়া যে শ্যামা ॥
এই প্রাণপুষ্পে দিয়ে ডালি, তোর কোলে বসে বলি কালী,
(কোন) কামনা করি না কিছু যাচি না ক্ষমা ॥
ও রাঙ্গা চরণে শুধু হেরি সুষমা ॥৩৭৬৬॥

মেহেরউন্নিসার—গীত।

(মেরে)চিত চোরায়লি চতুর নেহারে হাসত না ভাবত আবকি বিচারে
রূপ না দেখত, গুণ না শুনত, পিয়াস না বুঝত প্রীত কি পেয়ারে।
সিনান করায়লি নয়ন আসারে ॥৩৭৬৭॥

মতিবিবির—গীত।

মজাব না মজ্‌বো না আর আপন মনে ভেসে যাই।
খুঁজে দেখে ব্যথার ব্যথী, মাথার মণি কোথায় পাই ॥৩৭৬৮॥

মেহেরউন্নিসার—গীত।

ভালবাসা ভুলি কেমনে। ভাল বোলে ভালবাসি অতি যতনে ॥
বাসিতে শিখেছি ভাল, ভাল সদা বাসি ভাল,
ভালবেসে থাকি ভাল, বিভোল মনে ॥৩৭৬৯॥

মতিবিবির—গীত।

আহা সে যে বেসেছে ভাল। সে তোমার তুমি তার আঁধারে আলো
ভাল সে বাসিতে ভাল, ভালবাসা বাসে ভাল,
তুমি ভাল আর তার সকলি কাল ॥৩৭৭০॥

বিলাসের—গীত।

প্রথম সমুঝে আরে বিদ্যাধুনে, তেরা কি ও গুণীজন সম্বারে।
সপ্তস্বর তিন গ্রাম একইশ মুরছন, বাইশ সুরতমা আনে ছানে
কোটিতানে সাধে নাদে ॥
আরোহী অবরোহী আস্থায়ী সঞ্চারী,
ওড়ব খাড়ব ভাবে বানায়ে রসসোঁ নাদে।
আরে অঙ্গ নামে রিঝে মিয়া তানসেন,
চুপ করহো মূঢ় কা বোলি বোলে বিখাদে ॥৩৭৭১॥

মতিবিবির—গীত।

(আহা) প্রাণ দিয়ে সই প্রাণের ছবি হাতে এঁকেছ।
তুলিতে ললিতে ভাল তুলে লয়েছ ॥
ভাল তুলেছ ললিত ঠাম, কমনীয় সম কাম,
চোখে মুখে ভালবাসা উছলে দেছ ॥
(ওলো) তুলিতে ললিতে ভাল তুলে লয়েছ ॥৩৭৭২॥

বাবাজানের—গীত।

বিয়ের ব্যাপার সব দেশে ; সব জাতে সব সমান সমান,
এক প্রাণে আর প্রাণ মেশে ॥
কানায় খোঁড়ায়, গলা খাঁদায়, হাঁদায় গোদায়, হারামজাদায়
বিয়ের হাটে হাট কোরে যায় সবাই কোনে বর বেশে;
কেউ কেনে সুখ, কেউ কেনে অসুখ,কেউ কাঁদে,কেউ যায় হেসে ॥৩৭৭৩

জেলেখার—গীত।

প্রেমের ভিখারিণী ভিক্ষা মাগে প্রাণপতি পাশে।
প্রেমলতিকারবেশে,পায়ে জড়ায় সে এসে ;
লতিয়ে পোড়ে শুকিয়ে না যায় রাখতে হয় আশে ॥
জ্ঞাতি বন্ধু দেশ দূরে রেখে সব, বিসর্জ্জন দিয়ে বিষয় বৈভব,
জীবনের আশা, শুধু ভালবাসা ;
দুঃখের দুখিনী সুখের সুখিনী হোতে চায় পতিবাসে ॥
যত দিন প্রাণ থাকিবে কায়ায়, থাকিবারে সাধ পতির ছায়ায়,
আয়ু শেষ হলে পতি পদতলে, পতি মুখপানে চাহিয়ে চাহিয়ে,
প্রাণ দেবে অনায়াসে।৩৭৭৪॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

আশারূপ তরুমূলে কেন বসে আছ মন ;
মিছে আশে ভুলি কেন হারাইছ সার ধন ॥
আশা করে ছিলে যত, সকলি হয়েছে হত,
চির জীবনের মত সবে হারালে এখন ॥
পিপাসায় আকুল হয়ে মরীচিকা পানে গিয়ে
বৃথা পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়াইলে মনাগুণ ;—
অসার সুখের আশে, রহিয়াছ গৃহপাশে
কি গতি হইবে শেষে রমাকান্তের ওরে মন।৩৭৭৫॥

গায়িকা বাঁদিগণের গীত।

সাহাজাদি নেহি কভি দিল্ দিয়া, কভি দিল্ লিয়া।
কভি নেহি রোতে ফিরে জান গিয়া, মেরা জান্ গিয়া॥
দিল্ দেনে ওয়ালী, লেনে ওয়ালী সব,
পহেলা দেকে, পিছে মাকে, লেনে মাঙ্গে তব,
নেহি মিলে ফিন্ রোতে ফিরে, জান্ গিয়া, মেরা জান্ গিয়া ৩৭৭৬॥

গায়িকা বাঁদিগণের গীত।

পরদেশীয়া পিয়া মেরা আচ্ছা জঁাহাবাজ্।
ক্যা তোফা সুরতী সাফ ক্যায়সা তোফা সাজ
রাৎ মিঠা, সাৎ সাৎ সাৎ রহে, সাচ মোসাহেব কা ঢং
কুত্তেকা তর নাচ না ফির না কুত্তেকা তর্ রং;
(মেরা দিল্) মিল জাগা যব ভাগজানা তব,
জরুরি পহেলা কাজ॥৩৭৭৭॥

গায়িকা বাঁদিগণের গীত।

পিয়ালা না সাফ হোনে দেও, ভরো হুঁ সাকী ফিন্।
হাতি কো পর হাওদা মেরে, ঘোড়েকোপর জীন্॥
চলনে হোগা দিল্ দেনে, দিল্ লেনে পিয়া সাথ্।
বোল্নে হোগা মিঠা বোলি, দিল্ লেনা দেনা বাত;
জানিকো দিল্ দরিয়া মেরা, উৎরানা সঙ্গিন্॥৩৭৭৮॥

জেলেখার—গীত।

পতিরতা সাধ্বী কি সাধিতে নারে। প্রিয় পতির তরে॥
নয়নে নয়ন হৃদে হৃদয় দিয়ে, অজস্র প্রেমবারি ধারা ঢালিয়ে,
জ্বলন্ত প্রিয় প্রেম তৃষা নিবারে॥
গৌরবে সম্পদে প্রেমালোক জ্বালিয়ে, আনন্দে পতিমুখ নেহারে৩৭৭৯॥

জেলেখার—গীত।

(ও তায়) সেধে শুধু কেঁদে সারা হই।
পায়ে ধরি যত তত পায়ে ঠেলা রই॥
না চাহিতে ধরে দিনু প্রাণ, ফিরে না চাহিল, ধরা দিল না পাষাণ,
সরমে মরম জ্বালা চুপে চুপে সই॥
ভালবাসা ভাল সবাকার, ভালবেসে শুধু হল না আমার;
বুক ফাটে মুখ ফুটে কারে বা কি কৈ॥৩৭৮০॥

জেলেখার—গীত।

(ও সে) আমায় কেন কাঁদায় দিবা রাত।
(সে তার) প্রাণের পানে চাইলে, বুকে সহায় শেলাঘাত॥
প্রাণেতে তার প্রেমের নিশানা, দেখতে পেয়ে চাই পেতে
তায় মানি না মানা;
পাই কি না পাই, সাধ কোরে তাই কচ্ছি দেহ পাত॥৩৭৮১॥

দেবেন্দ্রের—গীত।

ওরে তারে যে বড় ভালবাসি।
শুধু চোখের দেখা দেখে প্রাণে ভালবেসে আসি॥
না চাহিলে চেয়ে থাকি, সদা চোখে চোখে রাখি;
আঁখির মিলনে ক্ষণে বাসনা-সাগরে ভাসি॥৩৭৮২

কপালকুণ্ডলার—গীত।

(মা এরা আমায় বড় ভয় দেখায়;
ও মা মুক্তকেশী সর্ব্বনাশী, তোর সর্ব্বনেশে সব মজায়॥
আমায় হাসতে দেখে রাগ করে মা, কাঁদিয়ে ফেলে যেতে চায়;
তুই মহামায়া, তোর মায়ার মেয়ের চোখের জল মা কে মুছায়॥
তোর পঞ্চভূত ছয় রিপুতে কঠোর চোখে সদা চায়;
আমার জীবন মরণ শান্তি শরণ, তোর মা দুটি রাঙ্গা পায়॥৩৭৮৩॥

পেশমানের—গীত।

(সে যে) ধরা দিতে ধরা দেয় না; দেখা দিয়ে দেখা দেয় না॥
শুধু আশায় ভাসায় ফিরে চায় না; পিয়াসী পিয়িতে সুধা পায় না,
তাই পিয়াসী পিয়িতে সুধা পায় না॥৩৭৮৪॥

জেলেখার—গীত।

অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে; চাহিয়ে চাহিয়ে,
কাঁদে চকোরী, চাঁদে সুধা না পিয়ে॥
যৌবন জাগে, যাচে সোহাগে, প্রেমভিখারিণী নব অনুরাগে;
সাধে, বিষাদ আসে বাদ সাধিয়ে; অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে॥
থর থর কলেবর, নৈরাশ বিষধর, করিতে জর জর, রহিয়ে রহিয়ে;
ভালবাসা ভরা বুকে দংশে আসিয়ে।
অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে॥৩৭৮৫॥

পেশমানের—গীত।

বিদেশী বঁধু বিদেশিণী চায়; বিদেশে নিরাশে যেন জীবন না যায়॥
বিষাদিনী বিরহিণী, এলায়ে রেখেছে বাণী,
নয়ন সলিলে ধুয়ে ধরিয়ে ও পায়;
মুছাইয়ে কেশে শেষে ভালবাসা চায়;
বিদেশিনী ভালবাসা চায়॥৩৭৮৬॥

পেশমানের—গীত।

নাগরি লো নাগর ধরা দিয়েছে;
সোহাগ ভরে সুখসাগরে হেসে ভেসে এসেছে॥
চেয়েছে চাউনি ভাল, জ্বলেছে আশারি আলো,
বড় ভালবাস ভেবে, বুঝি ভালবেসেছে॥৩৭৮৭॥

বাগেশ্রী—আড়া।

বিমল আনন্দ ধারা চরিদিকে উথলিছে।
কত প্রাণ এক সনে মহোৎসবে মাতিয়াছে।
অভিমান পরিহরি, হীনভাব দূর করি,
জননীর প্রিয় কাজে প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছে।
কোথা গো জগত-পাতা, পরম মঙ্গল-দাতা,
শুভক্ষণে তোমা সবে প্রাণ ভোরে ডাকিতেছে;—
একটি বছর পরে, অনুপম প্রেম ভরে,
পুজিতে তব চরণ, কত আশে মিলিয়াছে;—
শুভ এ উৎসব দিনে, কৃপা-করুণা বরিষণে
স্নেহবাক্যে ডাক সবে তোমার আসন কাছে॥৩৭৮৮॥

কাফি—ঝাঁপতাল।

বাঁধ হে সবারে আজি প্রেমের বাঁধনে,
হৃদয়ের সখা যে, চাহিয়া তাঁর পানে এ সুখের সুদিন।
তাঁর কৃপা গুণে ফুল ফুটে ঘোর বনে,
রবি, শশী, তারা হাসে অসীম গগণে;
বিহগ করে গান কলকণ্ঠ উছলিয়া,
মধুর সুধার ধারা সুখে ঢালি পরাণে।—
জীবনসখা ছাড়ি, হইলে দিশে হারা,
সংসার-মরুর মাঝে বল রবে কেমনে।৩৭৮৯॥

বেহাগ—একতালা।

প্রেম-পাশে বাঁধা আজি ভাই বন্ধু এক মনে,
টুটে না বাঁধন যেন থেকো মিশে প্রাণে প্রাণে;
দ্বেষ হিংসা পরিহরি, হৃদয় বিমল করি,
সুমতি সহায় ধরি, দেশের হিত সাধনে।
জনম ভূমির তরে, যেন গো নয়ন ঝরে,
যেন গো বিরাগ ভরে জননীরে পাশরি নে;—
ঘুচে যাবে বিসম্বাদ, ঘটিবে না পরমাদ,
পাব দেব-আশীর্ব্বাদ, প্রিয়ব্রত উদ্যাপনে ॥৩৭৯০॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ওরে রে নির্ব্বোধ মন সুরা পিতে চাও যদি,
পিও না পিও না ওরে যেই সুরা বেচে মুদী;
কেন কেন পিবে বল শুঁড়ীর তৈয়ারী মদ,
পিও বিভু-প্রেম-সুরা সুখ পাবে নিরবধি ॥
এ মদের এম্নি গুণ, ওরে এম্নি গুণ বটে,
পিয়িলে অনা'সে পাবে তরিতে ভব-জলধি।
শুঁড়ীর বিক্রীত সুরা, পিয় যদি তুমি ওরে,
বিষম বিষে তাপে শুকাইবে জ্ঞান নদী;
কতক্ষণ পরে, যায় ঘুচি এ সুরার নেশা,
আমরণ ঘুচিবে না পিও সেই সুরা যদি;
ক্ষুধা তৃষ্ণা যাবে দূরে, মুক্ত হবে ভব-পাশে,
হবে না করিতে আর লোক সনে বাদাবাদি;
অতএব বলি মন, চাও যদি সুরা পিতে,
পিও বিভু-প্রেম সুরা সুখ পাবে নিরবধি ॥৩৭৯১॥

বসন্ত বাহার—কাওয়ালী।

দেহ বলি মোরে ওহে অনন্ত আকার?
কে করিল দান তব দেহ নিরাকার?
কে সৃজিল শশী ভানু, সুশোভিত তব তনু
কে সৃজিল সদাগতি, তোমার হৃদি বিহার?
প্রকৃতি ঈক্ষণ তরে, তারা-আঁখি কে তোমারে
প্রদানিল কোথা বল নিবাস তাঁহার?
যারেক উত্তর কর, হতে চায় দেহান্তর,
মানস বিহগ মম আদর্শনে তাঁর ॥৩৭৯২॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

অস্তাচলে যায় রবি, বহিছে সাঁঝের বায়;
পিতার দুয়ারে বসি কে গাইবে আয় আয়॥
মরমের গান গুলি, যতনে জাগায়ে তুলি,
কাঁদিয়া সকলে মেলি এস গো শুনাই তাঁয়;
স্বদেশের হিত তরে দুটি হাত যোড় করে,
বর মাগি সকাতরে তাঁহার অভয় পায়।
এ মহা শ্মশান-মাঝে, কি আর মোদের আছে,
তাঁরে ছেড়ে কার কাছে বল গো পাব আশ্রয়?
ভাই বন্ধু সবে মিলে, ডাকি তাঁরে প্রাণ খুলে,
তাঁহার প্রসাদ-বলে আর কি মোদের ভয়॥৩৭১৩॥

পুরবী—আড়া।

নিবিয়াছে কোলাহল, থেমেছে বিহগ-গান;
প্রকৃতি কি চারু ভূষা করিয়াছে পরিধান!
মৃদুল মধুর বায় শান্তির প্রবাহ বয়,
সুখে কিবা উথলিয় বিমোহিত মনঃ প্রাণ;
যাঁহার প্রসাদ বলে মিলিয়াছি দলে দলে,
তাঁহার চরণ তলে করি আশা সমর্পণ॥৩৭১৪॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কে তরাবে ভবার্ণবে দীনবন্ধু তোমা বিনে,
পড়িয়াছি ভব ঘোরে স্থান দেহ শ্রীচরণে;
ভবসিন্ধু তরিবারে, ভাবি নাহি হে তোমারে,
পদতরি দিয়ে মোরে, উদ্ধারহ নিজগুণে;
কাতরে বিনয় করি, দাসে কূলে লেও হরি
রমাকান্তে কৃপা করি, তার এ ঘোর দুর্দ্দিনে॥৩৭১৫॥

সাহানা—ঝাঁপতাল।

কোথা ওহে দয়াময় শ্রীমধুসূদন; অসময়ে দেখা দেও বিপদ-ভঞ্জন।
তোমারি নামের গুণে, তরে পাপী তাপী জনে,
দাসে কৃপা বিতরণে, তার ওহে জনার্দ্দন।
পড়িয়ে ঘোর বিপাকে, রমাকান্ত তোমায় ডাকে
পদতরি দিয়ে তাকে রাখহ এখন॥৩৭১৬॥

মুলতান—কাওয়ালী।

হের মা ভারতি দীনে বীণাপাণি বরাননে!
কর প্রাণ সুশীতল তব কৃপা-পয়ো দানে।
মানস-আগারে জ্বলে দুঃখের ভীষণানল,
পুত্র দুখ কে বুঝিবে ত্রিভুবনে মাতা বিনে॥
তব কৃপা আশে প্রাণ, এতক্ষণ ভাসমান,
জীর্ণদেহ-তরি নিয়ে ভবসিন্ধু বনে;
যদি হও কর্ণধার, তবে হই ভব-পার
নতুবা ডুবিব জলে জীর্ণ তনু মনে;
যদি না কর গো দয়া, অয়ি মাতঃ শ্বেতকায়া!
আক্ষেপি ক্ষণেক প্রাণ ত্যজিব চরণে॥৩৭৯৭॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

প্রণমামি পদে মাত শ্বেত সরোজ-বাসিনি!
অজ্ঞান সন্তানে জ্ঞান, প্রদান জ্ঞান-দায়িনি!
করুণার গুণে তব, প্রকৃতি সন্তান সব,
তরি ঘোর দুখার্ণব হইতেছে মহাজ্ঞানী॥
তুমি দয়া যার প্রতি, করেছ মাতঃ ভারতি!
এবে সে ধীমান অতি, গুণে তব গো জননি!
বাল্মীকাদি কালিদাস, ভবভূতি বেদব্যাস
গাহিলা তব সুযশ তোমার প্রসাদে বাণি!
মা তব করুণা আশে, আসিয়াছি তব পাশে,
বিতরি করুণা দাসে, মুক্তকর বাগ্বাদিনি!
পড়ি অন্ধকার ভ্রান্তে, ডাকিতেছে রমাকান্তে
স্থান দিয়ে পদপ্রান্তে, সুস্থ কর বীণাপাণি॥৩৭৯৮॥

সিন্ধু মধ্যমান—ঠেকা।

এ হীন বেশে কেমনে রবে হায়! কত দিন রবে ডুবিয়া তিমিরে?
কত কাল ভ্রমিবে হয়ে পথহারা,
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই রহি দূরে দূরে, হায় রে!৩৭৯৯॥

কপালকুণ্ডলার—গীত।

কোলে তুলে নে মা কালী, কালের কোলে দিসনে ফেলে;
বড় জ্বালায় জ্বলেছি যে মা, যেতে দে জয় কালী বোলে॥
কাঁদতে ভাল পাঠিয়েছিলি, কেঁদে কালী হোলেম কালি;
আমার ইহকালের সাধ মিটেছে, রাখিস পায়ে পরকালে॥৩৮০০॥

ইমন্ ভূপালী—আড়াঠেকা।

দয়াময় নারায়ণ ভাব ওরে ভ্রান্ত মন।
মুকুন্দ মধুসূদন পাপ-তাপ-বিনাশন।
সংসার মায়ায় ভুলে, রহিয়াছ কুতূহলে,
ভাবিলে না অন্তকালে কি হবে রে মূঢ় মন?
পরিহরি মায়াধার, কর হরি নাম সার,
ভাব রে মন অনিবার সেই পতিত-পাবন;
ত্যজ দেহ গর্ব্বমনে, দমি ষড় রিপুগণে,
ভাব সেই নিরঞ্জনে, জীবের মুক্তি বিধান;
রমাকান্তের অন্তকালে, যবে ধরিবে রে কালে
কে তরাবে সেই কালে বিনা শ্রীমধুসূদন ॥৩৮০১॥

সংকীর্ত্তন।

একবার হরি হরি বল রে মন, যাবে যাতনা;
যাঁরে ভাবলে পাপ দূরে যাবে রে শমন ভয় আর রবে না।
ও মন বৃথা কাজে কাটালে জীবন,
কি জবাব দেবে শমন এসে ধর্‌বে রে যখন;
তখন হরির নাম ভরসা বিনা আর কিছু সম্বল রবে না।
দারাসুত-মায়াজালে পড় না রে মন,
পড়িলে এই বিষম পাশে মুক্তি নাই কখন,
(ওমন) মায়া-বন্ধন ছিন্ন করে সার কর হরি-ভজনা ॥৩৮০২॥

সংকীর্ত্তন।

প্রেমানন্দে বল হরি দুঃখ দূরে যাবে রে,
দুঃখ দূরে যাবে রে মন, পাপ দূরে যাবে রে।
(দিন বৃথায় গেল রে) না ভাবিলে নারায়ণে মানব-জনম নিয়ে রে,
(জন্ম বৃথা গেল রে) ভবার্ণবে পার হইতে কিছুইত কর নি রে
(তোর কি গতি হবে রে) ভবে ত্রাণ চাও যদি একবার হরি বল রে,
(পাপদূরে যাবে রে) নামামৃত পান করিলে পুণ্যধামে চল রে
(শমন-ভয় রবে না রে) ॥৩৮০৩॥

ধুন সারঙ্গ—কাওয়ালী।

মরি মাধুরী ধ'র কিবা কুঞ্জবন।
নবীন নয়বরে নব নাগরী নবীন কুসুম-হারে করে বরণ ॥৩৮০৪॥

মুলতান—দাদরা।

আমরি আমরি মরি মধুর মিলন।
রতিপাশে শোভে যেন মকর কেতন॥
নলিনী মলিন রূপে, অপরূপ হেন রূপে,
বিরূপে বিষাদে কাঁদে ফিরায়ে নয়ন,
ভ্রমরা ঝঙ্কার কর, সুখে গাও পিকবর,
সুতানে প্রণয় তানে মাতুক ভুবন॥৩৮০৫॥

প্রাণ যারে চায়, প্রাণ দিয়ে তায়, চায়না কেন প্রাণ।
সে আপনা হারা, মাতোয়ারা, দেখ চাঁদ বয়ান॥
তার সনে তার কখন পরিচয়. সুধালে তাই কয়না কথা মৌন ভরে রয়
সে যদি আপনা বেচে, বাড়ায় আপন মান।
ফুলের হাঁসি চাঁদের বুকের পর, কে যেন তায় বেঁধেছিল ঘর,
সেথায় তারে দিবানিশি করে সে সন্ধান,
কেঁদে কেঁদে দেখতে পেলে তার, সরম ভরে দূরে সরে যায়
মরা প্রাণে যায় ডেকে তার প্রেমের উজান বাণ,
ডাকুলে তারে একটু ইশারায়, লুটিয়ে পড়ে চরণে মিলায়
সে আত্মদানে আপনা সুখী চায়না প্রতিদান॥৩৮০৬॥

বাউলের সুর—খেমটা।

মেয়ের গৌরব বেড়ে গেছে পূর্ব্বাপর, তারে কমাইতে কি পারবে নর॥
এক হস্তে মুণ্ড দোলে, আর হস্তে অসি ধরে,
ঐ শ্যামা-মায়ের চরণতলে রে, দেখ বুক পেতেছেন দিগম্বর।
অযোধ্যাতে দশরথ নামে ছিল দণ্ডধর,
রাজা আপন পুত্র বনে দিল রে, মেয়ের কথাতে চৌদ্দ বৎসর।
বৃন্দাবনে নিধুবনে বাজল বাঁশী মনোহর।
ঐ শ্রীরাধিকার মান ভাঙ্গিতে রে, রাইয়ের চরণ কৃষ্ণের শিরোপর
বিলাত হইতে আইসে হুকুম, সেই হুকুমে অস্ত্র ধর।
দেখ সাহেবের হুকুম হতে রে, ও তার বিবির হুকুম হয় জবর॥৩৮০৭॥

খাম্বাজ—পোস্তা।

কোন্ স্যাকরাতে গড়েছে তোমার নঙ্গ নোলকদানা,
ইচ্ছে হয় হই মরিলে, ঐ নোলোকের সোনা॥
প্রেমানলে হয় দাহন, রস নাই করাও রসান,
দর্শনে হয় পীড়ন; ওলো চন্দ্রাননা॥৩৮০৮॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

মা তোমার কু-মতি,এ কেমন রীতি,তুমি নাকি বৌকে সহিতে পার না।
এ নবীন বয়েসে, দুবেলা রাঁধে সে,তুমি বেটী একটু নড়ে বসো না॥
যে অঙ্গ দেখিলে, অনঙ্গ শিহরে, তারে তুমি পাঠাও বারি আনিবারে;
পূর্ণ কুম্ভ যখন, সেগো কক্ষে ধরে,
শ্রীঅঙ্গে কত পায় গো বেদনা ॥৩৮০৯॥

ঝিঁঝিট—খেমটা।

ভোমরা রে তোর পায়ে ধরি, আর যেওনা কারো বাড়ী,
লোকে নানা কথা বলে, তোর জ্বালায় যে জ্বলে মরি ॥
এত করে খাওয়াই মধু, তোর জেতের স্বভাব এই রে,
কাল ছিলি নলিনীর ঘরে, করে ছিলি মধু চুরি ॥৩৮১০॥

কাম—কাম নাম মম. ধাম ধরণী পর নর নারী হৃদয় নলিনে।
ফুটন্ত সেথা কলি. জাগন্ত যেথা অলি,
সেথা ভ লবাসাতে হাসাতে আমি কাঁদাইতে আসিনে॥
ফুলে অলি ঢালে প্রাণ, ফুটে উঠে ফুলকলি দেয় প্রতিদান
চায় ফুলবান বুকে পায় কভু না চাহিলে হানিনে ॥
বসন্ত—আমি বসন্ত ভালবাসি তাই,
আবেগে উল্লাসে আশে আবেশে জাগাই।
মলয়া—আমি মলয়া বহাই, কুহরিত পিকমুখে পিরীত বিলাই
সকলে—সদা জীবন্ত অনুরাগে, ঘুমন্ত প্রেমজাগে
প্রাণে প্রাণে মিলাতে কামনা করি, দাগা দিতে জানিনে ॥৩৮১১॥

সোনামুখী পাখীটী আমার। সুখে দুখে সাথিটি আশার নিরাশার॥
পাখা দুটী বিছাইয়ে, উড়োতো উধাও হোয়ে,
বোলো তাঁরে আমি যারে জানি আপনার॥
নীরব সে বীণা বিনা এ বীণার তার ॥৩৮১২॥

ওসে ভালবাসে যদি তবে বলে না কেন, মুখ ফুটে বলেনা কেন।
ভাসা ভাসা ভালবাসা সয়না না যেন, আহা সই সয়ো না যেন ॥
দেখাও দেখসে প্রাণ, লও কর প্রেমদান,
চেনা দিয়ে চিনে লও চতুর হেন, চিত্তচোর চতুরে হেন ॥৩৮১৩॥

আহামরি মরি ! বেস্‌তো ভাল বেসেছো
বেস্ বেস্ বেস্ বশ কোরেছ, বাস্‌তে ভাল শিখিয়েছো
দুটি দুটির পানে চাও, মুখভরা হাস, বুকভরা প্রেম নিতুই নূতন পাও,
বেস্ বেস্ বেস্ বেস্ শিখেছো প্রেম পিয়াসা মিটিয়েছো ॥৩৮১৪॥

প্রাণ জিনিতে শিখেছি প্রেম পাঠ, ভাল বাসাবাসি নহে নাটুয়ার নাট
সরল পীরিতি মেলা, প্রাণ ধরা ধরি খেলা,
ক্ষণে ধরা বাঁধাবাঁধি খুলিবে না ঝাঁট,
জীবনে মরণে দুঁহু চলে এক বাট ॥৩৮১৫॥

প্রাণে ভাল বাসাবাসি বাসনা আমার।
সবশে বিবশা বঁধু সোহাগে তোমার ॥
ভাব যা ভাবনা মোর দোঁহে দোঁহা ভাবে ভোর,
মিলে মিশে মিটে যায় আশা লালসার ॥৩৮১৬॥

ইমন্‌কল্যান—আড়াঠেকা।

নয়ন ফিরায়ে দেখি নয়ন রঞ্জন, বিধাতার বিধি বশে সবে নিমগন।
বেগবতী স্রোতস্বতী, তরঙ্গে টলায়ে ক্ষিতি
তাঁরি আজ্ঞাধীন হয়ে করিছে গমন।
ঘোরে রবি শশী তারা, কতগ্রহ পথ হারা,
তিনিই সবারি সার সবারি জীবন ॥৩৮১৭॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রেম মগনা রমণী মণি নেহার লো।
সুখ শিখর নিকরে নিহার লো ॥
শত শ্বেতমণি, সুর শিরোমণি, নব কিরণে সুধার আধা: লো ॥৩৮১৮॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

দেখ লো স্বজনি ধনি রমনীর শিরোমণি।
হাঁসিছে বিমল হাঁসি আনত আননখানি ॥
হেরি চারু জটাভার, ধারা ধরে ধরাধর,
কিবা মধুর অধর, মাধুরি আধার মানি,
ঢল ঢল দুনয়ন, যেন কাম শরাসন,
নলিনী মৃণালে যেন সুগোল যুগল পাণি ॥৩৮১৮॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—খেমটা।

আহা মরি মরি কিবা মাধুরি, হাসিছে সুখ সহচরি॥
করিয়ে মঙ্গল গান, তুলিব সুতানে তান
পোহাল প্রণয়াকাশে শেষে সর্ব্বরী॥৩৮১৯॥

পাহাড়ি ঝংলা—ঠুংরী।

প্রাণনাথ প্রাণ মন দিয়েছি তোমারে হে।
ভালবাসি মধু হাসি মধুর অধরে হে॥
দেখো নাথ দেখো দেখো, অধিনীরে মনে রেখো
বিরহ বিষম দাহে যেন না জ্বলি—
অন্তরে অন্তর রেখে দেখি প্রাণ ভোরে হে॥৩৮২০॥

বেহাগ—আড়া।

অধরে অমৃত ধর দিবা যামিনী। পল্লব মৃণাল দল, নেত্র নীল উৎপল
করতল শতদল চরণ নবনলিনী—
হেনমুখে মাখা হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
হৃদয়ে রাখিব সদা মনোমোহিনী॥৩৮২১॥

পুকুর পানে লতা কেনে ফোঁস ফোঁসালি।
ভাইতোর ভাড়্লো খুলি পড়্লি মরা, লতা তুই জাল খোয়ালি।
ধেঁইয়া রে ধেঁইয়া ধাঁই ধাঁই ধাঁই;
টাঙির চোটে টুক্‌রো হবি, হল্‌দি মেখে পেটে যাবি,
আর ফণা ধরবিনি রে থাকবি হাড়্‌ডি থালি;
বেঁইয়া রে বেঁইয়া বাঁই বাঁই বাঁই॥
ক্যানে লতা তুই মলি, ব্যাং করবে কুলি,
তারে মানবে নারে দিনে দুপুরে, তোরে দিবে গালি,
হাঁইয়া রে হাঁইয়া হাঁই হাঁই হাঁই॥৩৮২২॥

পাহাড়ী—লোফা।

(বিধিরে) দারুণ অনলে কেন করিছ দহন।
অমরী করিয়ে মিছে করেছ সৃজন॥
অমরী না হলে পর, জীবন যেতে অন্তরে,
জীবন, জীবন ধনে করেছে-কাল হরণ॥৩৮২৩॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেনলো শূন্য কানন হেরি। কোথা গেল নব নব নাগরী॥
সুখ প্রেমবনে, সুখে নাথ সনে, মজেছিল প্রেম ভাবে,
সে সুখ ত্যজিয়ে মদনে মথিয়ে, কোথা গেল নবীনা নাগরী॥৩৮২৪॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রাণধনে প্রেমবশে দুনয়ন। আশারি আমার হারে করিছে রোদন॥
বিরহ বিষম বাণে, ব্যথিত জীবন হায়, দিবানিশি হয় দহন॥৩৮২৫॥

বেহাগ।

যুগল মিলন হেরে আঁখি জুড়াব। আনন্দ সংগীতে পুন বাসর মাতাব॥
অচল চরণে লয়ে পুন নাচাব, সুখের সাগর নীরে হৃদি ভাসাব॥
নব সখিগণে মিলে সাধ পুরাব॥৩৮২৬॥

ভাল ভেবে বড় ভালবেসেছি সখি,ভাল বঁধু ভাল তুমি বাসতো দেখি।
মানে মানে ত্যজ মান, প্রাণে কর প্রাণদান,
ভাবিনীর ভাবে প্রেম ভাব নিরখি;
ভাল ভাল ভাল বঁধু বাসতো দেখি॥৩৮২৭॥

আহা আমার যে বোল সকলি ফুরায়,
যত সাধ মনে আজ মনেতে মিলায়।
আপনায় দিয়ে পরে, পরেরে আপনা কোরে,
মগ্ন প্রেম স্বপ্ন সুখে ছিনু এ ধরায়,
ভাঙ্গিল স্বপন সব ধুয়ে মুছে যায়॥৩৮২৮॥

প্রেমবশে প্রাণ হারিয়ে হারাবে, প্রাণ বঁধুয়ারে যে পায়ে ধরাবে।
মরে বাঁচায় সাধ হবে, সাধে বিষাদ না রবে
সুধা পিয়ো পিয়ো প্রাণভোরে পিয়ো, ফিরে নাগর চাঁদ পাবে॥৩৮২৯॥

দীননাথ আর দিন কি পাব না,
সাধনা কামনা সকলই কি প্রভু ফুরায়ে যাবে।
খেলা ধুলা ফেলে, কেঁদে যাব চলে, করুণা নয়নে ফিরে না চাবে।
দয়া যদি দাতা না কর দীনায়, অনাথায় যদি নাহি রাখ পায়,
দয়া ধর্ম্ম দান তাহোলে ধরায়. কে শিখাবে কেবা শিখিতে চাবে।
দীননাথ নামে কলঙ্ক রটিবে, সান্ত্বনা না দিলে বেদনা পাবে॥৩৮৩০॥

আহা নিরদয় দয়িত তুমি চিরতরে বিদায় দিলে,
মথিয়ে মমতা মায়া রূপ মোহে মোহিত হোলে।
গর্ভে সুসন্তান স্থান নাহি পায়, মাতৃকায়া সহ মাতা তার যায়,
জ্বলিতে না জ্বলিতে দীপ অবহেলে নিভায়ে দিলে।
খেলিতে না খেলিতে খেলা জীবলীলা হরিয়া নিলে ॥৩৮৩১॥

প্রমোদ—নারী কি বুঝাতে নারে বুঝিতে নারি।
লীলা—নরে যঃ বুঝিতে পারে বুঝাতে পারি ॥
প্রমোদ—বুঝি না বুঝিতে পারি, বুঝি মায়াময়ী নারী,
মহানাটকের মহা নায়িকা নারী, মহা আঁধারের মহাদীপক নারী,
মহাসাগরের ধ্রুব তারকা নারী, মহাপ্রবাসের চির সঙ্গিনী নারী,
নরহৃদি বেদনা নিবারিনী নারী, উজলে মধুরা ধরা ধারিণী নারী ॥
লীলা—নরে না বুঝিলে নারী, নরে না বুঝিতে পারি,
নারী নয়নের নর আঁধার হারী, নারী বেদনার নর নয়নবারি,
নারী জীবনের নর জীবনীধারী, নারী নাটকের নর নটবিহারী,
নারী প্রতিমার নর গঠনকারী, নারী সাধনার নর নরেরি নারী৩৮৩২

ধরার মরণ প্রাণের স্বপন ঘুমভেঙে যায় ধরায় পার;
জীব জাগো, জীব জাগো, বলে ডাকছে কালে অনিবার।
কর্ম্মফলে জন্ম ভবে হয়, কর্ম্মে জীব জন্ম পুন লয়,
কর্ম্মগুণে জন্মময়ী জীবন্মুক্ত সবার সার ॥৩৮৩৩॥

ছি ছি ছি নরের জন্ম নরের কর্ম্ম নরের ধর্ম্ম বোঝা ভার।
লোভে নর, প্রাণ পুরুষে কায়ায় পুষে কোচ্ছে সদা হাহাকার॥
কারুর হাসি কান্না, কান্না হাসি কেউ তোষে কেউ রোষের রাশি,
স্বর্গ নরক পুণ্য পাপে কেউ বোঝে না নাই বোঝাবার ॥৩৮৩৪॥

পতিত এ পাতকী ডাকে। পতিব্রতা, পুণ্যবতী সতী পতি বিপাকে॥
পাপে তপ্ত চিত্তকায়, অনুতাপে না জুড়ায়
পরিতপ্ত প্রাণারাম তোষ আসি আশাকে,
প্রাণ নিছি প্রাণ দিছি আমা ভেবে তোমাকে,
প্রিয়ে পতিত এ পাতকী ডাকে ॥৩৮৩৫॥

ছি ছি কি লাজের কথা লাজের মাথা খেয়েছো,
পায় দোদল কাল সোণার কমল
আজ পেতে সাধ হোতেছো ॥৩৮৩৬॥

নিলাজ বঁধু হে—
যদি চাইতে পার চেয়ে দেখ সতী এলো ওই।
ও চোখে চাহনি নাই—প্রাণের চাহনি চাই,
চোখের দেখায় আশ মেটেনা প্রাণের দেখা চাই॥
নিলাজ বঁধু হে—
যদি চাইতে পার চেয়ে দেখ সতী এলো ওই।৩৮৩৭॥

যে ভুল চাহনি চাহি যে আঁখি মজিল হায় মজালে আমায়।
সে ভুল চাহনি চাহিতে আর চাহিনা সে আঁখি আজ উপাড়ি হেলায়॥
যে ভুল বুঝিয়ে ভুলে পায়ে ঠেলে ছিলে হায় অকালে আমায়,
সে ভুল ভুলিয়ে গেছি চেয়ে আছি আগের সে চাহনি আশায়;
যে তাপ দিয়েছ প্রাণে যে পাপ কোরেছ পর প্রেম-লালসায়,
সে তাপ গিয়েছে প্রাণে সে পাপ ধুয়েছো অনুতাপের সেবায়॥৩৮৩৮॥

ভাল চাওতো হে নাগর বড় চাইছে নাগরী,
ফিরে চাও চাও ফিরে চাউনি নিতে চাও সোহাগ করি।
ভুরুধনুকে দিয়ে টান, হান বাঁকা নয়নবাণ,
ফিরে বাণ মেরে প্রাণ বুক পেতে নাও ত্বরাত্বরি॥৩৮৩৯॥

তুমি যাঁর তাঁরি থাক, আমার আমায় নিতে দাও।
চিনিয়ে দিছি চিনে নিছি সখা আমি নিই তুমি নাও॥
তোমরা ফুটে থাক দুটী ফুল,
আমরা দেখে শিখে সাধে ফুটে উঠি দুটী নবীন মুকুল।
আমি আমার পানে চাই, তুমি তোমার পানে চাও।৩৮৪০॥

আমোদ প্রমোদ—কাম কামনা পর প্রেমলালসা মোহ টুটিল রে।
লীলা ললিতা—প্রেম নায়কে পুন প্রেম নায়িকা প্রাণ সঁপিল রে॥
অপ্সরীগণ—ভাল মিলিল রে, পুন হারাণ প্রাণে প্রাণ ফিরিল রে॥
রূপ—মোহিল দহিল মহাপ্রাণী
গুণ—কে দাহ জুড়াল, প্রেম অমৃতদানী,
রূপ গরিমা গেল, গুণ মহিমা হোল
পিরীতে প্রিয়াপ্রিয় পূজিল রে ভাল মিলিল রে॥৩৮৪১॥

পিলু—খেমটা।

চল চল বিনোদিনী, বন-বিলাসিনী।
প্রেমময়, ফুলচয়, কানন কামিনী, দেখ সুচারুহাসিনী॥৩৮৪২॥

খাম্বাজ—দাদরা।

সত্যি সখি বনের মাঝে ফুল ফোটে।
আঁট্ কে রাখ থাক্‌বে না প্রাণ, পায়েতে সই যায় লুটে॥
স্বপ্ন কি সই বুঝতে নারি হায়,
আপন যদি হয় সখি পর প্রাণতো তাইতে চায়,
আছে মনের কথা মনে মনে মন বোঝেনা তাই ছোটে॥৩৮৫৩॥

সারঙ্গ—একতালা।

হা,হা হু হু হু হুঁ হি হি হি হুম্ হুম্ হুম্ হুম্। সন্ সন্ সন্,হন্ হন্ হন্,
ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্, লক্ লক্ লক্, চক্ চক্ চক্, চাকুম্-চাকুম্ চুম্॥
মার্ মার্ মার্ মার্ থর্ থর্ থর্ তর্ তর্ তর্ পিব পিব পিব হি হি হি
ঠক্ ঠক্ ঠক্ বাজে করতালে, ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ কপালে কপালে।
চিকি চিকি চিকি ধিকি ধিকি ধিকি ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝুম্॥৩৮৬৪॥

চল্ যাই চল্ যাই চল্ চল্ চল্ চল্ যাই লো যাই
ওই লো ওই ওই লো ওই ওই ওই ওই ওই ওই ওই ওই ওই
নিদিলি দেয় ঝিঁঝির ঝাই
হাতে হাতে ধরাধরি, হেলা দোলা চাতর মেলা
বাদার জলে দলে দলে খেলা
কিলি কিলি খিলি খিলি হেসে ভেসে-কুয়াসায় চল সেথায়—
হিলি হিলি হিলি হিলি সাঁই সাঁই সাঁই॥৩৮৫৫॥

তর্ তর্ তর্ তর্ ফর্ ফর্ ফর্ ফর্ ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ নিশি যায়।
কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ সোঁ সোঁ সোঁ সোঁ কাঁদুনি ওই লো যায়॥
গর্ গর্ গর্ গর্ ফর্ ফর্ ফর্ ফর্ চলে চল্
ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফুস্ ফুস্ ফুস্ ফুস্ খুনের কাণে কথা বল॥
চক্ চক্ ঝক্ মক্ ঝক্ মক্ কেলে মেঘে বিজলী আর খেলি,
দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ খোঁজে মোদের সে কোথায় যাই সেথায়
জুটে পুটে মিঠে মিঠে সোনাই তায় মাতে যায় আয় আয় আয়॥

এনেছি ভাতার ধরা ফাঁদ, তোরে ধরে দিব সোণার চাঁদ॥
যদি কারু হুড়কো থাকে, ব'লেদি তুকো তাকে,
প্রাণ যারে চাহ তার কাছে হায় তুমোর কে রাখে;
গঞ্জনা হয় পেয়োনাপায়ে ধ'রে-পড়ে কাঁদ॥৩৮৫৭॥

ধলা কালী কটা লালী মিলে জুলে চলে যায়,
ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্
টম্ টম্ ঝম্ ঝম্ বাদবে মাতবে রণারণি হানাহানি খুন্ ॥
মেঘের কোলে সোণা জলে, যে যেখানে চলে বলে আয় আয় আয়
আয় আয় কুয়াসায়, আয় আয় ঘূর্ণীবায়
ঘুরে ফিরে সুরে সারে আয় আয় গাই
ডাকি ভাই আয় সবাই, কর গান তোল তান
গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ ॥৩৮৫৮॥

দুল্ খেয়ে ঝুল খেয়ে চাপি মাচড়ের উপড়োয়।
হাঁপ ছেড়ে গে ছায়ে বসি হাওয়া ঝুর ঝুরোয় ॥
ফের ঝাঁপি ফের চাপি থাবা থাবা ভাত ঠেসে দে
ফকুরের মায়ের পেট পুড়োয় ॥৩৮৫৯॥

কেলে বনে এলি মোর মন ভুলালি।
এখন কেনে এত টালাটালি ॥
এ তোর বেইমানি, হামি কি আগে জানি,
মিঠি মিঠি তোর বাত কি মানি,
হামি বনের পাখি, বনে ঘুরি ফিরি বনে থাকি;
হামলি বসলি কাছে কুল মজালি।
ভাল বুঝে নিব তোর চতুরালি ॥৩৮৬০॥

হেন নিদারুণ বাণী, কেন বল দেবযোনি, কাঁদে তাহে শাকুল পরাণ।
জীবন সর্ব্বস্বধন, সেই একটী রতন, সঁপেছি তাহারে মন প্রাণ।
বিরহে কাতরা হিয়ে, দেহ তারে মিলাইয়ে
শোকরাশি হোক অবসান ॥৩৮৬১॥

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

দুঃখিনী জীবন ধন ত্যজিয়ে সুখ কাননে।
কোথা গেলে অকস্মাৎ প্রবোধ মানে না মনে ॥
বল দেখি বেগবতী কোথা মম প্রাণপতি,
বিয়োগ বিধুরা অতি হয়েছি প্রাণেশ বিনে।
সহেনারে এ যাতনা ব্যাকুলা বিরহ রাগে ॥৩৮৬২॥

ঝিঁঝিট—খেমটা।

যাও ভ্রমরা মনচোরা প্রাণ গেলে কব না কথা,
বকুলে আর নানা ফুলে, ভ্রম তুমি যথা তথা।
বেঁচে আছি যার কিরণে, দিয়ে ব্যথা তারি প্রাণে,
তুষি তোমায় প্রাণপণে, সে কথাতো নয় অন্যথা ॥৩৮৬৩॥

কীর্ত্তন—তুক।

মান করে তুই রইলি বসে, ওলো মানের গরবিনী।
(তোর) কুল গেল, শীল গেল পেছু পেছু নোড়া গেল ;
এখন (তুই) বাটনা বেটে খাবি কিসে ॥৩৮৬৪॥

খাম্বাজ—খেমটা।

চাই ঘী, আমি ঘী বেচি।
ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বলি, ধর্ম্ম একগাড় করেছি।
হিন্দু মুসলমান, ফরাসি জর্ম্মান, ব্রাহ্ম বৌদ্ধ উড়ে ইংলিসম্যান,
খোট্টা মাড়ওয়ারি, সন্ন্যাসী ফকিরী,
জৈন আদি যত ধর্ম্ম সব ধর্ম্মে ঢুকেছি ॥
শুন ঘীয়ের পরিচয়, মিশন সমুদয়,
পাঁঠা ভেড়া শুয়ার গরু ঘোড়ার চর্ব্বি মিশিয়েছি ;
এই ঘীয়ের জোড়ে কোরে রাড়ীর কত পোলা কোলে দিয়েছি ;
প্রাইভেট টিউসন হয় না দেখে, এখন ঘীয়ের ব্যবসা ধরেছি ॥৩৮৬৫॥

সারঙ্গ—আদ্ধা।

চুং চাং চুং চাং, জুং জাং জুং জাং, চাকুম্ চাকুম্ চুম্,
টুং টাং টুং টাং, ডুং ডাং ডুং ডাং, ছাকুম ছাকুম ছুম্ ॥
রিং রিং রিং, লিং লিং লিং,
চেং নানা চেং নানা, জিম্ জিম্ জিম্ জিম্ জিম্ ॥৩৮৬৬॥

ইটালিয়ান ঝিঁঝিট—কার্পা।

'প'য়ে আমি পরি, থিয়েটর করি।
পবলিক প্রাইভেটে যেখানে সেখানে ঘুরি।
মানিনা ছোট, মানিনা বড়, যে নেয় আমায় ;
বাবু নিয়ে ঝগড়া করি কথায় কথায় ;
তাড়িয়ে দিলে ঢোক্‌বার জন্যে খোসামোদ করি ॥৩৮৬৭॥

খাখাজ ঝিঁঝিট—পোস্তা।

কি কারখানা লো যমুনা হেরি তোর ; আ মরি কি কপাল জোর !
আপনি হোসেন, নিত্য আসেন, করে যায় লো নিশি ভোর।
হোসেন দেখিয়ে বুজরুকী, তোর ভেঙ্গে দিলে রামচাকী,
পেঁয়াজ রসুন ছালন মাগণী করলি ধান্‌নাকি ;
ছিলি উড়ে, হ'লি নেড়ে, দরগার দোর ক'রে সদর !
এবার মহরম এলে, বুক চাপড়াবি হোসেন বলে,
সান্‌কি করোয়া বদ্‌না ফেলে, মাণিকতলায় দিবি গোর ॥৩৮৬৮॥

ভৈরবী—পোস্তা।

কলিকালে কতই খেলা, সবই আজগুবি।
ভাতার মলে প্রেমের দায়ে সেজেছি গো ভৈরবী ॥
এ সাজ মন্দ নয়, ধরা পড়বার নাহি ভয়,
আয়লো বিধবাচয়, বিরহজ্বালা কাটাবি।
লোকে জানে ধর্ম্ম করি, সে সব যেন ফক্কিকারি,
ত্রিশূল নিয়ে ঘুরি ফিরি, দল বাড়াবো বলে ;
শুনলো ওলো কড়ে রাঁড়ি, মদনজ্বালা সহ্য করি,
কেন রবি ঘরে বসি, আয়লো ভৈরবী সাজিবি ॥৩৮৬৯॥

মোল্লার—দাদরা।

আমরা চার জনে চার চলানে,এসেছি পরিচয় দিতে সভার মাঝখানে।
আমার নাম যোসেফ খৃষ্টান, আমার নাম রহিম মুসলমান,
আমি খোট্টা রাধাকিশন, আমি ব্রাহ্মণ মধুসূদন,
এক সঙ্গে চলবো মোরা কোন ধর্ম্ম মানিনে।
আমি খাই শূয়োর কেক্ রুটি, আমি খাই গরু পাউরুটী,
আমি খাই চানা ছ মুটি,
আলোচাল খেয়ে মরি লাজে বাঁচিনে,
যে যার ধর্ম্ম ছেড়ে চল এক ধর্ম্ম মেনে ॥৩৮৭০॥

সিন্ধুকাফি—আড়খেমটা।

রাধা বই আর নাইকে আমার, রাধা বলে বেড়াই ছুটে,
সে যে আমার প্রেমের কলসী আমি যে তার নন্দা ঘুটে।
খুঁজে এলাম পাড়া পাড়া, কোথাও তার পেলেম না সাড়া,
শুনলেম নাকি ক'জন ছোঁড়া, ধরেছে তায় জুটে পুটে ॥৩৮৭১॥

পিলু বারোঁয়া—ঠুংরী।

আমরা সব পুরুষ হয়েছি।
মিন্সেদের কলকৌশলে, মিন্সেদের ফেলেছি ॥
ছিলাম পিঞ্জরে আঁটা, ধর্‌তে হত ঘরে ঝাঁটা,
এখন দেখ্‌ কাচা আঁটা, ও দায় থেকে বেঁচেছি ॥
বাজাব পিয়ানা ফ্লুট, পায়ে টেনে দিব বুট,
গাড়ি চড়ে মার্‌ব ছুট, যারে প্রাণ স'পেছি ॥
মিন্সেরা কামাবে গোঁপ, আমরা সব রাখবো গোঁপ,
ঝোপ বুঝে মার্‌বো কোপ, যখন হাতে পেয়েছি ॥৩৮৭২॥

জংলা পূরবী—একতালা।

দিন গেল রয়না, মন কচ্চ কি ভাবনা ?
যারে বল্‌ছ আমার, কেহ নয়ে তোমার,
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু, দারা নহে আপনার,
মায়া ঘোরে চক্ষু বুজে কিছু দেখনা ;
এই যে গাড়ীজুড়ি, বল্‌ছ লাক টাকার বাড়ী,
বাঁধবে যখন দিয়ে দড়ি, ধরবে শমনা,
কোথা রবে এ সব ধ্বজা, একবার ভাব না।
(যখন) তুল্‌বে দড়ির খাটে, শোয়াবে চেলাকাটে,
নুড় জ্বেলে দেবে মুখে তাকি জান না,
তাই বলি মায়া ছেড়ে ফকিরী লওনা ॥৩৮৭৩॥

জংলা পিলু—খেমটা।

গুণের ভ্রাতার, দেখ তোমার এসেছে কনে।
ওরে বিয়া কর্‌বো বলে আমি এনু এখানে ॥
জেতে মুদ্দফরাস, কাশীমিত্রের ঘাটে বাস,
মড়াপোড়া কানি করি, খাট কাঁথা নিই টেনে ॥
আমি কোম্পানির চাকর,
গাদায় মরা পোড়াবার ভার আছে আমার উপর ;
ছুঁচো বেড়াল কুকুর শেয়াল, মারি গো দিনে,
মিউনিসিপাল দয়া করে দেন দু চার আনা দিনে ;
মড়া পোড়া হলে রাঁধি চিতার আগুনে ;
কনে তোমায় রাখবো সুখে শ্মশান মাঝখানে ॥৩৮৭৪॥

বেহাগ—পোস্তা।

আমাদের হল এ কি দায়।
মাগীদের স্বাধীন করে প্রাণ বেরিয়ে যায়॥
খাইয়ে স্বাধীনতা ওষুধ, হতে নাস্তানাবুদ,
সাজালে কি এক অদ্ভুত, বাঁদরের মতন বুঝায়;
মাগীরা হয়েছে খাঁড়া, আমাদের প্রাণে মরা,
ছেড়ে দিয়ে রাঁধা বাড়া, এখন চাবুক যে চালায়;
মাগীদের স্বাধীন করে, মাথার ঘাম পায়ে পড়ে,
বশে আনবো কেমন করে, ভাবছি হাত দে মাথায়॥৩৮৭৫॥

—•—

খম্বাজ—দাদরা।

সাদি করবো বলে আমি এসেছি হেথায়।
জেতে মুচি সদা অশুচি, ঘৃণা করে দেখলে আমায়॥
আমি সব কাজে মজবুত, শ্লিপার চটি হাণ্টিং ইস্প্রিং তয়ের করি বুট,
(আমার) রাত হলে সিঁদ কাটি, ঘরে পয়সা যদি না কুলায়।
নাম ধরি মুচি বেহারি, নূতন জুতা পুরান জুতা সব সারতে পারি,
সেলাই জুতিয়ে, জুতিয়ে বুরুষ বলে হাঁক মারি রাস্তায়॥
আমি ভাগাড়ে ফিরি, কলাপাতায় বিষ খাইয়ে গরু মারি,
ঢোলক তবলা ছাইতে পারি, থাকি আমি দমদমায়॥৩৮৭৬॥

—

সুরট খাম্বাজ—পোস্তা।

কোথাকার ফচকে ছোঁড়া লো, দিদি দম্ দিয়ে কুল মজিয়ে গেল।
হাদে লো বড় দিদি, আমারে বাঁচাও যদি,
চিত্ত চঞ্চল, মন টলমল, করে কেবল, বাঁচিনে লো॥
বাগানের পূর্ব্ব ধারে, কি প্রেম শিখলে মোরে,
লাগায়ে দম, লোটে যৌবন, বধে জীবন, বাঁচিনে লো॥৩৮৭৭॥

—

মুলতান—আড়খেমটা।

মজার তারিপ ফুল ফুটেছে বাহোবা কি বাহোয়া।
সৌরভে প্রাণ উলসে ওঠে, লাগলে গায়ে ফুলের হাওয়া॥
জাতি যুথি সেফালিকে, টগর গোলাপ কাটমল্লিকে,
কেবল কুঁড়ি তুলতে গিয়ে, মুরিয়ে দিলে নাওয়া খাওয়া॥
যারা ছিল উঁচু ডালে, নাগাল পাইনে হাত বাড়ালে,
বিকসিত অপরাজিতে, সব সময় যায় না পাওয়া॥৩৮৭৮॥

—

পিলু বারোঁয়া—দাদরা।

সুখের বিয়ে মোদের হয়ে গেল রে, ডাবা মাথায় দিয়ে ঘরে যাই রে।
নয়ানে বেটা খুড়ীর বিয়ে দিলে, কত কি হবে এই কলিকালে॥
আজব সহরে দেখ নূতন ধর্ম্ম রে,বাপ ভাই মা ভগিনী সবে বসে রে—
গোল্লায় যায় বুঝি হিন্দুয়ানি রে॥৩৮৭৯॥

ললিত—আড়খেমটা।

কই সে জেলেনী আমার প্রাণ,
ও সে কমনে গেল, তার লেগে প্রাণ আকুল হল।
হাতেতে তার বাউরি চুরি, জেলেনীর কানে দোলে ঝুমকো ঢেঁড়ী,
পরণে আহ্লাদে শাড়ী, রূপে করে জগৎ আলো॥৩৮৮০॥

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

প্রণমামি নারায়ণি! দেব জগদ্ধাত্রি, বেদ-প্রসবিনী।
দুর্গমে দুঃখ-হারিণী, সুগমে সুখ-দায়িনী,
তোমার অনন্ত মায়া কে বুঝিবে তারিণি?
নির্গুণ ব্রহ্ম-রূপিণী, সুর-সুখ-প্রদায়িনী,
অম্বিকা শিবানী বাণী, মহাবৃষভ-বাহিনী;—
বৈষ্ণবী শক্তি-রূপিণী, ভক্তহৃদি নিবাসিনী,
হরমনোমোহিনি! দাও 'বামে' চরণ-তরণী॥৩৮৮১॥

বিহঙ্গ—পটল।

বন-ফুল মধু পান, বনে বনে করি গান,
মোরা বন বিহঙ্গিনী লো।
বনে বনে ভ্রমি,-বন ফুল চুমি, মোরা বন-বিলাসিনী লো।
বনফুল হারে বাঁধিলো কবরী, বনফুল হার হৃদয়ে ধরি,
মোরা বন-ফুল হার অঙ্গিনী লো॥৩৮৮২॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

ওঁ নমামি অম্বিকে! নমি তোমায় বার বার;
পদে ধরি বল মাতঃ, কেমনে হব গো পার।
অজ্ঞানতা-অন্ধকার, ঘিরিয়াছে চারিধার,
কৃপা করি বল মাতঃ, কেমনে হব গো পার;—
আশা-সমুদ্রের মাঝে, ভাসিতেছি নানা সাজে,
চারি দিকে চেয়েও যে নাহি-হেরি পরপার॥৩৮৮৩॥

টোরি ভৈরবী—কাওয়ালী।

কে এলো রে রণে শবোপরে ;
ঘোর বেশে এলোকেশে, ভীম রবে নাশে দানবে,
হুহুঙ্কার ছাড়ে ভীমস্বরে।
মেদিনী কম্পিত চরণ-ভরে, গভীর নাদ করে সমরে,
অসি করে, তিলেকে নিধন প্রলয় করে, হেন বামা না হেরি সংসারে।
এ কার রমণী আইল সমরে, চিনিতে নারি বামারে, দিগম্বরীরে ;—
বামা ত মানবী নয় মনে অনুমানি, বুঝি কোন দেব রমণী, দেবরাণী,
ভুবনমোহন রূপ ধরে, রণস্থল রূপে আলো করে ॥৩৮৮৪॥

বেহাগ—আনা।

কিসের এত অহঙ্কার, অনিত্য জীবন ;
প্রাণের সে পরিণাম কর রে স্মরণ।
এই যে সুন্দর কায়, অনুপম এ ধরায়
চিরকাল এই ভাবে রবে না কখন।
এই মুখ চমৎকার, কর যার অহঙ্কার
আগুনে পুড়িয়া যাবে, না রবে এমন ॥৩৮৮৫॥

রাম প্রসাদী—একতালা।

মনঃ! আপন পর কি চেন না? তাই শেষের সে দিন ভাবনা।
যারে মন বলছে আপন, সে ত আপন হবে না;
অন্তিম কালে বিদায় দিবে, সঙ্গে তোমার কেউ যাবে না।
অনিত্যে মোহিত হয়ে, নিত্যধন কি তা ভাবনা.
মাটির আদর কর রে মন, ফেলে দিয়ে খাঁটী সোণা।
নিত্য সময় যাচ্ছে চলে, তা দেখে চেতন হল না,
বিকট বেশে আসছে শমন, সে ত তোমায় ছাড়বে না ॥৩৮৮৬॥

পরজ—একতালা।

আর বল না নারদ বল না ;
বচনে তোমার, দহিল আমার, অন্তর-আগার আর সহে না ॥
আমি হই শ্যামের হৃদয়ের ধন, না দেখে আমায় নীরদ বরণ,
মণিহারা ফণী চঞ্চল যেমন, তেমতি শ্রীপতি স্থির রহে না ॥
যে দিন গরাব মান করে বসি, কাঁদিয়ে আকুল হন কালশশী,
মুখশশী-মসী, দূর যায় হাসি, ভয়ে আর মুখে কথা সরে না ॥৩৮৮৭॥

বাউলের সুর—একতালা।
সোণার ঘর কারে দিয়ে, সব ত্যজিয়ে,
যাও কেন ভিখারীর বেশে—
কেন নিলে না সে সব, বিষয় বিভব, আশৈশব ছিলে যার বশে ;
কোথা জমিদারী, জারিজুরি, বাবুগিরি কোর্‌বে কিসে।
ছাড়িয়ে কোঠা বাড়ী, ঘোড়াগাড়ী যাচ্ছ কি সুখ পাবার আশে ;
ত্যজিয়ে ছাপর খাটে, গড়া কাঠে শুয়ে সে সুখ পাবে কি সে।
সকলে কত্তে ঘৃণা, ঠিক রাখ না, জান না কি হবে শেষে ;
সেখানে জেতের বিচার, মানের পশার, দরবার হয় না টাকার ঘুষে
তবে যদি পুণ্যের সঞ্চার, থাকে তোমার, পলাবে শমন ত্রাসে ;
নহিলে সে শমন রাজার বিচারেতে, থাকতে হবে নরক-বাসে।
এত সব দেখে শুনে, অচেতনে, আছিস 'ব্রজ' কোন সাহসে ;
হলি রে তুই অচেতন, দুর্লভ জীবন, ঘেরেছে তোর মায়াবিষে ॥৩৮৮৮

—

খাম্বাজ—একতালা।
পীতাম্বর ! পায় ধোরো না, কিশোরী কমল-বদন।
শুনিলে, নিশিতে কুঞ্জে প্রবেশিতে দিবে না,
আসনে বসিতে পাবে না।
বিস্ময় কেন এত, কেন পদানত, কি হবে আমারে সাধিলে নিয়ত ?—
আমার মত কত, আছে শত শত, রাধার দাসী আমি ছুঁও না।
আমি যে কেতকী শ্রীরাধা কমল, রাধা-পদ্মে বঁধু মধু ঢল ঢল,
পান কর, প্রাণ হইবে শীতল, কেতকীতে বঁধু, মধু ত পাবে না ;—
ভ্রমরা ভ্রমেতে বসে কেয়া ফুলে, আশায় নৈরাশ রজঃ মেখে গেলে,—
কেন ভ্রম ভুলে, নানা ফুলে ফুলে, ত্যজে কমলিনী কমল-বদনা ॥৩৮৮৯

—

কানাড়া বাহার—ঢিমে তেতালা।
শোকানল জ্বলে সুখ বৃন্দাবনে ; কেহ শবাকার, করে হাহাকার,
দেখ্‌লে দুঃখ নিদয়ের হয় হৃদয় বিদায় ;—
যশোদায় চেনা দায়, নন্দ অন্ধ হলেন ক্রন্দনে।
রাখাল সবাই বলে ভাই রে কানাই, যায় রে প্রাণ,
আয় রে মোদের তো বিনে কেহ নাই ;—
রোহিণী দুঃখিনী পড়ে আছেন ধরা-শয়নে
বক্ষে শোকানল, চক্ষের জল অবিরল পড়িছে হৃদয়ে
শুধু জ্বলে কি কৌশল ;—এসময় সব হয়,
জলের দগ্ধ মীন বাঁচে প্রাণে ॥৩৮৯০॥

—

পরজ—আড়াঠেকা।

মনে বাজিল ;
আর বল না করি মানা মহামুনি, উহু হু হু হু অনল জ্বলিল।
মম প্রেমের প্রেমিক শ্যাম, সদা জপেন আমার নাম,
শিষ্ট কৃষ্ণ স্পষ্ট বলে, রূপসী প্রেয়সী আমারে ;—
যে দিন মানেতে থাকি, বলে তাঁর দশা দেখি,
ধরে পায়, বলে পায় রাখ লো ॥৩৮১১॥

কানাড়া—একতালা।

বল তুমি কার তরে ভূমে পড়ে কাঁদ ;
উঠ উঠ ত্যজ ধরা পাষাণে পরাণ বাঁধ ॥
না শুনে আমার বাণী, তুমি এ যন্ত্রণা পেলে রাণী,
কেন হও বিষাদিনী, পূরিল ত মনঃসাধ ?
ফিরে চল বৃন্দাবনে, আকুল উদাস প্রাণে,
ঘুচেছে আমাদের সনে, কৃষ্ণের সম্বন্ধ ॥৩৮১২॥

সোহিনী—ঢিমে তেতালা।

মুনি! আমি কৃষ্ণ বিনে কেমনে বাঁচি জীবনে ;
মণি বিনে ভুজঙ্গিনী যেন নাহি বাঁচে প্রাণে।
কুল-লাজ লোক-গঞ্জন, ত্যজে শ্যামে সঁপে মন,
একি হল বিড়ম্বন, দু-কূল গেল এক্ষণে।
আমি তার সে আমার, জানিতাম মনে সার,
শেষে করি হাহাকার, পুড়িয়া মনঃআগুনে ॥৩৮১৩॥

ধুপাধুপ্ বেজায় ভারি ফক্‌রেকে কেউ আর কি পাও।
ধুপাধুপ্ ধর্‌লে কেনে থাক্‌বো না আর ছেরে দাও॥
ধুপাধুপ্ যাই গোজাসুজি আমার গুমোর নাই বুঝি,
ধুপাধুপ্ গুমোর তোমরা কর্‌বে রোজ রুজি
ধুপাধুপ্ ভক্‌রে নাচে ভাল চাওত সরে যাও ॥৩৮১৪॥

ফিরি সনে মনে নাই কারিকুরি, কে জানে হান্‌বে মেরে বুকেছুরি॥
ফুটে ছিনু বনের ফুল হেন, মোরে ছিড়লে কেন,
হই আপন হারা জান শুকিয়ে সারা,
দিশে পারা খালি ঘুরি ফিরি ॥৩৮১৫॥

জংলা—খেমটা।

রমণীর প্রেমনদীতে ঝাঁপ দিওনা বিপদ ঘটে।
সুশীতল হব বলে, এসেছিলাম নদীর তটে ॥
এ সব মায়ার তরী, এ মায়া না বুঝিতে নারি,
ছিনালীর পান্সী যেমন, দৌড়ে বেড়ায় ঘাটে ঘাটে।
ছিনালীর জাহাজ চলে, জোড়েতে পান্সী চলে,
ঢেউ লেগে ডুব্‌বে বলে, দৌড়ে এলাম নদীর ঘাটে ॥৩৮১৬॥

পিলু—যৎ।

বিধি যদি তোরে বিরলেতে পাই রে,
একলা শোয়ার কত মজা, শোয়ায়ে দেখাইরে।
সকলেরই কোল ভরা, আমি শুয়ে গণি তারা,
তারা কি তোর বাবা খুড়া, আমি কি কেউ নয় রে ॥৩৮১৭॥

জংলা—খেমটা।

মাইরি প্রিয়ে আকুল হয়ে, বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আছি।
প্রাণ যদি প্রাণ কর লো দান, তা হলে প্রাণ প্রাণ বাঁচি ॥
আমারে দিয়ে আশা, অন্যের পূরাও মন-আশা,
হবে আমার ভালবাসা, আমি মনে সার ভেবেছি ॥৩৮১৮॥

তেওরা—পোস্তা।

কে দুধ নিবি গো তোরা, আমি এনেছি খাঁটি করা।
আমার দুধের এমনি গুণ, খেলে যায় মন-আগুণ,
না খেলে আপসোসে খুন, টাকায় চৌদ্দ পো ধরা।
নামটি হরি গোয়ালিনী, চেনে আমায় অনেক ধনী,
দিইনাকো আমি লাইসেন্সী, থাকি যে ধোবা পাড়া ॥৩৮১৯॥

সিন্ধু কাফি—মধ্যমান

রাধা বোলে বাজায় বাঁশী কে, (ও তার) ছেঁদা কটা বুজিয়ে দে
শুনলে বাঁশী, হই উদাসী (ও তার)এমন বাঁশী শোনে কে ॥
ভাত'র লাগে না ভাল, এ কি বাঁশী হল কাল,
হৃদয়ে বিঁধেছে, ভাল, ও তার বাঁশের বাঁশী কেড়ে নে ॥৩৮২০

বাঙালনীর গীত।

বাদ সাধিস না, পরাণ বধিস না,
কোহিল ডাহিসনা, শ্যামচাঁদ আমার পালালো॥
সজোরে হাত ছিনাইয়া ফাল পেয়ে রব দিল।
ছোটলাম সব পাছে পাছে, ধরবে বিন্দে করলাম আঁচ
বিন্দে ধরতে নারলো রে—
ঝুল দিয়ে চরলো শ্যাম কদমগাছে,
অমনি লাগলো দাঁতি বল্লাম হায় কি হল॥৩৯০১॥

কাঠকুরানীর—গীত।

সেঁইয়া নাচাওয়ে ভাল মর লেকড়ি কুড়াতি,
তাড়িখানা আবি যাতি।
মোহন বাগানমে রহনাউলী, মজমে নাচনাউলী,
হাঁসকে কহে বহুত মিঠি বুলি॥
সেঁইয়া ওনুকে মছলি ভুনুকে, মুঝে দেওয়ে ফের তাড়ি লাওয়ে,
সেঁইয়া পিয়ে মরভি পি যাতি গাহানা বাজানা সারারাতি॥৩৯০২॥

উড়েনীর—গীত।

ভদরক ছাড়ি মু আইলা।
ফিরি অড়া অড়া মু যহঁতা না পাইলা॥
জিবে পুনা সহর, হবে মেলা জবর,
যাউচি বসা ছাড়ি উঠিব রেলগাড়ী,
তেঁতুড় দিকিরি পকাড় খাইলা॥৩৯০৩॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

ভুলিবার হোত যদি-তা হোলে কি সাধিরে,
হৃদয়ে মুরতি এঁকে দেখে সদা কাঁদিরে॥
নিজেরে ভুলিতে পারি, তোমারে ভুলিতে নারি,
ভুলিব কি বিধুমুখী বিধি প্রতিবাদী রে॥৩৯০৪॥

আরে লয়লা হামারি, হামারি লয়লা।
আরে নয়না হামারি শোগিয়া ময়লা॥
হো হো লয়লা মুঝকো ময়লা কর্ দিয়া;
(আরে) মাঁএ বাউরিয়া হুয়া জী বাউরা হুয়া॥৩৯০৫॥

লয়লা কি খেলা খেলে এ যে নতুন খেলা।
নাইকো ছেলে খেলা, এখন প্রেমে এলা ॥
উঠলো সই যৌবন ফুটি, ভাল লাগে কি ছুটোছুটি,
নিরিবিলি বসে দুটী ধরে দুটির গলা,
পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হ'ল দেখসে প্রেমের মেলা ॥৩৯০৬॥

আমার সাধের সাধে কেরে সাধিল বাদ।
প্রমোদে বিষাদ মোর ঘটিল রে পরমাদ ॥
বিজলী গেলরে ছেড়ে, জলদ রহিল পড়ে,
হতাশ হৃদয় জুড়ে বিষম বিষাদ ॥
ওই ওই ওই যায়, ফিরিয়ে হেরিতে চায়,
লাজবাদী হ'য়ে তায় করে গো মানা
যাই যাই আড়ে থাকি, দেখা দিয়ে মুখ দেখি,
নিগে ওর বুক থেকে দুখ অবসাদ ॥৩৯০৭॥

ভুল রোষ ক্ষ: দোষ আমি যে তনয়া।
ওগো মাতা ওগো পিতা কর মোরে দয়া ॥
তোমরা নিঠুর হ'লে, বসিব কাহার কোলে,
স্নেহভরে দেহ মোরে চরণের ছায়া,
পতিব্রতা সতী মেয়ে মা বাপের কায়া ॥৩৯০৮॥

যে চায় যায়, পায় না তারে প্রেমের একি উল্টো খেলা ॥
যে যারে চায় না ফিরে সেই ওলো সই ঘটায় জ্বালা
প্রেমিক অলির কমলিনী, অলি বিনে পাগলিনী
গুব্‌রে পোকার ভ্যান্ ভ্যানানী, কল্লে লো সই, ঝালাপালা,
পালা লো আকুল হোয়ে প্রাণের ভয়ে কমল বালা ॥৩৯০৯॥

ধানশী।

সজনি ভাল করি পেখন না ভেলা।
মেঘমালা সঞে জড়িত লতা তনু হৃদয়ে শেল দেই গেলা ॥
আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হসি, আধই নয়ন তরঙ্গে ;
আধ উরজ হেরি; আধ আঁচর ভরি, অন্তর দহই অনঙ্গে ॥
একে তনু গোরা, কনক কটোরা, ও তনু কাঁচল উপাম ;
হারে হরল মন, জনু বুঝি ঐছন, ফাঁস পাসরিল কাম ॥
দশন মুকুতা পাঁতি, অধর মিলায়ত, মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা ;
বিদ্যাপতি কহ, অতয়ে সে দুঃখ রহ, হেরি হেরি না পূরল আশা ॥

সুহই।

শুন শুন মাধব কি কহব আন;
কাহার উপমা দিব পিরীতি সমান॥
ক্ষিতি রেণু গুণি যদি আকাশের তারা;
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক বারা॥
অচল চলয়ে যদি চিত্র কহে বাত,
কমল ফুটয়ে যদি গিরিবর মাথ;
দাবানল শীতল হিমগিরি তাপ,
চাঁদ যদি বিখ ধরে সুধা ধরে সাপ;
পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদিত,
তবু বিপরীত নহে সুজন পিরীত,
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়;
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়॥৩৯১১॥

ভূপালী।

হাতক দরপণ মাথক ফুল, নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার, দেহক সরবস গেহক সার;
পাখীক পাখ মীনক পানি! জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি;
তুহুঁ কৈছে মাধক কহ তুহুঁ মোয়, বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোঁহা হোয়॥

তুড়ি।

এ ধনি কর অবধান, তো বিনু উনমত কান;
কারণ বিনু ক্ষণে হাস, কি কহয়ে গদ গদ ভাষ;
আকুল অতি উতরোল, হা ধিক্ হা ধিক্ বোল॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ, ধরই না পারই কেহ;
বিদ্যাপতি কহ ভাখি, রূপনারায়ণ সাখি॥৩৯১৩॥

পাঠমঞ্জরী।

আজি কেন তোমায় এমন দেখি, সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা, না জানি অন্তরে কি ভেল বাথা॥
দৈব অবঘাত হৈয়াছে পারা, সঘনে গগনে গণিছ তারা;
যদি বা না কহ লোকের লাজে, মরমি জনার মরমে বাজে॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি, প্রেম কলেবরে দিয়াছি সাখি॥
[বিদ্যা]পতি কহে এ কথা দৃঢ়, গোপত পিরীতি বিষম বড়॥৩৯১৪॥

তিরোতা—ধানশী।

অপরূপ রূপ রমণী মণি, যাইতে পেখনু গজরাজ-গামিনী ধনি॥
সহচরি বদনী ধনি বচন বোলসি হসি;
অমিয়া বরখে জনু শরদ পূর্ণিমা শশী॥
শিরীষকুসুম তনি, সিংহ জিনি মাঝ খিনি;
কুচযুগ শ্রীফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি॥
কাজরে উজোর, ধবল নয়নবর;
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমলদল।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সোবর নাগর;
যাইরূপ হেরি গর গর অন্তর॥৩৯১৫॥

গান্ধার।

ছোড়ল আভরণ মুরলী বিলাস, পদতলে লোটায় সো পীতবাস॥
যাক দরশ বিনা ঝরয়ে নয়ান, অব নাহি হেরসি তাক বয়ান॥
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান, সাধয়ে চরণে রসিকবর কান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত, ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ প্রেম সাংগাতি, ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাতি।
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত, জনম গোঙায়বি রোই একান্ত॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেম কি রীত, যাচিত তেজি না হয় সমুচিত॥৩৯১৬

গান্ধার।

হরি কি মথুরাপুর গেল, আজু গোকুল শূন্য ভেল॥
রোদিতি পিঞ্জর শুকে, ধেনু ধায়ল মথুরাপুর মুখে॥
অব সোই যমুনাকে কূলে, গোপ গোপী নাহি বুলে॥
কাম সাগরে তেজব পরাণ, আন জনমে হব কান॥
কানু হয়ব যব রাধা, তব জানব বিরহক বাধা॥৩৯১৭॥

ধানশী চঞ্চুপুট।

যাহ দরশ সুখ বিহি কৈল বাদ, অঙ্কুরে ভাঙ্গল বিনু অপরা
সুখময় সায়র মরুভূমি ভেল, জলদ নেহারি চাতকী মরি গে
আন করল হিয়ে বিহি কৈল আন, অব নহি নিকসত পাপ
এ সখি বহুত করল হিয় মাহ, দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ
শ্রবণহি শ্যামনাম কর গান, শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী, মরণ সমাপন প্রেম বিথারী॥

শ্রীরাগ।

কত দিন মাধব, রহব মথুরাপুর, কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়ল, বিছুরল গোকুল নাম॥
কাহে কহই এ সংবাদে।
মোড়রি মোড়রি লেহা, ক্ষীণ ভেলা মঝু দেহা,
জীবনে আছয়ে কিবা সাধে।
পূরব পিয়ারলী নারী, হাম আছিনু, অব দরশন সন্দেহা॥
ভ্রমর ভ্রমরে ভ্রমি, সবহুঁ কুসুমে রমি, না তেজয়ে কমলিনী লেহা।
আশ নিয়ড়ে করি, জীউ কত রাখব, অব জিউ করল পয়ান॥
ভুবন ভরি হরি, অপযশ পায়ব, যশ পায়ব পাঁচ বাণ॥৩১১৯॥

ধানশী।

সখি হে বংশী দংশিল মোর কানে
ড াকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধড়ে, তন্ত্রমন্ত্র কিছুই না মানে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল,
সভার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল;
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল,
পিবয়ে অধর সুধা উগরে গরল;
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ে লাগি পাও,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও;
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বাঁশী কি করিবে,
সকলের মূল কানু তারে না পারিবে॥৩১২০॥

ধানশী।

কাহারে কহিব মনের মরম, কেবা যাবে পরতীত,
হিয়ার মাঝারে, মরম বেদনা, সদাই চমকে চিত;
গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি, সদা ছল ছল আঁখি,
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে, সব শ্যামময় দেখি
সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে, সে কথা কহিবার নয়;
যমুনার জল, করে ঝলমল, তাহে কি পরাণ রয়।
কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু, কহিলাম সবার আগে;
২ চণ্ডীদাসে, শ্যাম সুনাগর, সদাই হিয়ায় জাগে॥৩১২১॥

ললিত।

আরে মোর আরে মোর সোণার বঁধুর
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দূর ॥
বদন-কমলে কিবা তাম্বুল শোভিত ;
পায়ের নখর ঘায় হিয়া বিদারিত ॥
না এস না এস বঁধু আঙ্গিনার কাছে,
তোমারে দেখিলে ধরম যাবে পাছে ;
শুনিয়া পরের মুখে নহ পরতীত,
এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত ;
সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি,
দূরে রহ দূরে রহ প্রণাম হামারি ;
চণ্ডীদাস কহে বঁধূ বলিলা কেমনে ?
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে ॥৩১২২॥

সিন্ধুড়া।

যখন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি করিতা মোর বেশ ;
আঁখির আড় নাহি কর, হিয়ার উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ॥
একে হাম পরাধিনী, তাহে কুল-কামিনী ;
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ ॥
এত পরমাদে প্রাণ, না যায় তবুত আন,
আর কত কহিব বিশেষ ॥৩১২৩॥

জয়জয়ন্তী—রূপক।

সখি কহবি কানুর পায় ;
সে সুখ সায়র, দৈবে শুখায়ল, পিয়াসে পরাণ যায় ॥
সখি ধরবি কানুর কর ;
আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি, মাগিয়া লইবি বর ॥
সখি যতেক মনের সাধ ;
শয়নে স্বপনে, করিনু ভাবনে, বিধি সে করয়ে বাদ ॥
সখি হাম সে অবলা তায় ;
বিরহ আগুন, হৃদয়ে দ্বিগুণ, সহনে নাহিক যায় ॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন ;
যেমন করিলে, আইসে সে জন, দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥৩১২৪॥

ধানশী।

হেরইতে হেরি না হেরি। পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি ॥
চতুর সখী সঙ্গে বসই। রস পরিহাসে হসই না হসই ॥
পেখলুঁ ব্রজ নব নারী। তরুনিম শৈশব লখই ন পারি ॥
হৃদয় নয়ন গতি রীতি। সো কি এ আন নহত পরতীতি ॥
ঐছন হেরইতে গোরি। হঠ সঞে পৈঠল মন মহা মোরি ॥
তবহুঁ কুসুম শর জোর। ছুটল বাণ ফুটল হিয়া মোর ॥
গোবিন্দদাস চিতে জাগ। চন্দ কি লাগি সুরয উপরাগ ॥৩১২৫॥

আড়ানি।

মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি, সুতি রহিল হরি কছু ন আলাপি ॥
পরসঙ্গে কহলহি নামহি তোরি, অবহি মেলিয়া আঁখি চাহে মুখ মোরি ॥
সুন্দরি ইথে কহ আন ছন্দ, তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ ॥
যোই নয়ান ভঙ্গি না সহে ., ঙ্গ, সোই নয়ানে স্রবে লোর তরঙ্গ ॥
যোই অধরে সদা মধু স্মিত হাস, সোই নীরস ভেল দীর্ঘ নিশাস ॥
বিদ্যাপতি কহ মিছ নহ ভাঁতি, গোবিন্দ দাস রহু তহি কৃত সাথি

বিভাস—নিষ্কাবক।

আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক ভালহি সিন্দুর সহনা।
চন্দন চান্দ্রমাহা লাগল মৃগমদ তেঁ বেকত তিন নয়ন
মাধব অব তুঁহু শঙ্কর দেবা।
জাগর পুণফলে প্রাতরে ভেঁটলুঁ দূর হি দূরে রহু সেবা ॥
চন্দন রেণু ধূসর ভেল সব তনু সোই ভসম সম ভেল।
তোঁহারি বিলোকনে মঝু মনে মনসিজ মনোমথ সঞে জরি গেল ॥
তবহুঁ বসন ধর কাহে দিগম্বর শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দ দাস কহইহ পর অম্বর গণইতে লেখি না দেখি ॥৩১২৭॥

গন্ধার।

হৃদয় বিদারয় মনমথ বাণ, কো জানে কাহে নহত দুহু ঠাম ॥
জনু বিরহানল মন মাহা গোই, কঠিন শরীর ভসম নাই হোই ॥
কাহে সমুঝাওব মরমক খেদ, মরত না জিয়ত কানুক বিচ্ছেদ ॥
মুখ হেরইতে নিমিখ বিরোধ, পুন হেরব কবি তাহে পরবোধ ॥
হেরইতে কুসুমিত কেলি নিকুঞ্জ, শুনইতে পিকুরব অলিকুল গুঞ্জ ॥
অনুভবি মালতী পরিমল খেহ, কো জানে জিউ রহত কৈছে দেহ ॥
নইতে কানুক সো আশো আস, চলু মথুরাপুর গোবিন্দ দাস ॥২৮

সুহই।

মরিব মরিব সখি নিচয়ে মরিব, পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার,বিধি পায়ে মাগো মুই এই বর সার
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ,মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিলুঁ মুখ
গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণ হরি॥৩১২৯॥

বিভাস।

চলিতে না পারে রসের ভরে, আলস নয়নে অলস ঝরে॥
যব যব তুমি বাহিরে যাও, আন ছলে কত কথা বুঝাও॥
না জানিয়ে কিবা অনন্তর সুখে,আচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে॥
মরমে পীরিতি বেকত অঙ্গ, তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গ॥
কানর বদন চমকি চাও, ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও॥
কপোলে পুলক বেকত দেখি, প্রেম কলেবর ততহিঁ সাখি॥
জ্ঞানদাস ভাবিয়া গায়, রসের বেভার লুকায় যায়॥৩১৩০॥

সুহই।

অবলা জানিয়া গুণধরে।
রসিক মুকুটমণি, নাগর হইয়া গো, এত না আদর কেন করে॥
মোর অঙ্গ সঙ্গ আশে, লালসা পাইয়া বৈসে, বন্ধুয়া বলে জিনু জিনু
নিজ অনুগত জনে, গণিয়া রাখিবে মনে, এতহু তোমারে দিনু দিনু॥
আউলাঞা কবরীভার, বেশ করে বারে বার, বসন পরায় কুতূহলে॥
বসাঞা আপন উরে, নূপুর পরায় মোরে, চরণ পরশে করতলে॥
বঁধুয়া বলয়ে ধনি, কালিয়া কস্তুরি খানি, ও রাঙা চরণতলে মাখি।
সখীর সমাজে তোর, ঘোষণা বহুক মোর, নিগূঢ় মরম তার সাখি॥
বিদগধ শ্যাম রায়, বসনে করয়ে বায়, আপনে যোগায় গুয়া পান।
গোবিন্দ দাসের বাণী, শুন রাধা বিনোদিনী,
তেঁই তুমি শ্যামের পরাণ॥৩১৩১॥

পটমঞ্জরী।

মাঝে মলিন বদন চাঁদ, হেরি সহচর হৃদয় কাঁদ॥
অবনত করি আপন শির, সঘনে নয়নে বহয়ে নীর॥
ক্ষিতিতলে নখে লিখই রাই, থির নয়নে রহই চাই।
সখীগণে কিছু না কহে বাত, অরুণ বসন বসয়ে গাত॥
সুবল [illegible] বাঁধে তায়, কাতরে শেখর দাঁড়ায়ে চায়॥৩১৩২

ঝাঁপতাল।

ভাইরে কানাই সে দিন মনে কি নাই রে।
পিতৃসত্য পালিবারে সহেছি কত কষ্ট,
কই কৃষ্ণ সে কথা ত বলি নাই মায়েরে॥
চতুর্দ্দশ বৎসর ফিরি বনে বনে, কত কষ্ট সহেছি রে পরে কি না মনে,
তোর আমার মরমের কথা মাতো তা জানে নারে;
তোর লাগি শক্তিশেল আমি ধরেছি হৃদয়ে রে॥
রাগ ক'রে সিঙ্গার দাগ মাকে দেখায়েছ রে,
(ওরে) রাগ ছেড়ে অনুরাগী তোমায় হ'তে হবে রে,
গোউর অবতারে জীবের দ্বারে দ্বারে কত মার খেতে হবে রে;
সে কথা মনে কি নাই রে॥৩১৪৪॥

খাম্বাজ—একতালা।

ফিরি মাতুয়ারা, ফিরি মাতুয়ারা;
কে জানে কে আমি মমহারা;
কুঞ্জে বসে কেঁদে প্রেম করি, হেসে বুকে কারু মারি ছুরি,
আছি সাথে সাথে কারে দিইনি ধরা;
কুয়াশা নিয়ে এ কুহকী কায়, ঠেকে দেখে আমায় দেখতে কে পারে
কভু প্রেমে জ্বলে আলে চাঁদের আলো,
যে দেখে যোগে তার মনের কালো,
যদি চিন্তে পারে,—ঘোমটা টেনে অমনি যায় গো সরে,
চেনা দিলে চেনে নৈলে ঘুরে সারা॥৩১৪৫॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

করি কি গো সখি! উপায় কি বল না;
উভয় সঙ্কটে পড়ে আমার প্রাণ ত আর বাঁচে না।
মন আমারে বলে এসে, প্রাণনাথের বামে বসে,
প্রেম-আলাপে মনোল্লাসে পুরাও বাসনা;
পুড়ে মরি দুখানলে, শুভ কর্ম্মে শুভকালে,
লজ্জা-সহচরী বলে, এমন কর্ম্ম কর না।
চকোরী পড়েছে ফাঁদে, সুধার আধার পূর্ণচাঁদে;
ঢেকেছে লজ্জা-জলদে, তাজা করে না;—
নিন্দাভয়-সমীরণ, বহিতেছে অনুক্ষণ,
ভিখারিণী চকোরিণীর সুধাপান আর হল না॥৩১৪৬॥

ভৈরবী—খেমটা।

মরি কি মনোহর দ্যাখ্‌লো নয়নে।
সুখ-শশী উদয় হৃদয়-গগনে॥
চকোরিণী, কুমুদিনী, কৌমুদী আর যামিনী,
শশধর-প্রেমাধিনী সকলে; তেম্‌নি প্রেমাধিনী মোরা প্রেমাধীন জনে॥

পিলু জজ—মল্লার যৎ।

সেই ভাল যে চাহে যারে।
আমিত ব্যথার ব্যথী ব্যথাও দেব না তারে॥
ভালবেসে হেসে হেসে, সে পাশে বসিয়ে এসে,
মন যারে ভাল সে বাসে দূরে বসে দেখ্‌ব হাসি ভাসিব নয়ন ধারে॥

কীর্ত্তনের সুর।

এ যে বেজায় অতি; দিদি সরস্বতী,
এত কেন গুমর করে যে বল না।
বিনা ধন রত্ন, কেবা করে যত্ন, এ মহীমণ্ডলে জেনেও কি জানে না।
ধন শূন্য হ'লে,দারা পুত্র মিলে,"দূরহ""দূরহ"বলে শুনেও কি শোনে না
নির্ধন পুরুষে,কে কবে সম্ভাষে কেবা বল তোষে,বুঝেও কি বুঝেনা॥
(হেরি) নির্ধন লম্পটে, বেশ্যানারী চটে,
দ্বার দেয় এঁটে, ছি ছি কি লাঞ্ছনা।
ধনের এই রীত (হয়) উপাধি মণ্ডিত
কত অকাল কুষ্মাণ্ড, দেখেও কি দেখে না॥
ধনে হয়কে করে নয় (ধনে) বুড়োর বিয়ে হয়,
যুবা হয় আইবুড়ো, ধন যার থাকে না॥
শুধু বিদ্যাবলে,কে কবে ভূতলে,হয়েছে রে সুখী ঠেকেও কি শিখেনা॥

দেশ খাম্বাজ—খেমটা।

মনের গুমোর কোরোনা মনের গুমোর কোরোনা।
আমি কোন ভাবে কার কাছে থাকি চিন্তে পারোনা॥
পায়ে ধরাই ধরি পায়ে, ঠেকাই ঠেকি সমান দায়ে;
অন্য রসে সমান বসে থাক তাকি ধরনা॥
আমি রসময়ী ছড়াই নানান্‌ রস,
আমি দিবানিশি রসে চলি রসে করি বশ॥
এ রসের তুফান কাটিয়ে উঠে বোলো তখন সরনা॥৩৯৫০॥

সিন্ধুড়া।

কি না সে কাহ্নুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নাহি পরতীত যেন দারিদ্রের হেম॥
হিয়ায় হিয়ায় লাগিয়া লাগিয়া চন্দন না পরে অঙ্গে॥
গায়ের ছায়া রায়ের দোসর রাত্রে দিনে থাকে সঙ্গি॥
তিলে কত বেরি মুখ নিরখয়ে আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে দূর হেন বাসে তেঞি সদা লয়ে নাম॥
জাগিতে ঘুমিতে আন নাহিচিতে রসের পসার কাছে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পীরিতি আর কি জগতে আছে॥৩১৩৩॥

ভাটিয়ারি।

মনের মরম কথা শুনলো সজনি সজনি, শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস্
কিবা রূপে কিবা গুণে মন মোর বান্ধে।
মুখে না নিঃসরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা বা না করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
জ্ঞানদাস কহে মুঞি কারে কি বলিব।
বন্ধুর লাগিয়া আমি সাগরে পশিব॥৩১৩৪॥

বেহাগ—একতালা।

কর গো আবরণ; হে মম মানস আকাশের শশি!
অবগুণ্ঠনেতে শীঘ্র সুচারু বদন।
তব মুখ দেখে শরতের শশী, দুখে মুখে মেখে কলঙ্কের মসী,
শূন্য মনে হল শূন্যপথবাসী, ধরা'পরে নাহি করে আগমন।
শূন্যবাস তার শূন্য করিবারে, নিশীথে বদন বাসশূন্য করে,
আবার আইলে প্রাসাদ উপরে, বল গো এ কেমন;—
ছিছি প্রিয়ে! তোমার একি বিবেচনা,
কেন কর চাঁদে এত বিড়ম্বনা?
দিবসে যে ত্রাসে প্রকাশ হয় না, উদয় অচলে থাকে গোপনে।
তব মুখ আর চাঁদ সৃষ্টি করে, রূপ লঘু গুরু নিরূপণ তরে,
দেখিলেন বিধি তুল ধরে কয়র, গুরুত্ব তবানন;—
ভাঙ্গিতে পাষাণ সৃজিয়া অপরে, লঘুত্বে দিলেন তারকা নিকরে,
নত তুল তব মুখভরে, উর্দ্ধে চাঁদ, ভ্রম তুমি সে কারণ?৩১৩৫॥

তুড়ী।

শুন শুন গুণবতি রাই, তোহে বিনু আকুল কাহ্নাই॥
সো তুয়া পরশক লাগি, ছটফটী যামিনি জাগি॥
ক্ষীণ তনু মদন হুতাশে, তেজই উতপত শ্বাসে॥
চিত পুতলি সম দেহ, মরম না বুঝয়ে কেহ।
পুছিতে কহ এ আধ ভাখি, নিঝরে ঝরয়ে দুন আঁখি॥
জ্ঞান কহয়ে তোহে সায়, করহ গমন উপচার॥৩৯৩৬॥

সুহই।

চিকণ করে ধরি কেশ করি সিঁথে দেয় সিন্দুর।
মাগ বেশ করি বসন পরাওই পায়ে ধরি পরায়ে নূপুর॥
সখি পিয়া গুণ কহনে না যায়।
ম্লান চম্পকদাম সম তনু হিয়া বিনু সে যে না ছোয়ায়॥
সে মোর শ্রম-জল আঁচরে মোছই দেয় বসনক বায়।
চিবুক করে ধরি সঘন নিরখই মুখ ভরি তাম্বুল খাওয়ায়॥
বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর দিন রজনী নাহি জান।
কুপণধরনসম তিলেক না ছোড়ই কবিশেখর পয়মাণ॥৩৯৩৭॥

ললিত।

আওত বর বঞ্চক শঠ নাগর শত ঘরিয়া।
রমণী পদ যাবক বরবক্ষসি পর ধরিয়া॥
অরুণারুণ নয়নাম্বুজ আধ মুদিত অলসে।
ভাল ভরি সিন্দুর অঞ্জন সহ বিলাসে॥
নীলাম্বর পরিহিত কটি লম্বিত পদ আগে।
দশন ক্ষত নারুণ অধরে ভুজ কঙ্কণ দাগে॥
যা যা সখি বারহি বার নিবারও নাহি আওয়ে।
যখনে শুনি তৈখনে দূতী শশিশেখর ধাওয়ে॥৩৯৩৮॥

বাহার—একতালা।

হেরিয়া তপন, নলিনী যেমন, অতি কুতুকিনী হয় রে;
বিরহ-বিকার, নাহি থাকে আর, প্রাণভয়ে চেয়ে রয় রে॥
তেমনি এখন রাধার নয়ন স্থির হয়ে করে লিপি দরশন,
চায় না ফিরে;—শশিমুখে হাসি, প্রকাশিল আসি,
আহা যেন খেলে চপলা রূপসী! যায় না দূরে;—
যেন সঞ্জীবন মন্ত্র পত্র খানি, মৃত দেহে প্রাণ দেয় রে॥৩৯৩৯॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

সজনি লো, হল একি দায়।
প্রাণ মন বন মাঝে শূন্য দেহ চলে যায়।
প্রাণ বিনে কি দেহ চলে, তবে যায় কি কৌশলে ?
গঞ্জনার ভয় চলে, বলে সে ধরে আমায়।
অভাগিনীর ভাগ্যফলে, বিষম বিচ্ছেদানলে,
দিবানিশি অঙ্গ জ্বলে, সে যন্ত্রণা কব কায় ;—
মিলন-স্নিগ্ধ-জলেতে, শান্তি আশে ঝাঁপ দিতে,
এ পাপাঙ্গ পরশেতে, শুকাল জল সমুদায় ॥৩৯৪০॥

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

একান্ত কৃতান্ত যদি এ কান্ত পাব না ফিরে ;
পতি সনে যাবে সতী সেও আমায় প্রাণান্ত করে॥
বারি বিনে মীন প্রাণে, বাঁচে বল কতক্ষণে,
ফণী যথা মণি বিনে, তিলেক না প্রাণ ধরে।
ওহে ধর্ম্ম ! আর বেঁধ না, মর্ম্মে পাই মর্ম্ম বেদনা,
ধর্ম্ম হয়ে, সতীর পতির মর্ম্ম জান না !—
ধর্ম্মে ধর্ম্মে ধর্ম্ম রাখ নৈলে সতীর কর্ম্ম দেখ,
জলে কি অনলে মরি ধর্ম্ম ! ধর্ম্ম সাক্ষী করে ॥৩৯৪১॥

ভৈরবী—একতালা।

উপায় কি করি মরি হায়, দেখে মুখ বুক ফেটে যায়,
সোণার কমল কেন ধূলাতে লুটায় !
সরোবর হৃদি মোর, তথি পর যে ফুল শোভা পায় !—
সুবর্ণ বিবর্ণ দেখি, মুদিত কমল আঁখি,
হৃৎ-পিঞ্জরের পাখী, বুঝি রে পলায়।
কোথা রে দারুণ বিধি, এই কি হল তোর বিধি,
করে মিলাইয়া নিধি, হরে নিল পুন তায় ॥৩৯৪২॥

কালাংড়া—কাশ্মারী—খেম্‌টা।

চললো চললো সখি সারস্বত কুঞ্জে।
দেখ্‌বি কত রসিক সুজন সুপণ্ডিত পুঞ্জে ॥
সেখানেতে সবে মিলি, আনন্দেতে কোর্‌বো কেলি,
নন্দন-কাননে যথা সুরবালা ভুঞ্জে ॥৩৯৪৩॥

বসন্ত বাহার—একতালা।

প্রিয়ে কমলিনি! মনোমোহিনী বাঁচি বল কিসে?
মরি বিরহ-বিষে!
দেখা দেও প্রাণেশ্বরি, সদা কেঁদে আকুল দুকূল ভাসে।
দেখিতে শরীর আমি, শরীরের প্রাণ তুমি, জান তা বিনোদিনি,
হয়ে সেই প্রাণহারা, দুঃখের নীরে এ শব দেহ ভাসে।
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, প্রেমময়ী প্রেমগুরু,
তোমা বিনে নহি কারু, ধরেছি চরণ দুটি,—
আবার মান সেধেছি যোগীর বেশে ॥৩৯৬১॥

গীত।

কেয়া করে, ফেল্লে ফেরে, কেয়সে শালার হাত ছাড়াব!
ল্যাড়খা ব'লে ফ্যাড়কা তোলে আজকে শালার ভূত ঝাড়াব
একিরে আপশোষ থোড়া, এলো বুড় পোড়া নোড়া,
বাতে শালা মাৎ ক'রে দেয়, যা থাকে আজ খুব চড়াব ॥৩৯৬

গীত।

কাহেতু এত্তে মে বোলায়ারে, দোনো মেলকে থোড়া শোতে রহা,
থোড়া কুচ নেশা কিয়া।
জেরাসে জান ভালায়া,
আর দেল কি দো একঠো বাত বলতে রহা
দেখো ভাই হাম দোনো উঠ্‌কে আয়া ॥৩৯৬৩॥

গীত।

হাস্‌কে চল ঘুঙুরা রুণু ঝুণু বোলে।
া ঢলু ঢলু তা-রা-রা অঙ্গ ঢুলে॥
র তোমারি, দেল্‌মে চেকনা ভারি,
রা,—কমিনা এ জমিনা দোলে ॥৩৯৬৪॥

গীত।

াবো হেলা খেলা জল্‌মে।
মাহেগা যে মুটা টাম্ রহি ছল্‌মে।
আঙ্গিয়া আং জোড়েগা,
পড়েগা পল্‌মে ॥৩৯৬৫॥

গীত।

জুট্‌লো পথে দেওরা চমৎকার।
· হেসে কয় লো কথা, দেওরা ঠাউরে উঠা ভার॥
দেওর নয়তো খুঁটো, চোক ঠেরে দেয় টাকার মুঠো;
নয় হেটো মেটো;—
। হয় এমনি দেওর, একটা ছুটো মিললে আর॥৩৯৬৬॥

গীত।

হর ঘড়ি বোলাতে আপনে।
নেহি খানা পিনা কিয়া নিদ্‌ গিয়া জানি;
রাত্‌কো ঘুরে, দিন্‌কো দিন্‌ মে গিরে,
কবি মুজ্‌ পরে নেহি করে মেহেরবাণী॥৩৯৬৭॥

গীত।

নেই খাতির লেতা কেয়সা দোস্তি।
কুচ্‌ ফের পাড়া নেই হুয়া সুস্তি॥
নিধি আয়া জেরা ঝুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌,
তোম্‌ মো চায়া ধুম, উঠকো চলামে হুম্‌ হুম্‌ হুম্‌;
নেশেমে জানি হ্যায় মস্তি॥৩৯৬৮॥

গীত।

দেল কি ··এন নেহি চিনে,
ক্যায়সে ও উঠায়ে এ ছুনিয়াদারি।
· বেকুব মানা, চিজ্‌ যো নেহি পছানা কেয়া গুনাগারি।
নেই কুচ্‌ নেশা পিয়া, রেণ্ডিকো জান দিয়া
ঘুমে হে ফরাক ·ামে, জুদা কুচ্‌ কাম হামারি॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

বাগ্‌বাদিনী বীণাপাণি লহমা অঞ্জলি
যত্ন করে এনেছি মা বনফুল কতগু
আর তোমায় দিব কি বল, কি আছে
নাই মা বাগান যে ভাল ফুল দেই
·নের যত ফু·, সৌন্দর্য্যেতে অতুল
তা হাদের ভুল নির্গন্ধ কুরূপ ·

গীত।

মিন্‌সে মজার কথা তুলেছে।
টুটা ফেলে গোটা মেলে তোর ভোজকানিতে ভোলে কে ॥
মরি জান নয়ন বাঁকা, কথা কন আকা বাঁকা
নাড়িনে ঘুরিয়ে শাঁকা, তোর মুখেতে মুলেরে ॥৩৯৭১॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

ভাব সেই কমলার পতি, অগতির গতি, ত্রিজগৎ পতি দয়াময়।
এই পৃথিতলে আমরা সকলে একত্র হয়েছি যাঁহার দয়ায় ॥
করিব উন্নতি বড় মনে সাধ, দয়াময় হরি কর আশীর্ব্বাদ,
তাহে যেন কভু ঘটেনা বিষাদ,
এ মোর আকাঙ্ক্ষা তোমারি পায় ॥
গান ও গল্প উপলক্ষ্য করে, তুষিব সবার মানস অন্তরে,
এই করো প্রভু যেন ক্রমে ক্রমে,
উন্নতি মোদের সাধিত হয় ॥৩৯৭২॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

অন্তিমের ভাবনা কেন ভাবনা।
এ সুখের দিন তোমার চিরদিনত রবেনা ॥
অসার সংসার ভুলে, আর কত দিন রবে ভুলে,
সব অসার বিষয় ত্যজিয়ে হরি-চরণ সার করনা ॥
কলুষ বিনাশী ভব ভয় নাশী, শ্রীহরির পদে প্রাণ কেন সঁপনা,
হরি নাম সুধাপানে, মত্ত থাক নিশি দিনে,
শ্রীহরির পদে রেণু হয়ে কেন থাকনা ॥৩৯৭৩॥

গারা-ভৈরবী—পোস্তা।

বাতাসে নে যায় যে বাস শিশিরে আর রাখবে কত।
পরে পর পাপড়ি তুলে নিঙ্গুড়ে নের মনের মত ॥
...চ্ছে রবির কিরণ তায়, শিহরি উঠছে আঁচের ঘায়,
...বিশা পোড়্‌ছে ঢোলে ফুরাল সাধ প্রাণের ব্রত ;
...লিনা মলিন মুখে—প্রাণেতে সয় প্রাণের ক্ষত ॥৩৯৭৪॥

এনেছি আঁচল ভোরে সবাই মিলে কুসুম তুলে

খট—খেমটা।

…র প্রাণ বাঁছেনা দিন রাত। সদা সাধ ফিরিতে নাথ সাথ॥
…লনে, ধরনে, ললিত বচনে, হৃদে বাজে কুসুম শরাঘাত॥৩৯৭৬॥

ভৈরবী—ভগ্ন তঙ্গ।

ঊষা হাসিল ফুল তুলি সবীরে।
করতালি দেলো ওলো ডাকিলো মিহিরে॥
রাঙ্গা আকাশ রাঙ্গা আভা শিশিরে,
ভাঙ্গা মেঘ রাঙ্গা সরে ধীরে ধীরে, রাঙ্গা মুকুর সুরধনীর নীরে॥
দেখলো মিহিরে ওই দেখলো মিহিরে;
ছুটে কিরণ আসে তরু শিরে শিরে,
নাচি মাতিয়ে আয় ঘুরে ফিরে ফিরে॥৩৯৭৭॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

(ওলো) ফুলে ফুলে আঁচলে ধরে না ধরে।
বোঁটা কেটে সাজাই থরে থরে॥
কলিকা কালামুখি, এখনো কচি খুকি,
কি বোলে ঝাপায়ে আসে সোরে, ঢাকা ঢাকিয়ে রাখ যাবে ঝোরে॥
দিইলো করতালি, কানন হলো থালি;
নাড়া দিলে ডালে—কিছু না ঝরে।
কসি এঁটে আয় লো ধোরে নি করে॥৩৯৭৮॥

বেহাগ—যৎ।

সে আমার যবনের ধন, মনপ্রাণ যার লাগি সদা উচাটন;
তাহার মধুর হাসি, ভাবি মনে দিবা নিশি,
সে আমার পূর্ণিমার শশী—সে বিনে অঁধার ভুবন॥৩৯৭৯॥

আলাইয়া—ফেরতা।

কিঙ্করে করুণা কর গো করাল বদনী;
তারা ত্রিতাপহারিণী পতিত পাবনী।
সদা তমোগুণে মত্ত, পাপচিত্ত তব পাদ-রত নহে কদাচিত;
কিবা হবে উপায়, কৃপায় যদি না রাখ পায়,
অনুপায়ের উপায় তুমি গো জননী।
যে চরণ লাগি সদা শিব সর্ব্বত্যাগী,
সদা শ্মশানে মশানে ফিরে হয়ে অনুরাগী,

তার সব বাসনা, পূর্ণ কর বাসনা,
মোর পামর মন, অসৎ চিন্তায় কেমন,
বিষম বিষয় বিষে রত দিন রজনী ;
তোমারে না পারে চিন্তে, দিনান্তে না করে চিন্তে,
অন্তরে বিষয় চিন্তে কু-চিন্তার অনন্ত খনি ;
তোমার চিন্তা চিন্তামণি, চিন্তামণির তুমি চিন্তা-দণি
চিন্তামণির একান্ত চিন্তা চিন্তা-রূপিণী ;
চিন্তাময়ীর চিন্তাহীন, কু-চিন্তার অধীন,
উমানাথের কু-চিন্তা দূর কর কু-চিন্তাবারিণী ॥৩৯৮০॥

ধর দিই আঁজলা ভোরে, হুধারে পোড়েছে মোরে ;
ঝোরে যায় পাপ্‌ড়ি মান ভরে ;—
ফিরে চাও নাও গো ধোরে, দিতেছি যত্ন কোরে,
এনেছি রত্ন প্রাণ ধোরে ;—
ফুলে দাও ভাসিয়ে জলে, পিরীতি পোড়েছে ঢলে ;
আমরি দ্যাখ মাধুরি ঢেউয়ের বুকে পড়্‌বে ঢ'লে ।
বাতাসে নাচিয়ে নেযায়—সোহাগ কোরে যায় লো ছুলে ॥৩৯৮

মুলতানী—আড়াঠেকা ।

ডাক রে মানব সদা অভয় ঈশ চরণ ;
চরমে সুগতি লাভ কর যদি আকিঞ্চন ॥
আশার জালেতে পড়ি, কেন দাও গড়াগড়ি,
ধন মান যশ তরে, বল ওরে অকারণ ?
ভুলিয়া মোহের ছলে, ভবে সুখ পাবে বলে
কেন কর ছুটা ছুটি ওরে মূঢ় নর,—
এ ভবে নাহিক সুখ, কেবল অনন্ত দুখ,
প্রকৃত আনন্দ হেথা, লাভ না হয় কখন ।
একাকী এসেছ ভবে, একাকী যাইতে হবে,
সে সময় কেহ সাথী, হবে না তোমার ;—
দারা সুত পরিজন, কিবা যশ মান ধন,
সকলি রহিবে পড়ি যখন লবে শমন !
অতএব রে মানব ! অসার ত্যজিয়ে সব,
ভাব সদা এ মনে, সেই বিভু পদ ;—
পাপ তাপ নাহি রবে, হৃদয় বিমল হবে,
অন্তিমে অশান্তি দাহে হবে না হৃদি দহন ॥৩৯৮২॥

কোথা র'লে হরি দয়াময় ; কবে বা জুড়া'ব নাথ জলন্ত হৃদয়।
না দেখে তোমারে কেমন করে প্রাণ,
তাই বারে বারে ডাকি ভগবান্‌,
এ দুঃখেরি হরি নাই কি অবসান ? হেন যেন মনে লয় ;
আছ ভাবি তুমি ফুটন্ত কুসুমে, নিরখি কুসুম গলি তব প্রেমে,
ছার তুমি ফুল ! মম ভাগ্য ক্রমে, তাই ফুল শুষ্ক হয় ;
ভরন্ত জোয়ারে তটিনী যখন, তুমি তথা ভেবে করি নিরীক্ষণ,
মম কর্ম্মদোষে কর পলায়ন, তাই অমনি ভাটা হয় ;
অরুণ উদিল ডাকি নাথ বলে, তাই বুঝি ক্রমে ক্রোধ উঠ জ্বলে,
শেষে পলায়ন নাহি ছাড়ি বলে, এ তব কেমন ভয়,—
নিশিকে মা বলে করি প্রণিপাত, অমনি তাহাকে ত্যজ তুমি নাথ,
তাই নিশি দেবী করে অশ্রুপাত, লোকেতে নীহার কয় ;
যখনি যে ঋতু হয়েছে উদয়, তাহে ভাবি তুমি আছ দয়াময়,
ছেড়ে দেপ তারে ঋতু (ও) গত হয়, কেন হেন নিরদয় ;—
ভূতল, গগন, অরুণ কিরণ, যা দেখি যা শুনি করি অন্বেষণ,
কোথায় না পাই বারেক দরশন, তোমনুর চরণদ্বয় ॥৩৯৮৩॥

আলাইয়া—একতালা।

চরমে চরণ দানে হওনা কৃপণ,
পতিতে রাখিও পদে পতিতপাবন।
এ মতি-মাতঙ্গ মত্ত, জ্ঞানাঙ্কুশ করি ব্যর্থ,
নিয়ত কলুষমারণ্যে করে বিচরণ—
ছিড়িয়ে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম শৃঙ্খল বন্ধন ;
তাই ডাকি সকরুণে, পাব ও পদ কেমনে,
মন যদি পাদপদ্ম না নিল স্মরণ,
নিজগুণে কর দয়া পাতকি তারণ ॥৩৯৮৪॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

দুখিনী জননী যার সে কেন আমোদে রত,
কেমনে সে হাসে খেলে অবোধ বালক মত !
অধীনতা-অন্ধকার, হীন ভাব চারি ধার,
কেমনে সে নিরন্তর, বিলাসে মগন এত !
কে আছ রে এ জগতে পামর তাহার মত,
শতধিক্‌ অভাগারে পাষাণ তাহার চিত !৩৯৮৫॥

মুলতান—

ভালবাসিও না তারে আর, সে যে বোঝে না লো দুঃখ তোমার।
সঁপেছিলে প্রাণ যারে, সে বড় নিঠুর হায়,
তোমার মলিন মুখ, মনে ত পড়ে না তার!৩৯৮৬॥

যোগিয়া—

সেই ত কাঁদিতে হোল হায়! সেই ত কুসুমকলি ফুটিয়া ঝরিয়া যায়;
সেই সুখ হর্ষ আশা, সে মধুর ভালবাসা,
কিছুই ত রহিল না সকলি ফুরাল হায়॥৩৯৮৭॥

ভৈরবী—ঠুংরী।

প্রেমেতে মাতিয়ে মন, সদা ভাব রে মহেশ শ্রীচরণ;
যাঁহার কৃপায়, সর্ব্ব পাপ যায়, জীব মুক্ত হয় করিলে নাম কীর্ত্তন;
যাঁর নামে মৃত্যু করে ভয়, যিনি সর্ব্ব জীবে শুভময়,
আশুতোষ সর্ব্ব শক্তিময়, তাঁর পদে ম'জে থাক যখন তখন॥৩৯৮৮॥

বাগেশ্রী-আড়াঠেকা।

কেন কর মিছে মন আমার, কারে বল আপনার,
ভাই বন্ধু আত্ম জন, কেহ ত নহে আপন,
সকলেই ভাবে আপন, বিনে সেই অনাথ বন্ধু সারাৎসার॥৩৯৮৯॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

তারা! কে জানে তোমার চরণের গুণ?
ভাবিলে শ্রীপদ তব স্পর্শে না শমন;
কেবল মাত্র জানেন দেব পঞ্চানন, শ্মশানে মশানে যিনি করেন ভ[illegible]
তাই তাঁর হৃদি পদ্মে, তোমার চরণ-পদ্মে,
আছেন মন আনন্দে করিয়ে ধারণ॥৩৯৯০॥

সিন্ধু—

বলা হ'ল না ত সব কথা খুলে, অৰ্দ্ধেক শুনিয়া সে যে গেছে
সকলি বলিলে তারে, হয় ত করুণা ক'রে,
চাহিত মুখের পানে, দুটি আঁখি তুলে,
পাষাণে হৃদয় বেঁধে, রয়েছে সে ভুলে॥৩৯৯১॥

ইমন কল্যাণ—ঠুংরী।

হর হর বলে কাল হর, পরিহর পাপাচার,
বিষয়-বিষধরে জ্ঞানাগ্নিতে ছেদ কর ;
বিমল বৈরাগ্য-বসন মনঃসাধে পর, শান্তি-সাগরেতে স্নান কর ॥৩৯৯২

বেহাগ —একতালা।

শ্যাম হে! কোথায় লুকালে ;
এ ঘোরা যামিনী, একাকিনী এ অরণ্যে ফেলে ?
কুল লাজ পরিহরি, স্মরণ নেয়েছি হরি,
আনিয়া কানন মাঝে, কেন হে নিদয় হ'লে ?৩৯৯৩॥

বারোঁয়া—ঠুংরী।

সইলো! কে যাবি জলে, হেরিবি শ্যাম নটবরে, কদম্বের মুলে ;
জলেরি ছলেতে যাব, কত কথা পথে কব,
মনোমত মন যোগাব কালারে পেলে ॥৩৯৯৪॥

রামকৃষ্ণোৎসব।

একাদশ বার্ষিক নগর সংকীর্ত্তন।

চৌতাল।

নিদয় হয়ে কেন ত্যজিলে ভাসালে দুঃখ-পাথারে।
যাতনা না সয়,নেহার হে প্রেমময়,আছি যে দশায় হারায়ে তোমারে।

একতালা।

কার তরে আর, এজীবন ভার, বহুরে নিঠুর প্রাণ।
[illegible]য়ে হৃদি-নিধি হরে নিল বিধি, (বিধি তোর মনে কি এতই ছিল)
সুখ আশা সমাধান ॥
কত ছিল সাধ, সে সাধে বিষাদ, (মনের সাধ মনেই র'ল)
(সাধ মিটিল না মিটিল না) কি পাপে ঘটিল নাথ।
ভাবিনি কখন, হবে যে এমন, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ॥
(হায় একি হলো রে)

দশকুশি।

শূন্য হৃদি-সিংহাসন, এস এস প্রাণধন,
করিনি যতন তাই গেছ অভিমানে।
(যতন কিবা জানি হে) (দীনহীন কাঙ্গাল মোরা)
তুমি যে পরম ধন, কি তব জানি যতন,
[illegible] তাপিত প্রাণ প্রেমবারি দানে॥

ও মন-বিষাদ, পুরাও দানের সাধ,

(একবার উদয় হও হে) (তমোরাশি দূরে যা'ক)

মেলতা।

বিনয় করি, চরণ তব ধরি এস ব'স হৃদয় মাঝারে ॥৩৯১৫॥

তিওট।

শ্রীরামকৃষ্ণপদে তিষ্ঠরে মন।

জীবন ধন, সেই রতন হও না বিস্মরণ।

ভাব কি আছে তোমার আর, বিনা সেই নিধি সার,

অনিবার কর তাই হৃদে ধারণ ॥

ধামার।

আমাদের সেই কেলে সোনা, জাননা তার কত করুণা

দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু এমন যে আর পাবে না।

পাপীতাপি তরাইতে, বারে বারে অবনীতে,

অবতীর্ণ ঘুচাইতে, ভকত-ভব যন্ত্রণা।

আড়া।

পলকে পলকে নলকে প্রাণে, সে লীলা চপলা রাশি,

সে সব ভাব উথলে হৃদে, নব নব ভাবে আসি।

অমৃত-লহরী সে লীলা মাধুরী, স্মরণে পুলকে ভাসি (আজি)

স্মরণে পুলকে ভাসি।

মধুর অধরে যবে স্ফুরিত বাক্য সরসী,

অন্তরে পশিয়া সুধা, জুড়ায় সন্তাপ রাশি,

কোন বেদনা আর রহিত না, উরিত জ্ঞান শশী।

সোয়ারি।

বালে বাহু তুলে, নাচাতেন ভক্তমণ্ডলে,

শ্রীহরি নাম, মর্ত্ত্যধামে আর শুনবে না,

নাম কভু আর হবে না।

মেলতা।

বে আয়রে ভাই—আয় সবে আয়,

সেই নাম সংকীর্ত্তন ॥৩৯১৬॥

অনুরাগে আসুবেন ফিরে রসরাজ ॥
ভাসি নয়ন-জলে, দুঃখ যাবে না ম'লে,
যতন বিনে অভিমানে সে গেছে চ'লে,
হাতে পেয়ে রতন, চিন্‌লি না মন, ও তুই হেলায় হারালি কাজ ॥
নাথ আমরা অসার, যতন জানি কি তোমার,
তা ব'লে কি ক'র্ত্তে হয় নাথ এমনি ব্যবহার,
তুমি পরের মতন চলে গেলে, হৃদয়ে হানিয়ে বাজ ॥
তোমায় জানি আপনার, দোষ লয়ো না আমার,
ভক্ত সঙ্গে রসরঙ্গে এসহে একবার,
তাপিত জীবন শীতল ক'রে হৃদয়ে কর বিরাজ ॥ (আমার)৩১১৭॥

আয়রে ভাই সবে মিলে রামকৃষ্ণ গুণ গাই।
তিনি অধমতারণ পতিতপাবন (তাঁর) দয়ার সীমা নাই ॥
নিজে প্রধান খেলোয়ার, তাঁর খেলা বোঝা ভার,
ত্যজে ভবের খেলা, সকাল বেলা, চ'লে গেলেন তিনি তাই ॥
স্মৃতি জেগে রহিল, কেন সঙ্গে না গেল,
গেলে পরে এত দুঃখ কে সবেরে ভবে ভাই ॥
তিনি নিজে কৃপাময়, ভাব পূর্ব্ব কার্য্যচয়,
কর্ত্তা ও করম তিনি তিনি বিনা গতি নাই ॥
ঐ নাম বলরে সবে, মনের জ্বালা দূর হবে,
তিনি হ'তে নাম বড় বলেছেন নিজে গোঁসাই ॥
ঐ নাম অতীব মধুর, একবার বলরে চতুর,
জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ বল ভাই ॥৩১

কোথায় হে দীন দয়াময়, একবার দেখা দাও,
ঘৃণা ক'র না করুণাময় দীন
তব বিরহ কি দুঃসহ, কাঁদে
দহিছে দেহ, দুঃখ-দহনে, কিসে নি
বারেক আসিয়ে দেখ না
মাতৃহীন শিশুবৎ, নিশিদিনে
দুঃখীতাপী তন
শোকার্ণব জীবনে

ওমা যশোদে খেদে করোনা রোদন।
যত রাখালগণে বাঁচাইয়ে, ঝাঁপ দিলেন কালীদহে,
তোমার কালিয়ে গো—
হায় গো জলে ডুবিয়ে আছে তোমার কৃষ্ণধন॥
গিরি ধারণ করে, গোকুল রক্ষা করে,
ওমা যে ধরে তারে কে ধরতে পারে,
ওমা সে নয় তোর তেমন ছেলে
পুতনার দুগ্ধ খেলে, তারে নাশিলে গো,—
হায় গো অনল গ্রাসিলে, শীতল করলেন হুতাশন॥
দাঁড়াও ধৈর্য্য হয়ে, সিঙ্গা করে লয়ে,
ডাকি হা রে রে কোথায়, রে ভাই কানাইরে,
ওমা আমার এই সিঙ্গা রবে,
ভাই কানাই যথায় রবে, শুনিতে পাবে গো,—
হায় গো ত্বরায় আসিবে, বলায়ের এই নিবেদন॥
মা গো যত রাখালগণ, ত্যজিল জীবন, কালীদহের জল খেয়ে।
জীবনের জীবন বাঁচায়ে জীবন, ঝাঁপ দিলেন কালীদহে॥
(তার ভয় কি আছে, যে ভবভয়নিবারী হরি, তার ভয় কি আছে,
যে মরিলে বাঁচাতে পারে, তার ভয় কি আছে।)
মা গো তোমার যে অধরা, সে কি যায় মা ধরা,ধরাতে কে তারে ধরে।
মা গো যে করে সাধন, তারই কৃষ্ণধন, বাঁধা আছে ভক্তি ডোরে,—
(তারে বেঁধে যে ছিলে, সামান্য নবনীর তরে,তারে বেঁধে যে ছিলে,
যারে বেঁধেছিলে, সে কি বাঁধা ছিল, তারে বেঁধে যে ছিলে।)
মা গো মম সিঙ্গা রবে জগত ব্যাপিবে রসাতলে যাবে ধরা।
কানাই যেথানে থাকিবে, এখনই আসিবে, তোমার নয়নের তারা।
(তারে আসতে হবে,মম সিঙ্গা রবে,ভাই কেশবে,তারে আসতেহবে।)
শুনে সিঙ্গার ধ্বনি,জগৎ চিন্তামণি,
দুর্বাসি ... [illegible]

(ওহে) শিষ্টজনকষ্ট, করিতে বিনষ্ট, উদয় রামকৃষ্ণ নামে ;
(ওহে) বিকার বর্জ্জিত বিজিত কামনা, কামিনী কাঞ্চন কামে ॥
(ওহে) সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণ আধার, বিশ্বমূলাধার ভবকর্ণধার,
(নাশ ত্রিতাপ কষ্ট রামকৃষ্ণ হে—)
(ওহে) অশেষ পাতকী হইল উদ্ধার, ঐ নামে পরিণামে ॥
অপার মহিমা বুঝে শক্তি কার, কখন সাকার কভু নিরাকার,
(অপার ভবকষ্টহারী রামকৃষ্ণ হে—)
তোমার অনন্ত আকার অনন্ত প্রকার, অন্ত নাহি বেদাগমে।
.ত্য চরণদানে বলিরে তুষিলে, ত্রেতায় রামরূপে রাক্ষস নাশিলে
(ওহে তুমি সত্য নিত্য নিরঞ্জন হে)
..পরে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকাশিলে, লইয়ে অগ্রজ রামে ॥
তুমি স্থল, জল, অনল, অনিল, সুজন যে জন সে জন চিনিল,
(তুমি অতল ভূতল বিমান মণ্ডল হে—)
ওহে ভক্তি ধনে যে জন ঐ পদ কিনিল, সেই ধন্য ধরাধামে ॥
(ওহে) কত অবতার, হলে কতবার, নাশিতে নরের নরক দুর্ব্বার,
(কেবল হরিতে ভূভার, হরি তব ভার)
যদি লও এবার, এ অধমের ভার, শ্রীপদ পঙ্কজ দামে ॥
.কনহে গুণাকর, ভক্ত হৃদয়েশ্বর, অশনি সম শর হানিলে অকস্মাৎ।
তব বিরহ বাজে, কি কব কতই বাজে,
দহিছে হৃদিমাঝে,সহিতে সে আঘাত ॥
বহিছে খর স্রোতে শোক প্রবাহিনী,
রোদন তরঙ্গে আজ ভাসিছে অবনী,
দারুণ দুখোদয়ে কাঁদিছে সমুদয়ে,
কাতর হৃদয়ে. করে হৃদয়ে করাঘাত ॥
সাধ নাই সুখসাধে, বিষয় সম্পদে,
ঐ পদে স'পে প্রাণ ছিলাম যে নিরাপদে,
সাধিলে বাদ আশা...